বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

লোভের ফাঁদে
কাজী শাহনূর হোসেন

সামনে বিপদ
গোলাম মাওলা নঈম

ষড়যন্ত্রের জাল
সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

শুভম

তিনটি বই একত্রে

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

তিনটি বই একত্রে

লোভের ফাঁদে/কাজী শাহনূর হোসেন

হ্যাজেন ক্যারী আর তার স্ত্রী স্যালীর নির্বিঘ্ন ট্রেনযাত্রা বিঘ্নিত হলো ডাকাতদের হামলায়। বেঘোরে প্রাণ হারাল হ্যাজেন ক্যারী। লুট হয়ে গেল ট্রেনের কার্গো–সোনা। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড মাইনিং অ্যাণ্ড মিলিং কোম্পানী তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পেতে পুরস্কার ঘোষণা করল। ফলে শহরে এসে ভিড় জমাল প্রতিটা শকুন। সবাই–এমনকি স্যালী ক্যারিও তার স্বামীর মৃত্যুর ফায়দা লুটতে উঠে পড়ে লাগল। লোভের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে ওরা।

সামনে বিপদ/গোলাম মাওলা নঈম

শুভম

কার্ল রিকটারের মত চালু পিস্তলবাজের গুলি মাথায় লাগার পরও বেঁচে যাওয়া লোকটা কে? কী নাম ওর? পরিচয় কী?
কেনই বা একদল লোক খুন করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে?
কে শত্রু? কেই বা বন্ধু?

জানা নেই। কিছুই জানা নেই ওর। শুধু জানে পালাতে হবে, বাঁচতে হলে অনেক দূরে চলে যেতে হবে। অচেনা শত্রুর হাতে খুন হওয়ার আগেই নিজের পরিচয় জানতে হবে...স্মৃতি ফিরে পেতে হবে...

কিন্তু যাওয়া হলো না ওর। একদল আউট-লর মাঝখানে অসহায় অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনকে কীভাবে ফেলে যায়? জেনে-শুনেই বিপদ মাথায় নিল। ক'জন আসবে শত্রুরা? আসুক না! একটা কোল্ট আছে ওর, আর আছে অসংখ্য বুলেট...

ষড়যন্ত্রের জাল/সায়েম সোলায়মান

শুভম

বয়েডের দোষ দুটো—মেজাজটা চড়া এবং পিস্তলে দারুণ চালু হাত। ফলাফল: আট বছরের কারাদণ্ড। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে দেখল, বলতে গেলে কিছুই নেই ওর। হঠাৎ করেই ওকে পরপারে পাঠানোর জন্য শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে কারা যেন। শেরিফ কলিন্স নির্বিকার, বন্ধু স্টিভ ছাড়া পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই। ভেবেছিল নিরীহ গরু-ব্যবসায়ী হিসেবে বাকি জীবন কাটাবে, ভুলেও হাত দেবে না পিস্তলে। হলো না!

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

তিনটি বই একত্রে

লোভের ফাঁদে

কাজী শাহনূর হোসেন

সামনে বিপদ

গোলাম মাওলা নঈম

ষড়যন্ত্রের জাল

সায়েম সোলায়মান

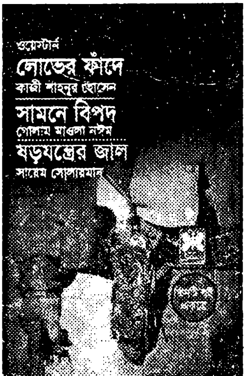

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8330-X

শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Exclusive
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
S
Visit Us at
boighar.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

লোভের ফাঁদে	৫–৮৫
সামনে বিপদ	৮৬–২৪৬
ষড়যন্ত্রের জাল	২৪৭–৪৭২

সেবা প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী শাহনূর হোসেন
কারসাজি
শয়তানের চক্র
লোভের ফাঁদে
কাজী মায়মুর হোসেন
শায়েস্তা
ধাওয়া
দুর্গম যাত্রা
প্রহসন
লুটেরা+দুর্বিপাক+খলনায়ক ৯০/
ইফতেখার আমিন
প্রায়শ্চিত্ত
টিপু কিবরিয়া
অশুভ চক্র
গোলাম মাওলা নঈম
দুঃসাহস+শোধ+ত্রাস
দাবদাহ
ইসমাইল আরমান সম্পাদিত
দেশান্তর

শওকত হোসেন
দমন+নিষিদ্ধ প্রান্তর ৭৩/-
কাজী শাহনূর হোসেন/
কাজী মায়মুর হোসেন/
গোলাম মাওলা নঈম
প্রতিযোগী+কূটচাল+মাশুল ৯৫/-
কাজী মায়মুর হোসেন/সায়েম সোলায়মান
স্বপ্নের খামার+
সীমান্তে বিরোধ+শক্তপাল্লা ১১৬/-
কাজী মাহবুব হোসেন/
কাজী শাহনূর হোসেন/
সায়েম সোলায়মান
অন্বেষা+আতশচক্র+পরিবর্তন ১২০/-
কাজী শাহনূর হোসেন/
গোলাম মাওলা নঈম/
সায়েম সোলায়মান
পে... ফাঁদে+সামনে বিপদ+
ষড়যন্ত্রের জাল ১৪৪/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না

ওয়েস্টার্ন

লোভের ফাঁদে, সামনে বিপদ, ষড়যন্ত্রের জাল

কাজী শাহ্‌নূর হোসেন, গোলাম মাওলা নঈম, সায়েম সোলায়মান

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

SUVOM

লোভের ফাঁদে

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

এক

অ্যারিজোনা। সোমবার। রাত। জনা বারো লোক জড়ো হয়েছে এল কুয়ের্ভো-র স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনটাকে ওদের পাশ কাটিয়ে ব্রেক কষতে দেখল তারা, একমাত্র প্যাসেঞ্জার কারটি স্টেশন প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। ক্যাবুস থেকে বেরিয়ে এল ব্রেকম্যান একটা স্টেপিং স্টুল হাতে, প্যাসেঞ্জার কারের সিঁড়ির ধাপের নিচে ওটাকে স্থাপন করে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই উঠে পড়ো।' তারপর প্রথমে ওঠা-নামার দরজা সংলগ্ন করিডরে এবং পরে করিডর থেকে নেমে থমকে দাঁড়াল ব্যাগেজ কারের দরজার সামনে। খুলে গেছে দরজা, ভেতরের লণ্ঠনের আলোয় উৎসাহী যাত্রীদের কেউ কেউ দেখতে পেল খোলা দরজার কাছে একটা বাকবোর্ড নিয়ে এসেছে একটি টীম, বাকবোর্ডের পাশে অঙ্কিত বিখ্যাত চিহ্নটাও নজর এড়াল না কারও। 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড মাইনিং অ্যান্ড মিলিং কোম্পানী।'

বাকবোর্ডের গদি থেকে নেমে পড়েছে রাইফেলধারী দুই গার্ড, অবস্থান নিয়েছে টীমটার দু'ধারে। ওদের পেছন পেছন নেমেছে এক সুবেশ যুবক। ব্রেকম্যানকে তারা বাকবোর্ডে উঠে ব্যাগেজ কারে পা রাখতে দিল। বাকবোর্ডের চালক জাজিম থেকে দুটো ছোট অথচ ভারী বাক্স কসরত করে তুলে ব্যাগেজ কারের মেঝেতে নামিয়ে রাখল। এবার পাইডিং ডোরটা বন্ধ হয়ে গেল গড়িয়ে গড়িয়ে।

আলোকিত কোচটির ভেতরে, শহুরে পোশাক পরিহিত এক যুবক এবং রূপসী এক যুবতী বগির সামনের দিকে গিয়ে আসন নিল। মহিলা বসেছে জানালার পাশে। যুবক মাথার ওপরে র‍্যাকে তুলে রাখল একমাত্র ব্যাগটি। কাজটা সেরে মহিলার পাশে বসতে যাবে, দু'জন আধময়লা পোশাক পরা লোক ওদের অতিক্রম করে ব্যাগেজ কারের লাগোয়া সীটে গিয়ে বসল।

মেয়েটি দস্তানা খুলছে এমনিসময় চলতে শুরু করল ট্রেন। হ্যাট সরাতে হাত তুললে বাঁ অনামিকায় পরা তার আঙটিটা ঝিকিয়ে উঠল প্রদীপের আলোয়।

ট্রেনটা এল কুয়ের্ভো শহর ছাড়ানোর বেশ অনেকক্ষণ পরে হাফ-গ্লাস ডোরটা ঠেলে বগির মাথায় চলে এল ব্রেকম্যান। ইউনিফর্ম জ্যাকেট পরা লোকটা শ্রাগ করলে তার বেল্টের পিস্তলটা পরিষ্কার চোখে পড়ল। নোংরা পোশাকের লোক দুটোর কাছ থেকে টিকেট চেয়ে নিল সে, তারপর গ্রহণ করল হ্যাজেন ক্যারী আর তার স্বর্ণকেশী স্ত্রী স্যালীর দুটো।

ব্রেকম্যান গলি ধরে সংগ্রহ করছে টিকেট, এসময় গলির পাশে, ক্যারীদের সামনে বসা যাত্রীটি শার্টের পকেট থেকে এক টুকরো ভাঙা আয়না বের করল। সীটের হাতলে রাখা হাতটায় ধরে রয়েছে ওটা, ব্রেকম্যানের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের

প্রতিবিম্ব ধরা পড়ছে তার ফলে। লোকটা টিকেট কালেকশনের পর বগির শেষমাথার খোলা দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেল। গলির পাশে বসা লোকটা এবার সঙ্গীর উদ্দেশে একটা ইশারা করল।

লোক দুটো উঠে হাফ-গ্লাস ডোরটা পেরিয়ে বন্ধ করে দিল ওটা। এবং প্রায় একই সময় ট্রেনের চাকার ঘটাংঘট ছাপিয়ে কানে এল পরপর চার-পাঁচটা গুলির শব্দ। স্ত্রীর দিকে চাইল ক্যারী, কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

একজন লোকের ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল এবার। ব্রেকম্যান অতিক্রম করে গেল ওদের, উদ্যত পিস্তল হাতে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল হ্যাজেন ক্যারী, কোটের ভেতর হোলস্টার থেকে টেনে বের করেছে অস্ত্র, হাফ-গ্লাস ডোরের কাছে পৌঁছে যাওয়া ব্রেকম্যানকে অনুসরণ করল।

কাঁচের প্রতিফলনে এক লোককে পিস্তল বাগিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল ব্রেকম্যান। মোচড় মেরে দরজাটা খুলল সে, বেরিয়ে পড়ল করিডরে, লক্ষ করল ব্যাগেজ কারের দরজাটা আধখোলা। ওটার দিকে এগোনর পরিবর্তে, কেন কে জানে, বাঁয়ে এক কদম সরে পিস্তল তাক করল সে। হ্যাজেন ক্যারী ঝাঁকি মেরে দরজাটা খুলে দোরগোড়ায় পা বাড়াতেই গুলি করল ব্রেকম্যান। চৌকাঠে বাড়ি খেয়ে বগির ভেতরদিকে আছড়ে পড়ল ক্যারী, খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে রইল দু'পা।

ব্রেকম্যান উদ্যত পিস্তল হাতে দ্রুত এগিয়ে এল দরজার উদ্দেশে, তার আগেই সীট থেকে এক লাফে উঠে স্বামীর কাছে ছুটে গেছে স্যালী। হাঁটু গেড়ে বসেছে তার পাশে। বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে ক্যারীর, মিসেস ক্যারী স্বামীর গলায় হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে হাত রাখল। নিশ্চিত না হওয়া অবধি হাতটা তেমনি রইল; তারপর মাথা তুলে চাইল মহিলা ব্রেকম্যানের দিকে। সবুজ চোখজোড়ায় ধকধক করছে নিখাদ ঘৃণা।

'আরে কুত্তা, ও তোকে সাহায্য করতে যাচ্ছিল,' পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল মহিলা মৃত স্বামীর পাশে।

*

এল কুয়েৰ্ভো শহরে, ন্যাড়া, পাথুরে পাহাড়ে চওড়া করে কাটা একটি তাক। এখানে ব্ল্যাক ডায়মন্ড মাইনিং অ্যান্ড মিলিং অফিসগুলোর অবস্থান। অশ্বারোহী জন লক ব্ল্যাক ডায়মন্ডের উদ্দেশে এগোতে পেছনের হয়স্ট শ্যাক আর হেড ফ্রেম থেকে নানা ধরনের শব্দ ভেসে আসতে শুনল। দুটো ওর ওয়াগন অপেক্ষারত, তৃতীয় আরেকটিতে বোঝাই দেয়া হচ্ছে ওর। খনির বেশিরভাগ কার্যক্রমই মাটির নিচে হয় জানা আছে তার, কেবলমাত্র শিফট বদলের সময়ই বোঝা যায় খনি শ্রমিকদের সংখ্যা।

টাই রেলের কাছে ঘোড়া থেকে নেমে গটগট করে অফিসের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। দীর্ঘদেহী লোকটির পরনে বহু ব্যবহারে জীর্ণ রেঞ্জ পোশাক, প্রতি পদক্ষেপে ধুলোর ছোট ছোট মেঘ উড়ছে। দরজার সামনে থেমে পড়ল ও,

স্টেটসনটা খুলে ওটা দিয়ে জামা-কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল। ঘনকালো চুল লোকটার, কোঁকড়ানো। জুলফি আর ঘাড় বেয়ে নেমে এসেছে ঘামের সরু ধারা।

হিপ থেকে ঝোলা শেল বেল্টটা পুরানো, নরম চামড়ায় তৈরি, হোলস্টারের পিস্তলটাকেও নতুন বলার জো নেই। ত্রিশ বছর বয়স লোকটার, গভীর নীল চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

হ্যাট হাতে দরজা ঠেলে অফিসটিতে প্রবেশ করল ও। সংকীর্ণ ঘরটায় সুইং গেট আর রেলিঙের বেড়ার ওপাশে তিনটে ডেস্ক। মাঝের ডেস্কটি থেকে স্টীল রিমের চশমা পরা ওরই সমবয়সী এক লোক মুখ তুলে তাকাল। 'কি করতে পারি তোমার জন্যে?' নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে শুধাল।

'আমি মিস্টার কারউইনকে খুঁজছি।'

কেরানী মাথা কাত করল দূরের ডেস্কে বসা মোটা মত লোকটির দিকে, রেলিঙের দিকে পিঠ দিয়ে বসে রয়েছে সে। ওদের কথাবার্তার শব্দে সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে লকের দিকে চাইল জর্জ কারউইন। রুক্ষ চেহারার লোক, সম্প্রতি দাড়ি কামায়নি, চেয়ারের হাতলে রাখা হাত দুটো প্রকাণ্ড এবং লোহাপেটা।

কারউইন উঠে দাঁড়াতে লক দেখল লোকটা লম্বা নয়, তবে চওড়া, এবং পোশাক বাছাইয়ে মোটেই যত্নশীল নয়। শ্রমিকের ওয়র্ক ক্লোদস আর বুট পরে রয়েছে। রেলিঙের কাছে এসে লকের মুখোমুখি হলো সে। মুখের চেহারায় বাড়াবাড়ি রকমের গাম্ভীর্য।

'মাতলামি করলে বুঝতাম বাউন্টি হান্টার। তা কে তুমি? কি চাই?'

'যাচাই করতে চাই যে গল্পগুলো শুনেছি সেগুলো সত্যি নাকি মিথ্যে।' লক বলল শান্ত স্বরে।

'কি শুনেছ শুনি?'

'ট্রেন থেকে নাকি তোমার সোনার বাট লুট হয়ে গেছে। তোমার ছেলে ছিল পাহারায়, মারা পড়েছে। বাটগুলোর দাম নাকি প্রায় এক লক্ষ ডলার। আর—'

'এক লক্ষ ডলারের বেশি,' বাধা দিল কারউইন।

'ওগুলো উদ্ধার করে তোমার ছেলের খুনীকে ধরে আনতে পারলে নাকি চোরাই মালের অর্ধেকটা পুরস্কার দেয়া হবে?'

'এগুলো মিথ্যে নয়। সবই সত্য। আমার পোস্টার তোমার চোখে পড়েনি মনে হয়। সব ওখানেই জানতে পারবে। কাউকে বোলো পড়ে শোনাবে।'

ক্ষীণ হাসল লক। 'কাজটা আমি পারব। খুনীকেও ধরে এনে দেব।'

'সব বাউন্টি হান্টারই একথা বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা খুঁজছে ভুল জায়গায়। হুইস্কির বোতলে খুনীকে পাওয়া যাবে না।'

'আমি ওখানে খুঁজব না,' বলল লক। তারপর আরও যোগ করল, 'আমাকে ভাল করে দেখে রাখো, মিস্টার কারউইন। পুরস্কারটা তুমি আমাকে দেবে।'

সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্য ফুটল কারউইনের দৃষ্টিতে। 'কিছু অ্যাডভান্স দিলে ভাল হত, তাই না?'

'কোন দরকার নেই,' বলল লক। তারপর মৃদু সুরে বলল, 'তোমার ছেলের

ব্যাপারে আমি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ,' বলল কারউইন। ঘুরে ডেস্কে ফিরে গেল। কিন্তু তার আগে ওর প্রশস্ত মুখে তীব্র শোকের ছায়া নজর এড়ায়নি লকের।

বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপল লক, চাকার দাগযুক্ত, ঘোরানো গলিপথ ধরে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার উদ্দেশে। বিপুল পুরস্কারের লোভে আকৃষ্ট বাউন্টি হান্টাররা বড্ড জ্বালান জ্বালিয়েছে বেচারা কারউইনকে বুঝতে পারছে ও। সেজন্যেই লোকটার কথাবার্তার ধরন ওরকম। থাকগে, সত্যতা যাচাই তো করা হলো তার।

চলার ফাঁকে শহরটি দেখতে লাগল লক। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বাসা বাড়ি, শ্যাক আর তাঁবুর ডর্মিটরী দু'ধারে। মরুভূমির মেঝে থেকে সিধে মাথা তুলেছে পর্বতসারি। গোটা ছয়েক মাইনের হেড ফ্রেম দেখতে পেল ওখানে ও। ধোঁয়া উড়ছে বয়লার থেকে। উপত্যকার ওপরে তৈরি করেছে ধোঁয়ার একটা পর্দা।

অ্যারিজোনা সেন্ট্রাল রেলরোডের টার্মিনাস রাউন্ডহাউসটা অতিক্রম করল লক। ফ্রেম ডিপো পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। ওয়াগন আর ঘোড়া যানজট সৃষ্টি করেছে। ওগুলোর মধ্য দিয়ে পথ করে নেয়ার সময় অন্যান্য প্রশ্নগুলো মাথায় ভিড় করল ওর। ডাকাতির ব্যাপারে জানার আছে আরও অনেক। ইন্ডিয়ান বেন্ডের সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বিশেষ কিছু জানাতে পারেনি।

সামনে এমুহূর্তে লোক গিজগিজ করতে দেখল লক। কোণের বিল্ডিংটার সামনে জড়ো হয়েছে জনতা। বোর্ডওয়কের ওপরে একটা তোরণ আছে বিল্ডিংটার। জনতার দিকে অগ্রসর হয়ে, ওটা পাক খেতে ঘোড়ার মুখ ঘুরাল সে। পেরিয়ে গেছে প্রায়, এমনিসময় দরজার লেখাটায় চোখ পড়ল 'শেরিফস অফিস'। লেখাটা যখন পড়ছে তখন দরজা দিয়ে জনা কয়েক লোক বেরিয়ে এসে ভিড় বাড়াল রাস্তায়। শেষের লোকটি বেরনোর পর দরজা তালা মেরে বোর্ডওয়কের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেল। দু'হাত তুলে শান্ত করতে চাইল সে জনতাকে। ওর ভেস্টে শেরিফের অফিসের স্টার।

লোকটার কথা শুনতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল লক। লোকজন চুপ হলে ভ্রূ কুঁচকে কথা বলতে শুরু করল লম্বা যুবকটি। 'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একই কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছি আমি। এবারই শেষ।' বোঝা যায় তিরিক্ষে হয়ে রয়েছে লোকটার মেজাজ।

শেরিফ এবার ডাকাতিটা বর্ণনা করল— ব্রেকম্যানের দ্বারা হ্যাজেন ক্যারীর দুঃখজনক মৃত্যু এবং পরে গার্ড দু'জনের আর ব্যাগেজ কারে আগত ব্রেকম্যানের হত্যাকাণ্ড। শুটআউটে কেবল একজন লোক প্রাণে রক্ষা পায়, কিন্তু প্যাসেঞ্জার কারের কারও তাকে মনে নেই।

'ওরা দেখতে কেমন ছিল?' চেঁচিয়ে উঠল জনৈক শ্রোতা। 'এক ডজন লোক দেখেছে তাদের।'

বক্তা জীর্ণ রেঞ্জ পোশাক পরনে এক প্রকাণ্ড লোক। হ্যাটটা মাথার পেছন

দিকে পরায় বেরিয়ে রয়েছে ঘন সোনালী চুল। মুখটা তামাটে।

'ও, আবার সেই উকিল সাহেব,' অবজ্ঞাভরে বলল শেরিফ। 'শোনো, বীম, বগির যাদের যাদের সঙ্গে পেরেছি কথা বলেছি আমি। সবাই সেই একই কেচ্ছা শুনিয়েছে। একজন আরেক জনের চাইতে লম্বা ছিল। পোশাক আশাক ছিল তোমাদের বেশিরভাগের মতই— স্টেটসন, নেকারচিফ, শার্ট, প্যান্ট, কাউম্যানের বুট। লোক দুটো বগির সামনের দিকে বসেছিল বলে পিঠটাই শুধু দেখা গেছে ওদের।'

'কিন্তু মিসেস ক্যারী? সে তো সবার চেয়ে কাছাকাছি ছিল ওদের,' খোঁচা দিল বীম।

'আমি আসছি সে কথায়। দয়া করে মন দিয়ে শোনো। সে-ও আর সবার মত একই বর্ণনা দিয়েছে। একজন সুখী বিবাহিতা মহিলা দুটো কাউপোককে অযথা গুরুত্ব দেবে কেন— তার ওপর সঙ্গে স্বামী থাকতে?' একটুক্ষণ বিরতি দিয়ে ফের বলে চলল শেরিফ, 'তোমাদের কারও কারও অত্যাচারে শহর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বেচারী। তার খোঁজ যদি পাও-ও তোমরা, দেখা করবে না সে।'

'ডাকাতিটা হয়েছে কোথায়?' কেউ একজন চেঁচাল।

'ক্যালিকো ফ্ল্যাটসে। সবাই জানো।'

'ট্রেনটা থামানো হলো না কেন?' নাছোড় লোকটা।

'এঞ্জিনীয়ার আর ফায়ারম্যান গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। এক প্যাসেঞ্জার এঞ্জিনীয়ারকে গিয়ে জানাতে জানাতে অনেক দেরি হয়ে যায়।'

'রাত তখন কটা?' আরেকজনের প্রশ্ন।

'নটায় রওনা দিয়েছিল ট্রেনটা। ব্যস, আর কোন প্রশ্ন চলবে না তবে তোমাদের উদ্দেশে আমার কিছু বলার আছে। তোমরা যেখান থেকে এসেছ আল্লাহর ওয়াস্তে সেখানে ফিরে যাও, তোমাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে শহরের মানুষ। আজ এর বার্নে জোর করে ঢুকে পড়ছ, কাল ওর সাধের বাগান তছনছ করছ, যেখানে খুশি নাক গলাচ্ছ, কাউকে দেখে পছন্দ না হলে বুকে পিস্তল ঠেকাচ্ছ। তারচেয়ে দূর হয়ে যাও বাপুরা এখান থেকে, শেরিফের কাজ শেরিফকে করতে দাও।'

'তাহলে পোস্টার লাগিয়েছ কেন তোমরা?' বীম প্রশ্নবাণ ছুঁড়েছে।

'আমি লাগাইনি,' ভোঁতা কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'জর্জ কারউইনকে ধরো গে। বুদ্ধিটা তার। আমি শহরের সেলুনগুলো বন্ধ করে দেয়ার আগেই কেটে পড়ো বাপুরা।' শেরিফ ঘুরে বিল্ডিঙের ও প্রান্তে চলে গেলে জনতা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। লকের নজর এড়াল না, এদের বেশিরভাগই শেরিফের অফিসের উল্টোদিকে; ক্রিস্টো সেলুনের উদ্দেশে পা বাড়াল। ঘোড়াটাকে চালু করল লক। 'এল কুয়েের্ভো টাইমস'-এর সাইনবোর্ড লাগানো অফিসটার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে, ওটাকে টাই রেলে বাঁধল।

দরজা খোলা পেল ও। ভেতরে, ওর ঠিক সামনেই উঁচু একটা কাউন্টার, চওড়ায় সরু রুমটার প্রায় সমানই। ওটার পেছনে অগোছাল একটা ডেস্কে বসা

এক তরুণী, বয়স্ক এক লোকের মুখোমুখি। মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশ হবে, পিঙ্গল চুল ক্লিপ দিয়ে উঁচু করে বাঁধা। ডেস্কটির ওপাশে মেশিনপত্র, টাইপকেস, কম্পোজিং স্টোন, আর কাবার্ড।

মেয়েটির দিকে মুখ করে বসা টেকো লোকটি সবার আগে দেখতে পেয়েছে লককে। মেয়েটিকে কি যেন বলতে উঠে এল সে। 'কি করতে পারি তোমার জন্যে?' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল।

সোনা ডাকাতি সম্বন্ধে জানতে এসেছে বলায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। এখানেও বাউন্টি হান্টারদের উৎপাত হয়েছে বুঝতে পারল লক। কাউন্টারের শেষ প্রান্তের উদ্দেশে মাথাটা কাত করে বলল মেয়েটি, 'এসো।' কাউন্টারের শেষ মাথায় এল কুয়ের্ভো টাইমসের একটি কপি চাপা দেয়া ভারী কাচের নিচে।

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে শুধাল, 'পড়তে পারো?'

কাঁচ ভেদ করে চেয়ে বলল লক, 'মোটামুটি, কিন্তু উল্টো করে কখনও পড়তে শিখিনি।'

এই প্রথমবার হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। লককে ভেতরে আসতে বলে ফিরে গেল ডেস্কে। গেট দিয়ে প্রবেশ করে কাগজটা পড়ল ও। সম্পাদকীয়ের ওপর লেখা 'ফ্রেড ডীন, এডিটর অ্যান্ড পাবলিশার,' এবং 'ডোরা ডীন, বিজনেস ম্যানেজার।' নতুন মাত্র একটি বিষয়ই জানা হলো লকের এখানে এসে। হ্যাজেন ক্যারী ছিল এল কুয়ের্ভোর এক তরুণ উকিল। স্ত্রীকে নিয়ে স্যান ইসাবেল যাচ্ছিল সে জনৈক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করতে।

পড়া শেষে, চিন্তিত মুখে মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল লক। প্রুফরীডিং থেকে মুখ তুলে চাইলে মেয়েটি বলল ও, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি, মিস ডীন?' ডোরা মাথা ঝাঁকালে বলল, 'মিসেস ক্যারীকে কোথায় পেতে পারি?'

'ও আমাদের পাশের বাসায় থাকে। কিন্তু এখন তাকে পাবে না,' তেতো সুরে বলল ডোরা।

'ধরো, যদি হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায়? দেখতে কেমন?'

মেয়ের হয়ে এবার জবাব দিল ফ্রেড ডীন। 'ডানা কাটা পরী। শহরের সেরা সুন্দরী।'

'ভুল বললে,' সাহসের সঙ্গে বলল লক, 'আমি এখন তার সঙ্গেই কথা বলছি।' মেয়েটির দিকে আড়চোখে চাইল ও। লাল হয়ে গেছে ডোরা, প্রাণখোলা হাসি হাসল ফ্রেড ডীন। ক্ষুব্ধ, হতবিহ্বল মেয়েটি উঠে পড়ে দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল ঘরের অন্যদিকে। এবার যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল লক।

'এক মিনিট, বাছা,' লক থেমে পড়লে প্রশ্ন করল ফ্রেড। 'কে তুমি? ইন্স্যুরেন্সের গোয়েন্দা?'

'না, গোয়েন্দা নই, প্রায় দেউলিয়া এক র‍্যাঞ্চার বলতে পারো। পুরস্কারের টাকায় স্প্রেডটা বাঁচাতে চাই।' লক নিজের পরিচয় দিলে চেয়ার ছেড়ে উঠে করমর্দন করল ফ্রেড।

'ও,' বলল ফ্রেড। 'গুড লাক।'

লক চলে যেতে গিয়ে আবারও থেমে পড়ল। 'মেয়েকে বোলো আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করেছি।'

ধূর্ত চোখে ওর দিকে চাইল ফ্রেড ডীন। 'ক্ষমাপ্রার্থনা? ডোরার কাছে? আরে দূর, একটা মাস ও খুশিতে ঘুমাতে পারবে মনে করেছ?'

মৃদু হেসে বিদায় নিল লক। বোর্ডওয়কে দাঁড়িয়ে সবটা ব্যাপার ভেবেচিন্তে দেখল। স্যালীকে খুঁজে বের করে কথা বলতে হবে। বেশির ভাগ বাউন্টি হান্টারকে সে ক্রিস্টো সেলুনের দিকে যেতে দেখেছে। ওখানে মেয়েটির খোঁজ জানা যাবে কি? বাউন্টি হান্টারদের কথাবার্তায় কোন সূত্র পাওয়া যেতেও পারে।

টাই রেলে ঘোড়া বেঁধে, ব্যাট উইং ডোরের উদ্দেশে এগোতে শোরগোলের শব্দ কানে এল ওর। কাঁধের ধাক্কায় সুইং ডোর ঠেলে উঁচু ছাদের ধোঁয়াটে, গুমোট, প্রকাণ্ড রুমটায় প্রবেশ করল ও। বাঁ দিকে লম্বা বারটি লোকে লোকারণ্য। ডানের বিশাল পোকার টেবিল তিনটির দখল নিয়েছে মদখোরের দল। দলবদ্ধ বাউন্টি হান্টারদের প্রতি জর্জ কারউইনের অবজ্ঞার কথা মনে পড়ল ওর। নিশ্চয়ই গোটা শহর আর আশপাশটা চষে হয়রান হয়ে গেছে এরা, জানে না এরপর কোথায় খুঁজবে।

বারের আলোচনায় উৎসাহী মনে হলো খদ্দেরদের। কাঁধ দিয়ে পথ করে নিয়ে সেদিকে এগোল লক। জনা ছয়েক লোক বীমকে মধ্যমণি করে কৌতূহলী জনতার দিকে মুখ করে আছে, হাতে ড্রিঙ্ক। বীম মনে হলো তার ভাষণ শেষ করছে, কারণ ওকে বলতে শোনা গেল, 'এই হলো কথা। শিগগিরি জানিয়ে দিয়ো আমাকে। লোক যত বেশি হবে কাজটা তত সহজ হবে আমাদের জন্যে।' এবার ঘুরে গ্লাসটা ঠকাস করে নামিয়ে রাখল বারে। ভিড় ভাঙল জনতার।

লক পেছন থেকে এসে টোকা দিল বিশালদেহী লোকটার কাঁধে। বীম ঘাড় ফেরাতে বলল, 'তোমার কথা পুরোটা শুনতে পাইনি। কি যেন জানাতে বলছিলে?'

সিধে হলো বীম, ফিরে সতর্ক চোখে নিরীখ করল লককে। কাছ থেকে ষাঁড়ের মতন লাগল লোকটাকে। শার্টের সুতো খুলে গেছে কাঁধের কাছে এমনি প্রশস্ত কাঁধ। ভাঙা নাকের নিচে একজোড়া তামাকসেবী ঠোঁট। অম্বররঙা চোখে ঔদ্ধত্য।

'তোমাকে আগে এদিকে দেখিনি,' ক্ষীণ আগ্রহ ফুটল ওর কণ্ঠে।

'একটু আগে এসেছি,' বলল লক। 'কি জানাতে হবে?'

'একা নাকি লোক আছে সঙ্গে?' প্রশ্ন বীমের।

'একা।'

শ্লেষের হাসি ফুটল বীমের মুখে, এক সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল, 'শুনেছ? বিরাট হিরো তসরিফ এনেছেন এখানে।' দু'জনেই হেসে উঠল।

'এতে হাসির কি হলো?' মৃদু স্বরে শুধাল লক।

'গতকাল জন্মেছ বুঝি? দশটার মত দল আছে এখানে, একেক দলে পাঁচ থেকে বারো জন করে। আমার দলেই মোট সাত জন। তারমানে সোনা উদ্ধার এবং ডাকাতকে ধরে আনার সম্ভাবনা আমাদের তোমার চাইতে সাত গুণ বেশি।'

'কপালের কথা কিছুই বলা যায় না,' মৃদু স্বরে বলল লক।

'তাই? তুমি সোনা উদ্ধার করে এ রাস্তা দিয়ে যাবে আর আমরা সবাই চেয়ে চেয়ে দেখব? সে জন্যেই অন্যান্যরা দলে ভারী হয়ে এসেছে, আমিও।'

'চাইলেই কি আর কেড়ে নিতে পারবে? সোনা তো দূরের কথা বন্দীকেও ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

বীমের বাঁ বাহু বারের ওপর, ওর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর লকের. দেখতে পেল গলার কাছে একটা পেশী সহসা সঙ্কুচিত হলো। পরমুহূর্তে বাঁ হাতি ঘুষিটা ধেয়ে এল লকের পাঁজর বরাবর। কিন্তু প্রস্তুত ছিল লক। ঘুষিটার আওতার বাইরে সরে গিয়ে একই ভঙ্গিমায় একটা হাঁটু তুলে দিল বীমের কুঁচকি লক্ষ করে, 'হুঁক' করে উঠে আপসে ঝুঁকে পড়ল লোকটা।

বাঁয়ে আধ কদম গেল লক, তারপর বাঁ মুঠো ঝাড়ল বীমের চোয়াল সই করে। প্রচণ্ড ঘুষিটা খেয়ে অতিকায় লোকটা যখন পড়ে যাচ্ছে, এসময় লক পিছু হটে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিল।

সশব্দে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে উপুড় হয়ে গেল বীম। ধীরে ধীরে পিছাচ্ছে লক, বীমের সঙ্গীদের দিকে চোখ রেখে। অন্যান্য খদ্দেরদের পেরনোর পর আড়াল পেল ও। এবার ঘুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে বোর্ডওয়কে দু'জন কাউপাঞ্চার নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। লককে দেখে চুপ মেরে গেল। 'বীম কি বলছিল শুনেছ কেউ?' যেচে পড়ে শুধাল লক।

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদেহী, মাঝবয়সী লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, সে কথাই আলাপ করছিলাম। বীম জানতে পেরেছে ওই হ্যাজেন ক্যারীর একটা বোন আছে। জনি ওয়াকার নামে একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। ডায়মন্ড জে-র মালিক লোকটা। বীমের ধারণা স্যালী ওখানেই গেছে।'

'বীম সেলুনসুদ্ধ সবাইকে একথা জানাচ্ছে কোন্ উদ্দেশ্যে?' জিজ্ঞেস করল লক।

'বোনাইটা দলে ভারী। বীম তাই দল পাকিয়ে গিয়ে কথা বলতে চাইছে স্যালীর সঙ্গে।'

'তোমরা যাবে?'

'কেন নয়? কাকে খুঁজছি নিজেরাও জানি না, জানে ওই মহিলা।

'কখন যাচ্ছ?'

'বীম ডায়মন্ড জে-র লোকেদের ভড়কে দেয়ার মত লোক জোগাড় করলেই। বেশি দেরি হবে না, কারণ সবাই জানতে চায় খুনী দেখতে কেমন ছিল।'

'আমিও,' বলল লক। 'ধন্যবাদ।'

লক তার ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল ফীড স্টেবলে। রানওয়ের প্রবেশপথে এক সহিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডায়মন্ড জে-র রাস্তা জানতে চাইল লক। লোকটা বাতলে দিলে ক'মিনিটের মধ্যে এল কুয়েৰ্ভো শহরটি পেছনে পড়ে রইল। বীম নিজের অজান্তেই উপকার করে বসেছে ওর, সুযোগ করে দিয়েছে স্যালীর সঙ্গে যোগাযোগের। অবশ্য এটাও ঠিক, বীমের কথায় উৎসাহী হয়ে ওর আগেই হয়তো

আর কেউ রওনা হয়ে গেছে ডায়মন্ড জে অভিমুখে। তবু কপাল ঠুকতে দোষ কি?

মেসকিট আর ক্যাকটাসের পাহাড়ী মরু পড়ল ওর যাত্রাপথে। ঘাসের বালাই নেই বললেই চলে এ অঞ্চলে। লকের মনে হলো, অন্তত একশো একর জমির প্রয়োজন পড়বে একটা গরুকে ঘাস খাওয়াতে।

প্রথম সাইড রোডটা পেয়ে ওটাই ধরল লক। একশো গজ মতন গেছে, দু'জন রাইডার উদয় হলো ঘন পাহাড়ী মেসকিটের আড়াল থেকে। স্যাডলে রাইফেল ওদের।

লক ওদের দিকে এগিয়ে রাশ টেনে বলল, 'ডায়মন্ড জে-তে যাওয়ার রাস্তা এটাই তো?'

'হয়তো,' বলল একজন গার্ড। 'কি চাই সেখানে?'

'জনি ওয়াকারের সঙ্গে কথা আছে।'

'কি ব্যাপারে?' অপর গার্ডটির প্রশ্ন।

'বিপদ আসছে।'

'কি ধরনের?' প্রথম গার্ডটি জিজ্ঞেস করল।

'পঞ্চাশ-পঁচাত্তর জন লোক।'

পরস্পরের দিকে চেয়ে প্রথম গার্ডটি বলল, 'খুলে বলো।'

'জনিকে বলব।'

'সত্যিই বলবে তো?' ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল দ্বিতীয়জন।

লক জবাব দেয়ার আগে প্রথম লোকটি বলল, 'ওর পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দাও গোলমালের ইচ্ছা থাকলে ছেলেদের সঙ্গে জুত করতে পারবে না।'

পিস্তল সমর্পণ করে এগিয়ে চলল লক। টিলা-টক্করের ওপাশে লম্বা এক ঝাড় কটনউড দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে একতলা একটা প্রশস্ত বাড়ি। গাছগুলোর পশ্চিমে বাঙ্কহাউস, করাল আর আউটহাউসগুলো। একটু পরেই নেহাই পেটানোর শব্দ কানে এল ওর মুখ খোলা ওয়াগন শেডটার পাশের বাসাবাড়িটা থেকে আসছে আওয়াজটা ওটার দিকে এগোতে দরজা খোলা দেখতে পেল, চকিত চাহনি হানল ও ব্যাঙ্কহাউসের উদ্দেশে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে খেলা করছিল বারান্দায়। ওকে দেখে বাচ্চা মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

কামারের দরজার সামনে লাগাম টানল ও। ভেতরে ম্লান আলো। ওকে দেখে বাইরে উজ্জ্বল রোদে এসে দাঁড়াল এতক্ষণ নেহাই পেটা লোকটা। হাতে হ্যামার।

'আমি জনি ওয়াকারকে খুঁজছি।'

'আমিই জনি ওয়াকার।'

ওয়াকার লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়, টাকমাথা। মুখটা গোল, বলিষ্ঠ দেহ, পুরানো রেঞ্জ পোশাক পরনে। কণ্ঠস্বর বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট সতর্কতা স্যাডল থেকে নামতে লক লক্ষ করল দু'জন লোক এগিয়ে আসছে বাঙ্কহাউস থেকে, আর সেই ছেলেটা। সে অবশ্য দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

ওয়াকারের কাছে গিয়ে পরিচয় দিল লক। ভ্রূ কুঁচকে গেল ওয়াকারের। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল না। ওর শূন্য হোলস্টার পরীক্ষা করছে লোকটা

উপলব্ধি করল লক। 'কি করতে পারি তোমার জন্যে?' প্রশ্ন করল ওয়াকার।

ছেলেটা ইতোমধ্যে চলে এসেছে ওয়াকারের পাশে। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল লোকটা। 'আমার ছেলে টেমপেস্ট, মিস্টার লক।' পরস্পরের উদ্দেশে মাথা নেড়ে হাসল লক আর ছেলেটি। 'কি বলবে বলে ফেলো।' বলল ওয়াকার।

পেছনে শব্দ শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে চাইল লক, কাউপাঞ্চার দু'জন একটু দূরে দাঁড়িয়ে। একটা দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল ও। দু'জন মহিলা আর বারান্দার সেই মেয়েটি হেঁটে আসছে কামারের দোকানের উদ্দেশে। ওয়াকারের দিকে চেয়ে ক্ষীণ হাসল লক। 'সবাই আসুক না হয়।'

জনিও মৃদু হেসে বলল, 'আমার লোকেরা তোমাকে ছেড়ে দিল কেন জানতে সবারই আগ্রহ।'

'জানলে কারোরই ভাল লাগবে না, তবু জানা দরকার সবার।'

ওরা চলে এলে লক মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যুবতীটি সত্যিই ডানাকাটা পরী। এবং এ মিসেস ক্যারী না হয়েই যায় না। স্কার্ট আর পুরুষমানুষের শার্ট ঢাকতে পারেনি ওর পরিপূর্ণ দেহবল্লরী। পটলচেরা গাঢ় সবুজ চোখ মেয়েটির, টানা ভ্রূ। পিঙ্গল চুল তামাটে দেখাচ্ছে রোদ পড়ে। ফর্সা ধবধবে গায়ের রং, গালের হনু দুটোয় লালের সামান্য ছোপ। টিকোলো নাক আর পূর্ণাকার ঠোঁটজোড়া রূপের আকর্ষণ বাড়িয়েছে আরও। তবে লকের মুগ্ধদৃষ্টি মেয়েটিকে এতটুকু প্রভাবিত করেছে মনে হলো না।

পরিচয় পর্ব সারা হলে বীমের পরিকল্পনাটা খুলে বলল লক।

'দু'জন লোক নিয়ে ওদের সঙ্গে পারবে কিভাবে, জনি?' প্রশ্ন করল স্যালী। অর্থাৎ মিসেস ক্যারী।

'আমাকে ধরলে সাত জন,' বলল লক।

'ধন্যবাদ,' বলে জুড়ল ওয়াকার, 'কিন্তু তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'দুটো কারণে,' জানাল লক। 'প্রথমত, পঞ্চাশটা লোক একজন মহিলাকে বিরক্ত করবে এটা মানতে পারিনি। আর দ্বিতীয়ত আমি নিজেও একজন বাউন্টি হান্টার।'

'তারমানে?'

'মানে বলতে পারো উপকারের বদলে উপকার। কি হতে যাচ্ছে আগেভাগে তোমাদের জানিয়েছি আমি। তার বদলে মিসেস ক্যারীর সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

স্যালীর দিকে তাকাল জনি। 'তুমি কি বলো?'

লককে সন্দিগ্ধ চোখে দেখছিল স্যালী। 'তুমি যে বানিয়ে বলছ না তার নিশ্চয়তা কি?'

'নিশ্চয়তা নেই,' বলল লক।

মিসেস ওয়াকার কথা বলল এই প্রথমবারের মত। 'কি করা উচিত বলে মনে করো তুমি, মিস্টার লক?'

'ওদের বলবে মিসেস ক্যারী চলে গেছে। পাঁচজনকে বলবে পরীক্ষা করে

দেখতে।'

'কিন্তু স্যালীকে লুকাব কোথায়?' মিসেস ওয়াকার জানতে চাইল।

'শেরিফ সকালে বাউন্টি হান্টারদের বলছিল মিসেস ক্যারী শহরে নেই। তাকে তার নিজের বাসায় ফেরত পাঠাতে দোষ কোথায়? ওরা ওখানে খুঁজবে না।'

'বাউন্টি হান্টারদের কি বলব আমি?' জনি ওয়াকার জিজ্ঞেস করল।

'লাইন ক্যাম্প আছে?'

'তিনটে।'

'বলবে মিসেস ক্যারী সবচাইতে দূরেরটায় আছে।'

'খুঁজে না পেলে ফিরে আসবে ওরা।'

'তার আগে শেরিফকে ডেপুটি সহ ডেকে আনার সুযোগ পাবে।'

মনস্থির করে ফেলল ওয়াকার। কাউপাঞ্চারদের একজনের উদ্দেশে বলল, 'কিম, ছেলেদেরকে গিয়ে বলো লোকগুলোকে দেখামাত্র যেন পরপর দু'বার ফায়ার করে। তারপর যাতে এখানে চলে আসে।' এবার স্যালীর দিকে ফিরল। 'কথা বলবে ওর সঙ্গে?'

'বলব,' বলল মেয়েটি। 'এসো।'

টাই রেলে ঘোড়া বেঁধে অনুসরণ করল লক স্যালীকে। বারান্দা পেরিয়ে সুসজ্জিত, প্রশস্ত লিভিংরুমটিতে প্রবেশ করল ওরা।

লককে সোফায় বসতে ইঙ্গিত করে পাশে একটা চেয়ারে বসল স্যালী। পরস্পরকে সাবধানী চোখে লক্ষ করার পর মেয়েটি বলল, 'ঠিক কি জানতে চাও তুমি?'

'বরং আমি যা জানি বলে যাই, ভুল হলে ধরিয়ে দিয়ো,' বলল লক। মেয়েটি সায় জানালে স্টেশনের প্রতীক্ষা পর্ব থেকে আরম্ভ করল ও। জানতে চাইল স্যালী সোনা লোড করতে দেখেছে কিনা।

স্যালী জানাল বোঝাইয়ের শব্দ পেয়েছে তবে লক্ষ করে দেখেনি। 'অন্যরা দেখছিল?' প্রশ্ন লকের।

'এক মহিলা আর তার বাচ্চা ছেলে।'

'কিন্তু শেরিফ তো বলল ডাকাতরা তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সীটে বসে ছিলে তুমি। এর অর্থ ওরাও মাল বোঝাই হতে দেখেছে। ওদেরকে কি প্ল্যাটফর্মে দেখেছিলে? বাচ্চাওয়ালা মহিলাকে দেখতে পেয়েছিলে বলছ, ওদেরকে নয় কেন?'

শ্রাগ করল স্যালী। 'ব্যাপারটা ভিন্ন। একজন মহিলা সবসময় আরেকজন মহিলাকে খেয়াল করে। ডাকাতরা হয়তো পরে টিকেট কেটেছিল।'

কথাগুলো অম্লানবদনে বললেও মহিলার অস্বস্তিটুকু ঠিকই উপলব্ধি করল লক। কিছু একটা এড়িয়ে যেতে চাইছে।

এবার বলল লক, 'লোকগুলো তোমাদের পাশ দিয়ে গিয়ে সীটে বসেছিল। ওদের চেহারা দেখতে পেয়েছিলে নিশ্চয়ই?'

'না। আমাদের দিকে পিঠ ফেরানো ছিল।'

'ওরা কি একে অন্যের সঙ্গে কথা বলেছিল?'

ইতস্তত করার পরে জবাব এল, 'আমার— আমার মনে হয় বলেছিল।'

'তারমানে ওরা মুখ ফিরিয়েছিল। চেহারা লক্ষ করোনি?'

'আমি অত নজর করে দেখিনি। তবে একজনের মনে হয় গোঁফ ছিল। আর হ্যাঁ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'জনেরই।'

'গোঁফ ছিল কার? লম্বাটার নাকি জানালার পাশেরটার?'

'জানালার পাশেরটার।'

'কাপড়চোপড়ের কোন বিশেষত্ব?'

'না। সাধারণ পোশাক। তোমার মতই। শার্টের ওপর ময়লা জ্যাকেট।'

'কোন দাগ বা কাটাচিহ্ন?'

'বললাম না ভাল করে লক্ষ করার আগ্রহ বোধ করিনি।'

কণ্ঠে সহিষ্ণুতা বজায় রেখে বলল লক, 'তোমার স্বামীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক চাও না?'

'হত্যাকারী তো ছিল ব্রেকম্যান, সে মারা পড়েছে,' অসহিষ্ণু শোনাল স্যালীর গলা।

'কিন্তু খুনটার জন্যে যে লোক দায়ী সে বেঁচে আছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে না?'

'নিশ্চয়ই!'

'তবে মনে করার চেষ্টা করো,' নরম সুরে বলল লক।

'পারছি না তো!' অসহায় ক্রোধ ফুটল স্যালীর কণ্ঠে।

'আচ্ছা ঠিক আছে,' বলল লক। 'কিন্তু তোমার স্বামী গুলির শব্দ শোনামাত্র ডাকাতদের ধাওয়া দিল না কেন? ব্রেকম্যান যাওয়ার পর কেন গেল?'

'সে ভেবেছিল লোক দুটো নিজেরা নিজেরা গানফাইট করছে। কে যাবে নিজের জীবন বাজি রাখতে? ব্রেকম্যানকে দৌড়ে যেতে দেখে ভেবেছিল ব্যাগেজ কারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে, সাহায্য করা দরকার।' রুমালে ডাগর চোখ দুটো মুছে নিল ও। 'সবকিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল!'

মেয়েটির কথার শেষ পর্যায়ে দুটো দূরাগত সাঙ্কেতিক গুলির শব্দ কানে এল লকের। দু'জনেই সটান উঠে পড়ে বারান্দার দিকে যেতে, ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল। 'ওরা আসছে!' ওদের বেরিয়ে আসতে দেখে বাড়ির কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠল টেমপেস্ট

বারান্দার একটা চেয়ার থেকে হ্যাট তুলে নিল স্যালী। 'আমার ঘোড়াটা নাও,' বলল লক। 'ফীড স্টেবলে ছেড়ে দিয়ে সহিসকে বোলো দানাপানি দিতে।'

ওরা বাড়ির কোণ ঘুরে টাই রেলের দিকে এগোতে ওয়াকারকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখল। ও পৌঁছনোর আগেই এক পা ধরে স্যালীকে স্যাডলে তুলে দিল লক। লাগাম ধরিয়ে দিচ্ছে হাতে এ সময় ওর পাশে থমকে দাঁড়াল ওয়াকার। হাঁফাচ্ছে। হাপরের মতন উঠছে নামছে বুক। 'যাও, স্যালী। কিম তাড়াহুড়ায় করালের গেট খুলে গেছে। সব ঘোড়া ছিটকে গেছে এদিক ওদিক।' রাস্তার দিকে

চেয়ে বলল, 'জলদি করো। বাড়ির পাশ দিয়ে উত্তরে চলে যাও। পরে দেখা হবে।'

লকের ঘোড়া চেপে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল স্যালী। ওয়াকার লকের উদ্দেশে চেয়ে বলল, 'কাজ হলো?'

'কে জানে,' বলল লক, 'তবে এটা জানি অস্ত্র ছাড়া তোমার কোন কাজে আসব না আমি।'

'একটা কারবাইন লোড করো, টেমপেস্ট।' বাপের কথা মাটিতে না পড়তেই ভেতর দিকে ছুটল ছেলে।

ওয়াকার এবার লকের উদ্দেশে বলল, 'বাঙ্কহাউসে তিনজন লোক রাখছি আমি। সঙ্গে তুমি থাকলে ভাল হয়।'

'আমি না,' বলল লক, 'আমাকে বীমের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।'

'ওহ হো, ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ, তুমি তবে কিচেনে ঘাঁটি গাড়ো। আমি কিচেনের দরজায় মীট করব ওদের সঙ্গে।'

ওয়াকারের দলটিকে এবার দেখতে পেল লক। কুকশ্যাক ছেড়ে এ বাড়ির দিকে আসছে। চারজনই রাইফেলধারী। ওদের একজনকে বাঙ্কহাউসে পাঠিয়ে দিল দরজায় দাঁড়ানো ওয়াকার। টেমপেস্ট বেরিয়ে এল এ সময়, লকের হাতে কারবাইন দিয়ে ছুট লাগাল বাঙ্কহাউসের দিকে।

লোকটা ফিরে যেতে রাস্তায় চোখ রাখল লক। দূরে বাউন্টি হান্টাররা আসছে দেখতে পেল। ডায়মন্ড জে-র গার্ড দু'জনকে অনুসরণ করছে তারা, সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা না গেলেও অশ্বারোহীর দলটি পঞ্চাশজনের কম হবে না।

কিচেনের দরজায় দাঁড়ানো ওয়াকারের দিকে এগিয়ে গেল লক। লোকটার মুখে চিকন ঘাম। ভয় পেয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

'এরকম ঝামেলায় কখনও পড়িনি। কি করব?'

'প্রশ্নটা আমারও,' বলল লক। 'তবু একটা ঢিল ছুঁড়ে দেখা যায়। ওদের নেতা কে জেনে তার সঙ্গে কথা বলো। পাঁচজনের তল্লাশী পার্টি নিয়ে সে যাক তোমার সাথে। ওকে বলবে কোন গোলমাল পাকালে তোমার লোকেরা বাকিদের ওপর গুলি চালাবে।'

'ঠিক আছে,' গোমড়ামুখে বলল ওয়াকার।

ওর পাশ কাটিয়ে কিচেনে প্রবেশ করল লক। মস্ত রূম, লম্বা একটা টেবিলে অনেকগুলো চেয়ার, একটা কালো চুলা, কুলার, কাবার্ড, সিঙ্ক আর পাশে কাউন্টার পাম্প। টেবিলের পাশে টানা পর্দার জানালাটার কাছে সরে গেল লক। পর্দা সামান্য ফাঁক করে অপেক্ষারত। অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের চাপা শব্দ। 'থামো,' ওয়াকারের তীক্ষ্ণ আদেশটা না আসা পর্যন্ত বেড়ে চলল আওয়াজের মাত্রা।

শব্দটা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলে ওয়াকার চলে এল লকের চোখের সামনে। থেমে পড়েছে। ওর গার্ড দু'জন ঘোড়া থেকে নেমে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল।

'কার সঙ্গে কথা বলব আমি?' রাগত কণ্ঠস্বর ওয়াকারের।

'কারও সঙ্গে না। আমরা বলব তোমার সঙ্গে।'

কোন সন্দেহ নেই বীমের গলা।

'এদিকে এসো,' ওয়াকারের আদেশ।

পর্দা একপাশে সরিয়ে জনতার দিকে এই প্রথম চাইল লক। দলটির সদস্যদের নানা আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য। ঘোড়া, খচ্চর এমনকি মালবাহী গাধায় চড়েও এসেছে। ওয়াগন, বাকবোর্ড আর বাগিও দেখা যাচ্ছে।

রাইডারদের প্রথম সারিতে বীম। ওয়াকারের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল।

'কি বলবে বলো।'

'মিসেস ক্যারীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তাকে ডাকো।'

'জানি কেন এসেছ, সেজন্যেই তাকে এখানে রাখিনি।'

'কোথায় সে?' বীম প্রশ্ন করল।

'লাইন ক্যাম্পে। তিনটের একটায়।'

প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল যারা শুনতে পেয়েছে ওয়াকারের কথা তাদের মধ্যে।

'কোন্‌টায়? কোথায় সেটা?' দাবি করল বীম।

'ওর সঙ্গে যে লোকটা গেছে তার মর্জির ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে বলতে মানা করেছি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। লাইন ক্যাম্পে গিয়ে খুঁজে নাওগে যাও।'

'তোমার দেখিয়ে দিতে হবে,' নতুন একটি কণ্ঠ শোনা গেল।

'তোমাদের দিকে ছ'ছ'টা রাইফেল তাক করা আছে। এক পা এগিয়েছ কি নরকে চলে যাবে।'

'মিথ্যে কথা,' বলল বীম, 'ও এ বাড়িতেই আছে। কথা আমরা বলবই তার সঙ্গে। বাধা হয়তো দিতে পারবে কয়েকজনকে কিন্তু এত লোকের সামনে টিকতে পারবে না।'

বীমের কথার ফাঁকে বাউন্টি হান্টাররা ঘিরে ফেলেছে ওয়াকারকে।

'বেশ, তবে সার্চ করো। কিন্তু সবাই না, পাঁচজন,' বলল ওয়াকার। 'আমাদের পুরো লেআউট দেখাব তোমাদের, কিন্তু ওই পাঁচজনকে।'

'আমরা সবাই দেখব,' মাতাল একটি কণ্ঠস্বর খেঁকিয়ে উঠল।

লক রাইফেল তুলে বীমের মাথার ওপর দিয়ে গুলি করল। কয়েকটা ঘোড়া ভড়কে গেল এবং লক চেঁচিয়ে বলল, 'মাত্র পাঁচজন, ওয়াকার যা বলেছে।'

একজন রাইডার বীমের পাশে ঘোড়া এনে বলল, 'আমি যাব, বীম।'

আরেকজন খিস্তি করল একথা শুনে। আপত্তি তুলল মারমুখো জনতা। ওদের শান্ত করতে হাত তুলল বীম। 'কোন্ পাঁচজন তাতে কি আসে যায়? মহিলা ভেতরে থাকলে এখানে নিয়ে আসা হবে সবার সঙ্গে কথা বলতে।'

'দেখো যাতে ভুল না হয়!' চেঁচাল একজন।

ওয়াকার বলল বীমকে, 'লোক বাছবে কে, তুমি নাকি আমি?'

'তুমি,' জবাব দিল বীম।

চারজন লোককে আঙুল দিয়ে দেখাল ওয়াকার। তারা ঘোড়া থেকে নেমে বীমের নেতৃত্বে ওয়াকারের পেছন পেছন বারান্দা এবং লিভিংরুমের উদ্দেশে পা বাড়াল। খানিক পরে কিচেন থেকে দরজা খোলার আর বন্ধের, ফার্নিচার সরানোর, ওয়ার্ড্রোব খোলার, লাগানোর শব্দ শুনতে পেল লক।

ভাঁড়ার ঘরের দিক থেকে ক'জনের পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে শোনা গেল। এবার ওয়াকার, বীম এবং তার লোকজন, আর ওয়াকারের কর্মচারীরা প্রবেশ করল কিচেনে।

'এটা ছাড়া সবগুলো ঘর চেক করেছ তোমরা,' বলল ওয়াকার।

বীম নিরুত্তর। লকের এবং তার রাইফেলের দিকে চোখ তার; মুখের চেহারায় বিস্ময়, চিনতে পারার স্বীকৃতি আর ক্রোধের মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

'তুমি ওয়াকারের লোক?' প্রশ্ন করল।

'এ মুহূর্তে।'

'ও, তবে তুমিই ওকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছ।' লক মাথা ঝাঁকালে বলল, 'মহিলার সঙ্গেও নিশ্চয়ই কথা হয়েছে তোমার?'

ওয়াকার আগ বাড়িয়ে বলল, 'লক এখানে আসার আগেই স্যালী চলে গেছে। তোমরা আসবে আন্দাজ করেছিলাম কিন্তু কখন সেটা জানতাম না।'

'লক,' মৃদু স্বরে বলল বীম, যেন নামটা গেঁথে নিল মনে। তারপর ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে লুকানোর উপযোগী জায়গা দেখতে না পেয়ে বলল, 'বেশ। অন্য বিল্ডিংগুলো দেখা যাক বরং।'

সারি বেঁধে বেরিয়ে গেল ওরা কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না লক। একে একে বার্ন, ওয়াগন শেড, কুকশ্যাক, কামারের দোকান, বাঙ্কহাউস সবগুলোতেই তল্লাশী চালাল বাউন্টি হান্টারদের দলটি। কিন্তু বলাবাহুল্য কোথাও পাওয়া গেল না স্যালীকে।

'ধন্যবাদ তোমাকে, লক,' বাউন্টি হান্টাররা হতাশ হয়ে চলে গেলে লকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ওয়াকার। 'আগেভাগে তুমি সাবধান না করলে বিপদ হত।' একটুক্ষণ বিরতি দিয়ে বলল, 'আমার এখানে কাজ করবে, লক?'

মাথা নাড়ল লক। 'আমিও বাউন্টি হান্টিং করছি, জনি। তুমি কি আমাকে একটা ঘোড়া ধার দেবে?'

দুই

সন্ধে সমাগত। অগণিত ওয়াগনের মধ্য দিয়ে জায়গা করে নিয়ে এল কুয়ের্ভো শহরে ফিরল লক। এল কুয়ের্ভো টাইমস অফিসে আলো দেখে ঘোড়া থামাল। টাই রেলে ওটাকে বেঁধে কাগজের অফিসটার উদ্দেশে এগোল গটগট করে।

কাঁচ ভেদ করে চাইতে ফ্রেড আর ডোরা দু'জনকেই দেখতে পেল। স্টিক হাতে টাইপকেসে ডোরা, আর ওর বাবা প্রুফ দেখছে। ওভারহেড ল্যাম্পের মৃদু আলোয় কাজে ব্যস্ত তারা। তৃতীয় আরেকজন লক্ষ করছে ফ্রেডকে।

দরজার হাতল ঘুরাতে খোলা পেল লক, ভেতরে ঢুকে গেট পেরিয়ে প্রবেশ করল অফিসে। ওর পদশব্দে মুখ তুলে চাইল ফ্রেড। 'কি হে, সোনা নিয়ে ফিরে এলে বুঝি?' মুচকি হেসে শুধাল।

বাবার কণ্ঠস্বর শুনে মুখ ফেরাল ডোরা। কালিঝুলিমাখা অ্যাপ্রন পরনে তার। লককে দেখে আবছা হাসল।

'পাইনি এখনও,' বলল লক। 'আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম কিছু প্রশ্ন করে আসি।'

'আরও প্রশ্ন?' অবাক হওয়ার ভান করল ডোরা। 'বেশ, করো।'

লক লক্ষ করল তৃতীয় লোকটি হচ্ছে শেরিফ, পরস্পরের উদ্দেশে নড করল ওরা।

'ট্রেন ডাকাতের লাশটা দাফনের জন্যে রেডি করেছিল কে জানো?'

'আমাদের এখানে আন্ডারটেকার একজনই,' বলল ডোরা। 'ম্যালকম হোল্ডিং। দু'দোকান পরে ওর হার্ডওয়্যারের দোকান।' টাইপের স্টিক দিয়ে নির্দেশ করল।

'কি হবে জেনে?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'লোকটা দেখতে কেমন ছিল জানতাম।'

'কি হবে তাতে? সে তো মরে ভূত হয়ে গেছে। আর তোমার দরকার জ্যান্ত লোকটার বর্ণনা এবং সেটা পাবেও না।'

'পাব, শেরিফ,' বলল লক। 'শেরিফ কি?'

ফ্রেড যেচে বলল, 'শেরিফ রয় বীন। রয়, এ হচ্ছে জন লক।'

দু'জনেই নড করল আবার, করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল না।

'কিভাবে পাবে?' শাণিত গলায় প্রশ্ন করল শেরিফ।

'এখনও জানি না,' সহজ কণ্ঠে বলল লক, চাইল ডোরার দিকে। 'রাতে কাজ করছ যখন তারমানে কাল টাইমস বেরোবে।'

'হ্যাঁ,' বলল ডোরা।

'ডায়মন্ড জে-র ঘটনাটা জেনেছ?'

'আমি বলেছি,' রয় বলল।
'গেছিলে ওখানে?' লকের প্রশ্ন।
'না, শুনেছি।'
'গেলেই পারতে,' বলল লক। 'জনির উপকার হত।'
'ওরকম ঘটবে ভাবতে পারিনি।'
'আমি পেরেছিলাম। রাস্তায় খোঁজ নিলেই আন্দাজ করা যায়।' ফ্রেডের দিকে চেয়ে নড করে 'ধন্যবাদ', বলল ও। ক্ষুব্ধ রয়ের উদ্দেশে শীতল চাহনি হেনে ঘুরে বেরিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলে রয় চাইল ফ্রেডের দিকে, 'কে এ?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম রেলরোডের গোয়েন্দা কিন্তু পরে জানলাম বাউন্টি হান্টার।'

'এর ওপর চোখ রাখতে হবে,' গোমড়া মুখে বলল রয়।

'সকালে ডোরাকে ডানাকাটা পরী বলেছে,' শুকনো কণ্ঠে বলল ফ্রেড।

'বাবা!' শাণিত কণ্ঠ ডোরার।

'ও বলেছে একথা?' খেপে উঠল রয়। উঠে ল্যাম্পলাইটের বৃত্তের বাইরে দরজার দিকে পা বাড়াল। 'আমার হবু বউয়ের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে না।'

'দাঁড়াও,' বলল ফ্রেড। থমকে পড়ে ঘাড় ফেরাল রয়। সকালের ঘটনাটা ভেঙে বলে লেজ জুড়ল, 'ডোরা তোমার হবু বউ ও জানবে কিভাবে?'

'কেন, নিশ্চয়ই রিং পরা ছিল।'

'না, কাজের সময় রিংটা পরে না ডোরা, কাজে অসুবিধা হয়। তুমি নিজেও জানো ব্যাপারটা। কাজেই মাথা গরম কোরো না। ও রিংটা দেখেনি।'

ডোরার দিকে চেয়ে বোকার হাসি হাসল শেরিফ। 'ঠিক আছে, কিন্তু ওকে মুখ সামলে রাখতে বোলো।'

ম্যালকম হোল্ডিঙের হার্ডওয়্যারের দোকান খোলা পেল জন লক। কয়েকজন খদ্দেরকে দেখা যাচ্ছে কেনাকাটা করতে।

তিনজনের মধ্যে সবচাইতে বয়স্ক কেরানীটি খদ্দের বিদেয় করলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লক। টাক মাথার দশাসই লোকটার চোখে আয়রন রিমের চশমা। লকের দিকে এগিয়ে এসে আন্তরিক সুরে বলল, 'কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

'তুমি মিস্টার হোল্ডিং?' লোকটা সায় জানালে আবারও প্রশ্ন করল জন লক, 'ট্রেন ডাকাতটার লাশ তুমি দাফন করেছ?'

'চারটেই দাফন করেছি।' আত্মমর্যাদার সুরে বলল হোল্ডিং।

'আমি ডাকাতটার ব্যাপারে জানতে চাইছি। যে পোশাক পরা ছিল সে পোশাকেই কবর দিয়েছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'শার্টটা কেমন ছিল মনে আছে?'

বিন্দুমাত্র ভাবতে হলো না হোল্ডিংকে। 'লাল রঙের চেক শার্ট, তবে রোদে পুড়ে রং মরে গেছিল।'

'তবু চেকগুলো দেখা গেছে?'

'কাছ থেকে লক্ষ করলে।'

'দেহটা পরীক্ষা করেছিলে? মানে বলতে চাইছি কোন আইডেন্টিফিকেশন মার্ক ছিল?'

মুহূর্তমাত্র ভাবল হোল্ডিং। 'দুটো, লোকটার বাঁ হাত কখনও ভেঙে গিয়েছিল, আঙুলগুলো ঠিকমত জোড়া লাগেনি। আরেকটা হচ্ছে লাল একটা দাগ— ছুরির কাটা— ঘাড়ের পেছনদিকে।'

গলা থেকে খুশির ভাবটা সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে বলল লক, 'ওটা কি চুলে ঢাকা পড়েছিল?'

'খানিকটা। বেরিয়ে ছিল বেশিরভাগ দাগ।'

'ওটা কি, এই ধরো চার ফুট দূর থেকে চোখে পড়তে পারে?'

'সহজেই।' প্রথমবারের মতন ভ্রূকুটি হানল হোল্ডিং। 'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'আরেকটা প্রশ্ন। গোঁফ ছিল ওর?'

'না। দাড়ি ছিল খোঁচা খোঁচা, গোঁফ নয়।'

'জিজ্ঞেস করার কারণ এই লোককে আমি আরেকজনের সঙ্গে দেখেছি। সোনা নিয়ে ভেগেছে হয়তো সেই লোকটা।'

'তাই নাকি? তবে তো তোমার শেরিফকে জানানো উচিত লোকটার চেহারার বর্ণনা।'

মাথা ঝাঁকাল লক, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার হোল্ডিং।'

মৃদু হাসল হোল্ডিং। বুঝতে পেরেছে এ লোক বাউন্টি হান্টিং করতে এসেছে শহরে। দৃপ্ত পদক্ষেপে স্টোরের বাইরে বেরিয়ে গেল লক।

ধার করে আনা ঘোড়ায় চেপে ফীড স্টেবলে এল ও, সহিসকে কিছু কথা বলে পায়ে হেঁটে চলে গেল ডিফোর হোটেলে। দক্ষিণমুখী বারান্দাওয়ালা একটা রুম ভাড়া নিয়ে মুখ হাত ধুতে শুরু করল। উল্টেপাল্টে ভেবে দেখছে হোল্ডিঙের দেয়া তথ্যগুলো। স্যালী যতটা কাছে বসেছিল মৃত ডাকাতটার, তাতে করে ঘাড়ের কাটা দাগটা আর শার্টের চেক চোখে না পড়ার কথা নয়। গোঁফের ব্যাপারেও মিথ্যে বলেছে। মেয়েটা এত বেশি মিথ্যে বলেছে যে লক স্থিরনিশ্চিত জীবিত ডাকাতটাকে চেনে ও। এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ ও, হ্যাজেন ক্যারী গার্ডদের ওপর ডাকাতদের হামলার সময় দ্বিতীয়পক্ষকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। স্যালী সত্য গোপন করছে। কিন্তু কেন?

উত্তর একটাই হতে পারে, মনে হলো লকের। ডাকাতটার পরিচয় গোপন রাখতে চাইছে স্যালী, যাতে স্বামীর বখরা তার কাছে দাবি করতে পারে।

তিন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল লক, দেখা করতে হবে স্যালীর সঙ্গে। কিন্তু সেজন্যে গাঢ় অন্ধকার না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে, তাছাড়া সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। চোঁ চোঁ করছে পেট।

ব্যস্ত রাস্তায় নেমে এল ও। অফ শিফট মাইনারদের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ক্রিস্টো সেলুনের পাশে একটা ক্যাফে খুঁজে বের করল। বাউন্টি হান্টারে জনাকীর্ণ ওটা, তবে একটা বেঞ্চিতে ঠিকই জায়গা বের করে নিতে পারল ও। আগে টাকা মিটিয়ে মাংস, তরকারি আর রুটির অর্ডার দিল। খাবার এলে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। চারদিকে চাইতে দেখতে পেল আধমাতাল, ক্ষুধার্ত লোকেদের ভিড়। এমুহূর্তে বেঞ্চির ওপাশ থেকে একজন লোক ওকে লক্ষ করছে টের পেল। চোখে চোখ পড়তে প্লেটে মন দিল লোকটা। লোকটাকে দেখেছে সে আজ, অবশ্য আরও বহু লোককেই তো দেখেছে।

লোকটা হঠাৎ করে উঠে পড়ে, বেঞ্চ টপকে কনুই মেরে দরজার দিকে পা বাড়াল। এবার ঝট করে মনে পড়ে গেল লকের। বীমের সঙ্গে ওর ঝগড়ার সময় এ বীমকে সমর্থন করছিল, বারে। প্লেটটা আধভর্তি লক্ষ করল লক। ওকে দেখে খাবার ফেলে চলে গেল কেন লোকটা? বীমকে ডাকতে?

উঠে দাঁড়াল লক, সতর্ক হওয়া দরকার। রাস্তার দিকে না গিয়ে ঘুরে কিচেনের উদ্দেশে পা বাড়াল। জনা দুয়েক মেক্সিকান কুক আর জনা ছয়েক মেক্সিকান ওয়েট্রেস ওর প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে মিশে গেল ও।

গলি ধরে ক্রিস্টোর পেছনে চলে আসার ফাঁকে একটা প্রশ্ন ক্রমাগত খোঁচাতে লাগল ওকে। স্যালীর সঙ্গে ওর কথা হয়েছে ধরে নিয়েছে বীম? তা নাহলে তার লোকের কাছে লকের উপস্থিতি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? যাকগে, আগে নিজের কাজ তো সারতে হবে। কেউ অনুসরণ করছে না নিশ্চিত হয়ে একজন শহরবাসীর কাছ থেকে ডীনদের বাসার লোকেশন জেনে নিল। ডোরা বলেছিল ওদের পাশের বাসাটাই স্যালীদের। ডিরেকশন অনুযায়ী একটা পার্শ্ব গলিতে এসে হাজির হলো লক, রাতের আঁধারে বাড়ি দুটোকে একইরকম দেখাল ওর চোখে। প্রথম বাড়িটিতে প্রদীপ জ্বলছে; আর দ্বিতীয়টি অন্ধকার। লক নিশ্চিত হলো এটাই স্যালীদের, আলো জ্বালতে সাহস পাবে না মেয়েটি বাউন্টি হান্টারদের ভয়ে। আঁধারে এটুকু বোঝা গেল বাড়িটা কাঠের।

বাড়িটাকে পাক খেয়ে, পেছন বারান্দার সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এল লক। দরজার কাছে এসে টোকা দিল। 'আমি জন লক, স্যালী। দরজা খোলো।'

দরজার ওপাশে নড়াচড়ার শব্দ কানে এল ওর। তারপর পুরু দরজার ওদিক

থেকে চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল স্যালীর, 'কে?'

'আমি লক, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'এক মিনিট,' বলল স্যালী। লক অপেক্ষা করছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকার। দরজা খোলা হয়েছে বুঝতে পারল ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনে।

'আলো জ্বালার সাহস পাইনি,' বলল স্যালী। 'আমাকে দেখা গেলে পেছন পেছন এসো। আমি অবশ্য তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা, চলো দেখি।'

ভেতরে ঢুকল ও, পাশ থেকে কাপড়ের খসখসানির শব্দ উঠল। এবং তারপর গোটা দুনিয়া ভেঙে পড়ল ওর মাথায়। মেঝেয় পতনের কথা মনে নেই ওর।

'লাগিয়েছ?' স্যালীর প্রশ্ন।

'জায়গামত।'

'আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না তো?'

'বহুক্ষণ পাবে না।'

'দু'জনেই আমরা জড়িয়ে পড়েছি এতে, হল, সোনা কোথায়?'

'কেন, বলেছিই তো, যেখানে লুকানো আছে সেখানে।'

'হ্যাজেনের ভাগটা আমাকে দেবে না?'

'কোন্ দুঃখে? তোমার কোন অবদান আছে?'

'আমি তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি, হল।'

'দেবে না। কারণ তাহলে নিজেও খুনের দায়ে ফাঁসবে। দু'জনের শাস্তি হয়তো কম বেশি হতে পারে।'

'তোমাকে জড়িয়ে বেনামী চিঠি দিতে পারি।'

'আমি তোমার ব্যাপারে চুপ করে থাকব না।'

'সোনা কই?'

প্রশ্নটা উপেক্ষা করল হল, আগেই যেহেতু জবাব দিয়েছে। 'এই লক লোকটাকে বিকেলে কি কি বলেছ?'

'এমন কিছু বলিনি যাতে আমাকে সন্দেহ হয়।'

'তাহলে এখানে কেন সে?'

'জানি না। আমার এখানে ফিরে আসার আইডিয়াটা ওর ছিল। এসেছি কিনা সত্যি সত্যিই দেখতে এসেছে হয়তো।'

'একে বাইরে নিয়ে গিয়ে কোথাও পুঁতে দেয়া দরকার।'

'তাতে লাভ কি?' স্যালী জিজ্ঞেস করল। 'সবাই জানে ও আমার সঙ্গে কথা বলেছে। জনি জানে, তার লোকেরা জানে। ওর কিছু হলে সব দায় দায়িত্ব আমার ঘাড়ে বর্তাবে। তাছাড়া তুমি দেখতে কেমন, তুমি কে কিছুই তো জানে না এ।'

পকেট হাতড়ে ম্যাচ বের করল হল, কাঠি জ্বেলে হাঁটু গেড়ে বসল লকের পাশে। চেহারা চিনে রাখবে। আগুনটা নিভে গেলে উঠে পড়ে বলল, 'মাথায় বাড়ি খেয়েছে কেন জানতে চাইলে কি বলবে তুমি?'

'বলে দেব একটা কিছু।'

'দেখো, সেটা যেন হল ফেমের নাম না হয়।' বলে খিড়কি দরজার দিকে পা বাড়াল হল।

'কোথায় চললে?' শব্দ পেয়ে বলল স্যালী। 'কিছু তো বলে গেলে না। তোমাকে বাঁচানোর জন্যে তারমানে কিছুই দিচ্ছ না?'

'ঠিক ধরেছ, সুন্দরী। আমাকে না বাঁচিয়েই বা তোমার উপায় কি। সোজা জেলে চালান হয়ে যাবে। কি, যেতে চাও?' হেঃ হেঃ করে হাসল লোকটা। 'আর হ্যাঁ, রাস্তার ছোকরাদের দিয়ে আমাকে আর নোট-ফোট কিছু পাঠিয়ো না। খুব রিস্কি, তাছাড়া আমি থাকবও না এখানে।' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল ও। নিষ্ফল রাগে সর্বশরীর কেঁপে উঠল স্যালীর।

চেতনা ফিরে পেয়েছে লক। হাত চলে গেল মাথার জখমটায়। চটচট করছে রক্ত। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল ও, তাল সামলে আঁকড়ে ধরল একটা চেয়ার।

'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে,' বলল স্যালী। 'একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেয়ো।'

'আমার কিছু কথা ছিল, স্যালী।'

'কথা তো হলোই একবার। আবার কি?'

'কে মেরেছে আমাকে?'

'আমার এক বন্ধু, আগে থেকেই পরিচয়; হ্যাজেন মারা যাওয়ার পর খুব ঘুরঘুর করছে। একটু নার্ভাস টাইপের লোক কিনা, চায় না এখানে ধরা পড়ুক।'

'ও জানল কিভাবে তুমি এখানে?'

'আমি খবর দিয়েছি।'

'আবার মিথ্যে কথা।'

'আবার মানে?'

'অনেক মিথ্যে বলেছ, সেটা নিজেও জানো। বলব এক এক করে?'

'পারলে বলো,' তেড়িয়া হয়ে বলল স্যালী।

বেঁটে লোকটার ঘাড়ের কাটা দাগের এবং তার চেক শার্টের কথা বলল লক। স্যালী এসব তথ্য চেপে গিয়েছিল ওর কাছে।

'তাতে কি প্রমাণ হয়?' কণ্ঠে তেজ এতটুকু কমেনি স্যালীর। মুখটা দেখতে পেলে হত, ভাবল লক।

'ওই লোকের কোন বিশেষত্ব যখন ধরা পড়েনি তোমার চোখে, তারমানে অন্য লোকটার ব্যাপারেও মিথ্যে কথা বলছ তুমি। মিথ্যে বর্ণনা দিয়েছ লোকটা সম্বন্ধে, কোন সন্দেহ নেই। তুমি বলেছ ও লম্বা। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলছি সে মাঝারি উচ্চতার। গোঁফ আছে,' থামল লক। 'ওকে আড়াল দেয়ার একটামাত্র কারণ দেখতে পাচ্ছি আমি। সোনা ওর কাছে, আর স্বামীর ভাগটা আশা করছ তুমি। আমাকে মেরেছে ওই লোকই। আমি যখন দরজায় টোকা দিচ্ছি তখন বখরা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল তোমাদের দু'জনের।'

'মিথ্যে বলছ তুমি, আমি না!' উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর স্যালীর। 'কাটা দাগ আর চেক শার্টের কথা সব বানোয়াট। সব আমাকে ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র! কাটার কথা

জানলে কিভাবে তুমি?'

'আন্ডারটেকার বলেছে।'

'শেরিফ দেখল না কেন?'

'লাশ মনে হয় চিত করে শোয়ানো ছিল। আর ক্যানভাসে ঢাকা লাশের ঘাড়ে কাটা দাগ আছে কি নেই শেরিফ জানবে কিভাবে। কি, এখন স্বীকার করছ মিথ্যে বলেছিলে?'

স্যালী নিরুত্তর দেখে লকের ধারণা হলো ঢিল জায়গামতন লেগেছে। 'নিজেকে নিজেই ফাঁদে ফেলেছ, ভাল করেই জানো।'

'আমি আমার বক্তব্য থেকে নড়ব না,' শীতল স্বরে বলল স্যালী।

'বেশ। আমি শেরিফকে গিয়ে বেঁটে লোকটার বর্ণনা দিইগে। সে তোমাকে যা প্রশ্ন করার করবে। কি জবাব দেবে এখন থেকেই গুছিয়ে রাখো।'

'তো-তোমাকে যা বলেছি তাই বলব।'

'পাঠাব শেরিফকে?'

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর ক্ষীণ স্বরে বলল স্যালী। 'না।'

'তাহলে খুলে বলো পুরোটা ব্যাপার।'

'তুমি কি আইনের লোক?'

'না, আগেই তো বলেছি— বাউন্টি হান্টার। তুমি সাহায্য করলে সোনা উদ্ধার সহজ হবে।'

'আমাকে ভাগ দেবে তো?'

আনন্দের বন্যা বয়ে গেল লকের মনের মধ্যে। ডাকাতটা বখরা দিতে রাজি হলে আর এ প্রশ্ন করত না স্যালী। বরঞ্চ তখন সময় চেয়ে নিত ভাবার জন্যে এবং ডাকাতটাকে লেলিয়ে দিত ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে।

'কত দেবে আমাকে?' ফের প্রশ্ন করল স্যালী।

'পুরস্কারের দশ ভাগের এক ভাগ।'

'কিচ্ছুই না,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল স্যালী।

'কিচ্ছুই না-র চেয়ে অনেক বেশি, আর তোমাকে তো কুটোটাও নাড়তে হচ্ছে না।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল স্যালীর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বলল, 'মেয়েমানুষের কপালই খারাপ। কি আর করা, আমি রাজি।'

স্যালীর কথা থেকে যা জানতে পারল লক তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, হ্যাজেন ক্যারীর প্র্যাকটিস ইদানীং ভাল চলছিল না, ফলে অনটন লেগেই ছিল সংসারে। সোনা ডাকাতির পরিকল্পনাটা তার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। হল ফেম— যে লোক রাতে এখানে এসেছিল— একজন ছোটখাট ঘোড়ার ব্যাপারী। ঘোড়া চুরির কেসে একে একবার বাঁচিয়েছিল হ্যাজেন। বেঁটে লোকটাকে হলই জুটিয়েছিল। ক্রিস ব্রড তার নাম। হ্যাজেন কদাচিৎ ট্রেনে উঠলেও হল আর ব্রড কোনদিন ওঠেনি, কাজেই ব্রেকম্যান ওদের চিনে ফেলবে এমন আশঙ্কা ছিল না। সোনার

চালান কবে কখন যাচ্ছে জেনে নেয়া বিশেষ কঠিন কিছু না। মিলের কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেই হলো। জর্জ কারউইনের ছেলের হ্যাজেন ক্যারীকে চিনে ফেলার একটা সম্ভাবনা ছিল। তাই ঠিক করা হয়েছিল হল আর ব্রড আগে ব্যাগেজ কারে গিয়ে কারউইন আর কোম্পানীর অপর গার্ডকে হত্যা করবে। তারপর তিনজন মিলে ঠেলে দরজা দিয়ে সোনাভর্তি বাক্স ফেলে দেবে এবং হল আর ব্রড লাফিয়ে নেমে পড়বে। হ্যাজেন রয়ে যাবে ট্রেনে। সে বলবে ডাকাতদের একজনকে গুলি করেছিল কিন্তু বোধহয় লাগাতে পারেনি। কিন্তু শেষ অবধি গোটা প্ল্যানটাই ভেস্তে গেছে। হল ফেম আর স্যালী ছাড়া চক্রান্তকারীদের আর কেউ বাঁচেনি। হল লুকিয়ে রেখেছে সোনা কিন্তু ভাগ দেবে না স্যালীকে। ওকে আইনের হাতে তুলে দেয়ারও উপায় নেই, তাতে স্যালী নিজেও ধরা পড়বে।

পুরো ঘটনাটা শোনার পর ঘৃণায় গা রি রি করে উঠল লকের। মহিলা এমন সহজ ভঙ্গিতে খুনগুলোর কথা বলল যেন ড্রেসের জন্যে পছন্দসই কাপড় বাছাই করাও এরচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

'স্বামীকে ভালবাসতে তুমি, স্যালী?' শীতল স্বরে শুধাল লক।

'যদ্দিন বেঁচে ছিল,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল স্যালী। 'কিন্তু সে যখন আর নেই আমাকে বেঁচে তো থাকতে হবে।'

নারী ভয়ঙ্করী, অন্তরের গভীরে তিক্ততা অনুভব করল লক। 'যাকগে,' বলল ও, 'হল ফেম লোকটা কেমন বলো দেখি। ওর সম্পর্কে যা জানো সব বলে ফেলো।'

চার

এল কুয়েৰ্ভো টাইমস বহনকারী ট্রেনটিকে উপত্যকা ধরে চলে যেতে দেখল ডোরা আর শেরিফ। ডোরাকে এবার বাকবোর্ডের সীটে উঠতে সাহায্য করে নিজেও চড়ল শেরিফ।

ব্যস্ত বড় রাস্তা দিয়ে চলার সময় প্রায় নিশ্চুপই রইল ডোরা, প্রেসে সারাদিনের খাটুনির পর শরীরে আর কুলোয় না। ক্রিস্টো সেলুনের কাছাকাছি হতে ভেতর থেকে শোরগোলের শব্দ ভেসে এল। 'বাউন্টি হান্টাররা,তাই না?' বলল ডোরা।

'আর কারা,' বিরক্তি ফুটল রয়ের কণ্ঠে। 'জ্বালিয়ে খেল শহরটাকে।'

ডোরাদের আলোকিত বাড়িটার সামনে বাকবোর্ড না থামা অবধি চুপচাপ কাটল সময়। রয় নামার উদ্যোগ নিলে তার হাঁটুতে একটা হাত রাখল ডোরা। 'নেমো না, রয়। এত ক্লান্তি লাগছে সোজা বিছানায় গিয়ে পড়ব।'

সীটে বসে পড়ল রয়, সাহায্য করল ডোরাকে নামতে। মেয়েটিকে ব্রিক ওয়াক ধরে বাড়ির উদ্দেশে এগোতে দেখে চালু করল বাকবোর্ড। বারান্দার দিকে

যাওয়ার সময় সজ্ঞানে গভীর শ্বাস টানতে লাগল ডোরা, ফুসফুস থেকে বের করে দিতে চাইছে কাগজের অফিসের গুমোট বাতাস। ঠিক এমনি সময় নতুন একটা গন্ধ নাকে আসতে থমকে দাঁড়াল ও। কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ।

আজব তো, ভাবল ও। বাবার সঙ্গে ক্যাফেতে সাপার সেরেছে সে, রাতে স্টোভ ধরানোর প্রশ্নই ওঠে না। বাবাও প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে সোজা বিছানায় যায়, চা-কফির ধার ধারে না।

পাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িটার দিকে তাকাল ডোরা, একই কার্পেন্টারের হাতে গড়া পাশাপাশি একই রকমের দুটো বাড়ি। ওটা খালি পেয়ে কোন মাতাল বাউন্টি হান্টার কি ক্যাম্প করেছে নাকি? তাছাড়া আর কি, আশপাশে তো আর কোন বাসাবাড়ি নেই, গন্ধটা ওখান থেকেই আসছে।

মনে মনে খেপে উঠল ও। বড্ড বাড় বেড়েছে বাউন্টি হান্টারগুলোর। পা টিপে টিপে ধাপ বেয়ে বাড়িটার পেছন বারান্দায় উঠে এল সে। ভেতর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রয়োজন পড়লে চিৎকার করে বাবাকে ডেকে তুলবে ডোরা। ভারী দরজায় অসহিষ্ণু টোকা দিতে দিতে চেঁচিয়ে বলল, 'ভেতরে কে আছ, দরজা খোলো!'

কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। একটু ভয় ভয় করছে ডোরার। কোন্ ধরনের মাতাল দরজা খোলে কে জানে বাবা!

দরজা খুলে গেলে কিছুই দেখতে পেল না ও, ধমক দেয়ার জন্যে মুখ খুলবে এসময় স্যালী বলে উঠল, 'কে, ডোরা নাকি?'

'স্যালী! তুমি কি করছ এখানে? তোমার না ওয়াকারের ওখানে থাকার কথা?' বিস্ময় ফুটল ডোরার কণ্ঠে।

'ওরা বলল এখানে লুকিয়ে থাকলে নাকি বাউন্টি হান্টাররা টের পাবে না, তাই।'

'আমাকে বলোনি কেন?'

'তোমাদের বাসায় কেউ ছিল না, আর বেরনোর সাহসও পাইনি।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিলে? ওয়াকার?'

মুহূর্ত খানেক দ্বিধা করে বলল স্যালী, 'না। জন লক।'

ক্ষণিকের জন্যে হতবিহ্বল ডোরা, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'ও এখানে কি চায়? জোর করে ঢুকেছে বুঝি?'

ডোরার কণ্ঠে রাগ আর হুমকির সংমিশ্রণ টের পেয়ে ত্বরিত বলতে বাধ্য হলো স্যালী, 'না, না, জোর করে ঢোকেনি।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর। 'সে অনেক লম্বা কাহিনী, ডোরা। আঁধারে দাঁড়িয়ে শুনতে চাও? বাউন্টি হান্টারদের ভয়ে আলো জ্বালতে পারছি না।'

'শুনতে চাই, তবে এখানে নয়। আমাদের বাসায় চলো। জন লক, তুমিও চলো।'

বাহুতে বাহু জড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে ডোরার বাড়ির উদ্দেশে এগোল দু'জনে। ওদের অনুসরণ করল লক।

মেয়ে দুটো চলে গেল ডোরার কিচেনের দিকে, আলো জ্বালল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল লক। কালচে কিচেন স্টোভে ডোরা আগুন ধরালে লকের দিকে চাইল স্যালী। চোখে আকুতি, সত্যটা যাতে ফাঁস না হয়।

'বসো তোমরা,' বলল ডোরা। 'কেউ একজন গোড়া থেকে শুরু করো।' লকের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বলল, 'তুমি কিন্তু সবখানে ফোপর দালালি করে বেড়াচ্ছ।'

'আমাকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল লক।

'সবটা ব্যাপার খুলে বলার জন্যে। বসো না তোমরা, আমি কফিটা তৈরি করে ফেলি।'

বাঁ দেয়াল ঘেঁষে একটা আয়তাকার টেবিল। দুটো চেয়ার মুখোমুখি, একটা মাঝে। ডোরার জন্যে মাঝেরটা ছেড়ে দু'দিকে বসল লক আর স্যালী।

মাথাটা দপদপ করছে লকের। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া স্যালী যেহেতু নিজেকে কুশলী মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছে, যা বলার সে-ই বলুক। 'নাও শুরু করো, স্যালী।' বলল ও।

বাউন্টি হান্টারদের চোখে ধুলো দিতে জনি ওয়াকারের র‍্যাঞ্চ থেকে নিজের বাসায় ফিরে আসা, ঠিকমত ও পৌঁছেছে কিনা লকের জানতে আসা— এ পর্যন্ত সমস্ত খুলে জানাল স্যালী।

কফিপটে পানি ভরে চুলোয় চাপিয়েছে ডোরা। কিন্তু এমুহূর্তে টেবিলে না বসে খাড়া চেয়ারটার পিঠে দু'হাত রেখে প্রথমে স্যালীর এবং তারপর লকের উদ্দেশে তাকাল। 'দরজায় একবার টোকা দিয়ে স্যালীর সাড়া পেলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ওখানে কি করছিলে তুমি?' কথাগুলো লকের প্রতি বলা।

'স্যালীকে জিজ্ঞেস করো।'

ডোরা সন্দেহের চোখে স্যালীর দিকে চাইতে মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ত্বরিত বলল, 'ডোরা, লক আর আমি পার্টনার।'

'পার্টনার! কিসের পার্টনার?' বিস্ময় ডোরার কণ্ঠে।

'আমরা ডাকাতটাকে ধরে দিয়ে, সোনা উদ্ধার করে পুরস্কার ভাগ করে নেব।'

অবিশ্বাসে ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল ডোরার পরিপূর্ণ ঠোঁট। 'তুমি খেপেছ, স্যালী? এ লোকের কতটুকু জানো তুমি?'

'এটুকু জানি ও আমাকে সাহায্য করেছে, এবং আমার এখনও সাহায্য দরকার। আমি ডাকাতটাকে চিনিয়ে দিতে পারলে ও তার কাছ থেকে কথা আদায় করে সোনা উদ্ধার করতে পারবে।'

লকের দিকে কঠোর চাহনি হানল ডোরা। 'স্যালী কত পাবে?'

'দশ পার্সেন্ট,' লকের হয়ে বলল স্যালী।

'ও, তুমি তারমানে সমান সমানে বিশ্বাসী না?' লকের উদ্দেশে কড়া চোখে ফের চাইল ডোরা।

'না,' শীতল কণ্ঠস্বর লকের। 'আমি এখানে এসেছি পুরস্কার জিততে। হ্যাজেন ক্যারীর বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে না।'

'যাক, তাও সত্যি কথাটা বলেছ।' বলে ডোরা স্যালীকে বলল, 'তুমি দর কষতে জানো না, স্যালী। যাকগে, সে তোমার ব্যাপার।'

মনে মনে মেয়ে দু'টির তুল্যমূল্য বিচার করল লক। দু'জনেই সুন্দরী। কিন্তু ডোরা কি স্যালীর দোষগুলো কখনও লক্ষ করেনি? করলেও হয়তো মাফ করে দিত। শেরিফ লোকটা সত্যিই ভাগ্যবান। চমৎকার একটা বউ পাবে সে। লোকটা এই মেয়ের অনুপযুক্ত, সিদ্ধান্তে এল লক। ডোরা ওকে পছন্দ না করলে কি হয়েছে, স্যালীর প্রতি মেয়েটার খেয়াল, ওর প্রতি অবিশ্বাস এবং কঠোর বাস্তব বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না মনে মনে।

ডোরা ইতোমধ্যে কাপে কফি ঢালতে লেগেছে। কাজ শেষে, চেয়ার টেনে বসে বলল, 'লকের সঙ্গে কিভাবে কাজ করবে তুমি? ওই বাড়িতে সারাদিন পড়ে থেকে ঠাণ্ডা খাবার খাবে আর রাতে দেখা করবে ওর সঙ্গে? তারচেয়ে ওয়াকারের ওখানে চলে যাও না কেন?'

'তারমানে লককে প্রতিদিন ছ'মাইল ঠেঙিয়ে ওখানে যেতে হবে, কথা বলার জন্যে।' লকের দিকে চেয়ে বলল স্যালী, 'তুমি তাই তো বলেছিলে?'

লক সায় জানালে ডোরা বলল, 'তুমি কিন্তু ওকে এখানে থাকতে জোরাজুরি করছ।'

'অন্য কোন উপায় থাকলে বলো, যাতে দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে সহজে।' বলল লক।

'স্যালী,' বলল ডোরা, 'ওপরে আমাদের যে এক্সট্রা রুমটা আছে তুমি ওখানে থাকবে। না, না, নিজেকে বোঝা মনে কোরো না। তুমি রান্নাবান্না করবে, ঘর গোছগাছ করবে। লকের যখন খুশি এসে কথা বলে যাবে।'

'তোমার বাবা রাজি হবে, ডোরা?'

'কেন হবে না। তোমাকে তো বাবা খুব ভালবাসে।'

'রাজি হয়ে যাও, স্যালী,' বলে উঠল লক। 'এরচেয়ে ভাল প্রস্তাব আর হতে পারে না।'

রাজি না হওয়ার কোন কারণ নেই স্যালীর। ওদিকে কফি খাওয়া শেষে উঠে পড়ল লক। বিদায় নিয়ে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বাড়িটাকে এক পাক দিয়ে রাস্তায় পড়ল ও। অন্ধকার থমথম করছে। সারা শরীরে অবসাদ লকের। বিকাল থেকে এ অবধি ঘটা সমস্ত ঘটনা ভেবেচিন্তে দেখল ও। অন্যান্য বাউন্টি হান্টারদের চাইতে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে সে। জীবিত ডাকাতটার নাম জেনেছে, চেহারার বর্ণনা পেয়েছে, স্যালীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায়ও এসেছে।

লক নিজেকে হল ফেমের জায়গায় কল্পনা করল। প্রায় এক লক্ষ ডলারের সোনা লুকিয়ে রেখেছে লোকটা। হলকে ওটা মেক্সিকোর বর্ডার দিয়ে পাচারের চেষ্টা করতে হবে। কারণ এদেশে ও টাকা খরচ করতে গেলে বিপদ হতে পারে। অল্প অল্প করে অবশ্য বেচতে পারে, কিন্তু তার অত ধৈর্য হবে মনে হলো না লকের। বাউন্টি হান্টাররা চারদিকে ছোঁক ছোঁক করছে, প্রতিটা ফ্রেইট শিপমেন্ট

আর ওয়াগনের কার্গো পরীক্ষা করে দেখছে— এ অবস্থায় গুপ্তধন সরানো রীতিমতন অসম্ভব। বাউন্টি হান্টাররা ফতুর হয়ে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে হল ফেমের জন্যে। লকের ধারণা হলো পাহাড়গুলোয় অন্তত হাজারটা উপযুক্ত গর্ত রয়েছে গুপ্তধন লুকানোর, কাজেই অন্যান্যদের মতন ওগুলো খোঁজার চাইতে বরং হলকে খুঁজে বের করা জরুরি।

রাস্তায় ওয়াগনের ভিড়ভাট্টা এখন প্রচণ্ড। ক্রিস্টো সেলুনটিকে এড়িয়ে হোটেলের উদ্দেশে এগোল ও। খুব হৈ-হল্লা চলছে সেলুনে লক্ষ করল।

তিন খচ্চরে টানা একটা ওর ওয়াগন ওকে অতিক্রম না করা অবধি থমকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল লক। রাস্তার ও মাথায় আরেকজন লোক অপেক্ষা করছে পার হওয়ার জন্যে। ওর ওয়াগনটা পেছনে ধুলোর মেঘ তুলে চলে গেলে পেরোল লোকটা। ধুলোর তাণ্ডব কমলে রাস্তা পার হলো লকও।

একটা গলিমুখের কাছাকাছি পৌঁছতে পিঠে শক্ত কিছু একটা অনুভব করল ও। পিস্তলের নল। দাঁড়িয়ে পড়ল লক।

'গলিতে ঢুকে পড়ো,' বলল পেছনের লোকটা, নলের গুঁতো মারল পিঠে। ক্যাফে থেকে উঠে পড়েছিল যে লোকটা খাওয়া অসমাপ্ত রেখে তার কথা মনে পড়ল লকের, নিজেকে গালি দিল আচ্ছামতন। এ ব্যাটা বীমের লোক না হয়েই যায় না। বিকেলের দিকে এতসব ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেছে যে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল ও বীমের কথা। এখন ভুলোমনের আক্কেল সেলামী দেয়ার পালা।

গলির অন্ধকার কোণে দ্বিতীয় আরেকজন অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে এসে লকের হোলস্টার খালি করল সে। তারপর বন্দীকে নিয়ে গলি ধরে এগিয়ে, ডানে মোড় নিয়ে রাস্তার মাথায় মেক্সিকান জেণ্ডা নামে এক তলা একটা বাসাবাড়ির সামনে এসে থামল। বারান্দায় উঠে শেষ মাথার রুমটায় প্রবেশ করল বিনা টোকায়; দু'জনে দু'হাত ধরে লককে ঢুকিয়েছে প্রকাণ্ড কামরাটায়।

র‍্যাঞ্চ বাঙ্কহাউসের মতন দেখতে রুমটা। দেয়ালে সারিবদ্ধ ডবল ডেক বাঙ্ক, মস্ত একটা আয়তাকার টেবিল আর কতগুলো বেঞ্চি ঘরের মাঝখানে। ওভারহেড ল্যাম্পের আলোয় পোকার খেলছে জনা ছয়েক লোক। মথ আর মাছি গুনগুন করছে, উড়ে বেড়াচ্ছে। গুমোট, দমবন্ধ পরিবেশ ঘরের ভেতর, তামাক আর হুইস্কির গন্ধে বাতাস ভারী। টেবিলে কয়েকটা বোতল, একটা বীমের সামনে।

ওদের দেখে মুখ তুলে চাইল বীম, উঠে পড়ল অলস ভঙ্গিতে। 'যার যার টাকা বুঝে নাও, জেন্টস। খেল খতম।' ঘোষণা করল।

খেলুড়েরা পাওনা বুঝে নিলে বলল বীম, 'আবার দেখা হবে।'

তিনজন লোক উঠে দরজার দিকে এগোল, কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে গেল লকের ওপর। বাকি লোকগুলো নড়ল না দেখে লকের ধারণা হলো ওরা বীমের ক্রু।

বেঞ্চির ওপর দিয়ে দোল খেল বীমের একটা পা, ও টেবিলটার শেষ প্রান্তে এসে কিনারে বসে লক্ষ করছে লককে। হ্যাটবিহীন মাথায় ফ্যাকাসে চুলের গোছা, মুখটা টকটকে লাল, প্রচুর মাল টেনেছে বুঝতে পারছে লক। সবার চোখ এখন

বন্দীর প্রতি নিবদ্ধ।

বেল্টের নিচে দু'বুড়ো আঙুল গুঁজে মেঝেতে থুথু ফেলল বীম। 'তোমার ঘোড়া ফীড স্টেবলের করালে গেল কিভাবে?' প্রশ্ন করল।

'আর কোথায় যাবে?'

'মার লাগাও, রিফার,' বলল বীম।

পলকে ডান ধারের পাহারাদার আড়াআড়ি ঘুষি মারল লকের চোয়ালে। ও দ্বিতীয়জনের গায়ে গিয়ে পড়তে ঠেলে সরিয়ে দিল লোকটা।

'হসলার বলেছে অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা নাকি ওটায় চড়ে এখানে এসেছে,' বলে চলল বীম। 'মিসেস ক্যারী ছাড়া আর কে? তোমার ঘোড়ায় সে কেন? কি কথা হয়েছে তোমার তার সঙ্গে?'

মাথা ঝাড়া মেরে মারের প্রভাবটা কাটাতে চাইল লক। 'তোমাদের সঙ্গে হলে যা কথা হত তাই। ডাকাতটা দেখতে কেমন।'

'কেমন?' দাবি করল বীম।

মাথা নাড়ল লক। 'শেরিফ তো বলেইছে। আমার মতন উচ্চতা, ত্রিশের মত বয়স, পোশাক আশাকও আমাদের যে কারও মতই।'

'নাম কি?'

'মহিলা জানে না।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে লককে পরখ করল বীম, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'ছেলেরা, ওকে ঘিরে ধরো।'

ওর সঙ্গীরা উঠে পড়ে নির্দেশ পালন করল। এবার আবার বলতে শুরু করল বীম, 'শুধু এটুকুর জন্যে মিসেস ক্যারীকে ঘোড়া দিয়েছ তুমি? উঁহুঁ, আমি বিশ্বাস করি না। আর কি কি বলেছে সে?'

'সেটা তাকেই জিজ্ঞেস কোরো,' ভোঁতা কণ্ঠে বলল লক। 'ফীড স্টেবলে আমার ঘোড়া ছেড়ে গেলে সে হয়তো আশপাশেই আছে।'

'আমি তোমার মুখ থেকে জানতে চাই।'

'এর বেশি আর কিছু নেই।'

আবারও দীর্ঘ দু'মুহূর্ত ওকে পরখ করে বলল বীম, 'আচ্ছা ঠিক আছে, শুরু করো।' ওর ইঙ্গিতে একজন গুঁতো মারল লকের পিঠে। ও সামনের দিকে হুমড়ি খেতে আরেকজন প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল মুখে। মাথার একপাশে লাগল দ্বিতীয় ঘুষিটা, তৃতীয় লোকটির দিকে ও ছিটকে যেতে তলপেটে হজম করতে হলো আরেকটি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত। লক মারের চোটে কুঁজো হয়ে যেতে লাথি খেল ঊরুতে, পরমুহূর্তে গালে পাথর ভাঙল কে দেখতে পেল না।

এত লোকের বিরুদ্ধে প্রতিরাধের চেষ্টা বৃথা। এলোপাতাড়ি ঘুষি ছুঁড়ে চলেছে ও কিন্তু লাগাতে পারছে না, বরঞ্চ ক্রমাগত শাস্তি পেয়ে চলেছে চারদিক থেকে। কেউ একজন পিঠে লাফিয়ে উঠতে টালমাটাল হয়ে গেল ও, মুখ বাঁচাতে চাপা দিল দু'হাতে। পাঁজরে ঘুষি আর পায়ে লাথি খেয়ে আর সহ্য করতে পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও, তখনও সিন্দাবাদের দৈত্যের মতন চেপে রয়েছে পিঠে

লোকটা। লাথির পর লাথি চলতে লাগলে এক সময় চোখে আঁধার দেখল ও।

কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিল জানে না লক। কিন্তু ওকে চিত করানো হলে বীমকে দু'পা দু'দিকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। 'কি, আরও চাই? নাকি ভাল ছেলের মতন নামটা বলবে?'

অচেতনতার শেষ প্রান্ত থেকে বিড়বিড়িয়ে কি যেন বলতে লাগল লক। তাই দেখে এক হাঁটুর ওপর ধপ করে বসে পড়ল বীম। 'কি, বললে? আবার বলো। শুনতে পাচ্ছ? আবার বলো।'

কি বলছে লোকটা? ও, একটা নাম জানতে চাইছে। কোনক্রমে আওড়াতে পারল লক, 'বেসিল, বেসিল।' এক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলল, 'বুচার, বেসিল বুচার।' সামান্য বিরতির পর গোঙানীর সঙ্গে বলল, 'ফীড— ফীড স্টেবলে সহিসের কাজ করত।'

উঠে পড়ল বীম, টেবিল থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে চড়াল। অপেক্ষারত লোকদের উদ্দেশে বলল, 'আমি চেক করে আসছি।'

লোকগুলো বিক্ষিপ্তভাবে আবার বসে পড়েছে টেবিল ঘিরে। ওদিকে চিত হয়ে শুয়ে থাকা লক ব্যথা কমে বোধশক্তি ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। বেশ অনেকক্ষণ তেমনি পড়ে রইল ও। এবার এক গড়ানে উপুড় হয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল, তারপর টেবিলে একটা হাত রেখে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঝুলে পড়েছে, রক্ত গড়াচ্ছে নাক থেকে।

বীমের সঙ্গীরা আবার মদপানে লিপ্ত হয়েছে, লক্ষ করল লক। পা দুটোকে পরখ করতে টেবিলে চাপ দিয়ে সরে ধীর, অনিশ্চিত পাক খেতে শুরু করল। ওর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না কেউ, মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করেছে ওর এ মুহূর্তে। বীম ফিরে আসার আগে যে করে হোক পালাতে হবে। ভুয়া খবর ফাঁস হতে দেরি হবে না। লোকটা ফিরেই আবার গণ ধোলাইয়ের আদেশ দেবে নিশ্চিত ও। পায়ে জোর ফিরছে টের পেল ও, এবার টলমল করতে করতে বড় করে আরেকটা চক্র কাটল। দ্বিতীয় চক্করটির শেষে বেঞ্চিতে বসা এক লোকের কাছাকাছি হওয়া গেল। স্খলিতচরণে ইচ্ছে করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও লোকটার গা ঘেঁষে। এখনও কারও খেয়াল নেই নিরস্ত্র লকের প্রতি, ক্রিস্টো সেলুনে যাবে দল বেঁধে লোকগুলো বলাবলি করছে।

সমস্ত শক্তি জড়ো করে লোকটার পিস্তলের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল লক, ওটায় হাত পড়তে তুলে নিল হোলস্টার থেকে। তারপর বেঞ্চিতে ভর দিয়ে সিধে করল নিজেকে। মুহূর্তে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সবকটা লোক।

পায়ে পায়ে পিছু হটল লক উদ্যত পিস্তল হাতে। বিরোধী পক্ষ নির্বাক ঘটনার আকস্মিকতায়। একটা লোক রিভলভার বের করার চেষ্টা করতে তার পায়ে গুলি করল লক। আর্তনাদ করে সশব্দে মেঝেতে পতিত হলো সে। তার বন্ধুদের উদ্দেশে বলল লক, 'পিস্তলে হাত দিয়েছ কি মরেছ।' ধীরে ধীরে পিছে সরছে ও। কারও মধ্যে গুলি খাওয়ার সাধ জাগতে দেখা গেল না। পিস্তল তাক করে রেখে দরজা খুলল লক, তারপর ওটা টেনে দিয়ে ভেতরের লোকগুলোকে ভয় দেখাতে

একটা গুলি করল হুড়কোয়। এবার ঘুরেই, অন্ধের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে হারিয়ে গেল বাইরে অন্ধকারে।

পাঁচ

প্রতিদিন ভোর নাগাদ কাজে বসে পড়ে শেরিফ রয় বীন। এতে করে নির্বিঘ্নে কাজ করা যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা। আজও তেমনি অফিস খুলে বসেছে সে। নাইট মার্শাল ডিউটি শেষে রিপোর্ট গলিয়ে দিয়ে যায় দরজার নিচ দিয়ে। আজ কোন নোট নেই, তারমানে রাতটা নির্ঝঞ্ঝাটে কেটেছে।

দীর্ঘদিন হেলায় পড়ে থাকা চিঠিপত্রগুলোয় হাত দেবে ও এমনি সময় দরজায় টোকার এবং পেছনে তক্তার মেঝেতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ঘুরে চাইতে বীমকে দেখতে পেল। এই বাখোয়াজ বাউন্টি হান্টারটা কম জ্বালায়নি এর মধ্যে, আবার কি চায়? বিনা আমন্ত্রণে ঘরে ঢুকে লোকটা ডেস্কের পাশে ব্যারেল চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল।

শেরিফ সপ্রশ্ন চোখে চাইতে বিনা ভূমিকায় গত রাতের ঘটনাটার বয়ান দিল বীম। কিভাবে তার নিরস্ত্র, নিরীহ সঙ্গীকে গুলি করে পালিয়েছে লক রং চড়িয়ে বর্ণনা করল। শেরিফের প্রশ্নের মুখে অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য হলো এক-আধটু মারধর করেছে তারা লককে।

'ওকে জেলে ভরে দাও, শেরিফ,' সব শেষে বলল ও। 'অনেক খবর আছে ওর পেটে।'

'আগে ওর বক্তব্য শুনে নিই তারপর যা করার করব,' বলল রয় বীন।

'তোমাদের এ শহরে কেমন নিয়ম, বাপু? আমাদের পাহাড়ে হলে নিরস্ত্র লোককে গুলি করার দায়ে সোজা জেলে দিত।'

'তুমি ঠিক জানো তো তোমার বন্ধু নিরস্ত্র ছিল?'

'আমার আরও লোক যারা ছিল ওখানে তারা কসম খেয়ে বলবে। লক অনেক কিছু জানে, শেরিফ। ওকে গ্রেপ্তার করলে হয়তো মুখ খুলবে চাপের মুখে।'

'এক কথা বারবার বোলো না তো। তুমি বরং ক্রিস্টোতে গিয়ে সোনা খোঁজোগে যাও। আমার কাজ আমাকে করতে দাও।' ধমক দিল শেরিফ।

সুবিধে হবে না বুঝে উঠে পড়ল বীম। ও বেরিয়ে যেতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল শেরিফ। বীম ওকে এসব কথা জানাতে এসেছিল একটা মাত্র উদ্দেশ্যে। মিসেস ক্যারী কি বলেছে লককে জেনে নিতে চায় লোকটার ওপর আইনী চাপ প্রয়োগ করে, আর কিছু না। তবুও লকের বক্তব্যও পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

তৃতীয় হোটেলটায় চেক করতে গিয়ে জন লকের নাম রেজিস্টারে পাওয়া গেল। ১৪ নম্বর রূম ভাড়া নিয়েছে সে। শেরিফ রূমটা খুঁজে বের করে ধাক্কা দিতে লাগল দরজায়।

ঘুম জড়ানো অথচ বুনো একটা কণ্ঠ ঘেউ করে উঠল ভেতর থেকে, 'ভাগো!'

'দরজা খোলো, লক। আমি শেরিফ রয় বীন।'

দু'মুহূর্ত বাদে ইঞ্চি পরিমাণ খুলে গেল দরজাটা, পিস্তলের নল উঁকি দিচ্ছে ফাঁকটা দিয়ে। এবার উধাও হলো ওটা এবং হাট হয়ে গেল দরজা। জন লকের মুখোমুখি হলো শেরিফ।

লোকটাকে চেনাই দায়, ভাবল শেরিফ। 'একি! কি হয়েছে তোমার?' বলল।

'ভেতরে এসো, শেরিফ,' ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে বলল লক। ও ঘুরে ঘরের ভেতরে গেলে অনুসরণ করল রয় বীন। 'বসো,' বলল লক।

জানালার সামনে স্ট্রেটব্যাকড চেয়ারটায় গিয়ে বসল রয়, লক্ষ করল বিছানার চাদরে শুকনো রক্তের দাগ। চাদরে ভাঁজ দেখে বুঝল ঘুম থেকে তুলেছে সে লককে।

লক এমুহূর্তে রক্তাক্ত শার্টটা খুলে, ওয়াশস্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে কলসি থেকে পানি ঢালল বেসিনে, তারপর হাত-মুখ ধুতে লাগল। ওর ছিপছিপে দেহের নানা অংশে কালশিটে চোখে পড়ল রয়ের। লক যত্নের সঙ্গে ধোয়া-মোছা সেরে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফের দিকে।

'বীম?' প্রশ্ন করল রয়।

'সঙ্গে আরও পাঁচজন ছিল।' একটা কটন শার্ট গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল লক।

বীম সকালে ওর কাছে গিয়ে যা যা বলেছে সব বলল লককে রয়। লকের মুখ থেকেও জেনে নিল গতরাতের ঘটনা। 'ঠিক আছে,' শেষমেষ উঠে দাঁড়িয়ে বলল শেরিফ, 'আমি এটাকে আত্মরক্ষার খাতিরে ঘটিয়েছ বলে ধরে নিলাম। অবশ্য এর পরেরবার আর আত্মরক্ষার সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ।'

'মানে?' জানতে চাইল লক।

'ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে না। তুমি একা পারবে ওদের সাথে?'

'আমি আগে লাগতে যাব না,' বলল লক। 'কিন্তু আমাকে গুলি করলে আমিও করব।'

'যা করার সাক্ষী রেখে কোরো।' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল শেরিফ।

বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল ও, ওর ওয়াগনগুলোর ফাঁক দিয়ে চাইল রাস্তার ওপাশে। ডোরাদের অফিসের দরজা খোলা দেখে যানবাহনের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোল।

অফিসটিতে প্রবেশ করতে ডোরাকে চৌকো ডেস্কটায় বসে থাকতে দেখল; পেছনদিকে ওভারহেড কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় মেশিনে তেল দিচ্ছে ফ্রেড ডীন। গেট দিয়ে ঢুকতে ডোরা দেখতে পেল ওকে, ডোরাকে চুমো খেয়ে ফ্রেডের শূন্য চেয়ারটায় বসে পড়ে ডোরার মুখোমুখি হলো রয়।

'এখনও ক্লান্ত?' জিজ্ঞেস করল।

'না, তোফা ঘুমিয়েছি রাতে।'

'এইমাত্র দেখা করে এলাম তোমার বন্ধু লকের সঙ্গে,' বলল রয় বীন।

ভ্রূ উঠে গেছে ডোরার। 'আমার বন্ধু?'

'দেখে মনে হলো কোন ওর ওয়াগন চাপা দিয়ে গেছে ওকে,' বলল রয়। বীমের এবং তার লোকেদের সঙ্গে লকের লড়াইয়ের কথা জানাল ডোরাকে।

ভ্রূ কুঁচকাল ডোরা। 'কাল রাতে যখন গেল ভালই তো ছিল।'

'কাল রাতে কখন দেখেছ ওকে?'

এবার ডোরার পালা। রয় ওকে বাসার কাছে ছেড়ে যাওয়ার পর যা যা ঘটেছে সমস্ত বলল। শেষ করল এই বলে, 'স্যালী আর লক একসঙ্গে কাজ করবে ঠিক করেছে, রয়। খুনেটাকে খুঁজে বের করে সোনা উদ্ধার করবে।'

মহা বিরক্ত হলে রয়ের গোঁফ মোচড়ানোর অভ্যেস, তাই-ই করল এখন। রাগে ধকধক করে জ্বলছে চোখ। 'এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি। মেয়েটা কি পাগল, না কি?'

'কেন, আইনে নিষেধ আছে?'

'তা নয়, কিন্তু ওই লোককে কতটুকু চেনে ও?'

'আমাদের সমানই। আসলে পুরস্কারের লোভে, দশ ভাগের এক ভাগ পাবে।'

মাথা নেড়ে বলল রয়, 'ব্যাপারটা আমার ভাল্লাগছে না, ডোরা। প্রথম কথা হচ্ছে, ডাকাতটাকে স্পট করতে পারলে সবার আগে আমার কাছে আসতে হবে স্যালীকে। খুনের দায়ে লোকটাকে খুঁজছি আমি, জন লকের আগে আমার দাবি আসে।'

'ওরা হয়তো ওকে তোমার হাতেই তুলে দেবে,' সান্ত্বনা দিতে চাইল ডোরা।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল রয়। 'লক লোকটা মরতে যাচ্ছে, আর তোমার বান্ধবীর কপালেও দুঃখ আছে, সে-ও বাঁচে কিনা সন্দেহ।'

'কেন? একথা বলছ কেন?'

'কারণ আছে তাই। প্রথম কারণ, বীমের লোককে গুলি করেছে লক। ওরা বদলা নিতে চাইবে। দ্বিতীয় কারণ, ওদের ধারণা স্যালীর কাছ থেকে ভেতরের খবর বের করেছে লক, এবং সত্যিই করেছে। তৃতীয় কারণ, বীমরা যদি মনে করে লক সোনার নাগাল পেতে যাচ্ছে ওকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না।'

'তুমি কি করবে ভাবছ?' ডোরা জিজ্ঞেস করল ব্যাকুল হয়ে।

রয় থেমে পড়ে চাইল ওর দিকে। 'কি করতে পারব আমি? পুরস্কারের লোভে সব কটা শকুন এসে জুটেছে এখানে। এত টাকার প্রশ্ন যখন জড়িত খুন-রাহাজানিতে কেউ পিছ পা হবে না। এতগুলো লোক খেপে উঠলে আমি আর নাইট মার্শাল মিলে ঠেকাব কি করে?'

'লোকজন জুটিয়ে বাউন্টি হান্টারদের তাড়াতে পারো না?'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'ওদের এখানে থাকার অধিকার আছে। তাছাড়া এখানকার সেলুন আর দোকানগুলো ভাল ব্যবসা করছে।' তেতো সুরে যোগ করল ও, 'হতচ্ছাড়া জন লক।'

ছয়

সকালে নাস্তা সেরে ফীড স্টেবলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল লক। পথে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটল না। স্টেবলে পৌঁছে বীমের দলের কাউকে অপেক্ষা করতে দেখল না ওর জন্যে। ঘোড়াটায় স্যাডল পরানো ছিল, ওটায় চেপে মেইন স্ট্রীটের এক ব্লক দূর দিয়ে গিয়ে পশ্চিমমুখো হলো ও, ওয়াগনের ধুলো এড়াতে।

গত রাতে স্যালীর কাছে জেনেছে, শহরের দক্ষিণ প্রান্তে একটা করাল আছে হল ফেমের। ওখানে ঘোড়ার ব্যবসা করে সে, খনিগুলোকে খচ্চর সাপ্লাই দেয়।

শহরের শেষ সীমায় ফেমের করালটা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো না ওকে। প্রকাণ্ড করালটা তৈরি শক্তপোক্ত পোস্ট আর ক্রসবারে। দূরপ্রান্তে ঘোড়াদের জন্যে একটা মুখখোলা শেড। গোটা বিশেক ঘোড়া রয়েছে করালে। তিনজন লোক ব্রেক করছে একটা ঘোড়া, আর দু'জন লোক শেডে গুটিসুটি মেরে বসে লক্ষ করছে। লোকগুলো মেক্সিকান, রুক্ষ এবং দক্ষ দেখেই বুঝতে পারল লক।

একতলা একটা বাসাবাড়ির অবস্থান মস্ত গেটটার পাশে, রাস্তা আর করাল দু'দিক থেকেই ঢোকা যায়।

বাড়িটার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল লক। খোলা দরজার সামনে টাই রেলে ঘোড়াটা বেঁধে, গটগট করে এগোল দোরগোড়া পেরিয়ে।

ওকে ঢুকতে দেখে কথা থেমে গেছে দু'জন লোকের। ঘরের আঁধারে লকের চোখ সয়ে এলে ডেস্কে বসা লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে এবং উত্তেজনায় চমকে উঠল ও। স্যালীর বর্ণনানুযায়ী এ লোক হল ফেম না হয়েই যায় না। পাকা চুলো, প্রাচীন রেঞ্জ পোশাক পরা এক লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল হল ফেমের। পাকা চুলোর উদ্দেশে বলল লক, 'তুমি কি হল ফেম?'

বুড়ো আঙুলের ঝাঁকিতে ফেমকে দেখাল লোকটা। 'ও।'

ফেমের দিকে এবার চাইল লক, বুঝতে পারল মার খাওয়া চেহারা হলে হবে কি, ফেম ওকে ঠিকই চিনতে পেরেছে। ফেম লোকটা ঘাড়ে-গর্দানে, পরনে রেঞ্জ পোশাক। চুল আর গোঁফ কুচকুচে কাল, ঘন। গোমড়া মুখের ভাবে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি লেপ্টে আছে। লককে এ অবস্থায় দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে সে বোঝা গেল।

'কি করতে পারি আমি?' বলল হল ফেম। ওর কণ্ঠে শত্রুতার কোন ছাপ খুঁজে পেল না লক।

'আমার ঘোড়াটা বেচে আরেকটা কিনতে চাইছিলাম আরকি। দেখবে একটু?'

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে বলল হল ফেম, 'অসুবিধে কি ওটার?'

'কিছুই না। আসলে টাকা দরকার আমার।' চেহারার দিকে তর্জনী দেখাল। 'কাল রাতে গলির মধ্যে মারপিট করে সমস্ত কেড়ে নিয়ে গেছে তিন গুণ্ডা।'

সতর্ক চোখে ওর মুখটা নিরীখ করে পাশ কাটিয়ে বাইরে গেল হল, ওর পিছু পিছু লক, আর তৃতীয় লোকটা অনুসরণ করল ওকে।

লকের ঘোড়াটাকে কনে দেখার মত করে পরীক্ষা করল হল, দাঁত, খুর কিছুই বাদ দিল না। সব দেখে টেখে দশ ফুট দূরে সরে আরেকবার লক্ষ করে বলল, 'বিশ ডলার।'

'পঞ্চাশ বললে?' বলল লক।

আবছা হাসিতে গোঁফ জোড়া একটু উঁচু হলো হলের। 'দাম পঞ্চাশই হয়, কিন্তু বিশ বলেছি। নইলে বেচে লাভ করতে পারব না।'

ব্যাটা আসলেই ডাকাত একটা, মনে মনে বলল লক, এক লাখ ডলার গায়েব করেও ত্রিশটা ডলার ছাড়তে রাজি নয়। এজন্যেই স্যালীকে আজ বাধ্য হয়ে ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হয়েছে।

'নাহ, হল, যা দাম বলছ তাতে পোষায় না।' হাল ছেড়ে দেয়ার ভান করল লক, যেন বেচবে না।

ওর ঘোড়াটাকে আবারও জরিপ করে বলল হল, 'আরও দশ বাড়তে পারি। তবে তার আগে দমটা যাচাই করতে হবে। চালাতে পারি একটু?'

'নিশ্চয়ই। মনে করো ওটা তোমারই হয়ে গেছে।'

ঘোড়াটার কাছে গিয়ে বাঁধন খুলে চেপে বসল হল, রাস্তায় নামিয়ে প্রথমে মৃদু গতিতে তারপর দ্রুততার সঙ্গে ছোটাল ওটাকে। ক্ষীণ হাসি ফুটল লকের ঠোঁটে। ঘোড়াটাকে কিনতে বাধ্য হবে হল। এবং একবার কিনলে আর হাতছাড়া করবে না, নিজে ব্যবহার করতে রেখে দেবে। জানোয়ারটা ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু, ভদ্র এবং বাধ্য।

কিন্তু একটা বিষয় জানে না হল। ঘোড়াটার পেছনের বাঁ পায়ের নালটা স্বাভাবিকের চাইতে বড়। এর ফলে মাটিতে সুস্পষ্ট একটা ছাপ ফেলে যায় ঘোড়াটা, যে জানে সে সহজেই ট্র্যাক করতে পারবে ওটাকে।

পূর্ণবেগে ফিরে এসে ঘোড়ার রাশ টানল হল, নেমে উৎকর্ণ হলো। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে জানোয়ারটার, তবে হতোদ্যম কোন শিসের বা কাশির শব্দ নেই।

'চমৎকার ঘোড়া,' বলল হল। 'পয়সার মাল।'

'হুঁ,' বলল লক। 'চলো, আমাকে একটা বেছে দেবে।'

ঘোড়া বাছতে দেরি হলো না। একটা বে। ওটাকে স্যাডল পরানো হলে বাকি টাকা বুঝে নিয়ে রাস্তা ধরল লক।

ফিরতি পথে হলের মনোভাব উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল লক। নির্ঘাত স্যালীর সঙ্গে ওকে জড়াবে হল, কিন্তু অত্যুৎসাহী হয়ে স্যালীকে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কি? সন্দেহ আছে লকের। চেহারার যে হাল নিয়ে গিয়েছিল সে তাতে ওকে

অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না হলের। যার সর্বস্ব ছিনতাই হয়ে গেছে সে বেচারা ঘোড়া বেচে খাবে না তো কি করবে?

ঘুরপথে ফীড স্টেবলে গেল লক, ঘোড়া রেখে, অলিগলি ঘুরে ডোরাদের বাসার পেছন রাস্তায় চলে এল।

খিড়কি দরজায় নক করতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলল স্যালী। ওর চেহারা দেখে আঁতকে উঠল রীতিমত। হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল। 'কি হয়েছে, লক?'

গত রাতের ঘটনা এবং বীমের নালিশ শুনে শেরিফ রয় বীনের সত্যতা যাচাই করতে আসার কথা খুলে বলল লক।

ওর বক্তব্য শেষ হলে স্যালী বলল, 'আমাদের ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে কিছু জানতে পারেনি তো?' লক 'না,' বলতে সুন্দর মুখটায় স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল মেয়েটির।

'হল ফেমের সঙ্গে দেখা করে এলাম,' স্যালী চুলোয় কফি চাপাতে বলল লক।

ঝট করে ঘুরে তাকাল স্যালী। চেহারায় আতঙ্ক। 'তোমাকে চিনেছে?'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। সন্দেহ করতে পারবে না।' ঘোড়া বেচার কি কারণ দেখিয়েছে হলকে সেটা জানাল এবার স্যালীকে।

'এখন আমাদের কি করণীয়?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'লোকটাকে চিনে আসায় প্রাথমিক কাজটা হয়েছে,' বলল লক। 'কিন্তু এতে খুশি হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ওকে লুকানো সোনার কাছে যেভাবে হোক নিয়ে যেতে হবে।'

'কিভাবে?' ব্যাকুল প্রশ্ন স্যালীর।

'একটা উপায় ভেবে রেখেছি। ধরো অচেনা এক লোকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলে তুমি, স্যালী। লিখল সে ডায়মন্ড জে আর তোমার বাসায় তোমাকে খোঁজ করে পায়নি। খুনের রাতে নাকি ট্রেনে ছিল লোকটা। পলাতক ডাকাতটার পিছু পিছু তার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েও ছিল, কিন্তু লোকটা কে নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। তুমি যেহেতু ডাকাতটার কাছাকাছি বসেছিলে কাজেই তোমাকে তুলে নিয়ে সে ডাকাতটার বাড়ি যেতে চায়। তুমি ডাকাতটাকে শনাক্ত করলে দু'জন মিলে জর্জ কারউইন আর শেরিফের কাছে গিয়ে সব জানাবে। লোকটা হয়তো আরও লিখল, সোনা উদ্ধার না হওয়ায় জর্জ কারউইন পুরো টাকা দিতে চাইবে না, কিন্তু ছেলের হত্যাকারীকে ধরে দেয়ায় খুশি হয়ে দু'জনকে কিছুই কি দেবে না?'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে স্যালীর। 'কি করব আমি চিঠিটা নিয়ে আর ওটা লিখবেই বা কে?'

'আমি লিখব,' বলল লক। 'ডাকে পাঠালে ডোরা এনে দেবে তোমার কাছে। ওটা খুলে হল ফেমের জন্যে ছোট্ট একটা চিরকুট লিখে দেবে। তারপর চিঠিটা আর তোমার চিরকুটটা একটা খামে ভরে হল ফেমের নামে পাঠাবে। চিরকুটে লিখবে চিঠিটার উত্তর দিতে হবে তোমাকে, নইলে লোকটা হয়তো একাই চলে

যাবে শেরিফের কাছে। ফেমকে জানাবে দু'জনেরই কল্লা বাঁচানোর স্বার্থে ওর শহরের বাইরে চলে যাওয়া উচিত।'

'চিঠিটায় এটাও থাকুক না, অচেনা লোকটা আমাকে আর শেরিফকে দু'জনকেই নিয়ে যেতে চায় ডাকাতটাকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে?'

'বাহ, চমৎকার আইডিয়া,' বলল লক। 'আর হ্যাঁ, হলকে লিখবে ওর শহরত্যাগের খবর পেলে তবে লোকটার চিঠির উত্তর দেবে।'

'হল কি করবে তোমার মনে হয় চিঠিটা পেলে?'

'ওর জায়গায় আমি হলে ঠাণ্ডা মাথায় সবটা ব্যাপার ভেবে দেখতাম আগে। বুঝতাম তুমি রাজি হও আর না হও লোকটা শেরিফকে আনবেই আমাকে জেরা করতে। কাজেই সহজ বুদ্ধি হচ্ছে সোনাটা তুলে নিয়ে মেক্সিকো পাড়ি জমানো।'

সায় জানিয়ে কাগজ কলম আনতে উঠে গেল স্যালী। ওদিকে চিঠির বক্তব্য মনে মনে গুছিয়ে নিল লক। সুন্দর হাতের লেখায়, ভদ্রলোকের ভাষায় লিখতে হবে চিঠিটা, যাতে প্রভাবিত হতে বাধ্য হয় হল ফেম।

কাগজ কলম এনে যত্ন সহকারে ওটা লিখল লক। লেখা শেষে স্যালীকে দিল পড়তে। মেয়েটির ভ্রূ কুঁচকে উঠতে দেখে প্রশ্ন করল, 'কোন ভুল-টুল আছে?'

'তুমি বলছ চিঠির উদ্দেশ্য হলকে নড়ানো, গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাওয়া,' লক সায় জানালে বলে চলল স্যালী, 'কিন্তু নড়েও যদি পিছু নেবে কিভাবে? দেখে ফেললে তো গুলি করে মারবে।'

হলের কাছে বেচা ঘোড়াটার বিশেষভাবে তৈরি নালের কথা এবার বলল লক। হলকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখার দরকার পড়বে না, জানাল— ট্র্যাক ফলো করা কোন ব্যাপারই নয়।

স্যালী ওর ব্যাখ্যায় সন্তোষ প্রকাশ করলে চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ করল লক, জর্জ ইলিয়ট নামে সই করে, খামে ভরে মিসেস হ্যাজেন ক্যারীর নাম আর ঠিকানা লিখল গায়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে খামটা পকেটে পুরে বলল, 'ডোরা এটা ঠিকমত আনবে তো?'

'নিঃসন্দেহ থাকতে পারো,' আশ্বস্ত করল স্যালী।

'দুপুরের আগে তোমার ডাকে এসে যাবে এটা। ডোরাকে দেখিয়ো না। ও কাজে চলে গেলে চিরকুটসহ চিঠিটা এক ফাঁকে তুলে নেব আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাছে সরে এল স্যালী। 'বিকেলে দেখা হবে।' মুখটা তুলে ধরল লকের চুমো নেয়ার জন্যে।

ওকে আলতো চুম্বন করে ত্বরিত দরজার দিকে পা বাড়াল জন লক। পোস্ট অফিসের উদ্দেশে যাওয়ার পথে মনে মনে বলল, স্যালী মেয়েটা যেমন সুন্দরী তেমনি ভয়ঙ্করী— সাবধান থাকতে হবে। ওর জালে জড়িয়ে পড়লেই বিপদ।

সাত

দুপুরে খাওয়া শেষে খবরটা ফাঁস করল ডোরা। গোটা দুয়েক চিঠি এসেছে স্যালীর, বহুদূরের আত্মীয় স্বজন আর বান্ধবীদের কাছ থেকে। ওগুলো পড়তে পড়তে স্যালী যখন অস্ফুট মন্তব্য করছে ডোরা তখন কফি ঢালছে কাপে।

স্যালীর চিঠি পড়া শেষ হলে এবং এ অঞ্চলে চিঠি আদান প্রদানে কত বেশি সময় লেগে যায় ফ্রেড ডনের এ সম্পর্কিত মন্তব্য করা হয়ে গেলে ডোরা বলল, 'তোমার পার্টনার কাল রাতে এখান থেকে গিয়ে বিপদে পড়েছিল, স্যালী।'

'চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছ?' প্রশ্ন করল স্যালী।

উৎসুক চোখে ওর দিকে চাইল ডোরা। 'ও এসেছিল নাকি এখানে?'

'হ্যাঁ। বলে গেল ঘোড়া বেচে খাওয়ার খরচ জোগাচ্ছে।'

'তারমানে বীমদের সঙ্গে ওর মারামারির খবরও জানো?' স্যালী সায় জানালে বলে চলল ডোরা, 'লকের সঙ্গে তোমার দল পাকানো পছন্দ করতে পারছে না রয়। তোমার নিরাপত্তার জন্যে চিন্তিত সে।'

'চিন্তা হওয়ারই কথা,' বলল ফ্রেড ডীন। 'লক লোকটা শহরে এসেই গোলমাল শুরু করেছে।'

'ও কিছুই করেনি,' উষ্ণ সুরে বলল স্যালী। 'ও শুধু গোলমাল এড়াতে চাইছে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু ডাকাতটাকে চিনিয়ে দিতে হলে তো তোমাকেও থাকতে হবে লকের সঙ্গে,' বলল ফ্রেড ডীন। 'ডাকাত তো আর সেধে এসে ধরা দেবে না। কিন্তু বীম যদি লকের ওপর হামলা করে তখন তুমি সঙ্গে থাকলে তোমার কি দশা হবে সেটা ভেবে দেখেছ?'

'তবে কি করব আমি?' অসহায়ত্ব ফুটল স্যালীর কণ্ঠে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কাপটা আলগোছে পিরিচে নামিয়ে রাখল ফ্রেড। 'লককে আমার খারাপ লাগে না কিন্তু ও আসলে তোমাকে ব্যবহার করছে। বীমরা ওর ওপর নজর রেখে থাকলে একসময় না একসময় জেনেই যাবে ও এখানে আসে। তারপর কিন্তু আবার যে কে সেই, উৎপাতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে তোমার।'

ডোরা বলল, 'ওর সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করো, স্যালী। ওকে বলে দাও তুমি মত পাল্টেছ। বাউন্টি হান্টাররা চলে যাক তখন স্বচ্ছন্দে ডাকাতটাকে খুঁজতে পারবে শহরে। সে যদি এখানে থেকে থাকে রয়কে গিয়ে শুধু জানাবে, যা করার তখন সে-ই করবে।'

'রয় সোনাটা উদ্ধার করতে পারবে?' প্রশ্ন করল স্যালী।

'লক পারবে?' পাল্টা আঘাত হানল ডোরা।

'পারবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল স্যালী। 'রয়ের চাকরি আছে। কিন্তু লক ঝাড়া হাত-

পা। সে পড়ে আছে এটা নিয়েই।'

'কিন্তু রয়ের পক্ষে আইন আছে,' বলল ডোরা।

'তাতে কি? জনির ওখানে বীমদের যাওয়া ঠেকাতে পেরেছে সে?'

'ও জানত না লোকগুলো ওখানে যাচ্ছে,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল ডোরা।

'কিন্তু লক জানত,' চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল স্যালী। 'রয়কে আমিও পছন্দ করি। কিন্তু সে বারো ভেজালের লোক। একাজে পুরোপুরি মন দেয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাছাড়া সে শুধু খুনীকে খুঁজছে। কিন্তু লক খুঁজছে খুনী আর সোনা দুটোই। এসব কাজে ওর মতন বেপরোয়া লোকই দরকার।'

'পুরস্কারের লোভে তুমি জীবনের ঝুঁকি নিতেও রাজি?'

ভদ্রভাবে এবার হস্তক্ষেপ করল ফ্রেড ডীন। 'সিদ্ধান্তটা নেবে ও, ডোরা, তুমি নও।'

'ঠিক আছে,' কাটা কাটা কণ্ঠে বলে উঠে পড়ল ডোরা টেবিল পরিষ্কার করতে, ওর সঙ্গে হাত লাগাল স্যালী। ওর মধ্যে আকস্মিক কঠোরতা দেখে অবাক হয়েছে ডোরা। না, কঠোরতা নয়, বরঞ্চ দৃঢ়তা বলা যেতে পারে একে। স্বামী বাড়িটা আর সামান্য কাপড়-চোপড় ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেনি ওর জন্যে, মারা পড়েছে ডাকাতদের ঠেকাতে গিয়ে। কাজেই তার বিধবা স্ত্রী যদি ঘোষিত পুরস্কারের একটা অংশ পায় মন্দ কি। স্যালী বোধহয় ঠিক কাজই করছে, মনে মনে সিদ্ধান্তে এল ডোরা।

আট

ডোরা আর তার বাবা কাগজের অফিসে ফিরে গেছে ধারণা করে, পেছন গলি দিয়ে এসে খিড়কি দরজায় নক করল লক।

কিচেন টেবিলের আসন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল স্যালী, 'চলে এসো, লক।' ভেজানো দরজা ঠেলে লক প্রবেশ করলে টেবিলে রাখা একটা কাগজ দেখাল স্যালী। 'আমার চিরকুটটা পড়তে চাও?'

চিরকুটটা তুলে নিয়ে পড়ে ফেলল লক। যা যা বলা হয়েছিল তার সবই লিখেছে স্যালী।

স্যালীর হাতে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল লক। 'কি মনে হয়, লোক পাঠিয়ে জবাব দেবে নাকি চিঠি লিখবে?'

'মনে হয় চিঠিই লিখবে,' বলল স্যালী। উঠে পড়ল ও, চিরকুটটা ভাঁজ করে, খামে পুরে লকের হাতে দিল। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ওকে চাইতে দেখে প্রমাদ

গুণল লক। পাল্টা হেসে পাশ কাটিয়ে তড়িঘড়ি পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। এই মহিলাকে এক কানাকড়ি দিয়েও বিশ্বাস করে না ও। ঘনিষ্ঠতার সুযোগে যে কোন সময় পুরস্কারের ভাগ বাড়াতে বলে বসতে পারে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাস্তায় নেমেও মন থেকে স্যালীর চিন্তা দূর করতে পারল না লক। মনে প্রাণে কামনা করছে হল যেন শীঘ্রি স্যালীর চিঠির জবাব দেয়। যত দ্রুত এই মেয়েলোকটার কাছ থেকে দূরে সরা যাবে ততই মঙ্গল।

ক্রিস্টো সেলুনের কাছাকাছি হতে ভেতর থেকে হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে এল। মুহূর্তে বীম এবং তার দলবল সম্পর্কে সচকিত হয়ে উঠল ও। ওর ধারণা হলো, সকাল-বিকেল বাউন্টি হান্টাররা গাঁয়ের আশপাশে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ালেও দুপুরটা বরাদ্দ করেছে ক্রিস্টোর মালিককে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়লোক বানাতে।

পোস্ট অফিসমুখো ধুলোটে রাস্তাটা পেরনোর সময় গভীর একটা অবসাদবোধ গ্রাস করল লককে। কাল রাতের ধোলাইয়ের ধকলটা এখনও কাটেনি। জোনাথনের জেনারেল স্টোরের ভেতর দিয়ে পোস্ট অফিসের উদ্দেশে এগোল ও। কাঠের তৈরি চারকোণা ঘরটা ব্যবহৃত হচ্ছে পোস্ট অফিস হিসেবে। মেইল পটে চিঠিটা রেখে রাস্তার দিকে পা বাড়াল লক। মাথাটা টনটন করছে ওর, সর্বশরীরে যন্ত্রণা— হোটেলের বিছানাটা প্রেয়সীর মত টানছে ওকে।

লবিতে পৌঁছে ডেস্কের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে গেল লক। মনে পড়ে গেল দরজা লাগিয়ে যায়নি, চুরি করার মত কিছুই তো নেই ওর ঘরে। প্যাটিয়ো ডোরের উদ্দেশে পা বাড়াল। দরজার ঠিক বাইরে লবি থেকে এক মেক্সিকান মালী ফ্ল্যাগস্টোনগুলো ধোয়া-মোছা করছে। পরস্পরের উদ্দেশে মৃদু হাসি বিনিময় করল ওরা। রূমের দরজায় আলতো ঠেলা দিয়ে ভেতরে পা রাখল লক এবং স্থাণু হয়ে গেল আচমকা। অন্ধকারে ঘরটির ওপাশে জানালার টানা পর্দার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোকের অস্পষ্ট অবয়ব। ঘরটি প্রায়ান্ধকার হলেও বিছানা থেকে দ্বিতীয় আরেকটি লোককে উঠে বসতে ঠিকই দেখতে পেল লক।

জানালার লোকটা নড়ে উঠল এমুহূর্তে, তার ডান হাতটা যেন পিস্তল ড্র করতে নেমে গেল ঝপ করে। এক পা পিছু হটল লক এবং একই সঙ্গে বিজলী খেলল ওর হাতে। পিস্তলের বাটে হাত পড়তে না পড়তেই কক হয়ে গেছে, হোলস্টার থেকে বেরিয়েছে মাত্র ওটা, কাত করে জানালার লোকটার উদ্দেশে ট্রিগার টিপল ও।

লোকটার মুখ থেকে শ্বাস বেরিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল লক। পাঁই করে ঘুরে, বাইরে পা রেখে দরজার ওপাশে দেয়ালে সেঁটে গেল ও, কানে এল লোকটির পতনের আওয়াজ। 'মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাল লক।

'আসছি,' একটি গলা শোনা গেল। বীমের, চিনতে পারল লক।

ঘরের ভেতরে ক্ষিপ্র পায়ে পতিত সঙ্গীর কাছে চলে গেল বীম, ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে নিজেরটাও বের করল। তারপর পর্দাঘেরা জানালার কাছে এসে পর্দা ফাঁক করল, লাগোয়া বাড়িটার ছাদ আর বাইরেটা লক্ষ করল

তীক্ষ্ণ চোখে। একটা আগাছাময় চার ফুটী গলি ব্যবধান রচনা করেছে হোটেলের সঙ্গে একতলা বাড়িটার। একটা পিস্তল ত্বরিত ছুঁড়ে দিল বীম বাড়িটার সমতল ছাদে। দ্বিতীয় অস্ত্রটা ওটাকে অনুসরণ করে নিখুঁতভাবে কোনাকুনি উড়ে গেল।

'কি হলো?' গর্জে উঠল লক।

পিস্তল দুটো খালাস করে, মাথার ওপর হাত তুলে ভালমানুষের মতন বেরিয়ে এল বীম। লকের মুখোমুখি হলে এবং ওকে পরখ করা হয়ে গেলে বলল লক, 'ঠিক আছে, এবার নামাতে পারো।'

হাত নামিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল বীম। 'ব্র্যান্ডেজকে বোধহয় খুন করে ফেলেছ।'

'পিস্তলে হাত দিচ্ছিল ও।'

'ওর কাছে পিস্তল ছিল না,' উত্তপ্ত সুর তখনও বীমের। 'আমার কাছেও নেই।'

'কেন?'

'তোমার মত মাথাগরম লোকের ঘরে পিস্তল আনবে কে? পিস্তল রেখেই এসেছিলাম সামান্য কথাবার্তা বলার জন্যে।'

'দাঁড়িয়ে থাকো এখানে,' বলে রুমে প্রবেশ করল লক। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ব্র্যান্ডেজের দেহটা উল্টে দিতে দেখা গেল লকের গুলিতে তার বুক বিদীর্ণ হয়ে গেছে। নিস্পন্দ। লক এবার পর্দা সরিয়ে আলোর ব্যবস্থা করল ঘরে, খুঁজতে শুরু করল লোক দুটোর পিস্তল। লুকিয়ে রাখার উপযোগী জায়গা ঘরে বেশি নেই। বিছানার নিচে, তোষকের তলে বা ড্রেসারের ড্রয়ারে পাওয়া গেল না।

লক বেরিয়ে এলে বীমকে ঠিক আগের জায়গাতেই দাঁড়ানো দেখতে পেল। ওর পাশে থমকে দাঁড়িয়ে গোমড়া মুখে বলল লক, 'ও সত্যি সত্যিই মারা গেছে।'

চারদিকে এবার দৃষ্টি বোলাল বীম। প্যাটিয়োর প্রবেশপথে জড়ো হয়েছে জনা ছয়েক লোক। তারা কৌতূহলী হলেও সতর্ক। মেক্সিকান মালীটি ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে পরিস্থিতি।

'আমার ঘরে কি করছিলে তোমরা?' প্রশ্ন করল লক।

'বললাম না কথা বলতে অপেক্ষা করছিলাম।'

'ঢুকলে কিভাবে?'

'জানালা দিয়ে।'

'লবিতে অপেক্ষা করোনি কেন?'

'খুব গরম ছিল। তাছাড়া তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চেয়েছিলাম। কাল রাতের পর বুঝতে পেরেছি তুমি আমাদের ঘরে আসবে না তাই আমরাই তোমার ঘরে এসেছি।'

এমুহূর্তে লবির দরজা দিয়ে প্রবেশ করল শেরিফ রয় বীন, দর্শকদের কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে শ্লথ গতিতে এগিয়ে এল ওদের উদ্দেশে।

'গুলির শব্দ কিসের?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'আমি করেছিলাম,' সহজ সুরে বলল লক। 'এক লোককে মেরে ফেলেছি।

আমার ঘরে পড়ে আছে।'

লকের দিকে কটমট করে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে শেরিফ বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকো এখানে, দু'জনই,' তারপর প্রবেশ করল ঘটনাস্থলে। মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটা মারা গেছে নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এসে লক আর বীমের সামনে থমকে দাঁড়াল। 'ঘটনা কি?' প্রশ্ন করল। 'লক আগে।'

সংক্ষেপে শেরিফকে ঘটনাটা জানাল লক। ওর কথা চলার সময় উসখুস করছিল বীম, এবার বক্তব্য শেষে ভোঁতা সুরে বলে উঠল, 'নির্জলা মিথ্যা। বিছানায় ছিলাম আমি আর দাঁড়িয়ে ছিল ব্র্যান্ডেজ। ইচ্ছে করেই পিস্তল আনিনি আমরা। আমাদের সঙ্গে পিস্তল না দেখলে ও কথা বলবে ভেবেছিলাম।'

রয় বীন জিজ্ঞেস করল লককে, 'ওদের দু'জনকে দেখে কোন কথা বলেছিলে তুমি?'

'ওরা কেউই কোন কথা বলেনি।'

'লোকটার কাছে পিস্তল নেই দেখতে পাওনি?'

'না, জানালার পর্দা টানা ছিল। অন্ধকারে ওর হাত নড়তে দেখে ভেবেছি ড্র করবে।'

'ওর হাত নড়তে দেখে গুলি করে দিলে,' বিদ্রূপের সুরে বলল রয়। 'ও না হয়ে ঝাড়ুদার মহিলাও হতে পারত।'

'সে হ্যাট পরে না,' শুকনো কণ্ঠস্বর লকের।

ওর প্রতি বিষদৃষ্টি হেনে মনোযোগ বীমের দিকে ফেরাল শেরিফ। 'তোমার বক্তব্যটা কি? ওর ঘরে কি করছিলে তোমরা?'

অনুপ্রবেশ করেছে স্বীকার করল বীম। কিন্তু এহেন নিরস্ত্র অনুপ্রবেশে যেহেতু কোন ক্ষতি নেই কাজেই নিজেদের দোষ দেখতে পেল না ও। বাইরে গরমে অপেক্ষা না করে একান্তে কথা বলতে চেয়েছিল তারা লকের সঙ্গে। মিসেস হ্যাজেন ক্যারী ওকে কি বলেছে জেনে নিয়ে সম্ভব হলে একটা সমঝোতায় আসত। কিন্তু লকের হঠকারিতায় তা আর হলো কই? 'ঘরের মধ্যে উটকো লোক দেখে চমকে ওঠা স্বাভাবিক,' শেষে বলল বীম, 'কিন্তু তাই বলে মানুষ মেরে ফেলতে হবে? আমাদের নাম জিজ্ঞেস করতে পারত, কি চাই জানতে চাইতে পারত। পছন্দ না হলে মালিককে ডেকে ঘাড় ধরে না হয় বের করে দিত আমাদের।' আবেগে কেঁপে কেঁপে গেল বীমের গলা।

শেরিফ মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে লকের উদ্দেশে বলল, 'তুমি আর বীম ছাড়া অন্য কেউ এটা দেখেছে?'

মনোযোগী শ্রোতা সেই মেক্সিকান মালীটিকে আঙুলের ইশারায় দেখাল লক। ও শেরিফকে যা যা বলেছে তার সঙ্গে কোন পার্থক্য পাওয়া গেল না লোকটির বক্তব্যে।

'তোমার ঘরে কি এমন মহামূল্যবান জিনিস ছিল শুনি যার জন্যে একটা নিরস্ত্র লোককে প্রাণে মেরে ফেলতে হলো?' কটমট করে চেয়ে প্রশ্ন করল শেরিফ।

'আমি,' ভোঁতা সুর লকের।

শেরিফের চোখে ক্রোধের বিদ্যুৎ ঝলসে গেল। লোকটা এবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার পিস্তলটা দাও।'

'গ্রেপ্তার করছ?'

'যা বলছি করো।'

অবিচল দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল দু'জনে, শেরিফের হাত তখনও প্রসারিত। লক এবার শ্রাগ করে, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে এগিয়ে দিল রয়ের দিকে। 'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু দাওনি।'

পিস্তলটা নিয়ে ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে দিল শেরিফ। 'হ্যাঁ, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। এখন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি সিদ্ধান্ত নেবে মামলা রুজু করবে কি না।'

'জামিন পেতে পারি?'

'খুনের জামিন হয় না। এসো।' বীমের দিকে চাইল এবার শেরিফ। 'রাতে জোনাথনের পেছনের রুমে জে. পি. কোর্টে দেখা করবে। ঠিক আটটায়। না এলে আমি এসে ধরে নিয়ে যাব। লিখে দিতে হবে সমনটা?'

'আমি পৌঁছে যাব,' বলল বীম। 'কি অভিযোগ আনা হবে?'

'অবৈধ অনুপ্রবেশ। দোষী সাব্যস্ত হলে জরিমানা হবে। টাকা-পয়সা এখনই বরং জোগাড় করে রাখো। নিজের মুখেই তো স্বীকার করেছ।'

লবি ডোরের দিকে শেরিফের সঙ্গে এগনোর সময়, লক বলল, 'একাজে কতক্ষণ লাগতে পারে, শেরিফ?'

'বলা শক্ত। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আছে স্যান ইসাবেলে। আরও তিন-চারদিন থাকবে ওখানে।'

'তার জন্যে জেলে পচব আমি?'

'আইনে তাই বলে,' বলল শেরিফ।

শেরিফের অফিসে লককে বলা হলো পকেট খালি করে ডেস্কে রাখতে। পরে ওগুলো একটা ক্যানভাসের থলেতে ভরে ডেস্কের ড্রয়ারে তালা মেরে রেখে দিল শেরিফ। দেয়ালে পেরেক থেকে ঝুলছে চাবির বড় একটা গোছা। ওটা থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে সেলব্লকের একটা দরজা খুলল রয়, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে ইঙ্গিত করল লককে। ছয় সেলের সেলব্লকে ঢুকল ও, দু'ধারে তিনটে করে সেল। ঘরের বাতাস এতই উত্তপ্ত যে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে ফুসফুস ভরে নিল লক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ ধারের মাঝের সেলটিতে চাবি ঢোকাল রয়। তালাবদ্ধ দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে দিয়ে বলল, 'দিনের মধ্যে সবচেয়ে গরম এখনই পড়ে। অফিসের দরজা খুলে রাখব যাতে কিছুটা হলেও বাতাস চলাচল করে।'

'গরু-ছাগলকেও এখানে রাখলে মারা পড়বে,' বলল লক।

'নাহ, পানি থাকলে মরবে না। তোমার পানি এনে দিচ্ছি আমি। যাও ঢোকো।'

লক সেলে ঢুকলে শেরিফ দরজা লাগিয়ে দিয়ে সেলব্লক ত্যাগ করল।

মাথাটা দপদপ করছে লকের, হাড়ে হাড়ে ব্যথা। চারদিকে নজর বোলাল ও,

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি না ফেরা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে ওকে। ঘরে ব্ল্যাঙ্কেট মোড়া একটা খাট আর ওটার পায়ের কাছে আধখালি একটা বালতি। খাটে গিয়ে ঘামে ভেজা শার্ট খুলে ব্ল্যাঙ্কেটে ছুঁড়ে দিল লক, বসে বুট খুলছে এসময় ফিরে এল শেরিফ।

ক্যানভাস মোড়া একটা ক্যান্টিন বয়ে এনেছে রয়, পানি গড়াচ্ছে ওটা থেকে। বারের ফাঁক গলিয়ে মেঝেতে রাখল সে ওটা, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ক্যান্টিনটা জানালার কাছে রাখলে পানিটা ঠাণ্ডা থাকবে। কিছু বলতে চাও যেটা ওখানে বলতে পারোনি?'

'না। সেই একই কথা বলব আমি,' ক্লান্ত সুরে বলল লক। 'আমাকে ওরা মেরে ফেলত।'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'কাল রাতে তোমাকে খতম করার সুযোগ পেয়েও করেনি। আজ হঠাৎ মারতে চাইবে কেন?'

'কারণ কাল রাতে বীমের লোককে গুলি করেছি আমি।'

'উঁহুঁ, তুমি মরলে ওদের লাভ নেই। ওরা আসলে কথা বলতে চেয়েছিল। যাকগে, এসব বিচার করবে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। আমার কাজ শুধু তোমাকে ধরে রাখা।'

'তাই তো করছ,' বিরস বদনে বলল লক।

'লাশটার ব্যবস্থা করতে যেতে হবে, লক। রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে যাব তবে অফিসের জানালাগুলো খোলা থাকবে। এর বেশি আর কিছু করার নেই আমার।'

ও চলে গেলে অন্য পায়ের বুটটা খুলে খাটে টানটান হলো লক, ভেজা শার্টটা ব্যবহার করছে বালিশের মতন।

মেজাজটা চড়ে আছে ওর নিজের ওপরই। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় ক্ষীণ আলোর সন্ধান যখন কেবল পেয়েছে তখনই ছাদটা ধসিয়েছে মাথায়। এই নরকে পাঁচটা দিন পচার অর্থ, চিঠি আর চিরকুটের ভয়ে ভীত হল ফেম প্রচুর সময় পাচ্ছে সোনাটা তুলে নিয়ে মেক্সিকো কেটে পড়ার।

এই পাঁচদিনে সামান্যতম বাতাসেও হলের ট্র্যাক মুছে যেতে পারে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ওকে বেকসুর খালাস দিলেও কোন লাভ হবে না।

শেরিফ ব্যাটা ঠিকই বলেছে। চাইলে ওকে কালই খতম করে দিতে পারত বীম। করেনি। কেন যে খামোকা মাথা গরম করতে গেল ও! গোটা ব্যাপারটা আদ্যন্ত ভেবে দেখতে গিয়ে কখন যেন চোখ লেগে এল ওর।

শেরিফের ঘরে কথাবার্তার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল লকের। অনুভব করল গলা শুকিয়ে কাঠ। উঠে তেষ্টা মেটাল ও আকণ্ঠ। কানে আসছে নারী কণ্ঠের উত্তেজিত তর্কাতর্কি, তবে কি বিষয়ে বোঝা যাচ্ছে না। রয়ের জবাবগুলোয় তেজ নেই, আছে বোঝানোর প্রচেষ্টা। ওর কথাও বুঝতে পারল না লক।

বিন্দুমাত্র আগ্রহবোধ করল না ও। ক্যান্টিনটা উপুড় করে মাথায়-মুখে ঈষদুষ্ণ পানি ঢালল। জানালার উঁচু গরাদের ফাঁকে ক্যান্টিনটা রেখে আকাশের

দিকে চাইল, এখন কটা বাজে বুঝতে চাইছে।

ওয়কওয়ের দিকে পিঠ ওর এমনিসময় চেঁচিয়ে উঠতে শুনল এক মহিলাকে, 'ওখানে কোন মানুষ থাকতে পারে, রয়?'

ঘুরে চাইতে ডোরাকে দেখতে পেল লক, তার পেছনে শেরিফ।

'কমিশনারদের বোলো। জেলটা তারা বানিয়েছে।' গোমড়া মুখে বলল রয়।

জবাব দিল না ডোরা। লকের মার খাওয়া দেহের দিকে নজর ওর, বিস্ময়ে মুখ সামান্য হাঁ।

'তোমার প্রথম ভিজিটর, লক।' ডোরার উদ্দেশে এবার বলল রয়, 'তোমাকে তালা মেরে দেব?'

'হ্যাঁ। দরজাটাও বন্ধ করে দাও।'

দরজার তালা খুলে শেরিফ বলল, 'গরম কিন্তু ডবল হয়ে যাবে বন্ধ করলে।'

'হোক।'

রয় দরজা খুললে সেলে প্রবেশ করল ডোরা। ওর অধর আর কপালে এরইমধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে চোখে পড়ল লকের। খাটে এসে বসল মেয়েটি, রয় অফিসের দরজা বন্ধ না করা অবধি অপেক্ষা করল।

ডোরাকে এক গোছা চুল পেছনে মুঠো করে ধরতে দেখে বুঝতে পারল লক মেয়েটি অস্বস্তি বোধ করছে। ও দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ডোরার দিকে, অস্বস্তি কাটানোর চেষ্টা করল না। শেষমেষ মেয়েটি ওর দিকে চোখ তুলে চেয়ে বলল, 'পত্রিকার জন্যে রয়ের বক্তব্য পেয়েছি। তোমারটা দেবে?'

'একই তো হবে।'

'সেটাই জানতে চাই। সেজন্যেই রয়কে বাইরে পাঠালাম। বসো প্লীজ, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

সত্যিই ভীষণ পরিশ্রান্ত ও, বসে পড়ল খাটের পায়ার কাছে। ঘেমো দুর্গন্ধ ওর গায়ে জানে ও, ডোরা টের পাচ্ছে তাও বুঝছে, কিন্তু কিছু করারও তো নেই।

মেক্সিকান মালীর সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর ঘরের দরজা খোলা পর্যন্ত সমস্ত বলে গেল লক।

ওর কথা মন দিয়ে শুনে গেল ডোরা, ঘামে চকচক করছে মুখ। 'লক,' কথা শেষ হলে বলল, 'তুমি কখনও কোন নাচের আসর বা রাজনৈতিক দলের সভায় গেছ যেখানে লোকেদের অস্ত্র পরীক্ষা করতে বলা হয়?'

'অনেকবার।'

'কিভাবে করেছ কাজটা?'

'বাহ, শেল বেল্ট খুলে— ' মাঝপথে থেমে গেল ও, ডোরা কি বলতে চাইছে বুঝে। 'ওহহো।'

'হ্যাঁ, এবার বুঝেছ? ওরা সত্যি সত্যিই অস্ত্র রেখে আসলে শেল বেল্ট পরে ছিল কেন?' হাঁটুতে কিল বসাল ও। 'ওদের সঙ্গে পিস্তল ছিল, লক! বীম কোনভাবে ফেলে-টেলে দিয়েছে।'

ঘর্মাক্ত মুখটা দু'হাতে ঘষল লক, নিজের বোকামিতে ক্ষুব্ধ। চরম ক্লান্তিতে

আর খুনটার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা মাথাতেই আসেনি ওর। কিন্তু শেরিফই বা কি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয়টা দিল?

হাত দুটো পড়ে গেল ওর, চাইল ডোরার দিকে। ওর পরনের নীল ড্রেসটার কিছু কিছু অংশ ভিজে সেঁটে রয়েছে গায়ে।

'রয়কে বলেছ কথাটা?'

'হ্যাঁ।' দ্বিধা করল ডোরা। 'ও একমত নয়। আমাদের— আমাদের এ নিয়ে তর্কাতর্কিও হয়েছে। তবে আমার কথা মত দুই বিল্ডিঙের মাঝখানে যে আগাছাভরা জায়গাটুকু আছে সেটা ও পরীক্ষা করে এসেছে। কিন্তু পিস্তল পাওয়া যায়নি।'

'আমরা এখানে চলে আসার পর বীম তুলে নিয়েছে,' মৃদু, তিক্ত কণ্ঠ লকের।

'আমিও রয়কে তাই বলেছি।' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল ও। 'আচ্ছা, গুলি করে বেরিয়ে আসার পর বাইরে থেকে ঘরের ভেতরটা দেখতে পেয়েছিলে?'

'না। আমি লাইন অভ ফায়ারের আড়ালে থাকতে চেয়েছিলাম। দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওদের ডেকেছি।'

'বীম কি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল?'

'না। বেরনোর পর বলল ব্র্যান্ডেজকে পরীক্ষা করে দেখেছে সে মারা গেছে।'

'তারমানে পিস্তল দুটো বাইরে ছুঁড়ে ফেলা কোন ব্যাপারই ছিল না।'

'তা তো অবশ্যই।' ভ্রূ কুঁচকে মুখের ঘাম ঝাড়ল লক। 'এখন বুঝতে পারছি কি ঘটেছিল তখন। ওদেরকে চমকে দিয়েছিলাম আমি। আমাকে কভার করতে চেয়েছিল ওরা। সেজন্যেই পিস্তলে হাত দিচ্ছিল ব্র্যান্ডেজ— কিন্তু দেরি করে ফেলেছিল।'

'একথা বলার কারণ?'

'ওরা পর্দা সরিয়ে রেখে আমাকে পিস্তল ধরলে এটা ঘটত না।'

মাথা নেড়ে নিচু স্বরে বলল ডোরা, 'তোমাকে এখানে আটকে রাখা রয়ের ঠিক হচ্ছে না।' উঠে দাঁড়াল ও। 'দেখি, আবার বোঝানোর চেষ্টা করিগে।'

'একটা কথা বলে যাও,' মৃদু সুরে বলল লক। 'তুমি বাউন্টি হান্টারদের পছন্দ করো না, খুন-খারাপিও পছন্দ করো না। আমি দু'ক্ষেত্রেই অপরাধী। তবু আমার জন্যে চিন্তা করছ কেন?'

বিস্মিত চেহারায় লককে নিরীখ করে জবাব দিল ডোরা, 'নীতির প্রশ্ন, আর কিছু না। তোমার অপরাধের কোন স্পষ্ট প্রমাণ রয়ের হাতে নেই। আমার ধারণা, লোকটা গুলি করবে ভেবেই পিস্তল ব্যবহার করেছ তুমি। আমি হলেও একই কাজ করতাম।' গাল লাল হয়ে গেল ওর। 'তাছাড়া, কোন কারণ কি থাকতেই হবে?' প্রশ্ন করল দৃঢ় কণ্ঠে।

'না, তা নয়। ধন্যবাদ।'

মৃদু হেসে সেলের দরজার কাছে চলে গেল ডোরা, দরজায় থাবড়া মেরে চেঁচিয়ে বলল, 'রয়, রয়, দরজা খোলো।'

রয় আসার আগে ঘুরে লককে বলল, 'তোমার কিছু লাগবে?'

'রয়কে বোলো আমার ব্ল্যাঙ্কেট রোলটা যদি দিত।'

শেরিফ এসে ডোরাকে নিয়ে গেলে, জোড়া হাতে মাথা রেখে খাটে সটান হলো লক। বিহ্বলতার ঘোর এখনও কাটেনি ওর। ডোরা মেয়েটি অদ্ভুত ধরনের একরোখা, কিন্তু পক্ষপাতহীন। ওর কাজ কর্মে আস্থা নেই ডোরার, তবু হবু স্বামীর বিরুদ্ধে লড়তেও পিছপা নয়। এর তল পাচ্ছে না লক, কিন্তু তারপরও অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে সে মেয়েটির প্রতি। বলে গেল শেরিফকে আবার বোঝানোর চেষ্টা করবে ওকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু শেরিফ শুনবে কি ওর কথা? ভরসা করতে পারছে না লক।

ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল ও। এখন একমাত্র আশা হল ফেম। সে যদি অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে সোনা উদ্ধারে দেরি করে— বেশি না, মাত্র চারদিন— তবে চিরজীবন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে লক।

নয়

বিকেলের শেষভাগে হল ফেমের মেক্সিকান কর্মচারী হার্নান্দেজ চিঠিটা তুলে নিল। হল ফেমের নামে চিঠি আসা বিরল ঘটনা। লোকটা ওটা হলের ডেস্কে রেখে নিজের কাজে চলে গেল। এক ঘণ্টা বাদে হল এসে খাম খুলল স্যালীর চিঠির।

ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে জর্জ ইলিয়টের চিঠি আর স্যালীর চিরকুট পড়ল হল। তারপর সুইভেল চেয়ারে বসে ফের পড়ল ও দুটো। দ্বিতীয়বার পড়ার পরই কেবল ইলিয়টের চিঠির গুরুত্ব পুরোমাত্রায় উপলব্ধি করতে পারল ও। তারমানে সে রাতে একজন যাত্রী ওকে চিনতে পেরেছিল বলে মনে করছে, এখন স্যালীকে নিয়ে নিশ্চিত হতে চায়।

মুখ খিস্তি করল হল, ভয়ের স্পর্শ অনুভব করছে, তবে ধীরে ধীরে কমেও গেল তা। ইলিয়ট লোকটা কে জানে না ও। শহরসুদ্ধ বাউন্টি হান্টারের মধ্যে ব্যাটাকে খুঁজবেই বা কে। ট্রেন ডাকাতির পর শহরে তিন কি চারবার গেছে সে। শেষবার দু'দিন আগে। ব্যাটা ইলিয়ট তখনই ওকে চিনতে পেরে অনুসরণ করে হয়তো করাল পর্যন্ত এসেছিল। এখন ধরা যাক স্যালী ওই লোকটার কথায় নেচে শনাক্ত করতে আসল এবং দেখে-টেখে বলল এ লোক সে লোক নয়; তবুও তো বিপদের ভয় রয়ে যায়।

ইলিয়ট বিনা দ্বিধায় কারউইনের কাছে সদলবলে গিয়ে, তাকে অনুরোধ করবে শেরিফকে নিয়ে এসে হলকে জেরা করতে। স্যালীর কথায় পুরোপুরি ভরসা করবেই তার নিশ্চয়তা কি? যত ছোটই হোক একটা সূত্র যখন পাওয়া গেছে কারউইন ছাড়বে না। শেরিফকে বাধ্য করা হবে ওর প্রতি নজর রাখতে, স্যালী আর ও দু'জনেই চলে আসবে সন্দেহের আওতায়।

এবার সিদ্ধান্তে এল হল। ও আর স্যালী যদি এখানে না-ই থাকে তবে জেরা

করা হবে কাদের? এখন কাজ হচ্ছে স্যালীকে তুলে নিয়ে, সোনাটা উদ্ধার করে মেক্সিকো পলায়ন।

মনস্থির করে করালে চলে এল হল, লকের ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে রওনা দিল স্যালীর বাড়ির উদ্দেশে। কেউ কৌতূহলী হলে বলে দেবে হ্যাজেন ক্যারীর কাছে টাকা পেত, সেটাই আদায় করতে যাচ্ছে।

ঘোড়া থেকে নামল ও স্যালীর বাড়ির কাছে। কিন্তু সদর দরজা, খিড়কি দরজা খটখটিয়ে কোন লাভ হলো না। ডায়মন্ড জে-তে ফিরে গেল নাকি? ওখানে যাওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে ঠিক করল হল।

বিজনেস ডিস্ট্রিক্টে এসে হাজির হলো ও, জোনাথনের স্টোরের সামনে ঘোড়া বেঁধে হনহন করে পা বাড়াল পেছনে পোস্ট অফিসের উদ্দেশে। ছোট গেটটার ওপাশে বসা জোনাথনের ধূসরচুলো স্ত্রী, তাকে অবশ্য চেনে না হল, জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস হ্যাজেন ক্যারীর চিঠিপত্র এখন কে নিয়ে যায়?'

'কেন, ডোরা ডীন। সে মিসেস ক্যারীর প্রতিবেশী।'

নিজের এলাকায় ফেরার পথে মিসেস জোনাথনের তথ্যটা ভেবে দেখল হল। ডোরা ডীন স্যালীর চিঠি যখন তুলছে তখন সে ডায়মন্ড জে-তে যায়নি, কারণ তাহলে জনি ওয়াকার নিজেই এসে মেইল নিয়ে যেত; ডোরার নেয়ার প্রয়োজন পড়ত না। স্যালী শহরেই আছে।

বাকি বিকেলটা কাটল ওর যাত্রার প্রস্তুতিতে। একটা বড়সড়, ভারী ক্যানভাসের ব্যাগে ব্ল্যাঙ্কেট, পানি ভর্তি ক্যান্টিন, খাবার-দাবার, বাসন-কোসন, হাতা-খুন্তি ভরে ফেলল। সোনা উদ্ধারের পর ওর আর স্যালীর দরকার হবে এগুলো। সোনার চালানটা যাবে ক্যানভাসের ব্যাগে, আর বাদবাকি জিনিসপত্র থাকবে স্যাডলের পেছনে। একটা গাট্টাগোট্টা দেখে মালবাহী খচ্চর বাছাই করে তৈরি রাখল ও।

দু'কামরার বাসায় গিয়ে সাপার সেরে নিল ও। জনৈক হর্সব্রেকারের স্ত্রী রান্না করে দেয় পয়সার বিনিময়ে। এবার অফিসে ফিরে সন্ধে নামার অপেক্ষায় বসে রইল।

ডেস্কে বসে বসে ছোট্ট ব্যবসাটার ভবিষ্যৎ কল্পনা করছে হল। হার্নান্দেজ খুব সম্ভব দায়িত্ব বুঝে নেবে, মেক্সিকো থেকে ঘোড়া, খচ্চর আনাবে, কর্মচারীদের বেতন মেটাবে আর ভেবে ভেবে হয়রান হবে মালিক গেল কোথায়। এই ব্যবসার জন্যে কোন দুঃখ নেই হলের। যে টাকা খাটিয়েছে এটার পেছনে তার চাইতে বহু বহুগুণ বেশি নিয়ে যাচ্ছে সে মেক্সিকোয়।

আঁধার ঘন হলে পায়ে হেঁটে আবারও স্যালীর বাসার দিকে চলল হল। পাশ কাটানোর সময় আলো জ্বলতে দেখল ডীনদের বাড়িতে। এবারও সদর আর খিড়কি দরজায় নক করল ও, তবে সতর্ক রইল যাতে ডীনদের নজরে না পড়ে। স্যালী ভেতরে থাকেও যদি জবাব দিচ্ছে না, ভাবল হল।

ডোরা ডীন যেহেতু স্যালীর চিঠি তুলছে তার কাছে খোঁজ নিতে গেলে বেখাপ্পা দেখাবে না। পাওনা টাকাটার জন্যে স্যালীকে কোথায় খুঁজবে জিজ্ঞেস

করাই যায় ডোরাকে।

ও বাসার সামনের জানালায় অনুজ্জ্বল করে রাখা হয়েছে আলো। কিন্তু পেছনদিকে প্রদীপের উজ্জ্বল আলো দেখে খিড়কি দরজার উদ্দেশে এগোল হল। বাড়ির পেছনে পৌঁছে জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেখে ফ্রেড ডীন কিচেন টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। থমকে দাঁড়াল হল। একটু পরে ডোরাকে এসে বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখল।

ডোরা কথা বলছে এমনিসময় লাগোয়া ঘরটি থেকে বেরিয়ে এল স্যালী। মাথার চুল ওর চুড়ো করে বাঁধা, যেন এইমাত্র স্নান সেরে এসেছে।

মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেলেও দৃশ্যটার অর্থ অনুধাবনে বেগ পেতে হলো না হলকে। স্যালী এখন ডীনদের সঙ্গে থাকছে; হয়তো বা বাউন্টি হান্টারদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে। আজ রাতে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা অবান্তর বুঝতে পারল। কাল সকালে, ফ্রেড আর ডোরা অফিসে চলে গেলে সুযোগ নিতে হবে।

পরদিন সকালে দীর্ঘ সময় নিয়ে স্যাডল চাপাল হল সদ্য কেনা ঘোড়া এবং দ্বিতীয় আরেকটি ঘোড়ায়। আর খচ্চরটির পিঠে চাপাল মাল। ডোরা আর তার বাবাকে কাগজের অফিসে পৌঁছতে প্রচুর সময় দিতে চাইল ও।

পরে, আটটা বেজে গেছে অনুমান করে, অশ্বারোহী হল ফেম খচ্চরটাকে আর স্যালীর ঘোড়াটাকে লীড করে রওনা হয়ে গেল; হার্নান্দেজ আর অন্যান্য কর্মচারীদের অকৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে। কোথায় যাচ্ছে, কবে ফিরবে আগেও কখনও বলে যেত না ও, ফলে সবাই ওর হুটহাট যাত্রাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে ডীনদের বাসার পেছন গলিতে পৌঁছে গেল হল। ব্যাক ফেন্সে ঘোড়া দুটো আর খচ্চরটাকে বেঁধে উঠন ধরে এগোল। সিঁড়ির ধাপগুলো ডিঙিয়ে দৃপ্তপায়ে ঢুকে পড়ল খিড়কি দরজা দিয়ে। টোকা দেয়ার ধার ধারেনি।

পদশব্দ পেয়ে অন্য কামরা থেকে চেঁচিয়ে উঠল স্যালী, 'জনি নাকি?'

'বেরিয়ে এসো,' আদেশ দিল হল।

মুহূর্ত পরে স্যালীকে দেখা গেল। 'এখানে কি করছ, হল? আমি এখানে জানলে কিভাবে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'কাল রাতে জানালা দিয়ে দেখলাম। রাইডিঙের পোশাক এখানে এনেছ?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'পরে এসো, যাও।'

'তুমি কি বলছ এসব আবোল তাবোল?'

'তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ। জর্জ ইলিয়টের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ হচ্ছে না। এখন যাও, কাপড় বদলে ফেলো।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?' কেঁপে উঠল স্যালীর কণ্ঠ।

'এখান থেকে দূরে। শেষবারের মত বলছি কাপড় বদলে এসো, যাও।'

স্যালী ঘুরে ঘরত্যাগ করল। একটু পরে ও রাইডিং পোশাক, বুট, হ্যাট পরে

নেমে এলে হল বলল, 'কাগজ-পেন্সিল আনো।'

বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশ পালিত হলো। 'ডীনদের জন্যে একটা চিঠি লেখো,' বলল হল। 'লিখবে ডায়মন্ড জে-তে যাচ্ছ ক'দিনের জন্যে।'

কিচেন টেবিলে বসে লিখে ফেলল স্যালী। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে ওর। কাল রাতে ডোরা বলেছে লক এখন নাকি জেলে, চার-পাঁচদিনের আগে ছাড়া পাবে না। জর্জ ইলিয়টের ভুয়া চিঠিতে কাজ হয়েছে, কিন্তু হলকে অনুসরণ করে এখন সোনা উদ্ধার করবে কে?

স্যালীকে চিঠিটা টেবিলে প্লেট চাপা দিয়ে রাখতে বলে ওকে নিয়ে গলিতে চলে এল হল। তার আগেই অবশ্য ওপরে এক ছুটে গিয়ে চিরুনি আর গোটা দুয়েক রুমাল নিয়ে এসেছে স্যালী। যাহোক, স্যালীর রেকাব ঠিকঠাক করা হলে ঘোড়ায় চাপল হল, রওনা হলো শহরের পুব দিকের উদ্দেশে। ওখানে পৌঁছে, দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ধু-ধু মরুভূমির উদ্দেশে এগিয়ে চলল।

দশ

হল আর স্যালী ডোরাদের বাড়িত্যাগের ঘণ্টাখানেক বাদে, ও বাড়িতে এল জনি ওয়াকার। সদর দরজায় নক করল ও। সাড়া না পেয়ে ভাবল স্যালী হয়তোবা পেছনে আছে, ফলে ঘুরে পিছে চলে এল। কিন্তু এবারও কোন জবাব মিলল না।

নিজের বাসায় চলে যায়নি তো? হেঁটে এসে খিড়কি দরজায় টোকা দিল জনি। সাড়া নেই। এবার বাড়িটাকে পাক দিয়ে সামনের দরজায় এল। বন্ধ। তারমানে এ বাড়িতেও নেই। তবে গেল কোথায়? অগত্যা ডোরাদের খিড়কি দরজায় ফিরে এসে ফের টোকা দিল। জবাব না পাওয়ায় হাতল ঘুরাতে দরজা খোলা দেখতে পেল। কিচেনে প্রবেশ করে চেঁচাতে লাগল ও, 'স্যালী! স্যালী! কোথায় তুমি?'

গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। জনির দৃষ্টি পড়ল এবার কিচেন টেবিলে রাখা কাগজটায়। বিনা দ্বিধায় ওটার ভাঁজ খুলল ও। ডোরাকে লিখেছে স্যালী। চিঠিটা পড়া হলে স্পষ্ট বুঝতে পারল স্যালী ডায়মন্ড জে-তে যায়নি। এক ঘণ্টা আগেও ওখানে ছিল সে এবং এল কুয়েৰ্ভো থেকে র‍্যাঞ্চে যাওয়ার রাস্তা একটিই— গেলে পথে দেখা হতই। হাতের লেখাটা স্যালীর কিন্তু চিঠির বক্তব্যের কোন আগামাথা নেই।

দ্রুত তল্লাশী চালাল জনি ওয়াকার বাড়িটায়, কিন্তু বলাবাহুল্য কোন সূত্র পাওয়া গেল না। অগত্যা স্যালীর চিঠিটা পকেটস্থ করে বাইরে এসে ঘোড়া চেপে রওনা দিল বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের উদ্দেশে।

ক্রিস্টো সেলুনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হৈ-চৈ শোনা গেল। তবে দু'দিন আগের তুলনায় হট্টগোল অনেকটা কম। টাইমস অফিসের সামনে এসে ঘোড়া

থেকে নেমে ভেতরে প্রবেশ করল। জনৈক সেলসম্যানের সঙ্গে ডোরা কথা বলছিল ফলে অসহিষ্ণু দুটো মিনিট কাটাতে হলো। ফ্রেড ডীন হ্যান্ডপ্রেসে ব্যস্ত, ওকে লক্ষ করেনি।

ডোরা ওর দিকে এগিয়ে এসে মৃদু হেসে বলল, 'কেমন আছ?'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল জনি। তারপর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে মুঠোয় চেপে ধরে রেখে বলল, 'আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। স্যালীকে খুঁজতে তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। ওকে পাইনি। টেবিলে এই চিঠিটা পেয়ে পড়ে ফেলেছি।' এবার ডোরার হাতে ধরিয়ে দিল ওটা।

চিঠি পড়ে মুচকি হাসল ডোরা। 'ও মনে হয় একা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। ভালই হবে, তোমার ওখানে লোকজন আছে।'

'তোমার বাবাকে ডাকো, ডোরা,' গম্ভীর সুরে বলল জনি। 'একটা গোলমাল হয়ে গেছে।'

ওর দিকে একবার অবাক চাহনি হেনে পিছে চলে গেল ডোরা। 'বাবা, জনি তোমাকে ডাকছে,' বলল।

হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল ফ্রেড। জনির উদ্দেশে নড করতে সে বলল, 'এটা পড়ো, ফ্রেড, দেখো কিছু বোঝো কিনা।'

স্যালীকে খুঁজতে যাওয়ার পর থেকে যা যা হয়েছে খুলে বলল। চিঠিটা পড়া হলে পর ফ্রেড শুধাল, 'এটা এল কোত্থেকে?'

'কিচেন টেবিলে পেয়েছি। স্যালীর পাত্তা নেই।'

'তোমার র‍্যাঞ্চে গেছে লিখেইছে তো।'

'যায়নি। গেলে রাস্তায় দেখা হত।'

'বাসায় হাঙ্গামার কোন চিহ্ন দেখেছ?' ডোরা শুধাল।

'একদমই না।'

'ও ঘোড়া পাবে কোথায়?' প্রশ্ন করল ডোরা, ভয় পেতে শুরু করেছে সে।

'লক দেয়নি তো?'

'লক এখন জেলে— খুনের দায়ে আটক,' গোমড়া সুরে বলল ডোরা।

গতকাল লকের হোটেলে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা খুলে জানাল সে জনি ওয়াকারকে। শেরিফ রয় বীনকে দুষল পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে।

ফ্রেড ডীন এসময় বলল, 'এক কাজ করি, অফিস বন্ধ করে রয়ের সঙ্গে কথা বলি চল। জনিও চলুক। রয় হয়তো কোন বুদ্ধি দিতে পারবে।'

'লকও পারতে পারে,' বলল ডোরা। 'ও আর স্যালী তো পার্টনার।'

রয় বীন একাকী ডেস্কে বসে পেপার ওয়র্ক করছে এমনিসময় ওদের পদশব্দ শুনতে পেল। ঘুরে চাইতে হতবাক দেখাল ওকে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, ডোরা? একেবারে সদলবলে যে।'

'লকের জন্যে আসিনি, রয়। অন্য ব্যাপার। জনি, তুমিই বলো।'

জনি সমস্তটা বলতে শুরু করলে স্ট্রেটব্যাকড চেয়ারটিতে বসে পড়ল ডোরা,

আর দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ফ্রেড ডীন।

সব শুনে বলল রয়, 'কিডন্যাপিং বলতে চাইছ?'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না,' বলল জনি। 'শুধু বলতে চাইছি ও কোথাও নেই।'

'ওর কাছে তোমার কি দরকার?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

আধো রাগত স্বরে বলে উঠল ডোরা। 'এ আবার কেমন তরো প্রশ্ন! জনি স্যালীর আত্মীয়। সে খোঁজ নিতে আসতে পারে না?'

'ভাবলাম কাজে লাগানোর মত কোন বিশেষ তথ্য যদি পাওয়া যায় আরকি,' আহত কণ্ঠে ডোরাকে বলল রয়।

'তেমন কিছুই নেই,' বলল জনি। 'খবরাখবর নিতে এসেছিলাম।'

শেরিফ এবার ডেস্কে শরীরের একাংশের ভার চাপিয়ে আবারও পড়ল স্যালীর চিঠিটা, ও গোঁফ মুচড়াচ্ছে দেখে মনে মনে খেপে উঠল ডোরা। 'হাতের লেখাটা ওরই তো?' জনিকে প্রশ্ন করল রয়।

'আমি বলছি ওর,' চড়া গলায় বলল ডোরা। 'এসব প্রশ্ন ছেড়ে বরং লককে কিছু জিজ্ঞেস করো। ও হয়তো কোন আইডিয়া দিতে পারবে। দু'জনে পার্টনার ছিল তো।' ডেস্কে ধাক্কা দিয়ে সিধে হলো শেরিফ। 'বেশ। এসো, জনি ওর সঙ্গে কথা বলা যাক।'

'দোহাই তোমার, ওকে এখানে নিয়ে এসো, রয়। ওখানে নরকের আগুন জ্বলছে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ডোরা।

'আচ্ছা,' দুর্বল স্বরে বলল রয়। চাবি তুলে নিয়ে সেলব্লক ডোরের দিকে পা বাড়াল।

অফিসের কিনারায় এসে থমকে দাঁড়াল লক। তিনজনের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল শুধু ডোরার উদ্দেশে।

পরিস্থিতি এবার নিয়ন্ত্রণে নিল শেরিফ। 'আমার চেয়ারে বসো, লক, জনি কি বলে মন দিয়ে শোনো।'

চেয়ারটায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল লক, ডোরার প্রতি সংক্ষিপ্ত চাহনি হেনে জনির দিকে তাকাল। 'বাচ্চারা কেমন আছে?'

মৃদু হাসি ফুটল জনির ঠোঁটে। 'আগের মতই জান জ্বালিয়ে খাচ্ছে।'

বাধা দিল শেরিফ, 'কাজের কথা বলো, জনি।'

তৃতীয়বারের মতন জনি ওয়াকারকে স্যালীর অন্তর্ধানের কথা বলতে হলো। শেরিফের তীক্ষ্ণ নজরের সামনে মুখখানা ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করল লক। ভেতর ভেতর উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সে। হল ফেম পালিয়েছে, এবং নিরাপত্তার খাতিরেই খুব সম্ভব স্যালীকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। জাল চিঠি খুব ভালভাবে কাজে লেগেছে, ভাবতে গিয়ে জিভে তিক্ত স্বাদ অনুভব করল লক।

জনির কথা শেষ হলে রয় বলল, 'কি বুঝলে, লক?'

শেরিফের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল লক, 'ডাকাতটা বোধহয় ওকে ধরে

নিয়ে গেছে, যাতে শনাক্ত করতে না পারে।'
'কিভাবে জানলে?' ত্বরিত প্রশ্ন শেরিফের।
'জানি না। এমনি আন্দাজ করলাম।'
'ওকে কোথায় পাবে ডাকাতটা জানল কি করে?' ডোরা শুধাল।
'রাতে জানালার শেড টেনে দাও?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল লক।
'শুধু বেডরূমেরগুলো।'
'তবে আর জানালা দিয়ে স্যালীকে দেখা কঠিন কাজ কি? ডোরা আর তার বাবা সারাদিন অফিসে থাকে সেটাও জানে এই লোক। স্যালীর জন্যে ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ি এনে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি কি জায়গাটায় তল্লাশী করেছ, শেরিফ?'
'এসব কথা তোমার তিন মিনিট আগেই বুঝতে পেরেছি আমি,' তেতো কণ্ঠে বলল শেরিফ।
'স্যালীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ডোরাদের বাসা তুমি-আমি কেউই যখন দেখিনি তখন আর আমাকে এত সব প্রশ্ন করে লাভ কি?' বলল লক।
'কথাটা ঠিকই, রয়,' চট করে বলল ডোরা। 'লক যখন কিছু যুক্তি দেখাতে পারছে তখন ওকে নিয়ে গিয়ে বাসাটা দেখালে ক্ষতি কি?'
লাল হয়ে গেল শেরিফের মুখের চেহারা। 'ওর চেয়ে কম দেখি না আমি।'
'কিন্তু স্যালীকে কে নিয়ে গেছে তুমি ধারণা করতে পারোনি, লক পেরেছে। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে পিস্তল থাকবে, ওর থাকবে না। কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?'
ডোরার দিকে রাগত চোখে চেয়ে বলল শেরিফ, 'বেশ, চলো, লক।'
'হেঁটে?'
'বেশি দূর না।' বলল শেরিফ।
'আমার জন্যে অনেক দূর। আমার শরীরের যে অবস্থা তাতে ওখানে গিয়ে আবার ফিরে আসা সম্ভব নয়।'
'আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যাই তাই চাইছ?' বিদ্রূপ ঝরল শেরিফের কণ্ঠে।
'না, ওটার কথা ভাবিনি,' বলল লক। 'তবে ফীড স্টেবলে আমার ঘোড়াটা আছে।'
'বেশ, সেলে ফিরে যাও, আমি ঘোড়াটা নিয়ে আসব।'
শেরিফ লককে সেলে আটকে দিলে খাটে গিয়ে বসল ও, উত্তেজনায় দুপদুপ করছে হৃৎপিণ্ড, ডোরা ডীনকে মনে মনে আশীর্বাদ দিল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়া এসে যাচ্ছে, হ্যাটটা পড়ে আছে খাটের ওপর— রক্ষা করবে খুনে সূর্যের তাপ থেকে, আর কপাল ভাল হলে হাতে এসে যাবে শেরিফের পিস্তল। একমাত্র অনিশ্চয়তা জনিকে নিয়ে। ও কাকে সাহায্য করবে? শেরিফকে, নাকি ওকে? লকের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে জনি ওর সঙ্গে গোলমাল করবে না। এখন একমাত্র সমস্যা পানি এবং বিষয়টা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখল লক।
দশ মিনিট বাদে সেলব্লকে ফিরে এল শেরিফ। হ্যাট পরে, ক্যান্টিনটা তুলে

নিল লক, অপেক্ষা করল রয় দরজা না খোলা অবধি। শেরিফ একপাশে সরে দাঁড়ালে ওয়কওয়েতে পা রাখল লক। শেরিফ এক পা পিছে সরে হাত রাখল পিস্তলে, 'ক্যান্টিন কিসের জন্যে?' বলল।

'এটা পাঁচ ঘণ্টা আগেই ফুরিয়ে গেছে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে আমার।'

হাত বাড়িয়ে দিল শেরিফ। 'সরি, ভুলে গিয়েছিলাম।'

ক্যান্টিনটা ওর হাতে দিয়ে বলল লক, 'একটা উপকার করবে, শেরিফ? এখানকার পানি ভয়ানক গরম জানোই তো, ডীনদের বাসা থেকে যদি ভরে দিতে এটা!'

খানিকটা হকচকিয়ে গেল শেরিফ, বলল, 'বেশ তো।' ইশারা করল দরজার দিকে।

ধীর পায়ে অফিসঘরটা পেরোল লক, যেন সাঙ্ঘাতিক ক্লান্ত। পোর্টালের নিচে বোর্ডওয়কে বেরোতে, টাই রেলে ঘোড়াটা বাঁধা দেখে এগিয়ে গেল।

ডোরাদের বাসার পেছনে, গলিতে এসে ঘুরতে যাবে শেরিফ এসময় বলে উঠল লক, 'এক মিনিট, শেরিফ।'

রয় ঘোড়া থামিয়ে কৌতূহলী চোখে চাইল।

'সামনের দিকে চলো। ওদিকের গলিতে কোন ট্র্যাক পাওয়া যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ এবং ডোরাদের বাসার সামনে চলে এল। ঘোড়া দুটো টাই রেলে বাঁধা হলে লককে আগে যেতে নির্দেশ দিল রয়।

'ক্যান্টিনটার কথা ভুলো না যেন,' বলল লক। দুপদাপ করে বারান্দায় গিয়ে উঠল, ক্যান্টিন হাতে ওকে অনুসরণ করল শেরিফ।

খিড়কি দরজা খোলা। ডোরা আর জনি ওয়াকার কিচেন টেবিলে বসা।

লক নীরবে সিঙ্কের হ্যান্ড পাম্পটার কাছে গেল, টিনের একটা পাত্র পাশ থেকে তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় পানি ঢালল। আরেকবার পাত্রটা পূর্ণ করে পানি পান করল ও। তারপর ঘুরে হাত বাড়িয়ে বলল শেরিফের উদ্দেশে, 'দাও, আমিই ভরি।'

শেরিফ ওকে ক্যান্টিনটা দিলে লক পানি ভরে ওটার মুখ লাগিয়ে রেখে দিল সিঙ্ক কাউন্টারে।

'তা গোয়েন্দাপ্রবর, এরপর কি?' শ্লেষ ঝরাল রয়।

লক ডোরার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যালী এ বাড়িতে প্রথম যে রাতে এল তখন রাইডিং পোশাক পরা ছিল কিনা মনে আছে?' ডোরা মাথা ঝাঁকাতে বলল, 'দেখ তো, ওটা আছে না গেছে?'

শেরিফের পাশ কাটিয়ে পেছন দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল লক, 'এসো, এদিকটা দেখা যাক।'

ওর পিছু পিছু রয় আর জনিও এল পেছনের উঠনে। পেছনে ফেন্সের কাছে গেটবিহীন যে ফোকরটা আছে সেখানটায় থমকে পড়ল লক, গভীর সতর্কতায় গলির ধুলোয় ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করল। দু'ধরনের বুটের ছাপ দেখা যাচ্ছে, একটা

বড়, আরেকটা ছোট। সঙ্গীদের ওগুলো দেখিয়ে বলল, 'স্যালীর বুটের দাগ আর একটা হচ্ছে পুরুষমানুষের।'

এবার তর্জনী তুলে গলিতে পড়ে থাকা ঘোড়ার সদ্য ত্যাগকৃত বর্জ্য দেখাল। 'লোকটা ওখানেই ঘোড়া বেঁধেছিল। আমি দেখে আসছি, তোমরা দাঁড়াও।'

ফেন্সের পাশের ট্র্যাকগুলো থেকে কি জানা যাবে মোটামুটি বুঝে গেছে লক, কিন্তু তারপরও বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। সাবধানে ঘোড়াগুলো যেখানে বাঁধা হয়েছিল সেখানে গেল ও, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ট্র্যাক পরীক্ষা করতে। প্রথম সারি ছাপ দেখে যা জানতে চাইছিল জানা হয়ে গেল ওর। হল ফেমের কাছে যে ঘোড়াটা বেচেছে সেটার ট্র্যাক, আর কারও পক্ষে পার্থক্যটা ধরা সম্ভব হবে না।

ট্র্যাকগুলোকে পাক খেয়ে অন্য দু'সারি ট্র্যাক তীক্ষ্ণ চোখে নিরীখ করল, মনোনিবেশ করল মাঝের ঘোড়াটার দাগগুলোয়। তারপর হাতছানি দিয়ে শেরিফ আর জনিকে ডাকল। হল ফেমকে বেচা ওর ডানটার ছাপগুলো মাড়িয়ে এল ওরা লক্ষ করল। ওরা পাশে এসে পড়লে, হাঁটু মুড়ে বসে বলল লক, 'কাছ থেকে দেখতে হবে, শেরিফ।'

লকের ডান পাশে এল রয় যাতে পিস্তলটা ওর কাছ থেকে দূরে থাকে। এবার বসল হাঁটু গেড়ে। জনির তেমন আগ্রহ দেখা গেল না, লকের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মাঝের ঘোড়াটার দাগগুলো দেখিয়ে বলল লক, 'লুকানো নাল দেখতে পাচ্ছ, শেরিফ? অন্য ঘোড়া দুটোর চাইতে এটার নালগুলো সরু। ভাল করে লক্ষ করো।'

শেরিফ ওর কথা মত ঝুঁকে ট্র্যাক পরীক্ষা করতে যেতেই দু'হাতের আঙুল জড়ো করে ওর ঘাড়ের পেছনে একটা মোক্ষম আঘাত হানল লক।

খোঁৎ করে উঠে মুখ থুবড়ে ধুলোয় গড়িয়ে পড়ল রয়, অচেতন।

লক চকিতে দৃষ্টি ফেরাল জনির দিকে, গান বাটে ছুঁয়ে রয়েছে হাত ওর। 'হাতটা সরিয়ে নাও, জনি,' বলল লক। 'ওর পিস্তলটা নিয়ে নেব আমি, তোমারটাও দাও, সবাই ভাববে ওরটা দেখিয়ে তোমাকে নিরস্ত্র করেছি। শেরিফেরও কিছু বলার থাকবে না।'

জবাবের তোয়াক্কা না করে, শেরিফকে চিত করে দিল লক, শেল বেল্টটা খুলে টেনে বের করল দেহের নিচ থেকে, তারপর পরে নিল নিজে।

'এসবের অর্থ কি, লক?'

'ঘোড়াগুলোকে ট্র্যাক করব, জনি। আমার ধারণা খুনীটা একটা রাইড করছে। ওকে, স্যালীকে আর সোনা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।' হাত বাড়িয়ে দিল ও, 'পিস্তলটা দিয়ে দাও, শেরিফের ঝামেলা থেকে বাঁচবে।'

পিস্তলটা হোলস্টারমুক্ত করে লকের দিকে এগিয়ে দিল জনি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে। 'গুড লাক, ফ্রেন্ড!'

পাল্টা হেসে ডোরাদের কিচেনের দিকে দ্রুত পা চালাল লক। ক্যান্টিনটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবে এমনি সময় পাশের ঘরের দোরগোড়া থেকে ভেসে এল ডোরার গলা। 'লক! কোথায় চললে?'

থেমে পড়ল লক। 'জনিকে জিজ্ঞেস কোরো, তবে শেরিফের সামনে না কিন্তু। রয়কে আঘাত না করে উপায় ছিল না, ডোরা। আমি দুঃখিত।'

ঝড়ের বেগে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল ও।

এগারো

'কি হয়েছে?' জ্ঞান ফিরে পেয়ে শুধাল শেরিফ। 'লক আমাকে মেরেছে সেটা জানি। কিন্তু কোথায় সে?'

জনি ব্যাখ্যা করল লক রয়কে আঘাত করে কিভাবে পিস্তল দখল করেছে, ওকে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত্র করে, বাড়িতে ঢুকে ক্যান্টিন নিয়ে কিভাবে সটকে পড়েছে।

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে বসেছিল রয়, এবার টলমল পায়ে সিধে হলো। 'ওকে দেখেছিলে তুমি, ডোরা?'

'স্যালীর কাপড়ের মধ্যে রাইডিং ক্লোদস খুঁজছিলাম। বেরিয়ে এসে দেখি তুমি পড়ে আছ আর জনি তোমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসা।'

'ও কোন্‌দিকে গেছে, জনি?'

'বলতে পারব না, রয়,' জবাব দিল জনি। 'ঘোড়ায় চড়ে পগার পার হয়েছে। তবে শব্দে মনে হলো পুবদিকে গেছে।'

'ওকে ধাওয়া দাওনি কেন? আমার ঘোড়াটা সামনেই ছিল। ওটা নিতে পারতে।'

'ধরতাম কিভাবে? খালি হাতে? তাছাড়া, ও তোমার বন্দী ছিল, আমার না। জেল থেকে ওকে বের করেছ তুমি, আমি না।'

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল দু'জন। ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছে রয়ের চোখ থেকে, ভেজা মুখ মুছল শার্টের হাতায়। জনির চোখে আবছা বিদ্বেষ।

'তোমরা থামো তো,' হস্তক্ষেপ করল এবার ডোরা। 'এ ঘটনায় কারও কিছু করার ছিল না।'

মুখ কালো করে ঝুঁকে হ্যাট তুলে নিল শেরিফ। 'বুদ্ধিটা তোমার ছিল ওকে এখানে আনার।'

'ও যে পালাবে সেটা কে জানত?' খর কণ্ঠে বলল ডোরা। 'তাছাড়া, এটা তো স্বীকার করবে, ওকে জেলে ঢোকানোটাও অন্যায় হয়েছিল।'

শেরিফ ট্র্যাকগুলো পরখ করার চেষ্টা করল। ও পড়ে যাওয়াতে আর ডোরার আনা কলসির পানি ওর মুখে ছেটানোতে দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ধীর পায়ে গলিতে চলে গেল ও, লকের দেখানো সরু নালের ট্র্যাকটা খুঁজে বের করতে। গলির ধুলায় একটা দাগ আবিষ্কার করা গেছে ভেবে পুবে আরও গজ বিশেক এগোল ও। তবে নিঃসন্দেহ হতে পারল না ট্র্যাকটা সম্বন্ধে। ডোরা আর

জনির কাছে ফিরে এসে হতাশ কণ্ঠে বলল, 'শহরের কিনার পর্যন্ত যেতে যেতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কোন লাভ নেই।'

'পসি?' জনির প্রশ্ন।

নেতিবাচক মাথা নাড়ল শেরিফ। 'পসি জড়ো করলেও সন্ধের পর তো আর ট্র্যাক করা যাবে না। কিন্তু ওরা সারারাত ঘোড়া দাবড়ে নাগালের বাইরে চলে যাবে সকালের মধ্যে।'

'কিন্তু লকও তো রাতে ট্র্যাক করতে পারবে না,' বলল ডোরা।

'কে বলল তোমাকে ও ট্র্যাক করছে?'

'বাহ, ও বাউন্টি হান্টিং করছে না?'

'ও খুনের দায় থেকে ভাগছে।' ভোঁতা কণ্ঠে বলল রয়। 'সোনা উদ্ধার করে খুনীকে ধরে আনলেও যে আমি ওকে ছাড়ব না এটা সে ভালমতই জানে। উঁহুঁ, ও পালিয়েছে।'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিয়ে শ্রাগ করল ডোরা, বলল, 'চলো, ভেতরে যাই।' ঘুরে পা বাড়াল বাড়ির উদ্দেশে।

'আমাকে দরকার আছে, রয়?' জনি জানতে চাইল।

'এমুহূর্তে নেই।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের উদ্দেশে রওনা হলো জনি।

রয় দু'মুহূর্ত ডোরাকে লক্ষ করে কিচেনের দিকে অনুসরণ করল। সিঙ্ক পাম্পের পানিতে কলসির ধুলো-মাটি ধুচ্ছে ডোরা। রয়ের দিকে পেছন ফিরে কলসির পানি মুছছে এসময় ভারী কণ্ঠে বলে উঠল শেরিফ, 'আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হওয়া দরকার, ডোরা।'

ফিরে তাকাল ডোরা। 'বেশ তো,' বলল। 'বসো না।'

হ্যাট খুলে, কিচেন টেবিলের কাছে গিয়ে চেয়ারে বসল রয়। ডোরা এসে বসল উল্টোদিকের চেয়ারটায়। 'বলো।'

রয় গোঁফ মুচড়ে ডোরাকে নিরীখ করল বিষণ্ন দৃষ্টিতে।

'লক লোকটা শহরে আসার পর থেকে কিভাবে যেন আমাদের জীবনে জড়িয়ে গেছে। কেন, ডোরা?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল মেয়েটি, 'এটা ঘটে গেছে, রয়। স্যালীর জন্যে হয়েছে। আমরা ওকে সাহায্য করতে চেয়েছি, ও-ও চেয়েছে, তারপর তো এত কিছু হয়ে গেল।'

'তুমি কিন্তু সব সময় ওর পক্ষ টেনেছ।'

'কথাটা সত্যি নয়, রয়,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ডোরা, 'আমার শুধু মনে হয়েছে তুমি ওর সঙ্গে ন্যায্য ব্যবহার করোনি।'

'আমার তো ধারণা করেছি। আসলে, বারবারই দেখতে পাচ্ছি তোমার আর ওর মত এক হয়ে যাচ্ছে— আমার সাথে মিলছে না।'

'ও এখানে এসে তল্লাশী করবে সেটা কিন্তু তোমার মত ছিল।'

সামনে ঝুঁকে এল রয় বীন। 'চোখ বন্ধ করে থেকো না, ডোরা। ওকে এখানে আনার জন্যে আমাকে তুমিই পরামর্শ দিয়েছ। তা নাহলে ওকে কিছুতেই আনতাম না। ও বলল এতই ক্লান্ত হাঁটতে পারবে না। ঘোড়া দিলাম। খালি ক্যান্টিনটাও এক অজুহাত। ওর দরকার ছিল জেল থেকে বেরনো, ঘোড়া, পানি আর পিস্তলের ব্যবস্থা করা— আমার ঘাড় মটকে সবই করেছে। ওর পুরোটা ব্যাপারই একটা ধাপ্পা।'

ন্যায্য কাজ করেছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় সত্ত্বেও মনের মধ্যে কাঁটার খোঁচা অনুভব করল ডোরা। লকের সঙ্গে প্রতিটি মোলাকাতের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে রয়, এবং নিজে সে সম্পর্কে অবগতও। লক ওকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে জেনে গেলে গোটা শহর ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। অকর্মা ল অফিসারকে কেউ ঠেস দিতে ছাড়ে না। টাইমস-এ ছাপতে হবে লকের পলায়ন কাহিনী এবং সেটা আরও বেশি অপমানজনক হবে রয়ের জন্যে, কারণ সবাই জানে ডোরা ডীনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে।

রয় যেন ডোরার ভাবনাগুলো পড়ছিল এমনিভাবে বলল, 'টাইমসে কি এটা ছাপতেই হবে?'

'ঘটনাটা তো ঘটেছে, ঠিক না? অন্য কোন শেরিফের বেলায় এটা হলে আমরা ছাপতাম না?'

রয়ের চোখে আকুল আকুতি দেখে চোখ নামাতে বাধ্য হলো ডোরা। 'তুমি এ নিয়ে এত ভাবছ কেন, রয়? প্রতিদিনই তো কেউ না কেউ জেল পালাচ্ছে।'

'আমার জেল থেকে না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রয়।

একটুক্ষণ কি যেন ভাবল ডোরা। 'আচ্ছা, যদি এমন লেখা হয় লকের অপরাধ সম্পর্কে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছিল তোমার মনে? তোমার মনে হয়েছিল ওকে আইনত ধরে রাখার অধিকার তোমার নেই? এতে কেন তুমি ওকে জেল থেকে বের করলে, ঘোড়া আর পানি দিলে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলে এই ভেবে যে ও স্যালীর লাপাত্তা হওয়ার ব্যাপারে কোন সমাধান হয়তো দিতে পারবে।'

রয় নীরবে কথাগুলো বিবেচনা করল। 'আমাকে ও মারতে যাবে কেন, ডোরা?'

'এখানে আসার পথে তোমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে কেউ জানে না। হয়তো তুমি বলেছিলে ওকে এই শহর এমনকি এই দেশ থেকেই তাড়িয়ে দিচ্ছ। ওর মাথা গরম হয়ে যায়। অস্ত্রের দরকার ছিল ওর, তোমাকে মেরে দখল করেছে।'

রয়ের দৃষ্টি গভীর ভাবে বিদ্ধ করল ডোরাকে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলে বন্ধ করে ফেলল, কুঁচকে উঠেছে ভ্রূ, শেষমেশ বলল, 'তো, বন্দী পালায়নি, আমিই ছেড়ে দিয়েছি? ওকে পচা গরমে জেলে আটকে রেখেছিলাম বলে রাগ করে আমাকে হিট করেছে। এই তো?'

'তুমি বললে এসবই ছাপতে হবে আমাদের,' বলল ডোরা। 'একমাত্র লক

পারত এটাকে অস্বীকার করতে, কিন্তু তুমি তো বলছ সে আর ফিরবে না।'

'জনি আর তোমার বাবা? তারা তো শুনেছে।'

'এখানে আসার পথে কি কথা হয়েছে তোমাদের তা শোনেনি। শুধু তোমরা দু'জনই জানো সেটা।'

রয় গোঁফ মুচড়ে অকস্মাৎ হেসে উঠল, উঠে এগিয়ে এল ডোরার কাছে, মেয়েটির চিবুক তুলে ধরে চুমো খেল। 'ঠিক আছে, এটা আমার বক্তব্য হিসেবে ছাপতে পারো। এখন যেতে হবে আমাকে।' আবারও চুমো খেয়ে দরজার দিকে এগোল।

দরজা বন্ধের শব্দ শুনল ডোরা, ঠায় বসে থেকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল অদৃশ্য কিছুর দিকে। রয়কে ফাঁদে ফেলেছে সে এবং সেজন্যে রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। ও মনে প্রাণে চাইছিল রয় রাজি না হোক। সে বলুক, 'না, ডোরা, এগুলো সত্য নয়। তোমার কাগজে আমার জন্যে মিথ্যে ছাপতে হবে না। আমি চাই না তুমি স্বজনপ্রীতিকে প্রশ্রয় দাও।'

কিন্তু কোথায়? তার বদলে এত বড় মিথ্যাকে মাথা পেতে গ্রহণ করল রয়। এই রয়কেই কি বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও— যে লোক আত্মগরিমায় সত্যকে পর্যন্ত অস্বীকার করে?

ডোরার চাপাচাপিতে ওকে নিয়ে বীম এবং তার সঙ্গীর ফেলে দেয়া অস্ত্র আবারও খুঁজতে গিয়েছিল শেরিফ। একতলা খালি বাড়িটার ছাদে পেয়েও ছিল পিস্তল দুটো। শেরিফকে দেখে ছাদের তালা খুলে দিতে দ্বিধা করেনি বাড়িটার কেয়ারটেকার। কিন্তু এত করেই বা লাভ হলো কি? রয় পিস্তল দুটো বাজেয়াপ্ত করে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত যুক্তি। 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আসুক তারপর যা করার করবে। এই ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে আবারও কোন না কোন গণ্ডগোল পাকাবে।' ডোরা থ হয়ে গেছে রয়ের মনোভাবে, বুঝেছে তর্ক করে লাভ হবে না। যে লোক জলজ্যান্ত প্রমাণ অস্বীকার করে সে কোন যুক্তি-তর্কের ধার ধারবে না। লকের প্রতি এত কিসের রাগ ওর? কেন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে? লোকটাকে চিনতে কি তবে ভুল করেছে ও?

ঘরে গরম সত্ত্বেও শিউরে উঠল ডোরা। লেখাটা সে প্রতিশ্রুতি মত রয়ের ইচ্ছেতেই লিখবে। বাবা কোন দোষ-ত্রুটি খুঁজে পেলে তাকে রয়ের কাছে পাঠাবে। ডোরা তিক্ততার সঙ্গে চাইছে লক ফিরে এসে রয়কে সর্বসমক্ষে হাসির খোরাক করে দিক, ব্যর্থ প্রমাণ করুক। আর না করলেও ক্ষতি নেই, ডোরা অন্তর থেকে অনুভব করছে শীঘ্রিই রয়কে এনগেজমেন্ট রিংটা ফিরিয়ে দেয়া দরকার। দু'জনেই জানবে কেন, কিন্তু ডোরার আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়বে না।

রয় চলে গেছে মনে পড়তে ড্রেসের হাতা ঠোঁটে ঘষল ডোরা, যেন মুছে ফেলতে চায় ওর শেষ চুম্বনের চিহ্ন।

বারো

লকের ধারণা হলো, হল আর স্যালী চার ঘণ্টা এগিয়ে আছে ওর চেয়ে। হলের যাত্রাপথ বুঝে নিতে আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগল লকের। ঘোড়াদের স্বাচ্ছন্দ্যের পরোয়া না করে সোজাসুজি পুবে, ঘাট পর্বতসারির উদ্দেশে রওনা হয়েছে হল।

স্বাভাবিকভাবেই হলের ধারণা হবে ওকে কেউ অনুসরণ করছে না, ফলে পেছনে ট্রেইলে বাড়তি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না। লক কোন সুযোগ নিতে রাজি নয়। উত্তরে আধ মাইল ঘুরাল ও ঘোড়ার মুখ, দিনের ক্রমবর্ধমান উত্তাপ কেয়ার না করে একটানা এগিয়ে চলল।

ক্যাকটাস, মেসকিটের ঊষর এক অঞ্চল এটা। যে অল্প ক'টা ট্রেইল আর রাস্তা এটাকে অতিক্রম করেছে সেগুলোকে সযত্নে পরিহার করল লক। এর ফলে ট্র্যাক করা সহজতর হলো এবং প্রতি ঘণ্টায় সে পিছিয়ে এসে, ট্র্যাক বের করে তারপর আবার দক্ষিণ বা উত্তর মুখো হতে পারল।

স্যাডলে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফাঁকে নিজের অবস্থান নির্ণয় করার সুযোগ পেল লক। ও প্রায় নিশ্চিত শেরিফ ডানটার খুরের বিশেষত্ব ধরতে পারেনি। আর পারেও যদি, ট্র্যাক করা অত সোজা হবে না, সাঁঝ ঘনালে থামতে বাধ্য হবে সে। শেরিফকে অবশ্য আরেকটি বিষয় ফয়সালা করতে হবে। কোন্‌টিকে বেশি গুরুত্ব দেবে সে, কিডন্যাপিংটাকে নাকি পলাতক বন্দীকে?

মধ্য অপরাহ্নে গাছ-পালার ঈষৎ সবুজ রঙ চোখে পড়তে সেদিকে কোনাকুনি এগোল লক, জানে ওখানে পানি আছে আর পানি থাকলে মানুষও থাকবে।

কাছে আসতে দেখে একটা দেয়াল ঘেরা কূয়াকে ঘিরে একগুচ্ছ বাসাবাড়ি, পাশে একটা ভেড়ার করাল। শুধু নারী আর শিশুর দেখা পেল ও। খাবারের জন্যে ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে মেক্সিকান মহিলাদের সঙ্গে কথা বলল। স্যাডলব্যাগগুলোয় জার্কি, টামালি, আর ঘোড়ার জন্যে জই ভর্তি করে, ফের উত্তর দিকে এগোল ট্র্যাক বেছে নিতে।

নিচু পর্বতসারির উদ্দেশে এগিয়ে বুঝতে পারল লক আঁধার না হওয়া তক অপেক্ষা করতে হবে ওকে। পর্বতের চুড়ো থেকে নিশ্চয়ই ব্যাক ট্রেইল লক্ষ করবে হল, এবং গোটা এলাকাটা নিচে বিছিয়ে পড়ে থাকবে ওর দেখার সুবিধার্থে। নিঃসঙ্গ কোন অশ্বারোহীকে চোখে পড়লে সজাগ হয়ে যাবে সে।

গভীর একটা অ্যারোয়ো খুঁজে পেল লক। ও আর ঘোড়াটা এক চিলতে ছায়া পাবে এখানে, আর সূর্য ঢলে পড়লে তো কথাই নেই। ঘোড়াটাকে দানা-পানি খাইয়ে, অ্যারোয়োর দেয়ালে হেলান দিয়ে জার্কি আর টামালি খেল লক।

মাথায় চিন্তা চলছে ওর। পর্বতসারির শীর্ষে চলে যাওয়া হলের ট্র্যাকটা পেয়ে

যখন গেছে এখন শুধু অন্ধকারের প্রতীক্ষা। রাতের দিগন্তে দেখা দেবে ওটা। চূড়ায় একবার পৌঁছতে পারলে তারপর আর চিন্তা নেই, সাহায্যের হাত বাড়াবে রাতের নক্ষত্র। স্যাডল আপ করে রওনা হয়ে গেল ও, জানে গতিমন্থর যাত্রা হবে এটি। দিনের আলোয় দেখে চলতে পারবে ও, খাড়া অ্যারোয়োর দেয়াল এড়িয়ে পথ করে নিতে পারবে। কিন্তু রাতে নির্ভর করতে হবে ঘোড়াটার ওপর, এবং এর অর্থ শ্লথ গতি।

ঘণ্টা দুয়েক পরে নির্দিষ্ট চূড়াটার পাদদেশে এসে পৌঁছল ও। চড়াই বাইতে শুরু করা মাত্র পেছনে পড়ে রইল মরুভূমি। খাট সিডার আর পিনিয়নের অঞ্চল এটি। রুক্ষ জমিতে পুরোমাত্রায় ভরসা রাখতে হবে ঘোড়াটার ওপর।

মধ্যরাতের দীর্ঘক্ষণ বাদে এবং চূড়ার অর্ধেক পথ পাড়ি দেয়ার পর একটা গন্ধ নাকে আসতে রাশ টেনে ধরল ও। কাঠের ধোঁয়ার ক্ষীণ অথচ নিশ্চিত গন্ধ।

যতখানি সম্ভব নিঃশব্দে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল লক। ধোঁয়ার গন্ধ দূর হলে লাগাম টেনে নেমে পড়ল ও, ভাবনা খেলা করছে মাথায়। গন্ধটা কি হলের জ্বালা আগুন থেকে এসেছে? খুবই সম্ভব, কারণ পিছু নেয়া হবে এমন ধারণা তো তার না করাই স্বাভাবিক।

কোন্ ধরনের তাঁবু ফেলবে হল স্যালীকে নিয়ে? প্রথমত তাঁবু থেকে দূরে কোথাও ঘোড়াগুলো বাঁধবে সে, সম্ভবত পাগুলো বেঁধে রাখবে ঢিলে করে। স্যাডল আর লাগাম সম্ভবত অন্য কোনখানে লুকিয়ে রাখবে; তৃতীয় কোন জায়গায় রেখে আসবে হয়তো অস্ত্রশস্ত্র। স্যালী পালানোর কথা ভাবলেও ওর পক্ষে ঘোড়া, স্যাডল জোগাড় করা এবং হলকে না জাগিয়ে সটকে পড়া অসম্ভব হবে। ধারণাগুলোর সত্যতা যাচাই করতে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে লককে।

নিজের কর্মপন্থা মনে মনে সাজিয়ে ফেলল ও।

তেরো

দুপুরে খাওয়া শেষে অফিসে চলে গেল রয় বীন, স্যালীর অন্তর্ধানের খবরটা জনি ওয়াকার ফাঁস করে দিলে ওর করণীয় কি হবে ভাবতে বসল। খোঁজাখুঁজির একটা প্রদর্শনী জনগণকে তো দেখাতেই হবে।

সুইভেল চেয়ারে গ্যাঁট মেরে বসে, ডেস্কে পা তুলে দিয়ে পসিবাহিনী গঠনে মন দিল ও। ভাবতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল বেচারার। এসব এলাকায় পসিরা সুবিধা করতে পারে না বিশেষ। ওয়াটার হোল এত কম, ছোট ছোট আর বিক্ষিপ্ত যে ঘোড়াদের জন্যে পানি না নিয়ে উপায় থাকে না। এর মানে দিনের পর দিন খাঁ খাঁ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো। স্যালীকে কোথায় খুঁজবে, কে তাকে নিয়ে গেছে কিছুই জানার সাধ্য নেই। তবুও লোককে দেখাতে তো হবে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

এক লোক রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে চিন্তায় ছেদ পড়ল শেরিফের। চেয়ে দেখে বীম দাঁড়িয়ে দরজা জুড়ে। খুব সম্ভব নালিশ জানাতে এসেছে। লকের ঘরে অনুপ্রবেশের দায়ে ম্যাজিস্ট্রেট ওকে পঁচিশ ডলার জরিমানা করেছে।

রয়ের সামনে এসে গোঁজ হয়ে দাঁড়াল বীম। 'তোমার বন্দীর সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?' বলল।

'যেত। থাকলে,' বেজার মুখে জানাল রয়।

ভ্রূ কুঁচকে গেছে বীমের। 'আমি লকের কথা বলছি।'

ধীরে মাথা নাড়ল রয়। 'ওকে সকালে ছেড়ে দিয়েছি।'

অবিশ্বাসের চোখে ওকে দেখল বীম। 'মানে?'

'ওকে যেতে দিয়েছি। আটকে রাখার মত তেমন কিছু হাতে ছিল না যেহেতু।'

বীমের মুখে রাগের আভাস দেখে খেপে উঠল শেরিফও। 'ওর সঙ্গে কি দরকার তোমার? আবার লাগালাগি করতে এসেছ?'

'কেন এসেছি ভাল করেই জানো। আমি জানি মিসেস ক্যারীর কাছ থেকে আমাদের অজান্তে অনেক তথ্য জোগাড় করেছে ও। এখন ছাড়া পেয়ে সেগুলো কাজে লাগাচ্ছে। আমি চাইছিলাম আরেকবার চাপ দিয়ে দেখি কিছু জানা যায় কিনা। কিন্তু তা আর পারলাম কই।'

রয়ের মনে একটা ভাবনা উঁকি দিল এবং ক্রুদ্ধ বীমকে নিরীখ করতে সেটা পূর্ণতা পেল। 'তোমার লোকজন কত, বীম?' প্রশ্ন করল।

বিস্মিত দেখাচ্ছে বীমকে। 'আমাকে ছাড়া পাঁচজন। কেন?'

'মিসেস ক্যারীর সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

'তবে আর বলছি কি।'

'আজ সকালে উধাও হয়ে গেছে সে। তোমরা যদি ওকে ট্র্যাক করতে আমাকে সাহায্য করো তাহলে পাওয়া গেলে কথা বলতে পারবে যত খুশি।'

'কোত্থেকে উধাও হলো?'

গোটা ঘটনা খুলে বলল শেরিফ। মন দিয়ে পুরোটা শুনল বীম। তারপর বলল, 'ওরা নিশ্চয়ই ট্র্যাক রেখে যাবে, তাই না?'

'গেছে। দেখতে চাও? তার আগে বলো, পসিতে যোগ দিচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ভাল ট্র্যাক করতে পারো?'

শুকনো কণ্ঠে বলল বীম, 'আর্মি তো তাই ভাবত। বেতন যা দেয়ার এই একটা কাজের জন্যেই দিত।'

মনটা খুশি হয়ে উঠল শেরিফের। 'বেশ, তোমার লোক জড়ো করোগে যাও। কদ্দিন লাগবে কে জানে, কাজেই বেশি করে খাবার আর পানি নেবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এখানে আসতে পারবে?'

'আগেই পারব,' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল বীম।

পৌনে এক ঘণ্টায় শেরিফের অফিসের সামনে সদলে হাজির হয়ে গেল বীম। শেরিফ তার গীয়ার সংগ্রহ করেছে বোর্ডিংহাউস থেকে, এখন অফিসের দরজায় তালা মেরে ঘোড়ায় চাপল। গন্তব্য ডোরাদের বাসা।

ওই বাড়ির পেছন গলিতে প্রবেশ করল রয়, কিন্তু সকালে যেখানে ট্র্যাকগুলো পরখ করেছিল তার আগেই থামিয়ে দিল পসির ছোট্ট দলটিকে।

আঙুলের ইশারায় দেখাল ও, 'ওই যে, ঘোড়া তিনটে ওখানে বাঁধা ছিল।'

বীম ঘোড়া থেকে নেমে ট্র্যাকগুলোর কাছে হেঁটে গেল। এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে প্রথম সারি এবং পরে দ্বিতীয় সারিটি নিরীখ করল। তৃতীয় সারিটা অস্পষ্ট প্রায়। এবার একপাক দিয়ে গলিতে এসে পুবমুখো হাঁটা ধরল ধীরপায়ে। একটু পরে ফিরে এল ঘোড়াদের বেঁধে রাখার স্থানে। ওকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুঁড়ল শেরিফ, 'কিছু বোঝা গেল?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল বীম। 'একটা ঘোড়ার পেছনের নাল অদ্ভুত লাগল। রাতের বেলাতেও হয়তো ট্র্যাক করা যাবে ওটাকে।' ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'তোমরা পেছনে থাকো, আমি এগোচ্ছি।'

চোদ্দ

ভোরের আবছা আলো ফুটতে লকের চোখে আকৃতি নিতে শুরু করল অঞ্চলটা। ওপরে একটা ক্যানিয়নে ঘোড়া বেঁধে এসেছে ও। ভোর গড়িয়ে সকাল না হওয়া অবধি অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করল সে। এবার নজরে এল নিচ থেকে উঠে আসছে ধোঁয়া।

প্রথমেই নড়াচড়া করল না ও, তাঁবুটার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে আরও আলো প্রয়োজন। আরও মিনিট বিশেক অপেক্ষার পর পাথুরে ঢাল বেয়ে আগুনটার উদ্দেশে রওনা হলো লক। ধোঁয়া অবশ্য কমে এসেছে এমুহূর্তে। পনেরো মিনিট বাদে আগুনটার কাছাকাছি হলো ও, ধীর গতিতে একটা চক্কর দিয়ে এবার পরিষ্কার দেখতে পেল তাঁবুটাকে পিনিয়নের আড়ালে।

নিচে চোখে পড়ল আগুনের কাছে জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে স্যালী, পেছনে ঘোড়া দুটো আর মালবাহী খচ্চরটা তৈরি যাত্রাশুরুর জন্যে। নিজের আর ক্যাম্পটার মাঝখানে গাছগুলো রেখে ঢাল বেয়ে নেমে চলল ও, তাঁবুটা স্পষ্ট নজরে আসছে গাছ-পালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে। হল খানিকটা দূরে একটা গুঁড়িতে বসে সম্ভবত একটা লাগাম সারাই করছে, ওদিকে কফিপট আর ডাচ আভেন নিয়ে ব্যস্ত স্যালী।

কপাল ভাল, মনে মনে বলল লক। অনুসরণ করা হচ্ছে এখনও টের পায়নি বাছাধন, নিশ্চিন্তে রয়েছে; কাজেই আগুন জ্বালতে দ্বিধা করেনি।

ক্যাম্পটা পরখ করল লক। স্যালী আর হল আজকের দিনের জন্যে কি প্ল্যান

এঁটেছে আঁচ করতে চাইল। আগুনের দূর প্রান্তে ব্ল্যাঙ্কেট রোলগুলো পড়ে রয়েছে, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল লকের চোখে। হল লাগাম নিয়ে পড়ে আছে, অথচ এখন তার সবকিছু বেঁধেছেঁদে যাত্রার জন্যে তৈরি থাকার কথা। হল এমুহূর্তে একটা ঘোড়াকে গিয়ে লাগামটা পরাল, তারপর ফিরে এল, এখনও ব্ল্যাঙ্কেট রোলের দিকে দৃষ্টি নেই তার।

গুঁড়িটায় পাশাপাশি বসে খাওয়া সারছে ওরা দেখতে পেল লক। পরে, দ্বিতীয় কাপ কফি পান শেষে স্যালীর সঙ্গে কি আলাপ করে ঘোড়াদের কাছে হেঁটে গেল হল, গুঁড়িতে তেমনি বসে রইল স্যালী। একটি ঘোড়ার আর খচ্চরটার লীড রোপ খুলল লক, নিজের ঘোড়ায় চড়ে দুটোকেই নিয়ে চলল গাছ-গাছালির জটলার মধ্য দিয়ে।

ব্যাপারটা সহজবোধ্য, ভাবল লক। ওর ধারণা হলো, হল গুপ্তধনের কাছেপিঠে রয়েছে। স্যালীকে বিশ্বাস করে না বলে ক্যাম্পে একা রেখে গেল, যাতে পালাতে না পারে। সোনা উদ্ধার করে তবে ফিরবে হল।

এবার কাজ শুরুর পালা লকের। ওর মনে হলো তাঁবুটাকে চক্কর দিয়ে নিচে ক্যানিয়নটার বিস্তৃত মেঝেতে নামাটা বোকামি হবে, কারণ হল ওপথেই চূড়ার উদ্দেশে যাচ্ছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস লক্ষ করল ও হলের মধ্যে। হলের জায়গায় ও হলে পেছন ট্রেইলটা অবশ্যই পাক দিত যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় কেউ অনুসরণ করছে না। লক মনস্থির করল ওর পরবর্তী মুভ হবে রিজে গিয়ে পৌঁছনো। ক্যানিয়নটার সমান্তরালে ওটার দূর পার্শ্বে যাত্রা করবে সে, মাঝেমধ্যে হলকে দেখার জন্যে জরিপ করবে। নিঃসন্দেহে হেঁটে করার কাজ এটা, কিন্তু হল যেহেতু ওর ঘোড়ার দিকেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে ফলে সুবিধেই হবে।

রিজে পৌঁছে পনেরো মিনিট পর ক্যানিয়নের মেঝে পরখ করল লক এবং দু'দু'বার স্পট করল হলকে। আরও পনেরো মিনিট হাঁটার পর উপত্যকার মেঝেতে পরিবর্তন চোখে পড়ল ওর। পাক খেয়ে উঠে গেছে ওটা, ক্যানিয়নের ওপর দিকে চোখ রাখতে ধক করে উঠল লকের বুকের ভেতর। ক্যানিয়ন মেঝের একটু ওপরে, গাছ-পালার আড়ালে ঢাকা পড়া অবস্থায় একটা প্রাচীন, পরিত্যক্ত লগ কেবিন। ওটার ওপরে দূরের ঢালে একটা সুড়ঙ্গ, মুখের কাছে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাথর।

কেবিনটাকে আরও ভাল করে দেখতে সামনে এগোল লক, মাটিতে বুক ঠেকিয়ে নিরীখ করল। এমুহূর্তে, অশ্বারোহী হল কেবিনটার কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল, নিজের আর স্যালীর ঘোড়া দুটো কেবিনের সামনে গাছে বেঁধে, খচ্চরটাকে খালি প্যাকস্যাকগুলোসহ কেবিনটার ওপাশে, ওপরে সুড়ঙ্গ মুখের দিকে নিয়ে চলল।

এবার উঠে পড়ে ত্বরিত পা চালাল লক। গাছ-পালার আড়ালে ঢাল বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল, যাতে হল বা তার ঘোড়ারা নুড়ি খসে পড়ার শব্দে কিছু টের না পায়। ও ক্যানিয়ন মেঝেতে নেমে কেবিনটার উদ্দেশে এগোলে খাড়া হয়ে গেল হলের ঘোড়া দুটোর কান, তবে শুধু এ পর্যন্তই। কোন শব্দ করল না

জানোয়ারগুলো। পাশ কাটানোর সময় ওর ডানটার নাক ঘষে দিল লক।

পরিত্যক্ত, বিধ্বস্তপ্রায় কেবিনটার কাছাকাছি হতে পিস্তল ড্র করে কোণের দিকে সরে এল লক। হাঁটু মুড়ে বসে, হ্যাট খুলে বিল্ডিঙের কোণ থেকে উঁকি মারল সাবধানে। ঢালের পাদদেশে নিচু ঝোপে বেঁধে রাখা হয়েছে খচ্চরটাকে। ঢালে গভীর পদচিহ্ন দেখা গেল, ওখান দিয়ে বেয়ে উঠে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে হল।

ও লক্ষ করছে এসময় সুড়ঙ্গ মুখ থেকে একটা ভারী বাক্স বয়ে নিয়ে আসতে দেখল হলকে, ঢালের ঠোঁটের কাছে ওটাকে রেখে ঠেলা দিল পা দিয়ে। ঢাল বেয়ে হড়কে খচ্চরটার কাছে গিয়ে পড়ল ওটা। হল এবার উধাও হলো সুড়ঙ্গের ভেতরে। দু'মিনিট বাদে আরেকটি বাক্স এনে সেটাকেও ঢাল দিয়ে গড়িয়ে দিল ও। তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে অনুসরণ করল ওটাকে, পেছনে পড়ে রইল পায়ের ছাপ।

হল ঢাল থেকে নেমে এসেছে প্রায় এসময় কেবিনের কোণ থেকে বেরিয়ে ওর দিকে পা বাড়াল লক, উদ্যত পিস্তল হাতে।

হল ক্যানিয়নের মেঝেতে পা যখন রাখল লক তখন বড়জোর দশ পা দূরে। মুখ তুলে চাইতে লককে দেখতে পেল ও, মুখের চেহারায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল নিখাদ বিস্ময়।

'মাথার ওপর হাত তুলে এদিকে এসো,' ভোঁতা স্বরে বলল লক।

মুহূর্তের জন্যে হলকে পিস্তলের জন্যে হাত বাড়াতে তাগিদ অনুভব করতে দেখল। তারপর ধীরে, তিক্ত সুরে বলল লোকটা, 'খচ্চর।'

'গুলি করব?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর লকের।

আস্তে আস্তে এবার হাত তুলল হল।

'দাঁড়িয়ে থাকো,' বলে বড় করে একটা চক্র কাটল লক হলকে ঘিরে, পেছনে এসে ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে উল্টো হাতে ছুঁড়ে দিল কাছের ঝোপটায়।

'বাক্সে কি?' লকের প্রশ্ন।

'চোরাই সোনা, আবার কি।'

'তুমি চুরি করেছ।'

'আমি আদেশ পালন করেছি।

'কার?'

'জর্জ কারউইনের। আমি ওর হয়ে কাজ করি।'

'এখনও?' মৃদু স্বরে শুধাল লক। 'করলে ওর ছেলেকে খুন করা কেন?'

'আমি করিনি। যে করেছিল তাকে খুন করেছি, ও অন্য গার্ডটাকে মেরে ফেলার পর।'

'কিন্তু ব্রেকম্যানকে খুন করেছিলে তুমি।'

'আত্মরক্ষার্থে। ও আমাকে গুলি করছিল।'

বক্র হাসি ফুটল লকের ঠোঁটে: 'তুমি কারউইনের লোক আর সে তার নিজের

সোনা লুটের আদেশ দিয়েছে তোমাকে? কেন?'

'বীমার কথা শুনেছ?'

'উঁহুঁ, বলো শুনি।'

'প্ল্যানটা জর্জের। সোনা বীমা করা ছিল। ওটা চুরি যাওয়ার পর বীমার টাকা বুঝে নিয়েছে, কিন্তু সোনাটাও রয়ে গেল।' তর্জনী দেখাল ও বাক্স দুটোর দিকে।

'ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি চলো,' পিস্তল দেখিয়ে ইশারা করল লক। 'মালটা চাপিয়ে ফেলো, তারপর স্যালীকে নিয়ে, আমার ঘোড়াটা নিয়ে সোজা কারউইনের কাছে।'

'ঠিক আছে,' সমানে সমানে বলল হল।

হল কোন প্রশ্ন করল না ওকে, লক কিভাবে তাকে খুঁজে পেল, জেল থেকে কি করে পালাল কিছুই না। হলকে মাল বোঝাই দিতে দেখল লক, দু'পাশে দুটো।

হলের কাজ সারা হলে হাতের দোলায় খচ্চরটার কাছ থেকে ওকে সরতে বলল লক। 'তুমি স্যালীর ঘোড়া নেবে, ডানটা নেব আমি, তবে তার আগে খচ্চরটার বাঁধন খুলে দাও।'

'ঘোড়া চুরি?' শুষ্ক কণ্ঠে শুধাল হল।

'ধার,' লকের জবাব। 'নাও এগোও।'

ক্যানিয়ন ধরে রাইড করার সময় হলের কাহিনীটা ভেবে দেখার সুযোগ পেল লক। হল চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছে লকের উদ্দেশ্যটা কি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আগে থেকেই গল্পটা তৈরি করে রেখেছিল ও, ধরা পড়লে বলবে বলে। মস্তবড় একটা ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করেছে সে, নিজেও জানে এতে কাজ হবে না। কারউইনের সোনার চালান বীমা করা থাকলে বীমা কোম্পানী গার্ড সরবরাহ করত, নিজের ছেলেকে সঙ্গে দিতে হত না তাকে। তবুও, আদালতে হয়তো খানিকটা হলেও সন্দেহের কুয়াশা তৈরি করতে পারে হল একথাটা বলে।

ক্যাম্পে ওরা পৌঁছল যখন সকালের হিম হিম ভাব তখনও কাটেনি, পিনিয়নের ছায়ায় বসে ছিল স্যালী। পাশে গুছিয়ে স্তূপ করে রাখা ব্ল্যাঙ্কেট রোল আর ক্যাম্প গীয়ার। ওদের দেখে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি, নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল দু'মুহূর্ত, তারপর ছুট লাগাল। হলের দিকে নয়, লকের উদ্দেশে।

'থামো,' হলকে নির্দেশ দিল লক। দু'জনেই রাশ টানল ঘোড়ার, খচ্চরটার দু'ধারে থমকে দাঁড়াল।

লকের পাশে এসে থেমেছে স্যালী, হাঁফাচ্ছে, হাসছে, কাঁদছে একই সঙ্গে। লকের হাঁটুতে একটা হাত রেখে বলল, 'ওহ, লক, তুমি ছাড়া পেয়েছ! আমাদের খুঁজে পেয়েছ বিশ্বাসই হতে চাইছে না!'

'আরেকটা জিনিসও খুঁজে পেয়েছি,' খচ্চরটাকে ইশারায় দেখিয়ে বলল লক, 'সোনা।'

বাক্সগুলো একবার দেখে নিয়ে চকিতে চাইল মহিলা হলের দিকে, তিক্ত

স্বীকৃতির লক্ষণ লোকটার চোখে মুখে, এবার লকের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে কোলের ওপর উদ্যত পিস্তল দেখতে পেল।

স্যালীর অপরূপ মুখটায় ভয়ের আভাস ফুটে উঠল। লককে শুধাল ও, 'এখন কি করব আমরা?'

'পেছন থেকে আমার ঘোড়াটা পিক করো, হলকে আর সোনা নিয়ে এল কুয়েৰ্ভো ফিরে যাব, তারপর পুরস্কার দাবি।'

মন দিয়ে শুনছিল হল। এবার ধূর্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাকে ডাকাত হিসাবে শনাক্ত করবে কে?'

মুখে মৃদু হাসি মেখে স্যালীকে জরিপ করছে লোকটা।

স্যালী বলল, 'সে রাতে যারা ট্রেনে ছিল তাদের বেশিরভাগের সঙ্গেই কথা হয়েছে রয়ের। কেউ না কেউ চিনবে তোমাকে।'

'তুমি চিনবে? হলের প্রশ্ন।

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে লককে উদ্দেশ্য করে বলল স্যালী, 'একা কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে।'

লক জানত এমনটা হবে। মাথা নেড়ে, হলের দিকে চেয়ে বলল, 'নেমে পড়ো, হল। ঘোড়াটার কাছ থেকে দূরে খোলা জায়গায় গিয়ে বসো।'

'এক মিনিট, লক। সোনা দেখে নিয়েছ তুমি?' স্যালী শুধাল।

'না।'

'ওকে বলো আমাদের দেখাক সোনা সত্যিই আছে কিনা।'

'থাকবে না কেন?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলার আগে জানতে চাই আমি।'

'শুনেছ?' হলের উদ্দেশে বলল লক। লোকটা সায় জানালে বলল, 'যা বলছে করো।' দু'জনেই নামল ঘোড়া থেকে। স্যালী আর লক হলকে প্যাকের বাঁধন ঢিলে করতে দেখল। হল কাছের বাক্সটায় দু'হাত রেখে বলল, 'ছোট কুঠারটা এনে দেবে, সুন্দরী?'

স্যালী গীয়ারগুলো থেকে কুঠারটা খুঁজে বের করার ফাঁকে আয়ত বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে ফেলেছে হল, হিপে হাত রেখে অপেক্ষা করছে।

স্যালী ওর দিকে এগিয়ে গেলে চেঁচিয়ে উঠল লক, 'দাঁড়াও, স্যালী। ওটা ছুঁড়ে দাও ওর দিকে। দিয়ে এদিকে চলে এসো।' নিজে ক'পা পিছু হটে হলকে বলল, 'ওটা ছুঁড়ে মারার চিন্তা মাথায় এনো না, হল। তোমার কাজ হচ্ছে ঢাকনাটা খুলে কুঠারটা ফেলে দেয়া, তারপর পিছে সরে গিয়ে বসে পড়া, বুঝতে পেরেছ?'

স্যালী থেমে পড়ে ছোট হাতলের কুঠারটা ছুঁড়ে দিল হলের পায়ের কাছে, তারপর লকের পাশে এসে দাঁড়াল।

ঢাকনাটা খুলতে সময় দিল ওরা হলকে। কুঠারের চাড়ে ওটা খুলে গেলেও হলের হাতের কারণে সোনার বার চোখের আড়ালে রইল ওদের।

'আচ্ছা, এবার— ' লক বলতে শুরু করে থেমে গেল পিস্তল কক করার

সন্দেহাতীত শব্দে।

দুটো কাজ করল ও যুগপৎভাবে; বাঁ হাতে ধাক্কা দিল স্যালীকে, ডান হাতটা উঠিয়ে নিল বিদ্যুৎগতিতে পিস্তল, ইতোমধ্যেই ওটাকে কক করে ফেলেছে বুড়ো আঙুল।

হল তখনও হাঁটু মুড়ে বসা, বাক্সে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা এবার ঝট করে তাক করল লকের উদ্দেশে। পরমুহূর্তে মস্তবড় একটা ভুল করে বসল ও। পিস্তলের নলটা খাড়া হয়ে থাকা ঢাকনার ওপর রেখে নিশানা নিশ্চিত করতে গেল।

পলক পড়ার আগেই গুলি ছুঁড়ল লক। বাক্সের আড়াল থেকে হলের দেহের এক তৃতীয়াংশ দেখা যাচ্ছিল এবং সে সুযোগটাই কাজে লাগাল ও।

ডান কাঁধে গুলি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল হল। পিস্তলটাও আকস্মিক আঘাতে ছুটে গেল হাত থেকে।

লক এবার এক ছুটে পড়ে থাকা পিস্তলটার কাছে পৌঁছে, এক লাথিতে ওটাকে চালান করে দিল নিরুদ্বিগ্ন খচ্চরটার চার পায়ের মাঝে, তারপর চাইল হলের দিকে।

ইতোমধ্যে বাঁ হাতে ডান কাঁধ চেপে ধরে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে হল, মুখের চেহারায় যন্ত্রণা আর অবিশ্বাসের মিশ্র অনুভূতি। উঠে বসার চেষ্টা করছে এসময় উঠে দাঁড়াল স্যালী। ব্লাউজ আর স্কার্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে লকের কাছে ত্বরিত এগিয়ে গেল।

বাক্সে থরে থরে সাজিয়ে রাখা সোনার বার একদৃষ্টে দেখছিল লক। স্যালী ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মুখ তুলে চাইল।

'তুমি জানতে বাক্সে পিস্তল লুকানো আছে, তাই না?'

'না, বিশ্বাস করো, দিব্যি দিয়ে বলছি জানতাম না!'

'কিন্তু তুমিই সোনা সত্যিই আছে কিনা দেখতে চেয়েছিলে।'

না সূচক মাথা নাড়ল কেবল স্যালী, নিরুত্তর। লকের জানা নেই অভিযোগটা আদপে সত্য কিনা, কিন্তু দৃষ্টি ফেরাল সে এবার হলের প্রতি, উঠে বসতে পেরেছে লোকটা কসরত করে। মাথা নুয়ে রয়েছে ওর, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়াচ্ছে কাঁধ চেপে রাখা আঙুলের ফাঁক গলে।

'ওটাতেও আরেকটা আছে নাকি?' ব্যঙ্গ করে শুধাল লক।

মাথা নাড়ল হল। 'রক্ত বন্ধ করতে পারবে?' মিনতি ফুটল কণ্ঠে ওর।

স্যালীর দিকে তাকাল লক। 'ময়দা আছে খাবারের সঙ্গে?'

সায় জানাল মাথা ঝাঁকিয়ে স্যালী।

'জখমটা প্লাস্টার করে দাও ময়দা দিয়ে। আর ব্যান্ডেজও করতে হবে।' বলে মাটি থেকে হলের পিস্তলটা তুলে নিল লক, তারপর বাক্সটা বয়ে নিয়ে চলল খচ্চরের পিঠে চাপাতে।

হলের প্রয়োজনীয় শুশ্রূষার পর লকের কাছে এসে দাঁড়াল স্যালী। হ্যাট দিয়ে মুখ ঢেকে চিত হয়ে শুয়ে এখন হল।

‘ওর কাঁধের হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। হাতের নিচে ভাঙা হাড়ের টুকরো ঠেকল।’ বলল স্যালী।

‘তাতে কি হলো? পুরস্কারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, “জীবিত অথবা মৃত,” ’ শান্ত স্বরে বলল লক।

মাথা ঝাঁকিয়ে অপ্রস্তুত হেসে চাইল স্যালী। ‘কথা আছে, লক।’

‘ও, হ্যাঁ, বলে ফেলো।’

‘কথা হচ্ছে, তুমি আমাদের রয়ের হাতে তুলে দিলে থলের বেড়াল কিন্তু বেরিয়ে যাবে। আমি ধরা পড়ব।’

‘হল ওর বক্তব্যে অটল না থাকলে।’ হল জর্জ কারউইনকে জড়িয়ে যে ভুয়া বয়ান দিয়েছিল সেটা জানাল লক। বীমার টাকার কথা শুনে মাথা নাড়ল স্যালী।

‘কেউ এটা বিশ্বাস করবে না। আমাকে ডাকা হবে ওকে চিনিয়ে দেয়ার জন্যে।’

‘যদি না পারো, তবে?’

‘ওরা জিজ্ঞেস করবে কেন ও আমাকে কিডন্যাপ করেছিল। এর একটাই মাত্র উত্তর। আমি জানতাম ও-ই ডাকাত তাই যাতে শনাক্ত করতে না পারি সেজন্যে ধরে নিয়ে গেছে। ওরা দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নেবে।’

করুণা ভিক্ষা করছে স্যালীর সুন্দর চোখজোড়া। কিন্তু মহিলার লোভের কথা স্মরণ হতে গাটা ঘিনঘিন করে উঠল লকের। ‘কি বলতে চাও?’ জিজ্ঞেস করল ও।

দীর্ঘশ্বাস টানতে ফুলে উঠল স্যালীর ভরাট বুক, লকের আরেকটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। ‘লক, পুরোটা সোনা এখন আমাদের হাতে। কারউইনের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে অর্ধেক দাবি করার দরকারটা কি? হলকে ছেড়ে দাও। আমরা দু’জনে মাঝরাতের মধ্যে মেক্সিকো পৌঁছে যাব।’

‘তারপর?’

একটি মুহূর্ত নীরব রইল স্যালী, চোখের তারা ঝিকমিক করে উঠল হঠাৎ, মুখে ছড়িয়ে পড়েছে হাসি। ‘পুরোটাই আমাদের। ভাগ-বাটোয়ারার কোন প্রয়োজন পড়বে না।’ বিরতি দিয়ে লক্ষ করল লকের মুখের ভাব। ‘বলতে চাইছি, আমি তো তোমারই— সারাজীবনের জন্যে। তোমার একটা মেয়েমানুষ চাই, আমি তো আছিই। শুধু তোমার। আমাকে বিয়ে করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বিয়ে না করেও তো আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। কি, পারি না? কথা দিচ্ছি, চিরদিন বিশ্বস্ত থাকব তোমার প্রতি।’

লক চোখে চোখ রাখল স্যালীর, সম্মতির মৃদু হাসি মুখে। কিন্তু ওপর্যন্তই। ওর চোখে আবেগ খুঁজল স্যালী, বলাবাহুল্য পেল না। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত হয়ে গেল ওর।

‘পরামর্শটার জন্যে ধন্যবাদ। নিঃসন্দেহে লোভনীয়। কিন্তু ওতে রাজি হলে দু’জনেরই বিপদ— চোরাই টাকার জন্যে রক্ষিতা হতে হবে তোমাকে, আর আমার বারোটা বেজে যাবে তোমাকে অমন কোন সুযোগ দিলে।’

‘তারমানে তুমি চাও জেলে যাই আমি?’ করুণ মুখভঙ্গি করে বলল স্যালী।

ঠাণ্ডা স্বরে বলল লক, 'জানতে চাইলেই যখন, তখন বলেই ফেলি, হ্যাঁ।' মুচকি হেসে ঘোড়ার দিকে ঘাড় কাত করল ও। 'চলো, ট্রেইল ধরি।'

পনেরো

অ্যারোয়োটিতে পৌঁছতে বিশ মিনিটের বেশি লাগল না বীমের। দলবলকে আর শেরিফকে থামতে বলে নেমে পড়ল ও ঘোড়া থেকে।

হাঁটুর ওপর বসল ও, সিধে হলো, অতিক্রম করল অ্যারোয়োটি, তীরে চড়ল, এবং তারপর সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এল শেরিফের কাছে।

'চার নম্বর ঘোড়ার ছাপ দেখতে পেলাম, নতুন। লকের না তো?'

'কে জানে,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল রয়। 'মিসেস ক্যারীর ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ মনে রেখো।'

'কোন্ ট্র্যাকটা ফলো করতে হবে জানবে কিভাবে ও?'

'আমি কি করে বলব?' কাটখোট্টা জবাব শেরিফের।

রাত ঘনালে ক্যাম্প করল ওরা, উষার আলো ফুটতে ট্রেইল ধরল আবার। মধ্য সকালে স্যালী আর হলের পরিত্যক্ত তাঁবুর কাছে এসে পৌঁছল দলটি।

এখানে তাঁবুটার সামান্য আগে সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে একাই নামল বীম। পা টিপে টিপে এগোল ক্যাম্পটার উদ্দেশে। সজাগ।

একটু পরে ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে বলল, 'খানিকটা শুকনো রক্ত আর দুটো খালি শেল কেস দেখলাম। তুমি দেখোগে যাও। আমি ট্র্যাকগুলো খুঁজে দেখি।'

'আমিও যাব,' বলল শেরিফ।

'বেশ। আমার পেছনে থেকো।'

সিকিভাগ পাক দেয়ার পর ক্যানিয়নের দিকে উঠে যেতে দেখল বীম ট্র্যাকগুলোকে। ওগুলো পরীক্ষা করে রয়ের কাছে ফিরে এল সে।

'তিনটে ঘোড়ার পায়ের ছাপ। এসো।'

বীমের পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়ে, ক্যানিয়নের ওপরে কেবিনটিতে উঠে এল শেরিফ। ঘোড়া থেকে নেমে সন্তর্পণে এগোতে লাগল বীম। টেইলিঙে বুটের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শেরিফ বীমকে চড়াই বেয়ে সুড়ঙ্গে উঠে ভেতরে উধাও হতে দেখল।

পরে বীম ঢাল ধরে লাফাতে লাফাতে নেমে এসে রয়কে জিজ্ঞেস করল, 'সোনা প্যাক করা হয়েছিল কিসে?'

'দুটো কাঠের বাক্সে। কেন?'

সুড়ঙ্গের উদ্দেশে মাথা কাত করল বীম। 'মনে হয় ওখানে লুকিয়েছিল, এখন অবশ্য নেই।' তেতো সুরে আরও বলল, 'ওই মেয়েছেলেটা ঠিকই জানত।'

'বুঝলে কিভাবে বাক্স ওখানে ছিল?'

'খনিটা বন্ধ হওয়ার পর বহুবার ধুলো ঝড় হয়েছে। সুড়ঙ্গের মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তর। বাক্সের আর মানুষের জুতোর ছাপ পরিষ্কার।'

শেরিফ যখন কথাগুলো উল্টেপাল্টে ভেবে দেখছে বীম তখন ঘোড়ায় চড়ে দুলকি চালে চলতে লেগেছে। যেখানে ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তার বাঁ দিকটায় ঘোড়া দাবড়ে চক্রটা সম্পূর্ণ করল বীম। রয়ের ধারণা হলো, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ট্র্যাক খুঁজে বের করতে চাইছে লোকটা।

আরও সিকি ভাগ পাক দেয়ার পর রাশ টেনে ঘোড়া থেকে নামল বীম, জমি পরীক্ষা করে, কি যেন অনুসরণ শেষে ঘুরে মুখে দু'আঙুল পুরল, তীক্ষ্ণ শিস দিল তারপর। সঙ্গীরা পৌঁছে গেল এক মিনিটের মধ্যে।

ওদের উদ্দেশে বলল বীম, 'ঢাল বেয়ে উত্তর পুবে চলে গেছে ওরা।' একটু থেমে আবার বলল, 'সোনা আছে ওদের কাছে, কাজেই সাবধান। গোলমাল হতে পারে।'

'হবে না। আইনের মতে কারউইনের হাতে সোনা তুলে না দেয়ার আগ পর্যন্ত আমি ওটার মালিক।' বলল রয় বীন।

ওর দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠল বীম। 'সেটা তোমার বক্তব্য।'

বীমের নেতৃত্বে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সবাই। ট্র্যাক করা সহজতর এখানে, ফলে ঘোড়ার পেটে আলতো স্পার দাবাল বীম।

মিনিট বিশেকের মধ্যে ছোট্ট একটা ক্যানিয়নের মুখে এসে পড়ল ওরা, আবার লাগাম টেনে ধরল এখানে বীম। অন্তত একটা ঘোড়া এখানে বেঁধে রাখার লক্ষণ স্পষ্ট। অন্য ট্র্যাকগুলোর সঙ্গে মিশে এটাও উঠে গেছে ক্যানিয়নের ওপরদিকে।

ট্র্যাকগুলো এরপর চূড়াটাকে পাক খেয়ে পশ্চিমমুখো হয়েছে ফের। বীমের চোখে পড়তে হাত তুলে থামার জন্যে ক্যাভলরির অনুকরণে সঙ্কেত দিল।

সঙ্গীরা আর শেরিফ চারপাশে জড়ো হলে বলল ও, 'খুব সম্ভব এল কুয়েৰ্ভোর রাস্তা ধরেছে।' হ্যাটটা খুলে শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'আর ট্র্যাকিং করার কোন দরকার নেই। যত জলদি পারি এখন ফিরতে হবে শহরে।'

গলা খাঁকরাল রয়। 'দাঁড়াও। আমরা মিসেস ক্যারীকে খুঁজছি। তোমাকে সহকারী করা হয়েছে তাকে খোঁজার জন্যে।'

'খুঁজব,' দাঁত বের করে হাসছে বীম। 'সোনার সঙ্গে আছে সে। তুমি ওকে নিয়ো। আমরা সোনাটা নেব। চলো, এবার।'

ষোলো

স্যালীর মুখ থেকে ক্যালিকো ফ্ল্যাটসের অবস্থান জেনে নিয়েছে লক। এমুহূর্তে উত্তর পশ্চিমে চলেছে ওটার উদ্দেশে। সবার আগে হল, মালবাহী খচ্চরটার লীড রোপ ওর ঘোড়াটার স্যাডল হর্নে বাঁধা। ধার করা ডানটা রাইড করছে লক, তার পিছে স্যালী।

লকের ক্যালিকো ফ্ল্যাটসকে বাছাই করার উদ্দেশ্য একটাই। বাউন্টি হান্টাররা যেভাবে ওখানে বারেবারে হানা দিয়েছে তাতে ব্যাপারটা এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে। ওরা নিজেরাই ইদানীং ও জায়গাটাকে বাদ দিয়ে অন্যত্র খুঁজে মরছে হন্যে হয়ে। লুটের সোনা প্রথমে ওখানে নামানো হলেও বাউন্টি হান্টাররা এতদিনে নিশ্চিত হয়ে গেছে সরিয়ে ফেলা হয়েছে মাল।

ফ্ল্যাটস অভিমুখী ওয়াগন রোডে পড়ার পর পাশাপাশি চলতে লেগেছে ওরা। সঙ্গী দু'জনকে এবার ভাল করে দেখে নিল লক। ফ্যাকাসে মুখে যন্ত্রণা সয়ে যাচ্ছে হল, মুখে কথা নেই, নীরবে আদেশ পালন করছে লকের।

স্যালীও নিশ্চুপ। ও কি ভাবছে অনুমান করতে পারছে লক। সোনা সহ মেক্সিকোতে ওকে নিয়ে পাড়ি জমাতে লক অস্বীকার করায় আইনের সামনে বিশ্বাসযোগ্য কোন একটা মিথ্যা ফাঁদতে ব্যস্ত সে।

ক্যালিকো ফ্ল্যাটস লম্বা, বিচিত্রবর্ণ, প্রায় শূন্য এক প্রান্তর, রেলরোড ট্র্যাক চিরে দিয়েছে ওটাকে। ওয়াগন রোডটা, যেটায় যাত্রা করছে ওরা, রেলরোডের সমান্তরাল, পুরু চূর্ণিত ধুলোয় ঢাকা। দূরবর্তী স্টক পেনগুলো নাচছে যেন উত্তপ্ত তরঙ্গে।

রেলরোডটা অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব সহকারে নিরীখ করছে লক, যা খুঁজছে দেখতে পাচ্ছে না। এবং হঠাৎ করে, স্টক পেনগুলোর কাছাকাছি, যা চাইছিল পেয়ে গেল।

ট্র্যাকের সেতুবন্ধন, অর্থাৎ অ্যারোয়োটিতে আঁতিপাতি করে তল্লাশী চালিয়েছে বাউন্টি হান্টাররা। তবে সবার আগে সেতুর নিচে জন্মানো টাম্বলউইডের গাদায় আগুন দিয়েছে। ধূসর কালো ছাইয়ের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাঢ় প্রলেপ চোখে পড়ে।

লক সঙ্গীদের থামতে বলে, ঘোড়াটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে সেতুর নিচে ছাইয়ের গাদার কাছে চলে এল। অ্যারোয়োর তলদেশ মিহি বালির কল্যাণে নরম, বাউন্টি হান্টারদের ডজন খানেক ঘোড়ার খুরের চাপে গর্ত হয়ে গেছে। অন্য যে কোন জায়গার চাইতে খারাপ নয় এটা, ভাবল ও।

খচ্চরটার কাছে ফিরে গিয়ে ওটার বাঁধন খুলে দিল লক, স্যালী এবং হলের উদ্দেশে বলল, 'বাক্সগুলো এখানে কবর দিচ্ছি। ফিরে এসে যদি না পাই তবে

বুঝব তোমরা কেউ মুখ খুলেছ।'

হল আর স্যালীর উদাসী দৃষ্টির সামনে দিয়ে সেতুর কাছে নিয়ে গেল খচ্চরটাকে লক। নরম বালিতে দুটো আলাদা গর্ত খুঁড়ে বাক্সগুলো রাখল, বালি আর ছাই দিয়ে ঢেকে। খচ্চরটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে হলের স্যাডল হর্নে বাঁধল, নিজের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল অন্য দুটোর কাছে।

ক্যালিকো ফ্ল্যাটস শহর থেকে আধ ঘণ্টার দূরত্ব, স্যালীর মতে। লকের নির্দেশে রাস্তা ছেড়ে, অর্ধবৃত্ত তৈরি করে, দক্ষিণ থেকে এল কুয়ের্ভোর দিকে রওনা দিল ওরা।

'এর কারণ কি?' জানতে চাইল স্যালী।

'সোজা গেলে বীমদের পাল্লায় পড়ে যেতে পারি,' জবাবে বলল লক। 'তাই ঘুরপথ ধরতে হলো।' স্যালী আর কিছু বলল না।

তখন শেষ বিকেল, তবু প্রচণ্ড গরম। নেতৃত্ব দিচ্ছে লক, ওর ওয়াগনগুলোর মাঝ দিয়ে এমনভাবে পথ করে নিচ্ছে সে যাতে ওয়াগনের চাকার দাগ মুছে দেয় ওদের ট্র্যাক।

ক্রিস্টোর কাছাকাছি হতে বীম আর তার সাথীদের বোর্ডওয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। শেরিফের অফিসে চোখ রাখা যায় ওখান থেকে। পিস্তলে হাত চলে গেল লকের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওকে বা স্যালীকে দেখেও কোন ভাবান্তর হলো না বীমের।

শেরিফের অফিসের সামনে টাই রেলে ঘোড়া বাঁধল লক। ঘর্মাক্ত স্যালী কৃতজ্ঞচিত্তে নামল ঘোড়া থেকে। জ্বরাক্রান্ত, আহত হলকে নামতে সাহায্য করল লক।

শেরিফের অফিসের দিকে ওদের নিয়ে এগোচ্ছে ও এমনি সময় খোলা দোরগোড়ায় উদয় হলো রয় বীন। লোকটার চেহারায় ক্রোধ খুঁজল লক, পেল না; এমনকি বিস্মিত হয়েছে বলেও মনে হলো না।

'তো খুঁজে পেয়েছ এদের, লক? হল কি করছে তোমার সঙ্গে?'

ও আমাকে অবাক করতে পারলে আমিও পারব, ভাবল লক। স্যালীকে বলল, 'টাইমস অফিস থেকে ডোরাকে ডেকে আনো যাও।'

কৌতূহলী চোখে ওকে এক মুহূর্ত দেখে বোর্ডওয়ক ধরে পা চালাল স্যালী। এবার শোনা গেল শেরিফের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'ভেতরে গিয়ে দেব।'

শেরিফ একপাশে সরে দাঁড়ালে হলকে কনুইয়ের আলতো গুঁতো মারল লক, ভেতরে প্রবেশ করতে বলল। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চাইতে বোর্ডওয়কে জটলা পাকিয়েছে দেখল লক বীম এবং তার সঙ্গীরা। পরমুহূর্তে দুটো ওয়াগনের মধ্য দিয়ে রাস্তার এপাশের উদ্দেশে এগোতে দেখা গেল বীমকে।

অফিসে পা রেখে লক বলল, 'ওর ডাক্তার দরকার, শেরিফ।'

'সে সব পরে হবে। আগে বুঝে নিতে দাও ব্যাপারটা।'

'তবে স্যালী আর ডোরা না আসা অবধি অপেক্ষা করো।'

'বসতে পারি?' কর্কশ শোনাল হলের কণ্ঠস্বর।

শেরিফ ডেস্কের পাশের চেয়ারটা ইশারায় দেখালে ওটায় গিয়ে বসল হল। লকের দিক থেকে তখনও দৃষ্টি সরায়নি রয় বীন। 'ডোরাকে কিজন্যে?' এবার প্রশ্ন ছুঁড়ল।

লক জবাব দেয়ার আগেই ডোরাকে দেখা গেল দরজায়, তার পেছনে স্যালী। দ্রুত আসার তাগিদে সবুজ ড্রেসটার হাতা থেকে পেপার কাফ খোলার সময়ও পায়নি ডোরা।

এমুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে লককে এবং তারপর হলকে পর্যবেক্ষণ করল ও।

'খুনটা ও করেছে, লক?'

'আমি শুধু জানি ও আমাকে লুটের মালের কাছে নিয়ে গেছে এবং ওটা আত্মসাৎ করার জন্যে আমাকে খুন করতে চেয়েছে।'

'মাল কোথায়?' শেরিফ শুধাল

'লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'লক জানে তুমি আর বীম ওদের ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছিলে?' রয়কে প্রশ্ন করল ডোরা।

'জেনে ওর কি লাভ?' গোমড়া মুখে বলল শেরিফ।

'লাভ নেই,' বলল লক। 'তবে আমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কিনা জেনে লাভ আছে।'

'না,' বলতে গিয়ে মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল শেরিফের। 'প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

'যাক, তাও ভাল,' বলল লক। 'এখন হলের ব্যাপারে কি করবে? খুনেদের একজন হিসাবে কারউইনের কাছে ওকে হাজির করা হবে?'

'যাতে পুরস্কারটা কালেক্ট করতে পারো তুমি?' ব্যঙ্গ করল শেরিফ।

'আমার এখানে আসার কারণ তো সেটাই,' ভোঁতা সুরে বলল লক।

শেরিফ এবার দৃষ্টি ফেরাল স্যালীর প্রতি। 'এ কি ডাকাত দলে ছিল, স্যালী?'

ডোরা, লক আর হল চাইল ওর দিকে। ধূলিধূসর পথে দীর্ঘ যাত্রার পরও সতেজ আর অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। নীরবতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লক, অপেক্ষা করছে সে স্যালীর জবাব শোনার জন্যে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল স্যালী, 'আমি জানি না, রয়। আগেই তো বলেছি ডাকাতদের দিকে তাকাইনি আমি।'

দু'মুহূর্ত ওকে পরীক্ষা করল শেরিফ। 'তবে তোমাকে ও কিডন্যাপ করেছিল কেন?'

'আমি না চিনলেও ও আমাকে চিনে থাকতে পারে,' যুক্তি খাড়া করল স্যালী। 'সেজন্যেই ধরে নিয়ে গেছে।'

হলের দিকে চাইল এবার শেরিফ। 'কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিলে, হল?' লক

লক্ষ করল স্যালীকে পর্যবেক্ষণ করছে ডোরা।

চেয়ারে সিধে হয়ে বসতে গিয়ে ব্যথায় কুঁচকে উঠল হলের মুখ। দৃষ্টি স্থির করল সে এবার স্যালীর দিকে। 'না, সুন্দরী, আমাকে চিনবে কিভাবে?' চোখ না সরিয়ে বলল, 'শেরিফ, এ মেয়েলোক ডাকাতিতে জড়িত। হ্যাজেন আর ও মিলে প্ল্যানটা করেছিল। আমরা ছিলাম ভাড়াটে হাত। তিনভাগের এক ভাগ পেতাম আমরা, দু'ভাগ ওরা— কথা এমনই ছিল। হ্যাজেন মারা পড়ার পর ওর ভাগটা পাওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি শুরু করে দিল।' সবাইকে চমকে দিয়ে হেসে উঠল ও। 'ও যাতে মুখ খুলতে না পারে সেজন্যে ধরে নিয়ে গেছিলাম। সোনা নিয়ে মেক্সিকো চলে যেতাম, মরলেও একে সঙ্গে নিতাম না। পিঠে ছুরি খেতে কে চায় বলো— '

চোখ উল্টে গেছে স্যালীর, পা কাঁপছে থরথর করে, লক লাফ মেরে ওকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় ধপাস করে পড়ল মহিলা। ডোরা ছুটে গেল ক্যান্টিনের পানিতে রুমাল ভিজাতে। 'তুমি সবই জানতে, তাই না?' ফিরে এসে প্রশ্ন করল লককে, কণ্ঠে অভিযোগ নেই, আছে কেবল বিষণ্নতা। স্যালীর কপালে ভিজে রুমাল দিয়ে স্পঞ্জ করছে।

শেরিফ প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছে, এখন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাতে দেখল লককে।

'আমাকে, আইনকে জানাওনি কেন?' গর্জে উঠল সে।

'ওর শাস্তি হলো কিনা তাতে আগ্রহ ছিল না আমার। খুনী আর লুটের সোনা নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত ছিলাম।'

'তুমি তথ্য গোপন করেছ!'

'হ্যাঁ। জেলে ঢোকাও আমাকে।'

কিছু বলতে গিয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল শেরিফ। লকের কাঁধের ওপাশে রাস্তার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে হাসি। ঘাড় ফেরাল লক। বীম অপেক্ষা করছে তার জন্যে সদলবলে।

'না,' বলল শেরিফ। 'তোমাকে ছেড়ে দেব। ওরা বোধহয় কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে।'

লক দরজাটা ভেজিয়ে ফিরে আসতেই শেরিফের পেটে ফেটে পড়ল ওর ডান হাতের ঘুষিটা। রয়ের মুখ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে এল, কুঁজো হয়ে দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে, হ্যাটটা উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল। ওর সোনালী চুল মুঠো করে ধরল এবার লক, মাথাটা টেনে নামিয়ে একই সঙ্গে চোয়ালের জোড়ায় হাঁটু দিয়ে মারল। থপ করে শব্দ হলে ওকে ছেড়ে দিল লক। ময়দার বস্তার মত নির্জীবভাবে পতন ঘটল শেরিফের, চেতনা লুপ্ত হয়েছে মেঝেতে পড়ার আগেই।

ডোরার বিস্মিত চাহনির সামনে সেলব্লকের চাবিগুলো যে পেরেকে ঝোলানো থাকে সেটার কাছে চলে এল লক। হলের মাথার ঠিক ওপরে চাবির গোছা। 'উঠে পড়ো,' ওর উদ্দেশে বলল লক।

ও সেলব্লকের দরজার উদ্দেশে পা বাড়ালে রীতিমত যুঝে উঠে দাঁড়াল হল। লক তালা খুলতে ডোরা এসে পেছন থেকে বলল, 'আরও ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে তুমি, লক। রয়কে মারতে গেলে কেন? কি হচ্ছে এসব?'

দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে বলল লক, 'আপাতত ভেতরে ঢোকো, ডোরা। পরে সবই জানতে পারবে।'

'আমাকে জেলে ঢোকাচ্ছ?' হতবিহ্বল কণ্ঠ ডোরার।

'না। তুমি আমাকে লক আপ করছ। যাও।'

নরকতুল্য সেলব্লকটিতে প্রবেশ করল ডোরা। হলকে হাতছানি দিয়ে ডেকে দেয়ালের হুক থেকে একটা ক্যান্টিন পেড়ে নিল লক। প্রথম সেলের তালা আর দরজা খুলে হলকে ভেতরে যেতে ইশারা করল সে। ও আদেশ পালন করলে, দ্বিতীয় আরেকটি সেলের তালা খুলে, দরজা মেলে, তারপর ঘুরে তাকাল লক ডোরার দিকে।

'ডোরা, মন দিয়ে শোনো। সবটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ডোরার মুখের চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়।

'প্রথমে রয় আর স্যালীর কথা ভুলে যাও। ওরা শিগগিরি সেরে উঠবে। আমাকে সেলব্লকে তালা মারো। চাবি তোমার কাছে রাখবে। চাবি তোমার কাছে রেখো, ঠিক আছে? অফিসে ঝুলিয়ে যেয়ো না।'

'কিন্তু কেন?'

রাস্তার দিকে মাথা কাত করল লক। 'বীম আর তার লোকেরা আমার কি দশা করেছিল মনে আছে? তখন জানতে চেয়েছিল স্যালীর সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছে। আর এখন সোনার হদিস যেহেতু জানি ওটা হাতে পেতে খুন করে ফেলবে আমাকে।' নিষ্কম্প সুরে আরও বলল, 'তোমার রয় সেটাই চেয়েছিল। তাই ওকে মেরে জেলে ঢুকতে হচ্ছে আমাকে।'

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে ডোরা। 'ও আর আমার রয় নয়। কিন্তু তোমারই বা কি লাভ, লক, সারাজীবন তো আর জেলে থাকতে পারছ না।'

'তা তো নয়ই। সেজন্যেই তো তোমাকে দরকার। ফীড স্টেবলে গিয়ে একটা রিগ ভাড়া করতে হবে তোমাকে। কারউইনের অফিসে গিয়ে ওকে খোঁজ করবে। না থাকলে কাউকে দিয়ে হাজির করাবে। কারউইনের ছেলের খুনী ধরা পড়েছে বললে যে কেউ করবে কাজটা খুশি মনে। ওর সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বলবে ওর ছেলের হত্যাকারী এখন জেলে। ওকে বলবে জনা বারো মাইনারকে নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ যেন আসে এখানে। তুমিও আসবে ওদের সাথে।'

'তুমি ওদের সঙ্গে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ। এখন লক করো লককে।' মৃদু হেসে বলল।

সেলব্লকের দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভাঙল লকের। ডোরাকে বিদেয় করে খাটে এসে শুতে না শুতেই চোখ লেগে এসেছিল ক্লান্তিতে।

প্রথমে প্রবেশ করল শেরিফ, তাকে অনুসরণ করে কারউইন, ডোরা আর কালো ব্যাগ হাতে বয়স্ক এক লোক; খুব সম্ভব ডাক্তার।

লক শার্ট গায়ে চড়াতে চড়াতে হলের সেলের তালা খুলে ডাক্তার আর কারউইনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিল শেরিফ। রয় এবার ফিরে এসে কোমরে হাত রেখে তাকিয়ে রইল লকের দিকে, ওর পাশে ডোরা। সেলের দরজা আটকে তালা মেরে দিল রয়।

'আমি এখন যেতে চাই,' মৃদু স্বরে বলল লক।

'তুমি কোথাও যাচ্ছ না,' ভোঁতা কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'যেখানে আছ থাকো।'

'তা কেন,' মিষ্টি করে বলল ডোরা, 'ওর ছাড়া পাওয়ার অধিকার আছে।'

ক্রোধ নিয়ে ওর দিকে চাইল রয়। 'ও আইনের গায়ে হাত তুলেছে।'

'কে দেখেছে?' ডোরার নিরীহ প্রশ্ন। 'হল একটা খুনী। ওর কথার কি দাম? স্যালী অজ্ঞান ছিল আর আমি কিছু দেখিনি।' লোকটার দিকে অপলকে চেয়ে আরও বলল, 'নাকি গতকাল ওকে ছেড়ে দেয়ার গল্পটা আবার নতুন করে লিখি তাই চাও? চাইলে বলো।'

ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছে রয়ের দু'চোখ থেকে। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে সেলের তালা খুলে দিল।

জেল থেকে বেরিয়ে কারউইনের পাশে ওয়কওয়েতে থেমে পড়ল লক। ও কিছু বলতে পারার আগেই চওড়া হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। 'কুত্তার বাচ্চাটাকে ধরে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। মেরে ফেললে ভাল করতে। যাক, আমি ওকে ফাঁসিতে চড়িয়ে ছাড়ব।'

করমর্দন করে লক বলল, 'লোক আছে বাইরে?'

'এক ডজন, ডোরা যেমন বলেছিল।'

'ওদেরকে লাগতে পারে। চলো।' রয়ের উদ্দেশে ঘুরল ও। 'আসছ, শেরিফ?'

'না,' শীতল স্বরে বলল লোকটা। 'যাকে চাইছিলাম সে এখন জেলে। সোনার ব্যাপারে আমার এক বিন্দু আগ্রহ নেই, কারউইন। তুমি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছ, পুরস্কার ঘোষণা তুমি করেছিলে এসব তুমিই সামলাওগে।'

'কে ডেকেছে তোমাকে?' বলল কারউইন। 'এসো, লক।'

'তোমার রিগটা নেব আমরা, ডোরা।' বলে লক শান্ত সুরে জুড়ে দিল, 'অজস্র ধন্যবাদ। পরে দেখা হবে, কেমন?'

বোর্ডওয়কে বেরিয়ে এল ওরা। বীম এবং তার লোকেরা দরজার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে। ভাড়া করা রিগটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা কারউইনের সশস্ত্র অশ্বারোহী গার্ডদের দেখছে ওরা।

বোর্ডওয়ক থেকে নেমে বাগির দিকে এগোল কারউইন। পা রেখে উঠতে যাবে ওর বাহুতে একটা হাত রাখল লক। 'আমার ঘোড়াটা ওই যে ওখানে,' দেখাল ইশারায়। 'তুমি ওটা নিয়ে চলে যাও, রিগটা আমি চালাব। পুরস্কারের ঘোষণায় বলা হয়েছে সোনা পৌঁছে দিতে হবে তোমার অফিসে। সেটা কিন্তু

এখনও বাকি আছে।'

'চলে যাব? কি বলছ? আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'যেতে চাইলে তোমাকে ঠেকাতে পারব না, তবে যাওয়ার দরকারও দেখছি না।'

'আমি যাবই,' বলে মৃদু হাসল কারউইন।

'বীম কিন্তু হোল্ডআপের চেষ্টা করবে। হলকে ধরতে পারেনি বলে পুরস্কার দাবি করতে পারবে না। তাই সোনাটা লুট করে মেক্সিকোতে পালাতে চাইবে। সোজা হিসাব।'

'সেজন্যেই বারো জন লোক চেয়ে পাঠিয়েছ তুমি, তাই না?' বলে ঘুরে লকের ঘোড়াটার উদ্দেশে এগোল কারউইন।

লকের রিগ চালু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল অশ্বারোহী গার্ডরা, তারপর পিছু নিল। বীম এবং তার লোকেদের নিজেদের ঘোড়ার কাছে যেতে দেখা গেল। ফিরতি পথে হামলা হবে, বুঝতে পারছে লক; সোনা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে।

লক এমুহূর্তে কারউইনকে ইশারা করলে সে রিগের পাশে চলে এল। 'তোমার লোকেদের বলো, আমার চাকার ট্র্যাক থেকে যাতে দূরে থাকে। বীমকে ফলো করার জন্যে একটা ট্রেইল দিতে চাই আমি।'

মাথা নেড়ে খবরটা পৌঁছে দিতে পিছিয়ে গেল কারউইন। তার লোকেরা রাস্তার দু'পাশ ধরে এগোচ্ছে। লক হঠাৎ রিগ থামালে আবারও ওর কাছে সরে এল কারউইন।

'এই রাস্তাটা স্টক পেনে গেছে তা জানো তো?' কারউইন সায় জানাতে বলল, 'এরাস্তা দিয়ে শহরে ফিরতে হবে আমাকে। বীম তার লোকেদের রাখার ব্যবস্থা করবে রাস্তার দু'ধারে। জায়গাটা খুব সম্ভব ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর আগে যে গ্রেডটা আছে সেটা। ওখান থেকে আড়ালে বসে স্টক পেন দেখা যায়।' এবার সংক্ষেপে নিজের পরিকল্পনার কথা জানাল কারউইনকে লক। তারপর রিগটা আবার চালু করে দিল। পিছু ফিরে চাইতে সঙ্গীদের জড়ো করছে কারউইন দেখতে পেল। ক'মিনিট লাগল লোকগুলোর ওকে ধরতে। গ্রেডের চূড়ায় মেসকিট যেখানে পাতলা হতে লেগেছে, দলটাকে ভাগ করে দিল কারউইন, এবং এখন লকের সঙ্গী তেরোজনের বদলে সাতজন।

স্টক পেনের ওপাশে অ্যারোয়োটিতে বিনা ঘটনায় পৌঁছনো গেল। সোনার বাক্স দুটো খুঁড়ে তুলে বোঝাই দেয়া হলো রিগে, এবার আরম্ভ হলো ফিরতি যাত্রা।

পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য। গ্রেডে ঊর্ধ্বমুখী যখন লকের রিগ ছায়া নেমে গেছে তখন। কিছু কি ঘটবে এখন? বীম কি আক্রমণ করবে? কারউইন কথা মত ঠিক জায়গায় লোক রেখেছে তো? স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়ছে লকের।

গ্রেডের চূড়ায় পৌঁছনোর ঠিক আগ দিয়ে ঘটল ঘটনাটা। বাঁ পাশের লম্বা মেসকিটটা থেকে গুলি এল। গার্ডদের একজনের ঘোড়া পিছে ঝটকা মেরে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল আরোহীকে। রাস্তার ওদিক থেকে পাল্টা গোলাগুলির শব্দ শুনে

বুঝতে পারল লক এরা কারউইনের লোক।

চাবুক চেপে ধরে গ্রেডের শেষ অংশটুকু ছুটিয়ে নিয়ে গেল লক হতচকিত জানোয়ারগুলোকে। গার্ডদের গতি বাড়াতে বাধ্য করল ওর সঙ্গে তাল মেলাতে। সহসা ডান পাশের ঘোড়াটিকে পড়ে যেতে দেখে উপলব্ধি করল লক গুলিটা আসলে ওর ঘোড়া লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল। গার্ডদের সবাই এখন একযোগে গুলি চালাচ্ছে, এমনকি পতিত ঘোড়াটার আড়াল নিয়ে ডান পাশের গার্ডটিও গুলি ছুঁড়ছে মেসকিট উদ্দেশ্য করে।

রাস্তার পেছনদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ডতা অনেক বেশি। ঘোড়াটাকে পূর্ণোদ্যমে ছুটিয়ে গার্ডদের উদ্দেশে চেঁচাল লক, 'ব্যাক ট্রেইল লক্ষ করো!'

আরও আধ মাইল পরে রাস্তায় একটা জায়গা খুঁজে পেল লক, যেখানে মেসকিট ঘন নয় বলে চারদিকে স্বচ্ছন্দে দৃষ্টি চলে।

এবার লাগাম টেনে ধরল লক। গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। গার্ডরা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ভালমতই সামাল দিয়েছে ব্যাক ট্রেইল।

ক'মিনিট বাদেই কারউইন এবং দলের বাদবাকিদের দেখা পাওয়া গেল। একটা ঘোড়ায় দু'জন চেপেছে, তবে লোক সব মিলিয়ে সাতজন।

যে লোকটি ঘোড়া খুইয়েছে তাকে লকের ডানটা দিল কারউইন, নিজে লকের পাশে উঠে বসে পা রাখল সোনার বাক্সে। কারউইনের লোকেরা প্রতিপক্ষের দু'জনকে খালি পায়ে গ্রেড ধরে দৌড়ে নেমে আসতে দেখেছে; এদলের দু'জনের ধারণা তারা পেড়ে ফেলতে পেরেছে সেই শত্রু দু'জনকে। বীমের অন্যান্য লোকেরা সোনার চাইতে নিজের জীবনকে বেশি মূল্যবান মনে করে জান নিয়ে ভেগেছে।

সন্ধে নাগাদ কারউইনের অফিসের সামনে নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল ওরা। প্রকাণ্ড ওয়ক-ইন-সেফটায় উঠে গেল সোনার বাক্স দুটো। সেফের ভেতরে গিয়ে চার বোতল হুইস্কি নিয়ে ফিরল কারউইন। কর্মচারীদের হাতে তিনটে ধরিয়ে দিয়ে, অপরটা নিয়ে ডেস্কে এসে বসল। সবচাইতে নিচের ড্রয়ারটি টেনে বের করল দুটো গ্লাস। কানায় কানায় ভরে একটা গ্লাস এগিয়ে দিল লকের দিকে। ভবিষ্যতের আরও সৌভাগ্যের দিনের উদ্দেশে টোস্ট করল ওরা। এবার অন্য আরেকটি ড্রয়ার থেকে একটা চেকবুক বের করে ডেস্কে আছড়ে ফেলল কারউইন।

সে মুহূর্তে কর্মচারীরা একে একে এসে জড়ো হলো। 'ড্রিঙ্ক আপ, বয়েজ। আজ একটা শুভ দিন।' হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল বোতল, আলোচনা চলছে সে সঙ্গে একটু আগের ঘটনাগুলো নিয়ে।

'এক লাখ ষাট হাজার ডলারের মাল আছে বাক্সে, লক। অর্ধেকটা তোমার। কিভাবে নেবে?'

'বাহাত্তর হাজারের একটা চেক মেইল করে দিয়ো। ঠিকানা হচ্ছে, কাউ স্প্রিংস, আপ নর্থ।'

আবছা হাসল কারউইন। 'অঙ্ক ভালভাবে শেখোনি দেখছি তুমি। এক লাখ ষাটের অর্ধেক হচ্ছে আশি হাজার।'

মাথা নেড়ে মৃদু হাসল লকও। 'মিসেস হ্যাজেন ক্যারীর নামে আট হাজারের একটা চেক কেটে দাও। আমি নিয়ে যাব।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে কারউইনের। 'কেন?'

'ওই মিথ্যুক মেয়েটার কারণেই হল ফেমের নাগাল পেয়েছি। পুরস্কারের দশ ভাগের এক ভাগ ওকে দেব কথা দিয়েছিলাম। রয় বীনকে জিজ্ঞেস কোরো।'

শ্রাগ করে চেক কাটায় মন দিল কারউইন। নিজের চেকটার খামে ঠিকানা লিখতে বলল লককে। লক ঠিকানা লিখে স্যালীরটা ভরল পকেটে। এবার ড্রিঙ্ক শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

'তোমাকে ট্রায়ালের জন্যে চাইবে ওরা, ঠিক না?' কারউইনও উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল লককে। লক সায় জানালে হাত বাড়িয়ে দিল ব্যবসায়ী। 'তখন আবার দেখা হবে।'

করমর্দন করে, ধন্যবাদ জানিয়ে, মদের বোতল নিয়ে ব্যস্ত, মাইনারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল লক।

সতেরো

দানা-পানি খাওয়ানোর জন্যে ফীড স্টেবলে ডানটাকে ছেড়ে, নিজের চিঠিটা মেইল করে, ক্রিস্টো সেলুনের পাশের ক্যাফেটায় দিনের প্রথম আহার সারল লক। এরপর গেল রাস্তার ওপাশে শেরিফের অফিসে। অফিসে প্রদীপ জ্বলছে কিন্তু দরজা বন্ধ। এক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে ভাবল ও, স্যালীর টাকাটা তাকে পৌঁছে দেবে কিভাবে। সিদ্ধান্তে এল, ডোরা একটা ব্যবস্থা করতে পারবে নিশ্চয়ই।

ওয়াগনের ধুলো নাকে মুখে গিলে ডোরাদের বাসায় যাওয়ার সময় মনে মনে খুশি হয়ে উঠল লক। ভাবচক্কর দেখে যা মনে হলো ডোরা আর রয়ের সম্পর্ক টিকছে না। পরিতৃপ্তির একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর।

ডীনদের পার্লারে আলো জ্বলছে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে সামনের জানালা দিয়ে দেখা গেল ডোরাকে। একটা প্রদীপের পাশে সোফায় বসে সেলাই করছে। ঘরের ওপ্রান্তে বই পড়ছে ফ্রেড ডীন।

দরজায় টোকার জবাব দিল ডোরা। দরজা খুলে ওকে দেখার পর মেয়েটির মুখের চেহারায় খুশি এবং স্বস্তির যে ছাপ দেখল লক তাতে বিস্ময় আর আনন্দের একটা মিশেল স্রোত বয়ে গেল ওর দেহে।

'ওহ, লক! তুমি ফিরে এসেছ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ভেতরে এসো।'

মৃদু হেসে, হ্যাট খুলে প্রবেশ করল লক। ফ্রেড ডীন উঠে এসে করমর্দন

করল ওর সঙ্গে।

লক ডোরার পাশে সোফায় বসলে মেয়েটি বলল, 'কি কি হলো সব খুলে বলো।'

সোনা উদ্ধারের এবং নিরাপদে হস্তান্তরের কথা সংক্ষেপে জানাল লক। অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মতন ওকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে নানা কথা জেনে নিল বাপ-বেটি।

'পুরস্কারের টাকা পেয়েছ?' প্রশ্ন করল ফ্রেড ডীন।

'পোস্ট অফিসে এখন চেকটা। নিজেই নিজেকে মেইল করেছি।'

উঠে পড়ল ফ্রেড ডীন, বলল, 'আচ্ছা, আমি ঘুমোতে চললাম। বেশি দেরি করিস না তুই, ডোরা। সারাটা দিন লকের মতন তোরও তো কম ধকল যায়নি।'

বিদায় নিয়ে ফ্রেড ওপরে চলে গেল। এবার ফের বসে পড়ে ডোরাকে জিজ্ঞেস করল লক, 'স্যালীর খবর বলো, ডোরা।'

ওকে দীর্ঘ একটি মুহূর্ত নীরবে জরিপ করে শুধাল মেয়েটি, 'তুমি কি ওর ব্যাপারে চিন্তিত?'

'একটুও না,' ত্বরিত বলল লক। 'ওকে একটা জিনিস দেয়ার ছিল। তুমি যদি দায়িত্বটা নিতে— '

'তুমি নিজেও দিতে পারো। ও বাড়িতে আছে, রয় ওকে গৃহবন্দী করেছে: ওকে দেখে রাখার জন্যে একটা মহিলা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া গার্ডও রয়েছে।'

কি একটু ভেবে, শার্টের পকেট থেকে চেকটা বের করল লক। ওটা ডোরার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা ওর পুরস্কারের ভাগ। তুমি দিয়ে দিলে আমার আর দেখা করার প্রয়োজন পড়ত না।'

চেকটা নিয়ে বলল ডোরা, 'কেন, এত অস্বস্তি কিসের?'

'কারণ পরেরবার যখন দেখা হবে ওর সঙ্গে তখন কোর্টে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ডোরা, বুঝেছে সে।

'একটা কথা,' খানিকটা ইতস্তত করে বলল লক, 'তুমি কি কাগজের অফিস থেকে কিছুটা সময় বের করতে পারবে?'

'তা পারা যাবে। কিন্তু কেন?'

'ট্রায়ালের পর তুমি কি আমার দেশে একবার যাবে? তোমাকে আমার নিজের বাসা, নিজের এলাকা ঘুরিয়ে দেখাতাম। শহরে একটা রুম ভাড়া নেব তোমার জন্যে।'

'কেন, লক?'

লক ডোরার হাতটা ধরতে হাত বাড়ালে ওটা সরিয়ে নিল না মেয়েটি। 'সবারই নিজস্ব পছন্দ থাকে, ডোরা। আমি মেক্সিকো চলে যেতে পারতাম সোনা আর স্যালীকে নিয়ে, কিন্তু যাইনি। তুমি চাইলে আমার আর রয়ের মধ্যে

একজনকে বেছে নিতে পারো।'

'যে হাতটা ধরে আছ সেটা ভাল করে দেখো, লক। কি, আংটিটা আছে? আজ বিকেলে ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি।' মৃদু হাসল ডোরা। 'হ্যাঁ, লক, আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

***

সামনে বিপদ

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

কেউ খুন করতে চেয়েছিল ওকে।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর প্রথমে এ চিন্তাটাই খেলে গেল দুই দালানের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গলিতে পড়ে থাকা লোকটার আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে। পাশের দালানের জানালা পথে ছিটকে আসা চৌকো আলো পড়েছে রাস্তায়; শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে অনেকক্ষণ।

দোতলার ওই জানালা দিয়েই লাফ দিয়েছে ও।

স্থির দৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, যেন ওটার ওপরই জীবন-মরণ নির্ভর করছে। কিন্তু মনে সচেতন স্পৃহা কাজ করছে: জানালাটা আসলে গুরুত্বহীন, অন্তত এ মুহূর্তে; শুধু একটা ব্যাপারই গুরুত্বপূর্ণ---পালাতে হবে! বাঁচতে হলে পালাতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব যতটা দূরে সম্ভব, সরে যেতে হবে

খুলির নিচে দপদপে ব্যথা অনুভব করছে ও, ভোঁতা কিন্তু তীব্র; এতটাই যে অনুভূতিটা মগজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একটা হাত তুলে মুখ স্পর্শ করতে চাইল সে, কিন্তু হাত নাড়তেই শিরশিরে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল বাহুতে। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল

মনে হলো অন্য কারও মুখ স্পর্শ করেছে, অনুভূতিটা সেরকমই। কাঁপা, আড়ষ্ট হাতে খুলি স্পর্শ করল…চাপ চাপ রক্তের অস্তিত্ব অনুভব করল—মুখে, মাথার পেছনে—শুকিয়ে যাওয়ায় লেপ্টে আছে চুল আর খুলির সঙ্গে; এবং…খুলিতে গভীর একটা ক্ষত। হাতটা নিচে নেমে এল, বুক আর ঘাড়ের কাছে শার্টেও রক্ত লেগে আছে, শুকনো চটচটে রক্ত।

কেউ ওকে খুন করতে চেয়েছিল। পুরো সচেতন না হলেও সে নিশ্চিত, সেই লোকটা বা লোকগুলো আবারও চেষ্টা চালাবে। কাজ সারার আগে ক্ষান্ত হবে না। এই একটা বিষয়ই চিন্তা করতে পারছে। অন্য কিছুই নেই স্মৃতিতে, বাকি সব ঝাপসা—শূন্য!

কষ্টেসৃষ্টে মাথা ঘুরিয়ে দু'পাশে তাকাল ও। এক দিকে চাপ চাপ অন্ধকার, অন্য দিকে আলো…একটা রাস্তা।

অন্ধকার মানেই মৃত্যু। দালানের পেছনের অন্ধকারে ক্ষীণ নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে সে। ওখানে ওত পেতে আছে কেউ, কিংবা এগিয়ে আসছে চুপিসারে। হয়তো কাজটা শেষ করতে চাইছে কিংবা নিশ্চিত হতে চাইছে যে কাজ সারা হয়েছে।

অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে তুলল লোকটা। হাত বাড়িয়ে বাড়ির দেয়াল চেপে ধরল, তারপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত ওভাবেই থাকল, শক্তি

সঞ্চয় করছে। পালাতে হবে ওকে, যেভাবেই হোক।

কোমরের কাছে চলে গেল ডান হাত। একটা হোলস্টার আছে, কিন্তু শূন্য। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াল চারপাশ। উঁহুঁ, কিছুই নেই। অস্ত্রটা বোধহয় দোতলার ওই কামরায় রয়ে গেছে, কিংবা লাফ দেয়ার আগে কেড়ে নিয়েছে কেউ।

অন্ধের মত রাস্তার দিকে এগোল সে। পাশের দালান থেকে সঙ্গীতের হালকা সুর ভেসে আসছে, কয়েকটা কণ্ঠের হৈচৈ এবং সম্মিলিত হাসি শুনতে পেল।

আলোর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল সে, শূন্য দৃষ্টিতে ডানে-বামে তাকাল। রাস্তাটা ফাঁকা, একটা নেড়ি কুকুরও নেই। ব্যথা আর ক্লান্তিতে প্রায় অবশ লাগছে পুরো শরীর, তারপরও এগোল সে, ফুটপাত ঘেঁষে বাড়ির ছায়ার আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে।

এগিয়ে চলল ও। জানে না কোথায় যাচ্ছে, শুধু জানে দূরে কোথাও সরে পড়তে হবে। এই শহর ছাড়তে হবে। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু। দালান ছাড়িয়ে চলে এসেছে, খুপরির মত বেশ কিছু চালাঘর আর করালের আবছা আকৃতি দেখতে পেল সামনে। সবক'টা অন্ধকার।

আরও কয়েক গজ এগোতে খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল হাঁটু সমান উঁচু ঘাস ঠেলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এগোল মানুষটা।

থমকে দাঁড়াল সে, ঘাড় ফিরিয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে পেছনে তাকাল নাহ্, পিছু নিয়ে আসছে না কেউ, অথচ অবচেতন মনে আশা করছে ওর রক্তের নেশায় ছুটে আসবে বেপরোয়া কিছু লোক! কিভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছে?

দ্বিধা ঝেড়ে এগোল ও। মাথার ভেতরে দপদপে ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে, প্রায় অসাড় হয়ে গেছে মস্তিষ্ক। সামনে লাল আলোর সঙ্কেত দেখে আবারও দাঁড়িয়ে পড়ল সে ক্ষণিকের জন্যে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর এগোল সরাসরি। হঠাৎ করেই আলোটার পাশে চলে এল, এবং শক্ত ধাতব কিছুতে হোঁচট খেল।

রেল লাইন। বামে লাইনটা হারিয়ে গেছে আঁধারের গর্ভে। কিন্তু ডানে কিছু দূরে স্বল্পালোকিত স্টেশন। সেদিকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে গেল সে। স্টেশনে শত্রুরা থাকতে পারে পারে কেন? অবশ্যই থাকবে। ওর খোঁজে স্টেশনে ঢুঁ মারবে, এটাই স্বাভাবিক।

পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে চিন্তা করতে চাইল লোকটা।

জানে না কে সে, কিংবা কি কাজ করে।

নিজের দিকে তাকাল ও, আঙুল চালিয়ে পরনের কাপড় স্পর্শ করল। কোটটা বেশ আঁটসাঁট মনে হচ্ছে, শক্ত ভাবে কাঁধের ওপর চেপে বসা। হাতাগুলো সামান্য খাটো। কিন্তু কাপড়টা বেশ দামী।

শহরের দিকে ফিরে তাকাল সে। ছোট্ট ওয়েস্টার্ন শহর। রাস্তার পাশে হিচিং রেইলে কিছু ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। কোন সাইনবোর্ড কিংবা এমন কিছু চোখে পড়ল না যা থেকে বিশেষ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, নিদেনপক্ষে শহরের নাম বা

অবস্থান জানা যাবে।

তীক্ষ্ণ শব্দে হুইসেল বেজে উঠল। ট্রেনের হুইসেল। হঠাৎ করেই সে সচেতন হলো এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ট্রেনের হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাবে ওকে। দ্রুত একপাশে সরে এল ও, হাঁটু সমান উঁচু ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। ঠিক তখুনি রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে এল ট্রেনটা।

ট্রেন মানেই পালানোর একটা অবলম্বন। পালাতে পারলে কিছুটা সময় পাবে। ঠাণ্ডা মাথায়, সুস্থির ভাবে চিন্তা করতে পারবে পুরো পরিস্থিতি। কে ও, কোত্থেকে এল, কেন কিংবা কারা ওকে খুন করতে চাইছে।

ট্রেনটা পেরিয়ে গেল ওকে, স্টেশনে গিয়ে থামল। দূর থেকে ওটাকে জরিপ করল সে। অন্তত তিনটা বক্স-কার ফাঁকা মনে হচ্ছে, প্রতিটার দরজাই খোলা। সবচেয়ে কাছের বগিতে উঠে পড়বে কিনা ভাবছে, ঠিক এসময়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। যেদিক থেকে এসেছে ও, ঠিক সেদিক থেকে ছুটে আসছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। ট্রেনের কাছে গিয়ে থামল তারা। দুটো দলে ভাগ হয়ে ট্রেনের দুই পাশ থেকে রেকি করতে শুরু করল; প্রতিটি বগি, রড বা বাম্পার—কিছুই বাদ দিচ্ছে না।

ঝোপের ভেতর আরও পিছিয়ে এল লোকটা, প্রায় সেঁধিয়ে গেল ঘাসের আড়ালে। না দেখতে পেলেও লোকগুলোর কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

'...শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি!' একজনের অধৈর্য কণ্ঠ শুনতে পেল সে। 'ওরকম আহত শরীর নিয়ে ট্রেনে করে পালানো অসম্ভব। আসলে এতদূরই আসতে পারবে না ও। রক্তাক্ত শরীর, অন্তত কয়েকটা ক্ষত...উঁহুঁ, পালানো অসম্ভব। হয় শহরে কোথাও লুকিয়ে আছে, নইলে ঘাস বা ঝোপের আড়ালে পড়ে আছে সে। রক্তক্ষরণ হয়েই মরবে ও!'

'পশ্চিমে নতুন হতে পারে সে, কিন্তু শক্তপাল্লা!' আরেকজনের অসহিষ্ণু কণ্ঠ। 'সবকিছু এত সহজ ভাবছ কেন?'

'সহজ ভাবছি না। রিকটার শপথ করে বলেছে ঠিক মাথায় লাগিয়েছে গুলিটা। কখনও শুনেছ কার্ল রিকটারের পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়? ব্যাটার খুলি নিশ্চই লোহার তৈরি!'

'ঠিক আছে, বুঝলাম মারা গেছে ও, না মরলেও মরবে শিগ্গিরই।'

ক্যাবূজের* দিকে চলে গেল ওরা, আরেক চক্কর দিল ট্রেনটাকে। তারপর ব্যর্থ অভিযান শেষে ফিরতি পথ ধরল। বিশ গজ দূরে চলে গেছে অচেনা ঘোড়সওয়াররা, ঠিক এসময়ে বেজে উঠল হুইসেল। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল আহত লোকটি, প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল কাছের খালি বগির দিকে। পৌঁছে গেছে প্রায়, এসময়ে আচমকা পেছন ফিরল এক অশ্বারোহী। বিপদ দেখে দিক বদলে ফেলল ও, দুই বগির মাঝখানে চলাচলের জন্যে রাখা মই লক্ষ্য করে লাফ দিল।

---

* ক্যাবূজ (Caboose) : ট্রেনের কর্মচারীদের জন্যে নির্দিষ্ট বগি।

সঙ্কীর্ণ প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত হাতে ঠেকতে আঁকড়ে ধরল, শরীরে মোচড় তুলে দুই বগির আড়ালে সরিয়ে নিল দেহ। অশ্বারোহীদের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেছে ও এখন।

শম্বুক গতিতে চলতে শুরু করেছে ট্রেন, স্টেশনের ম্লান আলো এসে পড়ল ওর ওপর। মই বেয়ে ওপরে উঠল ও, ক্যাটওঅকের পাশের প্ল্যাটফর্মে এসে মেঝেয় বিছিয়ে দিল পরিশ্রান্ত দেহ। স্থির ভাবে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছে। বুক ধড়ফড় করছে। সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও হচ্ছে—ক্যাবুজ থেকে কেউ দেখে ফেলেনি তো? জানালা দিয়ে ওকে স্পষ্ট চোখে পড়ার কথা। অশ্বারোহী লোকটা পেছন ফিরেছিল কেন, কিছু সন্দেহ করেছিল?

ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে ট্রেনের। স্টেশন পেরোনোর সময় ক্ষণিকের জন্যে আলো এসে পড়েছিল ওর ওপর, কারও চোখে পড়ে গেছে ও? তেমন হলে নির্ঘাত পিছু নেবে এরা, পরের স্টেশনে কিংবা চলন্ত অবস্থায় ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করবে।

প্ল্যাটফর্মে চলে আসতে পারে কেউ, কারণ এটাই এক বগি থেকে অন্য বগিতে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা। টিকেট চেকার কিংবা ব্রেকম্যানও চলে আসতে পারে। এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

মাথা তুলে পেছনের বগির দিকে তাকাল ও। দরজা খোলা, ঢুকে পড়লেই হয়। হাত উঁচিয়ে দরজার একটা হাতল ধরে ফেলল, ট্রেনের দুলুনি অসুবিধা করছে। দরজার প্ল্যাটফর্মে এক পা তুলে দিল, তারপর অন্য পা-ও নামিয়ে দিল; শুধু আঙুলের ওপর ভর রেখেছে পুরো দেহের। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করল, তারপর খানিকটা উঁচু হয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিল শরীর।

খালি বগি। শুকনো, ধূলিধূসর মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল ও অনেকক্ষণ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার অপেক্ষায় আছে। তারপর কিছুটা সুস্থির হতে আহত পশুর মত উঠে বসল কষ্টেসৃষ্টে, দরজার দিকে এগোল। দরজার পাশে, বগির ধাতব দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে বসল মেঝেয়। খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকাল। আকাশে হাজার তারার মেলা বসেছে, শীতল বাতাস ঝাপটা মারছে ওর মুখে।

মাথায় কিছু চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ—কে ও? কোত্থেকে এল, কেন এসেছে? এতগুলো লোক ওকে মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন? ফেরারী কোন আসামী ও, আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পালাচ্ছে? নাকি যারা ওকে খুঁজছিল তারাই অপরাধী? কেন খুন করতে চাইছে ওকে? এমন কিছু ও জানে যেটা ওদের জন্যে বিপজ্জনক, কিংবা ওকে খুন করে কিছু ছিনিয়ে নিতে চাইছে?

কেবল প্রশ্নই, কোন উত্তর নেই। ক্লান্তি লাগছে, স্থির ভাবে চিন্তা করতে ইচ্ছে করছে না; উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় প্রায় অসুস্থ বোধ করছে। দেয়ালের সঙ্গে শরীর এলিয়ে দিল ও, জোর করে মাথাটা সচল রাখার চেষ্টা করছে···

কার্ল রিকটার···আর কিছু না হোক, অন্তত একটা নাম জেনেছে। একটা

সূত্র। ওকে খুন করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল রিকটারকে এবং সচরাচর মিস্ করে না সে। অর্থাৎ নিজের কাজে দক্ষ সে এবং আগেও নিশ্চয়ই খুন করেছে। যে লোকগুলো খুঁজছিল ওকে, কথাবার্তায় বোঝা গেছে বেশ সমীহ করে কার্ল রিকটারকে। বেপরোয়া এসব লোক যখন কাউকে সমীহ করে, ধরে নিতে হবে যোগ্য সে। বিখ্যাত কেউ হতে পারে। সুতরাং কার্ল রিকটারকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না; এবং সেক্ষেত্রে, নিজের পরিচয়ও বের করে নিতে পারবে।

কিন্তু কার্ল রিকটারকে যদি কেউ পাঠিয়ে থাকে…কে পাঠিয়েছে তাকে?

লোকগুলো বলছিল পশ্চিমে নতুন ও। যদি তাই হয়ে থাকে, কেন পশ্চিমে এসেছে ও? কোথায় ছিল আগে? কোন স্বজন আছে ওর? ও কি বিবাহিত?

শুধু একটাই সূত্র–কার্ল রিকটার। এ লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। জানতে হবে তার পরিচয়।

সঙ্গে আয়না নেই, থাকলেও অন্ধকারে দেখতে পেত না। সুতরাং দেখতে কেমন, কোন ধারণা নেই ওর। তবে এটুকু বুঝতে পারছে দীর্ঘদেহী; বাহুর সবল পেশীর অস্তিত্বে বোঝা যাচ্ছে স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল ওর, গড়পড়তার চেয়ে বেশিই শক্তি ধরে হাত দুটোয়। পশ্চিমে নতুন হতে পারে কিন্তু একেবারে দুধের বাচ্চা নয়।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকাল এক পকেটে একটা থলেয় দশটা স্বর্ণমুদ্রা আর কিছু খুচরো পয়সা বেশ কিছু নোটও আছে, কিন্তু গোনার ঝামেলায় গেল না সে অন্য পকেটে আছে একটা ধারাল ছুরি, সাদা রুমাল, ওয়াটারপ্রুফ দেয়াশলাই, তিনটা চাবিসহ একটা রিঙ, র-হাইডের দড়ি পেঁচিয়ে বানানো বল।

কোটের সাইড-পকেট ফাঁকা, কিন্তু ভেতরের পকেটে কিছু কাগজপত্র রয়েছে—হাতড়ে ওর মনে হলো কিছু দলিল আর দুটো চিঠি।

চিঠির ভাঁজ খুলে মেলে ধরল ও। তারার আলোয় মোটামুটি পড়া যাচ্ছে ঠিকানাটা। দুটোতেই লেখা: *জ্যাক লয়ারী, এল পাসো, টেক্সাস।*

ওর নামই কি জ্যাক লয়ারী?

বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করল ও, প্রথমে নিচু স্বরে, তারপর প্রায় চড়া কণ্ঠে; কিন্তু শূন্য স্মৃতিতে কোন আলোড়ন তুলল না নামটা।

চিঠি পড়ার মত আলো নেই, সুতরাং কাজটা পরবর্তী সময়ের জন্যে মুলতবি রেখে কাগজগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। পরে সুযোগ হলে পড়া যাবে।

'মি. জ্যাক লয়ারী কিংবা যে-ই হও না কেন তুমি,' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল ও। 'পকেটে যখন এত টাকা, নির্দ্বিধায় বলা যায় পায়ের তলায় শক্ত মাটি আছে তোমার!'

এল পাসো…নামটা বারবার উচ্চারণ করল ও, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না মস্তিষ্কে। কিন্তু এটাই হতে পারে দ্বিতীয় সূত্র। এল পাসোতে যাবে নাকি? জ্যাক লয়ারীর খোঁজ করলে হয়তো নিজের পরিচয়ও জেনে যেতে পারে!

কিন্তু…পারবে ও সেখানে যেতে, কিংবা সাহস হবে?

ভাবনা গুলিয়ে গেল, ঢুলতে শুরু করল সে।

কতক্ষণ পেরিয়েছে জানা নেই ওর, হঠাৎ কাঁধে বলিষ্ঠ একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে সজাগ হলো। ধড়ফড় করে নুয়ে পড়া মাথা সিধে করল ও, চোখ মেলে তাকাল।

'ভয় পেয়ো না, মিস্টার,' নিচু, উদ্বেগ ভরা একটা কণ্ঠ শুনতে পেল সে। 'শত্রু ভেবো না, আমি বন্ধু। জানালা দিয়ে দেখো, পরিস্থিতি সুবিধের মনে হচ্ছে না। কাউকে খুঁজছে ওরা, হয়তো তোমাকেই; তেমন হলে…সত্যিকার একজন বন্ধুরই দরকার এখন তোমার।'

উঠে দাঁড়িয়েছে সে, বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়েছে। পরিষ্কার হয়ে গেছে মাথা। ট্রেনটা ছুটছে এখনও, তবে গতি কমে এসেছে খোলা জানালা আর দরজা পথে ভেতরে ঢুকছে বাইরের আলো একটা শহরে প্রবেশ করছে ট্রেন। 'কি হচ্ছে এখানে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ও

'রাস্তায় বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে, খেপে আছে সবাই। একটা দড়ি জোগাড় করেছে ওরা। পুরো ট্রেনে আর কোন লোক নেই, সুতরাং নিশ্চিত বলা যায় তোমাকেই ঝুলিয়ে দিতে চায় ওরা '

'কেন, আমাকে ঝোলাবে কেন?'

'দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করলে চলবে? আগে [illegible] শহরের শুরুতে গাঢ় একটা আকৃতি দেখিয়ে বলল লোকটা, 'ট্রেন পানির ট্যাঙ্কটা পেরিয়ে গেলেই লাফ দিয়ো। ট্যাঙ্ক আর করালের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা আছে, যত জোরে সম্ভব ছুটে পেরিয়ে যাবে। করাল পেরোলেই ঝোপঝাড় পড়বে তারপর ডান দিকে একটা শুকনো ওঅশ পাবে

'ওঅশ ধরে গেলে পৌঁছে যাবে পাহাড়ের কাছে বড়সড় একটা বোল্ডার দেখার আগে ভুলেও থেমো না কিংবা ওঅশ ছেড়ে উঠে এসো না ট্রেইলে ছুটতে থাকলে একসময় শ্যাওলা পড়া বোল্ডারটা দেখতে পাবে, হালকা সবুজ রঙের—অবশ্য পর্যাপ্ত আলো থাকলেই কেবল রঙটা দেখতে পাবে। বোল্ডার পেরিয়ে ডানে মোড় নিয়ো, তীর ধরে এগোলে একটা রাস্তা পেয়ে যাবে…এরপর স্রেফ রাস্তা ধরে এগোলেই নিশ্চিন্ত। দেরি কোরো না, লাফ দাও এক্ষুণি!'

ট্রেনের গতি আরও কমে যাচ্ছে অচেনা এক শহরের কিছু লোক কেন ওর জন্যে নেক-টাই পার্টির আয়োজন করবে, কিভাবেই বা তারা জানল ট্রেনে আছে ও, পাশে দাঁড়ানো আগন্তুকের পরিচয় বা আসল উদ্দেশ্য—অনেক প্রশ্ন ভিড় করছে মনে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে লোকটা। লাফিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল সে, তারপর ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল আহত মানুষটা। লাফিয়ে ট্রেন থেকে নামল, সামলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। চলন্ত ট্রেন থেকে নিরাপদে লাফ দেয়ার ধরনে, কিংবা যেরকম সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটছে, বোঝা যাচ্ছে এসব কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে ওর, নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল সে। হয়তো স্মৃতি লোপ পেয়েছে ওর, কিন্তু দীর্ঘ দিনের অভ্যাস বা স্বতঃস্ফূর্ততা ভুলে যায়নি শরীরের পেশীগুলো।

ছোটার মধ্যেই বিশাল পানির ট্যাঙ্কটা দেখতে পেল, স্যাঁতস্যাঁতে কিন্তু স্বস্তি

কর একটা গন্ধ লাগছে নাকে; পায়ের নিচে নরম মাটির অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। কয়লার ইঞ্জিন থেকে বেরোনো ধোঁয়ার গন্ধ কিংবা এগ্‌জস্ট পাইপ থেকে নির্গত বাষ্পের হিস্‌হিস্‌ শব্দও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

জীর্ণ বার্নটা চোখে পড়ল ওর, ঠিক পাশেই করাল। করালের পাশ দিয়ে ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ল ও, দীর্ঘ পা ফেলছে অনায়াস ভঙ্গিতে। নিস্তব্ধ রাত্রির শীতল বাতাসের সঙ্গে খড়ের সোঁদা ঘ্রাণ আর বার্নের আবর্জনার কটু গন্ধ স্পষ্ট টের পেল।

পেছনে লোকজনের উত্তেজিত স্বর কানে এল ওর: 'ট্রেনটা খুঁজে দেখো! রিকটার খবর পাঠিয়েছে এই ট্রেনে চড়েছে লোকটা। ওকে পালাতে দেয়া যাবে না!'

মুহূর্তের মধ্যে ঝোপের আড়ালে চলে এল সে, তারপর ওঅশের শুকনো বালিতে পা রাখল। নরম বালিতে পা দেবে যাচ্ছে, কিন্তু গতি কমানোর চেষ্টা করল না ও, বরং দ্রুত ওঅশ পেরিয়ে যেতে চাইছে। বুকের খাঁচার ভেতরে দমাদম লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, স্পষ্ট টের পাচ্ছে, এতটাই যে শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। বাধ্য হয়ে গতি কমাল, ধীরে পা ফেলছে এখন, প্রায় হাঁটছে। মাথায় একটা ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে, রক্তক্ষরণও হয়েছে বেশ, উপরন্তু এত ধকলের পরও নিজেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছুটতে দেখে স্বস্তি বোধ করছে; এতে অন্তত একটা ব্যাপার পরিষ্কার—পোড়-খাওয়া একজন মানুষ ও, সাধারণ যে কোন লোকের চেয়ে যার ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা অনেক বেশি।

এগিয়ে চলল ও। দূর থেকে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেল বোল্ডারটা, ওটা পেরিয়ে ডানে মোড় নিল। ঢালু পথ বেয়ে উঠে এল ওঅশের পাড়ে। ওঅশের সমান্তরালে চলে যাওয়া একটা রাস্তা আবিষ্কার করল, তলা থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট উঁচু, কিন্তু পাড়ে ঝোপ-ঝাড় থাকার কারণে দূর থেকে চোখে পড়বে না।

ছোট্ট অগভীর একটা ক্রীকের ধারে চলে গেছে ট্রেইল। হাঁটু গেড়ে পানির কিনারে বসল ও, আঁজলা ভরে পানি তুলে চুমুক দিল। তেষ্টা মেটানোর পর, যেন অন্য কোন ট্রেইল নেই, পানির ক্ষীণ স্রোত ভেঙে এগোল ও। ওপাড়ে এসে মেঠো পথটা খুঁজে পেল আবার। নিশ্চিন্তে এগোল সে, কিছুটা হলেও সুস্থির বোধ করছে।

খুব বেশি হলে সিকি-মাইল এগিয়েছে, এসময় কারও ডাক শুনতে পেল: 'এদিকে!'

শব্দ শুনে লোকটার অবস্থান আন্দাজ করল ও। কয়েক হাত দূরে পাথর সারির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের সেই লোকটা।

কোন কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, পাথরের ফাঁকে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোল। চল্লিশ গজের মত এগিয়ে বসে পড়ল, মাথার ওপর গ্র্যানিট আর বিশাল সব বোল্ডার দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। মাথা নিচু করে পথটা পেরিয়ে গেল সে, তারপর ঝোপ আর পাথরে ঘেরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছল।

আবারও পাথরের ফাঁকে সরু পথ ধরে এগোল সে, এবং এবার অবশ্য খোলা

কোন জায়গায় নয়, বরং বিশাল একটা গুহায় উপস্থিত হলো।

জায়গাটা পরিচ্ছন্ন, ব্যবহৃত। একপাশে জ্বালানি কাঠের স্তূপ। কিছু পাথর একত্র করে চুলো বানানো হয়েছে, শুকনো ছাই আর কয়লা পড়ে আছে সেখানে।

কাঠ জড়ো করে আগুন ধরাল লোকটি।

'বাইরে ধোঁয়ার গন্ধ যাবে না?'

'সম্ভাবনা কম। আমরা যেভাবে এসেছি, ওভাবে ছাড়া এই গুহার আধ-মাইলের মধ্যেও ঘোড়ায় চড়ে আসা যাবে না। আর জানোই তো, বাধ্য না হলে কোন পাঞ্চারই হাঁটতে চায় না। চল্লিশ বছর ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে গুহাটা, আজ পর্যন্ত বাইরের কেউ খুঁজে পায়নি।'

বিস্মৃত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, সহজাত প্রবৃত্তি আর দূরদর্শিতা প্রয়োগ করল গুলি খাওয়া মানুষটা। 'সঙ্গে এও প্রার্থনা করো যেন কোন আউট-ল আইনের লোক হয়ে না যায়' প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে।'

আগুন উস্কে দিয়ে উঠে দাঁড়াল অন্যজন। 'ঘটতে পারে,' জিন্সে হাত মুছতে মুছতে একমত হলো সে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'আমি হ্যামলিন, মাইক হ্যামলিন।'

আগুন ভাল মত ধরেনি এখনও, তবে লোকটার মুখ দেখার মত যথেষ্ট আলো রয়েছে গুহায়। সুঠামদেহী বলা যাবে না হ্যামলিনকে, তবে কাঁধটা চওড়া। ধূসর চুল, সরু গোঁফ; ক্ষৌরি না-করা মুখ আর ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত নীল চোখে খানিকটা অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে। গুলি খাওয়া লোকটা পাল্টা নিজের পরিচয় জানাবে আশা করেছিল সে, কিন্তু তা না হওয়ায় কিছুটা বিব্রত দেখাল তাকে, অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। শেষে শ্রাগ করে গুহার কোণে সরে গেল, একটু পর কফির কেতলি আর পেয়ালা নিয়ে ফিরে এল...

'তুমি বোধহয় মার্কা-মারা কেউ, নইলে তোমার ওপর এমন খেপে গেল কেন সবাই?' বলছে হ্যামলিন। 'শেষবার ইনজুনরা রেইড করার পর এই শহরের লোকজনকে এতটা খেপে উঠতে দেখিনি আমি...তাও কয়েক বছর হয়ে গেল।'

চুপ করে থাকল সে, বলার মত কিছু নেইও। ছোটাছুটির কারণে মাথার ভেতরে দপদপে ব্যথা শুরু হয়েছে আবার, ক্লান্তি লাগছে। শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন ও। এই লোকটিকে চেনে না, অথচ ওকে সাহায্য করছে সে, কারণটাও জানে না। কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও, একইসঙ্গে সন্দিগ্ধও হয়ে উঠেছে। কি চায় মাইক হ্যামলিন? আসলে কে সে?

'তোমাকে কেন খুঁজছে ওরা?' ফের জানতে চাইল হ্যামলিন।

'কি জানি! আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসেও না।' কিভাবে ব্যাখ্যা করবে যে লোকগুলোর ওকে খুঁজে বেড়ানোর কারণ আসলেই জানে না? হয়তো কার্ল রিকটারের লোক এরা। 'মনে হচ্ছে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় উপস্থিত ছিলাম।'

'যাক, সেটা তোমার ব্যাপার। নাম আছে তো একটা?'

'রায়ান বলে ডাকতে পারো। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না। নাও, কফি তৈরি হয়ে গেছে। কফি খেলে খানিকটা চাঙা লাগবে তোমার। এই ফাঁকে তোমার ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখি।'

ওর জখমে আঙুল বুলিয়ে দেখল হ্যামলিন।

'জানি না কি, হয়তো বুলেটের জখম...কিংবা পড়ে যাওয়ায় ঠুকে গেছে জায়গাটা।'

'বুলেট,' নিশ্চিত স্বরে জানাল হ্যামলিন। 'কেউ গুলি করেছে তোমাকে।'

ফের গুহার কোণে চলে গেল সে। এবার একটা প্যান নিয়ে ফিরে এল। গুহায় জমানো পানি আছে, পানিতে প্যান পূর্ণ করে চুলোয় বসিয়ে দিল

হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে পড়ল রায়ান নামের লোকটি। একটু আগে বোধহয় মিনিট কয়েকের জন্যে অচেতন হয়ে পড়েছিল ও...হ্যামলিনকে কেতলি আর কাপ নিয়ে আসতে দেখেছিল, কিন্তু পানি আনতে যেতে বা কফি তৈরি করতে দেখেনি...সামান্য সময়ের জন্যে শূন্যতা অনুভব করেছে; মাথা ব্যথা শুরু হয়েছিল এরপর, কফি-পট নিয়ে হ্যামলিনকে উঠে দাঁড়াতে দেখেছে...

আচমকা শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা দেহে। হ্যামলিন কি ব্যাপারটা খেয়াল করেছে? আবার ঘটবে এমন কিছু? মুহূর্তের এই অচেতনতা কি ক্লান্তির কারণে, নাকি মাথার ভেতরে সত্যিই মারাত্মক কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে?

'আঘাতটা বিচ্ছিরি,' নিরুত্তাপ স্বরে মন্তব্য করল হ্যামলিন। 'মনে হচ্ছে তোমার অপেক্ষায় শুয়ে ছিল কেউ।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'ওপর থেকে গুলি করেছে লোকটা। উঁচু জানালা বা ব্যালকনি...কিংবা ছাদ থেকে।'

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরের মুহূর্তটা স্মরণ করল রায়ান—একটা গলিতে পড়ে ছিল ও; দোতলার জানালার কথাও মনে পড়ল। হয়তো ওখান থেকে লাফিয়ে পড়ার পর গুলিটা লেগেছে মাথায়। কিন্তু কি এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে দোতলা থেকে লাফ দিতে হলো ওকে?

'শহরটার নাম জানো?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সে, তারপর শ্রাগ করল। 'সত্যিই জানো না?'

মাথা নাড়ল রায়ান।

'বিগ বে, খুব ছোট শহর। স্টেশন ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই নেই ওখানে। আউট-লদের আখড়া বলা যায়।' হ্যামলিনের নির্লিপ্ত নীল চোখে কোন ভাবান্তর নেই। 'ভাবছি আসলেই তুমি কে, কিংবা কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলে! তোমার পিছু নিয়ে অন্তত দশ-বারোজন এসেছিল।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আহত অবস্থায় তোমাকে শহর থেকে আসতে দেখেছি। হাঁটতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছিলে।'

'স্টেশনে ছিলে তুমি?'

এবার দাঁত বের করে হাসল হ্যামলিন। 'উঁহুঁ, তোমার মতই ঘাসের আড়ালে

লুকিয়ে ছিলাম। ভয়ে ভয়ে ছিলাম কেউ আবার দেখে ফেলে কিনা।'

ভেজা একটা ন্যাকড়া দিয়ে রায়ানের ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছে সে। 'হাড় পর্যন্ত ঢুকে গেছে বুলেট। হাড়ে আঁচড়ও লেগেছে বোধহয়।' পানি দিয়ে রায়ানের কাপড় পরিষ্কার করল এবার। 'মনে হচ্ছে টার্গেট হিসেবে তোমার মাথাটা সবারই পছন্দ, বাছা! এবং একবার লাগিয়েছে যখন, নির্ঘাত আবারও চেষ্টা করবে

'কি জন্যে বললে এ কথা?'

'পুরানো একটা ক্ষত আছে তোমার চাঁদিতে। আগেও বুলেট লেগেছে ওখানে, অন্য কোন সময়ে, অন্য কোথাও। এই বুলেটটা ঠিক পাশে লেগেছে, যেন আগেরটাকে নিশানা করে গুলি করেছে।'

পুরানো ক্ষত? হয়তো কয়েকটাই থাকতে পারে। শরীরে কোথায় কোন্ ক্ষত আছে সেটা দূরে থাক, মুখটা দেখতে কেমন সেই ধারণাই নেই ওর।

'রায়ান…বেশ অপ্রচলিত নাম,' কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর মন্তব্য করল হ্যামলিন।

'হয়তো সেজন্যেই বেছে নিয়েছি।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়াল হ্যামলিন, ঝুঁকে আগুন উস্কে দিল। 'যে-ই তোমাকে গুলি করে থাকুক, নিজের চেহারা দেখাতে চায়নি কিংবা পরিচয়ও প্রকাশ করতে চায়নি। তার মানে…তোমাকে বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে ধরে নিয়েছিল সে, সামনা-সামনি দাঁড়ানোর সাহস ছিল না লোকটার।'

'মনে হয় না।'

'ব্যাপারটা আসলে সেরকমই। পশ্চিমে এমন লোকও আছে সামান্য পঞ্চাশ ডলার পেলে যে কোন ছুতোয় তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রকাশ্যে মেরে ফেলবে। লোকে বলবে ফেয়ার ডুয়েল। সেই সাহস ছিল না ওদের, থাকলে তোমাকে অ্যাম্বুশ করত না। ওরা জানত সমান সুযোগ পেলে পাল্টা গুলি করবে তুমি, হয়তো ওদের কল্পনার চেয়েও দ্রুত গতিতে।'

উত্তরে কোন মন্তব্য করল না রায়ান। কফির স্বাদটা মন্দ নয়। হ্যামলিন বেকন ভাজতে শুরু করতে, এই প্রথম খিদের অনুভূতি হলো ওর, আচমকা সচেতন হলো পেটের ভেতর একটা রাক্ষস ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ। অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসল ও।

'তোমার শূন্য হোলস্টারটা দুশ্চিন্তায় ফেলছে আমাকে,' বলল হ্যামলিন।

'যদ্দূর মনে হচ্ছে খোলা একটা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম। পিস্তলটা কখন পড়ে গেছে নিজেও টের পাইনি।'

'মনে পড়ছে না?'

'না।'

'একটা অস্ত্র দিতে পারি তোমাকে,' মুহূর্ত খানেক পরে বলল সে। 'যে অবস্থায় আছ, ওটা সঙ্গে না থাকলেই নয়।'

গুহার কোণে আবারও চলে গেল হ্যামলিন, গোপন খাঁজ থেকে একটা কোল্ট আর এক বাক্স কার্তুজ বের করে ফিরে এল। সিক্সগানটা রায়ানের দিকে ছুঁড়ে দিল

সে। শূন্যে ওটা লুফে নিল রায়ান, নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে নিজের হাতের কাজ দেখল—দক্ষ এবং নিপুণ হাতে সিলিন্ডার ঘুরিয়ে ভেতরে বুলেট আছে কিনা পরখ করল, তারপর হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল কোল্টটা। মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে অনভ্যস্ত মনে হলো না ওর।

'বেশ,' শুকনো, চিন্তিত স্বরে বলল রহস্যময় হিতাকাঙ্ক্ষী। 'বোঝা যাচ্ছে আগেও পিস্তল ব্যবহার করেছ।' কার্তুজের বাক্স ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'এগুলোও কাজে লাগবে। তোমার গানবেল্টের কিছু লূপ ফাঁকা।'

'ধন্যবাদ।'

কোল্টটা নতুন জিনিস, ফ্রন্টিয়ার মডেলের। ওজনও খুব বেশি নয়। হোলস্টারে অভ্যস্ত লাগছে জিনিসটা। 'তুমি দেখছি বিশ্বাস করছ আমাকে,' মন্তব্যের সুরে বলল রায়ান।

হ্যামলিনের চোখের কোণ কুঁচকে উঠল, মুচকি হাসল সে। 'আমাকে দরকার হবে তোমার, বাছা। কিন্তু তোমাকে আমার দরকার নেই।'

'কারণ?'

'কারণ, মি. রায়ান বা যে-ই হও, স্রেফ অন্ধ একজন মানুষের মত চলছ তুমি। জানো না কে তোমার শত্রু, কারা তোমার বন্ধু কিংবা দরকার হলে কোথায় খুঁজে পাবে তাদের। কোন্ পথে এগোবে তাও জানো না। নিজের অবস্থান স্পষ্ট না জানা পর্যন্ত আমাকে দরকার হবে তোমার।

'নিজেকে হারিয়ে ফেলা একজন মানুষ তুমি, রায়ান। প্রথম থেকে লক্ষ্য করছি তোমাকে। প্রতিটি ঘটনা, সামান্য নড়াচড়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছ, প্রায় তটস্থ হয়ে আছ তুমি, যে কোন কথার ভেতর থেকে সূত্র খুঁজে পেতে চাইছ—কোন লোকের মধ্যে এত একাগ্রতা দেখতে পাইনি আমি। এত সতর্ক মানুষও দেখিনি।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু তাতে কি?'

শ্রাগ করল হ্যামলিন। 'কি আর! কিছু যায়-আসে না আমার। পরোয়াও করি না। আমার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার জন্যে যেরকম আগ্রহ দেখাচ্ছ, সেটা ধরতে পেরেছি বলেই এত কথা বলছি। অনেক কিছুই জানো না তুমি। আরও কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। যতটা জানি, ঠিক ততটাই বলব। শত হোক, আমার উপকার করবে তুমি।'

বিহ্বল হয়ে পড়ল রায়ান। 'আমি? কখন, কিভাবে?'

ক্ষীণ রহস্যময় হাসি দেখা গেল হ্যামলিনের ঠোঁটে। 'কে কখন কার উপকার করে আগে থেকে বলা সম্ভব?' দার্শনিক সুরে বলল সে। 'হয়তো করবে, হয়তো করবে না!'

বেকন ভাজা হয়ে গেছে। খেতে শুরু করল ওরা।

'কি করবে এখন?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল সে, রায়ানের সমস্যার মধ্যে নতুনত্ব দেখে আগ্রহ বোধ করছে। জীবনে হাজারটা সমস্যায় পড়ে মানুষ, কিন্তু এ ধরনের ঘটনা একেবারেই বিরল। রায়ান কি করে, সেটাই ওর কৌতূহলের বিষয়।

'নিজের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।'

'কেউ তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, এবং এখনও হাল ছাড়েনি ওরা। পরিচয় জানতে গিয়ে যদি ওদের কারও সামনে পড়ো, তখন কি করবে?'

শ্রাগ করল রায়ান। সত্যিই জানা নেই ওর। 'পরিস্থিতি অনুযায়ী যা মনে হবে...' থেমে গেল ও, অনিশ্চিত দৃষ্টি ফুটে উঠল চাহনিতে। 'তুমি কি করবে, এখানেই থাকবে নাকি?'

'রাতটা এখানে কাটাব। সকালে পাহাড়ে উঠে সিগন্যাল পাঠাব। সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে সিগন্যালটা পৌঁছে যাবে জায়গামত–আমার লোকজনের কাছে, উপত্যকার ওপাশ থেকে অনায়াসে চোখে পড়বে ওদের। আমাকে নিয়ে যেতে আসবে ওরা।'

'কোথায় যাব আমরা?'

'আমরা' শব্দটা কান এড়ায়নি হ্যামলিনের, মুচকি হাসল সে। বুঝতে পারল রায়ান ধরেই নিয়েছে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ও। তাতে অবশ্য আপত্তি নেই ওর। রায়ানের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করছে, এবং একইসঙ্গে উদ্বেগও বোধ করছে। কিন্তু সেটা প্রকাশ পেল না ওর কথায়। রহস্যময় সুরে জবাব দিল সে। 'কে জানে, হয়তো তোমাকে চিনতেও পারে ওদের যে কেউ! এরকম তো হতেই পারে, তাই না?' হাসিটা বিস্তৃত হলো তার। 'সেজন্যেই পিস্তলটা দিয়েছি তোমাকে, বন্ধু না হয়ে যদি শত্রুর সামনে পড়ে যাও!'

দুই

চোখে সূর্যের আলো পড়তে ঘুম ভাঙল স্মৃতি হারিয়ে ফেলা রায়ানের। ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পাথরের দেয়ালে ছোট্ট স্মোক-হোল আছে, হ্যামলিন যেখানে আগুন জ্বালিয়েছে ঠিক তার ওপরে; পাথুরে দেয়ালে একটা ফাটল বলা যায় ওটাকে, সেটা দিয়েই সূর্যের আলো উঁকি দিয়েছে গুহার ভেতর।

ধোঁয়া নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল রায়ান, কারণ খোলা প্রান্তরে অনেক দূর থেকে ধোঁয়া দেখা যায়। কিন্তু ওকে আশ্বস্ত করেছে হ্যামলিন, ব্যাখ্যা করেছে স্মোক-হোলের বাইরের দিকে ঘন ঝোপ আর গাছপালা আছে, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গর্তের ওপর; ওপরে উঠে যাওয়া ধোঁয়া ঝোপ-ঝাড়ের বাধা অতিক্রম করার আগেই বাতাসে মিলিয়ে যায়।

হ্যামলিন ঘুমাচ্ছে।

স্থির হয়ে শুয়ে থাকল রায়ান। দৃষ্টি গুহার ছাদের দিকে। অস্থির বোধ করছে ও, দৈহিক ক্লান্তি এবং অবসাদ ছাড়িয়েও উদ্বেগ বোধ করছে–ধারে-কাছে আছে শত্রুরা, তারা যে-ই হোক। অথচ কিছুই মনে করতে পারছে না ও, নিজের পরিচয়ই যদি না জানল তাহলে কিভাবে সমস্যার সমাধান করবে?

রাতে বিশ্রাম পেয়েছে, ভাবার সুযোগও হয়েছে; কিন্তু কোন সমাধানে

পৌঁছতে পারেনি, বিস্মৃতির অতল জলে কেবলই খাবি খেয়েছে। অতীতহীন একজন মানুষ ও–নিজের পরিচয় জানা নেই, জানে না কোত্থেকে এসেছে, কিংবা কি উদ্দেশে এখানে এসেছিল।

তারপরও, সমাধান একটাই। সবার আগে নিজের পরিচয় জানতে হবে। তাহলে অন্য বিষয়গুলোও স্পষ্ট হয়ে যাবে। অন্তত তাই আশা করছে রায়ান।

'এক ব্রঙ্ক ফাইটারকে চিনতাম,' ওর দ্বিধা আর জড়তা দেখে গতরাতে মন্তব্য করেছিল হ্যামলিন, আসলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল ওকে। 'একবার মাথায় আঘাত পেয়েছিল লোকটা এবং সাত-আট মাস পর স্মৃতি ফিরে পেয়েছিল। অনেকে আরও তাড়াতাড়ি পায় বলে শুনেছি।

'আবার উল্টো ঘটনাও শুনেছি। স্মৃতি ফিরে পেলেও বিশেষ কারণে পরিচয় গোপন রাখে কেউ কেউ।'

'আমার ব্যাপারটা সেরকম নয়।'

'কোথাও ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা উচিত তোমার,' রায়ানের কণ্ঠে অসন্তোষ ধরতে পেরে কিছুটা বিব্রত বোধ করল হ্যামলিন। 'আমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কিছুই জানি না আমি। ...কিছু দিন এলাকায় ছিলাম না অবশ্য, তারপরও নিশ্চিত বলতে পারি কোন রেঞ্জ ওঅর হলে ঠিকই শুনতে পেতাম, কারণ এলাকায় আউট-লদের নিয়ে একমাত্র আমরাই র‍্যাঞ্চিং করি। অন্য কি ঘটনা থাকতে পারে?

'তোমার পোশাক-আশাক শহুরে লোকের মত, কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে শহুরে লোক নও। তুমি হয়তো একজন জুয়াড়ী এবং ওই শহরের কিছু লোককে মেরে ফেলেছ। উঁহুঁ, তাতেও মিলছে না ব্যাপারটা। সেক্ষেত্রে তোমাকে অ্যাম্বুশ করে মারার দরকারটা কি?'

আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠের চেলা তুলে সিগার ধরিয়েছিল হ্যামলিন, সুখটান দিয়ে উৎসুক স্বরে জানতে চেয়েছে: 'এখন কি করবে, ভেবেছ কিছু?'

দ্বিধা করছিল রায়ান, বুঝতে পারছিল না সবকিছু খুলে বলা উচিত হবে কিনা। কিন্তু চরম বিপদের সময় এ লোকটাই সাহায্য করেছে, রক্ষা করেছে ওকে; এবং ওর ব্যাপারে সত্যিই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে। 'জ্যাক লয়ারী নামে কোন লোকের কথা শুনেছ?' শেষে দ্বিধা ঝেড়ে জানতে চেয়েছে ও।

পাইপের ওপর স্থির হয়ে ছিল মাইক হ্যামলিনের দৃষ্টি। চোখ তুলে যখন রায়ানের দিকে তাকাল, একেবারে নির্দোষ চাহনি দেখা গেল চোখে, মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। 'মনে পড়ছে না...নিশ্চিত বলতে পারব না,' নিরুত্তাপ স্বরে উত্তর দিয়েছে সে।

'কার্ল রিকটারের নাম শুনেছ?'

'এলাকার সবাই চেনে ওকে,' জ্বলন্ত কাঠটা আগুনে ঠেসে ধরে উত্তর দিয়েছে হ্যামলিন। 'কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ছে তোমার?'

'উঁহুঁ, স্মৃতি থেকে বলছি না। রেলরোডের ধারে অপেক্ষা করার সময় ওদের আলাপ শুনে নামটা জেনেছি। হয়তো এসবের সঙ্গে জড়িত নয় সে।'

এখন, গুহার শুকনো মেঝেয় সটান শুয়ে থেকে গতরাতে হ্যামলিনের সঙ্গে

ওর আলোচনা আদ্যোপান্ত মনে করল রায়ান, খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল; কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। হ্যামলিন কি চেনে লয়ারীকে? চিনলে অস্বীকার করল কেন?

নিজের অবস্থান নিয়ে যতই ভাবছে, ততই একা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে রায়ান। শত্রু-মিত্র সম্পর্কে ধারণা নেই, যে কোন লোকের সঙ্গই বিপজ্জনক হতে পারে ওর জন্যে। এ অবস্থায় একা থাকাই বাঞ্ছনীয়। নিরাপদ কোন জায়গায় সরে যেতে হবে, যেখানে অচেনা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকবে না; একইসঙ্গে, পর্যাপ্ত সময় পেলে হয়তো হারানো স্মৃতিও ফিরে পেতে পারে।

চিন্তা করার জন্যে, পরিকল্পনা করার জন্যে এবং স্মৃতি ফিরে পাওয়ার জন্যেও সময় দরকার ওর। হ্যামলিন কিছুই ব্যাখ্যা করেনি। কোথায় আছে কিংবা কোথায় যেতে চাইছে কিছুই বলেনি; শুধু সতর্ক করে দিয়েছে–যেখানে যাচ্ছে সেখানে কিংবা অন্য যে কোন জায়গায়–শত্রুর মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে ও। প্রতিটি লোকের কাছ থেকে বিপদ আশঙ্কা করার পরামর্শ দিয়েছে!

হ্যামলিন কি সত্যিই ওর বন্ধু? নাকি চেষ্টা করছে ওর কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে–কোন গোপন তথ্য বা পরিকল্পনা? কিভাবে একেবারে মোক্ষম সময়ে সঠিক জায়গায় উপস্থিত ছিল সে? অবশ্য এমন ঘটতেই পারে। বহু লোক ফ্রেইট ট্রেনে চড়ে, এবং পরস্পরকে সাহায্য করবে, এটাই স্বাভাবিক।

হ্যামলিন অনভিজ্ঞ নয়, পোড়-খাওয়া লোক। এ পর্যন্ত সৎ পরামর্শই দিয়েছে ওকে। 'কাউকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই,' অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। 'কেউ বেশি কৌতূহল প্রকাশ করলে বোলো আইনকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছ তুমি। এর বেশি কিছু বোলো না। লোকজন কৌতূহলী হবেই, যাদের যা স্বভাব। কিন্তু তোমার জায়গায় আমি হলে এর বেশি কিছু বলতাম না···কিচ্ছু না।'

গুহা থেকে বেরিয়ে এরপর হ্যামলিনের সঙ্গে মেসায় উঠেছে রায়ান। পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ি টপকে পঞ্চাশ ফুট উঠল দু'জন। কিছু অংশ প্রাকৃতিক, কিছু সিঁড়ি মানুষের তৈরি। পাহাড়ের কোলে আয়না বসানো ছিল, সেগুলো থেকেই সিগন্যাল পাঠিয়েছে হ্যামলিন।

নিচের উপত্যকাটা প্রায় সমতল। পাহাড়ের কোলে সিডার আর পাইনের সারি, পাদদেশে ঘন ঝোপ। আরও দূরে অজস্র ক্যানিয়ন আর ক্লিফের সমারোহের ফাঁকে-ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে নিচু পাহাড়ের সারি। খুব বেশি উঁচু নয় কোনটাই, স্রেফ কয়েকশো ফুট হবে হয়তো; ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের মত ক্ষত-বিক্ষত শরীর, এবড়োখেবড়ো। 'পাহাড়গুলোর ফাঁকে অন্তত পঞ্চাশটা ট্রেইল আছে,' বলেছে হ্যামলিন। 'বেশিরভাগই গোলক-ধাঁধার মত, ঘুরে-ফিরে আগের জায়গায় চলে এসেছে অথবা নিরেট পাথুরে দেয়ালের সামনে শেষ হয়েছে।'

দু'হাত চোখের সামনে তুলে ধরল রায়ান। কি করেছে এই হাত দুটো? কেন কিছু লোক খুন করতে চাইছে ওকে? এখনও কি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা? এই হাত দুটো কি কাউকে খুন করেছে? নাকি ভাল কাজে ব্যবহৃত হয় এরা? হাতগুলো

কি ডাক্তারের, নাকি কোন ল-ইয়ার, কর্মঠ শ্রমিক কিংবা পাঞ্চারের? হাতুড়ি বা কুঠার মানায় এই হাতে, নাকি পিস্তল?

কোন প্রশ্নেরই উত্তর নেই। একটা ব্যাপার পরিষ্কার—হাত দুটো যথেষ্ট শক্তিশালী।

বিছানা ছেড়ে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল রায়ান। চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করল আবার। হয়তো কখনোই নিজের পরিচয় জানতে পারবে না। এমনও হতে পারে, প্রথম যে লোকটির সঙ্গে দেখা হবে, তার গুলিতেই মারা পড়বে। যদি কোন ভাবেই গোলাগুলি এড়িয়ে যেতে না পারে, তাহলে কি করবে? আসলে কি ধরনের লোক ও?

প্রচণ্ড আঘাতে সব স্মৃতি ধুয়ে গেছে মস্তিষ্ক থেকে, অতীতটা মরে গেছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে অসুবিধে কি? দূরে কোথাও চলে গেলে কেমন হয়?

যেসব স্মৃতিরা এখন অবচেতন স্তরে রয়ে গেছে, এরাই যদি ফিরে আসে একসময়—এই ঝামেলার সমস্ত খুঁটিনাটি যদি মনে পড়ে যায়, কিভাবে উপেক্ষা করবে তখন? কত দূরে যাবে ও, যেখানে কোন্ দিকে যেতে হবে সেটাই জানা নেই? তাছাড়া পৃথিবীটা তো গোল। শত্রুরা যে কোন জায়গায় থাকতে পারে, কিভাবে জানবে সেখানেও কোন শত্রু থাকবে না?

একটা কাজই করার আছে ওর এখন—নিজের পরিচয় জানতে হবে।

উঠে দাঁড়াল রায়ান, পায়ে বুট গলিয়ে গানবেল্ট ঝোলাল কোমরে। পিস্তলটা রাখল হোলস্টারে। তারপর হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল।

'তো, দেখা যাচ্ছে কাউহ্যান্ড নও তুমি,' গুহার অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এল হ্যামলিনের কণ্ঠ, শুয়ে থেকে দেখছে ওকে। 'কাউহ্যান্ডরা সবসময় আগে হ্যাট পরে।' কম্বল সরিয়ে উঠে বসল সে, আড়মোড়া ভাঙল। 'লুক-আউটে গিয়ে দেখো তো বাইরে কাউকে দেখা যায় কিনা, এই ফাঁকে নাস্তা তৈরি করে ফেলব আমি।'

ঝকঝকে সকাল। উজ্জ্বল আলো গড়াগড়ি খাচ্ছে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। সমতল উপত্যকায় অনেক দূর দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। বহু দূরে ধুলোর একটা মেঘ দেখতে পেল রায়ান। দৃষ্টি সরিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার তাকাল। উঁহুঁ, ভুল দেখছে না। শম্বুক গতিতে এগিয়ে আসছে ধুলোর মেঘ।

হ্যামলিনও বাইরে চলে এসেছে। চোখ কুঁচকে দেখল সে, মুখে স্বস্তি। 'এখানে পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগবে ওদের। চলো, এই ফাঁকে নাস্তা সেরে ফেলি।'

গুহার ভেতরে চলে এল ওরা।

'যেখানে যাচ্ছি ওটা একটা বাথান,' খেতে খেতে ব্যাখ্যা করল সে। 'মালিক একটা মেয়ে—অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন। কিছু দিন আগে মারা গেছে ওর বাবা। ফোরম্যানের নাম টম বেনিং। ভাল লোক।'

'আউট-লদের নিয়ে র‍্যাঞ্চিং করছে?'

'সে এক লম্বা কাহিনী। এমন এক পরিস্থিতি হয়েছিল যে কোন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না সবকিছু। নিজের কাজ ভালই বোঝে টম বেনিং, কিন্তু

বন্দুকবাজ নয় সে। অথচ এই এলাকায় র‍্যাঞ্চিং করতে হলে ভালমানুষ না হয়ে বরং বন্দুকবাজ হলেই সুবিধে বেশি।'

'নিজস্ব ক্রু নেই ওদের?'

'পুরানো একজন আছে। বয়স হয়েছে ওর। আউট-লরাই র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম করে দেয়। ওদের কাজে ক্রুটি পাবে না।'

খাওয়ার পালা চুকিয়ে ফ্রাইংপ্যান, কফি-পট আর পেয়ালা ধুয়ে গুহার কোণে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিল ওরা। বাইরে, পাহাড়ের কোলে যখন এল, ততক্ষণে মাইল খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেছে একটা বাকবোর্ড, দ্রুত আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

বাকবোর্ডে অন্তত দু'জন লোক আছে। 'অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনও আসছে দেখছি,' ফিল্ডগ্লাস দিয়ে কিছুক্ষণ নিরীখ করে বলল হ্যামলিন। 'ওর প্রতি আগ্রহ দেখিয়ো না।'

'কেন, কারও মেয়েমানুষ নাকি ও?'

'না...কিন্তু উৎসাহী লোকের অভাব নেই। একজন তো ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, তারপর থেকে অন্যরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ওর ভয়ে।'

'লোকটা কে?'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। ছয় পা নামার পর উত্তর দিল হ্যামলিন: 'কার্ল রিকটার।'

'এখানকার বুলি নাকি সে?'

'জীবন বাজি রাখতে পারো, এবং কথাটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলো না! ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনা। এখন হয়তো র‍্যাঞ্চে নেই সে, কিন্তু রুড পিকেট থাকবে। ওটাও কম যায় না। সাক্ষাৎ শয়তান! ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

কথাগুলো নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল রায়ান। 'এসব শোনার পরও ভয় বা উদ্বেগ লাগছে না আমার,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল ও। 'নিজের ভেতরটা খুঁজে দেখলাম। ভয়ের লেশমাত্র নেই কোথাও। কিছু মনে করতে না পারলেও একটা নাম কিন্তু স্পষ্ট জেনেছি আমি–কার্ল রিকটার।'

'তাতে কি?'

'এ লোকই গুলি করেছে আমাকে। সম্ভবত এখনও খুঁজছে আমাকে, খুন করার জন্যে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরল হ্যামলিন, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। 'বলতে চাইছ তোমাকে গুলি করেছিল রিকটার, কিন্তু মিস্ করেছে?'

'আসলে মিস্ করেনি, সঠিক ভাবে বললে, জায়গামত লাগাতে পারেনি। হ্যামলিন, মনে হচ্ছে এখানে থেকে যাওয়াই উচিত হবে আমার। জানি না কেন আমাকে খুন করতে চাইছে রিকটার। কেউ হয়তো ভাড়া করেছে ওকে। এভাবে সেধে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়া বোধহয় ঠিক হবে না, তাই না?'

বাকবোর্ড থেমেছে ওদের সামনে। উড়ন্ত ধুলো থিতিয়ে এল আস্তে আস্তে।

ধুলোর মেঘ সরে যেতে নিচে নেমে গেল হ্যামলিন, লাগাম হাতে বসা টম বেনিঙের উদ্দেশে নড করল।

রায়ানের উৎসুক দৃষ্টি বেনিংকে ছাড়িয়ে গেছে, পেছনে বসা অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনের ওপর স্থির।

'সময় নেই আমাদের হাতে,' তাগাদা দিল ফোরম্যান। 'উঠে পড়ো, বয়েজ।'

'শুধু আমিই যাব...' শুরু করেছিল হ্যামলিন, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল রায়ান।

'উঁহুঁ, দু'জনেই যাচ্ছি আমরা।'

ওর দিকে ফিরে তাকাল হ্যামলিন, তারপর চকিত দৃষ্টি হানল অ্যাঞ্জেলার দিকে। 'হয়তো নিজের ফিউনেরালে যাচ্ছ!' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল সে, বাকবোর্ডের পেছনের পাটাতনে ভাঁজ করে রাখা কম্বলের দিকে ইঙ্গিত করল। 'যাওয়া না-যাওয়া সে তোমার মর্জি, বাছা, কিন্তু মনে রেখো ওই পিস্তলটার ব্যবহার খুব ভাল জানতে হবে।'

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই যাত্রা করল ওরা। বাকবোর্ডের গতি বাড়ছে। ফোরম্যান হয়তো দ্রুত এলাকাটা পেরোতে চাইছে। পরিচিত ট্রেইলে পৌঁছার আগ পর্যন্ত, এরকম নিঃসঙ্গ জায়গায় ওদের উপস্থিতির বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল বৈকি।

'টম, কার্ল কি বাথানে আছে?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল হ্যামলিন।

'না। কয়েক সপ্তাহ হলো পাত্তা নেই ওর। মনে হয় এল পাসোয় আছে।'

এল পাসো...জ্যাক লয়ারীর শহর।

শীতল বাতাস বইছে। ভাঁজ খুলে একটা কম্বল গায়ে জড়াল রায়ান নামের লোকটি, হয়তো জ্যাক লয়ারীই ওর নাম। নিজের পরিচয় জানে না ও। জানে না কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু কেন যাচ্ছে, তা জানে। একটা বাথানে যাচ্ছে ও, কারণ সেখানে একটি মেয়ে থাকে।

অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন নামের অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে...স্রেফ মুহূর্তের জন্যে ওর দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি–নির্লিপ্ত, নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে।

লোকটা সে আসলে দারুণ বোকা!

তিন

আলতো হাতে মুখ স্পর্শ করল রায়ান। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে অবশ্য। শক্ত চোয়াল, উঁচু হনুর হাড়ের অস্তিত্বে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মানুষ মনে হলো ওর। ট্রাউজারের পকেটে প্রচুর টাকা, যদিও জানে না কোত্থেকে পেয়েছে–ওরই বোধহয়; এছাড়া কোটের পকেটে আছে দুটো চিঠি এবং কিছু দলিলপত্র। সেগুলো পড়ে দেখার সুযোগ এখনও পায়নি। কাজটা করতে হবে

নির্জনে।

কিছুক্ষণ উপত্যকা ধরে চলার পর শুকনো একটা ওঅশে নেমে পড়ল বাকবোর্ড, কিছু দূর এগিয়ে ডানে মোড় নিল। বালির জন্যে গতি কমে গেছে, কিন্তু উঁচু পাড় থাকায় দূর থেকে দেখা যাবে না ওদের।

কেউ কোন কথা বলছে না, যার যার নিজস্ব ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত। রায়ানের জন্যে ভালই হলো। নিজের অবস্থান বিচার করার সুযোগ পেয়েছে।

শিকারে পরিণত হয়েছে ও। হয় আইন খুঁজছে ওকে, নয়তো কোন প্রভাবশালী লোকের আক্রোশের শিকার হয়েছে। আইন? মনে হয় না। কার্ল রিকটারকে ভাড়া করার প্রয়োজন থাকতে পারে না আইনের, কারণ একজন আউট-ল এবং বন্দুকবাজ সে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই খাটে এক্ষেত্রে। রিকটার সম্পর্কে যতটা জেনেছে, তাতে মনে হচ্ছে মানুষ শিকার বা পিস্তলে দক্ষ সে। তার মানে ও নিজেও কেউকেটা গোছের মানুষ, নইলে কার্ল রিকটারকে ভাড়া করার প্রয়োজন পড়ত না।

মুখে তিনদিনের গজানো দাড়ি ওর। শেভ না করাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবল রায়ান। চেহারা ঢাকা পড়ে যাবে তাতে। চায় না অচেনা কারও কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাক, অন্তত তাদের চেনার আগে।

ঘোড়াকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে বারবার থামছে ওরা। পড়ন্ত বিকেলে, সূর্য যখন লাল আভা ছড়াচ্ছে, ছোট্ট এক জলাশয়ের পাশে থামল বাকবোর্ড। আড়ষ্ট শরীরে নেমে এল ওরা, আড়মোড়া ভাঙল কেউ কেউ। গায়ে-কাপড়ে লেপ্টে থাকা ধুলো ঝেড়ে সরিয়ে দিল।

অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনকে নামতে সাহায্য করল বেনিং। পানির কিনারে পড়ে থাকা একটা পাথরের দিকে এগোল মেয়েটি, হাতে ছোট্ট টিনের কাপ। পানি তুলে পান করল।

শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন ধরিয়েছে হ্যামলিন। বাকবোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নামিয়ে এবার কফি তৈরি করল সে।

অন্যদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে, একটা পাথরের ওপর বসেছে রায়ান। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে এখনও। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, পাহাড়ের ছায়াগুলো বড় হচ্ছে আরও। একটা কোয়েলের ডাক কানে এল...*কোয়েল নাকি ইন্ডিয়ান?* প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হলো না, কেউ উত্তরও দিল না—অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নয়।

ব্যাপারটা কিভাবে জানল ও? পাহাড়ী এলাকায় কিংবা মরুভূমিতে ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতির সঙ্গে কোয়েলের ডাকের সম্পর্ক আছে, এটা কিভাবে জানল? বোঝা যাচ্ছে নিজের পরিচয় বা অতীতই শুধু ভুলে গেছে; অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, সহজাত প্রবৃত্তি এবং দক্ষতা—সবই রয়ে গেছে অবিকৃত ভাবে।

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন, ক্ষীণ কৌতূহল বোধ করছে। পুরুষরা সচরাচর কথা বলতে চায় ওর সঙ্গে, সঙ্গ পেতে চায়। কিন্তু এ লোকটিকে মোটেই উৎসাহী মনে হচ্ছে না।

মানুষটা সে হালকা-পাতলা, কিন্তু কাঁধ চওড়া। বিস্ময়কর হলেও, সব

মিলিয়ে 'পশ্চিমের রুক্ষ জীবনে অনভ্যস্ত পুবের ভদ্রলোক' হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে তাকে। যখন হাঁটে, খানিকটা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হলেও বিড়ালের মত সতর্ক ভাবে পা ফেলছে।

দৃষ্টি সরিয়ে মাইক হ্যামলিনের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। কোথায় কখন কি ঘটছে বা ঘটতে পারে, এ ব্যাপারে হ্যামলিনের চেয়ে বেশি কিছু জানে না কেউ। অথচ রায়ানের নাম ছাড়া কিছুই বলেনি। এ মুহূর্তে রায়ানের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে সে।

নিচু স্বরে কথা বলছে হ্যামলিন, কিন্তু রাতটা নিঃশব্দ আর মরুভূমিতে রাতে সামান্য শব্দও দূর থেকে শোনা যায় বলে সবই শুনতে পেল অ্যাঞ্জেলা।

'চলে যেতে চাইলে তোমাকে একটা ঘোড়া জোগাড় করে দিতে পারি।'

'উঁহুঁ, তোমার সঙ্গেই যাব।'

'কি জানো, রিকটার যদি ওখানে থাকে...'

'তাহলে কিছু প্রশ্নের উত্তর পাব আমি, তাই না?'

'দেখো, মিস্টার, জানি না আসলে তুমি কে। কিন্তু তোমার ওপর মায়া পড়ে গেছে। সময় থাকতেই কেটে পড়ো, নইলে শেষে পস্তাবে।'

উত্তর দিল না রায়ান। ওকে চুপ থাকতে দেখে প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠল মাইক হ্যামলিন, অসহিষ্ণু বিদ্রূপ ভরা স্বরে বলল, 'তোমার কি ধারণা, কিছুই বুঝতে পারিনি আমি? নিরাপদে সরে পড়ার সুযোগ পেয়েছ, অথচ সুযোগটা পায়ে ঠেলছ! মনে করেছ বুঝতে পারবে না কেউ? উঁহুঁ, ঠিকই জানি আমি, এবং এ-ও জানি অযথা সময় নষ্ট করছ।'

'আমার ধারণা, বিপদের মধ্যে আছে মেয়েটা।'

মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে গেল হ্যামলিন। 'ওর চিন্তা তোমার করতে হবে না! আগে নিজের কথা ভাবো, মহা বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি।'

'একটা বিপদ মাত্র কাটিয়ে উঠেছি।'

'মোটেও না, বিপদ কাটেনি তোমার। এখনও কুমীরের সঙ্গে জলেই বাস করছ। যদি তোমার পরিচয়টা জানতাম...'

'জানো না তুমি, এবং আমিও জানি না।'

'বেশ,' হাল ছেড়ে দিয়ে শ্রাগ করল হ্যামলিন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খেই ধরল: 'ধরে নিচ্ছি বড়জোর দুই বা তিনজনকে সামাল দিতে পারবে। রুড পিকেটের কথাই ধরো...মোটেও ফালতু নয় লোকটা। জন ফুলটনকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। তাছাড়া কার্ল রিকটারের চেলা-চামুণ্ডারা তো আছেই। ভেবে দেখো, রায়ান—শেষবারের মত বলছি—যা করতে চাইছ সেটা ঠিক হচ্ছে কিনা!'

মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে আবার, ক্লান্তি লাগছে রায়ানের। বাকি সময়টা সবার থেকে দূরে দূরেই থাকল। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসা রাতের কথা ভাবছে ও, সামান্য শব্দেই কান খাড়া হয়ে উঠছে; কফি, ঝলসানো বেকন কিংবা পোড়া সিডারের গন্ধ সচকিত করে তুলছে ওকে—অবিরাম দোলা দিচ্ছে ওর চেতনায়। অসহ্য মনে হচ্ছে এসব। উঠে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যবিহীন কয়েক পা এগোল, অসুস্থ

বোধ করছে, সারাক্ষণ অজানা এক আশঙ্কা কুরে কুরে খাচ্ছে ভেতরটা।

পেছনে হালকা পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল রায়ান।

অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন।

কফির মগ এগিয়ে দিল মেয়েটি। 'আঘাত পেয়েছ তুমি,' মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে অনুরোধ করল। 'কফি খেলে ভাল লাগবে। প্লীজ!'

'ধন্যবাদ,' সরাসরি মেয়েটির চোখের দিকে তাকাল রায়ান, অ্যাঞ্জেলার চোখে সত্যিকার উদ্বেগ দেখে খুশি হলো, একইসঙ্গে স্বস্তিও বোধ করছে। 'বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমার, ম্যা'ম। হ্যামলিন খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'তুমিও খাবে।'

কিন্তু কেউই নড়ল না ওরা। 'সূর্যাস্ত দেখতে ভাল লাগে আমার,' শেষে বলল রায়ান, অনিশ্চিত শোনাল কণ্ঠ। 'কিন্তু মরুভূমিতে ভাল করে বোঝা যায় না ব্যাপারটা।'

'তুমি কে, রায়ান? কি করো?'

'জানি না,' কাপের ওপর দিয়ে মুখ তুলে তাকাল ও। 'আহামরি গোছের কেউ নই বোধহয়, খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মোদ্দা কথা, গর্ব করে বলার মত পরিচয় নাও থাকতে পারে। সত্য যাই হোক, জানি না সেটা।'

'মানে?'

মাথার আঘাতটা স্পর্শ করল ও। 'এটা…আঘাত পাওয়ার পর থেকে কিছুই মনে করতে পারছি না। শুধু জানি, কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে।'

'অথচ লোকটাকে চেনো না তুমি?'

'হ্যাঁ, নামটা জানি—কার্ল রিকটার। কিন্তু কেন খুন করতে চায়, সেটা জানি না।'

'কার্ল রিকটার!' আঁতকে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'সেক্ষেত্রে বাথানে যাওয়া উচিত হচ্ছে না তোমার! এতক্ষণে হয়তো পৌঁছে গেছে সে।'

শ্রাগ করল রায়ান। 'যার যা কাজ, সেটা তো করতেই হবে।'

'কিন্তু এ তো স্রেফ পাগলামি! ইচ্ছে করে…অকারণে…'

'হয়তো দুটো কারণে। অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আমার এবং হ্যামলিন নিজেই প্রস্তাবটা দিয়েছে। আরেকটা কারণ তুমি।'

'আমি?' বিস্ফারিত হলো অ্যাঞ্জেলার গভীর কালো চোখ জোড়া।

'তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে বিপদের মধ্যে আছ।'

'তোমার নিজেরই তো বিপদ বা ঝামেলার কমতি নেই!' ক্ষীণ হাসল মেয়েটি, খানিক বিরতির পর যোগ করল: 'আমি কেন বিপদে থাকব? র‍্যাফটার-জের মালিক আমি।'

র‍্যাফটার-জে! মস্তিষ্কের গভীরে জমে থাকা আঁধারের বুকে আলোর একটা ঝিলিক দিয়ে গেল নামটা—পরিচিত…কিন্তু কিভাবে জানল ও? সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চিন্তাও খেলে গেল মাথায়। *চারজনের মৃত্যু নিশ্চিত করতে*

হবে…চারজন লোক এবং একজন মহিলা।

কারা মরবে? কে মারবে তাদের? কেন?

'তুমি তাহলে জানতে না যে র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চেই যাচ্ছ?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'জিজ্ঞেস করিনি হ্যামলিনকে।'

আগুনের কাছে ফিরে এল ওরা। কফির শূন্য মগ ভরে, প্লেটে খাবার নিয়ে সরে এল রায়ান। মাথা ব্যথা কমেছে, আড়ষ্ট পেশীতেও ঢিল পড়েছে; কিন্তু এখনও ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। উদ্বেগও কমেনি এতটুকু। সময় কাটাতে বিচ্ছিন্ন ভাবে এটা-ওটা নিয়ে আলাপ করছে অন্যরা, ভাব দেখে মনে হচ্ছে কারও বা কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষায় আছে।

অস্বস্তি আর উদ্বেগের কারণটা জানে রায়ান। ভয় পাচ্ছে ও। কোন লোককে নয়, বরং নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি তটস্থ করে তুলছে ওকে। ইচ্ছে করলে এখনই ক্যাম্প ছেড়ে রাতের অন্ধকারে মিশে যেতে পারে, ছেড়ে যেতে পারে সব…শুধু অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনকে ছাড়া।

অ্যাঞ্জেলাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছে না ও। জানে বোকামি করছে। দারুণ বোকামি। ভালবাসা কিংবা প্রেমে পড়াটাই নিতান্ত মূর্খতা—ব্যাপারটা যদি সেরকমই ঘটে থাকে; তাও এমন এক মেয়ে যাকে ভাল করে চেনেই না। এবং এই এলাকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোকটা যার প্রতি উৎসাহী। এ ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিচ্ছে না সে, অথচ দেয়া উচিত!

খাওয়া শেষ করে জলাশয়ের কাছে গেল ও, প্লেট ধুয়ে বাকবোর্ডে রেখে দিল। ঘোড়াগুলোর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে ফোরম্যান টম বেনিং। একটা গাছের সঙ্গে বসে ঢুলতে শুরু করেছে হ্যামলিন।

ক্ষীণ কিছু শব্দ শুনতে পেল রায়ান…কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল; এবার নিশ্চিত হলো—খুরের শব্দ।

'কেউ আসছে,' বলল ও।

চোখ মেলে তাকাল হ্যামলিন। মনোযোগ দিয়ে শুনল সে, বলল: 'শুনতে পেয়েছি।'

কিছুক্ষণ পরই এল তারা। দু'জন অশ্বারোহী। আগুনের পাশে এসে থামল। দূরে থাকায় ভাল করে কারও মুখই দেখতে পাচ্ছে না রায়ান, কিন্তু ক্যাম্পফায়ারের আলোয় ঘোড়ার পা আর কাঁধ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। একজন লোকের পায়ে মেক্সিকান স্পার।

'এই চিড়িয়াটা কে?' রায়ানকে দেখিয়ে জানতে চাইল লোকটা।

'ড্রিফটার,' উত্তরে বলল বেনিং। 'হ্যামলিনের সঙ্গে এসেছে।'

আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল হ্যামলিন। 'আইনের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে ও।'

'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার, এবং লোকটাকেও পছন্দ হচ্ছে না!' এবারের বক্তা দীর্ঘদেহী, হাড্ডিসার এক লোক, চওড়া গোঁফ ঝুলছে ঠোঁটের কোণ থেকে।

'তোমার পছন্দের থোড়াই পরোয়া করি আমি!' হ্যামলিনের ত্যক্ত জবাব শুনতে পেল রায়ান। 'তোমার মতামত জানতে চাইনি, এবং সেটা দেয়ারও যোগ্যতা নেই তোমার!'

থমকে গেল ঘোড়ায় চড়া লোকটা, এখনও স্যাডল ছাড়েনি। আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। 'বাকবোর্ডে উঠে পড়ো সবাই, এখুনি রওনা দিচ্ছি আমরা,' দৃঢ় স্বরে বলল সে। 'এই ভদ্রলোককে এখানেই রেখে যাব।'

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, ফুলটন,' প্রতিবাদ করল হ্যামলিন। 'দেখো, আমি কিন্তু...'

'ধন্যবাদ, হ্যামলিন,' তাকে থামিয়ে দিল রায়ান। তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর, যেহেতু ওকে নিয়েই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব। 'আমার হয়ে কাউকে কিছু বলতে হবে না। ফুলটন যদি সত্যিই ঝামেলা বাধাতে চায়, তাহলে বলতে হবে মরার শখ হয়েছে ওর। এখন বা পরে, যেখানে ইচ্ছে ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলতে পারে সে।'

আচমকা দারুণ অস্বস্তি বোধ করল জন ফুলটন। এই প্রথম, সরাসরি আগন্তুকের দিকে তাকাল—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীখ করল। দেখে শহুরে লোক মনে হলেও, দাঁড়ানোর টানটান ভঙ্গি কিংবা নিষ্পলক শীতল চাহনিতে বোঝা যাচ্ছে মোটেও ভয় পাওয়ার লোক নয়; বরং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাল্টা আঘাত হানবে। ফাঁকা বুলি কপচায়নি মানুষটা। ইদানীং একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, মনে পড়ল ফুলটনের: আউট-লদের মারার জন্যে কিছু বেপরোয়া লোককে ভাড়া করেছে আইন, এই লোক হয়তো তেমনই একজন!

'কারও মৃত্যু বা ঝামেলার ব্যাপারে আলাপ করছি না আমরা, তোমাকে নিয়ে আলাপ করছি,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ফুলটন। 'আমি শুধু বলেছি এখানে রেখে যাব তোমাকে, কারণ তুমি আমাদের কেউ নও, কিংবা আমরা কেউই চিনি না তোমাকে।'

'আমিও চিনি না তোমাকে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গেই যাব।'

'কথা শোনো ওর! এখানেই থাকছ তুমি, স্ট্রেঞ্জার!'

'না!' অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনের কণ্ঠ—শান্ত কিন্তু দৃঢ়। 'এই লোকটা আহত। বিশ্রাম আর যত্ন দরকার ওর। আমাদের সঙ্গে র‍্যাঞ্চে যাবে ও।'

দ্বিধা করছে জন ফুলটন। চতুর, কৌশলী মানুষ সে, এবং বিপজ্জনকও বটে; অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করল না। আসুক না লোকটা, অসুবিধে কি? বেশি ঝামেলা পাকালে সময় ও সুযোগমত নিকেশ করে দেয়া যাবে। 'অবশ্যই, ম্যা'ম,' নিচু স্বরে বলল ফুলটন, কণ্ঠে খানিকটা অসন্তোষ প্রকাশ পেল ঠিকই। 'তুমি যা বলবে তাই হবে।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা দিল বন্দুকবাজ, অনুসরণ করল অন্যজন; অন্ধকারে মিশে গেল দুটো ঘোড়া আর সওয়ারীদের অবয়ব।

বাকবোর্ডের দিকে এগোল অ্যাঞ্জেলা, কনুই ধরে ওকে উঠতে সাহায্য করল রায়ান। অবাক হয়ে ফিরে তাকাল মেয়েটি, মৃদু স্বরে ধন্যবাদ জানাল।

লাগাম তুলে নিল বেনিং। জিনিসপত্র যে ক'টা বাকি ছিল, পেছনের পাটাতনে তুলে রাখল হ্যামলিন। তারপর নিজেও চড়ে বসল বাকবোর্ডে। 'যা করছ, জেনে-শুনে করছ তো?' নিচু, উদ্বেগ ভরা স্বরে জানতে চাইল সে।

রায়ান নামের লোকটি শ্রাগ করল। 'জেনে-শুনেই যাচ্ছি।'

'এমনও হতে পারে, র‍্যাঞ্চে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি খেয়ে মরবে।'

'হয়তো।'

'অবাক কাণ্ড! একটুও চিন্তিত মনে হচ্ছে না তোমাকে!'

'কি জন্যে চিন্তিত হব? গুলি করার সুযোগ তো আমারও থাকবে।'

চুপ মেরে গেল হ্যামলিন। আর কি বলতে পারে সে?

নড়ে উঠল বাকবোর্ড। শম্বুক গতিতে এগোতে শুরু করলেও গতি বেড়ে গেল কিছুক্ষণ পর। কখনও পাথুরে জমি, কখনও বিশালকায় বোল্ডারের ফাঁক চিরে চলে যাওয়া নুড়ি বিছানো সঙ্কীর্ণ পথ, ধুলোময় পরিত্যক্ত ট্রেইল কিংবা কখনও শুকনো ওঅশ ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে এগোতে থাকল। আকাশে হাজার তারার মেলা বসেছে। বাতাস ঠাণ্ডা। কাঁধে একটা কম্বল জড়িয়ে নিয়েছে রায়ান, পিস্তলটা সুবিধাজনক অবস্থানে রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঢুলতে শুরু করল।

দু'বার ছোটখাট গরুর পাল চোখে পড়ল। র‍্যাফটার-জে ব্র্যান্ড। একবার ক্ষীণ একটা ক্রীক পেরিয়ে এসেছে, পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির স্রোত এতই ক্ষীণ যে ঘোড়াগুলোর হাঁটুও ভেজেনি ঠিকমত।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবেই। তারপর একসময় থামল বাকবোর্ড। পাহাড়ী উপত্যকার মুখে এসে পৌঁছেছে ওরা, সামনে কাঠের তৈরি ফটক দেখা যাচ্ছে।

জন ফুলটনের কণ্ঠ শুনতে পেল রায়ান, ফটকের কাছাকাছি দাঁড়ানো এক লোকের উদ্দেশে বলছে সে: 'ঠিক আছে, লুকাস। চলে এসেছি আমরা। বাকবোর্ডে মিস্ জ্যাকসনের সঙ্গে হ্যামলিন আর এক আগন্তুক আছে। লোকটা বলছে ওর নাম নাকি রায়ান।'

'রাই নাকি রায়ান?' বাজখাঁই কণ্ঠে উত্তর দিল প্রহরী। 'নাম যাই হোক, শুরুতেই একটা কথা জানিয়ে দাও ওকে: এই র‍্যাঞ্চে ঢোকার চেয়ে বের হওয়া অনেক কঠিন কাজ।'

সঙ্কীর্ণ ফটক দিয়ে প্রবেশ করল ওরা। আরও কিছুক্ষণ পর র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে পৌঁছল বাকবোর্ড।

রায়ান যখন অ্যাঞ্জেলাকে নামতে সাহায্য করল, ফিসফিস করে ওকে সতর্ক করল মেয়েটি: 'ধন্যবাদ···সাবধানে থেকো।'

হ্যামলিন এগিয়ে এল ওর দিকে। 'বাঙ্কহাউসে যাব আমরা।'

'উঁহুঁ, এখন নয়।'

অপেক্ষায় থাকল সে, ধরে নিয়েছে কিছু বলবে রায়ান। 'কি ধরনের র‍্যাঞ্চ এটা?' অন্যরা চলে যাওয়ার পর জানতে চাইল ও। 'মিস্ জ্যাকসনকে দেখে তো মনে হয় না আউট-লদের নিয়ে র‍্যাঞ্চিং করার ইচ্ছে বা মানসিকতা আছে ওর।'

'র‍্যাঞ্চটা চালায় না ও, শুধু মালিকানাই ওর। বিল জ্যাকসন, অ্যাঞ্জেলার বাবা, নিজ হাতে গড়ে তুলেছিল এটা। বিল নিজেও চালায়নি র‍্যাঞ্চটা, তবে এটা থেকে ভালই রোজগার করেছে।

'পুবে আরও অনেক ব্যবসা ছিল জ্যাকসনের। আসলে পুবের লোক ও। রেলরোড আর ব্যাংক-ব্যবসায় প্রচুর টাকা খাটিয়েছে। একসময়, অনেক সম্পত্তির মালিক ছিল যখন, প্রায়ই আসত এখানে; পরবর্তীতে টাকা-পয়সার ঝামেলায় পড়েছিল বোধহয়। মানসিক অশান্তি শুরু হলো জ্যাকসনের, শেষে একদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা পড়ল বেচারা। অ্যাঞ্জেলা এখানে এসেছে ওর বাবার মৃত্যুর পর।

'আগাগোড়া টম বেনিংই র‍্যাঞ্চ চালিয়েছে। বিল সাধারণত মাথা ঘামাত না, জানত উপযুক্ত লোকের হাতেই পড়েছে র‍্যাফটার-জে। শেষ দিকে, পুবের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকত, এখানে এলেও স্রেফ বেড়িয়ে যেত কয়েকটা দিন। বছর দুয়েক আগে, গরু চুরি শুরু হওয়ায় মুশকিলে পড়ে গেল টম। পাহারা বসিয়েও গরুচোরদের ধরতে পারছিল না।

'মন্টানা নামে আমার এক বন্ধু ছিল র‍্যাফটারের ক্রু। র‍্যাঞ্চের কাজকর্মে দক্ষ ছিল ও, বন্দুকও ভালই চালাত। কিন্তু ওর বন্ধু-বান্ধব সব ছিল আউট-ল। নিজে আউট-ল না হলেও এদের সঙ্গে চলাফেরা করত।

'মন্টানা নিজেই বেনিংকে প্রস্তাব দিল যে ওর বন্ধুরা রাসলিং বন্ধ করতে পারবে। বিনিময়ে আইনের হাত থেকে লুকিয়ে থাকার জন্যে আশ্রয় দিতে হবে তাদের। লেন-দেন প্রক্রিয়া। টম জানত ইচ্ছে করলে দক্ষ কাউহ্যান্ডও হতে পারে ওরা। সুতরাং, সব দিক বিবেচনা করে রাজি হয়ে গেল সে।

'আমিও তাদের একজন,' ক্ষীণ হেসে বলল হ্যামলিন, অভ্যস্ত হাতে সিগারেট রোল করছে সে। 'কাজে যোগ দিয়ে প্রথমেই হাইড-আউটে গিয়ে রাসলারদের সঙ্গে দেখা করলাম আমরা, জানিয়ে দিলাম আমাদের আইন। বললাম র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চ আমাদের এক বন্ধুর, পরবর্তীতে যদি কোন গরু খোয়া যায় তাহলে দারুণ অসন্তুষ্ট হব।

'খুব ভয় পেল গরুচোররা। আসলে ওরা ছিল চুনোপুঁটির দল। আমাদের মত মার্কা-মারা লোককে যমের মত ভয় পেত। এরপর থেকে আর একটা গরুও খোয়া যায়নি।' ক্ষণিকের জন্যে থামল হ্যামলিন, রোল করা সিগারেট অফার করল রায়ানকে, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল একবার।

'আউট-ল হলাম কিভাবে সেই কাহিনীটাও মজার,' সিগারেট ধরিয়ে খেই ধরল সে। 'তরুণ ছিলাম যখন, ষোলো-সতেরো হবে বয়েস, সারাক্ষণই উত্তেজনার কাজ খুঁজে বেড়াতাম। কাউহ্যান্ড হিসেবে কাজ করতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল; ছোটখাট রংবাজি বা মারপিট পানসে হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজনে মিলে ঠিক করলাম ড্রিঙ্কের টাকা জোগাতে একটা ট্রেন লুঠ করব, সেটাই হবে সত্যিকার সাহসের কাজ, উত্তেজনাও পাওয়া যাবে।

'সত্যি সত্যি তাই করলাম আমরা। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল, কন্ডাক্টরের কাছ থেকে বিশ ডলার কেড়ে নিয়ে ফিরে আসছি, ঠিক এসময় ঘটল অঘটন। ট্রেনের

অন্য এক বগি থেকে গুলি করল কেউ। জো হিলম্যান নামে আমাদের এক বন্ধু মারা পড়ল। ওকে গুলি খেতে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। কিছু না ভেবে পাল্টা গুলি শুরু করলাম লোকটার উদ্দেশে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে গুলি করছিল সে, ঠিক মাথায় লাগল আমার গুলি। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় লোকটা।

'এমন কিছু হবে কেউই ভাবিনি আমরা। স্রেফ আনন্দ আর খানিকটা উত্তেজনার খোরাক হিসেবে নিয়েছিলাম ট্রেন ডাকাতির ব্যাপারটা, কিন্তু হঠাৎ করে সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। চোখের সামনে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল হিলম্যান, আর যে লোকটাকে গুলি করেছিলাম আমি...ও ছিল ওয়েলস ফারগো এজেন্ট...সেই থেকে আউট-ল ট্রেইলে চলাফেরা করছি আমি।'

সময় নিয়ে পাইপ ধরাল হ্যামলিন। 'অন্যদের ইতিহাসও মোটামুটি এরকম। প্রথম জীবনের সামান্য একটা ভুলের জন্যে আজীবন আইনের কাছ থেকে পালাতে হত। নিরাপত্তা ছিল না, আশ্রয় ছিল না। এখানে তার সবই পেয়েছি আমরা। এটাই আমাদের বাড়ি। টম বেনিং আমাদের পরিচয় জানে, কিন্তু কখনও এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না, কারণ ও জানে সারা জীবনে কাউ-পাঞ্চিঙের কাজই বেশি করেছি আমরা। ভালই চলছিল সবকিছু, তারপরই এল আউট-লদের অন্য দলটা।'

'কার্ল রিকটার?'

'ও তো ছিলই, সঙ্গে ছিল রুড পিকেট, ফুলটন...আরও কয়েকজন। ডেনভার আর রিও গ্রান্ডে কয়েকটা ট্রেন লুঠ করার পর পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ওরা, নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজছিল। প্রথমে জায়গা দিতে চাইনি আমরা, ভেবেছি ক'দিন বাদে এমনিতে চলে যাবে, মনে হয়েছিল ওদের ধাতটাই এমন। চলেও গিয়েছিল, কিন্তু কিছু দিন পর ফিরে এসে ঝামেলা বাধাল।

'মন্টানার কথা বলেছি না? আমাদের মধ্যে ও-ই ছিল সবচেয়ে টাফ। রিকটারের সঙ্গে গোলমাল বাধল ওর। মন্টি ভালয় ভালয় চলে যেতে বলল রিকটারকে, কথাটা শুনে স্রেফ হাসল সে। ইচ্ছে করেই উস্কে দিল মন্টিকে, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল ও। তো, খাপ থেকে পিস্তল বের করার আগেই বুকে দুটো ফুটো তৈরি হলো ওর। এরপর রিকটার স্পষ্ট জানিয়ে দিল এখানে থাকতে চায়। ওকে কিছু বলার সাহস হয়নি কারও।

'অ্যাঞ্জেলার বাবা তখন জীবিত ছিল। আমি নিশ্চিত রিকটারের ব্যাপারটা তাকে চিঠিতে জানিয়েছে বেনিং। কিন্তু কিছু দিন পরই মারা যায় বিল, এবং সেখানেই শেষ হয়ে যায় ঘটনাটা।'

'এরপরই র‍্যাঞ্চে আসে মিস্ জ্যাকসন?'

'হ্যাঁ। বেনিং অবশ্য পছন্দ করেনি ব্যাপারটা, কারণ ও চায়নি এতগুলো মারকুটে লোকের মাঝখানে থাকুক মেয়েটা; কিন্তু অ্যাঞ্জেলার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস করেনি।

'ওরা যখন বাইরে যায়, কাউকে না কাউকে রেখে যায় বাথানে; সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও কিছু করার উপায় থাকে না আমাদের। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো

যখন রিকটার ঘোষণা দিল যে অ্যাঞ্জেলাকে বিয়ে করবে। ওর উদ্দেশ্য পরিষ্কার–আজীবনের জন্যে র‍্যাঞ্চটার দখল পেয়ে যাবে তাহলে, নিরাপদ একটা আশ্রয়ও থাকবে। অ্যাঞ্জেলাকে জানিয়ে দিয়েছে বিয়েতে রাজি না হলে খুন করে ফেলবে বেনিংকে।'

'মেয়েটার আত্মীয়-স্বজন নেই কেউ?'

'ঠিক জানি না, শুনেছি ওর এক চাচা কিংবা চাচাত-ভাই আছে। পুবে জ্যাকসনের অফিসে কিছু দিন কাজ করেছিল সে, এখন অবশ্য এল পাসোয় থাকে। জ্যাকসনের সঙ্গে আত্মীয়দের কারও সম্পর্ক ভাল ছিল না, কখনও এখানে আসেনি তাদের কেউ। মোট কথা, আত্মীয় থাকলেও অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই।'

যা বলার ছিল, হ্যামলিনের ভাবভঙ্গিতে মনে হলো সবই বলে ফেলেছে; সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। রায়ানের সঙ্গে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল সে এবার।

অন্তত বিশটা বাঙ্ক রয়েছে কামরায়, যার সাতটায় বেডরোল দেখা যাচ্ছে। কামরায় ঢুকে জন ফুলটনকে ফায়ারপ্লেসের পাশে দেখতে পেল রায়ান, দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে ওদের।

আরও দু'জন আছে কামরায়–দুনিয়ার সবকিছুতে মহা বিরক্ত, খিটখিটে মেজাজ এবং বিষণ্ন চেহারার এক বুড়ো; কালো চোখ তার, ধূর্ত সন্দিহান চাহনি সেখানে। অন্য লোকটা বিশালদেহী, ভারী কাঁধ আর দৃঢ় চোয়াল। ব্লন্ড চুল।

দ্বিতীয় লোকটা সন্দিহান দৃষ্টিতে দেখছে রায়ানকে। 'তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি?' ধীরে ধীরে জানতে চাইল সে।

তাকে উপেক্ষা করল রায়ান, জীর্ণ একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করল।

'তুমি!' একটা আঙুল তুলে ওকে নির্দেশ করল ব্লন্ড। 'তোমাকে বলছি!'

চোখ তুলে তাকাল রায়ান। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে পলকহীন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'কি একটা মন্তব্য করেছ তুমি,' শেষে নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'গুরুত্বহীন মন্তব্য, তাই উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করিনি।'

'বলেছি তোমাকে আগেও দেখেছি কোথাও!'

বিপদের পূর্বাভাস আগেই পেয়ে যায় রায়ান, জানে অনেক সময় এড়িয়ে না গিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। 'মনে পড়ছে না কখনও দেখেছি তোমাকে,' লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ স্বরে বলল ও। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত, পরিচিত হলে গন্ধটা ঠিকই চিনতে পারতাম।'

মুহূর্তের জন্যে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরায়, ঝড় ওঠার আগে যেমন শান্ত হয়ে যায় সবকিছু। রায়ান কথাটা বলেছে শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে; কোন উস্কানি বা তাচ্ছিল্য ছিল না কণ্ঠে; তাই প্রথমে কথাটার তাৎপর্য ধরতে পারল না ব্লন্ড।

'কি বললে তুমি?'

'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ঝামেলা পাকাতে চাইছ, কাজটা তাই সহজ করে দিলাম। বলেছি তোমার গায়ে ভোঁদড়ের গন্ধ।'

বাঙ্কে আধ-শোয়া হয়ে বসেছে রায়ান, এদিকে খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল লোকটা। সামনে এসে ঝুঁকে পড়ল সে, সবল দু'হাতে তুলে নেবে ওকে, তারপর আছাড় মারবে কিংবা ছুঁড়ে ফেলবে বাইরে। বাম হাতে লোকটার জামার আস্তিন চেপে ধরল রায়ান, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তাকে। মুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ব্লন্ড। জীর্ণ ম্যাগাজিনের যেন পাখা গজিয়েছে হঠাৎ, রোল করা ম্যাগাজিন বিদ্যুৎ বেগে আঘাত হানল বিশালদেহীর গলায়, ঠিক কণ্ঠার হাড়ে।

ধাক্কা দিয়ে এবার লোকটাকে পেছনে ঠেলে দিল রায়ান, হুড়মুড় করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল ব্লন্ড। গড়াগড়ি খাচ্ছে সে, দু'হাতে গলা চেপে ধরে কাশছে, হাঁপাচ্ছে বাতাসের অভাবে।

পলকের জন্যে তার দিকে তাকাল রায়ান, নির্বিকার মুখে ম্যাগাজিনটা খুলে পড়তে শুরু করল আবার।

চার

সকালে যখন বার্নে ঢুকল রায়ান, গতরাতে বাঙ্কহাউসে দেখা খিটখিটে মেজাজের অন্য লোকটা তখন ফর্কের সাহায্যে ম্যাঙ্গারে* খড় তুলে দিচ্ছে। লোকটার নাম জেফরি মিলিগান, রাতে হ্যামলিনের কাছে জেনেছে ও।

দ্রুত, নীরবে কাজ করছে বুড়ো; ও যে ঢুকেছে দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না, এমনকি চোখ তুলেও তাকাল না। রায়ান যখন ঘুরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো, পেছন থেকে নিস্পৃহ স্বরে বলল সেঃ 'তোমাকে খুন করবে ও, স্ট্রুড ঠিক খুন করবে তোমাকে!'

'ওটাই তাহলে ওর নাম?'

'হ্যাঁ। ডুয়েলে চারজনকে খুন করেছে ও। স্টেজ ডাকাতি করার সময় আরও দুই বা তিনজনকে মেরেছে। সহজে কিছু ভোলে না সে। কোন চান্সই নেই তোমার, কুলিয়ে উঠতে পারবে না ওর সঙ্গে।'

কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত দেখাল না রায়ানকে, বরং ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করল ও। 'মিস্ জ্যাকসন কি রিকটারকে পছন্দ করে?'

'অ্যাঞ্জেলা?' নগ্ন রাগ উপচে পড়ল মিলিগানের দৃষ্টিতে, ফিরে তাকিয়েছে রায়ানের দিকে। 'পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নেই এখানে। কার্লকে সবাই ভয় পায়, ব্যস! এমনকি স্ট্রুড বা পিকেটও ওকে জমা-খরচ দিয়ে চলে।'

---

* ম্যাঙ্গার (Manger) : জাবনা-পাত্র, পশুকে খাবার দেয়ার পাত্র বিশেষ

'সত্যিই দারুণ মহিলা মিস্ জ্যাকসন, সুন্দরীও।'

'ওর আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে এই ফর্ক দিয়ে গেঁথে ফেলব তোমাকে! ঘুমিয়ে থাকবে যখন, তখন কাজটা সারব, টেরই পাবে না! নিষ্পাপ একটা মেয়েকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া, অথচ তোমাদের কেউই ওর যোগ্য নও!'

'ঠিক। শুধু ওর জন্যেই এসেছি আমি। ভেবেছিলাম অন্য কোথাও চলে যাব, কিন্তু ওকে দেখার পর এখানে আসা ছাড়া উপায় ছিল না।'

সরু চোখে ওকে জরিপ করছে মিলিগান, তলে তলে শীতল অসন্তোষে ফুঁসছে; কিন্তু রায়ানের নিখাদ স্পষ্টবাদিতাও একইসঙ্গে বিহ্বল করে তুলেছে তাকে। 'ওই মেয়ে তোমার চেয়ে ভিন্ন ধাতে গড়া, ওর যোগ্য নও তুমি!'

'কেমন ধাতে গড়া আমি?'

ধূর্ত, সন্দিহান চাহনি স্থির হলো রায়ানের মুখে। 'দেখো, বাছা, লোক চিনতে ভুল হয় না আমার। ওদের মত নরম প্রকৃতির বা মাথামোটাও নই আমি। ঠিক চিনেছি তোমাকে। তোমার তুলনায় স্রেফ দুধের বাচ্চা ওরা, জানেই না কার সঙ্গে লাগতে চাইছে! পিকেটদের ব্যাপারে পরোয়া করি না, নইলে ঠিকই সতর্ক করে দিতাম ওদের। অবশ্য এটা ওদের বুঝে নেয়া উচিত আসলে ওরা এক পাল কয়োটি ছাড়া কিছু নয় এবং খেপা একটা নেকড়ের সঙ্গে লাগতে চাইছে! তুমি হচ্ছ শয়তানের বাড়া!'

ঘুরে আবার হাত চালাতে শুরু করল মিলিগান। স্থির দৃষ্টিতে তার পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল রায়ান। লোকটা কি ভুল বলেছে? র‍্যাঞ্চের এই আউট-লদের চেয়েও খারাপ ও? শয়তানের বাড়া? শয়তান কি?

অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রায়ান, কোন প্রশ্নের উত্তরই জানা নেই। করালে এসে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তাকিয়ে থাকল ঘোড়াগুলোর দিকে। অসচেতন ভাবে নড়াচড়া করছে ঘোড়াগুলো, লাইন থেকে পিছিয়ে পড়া কালো একটা ডান (Dun) ওর নজর কেড়ে নিল।

আচমকা থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা, কান খাড়া হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'এদিকে আয়, বাছা,' মৃদু স্বরে ডাকল রায়ান, বিস্ময় নিয়ে দেখল এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা–ঠিক ওর সামনে এসে দাঁড়াল! অক্ষিপটে চরকির মত ঘুরল ওটার চোখ, দাঁত খিঁচাল অদ্ভুত কোন কারণে, তারপর সরে যেতে উদ্যত হলো। 'ভয় নেই, বাছা,' ফিসফিস করল রায়ান, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

মুখ বাড়িয়ে দিল ডান, নাকের ফুটো প্রসারিত হয়ে গেছে, রায়ানের হাতের গন্ধ শুঁকছে।

'ঘোড়ার সঙ্গে দেখছি সহজেই খাতির জমিয়ে ফেলতে পারো তুমি, মি. রায়ান।'

ঘুরে ঠিক পাশেই অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনকে দেখতে পেল রায়ান।

'বুনো ঘোড়া ওটা। আজ পর্যন্ত ওটার এত কাছাকাছি আসতে পারেনি কেউ।'

'ঘোড়াটা কি তোমার?'

'শীতের সময় আমাদের রেঞ্জে চলে এসেছে, হয়তো পথ ভুল করে। সম্ভবত

টেক্সাস ব্র্যান্ডের, তাই না?'

'উহুঁ, চেরোকি ব্র্যান্ডের,' বলল ও। সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলো, কিভাবে চিনল সে?

কৌতূহল ঝরে পড়ছে অ্যাঞ্জেলার দৃষ্টিতে। 'ইচ্ছে হলে চড়তে পারো তুমি···যদি বশ মানাতে পারো।'

'কেউ চেষ্টা করেছে?'

'না।'

সরাসরি অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকাল রায়ান, জড়তাহীন চাহনি। 'তুমি খুব সুন্দরী মেয়ে, মিস্ জ্যাকসন।'

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'ধন্যবাদ।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা, বাড়ির দিকে চলে গেল। রায়ানকে যা-ই বলতে করালে এসে থাকুক, মত বদলে ফেলেছে। দূর থেকে মেয়েটিকে চলে যেতে দেখল রায়ান, অ্যাঞ্জেলার হাঁটার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি আর স্কার্টের দুলুনি দেখতে ভাল লাগছে ওর।

এই মেয়েটিকে নিয়ে ভাবার কোন অধিকারই নেই ওর। সম্ভবত নিজের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে—ঝামেলা ডেকে আনছে, যে ঝামেলা সামাল দেয়ার সামর্থ্য নেই ওর।

বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল হ্যামলিন। 'খেয়েছ?'

'না।'

'চলো, খেয়ে নেবে।'

র্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল ওরা। ডাইনিংরুমটা বেশ বড়, মাঝখানে টেবিল। জানালায় ফুল-তোলা পর্দা ঝুলছে, কিনারে মাটির তৈরি টবে ফুলগাছের সারি। টেবিল-ক্লথটা পরিষ্কার। আরামদায়ক চেয়ার। সবকিছুই পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম।

কুক লোকটা চীনা। টেবিলে খাবারের ডিশ পরিবেশন করে লাগোয়া রান্নাঘরে ফিরে গেল সে। স্ট্রুডকে কোথাও দেখতে পেল না রায়ান। বাম দিকে ফিরতে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরের একটা কামরায় বই-ভরা কিছু শেল্ফ দেখতে পেল।

'স্ট্রুডকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' মৃদু স্বরে আশ্বস্ত করল হ্যামলিন, ওর পাশে বসেছে। 'অন্তত এখানে কিছু করার সাহস হবে না ওর, কারণ র্যাঞ্চে গোলাগুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অ্যাঞ্জেলা। কার্ল রিকটারও তাই নির্দেশ দিয়েছে।'

'ভাবছি আশপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসব।'

'তাহলে পাহাড়ের দিকে যেয়ো। পাঞ্চিং সম্পর্কে যদি কোন ধারণা থেকে থাকে, মিলিগানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো কি করতে হবে। বেনিং সকালে বাইরে গেছে। সবাই আমরা কাজে হাত লাগিয়েছি।'

'ধরো আর ফিরে এলাম না?'

'যাবে কোথায়? পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরোনোর পথ খুঁজে পাবে না। পঞ্চাশটা ক্যানিয়ন আছে, কিন্তু সবগুলোই কানা। হেঁটে বা ঢাল বেয়ে ওপরে

উঠতে পারবে, কিন্তু রাস্তা পাবে না। পঞ্চাশ মাইলের মত নির্জন রুক্ষ প্রান্তর পাড়ি দিতে হবে–তাও খাবার বা পানি ছাড়া।'

'নিজের পরিচয় আমাকে জানতেই হবে।'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল হ্যামলিন। 'বাদ দাও না ওসব। ধরে নাও নতুন ভাবে জন্মগ্রহণ করেছ! প্রথম থেকে শুরু করো সবকিছু। *'মৃতকে কবর দিয়ে যাত্রা করো'*–প্রবাদটা জানো তো?'

'মৃতরা যদি কথা বলতে পারত, হয়তো কবরে যেতে আপত্তি জানাত ওরা। তেমনি অতীতকেও কবর দেয়া যায় না। অস্বস্তিকর একটা অবস্থায় আছি আমি।'

একঘেয়েমি কাটাতে র‍্যাঞ্চ আর গরু সম্পর্কে আলাপ শুরু করল মাইক হ্যামলিন। বিল জ্যাকসনের মৃত্যুর পর থেকে কোন গরু বিক্রি করা হয়নি, বিভিন্ন কারণে তাই র‍্যাঞ্চটা এলাকার সেরা। পাহাড় আর রীজগুলো প্রাকৃতিক করাল হিসেবে কাজ করছে, আউট-লরা আসার পর থেকে রাসলাররাও র‍্যাফটার-জে সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। পাহাড়ে ঘেরা কয়েক হাজার একর জমিতে বিস্তৃত সবুজ তৃণভূমি, পানির ঘাটতি নেই–পাহাড়ী ঝর্না বা ছোট ছোট স্রোতস্বিনী–প্রচুর আছে।

হ্যামলিন চলে যাওয়ার পরও একই জায়গায় বসে থাকল রায়ান। নীরবে কফি গেলার ফাঁকে নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবছে। মিলিগান কি সত্যিই কিছু জানে? নাকি স্রেফ অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে?

কয়েকটা সূত্র পেয়েছে···ডান ঘোড়াটা যে চেরোকি জাতের, এটা চিনতে পেরেছে ও। চেরোকি ন্যাশন্স হচ্ছে আউট-লদের একটা আখড়া। তাছাড়া আরেকটি ব্যাপারে নিশ্চিত ও: ওর পরিচয় জানে কার্ল রিকটার এবং ওকে খুন করার কারণটাও জানে।

দুটো চিঠি আর কিছু দলিল আছে ওর পকেটে, এখন পর্যন্ত ওগুলো দেখার কোন সুযোগই পায়নি।

ও কি জ্যাক লয়ারী? চিঠির ঠিকানায় এ নামটাই লেখা, স্বভাবত ওকেই জ্যাক লয়ারী বলে ধরে নিতে হচ্ছে; কিন্তু নামটা অজানা অস্বস্তি সৃষ্টি করছে মনে, মোটামুটি ধরেই নিয়েছে আসলে লয়ারী নয় ওর নাম। তাহলে কি চিঠি দুটো চুরি করেছে ও, নইলে কিভাবে পকেটে এল? নাকি লয়ারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব চেপেছিল ওর ঘাড়ে? কোনটাই যৌক্তিক মনে হচ্ছে না রায়ানের কাছে।

প্রায় অধৈর্য বোধ করছে ও। মাথা ব্যথাটা একেবারে চলে না গেলেও ভোঁতা যন্ত্রণা হয়ে ভোগাচ্ছে এখনও, সারাক্ষণ তটস্থ রেখেছে ওকে। লোকজনের উপস্থিতি ভাল লাগছে না। নির্জন একটা জায়গা দরকার যেখানে কেউ বিরক্ত করবে না ওকে; সমস্যাগুলো গভীর ভাবে ভাবতে পারবে–একটা সমাধান খুঁজে পাবে।

যে কোন সময় র‍্যাঞ্চে ফিরে আসতে পারে রিকটার, এবং নিঃসন্দেহে যে কাজ শুরু করেছিল, সেটা শেষ করতে চাইবে। এখানে ওকে দেখতে পেয়ে কি প্রতিক্রিয়া হবে লোকটার? যার খোঁজে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে, সে-ই বসে আছে

একেবারে ঘরের ভেতরে?

অ্যাঞ্জেলা ঢুকল কামরায়। 'বেরোবে নাকি? ইচ্ছে করলে ডানটায় চড়তে পারো। মনে হচ্ছে ওটায় চড়তে পারবে তুমি। আমার হয়ে একটা কাজ করে দেবে? ঘুরে-ফিরে গরুগুলো দেখে নিয়ো, ঠিক ক'টা গরু বিক্রি করা যাবে সংখ্যাটা জানা দরকার।'

'চড়তে পারব কিনা জানি না,' উত্তরে বলল রায়ান। 'গরু সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিনা, তাও জানি না। আদৌ কখনও ঘোড়ায় রাইড করেছি কিনা, কে জানে!'

'ডানের পিঠে যদি চড়তে পারো, তাহলে টেক্কা দিতে পারবে পিকেট আর স্টুডকে। দু'জনকেই পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে ঘোড়াটা।'

বার্নের এক কোণে ছোট্ট কামারশালা, বেশ কিছু ল্যারিয়েট ঝুলছে ছাদ থেকে। পছন্দসই একটা তুলে নিয়ে করালে এল রায়ান। আনমনে ভাবছেঃ ল্যাসো কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, জানা আছে ওর? হাতে অবশ্য অভ্যস্ত এবং চেনা লাগছে ল্যাসোটাকে, রায়ান ধরে নিল ওটার ব্যবহার জানা আছে ওর।

করালে ঘোড়াগুলোর মুখোমুখি হলো ও, খেয়াল করল ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হ্যামলিন।

দূর থেকে উৎসুক দৃষ্টিতে রায়ানের দিকে তাকাল ঘোড়াগুলো, কোনটাই কাছে এল না। ডানটার দিকে তাকাল রায়ান, একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'এদিকে আয়, ব্যাটা,' মৃদু স্বরে ডাকল ও।

ঠিক চলে এল ঘোড়াটা।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করে বিস্ময় প্রকাশ করল হ্যামলিন। 'এমন তো কখনও দেখিনি!'

ইতোমধ্যে আরও দু'জন দর্শক জুটে গেছে বাঙ্কহাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টম স্টুড; একটা সোরেলে রাইড করতে যাচ্ছিল মিলিগান, করাল থেকে বেরিয়ে অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'অদ্ভুত কাণ্ড!' বিড়বিড় করে মালিকের উদ্দেশে চাপা বিস্ময় প্রকাশ করল বুড়ো। 'ঘোড়াটা চেনে ওকে!'

'কিন্তু কিভাবে সম্ভব সেটা? ও তো মাত্র এল, আর শীতের সময় রেঞ্জে ঘোড়াটাকে পেয়েছি আমরা।'

'নিশ্চয়ই, আমিই নিয়ে এসেছি ওটাকে,' শুকনো, ভাঙা স্বরে বলল মিলিগান। 'তারপরও, আমি নিশ্চিত ঘোড়াটা চেনে ওকে। ...ম্যা'ম, অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটছে এখানে, বিরাট কোন ভুল করছি আমরা চোখ তুলে সরাসরি অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকাল সে। 'ঘুণাক্ষরেও লোকটাকে বিশ্বাস কোরো না, ম্যা'ম। খারাপ মানুষ ও, খুব খারাপ!'

'ঘোড়াটার ধারণা কিন্তু অন্যরকম,' মৃদু স্বরে উত্তর দিল র‍্যাফটার-জে মালিক।

আর কিছু না বলে করালের দিকে চলে গেল ক্ষুব্ধ মিলিগান।

কেশর ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে করাল থেকে বের করে নিয়ে এল রায়ান। পিঠ চাপড়ে দিয়ে ধীরে-সুস্থে স্যাডল চাপাল ওটার পিঠে। তারপর কঠিন কাজটা

সারল। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে, জানে অভ্যাস মত কাজ করে যাবে এরা। মাথার আঘাতে বিন্দুমাত্র ওলট-পালট হয়নি সেসবের।

স্যাডল পরিয়ে দেখল ঠিক ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যাঞ্জেলা। 'রায়ান, কে তুমি? কেন এসেছ এখানে?' গম্ভীর, চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

প্রশ্নটা এসেছে নিচু স্বরে, একই সুরে উত্তর দিল রায়ান: 'যতটা তুমি জানো, তারচেয়ে এক রত্তি বেশি জানি না আমি, ম্যা'ম। ট্রেনে হ্যামলিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে নতুন একটা জীবন পেয়েছি, এর আগের কিছুই জানা নেই। সত্যিই জানি না!'

স্যাডলে চাপল রায়ান, তারপর ধীর গতিতে বেরিয়ে গেল খোলা গেট দিয়ে পেছন থেকে ওকে দেখছে অ্যাঞ্জেলা দৃঢ় ভঙ্গিতে, পিঠ সোজা করে স্যাডলে বসেছে সে, আকর্ষণীয় দৈহিক কাঠামো। কিন্তু অনিশ্চিত কি যেন আছে লোকটার আচরণে, হয়তো নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নয় বলেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়িতে ফিরে এল ও, অফিসে অপেক্ষা করছে টম বেনিং।

'টম, কি মনে হয় তোমার, আইনের লোক ও?'

'তা হবে কেন?'

'শুনেছি ওয়েল্‌স ফারগো কিছু এজেন্ট নিয়োগ করেছে। এদের কেউ হতে পারে রায়ান কিংবা কোন ইউ.এস মার্শালও হতে পারে। ডান ঘোড়াটা যে চেরোকি জাতের–ও জানে সেটা। জানে চেরোকি ন্যাশন্স থেকে এসেছে ওটা

'তোমার ধারণা জাজ পারকারের খুনে মার্শালদের একজন ও? কিন্তু ফোর্ট স্মিথ তো এখান থেকে বহু দূরে।'

'হয়তো ডেনভার বা এল পাসো থেকে এসেছে ও।'

'এ নিয়ে ভেবো না। লোকটা খারাপ, জীবন বাজি রেখে বলতে পারি। মিলিগান তোমাকে বলেনি স্ট্রুডের কি দশা করেছে ও?'

'স্ট্রুড নিজেই বিপদ ডেকে এনেছে! সবসময় বড় বড় কথা বলে আর যার-তার সঙ্গে লাগতে যায়!' জানালা দিয়ে বিস্তৃত তৃণভূমির দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা, ভুরু কুঁচকে আছে। 'না বলে পারছি না, কিন্তু এটাই সত্যি, এমন একটা কিছু সত্যিই পাওনা ছিল স্ট্রুডের।'

'কিন্তু কাজটা কিভাবে করেছে সেটাই ভাবাচ্ছে আমাকে। বয়স্ক একজন লোক যেন বাচ্চা একটা ছেলেকে পিটিয়েছে! অথচ ওর চেয়ে দেড়গুণ চওড়া স্ট্রুড। বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি রায়ান, মুহূর্তের জন্যেও নয়। আসলে ঠিকমত উঠে দাঁড়াতেই পারেনি স্ট্রুড, জবর পিটুনি খেয়েছে। আরেকটু হলে খুন হয়ে যাচ্ছিল। পরে কি হলো জানো? আশপাশে কি হচ্ছিল বিন্দুমাত্র কেয়ার করেনি সে, স্ট্রুড মরল না বাঁচল তাতে যেন কিছুই যায়-আসে না ওর।'

নীরবতা নেমে এল, কিছুক্ষণ কেউই কথা বলল না।

'রিকটার ওর দলবল নিয়ে চড়ে বসেছে আমাদের ওপর, হয়তো এই লোকটাকে ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারব আমরা,' পরে মুখ খুলল ফোরম্যান। 'কে জানে, হয়তো রিকটারকে নিকেশ করে ফেলবে ও!'

'কিভাবে?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'চিন্তা করে দেখো, একা এসেছে ও। কিন্তু কেন এসেছে? নিশ্চই একটা উদ্দেশ্য আছে ওর। সেটা জানি না আমরা। কোন কিছুরই পরোয়া করছে না সে, বিপদে পড়বে জেনেও এসেছে এখানে। মনে আছে, ফুলটন যখন ওকে আমাদের সঙ্গে আনবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিল? রুখে দাঁড়িয়েছিল রায়ান, কিন্তু ফুলটনের মত মারকুটে লোকও ঘাঁটাতে যায়নি ওকে–ঠিকই টের পেয়েছে ঘাগু লোকের সামনে পড়ে গেছে। ফুলটন কেন, আমার তো মনে হয়, স্বয়ং কার্ল রিকটারের মুখোমুখি দাঁড়ানোর যোগ্যতাও আছে ওর।'

'ওকে মেরে ফেলবে রিকটার।'

'কিংবা ও-ই মেরে ফেলতে পারে রিকটারকে। দু'জন দু'জনকে মেরে ফেলবে, এমন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।'

'এটাই আশা করছ তুমি?'

'ম্যা'ম, পরিবার কি জিনিস জানি না আমি। আত্মীয় বা পরিজনও কেউ নেই আমার, কিন্তু তুমি আর তোমার বাবাই আমার কাছে সব। আমি কেবল চাই জঘন্য ওই খুনেগুলোকে ছাড়াই চলছে র‍্যাফটার-জে। বিষফোঁড়ার মত সবকিছু বিষাক্ত করে তুলছে ওরা! ওদের কাছ থেকে তোমাকে মুক্ত দেখতে চাই আমি। চাই এমন কারও সাথে ঘর বাঁধো, যে সত্যিকার সৎ, পরিশ্রমী এবং ভালমানুষ।'

'ধন্যবাদ, বিল,' ক্ষণিকের নীরবতা শেষে যোগ করল অ্যাঞ্জেলা: 'কিন্তু আমি চাই না খুন হয়ে যাক ও।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টি ফোরম্যানের চোখে। 'কিন্তু ও তো খারাপ মানুষ...'

'খারাপ-ভাল যাই হোক, আমি চাই না মারা যাক ও।'

*

সরাসরি পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে রায়ান। নেহাত খেয়ালের বশে হোলস্টারে হাত বাড়াল, অনায়াসে হাতে উঠে এল অস্ত্রটা...খুব সহজেই।

পিস্তল খাপে ভরে নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। কোথাও না কোথাও একটা রেকর্ড থাকতে বাধ্য। কেউ হারিয়ে গেলে অবশ্যই খোঁজ করা হয়...উদ্বিগ্ন হওয়ার মত স্বজন সবারই থাকে; নিকটজনরা যদি চরম উদাসীনও হয়, লোকটার পক্ষে পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, কেউ না কেউ তাকে ঠিকই চিনতে পারবে।

কিছুটা ভাল লাগছে ওর এখন। কার্ল রিকটারের জন্যে অপেক্ষা করা বোকামি হবে। এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত হবে ওর, নিজের পরিচয় জানতে হবে, এখানে কেন এসেছে কিংবা রিকটার কেন ওকে খুন করতে চাইছে–সবই জানতে হবে।

সমতল উপত্যকা ধরে ছুটছে ডান। হাঁটু অবধি দীর্ঘ ঘাস দুলছে মাতাল বাতাসের দোলায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চরছে গরুগুলো। বেশিরভাগই হৃষ্টপুষ্ট, বেশ কিছু গরু বিক্রি করার মত উপযুক্ত। বয়স্ক কিছু গরু বেচে দিয়ে স্টকটা ছোট না করলেই নয়।

পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্না বা পানির স্রোত রয়েছে পুরো এলাকায়, পানির কোন সমস্যাই হবে না এখানে। র‍্যাফটার-জে রেঞ্জে শুধু দুটো সমস্যা দেখতে পাচ্ছে রায়ান–কিছু গরু শিগ্‌গিরই বিক্রি করা জরুরী হয়ে পড়েছে, নইলে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে গরুর সংখ্যা–পর্যাপ্ত ঘাস এবং পানির ঘাটতি দেখা দেবে; আরেকটা ব্যাপার: শীতের জন্যে খাদ্য সঞ্চয়, এ ব্যাপারে কাউকেই খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না। অথচ প্রচুর খড় কেটে যদি সংরক্ষণ করা না হয়, তাহলে শীতে না খেয়ে মারা যাবে অনেক গরু।

সামান্য তুষারপাতে হয়তো এমন কোন অসুবিধে হবে না। উঁচু কিছু জায়গায় চরতে পারবে গরুগুলো, কিন্তু তুষারপাত বেশি হলেই সর্বনাশ হবে। ক্যানিয়ন বা পাহাড়ের আনাচে-কানাচে বরফ জমবে, পুরু বরফে ঢেকে যাবে ঘাস। আউট-লরা অবশ্যই দক্ষ কাউহ্যান্ড, একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, সত্যি কথা হচ্ছে র‍্যাঞ্চের যাবতীয় কাজে সাধারণ কাউহ্যান্ডদের মত যথেষ্ট আন্তরিক নয় ওরা; শীতের জন্যে খড় কাটতে নাও রাজি হতে পারে। শত হলেও কঠিন কাজ।

এ দুটো সমস্যা উপেক্ষা করলে র‍্যাঞ্চটা খুব ভাল অবস্থায় আছে। পাহাড়শ্রেণীই চারপাশে প্রাকৃতিক বেড়ার কাজ করছে, সুতরাং খুব বেশি পরিশ্রম ছাড়াই গরুর পাল সামলে রাখা সম্ভব। শুধু রাউন্ড-আপের সময় বাড়তি লোকের সাহায্য দরকার হবে।

ডানটা দ্রুত গতি সম্পন্ন, রাইডিং উপভোগ করছে রায়ান। চলতে চলতে একসময় ও দেখল সামনে ঘোড়া চলার মত কোন পথ নেই, শুধু পায়ে হেঁটে জায়গাটা পেরোনো সম্ভব। পাহাড়ী ঢাল এবড়োখেবড়ো, অসংখ্য ঝোপ আর গুল্ম জাতীয় গাছে ভরা। ঢালটা এত খাড়া যে উঠতে হলে গাছের ডাল বা ঝোপ-ঝাড়ের সাহায্য নিতে হবে।

একেবারে কাছে এসে গতিপথ পরিবর্তন করল ও, পাহাড়ের সমান্তরালে এগোচ্ছে এখন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে। বাইরে বেরোনোর কোন পথ থাকলে, গরুগুলো খুঁজে পাবে আগে, কিংবা কোন বুনো জন্তু। কিছুক্ষণ আগে হরিণের পায়ের ছাপ নজরে পড়েছে ওর...কোত্থেকে এসেছে ওগুলো?

আগুন বা খরার ভয় না থাকলে হরিণের দল সাধারণত জন্মস্থান থেকে এক-দুই মাইলের বেশি দূরে যায় না। পাহাড়ী ঢাল কিংবা মেসার খোলা জায়গায় ঘুমায় এরা। সন্ধে হওয়ার আগেই খাওয়া সেরে, পানি খেয়ে ফিরে যায় নির্দিষ্ট জায়গায়। হয়তো এ উপত্যকাকে নিজেদের বাড়ি মনে করছে হরিণের দল, সেক্ষেত্রে ঢালের ওপরে ওঠার একটা রাস্তা থাকতে বাধ্য।

একা রাইড করছে ও, অফুরন্ত সময় হাতে; চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে দারুণ সুযোগ। আবারও নিজের সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল রায়ান। প্রশ্নগুলো এখনও খোঁচাচ্ছে ওকে–কে ও? কি করত? কোত্থেকে এসেছে?

স্মৃতি হারিয়ে ফেললেও অভ্যাসগুলো ঠিকই রয়ে গেছে। এটাও একটা সূত্র হতে পারে। ধরা যাক, নিজেকে একটু একটু করে পরীক্ষা করতে শুরু করল, বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করতে পারে; হয়তো এভাবেই নিজের সামর্থ্য আর উদ্দেশ্য

সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়ে যাবে!

ইতোমধ্যে রায়ান বুঝতে পেরেছে অনৈচ্ছিক ভাবে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করে যায়, কখনও কখনও আগে থেকে ভাবারও প্রয়োজন পড়ছে না। ডানের স্যাডলে চড়ার কথাই ধরা যাক। আগে থেকে কিছুই চিন্তা করেনি। অথচ কত অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে স্যাডলে চড়েছে; কিংবা তারও আগে, স্যাডল সাজিয়েছে ঘোড়ার পিঠে-নির্ভুল ভাবে, অথচ কেউ ওকে কিছু শিখিয়ে দেয়নি বা পরামর্শ দেয়নি।

ও ডাক দিতেই ডানটা এত সহজে কাছে এল কেন? ঘোড়াটা কি আগে থেকেই পরিচিত ওর? যদি তাই হয়, কোন একসময় হয়তো ঘোড়াটা ওরই ছিল? বুড়ো মিলিগানকে মনে পড়ল, লোকটার ধারণা ও খুব খারাপ মানুষ। সত্যিই কি? নিজের ভেতরটা খুঁজে দেখার প্রয়াস পেল রায়ান, কিন্তু খারাপ কিছু দেখতে পেল না-কারও প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ নেই ওর, কারও ক্ষতি করারও ইচ্ছে নেই।

অবশ্য এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। মন্দ লোকেরা কি কখনও নিজেদের খারাপ মনে করে? প্রতিটা কাজের জন্যেই তো তারা কোন না কোন অজুহাত তৈরি করে ফেলে?

হরিণের ছাপ ধরে এগোচ্ছে ও, খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছে না। মনটা অন্য কোথাও পড়ে আছে। কিন্তু প্রথম ছাপের সঙ্গে দ্বিতীয় আরেক সারি ছাপ এক জায়গায় মিলিত হতে দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল। এই প্রথম সত্যিকার মনোযোগ দিল।

হরিণ হলো অভ্যাসের দাস। মানুষের চেয়েও বেশি অভ্যাসের অনুগত এরা। প্রথম ছাপগুলো কয়েকদিন আগের পুরানো, কিন্তু দ্বিতীয় ছাপ সম্ভবত আজ সকালের। একেবারে তাজা।

ছাপগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ, ঠিক একটা ক্যানিয়নের মুখে। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও এমন কোন আভাস পেল না রায়ান, যাতে মনে হতে পারে ক্যানিয়নের ভেতরে ঢুকেছে হরিণের দল। কিন্তু হাল ছাড়ল না ও। বিস্মৃত অতীতের জ্ঞান থেকে ওর অবচেতন মনে একটা ধারণা জন্মাল, বুনো জন্তুদের পায়ের ছাপ ক্যানিয়নের কিনারা ঘেঁষে চলে যেতে পারে, খুব কাছ থেকে না দেখলে হয়তো চোখেই পড়বে না।

পিছিয়ে এসে আবার খুঁজতে শুরু করল ও। তন্নতন্ন করে প্রতিটা ফাঁক, ঝোপ-ঝাড়, বোল্ডারের ফাঁকে সঙ্কীর্ণ জায়গা খুঁটিয়ে দেখল। ধৈর্য হারাল না। পরিশ্রমের সুফল পেল পুরো এক ঘণ্টা পর। ঘন সন্নিবেশিত দুই সেট সিডার সারির ফাঁক গলে চলে গেছে প্রায় অস্পষ্ট কিছু ছাপ; পথের শুরুতেই রয়েছে বড়সড় একটা বোল্ডার, তাই একেবারে কাছে না এলে চোখে পড়ছে না ছাপগুলো।

ছাপ অনুসরণ করে এগোল ও, পাইনের সারি পেরিয়ে এল।

ঠিক তখনই চিঠি দুটোর কথা মনে পড়ল ওর।

পাঁচ

ট্রেইলের পাশে পাইনের ছায়ায় এসে বসল রায়ান, পকেট থেকে চিঠি দুটো বের করল। দুটোতে একই ঠিকানা লেখা রয়েছে: *জ্যাক লয়ারী, এল পাসো, টেক্সাস।* প্রথম চিঠিটা সংক্ষিপ্ত।

যে লোককে পাঠিয়েছি, নিজের কাজে সে সেরা। কিভাবে কি করতে হবে জানা আছে ওর। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার নেই, কিংবা ওর কাজে নাকও গলিয়ো না।

–পিয়ারসন

দ্বিতীয় চিঠিটা এর কয়েক সপ্তাহ পর পিঙ্কারটন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে পোস্ট করা হয়েছে।

দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের তদন্ত ফলপ্রসূ হয়নি তেমন, ছোটখাট কিছু তথ্য পাওয়া গেছে অবশ্য। যে লোক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তাকে প্রথম দেখা গেছে মিসৌরিতে, একটা ফ্রেইট ট্রেনে করে এখানে পৌঁছেছিল সে। স্থানীয় একটা খনিতে কাজ করেছে কিছু দিন। খনিতে কাজ করার সময় দু'জন লোকের সঙ্গে তুমুল মারামারি হয়েছিল ওর। দু'জনকেই বেধড়ক পিটিয়েছে সে।

মিসৌরিতে শুধু মারামারিই করেনি লোকটা, ফেয়ার একটা ডুয়েলও লড়েছে। দুই সপ্তাহ আগের ঘটনা এটা। নেশন্স থেকে আসা এক আউট-ল ঝামেলা পাকায় ওর সঙ্গে।

দোষটা আসলে কার, সঠিক বলা মুশকিল। তবে সেলুন-ভরা লোকজনের ধারণা ইচ্ছে করলে ডুয়েলটা এড়িয়ে যেতে পারত সে। পিস্তলে চালু হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল আউট-লর, খাপ থেকে অস্ত্র বের করা পর্যন্তই, তারপর চোখের নিমেষে খুন হয়ে যায় বেচারা। সেলুনে উপস্থিত এক গরু ব্যবসায়ী নিজে ঘটনাটা দেখেছে, পরে আপনার এই লোকের সঙ্গে দেখাও করেছে সে।

গোপন সূত্রে লোকটার নাম জানতে পেরেছি আমরা: জিম শাটন। ডুয়েলের পরদিনই মিসৌরি ছেড়ে চলে যায় শাটন। নতুন একটা ঘোড়া আর কয়েকশো রাউন্ড অ্যামুনিশন কিনেছে সে একটা স্টোর থেকে।

আমাদের প্রতিনিধির রিপোর্টে জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরে রাসলিং সমস্যায় ভুগছিল সেই গরু ব্যবসায়ীটি। হাতে-নাতে রাসলারদের ধরে

ফেলেছিল ওর এক পাঞ্চার, কিন্তু লোকটাকে খুন করে ফেলে গরুচোররা। ওয়েস্টার্ন নেব্রাস্কার ঘটনা এটা।

মিসৌরির ওই ঘটনার পর খুব দ্রুত চারদিকে গল্প ছড়িয়ে পড়ে শাটনের সম্পর্কে, যদিও পরবর্তীতে আর দেখা যায়নি ওকে। স্রেফ উধাও হয়ে গিয়েছিল সে কোথাও। কিন্তু কয়েকদিন পর এক রাসলারকে কেবিনে মৃত পাওয়া গেছে। লোকটার হাতে একটা পিস্তল ছিল, যা থেকে একবার গুলি করা হয়েছে।

ক'দিন পর আরও দুই রাসলার মারা পড়ল। লাশগুলো ঢাকা ছিল সদ্য ছাড়ানো একটা গরুর চামড়া দিয়ে, গরুর ব্র্যান্ড বদলে দেয়া হয়েছিল; এবং দুই রাসলারই সশস্ত্র ছিল।

কিছু দিন পর হঠাৎ করেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে বাকি তিন রাসলার। একটা ক্যাম্পের পাশে গল্প করছিল ওরা। সঙ্গে ছিল চুরি করা প্রায় ত্রিশটা গরু।

আচমকা ষাট ফুট দূরের একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক লোক। 'আমি জিম শাটন,' গম্ভীর স্বরে নিজের পরিচয় দিয়েছে সে। 'তোমাদের বন্ধু কোরি হ্যাচ আমার হাতেই মারা পড়েছে। এবার তোমাদের পালা।'

বিপদ দেখে লোকগুলো তখন পাল্টা আক্রমণ করার কথা ভাবছিল, উল্টো শাটনকে শাসিয়েছে যে ধরতে পারলে কপালে খারাবি আছে তার। ওদের কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেনি শাটন, নিজেই এগিয়ে এসেছে। পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় ওরা। কিন্তু কোন গুলি করার আগেই মারা পড়ে দু'জন।

অন্যজন, বেঁচে যাওয়া এ লোকের নাম হিউগো নেলি, দৌড়ে ঢুকে পড়ে একটা ঝোপের ভেতর। কোন রকমে প্রাণ বাঁচায় সে। আড়াল থেকে গুলি করেছিল একবার, কিন্তু শাটনকে বেঁধাতে পারেনি, বরং শাটনের একটা গুলি ওর কাঁধে লাগে।

নেলির কাছ থেকেই গল্পটা জেনেছি আমরা। ভাল করে জিম শাটনকে দেখতে পায়নি সে, কারণ চাঁদের আলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল সে, গাছের ছায়াও পড়েছিল ওর ওপর। হ্যাটের ব্রিম ছিল নামানো। নেলি নিশ্চিত দীর্ঘদেহী সে, একহারা গড়নের। পিস্তল হাতে যমের মত ভয়ঙ্কর।

এরপর থেকে কার্যত নেব্রাস্কার আশপাশে রাসলিং নিয়ে সমস্যায় পড়েনি কোন র‍্যাঞ্চার। অদৃশ্য এক যমদূতের ভয়ে সটকে পড়েছিল সব গরুচোর। জিম শাটনও নেব্রাস্কা ছেড়ে চলে যায় অন্য কোথাও।

মন্টানাগামী ট্রেনগুলো প্রায়ই লুঠ হত। শাটনকে ভাড়া করল কোম্পানি। পরবর্তী ডাকাতির সময়, ঝোপের আড়াল থেকে ডাকাতদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়েছে কেউ। ঘটনাস্থলেই মারা পড়ে তিন ডাকাত।

এরকম আরও দুটো ঘটনার পর থেকে ওই লাইনে আর কোন লুঠের ঘটনা ঘটেনি।...

আরও অনেক তথ্য আছে। পুরো রিপোর্টটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল রায়ান। সব ঘটনার পেছনে একজন লোকই জড়িত, প্রমাণ না থাকলেও এটাই সত্যি–জিম শাটন। ক্যানাডা থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত প্রায় বিশটা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে শাটনের, একের পর এক ঘটনা ঘটিয়েছে সে। হিউগো নেলি যেটুকু বর্ণনা দিয়েছে, তার বেশি ওর সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেনি। প্রথম যে খনিতে কাজ নিয়েছিল শাটন, আচমকা সেটা বন্ধ হয়ে যায়, কেউ কোন কারণ বলতে পারেনি।

শেষে একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা হয়েছে: *প্রথম যে র‍্যাঞ্চার শাটনকে ভাড়া করেছিল, জানা যায় একসময় বিল জ্যাকসনের সঙ্গে ক্যাটল ড্রাইভে অংশ নিয়েছিল সে। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ওরা।*

চিঠিটা ভাঁজ করে কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল রায়ান। দলিলে চোখ বুলাল এবার–চুক্তিপত্রে তিনশো কুড়ি একর জায়গা এবং সেখানকার একটা কেবিনের মালিকানা দেয়া হয়েছে জিম শাটনকে। নিচে উইলিয়াম জ্যাকসনের স্বাক্ষর। দলিলের সঙ্গে একটা কাগজে হাতে আঁকা ম্যাপ–কোন্ পথে গেলে কেবিন বা ওই জমিতে পৌঁছানো যাবে বোঝানো হয়েছে।

ইতোমধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ডানটা। তিক্ত মনে স্যাডলে চাপল রায়ান। চিঠি বা দলিল দেখে আসলে কোন লাভ হয়নি, ঘণ্টাখানেক আগে নিজের সম্পর্কে যা জানত, তার বেশি কিছুই জানতে পারেনি।

চিঠি আর দলিলগুলো সম্ভবত জনৈক জ্যাক লয়ারীর। এল পাসোর এই লোকটা আসলে কে? জিম শাটনের দলিল নিয়ে কি করবে সে? লয়ারী আর শাটন কি একই লোক? মনে হয় না।

ওর নামই কি লয়ারী? নাকি শাটন? কিংবা দুটোর কোনটাই নয়?

গায়ের কোটটা খুলে সযত্নে দেখল রায়ান। হাতাগুলো খাটো, কাঁধটাও ওর মাপের নয়, খুব বেশি ছোট নয় অবশ্য। রেডি-মেড নয় জিনিসটা, দর্জির দোকান থেকে বানানো।

'দর্জির দোকান থেকে বানানো,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল রায়ান। 'কিন্তু আমার জন্যে বানানো হয়নি।' জানে এরকম বেখাপ্পা মাপের কোট নিজের জন্যে কখনোই বানাত না। কোটের মালিক যদি ও না হয়ে থাকে, তাহলে এটা নিশ্চই জ্যাক লয়ারীর, যেহেতু চিঠিগুলো তার উদ্দেশেই লেখা...নাকি কোটটা জিম শাটনের? কেননা দলিলের মালিক তো সে-ই।

জিম শাটনের পরিচয় জানার কি কোন উপায় আছে? অথবা জ্যাক লয়ারী বা পিয়ারসনের?

হাতে আঁকা ম্যাপটা দেখল ও। গুটি কয়েক দাগ, 'X'-চিহ্নিত জায়গাটা বোধহয় র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চ; আর গাঢ় লাইনগুলো যে ট্রেইলটা এই মাত্র আবিষ্কার

করেছে ও, সেটাকে নির্দেশ করছে।

জিম শাটন কেন এই বাথানের একটা অংশের মালিক? বিল জ্যাকসনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

উত্তর জানা নেই–শুধু একগাদা প্রশ্ন।

খিদে লেগেছে। সঙ্গে খাবার নিয়ে আসার কথা মনেই হয়নি। কিন্তু স্রেফ খাওয়ার জন্যে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। অনেক কিছু ভাবতে হবে, কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এবং জানে না র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে কোন্ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে···এমনও হতে পারে ইতোমধ্যে ফিরে এসেছে কার্ল রিকটার। একবার ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে সে, আবারও চেষ্টা চালাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ট্রেইলে ফিরে এল ও, পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে ডানটা। ডজনখানেক তীক্ষ্ণ বাঁক পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ল, টানা উঠতে থাকল ঢাল ধরে। খাড়া ঢাল, কিন্তু হরিণেরা নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে এ পথে ঘোড়ার কোন ট্র্যাক নেই ট্রেইলে, শুধু হরিণের খুরের ছাপ।

চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে রায়ান। গাছপালা এত ঘন ভাবে জন্মেছে যে মাঝে মধ্যে ফাঁক-ফোকর দিয়ে নিচের উপত্যকা আর র‍্যাঞ্চটা চোখে পড়ছে। অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগোল ও অনেকক্ষণ, তারপর আচমকা পাহাড়ের একটা খাঁজে উপস্থিত হলো। সামনে খোলা জমি, কিন্তু নিচ থেকে জায়গাটা চোখে পড়বে না।

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ডানটা, কান দুটো খাড়া হয়ে আছে কৌতূহলে। পাহাড়ী খাঁজ একশো গজ দূরে একটা ট্রাফে গিয়ে শেষ হয়েছে, লাগোয়া ক্লিফ থেকে ঝর্না নেমে এসেছে এখানে। চারপাশে সবুজ তৃণভূমি, পাহাড়ের ঢালে সবুজ পাইন, সিডার আর স্প্রুসের সারি; পোয়া মাইল দূরে ছোট একটা কেবিন দেখতে পেল রায়ান, দু'পাশে পাইনের ঝাড়–মাঝখানে সরু মেঠো পথ।

অদ্ভুত নীরব এক উপত্যকা, চারপাশে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। অনেক ওপরে পাহাড় থেকে গ্র্যানিটের চাঙড় সামান্য বেরিয়ে আছে বাইরের দিকে, সুনীল আকাশের বিপরীতে ওটাকে নগ্ন এবং রুগ্ন দেখাচ্ছে; এর নিচে গুটি কয়েক পাইন–পানির অভাব, বাতাস আর রোদের অত্যাচারে জীর্ণ-প্রায়, ঠ্যাঙার মত দাঁড়িয়ে থাকা গুঁড়ি থেকে হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে হাড় জিরজিরে শুকনো ডাল।

একেবারে নির্জন জায়গা। আগে আগে ছায়া ঘনায় এখানে, রীজ থেকে ধেয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে শিহরণ জাগায়। জায়গাটা আবিষ্কার করেছে কে? তারওপর, এমন খোলা জায়গায় কেবিন তৈরির পরিকল্পনাই বা কার? মেঘলা দিনে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়বে, বজ্রপাতেও ক্ষতি হতে পারে। মেঘের সংঘর্ষে সঙ্কীর্ণ এই উপত্যকার বাতাস তড়িতায়িত হয়ে উঠতে পারে, গন্ধকের কটু গন্ধে ভারী হয়ে যাবে। তিক্ত নির্জনবাসের উপযুক্ত জায়গা···তবুও কেন যেন মনে হচ্ছে জায়গাটা ওরই, কারণ···চেনা চেনা লাগছে!

চারদিকে অদ্ভুত নীরবতা, কেবল ডানের হালকা খুরের শব্দই শোনা যাচ্ছে, নরম ঘাসের ওপর দিয়ে দুলকি চালে এগোচ্ছে ওটা। কখনও খুরের নিচে পাথর পড়লে ধাতব শব্দ হচ্ছে।

পাইনের ফাঁকে সরু পথ ধরে এগোল ও, ঠিক কেবিনের সামনে এসে থামল।

প্রাকৃতিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে কেবিনটা। পাহাড়ের মসৃণ খাড়া অংশ এক দেয়াল আর ঝুলন্ত পাথুরে চাঁই ছাতের কাজ করছে। গ্র্যানিটের মত কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি অন্য দেয়ালগুলো, সম্ভবত ক্লিফের তলা থেকে তুলে আনা হয়েছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়নি, স্রেফ একটার ওপর আরেকটাকে বসিয়ে মাটি লেপে জুড়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু দক্ষ হাতের কাজ। কাজটাও নিখুঁত।

কেবিনের সামনে একটা লগের বেঞ্চি। মজবুত এবং চকচকে এখনও, যেন নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। ফায়ারপ্লেসের ঠিক পাশে ছোট্ট স্টেবলের অবস্থান, সরু একটা প্যাসেজ আছে যাওয়ার জন্যে। ফায়ারপ্লেসের পাশে বলে স্টেবলটা সবসময়ই উষ্ণ থাকবে। মাঝখানে লগের তৈরি দেয়াল, কিছু শুকনো কাঠ জমিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালের একটা খাঁজে।

স্যাডল ছেড়ে ডানের লাগাম একটা পোস্টের সঙ্গে বাঁধল রায়ান, তারপর কেবিনের দিকে এগোল। পাল্লা ধরে ঠেলা দিতে খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল ও।

বিস্মিত হলো রায়ান, এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি। ভালুক আর পাহাড়ী সিংহের পুরু চামড়া কার্পেট হিসেবে বিছানো কেবিনের মেঝেয়। দেয়ালে খাঁজ কেটে শেল্ফ বানানো হয়েছে, তাতে অসংখ্য বই; গানর‍্যাকে অন্তত ডজনখানেক রাইফেল আর শটগান। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল।

আরেকটা ছোট কামরায় টিনজাত খাবার আর অন্যান্য সাপ্লাই রয়েছে। যে ট্রেইল ধরে এখানে এসেছে ও, ওই পথে এসব জিনিস কোন মতেই আনা সম্ভব নয়; সুতরাং এরচেয়েও সুবিধাজনক কোন রুট আছে।

কেউ থাকত এখানে, সম্ভবত এখনও থাকে। লোকটা হয়তো জিম শাটন, যেহেতু ওর সঙ্গের দলিল অনুযায়ী এই কেবিনের মালিকানা তারই।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। নিচের উপত্যকার প্রায় পুরোটাই চোখে পড়ছে। শুধু পাহাড়ের খাড়া ঢালের শুরুতে ট্রেইলটা চোখে পড়ছে না, কেউ যদি ও-পথে এখানে চলেও আসে, কেবিন থেকে দেখা যাবে না তাকে। এছাড়া কেবিনে ঢুকতে হলে সামনে দিয়েই আসতে হবে।

ফিরে এসে ডেস্কের কাছে চেয়ারে বসল রায়ান। চেয়ারটা আরামদায়ক, নিজেকে অভ্যস্ত মনে হচ্ছে—হয়তো চেয়ারটা আগেও ব্যবহার করেছে। কেবিনের ক্ষেত্রেও একই অনুভূতি হচ্ছে ওর। শীতের সময় আশপাশে বরফ জমবে, বাইরের পৃথিবী থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে কেবিনটা; কিন্তু গ্রীষ্মে হতে পারে স্বর্গতুল্য নিরাপদ একটা আশ্রয়।

উঠে দাঁড়াল ও। ফিরে যাওয়া উচিত। র‍্যাঞ্চ থেকে এখানকার দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু ঘুরপথে যেতে হবে বলে পৌঁছতে পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক লেগে যাবে।

কিন্তু আগে উপত্যকায় নেমে যাওয়ার অন্য পথটা খুঁজে বের করতে হবে। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখার পর একটা সত্যই প্রকাশ পেল: সহজ কোন পথ নেই, এবং খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছে না সে। কিন্তু একটা পথ থাকতে

বাধ্য, নইলে সাপ্লাই কিভাবে এসেছে এখানে?

স্থির দাঁড়িয়ে থেকে এই প্রথম কেবিনের পাথুরে দেয়াল জরিপ করল ও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল একটা জায়গা অন্য অংশের চেয়ে নতুন। স্টেবল আর সংলগ্ন অংশ তৈরি করা হয়েছে অনেক আগে, পরে বাকি অংশ জুড়ে দেয়া হয়েছে।

হাল ছেড়ে দিল রায়ান, বুঝতে পারছে নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। আপাতত। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে স্যাডলে চাপল, তারপর সরু ট্রেইল ধরে ফিরতি পথ ধরল। মনে মনে অবশ্য বিকল্প ট্রেইল বা রুট সম্পর্কে ভাবছে এখনও। পাহাড়ের একেবারে গোড়ার কাছাকাছি, ঢালের শুরুতে গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল নিচের উপত্যকায় কেউ আছে কিনা। ওকে এখান থেকে বেরোতে দেখলে সন্দেহ হবে যে কারও। নিশ্চিত হয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। স্যাডল ছেড়ে সযত্নে ট্র্যাক মুছে ফেলল, যতটা সম্ভব।

র‍্যাঞ্চের আঙিনায় যখন পৌঁছল ও, ততক্ষণে সাপারের সময় পেরিয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে আকাশে, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। স্যাডল ছেড়ে নামার সময় বারান্দায় একটা ছায়া দেখতে পেল রায়ান। ওকে দেখে নড়ে উঠল লোকটা, বাঙ্কহাউসে গিয়ে ঢুকল। স্ট্রুড, নজর রাখছিল ওর ওপর?

স্যাডল খসিয়ে ঘোড়াকে নিয়ে করালে ঢুকল ও। ঘোড়ার যত্ন শেষে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল। ডাইনিংরুমে ঢুকে দেখল ততক্ষণে বাসন-কোসন ধোয়ার কাজও সেরে ফেলেছে কুক। বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখল ওকে, অন্তত খুশি হতে পারেনি।

'খাবার সব শেষ হয়ে গেছে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে। 'কি চাও তুমি?'

'কফি হলেই চলবে–শুধু কফি।'

স্টাডিরুমের দরজায় দেখা গেল অ্যাঞ্জেলাকে। 'তুমি বরং কোয়ার্টারে চলে যাও, উইং। ওর জন্যে কিছু একটা তৈরি করে নেব আমি।'

বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল কুক, দ্রুত বেরিয়ে গেল। এদিকে কাবার্ড থেকে কিছু রুটি, ঠাণ্ডা গরুর মাংস আর পনির বের করল অ্যাঞ্জেলা। 'কিছু ফ্রিয়োলও (Frijole) আছে,' বলল ও। 'খাবে নাকি?'

'বেশ তো।'

'ঘুরলে খুব?'

উত্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলল রায়ান। 'কিছু গরু শিগগিরই বিক্রি করা উচিত। নিশ্চিত বলতে পারব না, চার-পাঁচশো হবে হয়তো, বেশিও হতে পারে।'

'বাবার মৃত্যুর পর গরু বিক্রি করিনি আমরা। আসলে তারও এক বছর আগে থেকেই বেচিনি।'

'গরুর সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত পানি বা ঘাস থাকায় এখনও ভাল অবস্থায় আছে র‍্যাঞ্চটা। কিন্তু কিছু গরু বিক্রি না করলে আগামী বছর সমস্যা হবে, ঘাস বা পানির টানাটানি পড়ে যেতে পারে।'

'কার্ল রিকটার আমাদের গরু বিক্রি করতে দেবে কিনা কে জানে!'

চোখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল রায়ান। 'গোল্লায় যাক সে!'

'রিকটার রাজি হলেও, গরু বিক্রি করা সহজ হবে না। বাড়তি লোক দরকার হবে আমাদের, তাছাড়া আইন আছে এমন কোন জায়গায় যেতে চায় না আমার ক্রুরা। একটা ড্রাইভে গেলে লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে, বাথানের খবর ছড়িয়ে পড়বে; বিভিন্ন লোক আসা-যাওয়া করবে। নিরাপদ আশ্রয়টা ওদের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। এটা অন্তত ওদের কেউ চায় না।'

'পিয়ারসন নামে কোন লোকের নাম শুনেছ কখনও?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল রায়ান।

'না।'

'জিম শাটন?'

'ওর নাম কে না জানে!'

নীরবে খাচ্ছে রায়ান, অ্যাঞ্জেলাও কিছু বলল না। কফি পান করছে মেয়েটি, হাত বাড়িয়ে কফিপট থেকে পেয়ালাটা ভরে নিল শুধু।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্রায় সবকিছুই ভুলে গেছি আমি,' একসময় মুখ খুলল রায়ান। 'কিংবা হতে পারে আদৌ তেমন কিছুই জানতাম না। নিজেকে আমার জায়গায় কল্পনা করো, পরিচয় জানি না, জানি না কি ধরনের মানুষ আমি কিংবা কি করা উচিত। শুধু জানি কিছু লোক আমাকে খুন করতে চাইছিল, অথচ ওরা আইনের লোক নাকি মব, তা-ও জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয় এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়া উচিত, নির্জন কোন জায়গায় থাকব যদ্দিন না স্মৃতি ফিরে পাই কিংবা আমার পরিচয় জানতে পারি।'

'তোমার অভাব বোধ করব আমি,' আচমকা, কোন কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেলল অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন।

'জীবনে প্রথম শুনলাম কেউ আমার জন্যে ভাববে, আমার অভাব বোধ করবে। কিন্তু ওসব নিয়ে ভেবো না, ম্যা'ম। নিজের পরিচয় জানি না আমি, তুমিও জানো না; কিংবা স্মৃতি ফিরে পেলে আমাদের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে, তা-ও জানি না। আমি আসলে অস্পষ্ট অতীত থেকে তেড়ে আসা কিছু লোকের প্রতিহিংসার শিকার!'

'তাহলে নতুন ভাবে শুরু করো সব। আগে কি ছিলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। নতুন করে শুরু করলেও তুমি নিশ্চয়ই কিছু একটা হতে পারবে।'

'ব্যাপারটা কি এতই সহজ? একজন মানুষ কি নিজের ইচ্ছেমত চলতে পারে, নাকি মানুষ আসলে শিক্ষা, নানা অভিজ্ঞতা আর বংশগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়? নিজের পরিচয় হয়তো জানি না আমি, কিন্তু আমার রক্ত-মাংস তা জানে, এবং যেভাবে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে এদের, অভিজ্ঞ করা হয়েছে, সেভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে ওরা। আমার সচেতন সত্তাটি হয়তো ক'দিন আগে জন্মেছে, কিন্তু অভ্যাস? আমার মাংসপেশী, হাত-পা, এমনকি কিছু কিছু সময়ে মস্তিষ্কও অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে, কিছুই ভোলেনি এরা।'

'আমি বিশ্বাস করি না তুমি খারাপ মানুষ।'

'খুব বেশি নিশ্চিন্ত হয়ো না। স্ট্রুড যখন আমাকে আক্রমণ করতে এল, কিছুই চিন্তা করিনি। যা করেছি, স্রেফ অভ্যাসের বশে। এই প্রবৃত্তি আমার মধ্যে আগে থেকেই ছিল। নিষ্ঠুরতা বা হিংস্রতা চট করে জন্মায় না।'

'কি করবে এখন?'

শ্রাগ করল রায়ান। 'কার্ল রিকটার ফিরে আসবে নিশ্চয়ই,' কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বলল। 'ও যদি ফয়সালা করতে চায়, তাহলে খুন করব ওকে কিংবা নিজেই খুন হয়ে যাব। সবাই বলে পিস্তলে নাকি খুব চালু ও, অথচ আমি জানিও না নিশানা বরাবর গুলি করতে পারি কিনা।'

উঠে দাঁড়াল ও। 'ভাবছি কিছু দিনের জন্যে অন্য কোথাও চলে যাব। নিজের সম্পর্কে জানতে হবে আমার–কে আমি, কি ছিলাম। যদি দশজনকে বলার মত কিছু হয়, তাহলে হয়তো ফিরে আসব।'

'তুমি ফিরে এলে খুশি হব আমি।'

নিচু স্বরে মিনিট কয়েক কথা বলল ওরা, তারপর ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে এল রায়ান। নীরব, শীতল রাত। পাহাড় থেকে ছুটে আসা পাইনের গন্ধ মাখা বাতাস টেনে নিল বুক ভরে। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল পোর্চে, তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে রাতের শব্দ শুনছে। চারদিক বড় নীরব, শান্ত। কিন্তু ভেতরটা অশান্ত ওর, উত্তরহীন অসংখ্য প্রশ্নের লাগাতার পীড়নে ক্লান্ত বোধ করছে–কে সে? কি করত?

প্রথম দেখার পর থেকেই অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করছে ও। সহজ ভাবে মিশেছে মেয়েটির সঙ্গে, বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয়নি; এবং সেজন্যে অনুশোচনাও নেই ওর। কিন্তু জানে যে কোন সময়ে ওর পুরো পৃথিবীই চোখের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

কি হবে যদি জানতে পারে আসলে সে একজন ফেরারী? যদি প্রমাণিত হয় অপরাধের জন্যে ওকে খুঁজছে আইন?

পিয়ারসন কে? *'নিজের কাজে সে সেরা'*–লোকটি কে? জিম শাটনই বা কে? জ্যাক লয়ারীর সত্যিকার পরিচয় কি?

রায়ান স্পষ্ট বুঝতে পারছে এল পাসোয় যেতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। কিন্তু প্রথমে রহস্যময় ওই কেবিনে যেতে হবে আরেকবার, খুঁজে দেখতে হবে জিম শাটন সম্পর্কে কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা; এবং কেবিনে আসা-যাওয়ার বিকল্প রাস্তাটাও খুঁজে বের করতে হবে। শুধু তারপরই এল পাসোয় যাওয়া যায়।

অবশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকতে পারে···

ছয়

রাতের শেষ তারাটাও ম্লান হয়ে আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, পুব আকাশ ক্রমশ ফরসা হতে শুরু করেছে; এমন সময়ে বাঙ্ক ছেড়ে উঠে পড়ল রায়ান।

নিঃশব্দে বেডরোল গুছিয়ে কাপড় পরল। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসতে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল পাশে।

জেফরি মিলিগান। পোর্চের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে বুড়ো। 'চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটার কি হবে?'

'তুমিই তো বলেছ ওর উপযুক্ত নই আমি। হয়তো ঠিকই বলেছ।'

'ও-কথা বোঝাতে চাইনি আমি,' ত্যক্ত স্বরে বলল বুড়ো। 'রিকটারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত অ্যাঞ্জেলার, কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

স্যাডলের পেটি টাইট করল ও। আনমনে ভাবছে রহস্য আছে কোথাও, যার সূত্রটা ধরতে গিয়েও বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে। মিলিগানের কথাটা অস্পষ্ট, রহস্যময়।

'টম বেনিং একটা ব্যাপার জানে না,' নিচু কিন্তু অধৈর্য স্বরে বলছে মিলিগান। 'কিন্তু আমি জানি, কারণ আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল জ্যাকসন। আমি ওকে বলেছি যে কাজটার জন্যে তুমিই যোগ্য লোক। যোগ্য এবং একমাত্র। তোমাকে আগে থেকেই চিনত ও, তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে খবর নিয়েছে তোমার সম্পর্কে। আমার ধারণা, শেষবার এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় জ্যাকসন জানত যে খারাপ কিছু ঘটবে, সুতরাং একটা ব্যবস্থা নিশ্চই করে গেছে সে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না,' ত্যক্ত স্বরে বলল রায়ান। হিমেল বাতাস বইছে। কেউ জেগে ওঠার আগেই কেটে পড়ার ইচ্ছে ওর।

'ধরে নিচ্ছি কিছু জানো না তুমি,' যেন পরীক্ষা করছে, এমন সুরে বলল বুড়ো। 'কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, বলব আমিও কিছু জানি না; কিন্তু ওই মেয়েটার কথা ভুলে গেলে তো চলবে না! সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ পাওনা ওর, তুমিই সেটা নিশ্চিত করবে, কারণ সেজন্যে তোমাকে আগাম টাকাও দেয়া হয়েছে।'

'টাকা! কিসের জন্যে?'

অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে মিলিগানকে। 'বলেছি তো, আমার সঙ্গে আলাপ করেছে জ্যাকসন! চারজন লোক—ওদের নিকেশ করে দেয়ার জন্যে টাকা নিয়েছ—রুড পিকেট, জন ফুলটন, ব্রাঙ্কো সিয়ারেজ আর কার্ল রিকটার।'

'স্ট্রডকে বাদ দিল কেন জ্যাকসন?'

'স্ট্রড তখন ছিল না এখানে। যাকগে, ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে তোমার। স্রেফ চুনোপুঁটি ও, আমি নিজেই সামলাতে পারব।'

'তুমি?'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মিলিগান। 'তোমার মত এসব কাজকে পেশা হিসেবে নিইনি বটে, কিন্তু স্ট্রডের মত ছোটখাট শয়তানকে সামলানোর সামর্থ্য আছে আমার। খুশি হয়েই কাজটা করব।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে খেই ধরল: 'কিন্তু কার্ল রিকটারের সামনা-সামনি

দাঁড়ানোর সামর্থ্য নেই আমার, বয়সটা কম হলেও সেই সাহস হত না। সেধে মরতে যায় কে? রিকটার খুব ফাস্ট, অসম্ভব ফাস্ট! হয়তো শুধু ওয়েসলি হারডিনই হারাতে পারবে ওকে।'

'তোমার কি মনে হয় আমি পারব?'

শ্রাগ করল বুড়ো। 'কি জানি! টাকা নিয়েছ যখন, যেভাবে হোক কাজটা শেষ করবে তুমি। নিজের সুবিধা অনুযায়ী কাজটা করার কথা তোমার…কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে।'

স্যাডলে চড়ল রায়ান, হাতে লাগাম তুলে নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বুড়োর দিকে। 'ফিরে আসব আমি,' বলে হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে তাড়া দিল, অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওর অবয়ব।

পেছনে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?' জন ফুলটনের কর্কশ-স্বর ভেসে এল।

'অচেনা লোকটার সঙ্গে,' উত্তর দিল মিলিগান। 'ড্রাইভে নেওয়ার মত গরু গুনতে যাচ্ছে ও।'

লাগাম টেনে ঘোড়াকে দাঁড় করাল রায়ান, ফুলটন আর কি বলে শোনার ইচ্ছে।

'বেশ, গরু গুনতে কি নরকে যাক না! ওকে নিয়ে চিন্তা করছি না, কি-ই বা করতে পারবে! পালাতে পারবে না ব্যাটা। স্ট্রুড আছে গেটে, ওকে ফাঁকি দিয়ে বেরোতে পারবে না।'

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে কিছু দূরে এসে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছোটাল রায়ান। এবার কেবিনে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না, যদিও আসার সময় অতিরিক্ত সতর্ক ছিল। স্টেবলে ডানটাকে রেখে দেয়ালে ঝোলানো একটা কাস্তে নিয়ে বেরিয়ে এল উপত্যকায়, ঘাস কাটবে ঘোড়ার জন্যে।

কেবিনটা যে-ই তৈরি করে থাকুক, যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা আগেই ভেবেছে সে। ঠিক এজন্যেই রায়ান নিশ্চিত এখান থেকে বেরোনোর সহজ একটা পথ তৈরি কিংবা আবিষ্কার করেছে দূরদর্শী লোকটা। কেবিনের বেশিরভাগ অংশই পুরানো, এবং পাহাড়ী চাঁইয়ের ঠিক নিচেই। এই জীর্ণ অংশের পেছন দিকটা দেখার ইচ্ছে ওর।

পাথর চেপে ধরে চাঁইয়ের ওপর উঠে এল ও, তারপর দূর প্রান্তে চলে এল। আচমকা থমকে দাঁড়াল, আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিল। পাথুরে চাঁই শেষ হয়ে গেছে হঠাৎ, কয়েকশো ফুট নিচে নেমে গেছে খাড়া ঢাল হয়ে। অস্পষ্ট একটা ট্রেইল দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যে-পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ও, সেখানেই শেষ হয়ে গেছে ট্রেইল।

ট্রেইলটা যদি ক্লিফের দেয়ালের বিপরীতে গিয়ে শেষ হয়ে থাকে? নাকি এই পাথরের পরেও ওপরে কোথাও যাওয়ার রাস্তা আছে? পাথরটা এত ঢালু যে আরেকটু এগোলে পিছলে পড়তে হবে, অবশ্য খুব সাহসী কারও পক্ষে হয়তো ওঠা সম্ভব, যদিও দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ হবে কাজটা।

কেবিনে ফিরে এল রায়ান। মনে মনে দূরত্ব হিসেব করছে। কেবিনের পেছন দিকটা ক্লিফের কয়েক ফুটের মধ্যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু কেবিন তৈরির আগে কখনও কি এখানে খোলা কোন প্রবেশপথ ছিল? এ ধরনের 'জানালা' তৈরি করে বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকার মানুষ–ইউটাহ্, নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো কিংবা অ্যারিজোনায় প্রায়ই দেখা যায়।

কেবিনের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল ও। আগেরবার ভাল করে দেখেনি, স্রেফ নজর বুলিয়েছিল; চেয়ারেও বসেছিল, কিন্তু বইপত্র দেখার বা অস্ত্রগুলো পরখ করার সুযোগ হয়নি; ক্লজিটের পাল্লা খুলে দেখেনি...বলা উচিত–পাল্লাগুলো, কারণ ক্লজিটে একাধিক খোপ রয়েছে।

ক্লজিটের পাল্লা খুলল ও। আধ-ডজনের মত সুট, কয়েক জোড়া জিন্স, কয়েক ধরনের বুট এবং বিভিন্ন রকমের অনেকগুলো হ্যাট রয়েছে ভেতরে। যে-ই এই কেবিন ব্যবহার করে থাকুক, কিছু দিন পরপর হয়তো নিজের চেহারা পাল্টানোর দরকার হয় তার। আচমকা ক্লজিটের মেঝেয় চোখ স্থির হয়ে গেল ওর...*বালি!*

বুটের সঙ্গে লেগে থাকা বালি?

কাপড় সরিয়ে দিতে বিস্মিত হলো ও। ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট আর প্রস্থে চার ফুট হবে বড়জোর।

হাতড়ে দরজার হুড়কো খুঁজে পেল ও, ঠেলা দিতে বাইরের দিকে সরে গেল পাল্লা। একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস আঘাত করল নাকে-মুখে। বড়সড় একটা গুহার ঠিক প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে ও এখন, দেখল রায়ান, ঠিক ত্রিশ ফুট দূরে ওপরে ডিম্বাকৃতির নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

গুহায় ঢুকে পড়ল রায়ান। ঝুলন্ত দড়ি আর কপিকল দেখতে পেল, গুহার একপাশে একটা গর্ত দিয়ে নিচে নেমে গেছে। ঝুঁকে তাকাল ও।

গর্তটা আসলে ক্লিফের লাগোয়া পাহাড়ের একটা জ্বালামুখ, ছাদের কাছে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। তলার দিকে ওটার ঘের হবে দশ ফুট, কিন্তু ছাদের কাছে চার ফুট। দড়ি আর কপিকলের সাহায্যে একটা ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম ঝুলছে, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তিন ফুটের মত, কপিকলের সাহায্যে অনায়াসে ওপর-নিচ করা যাবে।

সম্ভবত প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে সাপ্লাই এবং অন্যান্য জিনিসপত্র আনা হয়েছে। হয়তো কেবিনের মালিকও এই পথে যাতায়াত করে। প্ল্যাটফর্মটা ওপরে তুলে যদি বেঁধে রাখা হয়, তাহলে নিচ থেকে এখানে উঠে আসার কোন উপায় থাকবে না, এমনকি কারও যদি এ জায়গার অবস্থান জানাও থাকে। লুকিয়ে থাকার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা।

কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে কি করে কেবিনের মালিক?

সম্ভবত দু'জায়গায়ই ঘোড়া রাখে লোকটা–নিচের উপত্যকায় এবং ওপরে। এ পর্যন্ত এমন কিছু চোখে পড়েনি ওর যাতে মনে হতে পারে কেবিনের মালিকের সঙ্গে র‍্যাফটার-জের সম্পর্ক আছে, কিংবা সাধারণ ট্রেইল ধরে বাথানে আসা-যাওয়া করেছে সে। স্বয়ং ওই লোকটার পক্ষেও বোধহয় কোন ট্রেইল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, কারণ স্রেফ ঘটনাচক্রে হরিণের ট্রেইল ধরে গতকাল কেবিনে

এসে পৌঁছেছিল ও।

সবকিছু খুঁটিয়ে ভাবার জন্যে কেবিনে এসে বসল ও। মিলিগানের সঙ্গে কথাবার্তাগুলো মনে পড়ল। বুড়ো নিশ্চয়ই অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে ওকে...নাকি ঠিকই আঁচ করেছে সে? ধরা যাক, ও একজন ভাড়াটে খুনী, অনাহূত কিছু আউট-লকে র‍্যাফটার-জে থেকে তাড়ানোর জন্যে ওকে ভাড়া করেছিল বিল জ্যাকসন।

ধরা যাক...তর্কের খাতিরেই মনে করা যাক, ও-ই জিম শাটন? এই কেবিনে বা বাথানে ওর আগমন কি শুধুই দৈবাৎ ব্যাপার? কে বলতে পারে, চাপা পড়া স্মৃতিই ওকে এখানে নিয়ে আসেনি?

আচমকা উঠে দাঁড়াল ও, বেঢপ সাইজের কোট খুলে ফেলল গা থেকে। ক্লজিট থেকে একটা কোট বের করল। শহুরে লোকজনের জন্যে তৈরি সৌখিন কালো কোট, নিপুণ সেলাই। কোটটা গায়ে চড়াল ও...নিখুঁত ভাবে ফিট হয়েছে!

তার মানে...কাপড়গুলো ওর। কেবিনটাও। দলিল তো পকেটেই আছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, দলিল তৈরির আগে থেকেই জিম শাটনের দখলে ছিল কেবিনটা...নির্দিষ্ট কাজের মজুরি হিসেবে পেয়েছে বোধহয়, কিংবা খুশি হয়ে উপহার দিয়েছে বিল জ্যাকসন।

তাহলে বিল জ্যাকসনই নেব্রাস্কার সেই র‍্যাঞ্চার, যে ভাড়া করেছিল জিম শাটনকে? উঁহুঁ...পিঙ্কারটনের রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, বিল জ্যাকসন আর র‍্যাঞ্চার আলাদা ব্যক্তি, বরং পরস্পরের বন্ধু ছিল তারা।

নিজের বাথানে আউট-লদের আশ্রয় দিয়েছে জ্যাকসন, তাহলে শাটনকে দেবে না কেন?

চারজন...চারজন লোককে খুন করার জন্যে টাকা নিয়েছে ও।

জানালার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকাল রায়ান। উঁহুঁ, রায়ান নয়, শাটন। জিম শাটন—নিশ্চিত না হলেও আপাতত এটাই ওর পরিচয়, এ পর্যন্ত যা জেনেছে তাতে নিজেকে জিম শাটনই মনে হচ্ছে ওর।

পাইনের শাখা-প্রশাখাকে ফাঁকি দিয়ে উপত্যকার ঘাস আর পাহাড়ের শরীর ছুঁয়েছে সূর্যালোক। চারপাশে আলো-ছায়ার লুকোচুরি। দারুণ দেখাচ্ছে নিচের সবুজ বিস্তৃত উপত্যকাকে। এখানে আছে শুধু বাতাস। কখনও কখনও বৃষ্টি, তুষারপাত এবং শীত নামে—পরিবর্তনটা হয় খুব ধীরে। পাথর স্থান-চ্যুত হয়, গাছ জন্মায়—শিকড় ঢুকে যায় পাথুরে ফাটলে, জড়ের ওপর প্রাণের অধিকার বিস্তৃত হয়। এখানে সমস্যা শুধু একটাই—নিঃসঙ্গতা, ভয়াবহ নির্জনতা। দুঃসহ একাকীত্ব। কিন্তু নিচের উপত্যকায় রয়েছে হাজারও মানুষ, এবং হাজারও সমস্যা।

বুক-শেল্ফের কাছে চলে এল শাটন, বইয়ের শিরোনামগুলো পড়ল: লকের *Essay Concerning Human Understanding*, মিল্সের *On Liberty*, ব্ল্যাকস্টোনের *Commentaries* এবং আরও অনেক। যে লোক এ ধরনের বই পড়ে, সে কি ভাড়াটে খুনী হতে পারে? যদি তাই হয়, কেন এমন নির্মম হয়ে

উঠেছে সে?

পিঙ্কারটনের রিপোর্টে ওর জীবনের চার বছরের ইতিহাস উঠে এসেছে, কিন্তু তার আগের ইতিহাস কি? মিসৌরিতে যাওয়ার আগে কি করত? কোথায় ওর জন্ম? সত্যিকার পরিচয় কি? সাধারণ লোকের কাছে সে যদি রহস্যময় লোক হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে নিজের কাছে ও আরও বেশি রহস্যময় একটা চরিত্র, অন্তত এখন।

কার্ল রিকটার···লোকটা ওকে খুন করতে চেয়েছিল, অথচ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে রিকটারকে খুন করার জন্যে আগেই ভাড়া করা হয়েছে ওকে। কিন্তু রিকটার কেন, এ মুহূর্তে কাউকে খুন করার মত বিদ্বেষই অনুভব করছে না শাটন।

এ জন্যেই কি ওকে খুন করতে চেয়েছিল রিকটার, যেহেতু জানে যে কাজটা না করতে পারলে নিজেই খুন হয়ে যাবে? নাকি ও-ই রিকটারকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, এবং আত্মরক্ষার খাতিরে পাল্টা গুলি করেছে সে?

শাটন জানে কি করতে হবে ওর। নিজের অতীত জানতে হবে–কি ছিল, কোথায় থাকত। এল পাসোয় যাবে। জ্যাক লয়ারীকে খুঁজে বের করতে হবে এই লোকটিকে পেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয়তো বিগ বে শহরের সেই ঘটনার ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে, কারণ ওখান থেকেই জ্যাক লয়ারীর কোট তুলে নিয়েছিল ও; নিশ্চই আশপাশে ছিল লোকটা!

ক্লজিটের কাছে চলে এল ও, সযত্নে প্রতিটি পোশাকের পকেট খুঁজে দেখল। কিছুই নেই–কাগজ, চিঠি, কোন ঠিকানা···কিচ্ছু না।

ডেস্ক খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। প্রচুর লেখার কাগজ, কালি, কলম এবং একটা হিসাবের খাতা রয়েছে। হাজার হাজার টাকার হিসাব লেখা, কিন্তু কোনটাই কাজের নয়···যদি না কিছু কিছু টাকার অঙ্কের পাশে লেখা ইনিশিয়ালগুলোই সূত্র হয়ে থাকে।

আয়নার কথা মনে পড়ল ওর···'রায়ান' হওয়ার পর থেকে নিজের চেহারা দেখেনি। দেখতে কেমন, এ ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই ওর।

অদ্ভুত একটা মুখ। ত্রিকোণাকৃতির বলা যায়; উঁচু হনুর হাড়, দৃঢ় চোয়াল, শক্ত চিবুক। রুক্ষ কিন্তু মোটামুটি সুদর্শন। খুঁটিয়ে মুখটা দেখল ও, কিন্তু এমন কিছু দেখতে পেল না যাতে বিশেষ কোন ঘটনা বা কাউকে মনে পড়ে যাবে।

মাথার ব্যান্ডেজের দিকে দৃষ্টি চলে গেল ওর। পুরানো এবং নোংরা হয়ে গেছে, বদলানো দরকার। ব্যান্ডেজ খুলে আগুন জ্বেলে পানি গরম করল, তারপর সযত্নে ক্ষতটা ধুয়ে ফেলল।

আয়নার কাছে ফিরে এল আবার। পুরানো একটা ক্ষত দেখা যাচ্ছে, তীব্র আঘাতের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল বোধহয়, ত্বকের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে গেছে এখন; এবারের ক্ষতটা লম্বা একটা আঁচড়ের মত আগেরটাকে ছেদ করে গেছে, চাঁদির চামড়া তুলে নিয়েছে।

ডেস্কের এক ড্রয়ারে মেডিক্যাল সাপ্লাই দেখেছিল, সেটা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে ক্ষতটা ব্যান্ডেজ করল ও। দ্রুত শুকিয়ে আসছে জখমটা,

দু'একদিন বাদে হয়তো ব্যান্ডেজ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। ব্যান্ডেজ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাটন আশা করছে এল পাসো পৌঁছার আগেই ফেলে দিতে পারবে ওটা।

ক্লজিটে একটা কার্পেটব্যাগ খুঁজে পেয়েছে। কয়েকটা শার্ট, একটা সুট আর অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস তাতে ভরল ও। সবশেষে গায়ের কোট খুলে পুরানোটাই পরল আবার। এল পাসো, অর্থাৎ জ্যাক লয়ারীর শহরে যাচ্ছে ও, হয়তো কোটটা চিনতে পারবে কেউ–এটাও একটা সূত্র হতে পারে!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এবার ক'দিনে গজিয়ে ওঠা দাড়ির জঙ্গলকে ছেঁটে ভদ্রস্থ করল। চেয়ারে বসে পরনের বুট পালিশ করে নিল। চাপা পড়া স্মৃতির ভিড় থেকে একটা কথা উঁকি দিয়েছে ওর মনের পর্দায়: *'আইনের চোখে পড়তে না চাইলে চুল-দাড়ি ছোট, পরিপাটি এবং জুতো চকচকে রাখো।'* যে কোন প্রবাদে কিছুটা হলেও সত্য থাকে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল ও, আশা করছে র‍্যাফটার-জেয় ফিরে যাবে ওটা। ফিরে এসে ক্লজিটে ঢুকে পড়ল, পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গুহায় চলে এল। প্ল্যাটফর্মের ওপর এসে দাঁড়াল, ধারণা করছে অনায়াসে ওর ওজন সইতে পারবে অদ্ভুত দোলনাটা। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দড়ি ছাড়া শুরু করল, নামছে প্ল্যাটফর্ম। পুরো যান্ত্রিক ব্যবস্থা সারা হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। নামতে নামতে অনুভব করল ওর ওজনের সঙ্গে অভ্যস্ত প্ল্যাটফর্মটা।

একসময় এই পথ বেয়ে ওপরে উঠত কেউ···বেলেপাথরের ওপর কিছু পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। চিহ্নগুলো অবশ্য অস্পষ্ট, মিলিয়ে গেছে প্রায়। একটা চাতালে শেষ হয়ে গেছে পায়ের ছাপ, এবং সামনেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা। একসময় গুহায় ঢুকে দেখে নিতে হবে ভেতরে কি আছে, ভাবল শাটন।

নিচে নেমে কিছুক্ষণের জন্যে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে শোনার চেষ্টা করল ও, তারপর পা বাড়াল। বিশাল প্রশস্ত একটা গুহায় চলে এসেছে। বহু পুরানো। সামনে ক্ষয়ে যাওয়া দেয়াল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা পাথর টপকে যেতে হলো। পরে আরেকটা গুহা, বেশ ছোট। ঝুলন্ত পাথুরে চাঁইও বলা যাবে এটাকে।

সামনে সঙ্কীর্ণ, ঢালু পথ কোণাকুণি চলে গেছে ক্লিফের কাছাকাছি, বিশ ফুট নিচুতে। চারদিকে তাকাল শাটন, পাথুরে ফাটলে পোঁতা একটা বড়সড় লাঠি দেখতে পেয়ে, টেনে বের করে আনল। ক্লিফের দেয়ালের সঙ্গে লাঠিটা ঠেসে ধরে এবার শরীর ছেড়ে দিল, অনায়াসে নিচে নেমে এল। ঝোপের ভেতর লাঠিটা লুকিয়ে রাখল ও। ওপরের দিকে তাকাতে শুধু চাঁইয়ের পাথুরে ছাদ দেখতে পেল, গোপন ট্রেইলটা চোখে পড়ছে না।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে বহু পুরানো একটা ট্রেইল দেখতে পেল ও, ক্লিফের দেয়ালের পাশে মোড় ঘুরে কোণাকুণি নিচের দিকে নেমে গেছে। কোন ছাপ নেই ট্রেইলে।

সতর্কতার সঙ্গে, ধীরে ধীরে এগোচ্ছে শাটন। পাথরের ওপর পা ফেলছে যেন কোথাও পায়ের ছাপ না পড়ে। আচমকা থমকে দাঁড়াল। কিছু দূরে পাথরের তৈরি

একটা কেবিন, করাল এবং কিছু হাঁস-মুরগী দেখে অবাক হয়েছে। আস্তাবলে অনেকগুলো ঘোড়া আর তিনটে গাভী।

কেবিনের দিকে এগোল ও, প্রায় অস্থির বোধ করছে। ভেতর থেকে এক মেক্সিকান বুড়ো বেরিয়ে এল, করালে ঢুকে পড়ল। ল্যাসো ছুঁড়ে একটা ঘোড়া ধরল সে, তারপর বাইরে বের করে আনল ওটাকে।

কথা বলতে চাইল শাটন, কিন্তু ওকে উপেক্ষা করল লোকটা। একটা হাত উঁচাল কেবল, তারপর কেবিনে ঢুকে পড়ল। স্যাডল-ব্রিডল নিয়ে ফিরে এল একটু পর।

এবার অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেল ও। মেক্সিকানের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও-ই জিম শাটন। মানুষটা সে হয়তো খারাপই, ভাড়াটে একজন খুনী, কিন্তু হতাশ লাগছে না। অন্তত নিজের পরিচয় তো জেনেছে! ওর জন্যে বিরাট স্বস্তি।

'আশপাশে আছে নাকি কেউ?' জানতে চাইল ও।

মাথা নাড়ল বুড়ো। শাটনের হ্যাটের নিচ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ব্যান্ডেজটা, সেটার দিকে তাকাল সে, কোন মন্তব্য করল না বা জানতেও চাইল না কিছু। ষাটের মত হবে লোকটার বয়েস, সমর্থ এবং সুঠামদেহী। মুখ নির্বিকার।

ব্যান্ডেজটা স্পর্শ করল শাটন। 'ড্রাই-গাল্‌শ করেছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

শ্রাগ করল বুড়ো। কেবিনের দিকে ইশারা করল, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল ওর জন্যে খাওয়ার আয়োজন করেছে। মুখ খুলল যখন, শাটন দেখতে পেল জিহ্বা নেই লোকটার।

মাথা নাড়ল ও, ধরে নিয়েছে ঘোড়াটা ওর জন্যেই সাজানো হয়েছে। স্যাডলে চেপে লাগাম তুলে নিল হাতে। বিন্দুমাত্র আপত্তি করল না ঘোড়াটা, ভাব দেখে মনে হচ্ছে অপরিচিত কোন লোক চড়েনি পিঠে।

'হপ্তাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব,' জানাল শাটন। বুড়ো নড করতে স্পার দাবাল।

নিচের দিকে নেমে গেছে ট্রেইল, ক্লিফের ফাঁক গলে চলে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। প্রথমে কোন ট্র্যাক চোখে পড়ল না, কিছু দূর যাওয়ার পর গুটি কয়েক ছাপ চোখে পড়ল, তাও বহু দিনের পুরানো। ঘণ্টা খানেক রাইড করার পর দূরে একটা ঝিলিক চোখে পড়ল...তপ্ত রোদে চকচক করছে কিছু একটা, সূর্যের আলো প্রতিফলিত করছে। এখনও অনেক দূরে আছে অবশ্য, কিন্তু জিনিসটা কি আন্দাজ করতে পারছে শাটন—রেলরোড।

ট্রেইল ধরে এগোল ও, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল ট্রেইলটা রেলরোডের সমান্তরাল, এবং সম্ভবত মাইল খানেক দূরে আছে। সামনে এক জায়গায় ঝোপ আর পড়ে থাকা কিছু পাথর দেখা যাচ্ছে, ঠিক পেছনে ঘোড়ার খুরে ক্ষত-বিক্ষত খোলা জায়গা। লুকিয়ে নজর রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা, কারও চোখে ধরা না পড়েই ট্রেন আর স্টেশনের ওপর লক্ষ্য রাখা যাবে।

স্টেশনটা শুধু নামেই স্টেশন। আসলে চাকা খুলে একটা ফ্রেইট কার-কে স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্টোভপাইপ দিয়ে তৈরি চিমনি আর ট্রেন থামানোর জন্যে সিগন্যাল–এই হচ্ছে সম্পত্তি।

কিছুক্ষণ নজর রাখার পর শাটন বুঝতে পারল স্টেশনটা আসলে পরিত্যক্ত। নিশ্চিন্ত মনে ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ও। কয়েক সারি বিশাল বোল্ডার পেরিয়ে আসার পর একসঙ্গে অনেক ট্রেইল চোখে পড়ল, সবগুলো মিশেছে একই জায়গায়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ট্রেইলটা চলে গেছে স্টেশনের দিকে।

স্টেশনের দরজার হুড়কো খুলে ঠেলা দিতে খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল ও। পেট-মোটা স্টোভ, উড-বক্স, বেঞ্চি আর জীর্ণ কিছু ম্যাগাজিন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সারা ঘরে। বেরিয়ে এসে সিগন্যালটা তুলে দিয়ে অপেক্ষায় থাকল ও।

স্টেশনের দেয়ালে একটা শিডিউল টানানো। তাতে দেখা যাচ্ছে দু'ঘণ্টা পর আসবে ট্রেনটা–একটা মালগাড়ি।

চারপাশ অতিরিক্ত নীরব। একবার শুধু একটা পাখির ডাক শুনেছে। যে ট্রেইল ধরে এসেছে ও, সেদিকে তাকাল। খুঁটিয়ে দেখল দিগন্তের সঙ্গে মিশে যাওয়া দূরের পাহাড়শ্রেণীর অস্পষ্ট অবয়ব।

শিগ্‌গিরই জেনে যাবে সবকিছু। কোথাও না কোথাও একটা সূত্র আছে। ও যদি এখন জিম শাটনই হয়ে থাকে, হয়তো আজীবনই তাই ছিল–কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই অন্য কোন পরিচয় ছিল? আসলেই কি জিম শাটন ও?

দূরে হুইসেল শোনা গেল। ট্রেন চলার ঝিক্‌ঝিক্ শব্দও শোনা যাচ্ছে এখন।

সাত

ট্র্যাকের ওপর দিয়ে হেলে-দুলে এগিয়ে এল ট্রেনটা। তীক্ষ্ণ হুইসেল বাজাল। থামল ঠিক স্টেশন পেরিয়ে। এঞ্জিন সহ দুটো ফ্রেইট-কার, তিনটে স্টক-কার আর একটা ক্যাবুজ।

লাফিয়ে মাটিতে নামল ব্রেকম্যান। 'জলদি উঠে পড়ো,' শাটনকে বলল সে। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আমাদের।'

'ঘোড়াটাকে কোথায় তুলব?'

পলকের জন্যে রোয়ানটার দিকে তাকাল সে, তারপর খালি একটা স্টক-কার দেখিয়ে দিল। 'ওটায় ওঠাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি করো।'

তিন ফালি তক্তা জুড়ে তৈরি একটা পাটাতন ঠেস দিয়ে রাখা স্টেশনের দেয়ালের সঙ্গে। দু'জনে ধরাধরি করে পজিশন মত সেট করল ওটাকে। মিনিট কয়েকের মধ্যে, ঘোড়াটাকে স্টক-কারে তুলে যাত্রা শুরু করল ট্রেন।

ব্রেকম্যানের সঙ্গে ক্যাবুজে উঠেছে শাটন। স্টোভের ওপর থেকে কফি-পট তুলে নিল লোকটা। 'চলবে নাকি?'

'মন্দ হয় না তাহলে।'

ওর হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিল সে। গরম, কড়া কফি।

'অদ্ভুত ব্যাপার,' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ব্রেকম্যান। 'অন্তত পঞ্চাশবার যাতায়াত করেছি এ পথে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তুমি ছাড়া এই স্টেশন থেকে উঠেনি কেউ।'

'দেশটাই এমন–নির্জন।'

'ঠিক। অনেক জায়গাই নির্জন, কিন্তু কারও একেবারে নিজস্ব স্টেশন আছে বলে শুনিনি।'

ব্রেকম্যানের ভুল ভাঙানোর কোন চেষ্টা করল না শাটন। কে জানে, হতেও পারে জিম শাটনের ব্যক্তিগত স্টেশন এটা! 'কর্তৃপক্ষকে জানাইনি,' শ্রাগ করে বলল ও। 'জানাতে গেলে শুধু শুধু সময় নষ্ট।'

কফি শেষ করে চেক করার জন্যে বেরিয়ে গেল লোকটা। কোণের টেবিলে কাপ নামিয়ে রেখে জানালার ধারের আসনে শুয়ে পড়ল জিম শাটন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল, অন্তত এবার বেয়াড়া প্রশ্নগুলো অস্থির করে তুলল না ওকে।

কয়েক ঘণ্টা পর ওকে ডেকে তুলল ব্রেকম্যান। 'খিদে লেগেছে নাকি? সামনের স্টেশনে থামব আমরা। ওখানকার খাবার বেশ ভাল।'

'ধন্যবাদ।'

রাত হয়ে গেছে। ট্রেনের দীর্ঘ হুইসেল কানে এল ওর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল হেডলাইটের আলো অন্ধকারের বুকে আঁচড় কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব কোন অস্তিত্ব আছে যেন আলোটার, ট্রেনের অংশ কিনা আলাদা ভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক পেছনেই ফায়ারবক্সের রক্তিম আভা জ্বলজ্বল করছে। রাতের অটুট নিস্তব্ধতা ভেঙে আবারও বেজে উঠল তীক্ষ্ণ হুইসেল।

জানালার ধারে বসে থাকল ও, দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে। কিছুক্ষণ পর দূরে শহরের বাতির হলদেটে আভা দেখতে পেল। মোটামুটি বড় শহর। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল ও–প্রায় এগারোটা বাজে।

'এখানে বিশ মিনিট থাকব,' ট্রেন থামার পর বলল ব্রেকম্যান। 'বেশি দূরে যেয়ো না।'

ব্রেকম্যানকে অনুসরণ করে নিচে নামল শাটন, স্টেশনের দিকে এগোল। একপাশে লাঞ্চরুম, সেখানে দীর্ঘ বেঞ্চিতে বসে খাচ্ছে কিছু লোক। উল্টোদিকে বার, মেহগনির সঙ্গে কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাউহ্যান্ডের পোশাক পরা দু'জন লোক। হাতে বীয়ারের গ্লাস।

ব্রেকম্যান ঢুকতে তার দিকে তাকাল লোক দুটো, পরক্ষণে দৃষ্টি সরে গেল শাটনের ওপর। নিচু স্বরে সঙ্গীকে কি যেন বলল একজন, শুনেই তীক্ষ্ণ হয়ে গেল অন্যজনের চাহনি।

মাংস, রুটি আর সেদ্ধ আলু নিয়ে খেতে বসল শাটন। খাওয়া শুরু করতে টের পেল সত্যিই দারুণ খিদে পেয়েছিল।

গোগ্রাসে খাবার গিলছে ব্রেকম্যান। 'তোমাকে চিনি না, মিস্টার,' মুখ ভর্তি

খাবার নিয়েই বলল সে–নিচু, উদ্বেগে ভরা কণ্ঠ। 'কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে এসে ঝামেলায় পড়ে গেছ।'

শুনছে শাটন, কিন্তু খাবারের থালা থেকে দৃষ্টি তুলল না। 'বেশ তো,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'যাই ঘটুক, দূরে থেকো। ঝামেলা আমাকেই সামাল দিতে দাও।'

'দু'জন ওরা,' প্রতিবাদ করল ব্রেকম্যান, চাপা আগ্রহ ঝরে পড়ছে দুই চোখে। 'আর আমি···এক মাসের মধ্যে মারপিট করার একটা সুযোগও পাইনি, হাত দুটো নিশপিশ করছে আমার!'

'বেশ তো, ওরা যদি খালি হাতেই ফয়সালা করতে চায়। কিন্তু বন্দুকের ব্যাপার হলে আমি একাই সামলাব।'

নিচু স্বরে এখনও কথা বলছে লোক দুটো, সম্ভবত পরামর্শ করছে কোন বিষয়ে। উত্তেজিত স্বরে আপত্তি জানাচ্ছে একজন, কিন্তু প্রথমজন আমল দিচ্ছে না তাতে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে: 'এই যে, তোমাকে বলছি! নীল কোট পরা, হ্যাঁ, তুমি। তোমাকে কি আগে কোথাও দেখেছি?'

'হয়তো,' শান্ত কণ্ঠে বলল শাটন। 'ওখানে ছিলাম আমি।'

একটু বেশিই গিলে ফেলেছে সে, তাই ধরতে পারল না শাটনের কথার ফাঁক। 'কোথায় ছিলে তুমি?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সে।

'ওখানে।'

মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এল পুরো কামরায়, তারপর হেসে উঠল কেউ। খেপে উঠছে লোকটা, মুখটা লাল হয়ে গেছে। অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে ফের বলল: 'কোথাও নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে আমাদের!'

'মনে হয় না,' আগের মতই অনুত্তেজিত স্বরে বলল শাটন, কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'যদি চিনেই থাকো, মুখটা বন্ধ রাখো। তাতে তোমারই মঙ্গল হবে।'

ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এল ব্রেকম্যান, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। 'মনে হয় বেরিয়ে আসবে ওরা, এত সহজে ছেড়ে দেবে না তোমাকে।'

'তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

'ভয় পেয়েছ?'

ঝট করে লোকটার দিকে ফিরল শাটন। 'না, ভয় পাইনি। সামান্য কারণে অর্ধ-মাতাল দু'জন কাউহ্যান্ডের সঙ্গে গোলাগুলি করার মত নির্বোধ নই আমি।'

ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠল।

দ্রুত পা চালাল শাটন, দরজার হাতল ধরে উঠে পড়ল ট্রেনে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসেছে দুই কাউহ্যান্ড, তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল ব্রেকম্যান, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের বাতি নেড়ে সিগন্যাল দিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে।

ছুটতে শুরু করেছে এক কাউহ্যান্ড। 'এই যে, তুমি! পালাচ্ছ কেন? সাহস থাকে তো···'

ক্যাবুজের ভেতরে ঢুকে পড়ল শাটন।

'রেস্তোরাঁয় কি বললে লোকটাকে?' ভেতরে ঢুকে কর্কশ স্বরে জানতে চাইল ব্রেকম্যান, চোখে সন্দেহ। 'তোমাকে চিনতে পারলেও মুখ বুজে থাকতে বললে কেন?'

'কথার কথা।'

'আমিও তাই ভেবেছি,' মুখে বললেও কথাটা যে বিশ্বাস করেনি চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এখনও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে শাটনের দিকে। 'কিছুই বুঝতে পারছি না,' শেষে কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলল। 'এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে, কিন্তু ধরতে পারছি না!'

'ভুলে যাও,' আসনে শরীর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ও। 'এল পাসো পৌঁছার আগে জাগিয়ে দিয়ো আমাকে।'

'ততক্ষণে সকাল হয়ে যাবে। শহরের শুরুতে নামবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলে চোখ বুজল শাটন। টের পেল ক্যাবুজ থেকে বেরিয়ে গেছে ব্রেকম্যান। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

*

এল পাসোর একটু আগেই ট্রেন থেকে নেমে পড়ল জিম শাটন। শহরের শুরুতে জায়গাটা ঘন ঝোপ আর গাছে ঢাকা, পরিত্যক্ত কিছু বগি, বক্স-কার, রেলের স্লিপার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে; কোণে সাইনপোস্ট—*সংরক্ষিত এলাকা, রেলরোডের নিজস্ব সম্পত্তি।* শহরের দূরত্ব বেশি হলে মাইল খানেক হবে।

স্টক-কার থেকে ঘোড়াটাকে নামাল ও, দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পেল ধীর গতিতে চলতে শুরু করেছে ট্রেন। ব্রেকম্যানকে দেখা যাচ্ছে জানালায়, স্পষ্ট বিস্ময় তার চোখে।

শাটন নিজেও বিস্মিত। দীর্ঘ যাত্রায় ওর পরিচয় জানার চেষ্টা করেনি লোকটা, কিংবা ও-ও জানায়নি। অথচ এ জায়গায় নামার কারণেই যেন ওর পরিচয় আঁচ করতে পেরেছে ব্রেকম্যান। বোঝা যাচ্ছে আগেও কয়েকবার এ পথে চলাচল করেছে, এবং ট্রেনের কর্মচারীদের কাছে পরিচিত ও, ব্যক্তিগত ভাবে না চিনলেও অন্তত ওর নাম শুনেছে। ওর পেশা কি তা জানে না এরা, কিন্তু জানে বিশেষ কাউকে বাড়িটা বরাদ্দ করেছে রেল কর্তৃপক্ষ; এবং ওকেই সেই লোক ধরে নিয়েছে ব্রেকম্যান। সেজন্যেই বিস্মিত হয়েছে সে।

সেক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে রেল কোম্পানির সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগ আছে ওর, নইলে এমন সুবিধে পাওয়ার কথা নয়। হয়তো রেল কোম্পানির 'বিশেষ কিছু কাজ' করে দিয়েছে অতীতে।

অ্যাডোবি দালানের আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আঙিনায় একটা কূপ দেখতে পেল শাটন, পাশে বালতি রয়েছে। পানি তুলে নিজে পান করল, ঘোড়াটাকেও দিল।

বাড়ির দরজা বন্ধ। কিন্তু শাটন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ওর হাত কি এক কৌশলে খুলে ফেলল দরজাটা। ধুলো জমেছে ঘরে, কিন্তু এছাড়া পরিচ্ছন্ন,

সাজানো-গোছানো বলা চলে। একটা বিছানা রয়েছে একপাশে। কাবার্ডে কোন সাপ্লাই নেই।

ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা, নীরব। ওপাশের আঙিনায় কিছু মেস্কিট আর কটনউড দিয়ে ঘেরা এক চিলতে জায়গা। বেরিয়ে এসে করালে স্তূপ করে রাখা খড় দেখতে পেল ও। কিছু খড় ঘোড়াটাকে খেতে দিল। চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে সময়টা কাটানো যাক, ভাবল ও, সন্ধের পর শহরে ঢুকবে। সেটাই নিরাপদ হবে।

স্টেশনের কাছাকাছি রেস্তোরাঁয় দেখা দুই কাউহ্যান্ডের কথা মনে পড়ল ওর। ঝামেলা এড়াতে চেয়েছিল একজন। লোকটা হয়তো যথেষ্ট গেলেনি, তাছাড়া তার আচরণেও অস্বাভাবিক কি যেন ছিল, অতিরিক্ত সতর্ক ছিল সে–এবং ভয় পাচ্ছিল। শাটন কি কল্পনা করছে এসব, নাকি সত্যিই ঝামেলা এড়াতে আগ্রহী ছিল লোকটা?

স্রেফ কাকতালীয় ভাবে দেখা হয়েছে দু'জনের? নাকি একসঙ্গে এসেছিল ওরা? ধরা যাক, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল একজন এবং ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেছে অন্যজনের সঙ্গে। এদের একজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে শাটন এল পাসোয় আসে কিনা লক্ষ্য করার জন্যে, এমন হতে পারে না?

সবকিছুই যুক্তি, সন্দেহ আর কল্পনার মিশ্রণ। নিশ্চিত জানে না, অথচ ওর মনে হচ্ছে সন্দেহজনক ঘটনা ঘটছে সব জায়গাতেই।

কিন্তু সেই কাউহ্যান্ডের কথা ভুলতে পারছে না শাটন। লোকটা ওকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল, চাহনিতেই পরিষ্কার বোঝা গেছে, কিন্তু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়নি, কিংবা অন্যজনের মত ওকে বাধাও দিতে চায়নি।

বেশ...রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করা যাক। ধরা যাক, এল পাসোর কেউ জানে শাটনকে শহরে আসতে হবে, এবং ওর আগমনের খবর আগেভাগেই পেতে চায় সে। শাটন যেহেতু এই পথে আগেও যাতায়াত করেছে, সম্ভাব্য কয়েকটা জায়গায় লোক নিয়োগ করল সে–ট্রেনের কর্মচারীরা ড্রিঙ্ক করার জন্যে বা খাওয়ার জন্যে থামে এমন রেস্তোরাঁ বা বারই হতে পারে আদর্শ স্থান।

দুটো কারণে শাটন সম্পর্কে এই তথ্য প্রয়োজন হতে পারে কারও। হয় ওকে ভাড়া করতে চায় কোন কাজের জন্যে, কিংবা ওকে খুন করতে চায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় কোন কারণে ওকে ভয় পায় লোকটা।

সচরাচর এই রুট ব্যবহার করে শাটন, তথ্যটা যেহেতু জানা আছে তাদের, সুতরাং এই জায়গার কথাও জানা থাকবে। এ মুহূর্তে হয়তো একটা ফাঁদের ঠিক মাঝখানে আছে ও!

স্থির বসে থাকল শাটন, হ্যাটের ব্রিম নিচু করা। চোখ জোড়া ব্যস্ত, তন্নতন্ন করে আশপাশে লুকানোর সম্ভাব্য জায়গা খুঁজছে। পেছনের পাইন বন...সম্ভব, কিন্তু ঠিক সুবিধাজনক নয় জায়গাটা–ওখানে ঢোকা বা বেরিয়ে আসা, দুটোই বেশ কঠিন। মেস্কিট ঝোপের আড়ালে? ঝোপের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি, আচমকা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিংবা সবগুলো ইন্দ্রিয় একইসঙ্গে সতর্ক করে দিচ্ছে ওকে? নাকি এসব শুধুই কল্পনা, অতিরিক্ত স্নায়ুর

চাপে আছে বলে সন্দেহ করছে নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর?

কি চাইছে লোকগুলো, আগে ও-ই চাল দিক? কিন্তু কেন চাইবে? ওকে যদি খুনই করতে চায়, এখনও গুলি করেনি কেন?

এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ জায়গায় গেছে, মনে করল শাটন। কটনউডের নিচে গেছে একবার, কিন্তু আড়ালে থাকার ব্যাপারে সচেতন ছিল; ঘোড়াকে খড় দেয়ার সময় এবং বাড়িতে ঢোকার সময়, দু'বার ক্ষণিকের জন্যে খোলা জায়গায় গিয়েছিল।

কেউ যদি সত্যিই ঝোপের আড়ালে বা আশপাশে থেকে থাকে, ওকে সুবিধাজনক স্থানে মওকামত পাওয়ার অপেক্ষায় আছে–চাইছে প্রত্যাশিত কাজটা করুক শাটন। হয়তো লাইন অব ফায়ারে যায়নি ও, সেজন্যেই গুলি করেনি। কিন্তু নিজেই অবস্থান বদলে নিচ্ছে না কেন লোকটা? এর মানে একটাই, ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কাজটা করতে পারছে না–এমন এক অবস্থানে আছে যেখানে নড়াচড়া করলেই ওর চোখে ধরা পড়ে যাবে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় [illegible] পালানোর রাস্তাটাও ঠিক করে রেখেছে সে, যদি কোন ভাবে তার চেষ্টা বিফলে যায়।

এখানে কেমন করে এল ও? স্মৃতির তাড়নায়? ঠিক এখানেই আসবে বা এ জায়গায় ট্রেন থেকে নামবে, আগে থেকে ভাবেনি। সম্ভবত অবচেতন মনই ওকে নিয়ে এসেছে আরেকটি পরিচিত জায়গায়। একসময় জায়গাটা ব্যবহার করত ও? বাড়িতে যেহেতু নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিস নেই, ধরে নেয়া যায় বেশ কিছু দিনের জন্যে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল।

এ মুহূর্তে এখানে থাকার কথা নয় ওর। মার্কসম্যান লোকটাও যদি তাই জেনে থাকে, তাহলে কোথায় থাকার কথা ওর? সে জানে একসময় বেরিয়ে আসতে হবে শাটনকে, সাপ্লাই আনতে শহরে যাবে। শহরে যাওয়ার পথে কোথাও অ্যাম্বুশ করাই কি বেশি নিরাপদ ছিল না, যেখানে অনায়াসে ওর মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারত সে?

এগুলো কি ওর অবাস্তব কল্পনা? নাকি সত্যিই ধারে-কাছে লুকিয়ে আছে কেউ, ওকে খুন করার জন্যে অপেক্ষা করছে?

অপেক্ষা করতে করতে একসময় অধৈর্য হয়ে পড়বে লোকটা, অস্থির হয়ে উঠলে নড়াচড়া করবে। কিন্তু লোকটা যদি ইন্ডিয়ানদের মত ধৈর্যশীল আর সহিষ্ণু হয়, তাহলে বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করবে না, একই অবস্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে, যেহেতু জানে আগে বা পরে একসময় শাটনকে ঠিকই বেরিয়ে আসতে হবে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকল ও। পেছনের কামরায় চলে এল। কাউকে খুন করার ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু নিজেও খুন হতে চায় না। পেছনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

বিশ ফুটের মত দূরে বিশাল একটা পানির পাত্র দেখা যাচ্ছে, ওটার বেশিরভাগ অংশই মাটিতে পুঁতে রাখা। দীর্ঘক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল

শাটন, মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। পুরো কামরায় চোখ বুলাল ও, কোণে একটা ওলা* চোখে পড়ল। মেক্সিকানরা পানি ঠাণ্ডা করার জন্যে ব্যবহার করে জিনিসটা। বিছানায় জীর্ণ একটা কম্বল দেখা যাচ্ছে। কম্বল দিয়ে ওলাটাকে জড়াল ও, ওলার মুখে নিজের হ্যাটটা বসিয়ে দিল। অদ্ভুত জিনিসটা এবার জানালার কাছে তুলে ধরল। রাইফেল হাতে অপেক্ষায় অধীর হয়ে ওঠা মার্কসম্যান ভাবতে পারে জানালা দিয়ে লাফ দিচ্ছে কোন লোক…

ভারী রাইফেলের গর্জনে ভেঙে গেল অটুট নিস্তব্ধতা…দুটোর চেয়ে বেশি রাইফেল, অন্তত তিনটে। শাটনের হাতেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল মাটির তৈরি ওলা।

ছুটে সামনের দরজার কাছে এল শাটন। সময়মত পৌঁছেছে, আস্তাবলের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওর ঘোড়ার দিকে ছুট লাগিয়েছে এক লোক। ঘোড়াটা যদি হাতাতে পারে নির্ঘাত ফাঁদে পড়ে যাবে শাটন…নিশ্চিন্তে এরপর শিকার করতে পারবে ওকে।

কখন হাতে পিস্তল উঠে এসেছে নিজেও জানে না। লোকটাকে দৌড়াতে দেখে এবং তার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ড্র করেছে। বদ্ধ ঘরে গম্ভীর স্বরে গর্জে উঠল কোল্ট, খোলা দরজা দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত সীসা।

থমকে দাঁড়াল লোকটা, দু'পা এগোল টলমল পায়ে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। নীরবতা নেমে এল আবার…

বাড়ির আঙিনাটা শূন্য, লোকটার লাশ আর অস্থির হয়ে ওঠা ঘোড়াটাকে দেখা যাচ্ছে শুধু। ভয় পেয়েছে রোয়ানটা, কাছে আসতে চাইছে। নিচু স্বরে ওটাকে ডাকল শাটন, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওর দিকে ফিরল ঘোড়াটা।

বাড়ির পেছনে নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল ও। আসছে প্রতিপক্ষ। ঘোড়াটা কাছে চলে এসেছে, পনেরো-বিশ ফুট দূরে। আঙিনা আর বনের মাঝামাঝি স্টেবলের দেয়াল যথেষ্ট আড়াল তৈরি করেছে। অন্তত তিনজন বাকি রয়ে গেছে এখনও, বাড়ির পেছন দিক দিয়ে চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ওরা এখানে পৌঁছার আগেই ঘোড়ায় চড়ে সটকে পড়ার চেষ্টা করবে নাকি?

উঁহুঁ, এভাবে পালিয়ে গেলে লাভ হবে না, ভেতর থেকে কেউ সতর্ক করল ওকে। পালানোর সময় হয়নি। লোকগুলো এটাই আশা করছে, এবং সেভাবেই পরিকল্পনা করেছে। ঘরের কোণে সরে এল ও, এমন জায়গায় অবস্থান নিল যাতে একইসঙ্গে দরজা আর জানালায় নজর রাখতে পারে।

কোল্টের চেম্বার থেকে কার্তুজের শূন্য খোল বের করে রিলোড করল। সিক্সশ্যূটারটা এখন পুরো লোডেড।

জানালায় একটা ছায়া দেখতে পেল ও। উঁকি দিয়ে রুমের ভেতরটা দেখতে

---

* ওলা (Olla) : মাটির কলসী, পানি ঠাণ্ডা করার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

চাইছে কেউ। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে থাকায় ওকে দেখতে পাবে না, নিশ্চিত জানে শাটন।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে আরেকজন। একসঙ্গে হামলা করতে চাইছে ওরা, কিন্তু বড্ড তাড়াহুড়ো করছে না?

'এবার!'

তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কেউ। সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল তিনজন লোক—দু'জন জানালা পথে, আরেকজন দরজা দিয়ে। এটাই ছিল ওদের প্রথম ভুল।

উজ্জ্বল আলো থেকে প্রায় অন্ধকার কামরায় ঢোকা বিপজ্জনক, বিশেষ করে ভেতরে যখন অস্ত্র হাতে অপেক্ষায় থাকে প্রতিপক্ষ। জানালা দিয়ে ঢোকার সময় একজন আবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। অসীম সতর্কতা আর দক্ষতা নিয়ে পিস্তল তুলল ওরা, কিন্তু মাত্র একজনই একটা গুলি করতে সক্ষম হলো। পড়ার সময় গুলি করেছে সে, মেঝেয় বিঁধল গুলিটা।

ওরা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালিয়েছে শাটন। হাতে উদ্যত কোল্ট, দরজা আর জানালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চকিত দৃষ্টি। মেঝেয় পড়ে থেকে ককাচ্ছে একজন। দু'হাত দূরে পড়ে আছে আরেকজন, সিলিঙে স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। তৃতীয়জন সটকে পড়েছে।

নীরবে অপেক্ষায় থাকল শাটন।

বাইরে কিছুই নড়ছে না, কোন শব্দ হচ্ছে না। একটা ম্যাগপাই ডেকে উঠল, তারপর ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ও...একটা ঘোড়া।

ওকে চমকে দিয়ে কাজ সারার পরিকল্পনা করেছিল লোকগুলো। বাড়ির ভেতরে অন্ধকারের কথা চিন্তা করেনি কিংবা কামরার দূরের কোণে সবচেয়ে অন্ধকার জায়গায় থাকবে শিকার, তা-ও মাথায় আসেনি ওদের।

মাঝে মধ্যে নড়ে উঠছে আহত লোকটা, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। 'এবার নিশ্চয়ই আমাকে খুন করবে তুমি?' তিক্ত সুরে জানতে চাইল সে।

'না।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল সে। 'অথচ ওরা বলছিল তুমি একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনী!'

'কারা? কে ভাড়া করেছে তোমাকে?'

'বলব না! ওরা বলেছে তুমি নাকি পেছন থেকে গুলি করে খুন করো।'

'কাউকে পেছন থেকে গুলি করার দরকার হয় না আমার।'

'ঠিকই বলেছ,' ঘাড় ফিরিয়ে পাশে পড়ে থাকা লাশের দিকে তাকিয়ে স্বীকার করল লোকটা। 'মানছি সত্যিই দরকার হয় না তোমার...এখনও একজন রয়ে গেছে।'

'উঁহুঁ, পালিয়ে গেছে। খুরের শব্দ শুনেছি। কি করবে ও? অন্যদের নিয়ে ফিরে আসবে?'

'ফিরে আসবে? মাথা খারাপ! পায়ের ফাঁকে লেজ তুলে পালাবে ও, সম্ভবত

কাউন্টির সীমানা পেরোনোর আগে থামবে না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বা সমান-সমান পরিস্থিতিতে লড়াই করার সাহস নেই ওর।'

হোলস্টারে কোল্ট ঢুকিয়ে আহত লোকটির দিকে এগোল শাটন। দুটো গুলি লেগেছে—একটা কাঁধে, অন্যটা পায়ে। যতটা দ্রুত সম্ভব, ক্ষত দুটো পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বাঁধল ও। মৃত লোকটার শার্ট ছিঁড়ে কাপড় সংগ্রহ করেছে।

'তোমার ঘোড়া কোথায় রেখেছ?' জানতে চাইল ও।

'তুমি আমাকে চলে যেতে দেবে?'

'হ্যাঁ, হয়তো ভুলই করছি, তবুও একটা সুযোগ দেব তোমাকে। কিন্তু ভুলেও আমার কাছাকাছি এসো না আর, কিংবা যারা তোমাকে ভাড়া করেছে তাদের কাছেও ফিরে যেয়ো না। স্রেফ খুন করে ফেলব তাহলে! মনে রেখো, আমাকে খুন করতেই এসেছিলে তোমরা...মনে আছে?'

'আনাড়ি নই আমরা, কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, আমাদের টেক্কা দিয়েছ ।'

মৃত দু'জনের অস্ত্র সংগ্রহ করল শাটন, সবক'টা ফেলে দিল ঝোপের ভেতর। তারপর বনের ধার থেকে লোকগুলোর ঘোড়া নিয়ে এসে স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে ফেলল লাশ দুটো। প্রতিটা লাশের কাপড়ের সঙ্গে একটা করে চিরকুট আটকে দিল, যাতে লেখা থাকল:

জিম শাটনকে ড্রাই-গাল্‌শ করতে চেয়েছিল এই লোক

শেষে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিল ও।

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল আহত লোকটা। 'কাগজে কি লিখলে?'

'জেনে কাজ নেই তোমার,' উত্তরে বলল ও, একটা চেয়ারে বসেছে। 'এবার ঝটপট আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো, বাপু।'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লোকটা। বিশালদেহী মানুষ সে, কঠিন মুখ, নাক ভাঙা—মারপিটের ফল। 'কিসের প্রশ্ন?'

'কে ভাড়া করেছে তোমাকে?'

'যদি না বলি?'

শ্রাগ করল শাটন। 'তাহলে ব্যান্ডেজগুলো খুলে রাখব, এবং এখানেই ফেলে যাব তোমাকে। হয়তো কষ্টেসৃষ্টে মাইল খানেক যেতে পারবে, কিন্তু পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার, বরং একবার রক্তক্ষরণ শুরু হলে সন্ধের আগেই বাজার্ডের চমৎকার খাবারে পরিণত হবে তুমি।'

শুয়ে পড়ে চোখ বুজল গানম্যান। 'দেখো, মিস্টার, লোকটাকে ঠিক চিনি না আমি। ওদের সঙ্গে কাজ করছি কিছু দিন...এক্‌মি সেলুনে আড্ডা দিই। ট্যালবট নামে এক লোক এল একদিন। আসল নাম নয় ওটা। অবশ্য সেটা কোন ব্যাপারও নয়। যাক্‌গে, সে আমাদের বলল যে ছোট্ট একটা কাজের জন্যে

চারজনকে দরকার ওর, কিছু গোলাগুলি হবে হয়তো; তবে কাজটা একেবারে সহজ। বিনিময়ে পঞ্চাশ ডলার করে পাব আমরা।

'পরিচিত শিকার, জানাল সে, এবং আইনের ব্যাপারটা ও-ই সামাল দেবে। একসময় রেঞ্জার ছিল লোকটা, এল পাসোর অনেক নামকরা লোকের সঙ্গে খাতির আছে ওর ওর কথা বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না, কারণ নিজের চোখে এখানকার ধনী, প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি ওকে, যেমন: এ. জে. ম্যাকলীন, ব্রাড নোলান, টম স্পেক···আরও অনেকের সঙ্গেই দেখেছি ওকে।

'ট্যালবট বলেছে আরেকজনের হয়ে কাজটা করে দিচ্ছে। জানি না ঠিক কার হয়ে দালালি করছে, কিন্তু যে কোন নোংরা কাজে মধ্যস্থতার জন্যে এল পাসোয় মোটামুটি বিখ্যাত সে। ভাল-মন্দ দু'ধরনের লোকের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে ওর। কেউ যদি চুরি করা গরু বিক্রি করতে চায়, তাকে উপায় বাতলে দেয় ট্যালবট। ভাল কাজেও ওর উৎসাহ কম নেই।

'পঞ্চাশ ডলারের লোভ সামলানো সত্যিই কঠিন। চিন্তা করে দেখো, একজন কাউহ্যান্ডের দুই মাসের কামাই! সুতরাং কাজটা নিলাম, ট্যালবট নিজেই এ জায়গাটা দেখিয়ে দিল আমাদের।'

কথাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখল শাটন। যৌক্তিক, তাছাড়া সত্য বলেই মনে হচ্ছে। 'ঠিক আছে,' শেষে নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'তোমার ঘোড়াটা নিয়ে আসছি আমি। এল পাসোয় যাব আমরা। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে ছেড়ে দেব তোমাকে, এরপর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো তুমি, শুধু আমার ধারে-কাছে না ঘেঁষলেই হলো।'

ট্যালবটের ব্যাপারটা ভাবল শাটন। মনে হচ্ছে কঠিন লোক সে, সহজে কথা বলানো যাবে না। একসময় রেঞ্জার ছিল, কিন্তু পরে খারাপ হয়ে গেছে; হয়তো ফেডারেল আইনে সমস্ত রেঞ্জারদের পদবী এবং ক্ষমতা বাতিল করার পর···কিংবা তার আগেই তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাকে; ঝুড়ি থেকে পচা ডিম যেভাবে ফেলে দেয়া হয়, সেভাবেই অসৎ রেঞ্জারদের বহিষ্কার করার বহু ঘটনা ঘটেছে।

সন্দেহ নেই লাশবাহী ঘোড়া দুটো আগে শহরে যাবে, কারণ সেটাই স্বাভাবিক এবং এল পাসো থেকে এসেছে ওরা। তৎক্ষণাৎ খবর পেয়ে যাবে ট্যালবট, এবং দেরি না করে নিয়োগকর্তাকে জানাবে সে। হয়তো ট্যালবটকে অনুসরণ করে পেছনের লোকটার হদিশ পেয়ে যেতে পারে ও।

আহত লোকটাকে স্যাডলে চাপিয়ে রওনা দিল শাটন। এল পাসোর কাছাকাছি এসে আলাদা হয়ে গেল। ট্রেইলের পাশে বেড়ে ওঠা মেস্কিট ঝোপের আড়ালে সরে এল ও, তারপর আড়ালে থেকে রুক্ষ কিন্তু নিরাপদ রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল শহরের দিকে।

এল পাসোয় কি আগেও এসেছে ও? চলার পথে কোন কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না, এবং কোনটাই অপরিচিত মনে হচ্ছে না। হয়তো আগেও এসেছে। চিন্তা-ভাবনা করে এগোবে, নাকি অবচেতন মনের নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত–হয়তো চাপা পড়া স্মৃতিই সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে ওকে?

কিন্তু সেই জায়গাটা ওর জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে, যে কোন মানুষই হতে পারে শত্রু। কিংবা এমনও হতে পারে আইন খুঁজছে ওকে।

সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে ও, আগেই বিপদের আভাস পেতে চাইছে। মাথায় দপদপে ব্যথা অনুভব করছে, ক্লান্তিও লাগছে। এদিকে তপ্ত হলকা ছড়াচ্ছে সূর্য, মাটির ওপর যে কোন কিছু তাতিয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করছে ছায়াঘেরা কোন জায়গায় থেমে বিশ্রাম নেয়, কিন্তু সময় নেই হাতে।

অনিশ্চিত এক পরিস্থিতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে শাটন। বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারছে না শহরে পৌঁছার পর কি ঘটবে। শুধু একটা ব্যাপারে এখন শতভাগ নিশ্চিত: ও-ই জিম শাটন, ভাড়াটে এক বন্দুকবাজ, সামান্য টাকার জন্যে যে কাউকে খুন করতে পারে; দক্ষতা আর সামর্থ্যের কারণে অন্যের সমীহ আদায় করেছে, কিন্তু একইসঙ্গে ভয় আর ঘৃণাও পেয়েছে।

এই পরিচয়ে গর্বিত হওয়ার কিছু নেই।

শাটন জানে না কি কারণে এমন জঘন্য একটা পেশা বেছে নিয়েছে, কিন্তু এটা জানে এ পেশায় আর থাকতে চায় না। কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে, এ মুহূর্তে কেবল পেশাগত দক্ষতাই বাঁচিয়ে রাখতে পারে ওকে। নইলে নিজে মরবে আর···র‍্যাফটার-জে বাথানে অপেক্ষায় থাকা মেয়েটির জীবন এবং ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে।

তপ্ত বিকেলে উষ্ণ বাতাসের সঙ্গী হয়ে শহরে ঢুকল জিম শাটন। এল পাসোর খোলা রাস্তায় অনেক চমক আর অনিশ্চয়তার হাতছানি।

আট

মূল রাস্তা থেকে চলে যাওয়া প্রথম গলি ধরে এগোল শাটন। একশো গজের মত এগোনোর পর একটা স্টেবল চোখে পড়ল। পোর্চের বেঞ্চিতে বসে আছে এক মেক্সিকান বুড়ো। কাছাকাছি একটা ওঅটর ট্রাফ আর পাম্প দেখা যাচ্ছে।

'ঘোড়া রাখা যাবে তোমার এখানে?' স্টেবলের সামনে থেমে জানতে চাইল শাটন।

চোখ তুলে তাকাল মেক্সিকান, মুখ নির্বিকার। 'স্টেবলটা তেমন বড়সড় নয়, সেনর, খুব একটা যত্নও নিই না, এরপরও যদি রাখতে চাও···'

স্যাডল ছেড়ে নামল ও। 'বাছবিচার করার সময় নেই, শহরে ঢুকে এটাই চোখে পড়ল···যাক্‌গে, ঘোড়া রাখা আর হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে কত লাগবে?'

'পঞ্চাশ সেন্ট।'

মেক্সিকানকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল শাটন। ওকে একটা স্টল দেখিয়ে দিল বুড়ো। রোয়ানটাকে স্টলে ঢুকিয়ে কিছু খড় এনে দিল খাওয়ার জন্যে। ফিরে এসে ওঅটর ট্রাফ থেকে পানি তুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। হ্যাট চালিয়ে কোট,

ট্রাউজার আর বুট থেকে ধুলো ঝাড়ল ও, শেষে চুল আঁচড়াল।

'রাতে এখানে থাকবে নাকি, সেনর?' পাওনা বুঝে নিয়ে জানতে চাইল লোকটা, আঙুল তুলে বার্নের কোণে একটা কামরা দেখাল। 'ভেতরে একটা বিছানা আছে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে, ছারপোকা নেই। তোমার কথাও জানতে পারবে না কেউ।'

'কত লাগবে?'

হাসল মেক্সিকান। 'পঞ্চাশ সেন্ট।'

'বেশ।' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও।

'সাবধানে থেকো, সেনর,' পেছন থেকে বলল বুড়ো।

থমকে দাঁড়াল শাটন, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বুড়োর চোখে চোখ রাখল। 'এ কথা বললে কেন?'

শ্রাগ করল সে। 'বুনো একটা শহর। রেলরোড হওয়ার পর থেকে বাজে লোকে ভরে গেছে। পান থেকে চুন খসলেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে হাঁটা ধরল শাটন।

সূর্য এখন অস্তমান, কমে এসেছে রোদের তেজ। ক্ষত-বিক্ষত ধূলিময় রাস্তায় বিকেল গড়াচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে পরের গলিতে চলে এল ও। দূর থেকে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, পোর্চের ওপর লেখা: *দ্য কলিসিয়াম, সেলুন-কাম-ভ্যারাইটি থিয়েটার*। জায়গাটা এড়িয়ে গেল ও...অবচেতন মনের কোথাও সতর্ক সঙ্কেত বাজছে: যে জায়গা যত বেশি জনপ্রিয়, সেখানে লোক সমাগমও তত বেশি। অনেক লোকজনের মাঝে উপস্থিত থাকাটা বিপজ্জনক হতে পারে ওর জন্যে। কে বলতে পারে ওখানে চর রাখেনি ট্যালবট বা অচেনা শত্রুরা?

আরও কিছু দূর এগিয়ে ছোট একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ফ্রিয়োল, টরটিয়া আর গরুর মাংসের ফরমাশ দিল শাটন। সময় নিয়ে তিন কাপ কফি গিলল। নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছে। একসময় একটা একটা করে জ্বলে উঠল বাড়ি বা দোকানের আলো। ভরপেট খেয়ে কিছুটা ভাল লাগছে এখন, মাথা ব্যথা কমে গেছে ঠিকই, কিন্তু অদ্ভুত অস্থিরতা রয়ে গেছে। কোন ভাবেই কি এটা থেকে মুক্তি মিলবে না?

উঠে দাঁড়াল ও। ছোটখাট একটা লোক কাছাকাছি এক টেবিলে খাচ্ছিল, হঠাৎ করেই ওর দিকে তাকাল সে...তাকিয়েই থাকল।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল শাটন, চাপা অস্বস্তি বোধ করছে। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাল, দেখল রেস্তোরাঁর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

মোড় ঘুরে হারিয়ে গেল শাটন, আরেক ব্লক হয়ে রাস্তা পেরিয়ে গেল। পেছনে ফিরে কাউকে দেখতে পেল না, কিন্তু তারপরও অস্বস্তি বা উদ্বেগ যাচ্ছে না। রেস্তোরাঁয় দেখা লোকটা পরিষ্কার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ওর প্রতি, হয়তো চিনতে পেরেছে ওকে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে এল পাসো ছাড়াই মঙ্গলজনক হবে ওর জন্যে।

সামনে 'একমি' সেলুনটা দেখতে পেল...এবং পরপরই জ্যাক লয়ারীর অফিসের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। দোতলায় অফিসটা, সিঁড়িটা বাইরের দিকে। জানালা অন্ধকার অফিসটা বোধহয় খালিই আছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল শাটন। হাত দিয়ে মুখ মোছার ভান করে আড়চোখে পেছনের রাস্তা দেখে নিল। কেউ নেই। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল ও। দরজায় নক করল, সাড়া না পেয়ে কবাট ধরে ঠেলা দিল খুলল না।

নিচের রাস্তার দিকে তাকাল শাটন এবারও কাউকে দেখতে পেল না। পকেট থেকে ছোট একটা ছুরি বের করল, লক বরাবর ছুরির ফলা ঢুকিয়ে বোল্ট ধরে টান দিল, একইসঙ্গে কাঁধ দিয়ে ঠেলা দিল কবাটে। ঠিকমত লাগানো হয়নি বলেই বোধহয়, সহজেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পাল্লা ভিড়িয়ে দিল ও।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল শাটন...শোনার চেষ্টা করছে। অজানা কোন কারণে অস্বস্তি বোধ করছে। নাকে তামাক...আর পারফিউমের গন্ধ লাগছে!

চারদিক নিস্তব্ধ। দূরে, কোন সেলুন বা ড্যান্স হলে পিয়ানো বাজছে। অপেক্ষা করছে শাটন, অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিচ্ছে পুরোপুরি অন্ধকার বলা যাবে না ঘরটাকে, জানালা দিয়ে বাইরের আলো এসে ঢুকেছে। ম্লান আলোয় রোল-টপ ডেস্ক, স্যুইভেল চেয়ার, একটা হাতলহীন চেয়ার এবং চামড়ায় মোড়া কৌচ দেখতে পেল। এক দেয়ালে বুক-শেল্‌ফে কিছু বই। শেল্‌ফের ঠিক নিচেই কাগজে ঢাকা একটা টেবিল; আর মেঝেতে রয়েছে পেতলের পিক্‌দানি।

ভেতরের দিকে আরেকটা কামরা আছে বোধহয়, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে দরজার কবাট। সেই ফাঁকে একটা পিস্তলের নল দেখতে পেল শাটন। আচমকা উপলব্ধি করল এখানে ঢোকার পর থেকে কেন অস্বস্তি বোধ করছিল, তামাকের গন্ধের সঙ্গে পারফিউমের সুগন্ধ নাকে এসেছে।

'গুলি করার দরকার নেই বেতাল কিছু করতে যাচ্ছি না আমি, ইচ্ছেও নেই,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ও। 'মনে হচ্ছে আমরা দুজনেই...যাকগে, একজন ল-ইয়ারের অন্ধকার অফিসে তোমার উপস্থিতির কারণটা কি জানতে পারি?'

কবাট সরে যেতে দরজায় একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল শাটন। পিস্তলের নল বিন্দুমাত্র সরেনি।

'কে তুমি?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

'এটা বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর?' অন্ধকারে ক্ষীণ হাসল ও।

'কি চাও?'

'কিছু তথ্যের খোঁজে এসেছি আমি।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল মেয়েটা। 'যে জন্যেই এসে থাকো, তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। কিন্তু জ্যাক লয়ারীর অফিসে এসেছ কেন ওর সঙ্গে কি কাজ থাকতে পারে তোমার?'

'প্রশ্নটা সহজ হলেও উত্তরটা কঠিন বটে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল শাটন। 'অন্তত আমার জন্যে। কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে, ম্যা'ম, পেছনের লোকটার পরিচয় জানি না, কিন্তু এটা জানি যে এসবের সঙ্গে জ্যাক লয়ারীর সম্পর্ক রয়েছে,

যদিও লয়ারীর নামটাই জানি শুধু!'

'জ্যাককে খুনী ভেবেছ? মাথা খারাপ! কাউকে গুলি করতে পারে না ও, আমি অন্তত বিশ্বাস করি না! একজন ল-ইয়ারের পক্ষে...'

'কার মনে কি থাকে, সবসময় কি আগে থেকে বলা যায়? মাঝে মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ লোকটাও জঘন্য কাজ করে বসে। তোমার হাতের পিস্তলটার কথাই ভাবো, সুন্দর মুখ বা হাত দেখে কারও মনেই হবে না যে...'

'আমি কিন্তু প্রয়োজনে গুলিও করব, মিস্টার!' বিরক্ত স্বরে শাটনকে বাধা দিল মেয়েটি। 'এবং জেনে রাখো, আগেও গুলি করেছি।'

'মেরেছ কাউকে?' মেয়েটার হুমকি উপেক্ষা করল শাটন, কণ্ঠে হালকা সুর।

'দেখার সময় পাইনি। যাক্‌গে, আমি নিশ্চিত জ্যাক লয়ারী গুলি করেনি তোমাকে, তাহলে কে করেছে কাজটা? এখানেই বা কেন এসেছ?'

'ভাড়াটে এক লোক গুলি করেছে আমাকে। টাকার বিনিময়ে খুন করার ব্যাপারে খ্যাতি আছে ওর।'

'জিম শাটন!' বিস্ময় প্রকাশ করল মেয়েটা।

'সে-ই কি একমাত্র লোক? আমি তো শুনেছি এল পাসো বা জুয়ারেজে এমন ভাড়াটে খুনী ডজন ডজন পাওয়া যায়।'

অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে এখন, আবছা ভাবে চোখে পড়ছে সবকিছু; অন্তত মেয়েটির মুখ বা দৈহিক কাঠামো আঁচ করতে অসুবিধে হলো না। মেয়েটা কমবয়েসী, বড়জোর বাইশ হবে। আকর্ষণীয়। পরিপাটি পোশাক, সেজেছে বেশ, বাইরে বেরোবে বোধহয়...কিন্তু লয়ারীর অফিসের অন্ধকার কামরায় কি করছিল? রাস্তার মেয়ে বলে মেনে নিতে বাধছে শাটনের, অন্তত এল পাসোর মত রাস্তায় এ মুহূর্তে খাপ খায় না এ মেয়ে, কিংবা দিনের যে কোন সময়ে 'এক্‌মি' সেলুনেও খাপ খায় না।

'যেজন্যেই এসে থাকো,' আবারও কর্কশ হয়ে গেল স্বর। 'এখানে কোন কাজ থাকতে পারে না তোমার। তালা ভেঙে অনধিকার প্রবেশ করেছ!'

'আমার মত তালা ভেঙে ঢোকোনি, তার মানে তোমার কাছে একটা চাবি আছে। চাবিটা কি জ্যাক লয়ারীই দিয়েছে তোমাকে? উপযুক্ত একটা কারণও আছে নিশ্চয়ই?'

'আমাকে চাবিটা দেয়নি ও, এবং তুমি যা ভাবছ তা-ও নয়। আমি ওর বোন।'

রীতিমত বিস্মিত হলো শাটন। যাহ্‌, এরকম কিছু মাথায়ই আসেনি! 'জ্যাক কোথায়, জানো নিশ্চয়ই?'

মুহূর্তের জন্যে শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল মেয়েটির চোখে। 'মারা গেছে ও...খুন হয়েছে!'

'দুঃখিত। জানতাম না। তুমি যদি ওর বোন হয়ে থাকো, এখানে থাকার অধিকার অবশ্য আছে তোমার।' কেরোসিন ল্যাম্পের দিকে হাত বাড়াল ও। 'আলোটা জ্বালি?'

'না!' আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'প্লীজ, আলো জ্বেলো না! আমাকেও খুন করে ফেলবে ও!'

'কে?'

'জিম শাটন···জ্যাককে খুন করেছে যে লোকটা!'

'কিন্তু তোমাকে কেন খুন করবে সে?' স্থির দাঁড়িয়ে আছে শাটন, নিজের ভেতরটা খুঁজে দেখল, কিন্তু ইতিবাচক কোন সাড়া পেল না···আসলেই কি জ্যাক লয়ারীকে খুন করেছে ও?

'কি কারণে জানি না। কিন্তু আমি শুনেছি জ্যাকের ওপর দারুণ খেপে ছিল লোকটা। জ্যাকের বোন হিসেবে আমাকে···'

'মনে হয় না কোন মহিলাকে খুন করবে সে,' বাধা দিল শাটন। 'ওর সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছ নিশ্চয়ই, কখনও কি কোন মহিলাকে খুন করেছে সে?'

লণ্ঠন থেকে চিমনি সরিয়ে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল ও, সলতেয় আগুন ধরাল। আড়চোখে দেখল পিস্তলটা নামিয়ে ফেলেছে মেয়েটি। চিমনি জায়গামত বসিয়ে দিল শাটন। উজ্জ্বল আলোয় পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

হালকা-পাতলা গড়ন মেয়েটির, লালচে-বাদামী চুল। গাঢ় নীল চোখ। কোন পার্টিতে যাওয়ার উপযোগী ড্রেস পরনে, কিন্তু কাঁধের ওপর একটা গাঢ় রঙের ঢিলেঢালা কোট ঝুলছে। সুন্দরী মেয়েটি···সত্যিকার সুন্দরী।

শাটনের কোটের আস্তিনে নেমে গেছে মেয়েটির দৃষ্টি। 'কোটটা কোথায় পেয়েছ তুমি?' আচমকা শীতল হয়ে গেল কণ্ঠ। 'ওটা জ্যাকের কোট! কেনার সময় ওর সঙ্গে ছিলাম আমি।'

'তাই? আমি শুধু জানি জিনিসটা আমার নয়, নিশ্চয়ই ভুল করে পরেছি।'

'এ কেমন কথা! কার কোট পরেছ জানো না তুমি?'

'না,' মাথা স্পর্শ করল ও। 'মাথায় আঘাত পেয়েছিলাম। আমার ধারণা গুলি লাগার পর, পালানোর সময় কোন হ্যাঙার থেকে কোটটা তুলে নিয়েছি। তাড়াহুড়োয় নিজেরটা তুলে নিতে পারিনি।'

'সেই জায়গাটা কোথায়?' সন্দিগ্ধ স্বর মেয়েটার।

'এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে···বেশ দূরে–শুনেছি শহরটার নাম বিগ বে। একটু আগে শাটনের কথা বললে না, তোমার ভাই কি চিনত ওকে?'

'মুখোমুখি চিনত না, তবে শাটনের সঙ্গে কোন ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল বোধহয়। আমার ধারণা জ্যাকের ক্লায়েন্ট ছিল সে। কিছু দিন ধরে শাটন সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিল ও–আসলে কে সে, কি করত···। কারণটা জানি না, কিন্তু আমার ধারণা জিম শাটনের অতীত সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করেছিল ও। আমাকে একবার বলেছিল শাটনের সঙ্গে দেখা করবে, খুব জরুরী নাকি; কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল জানত কোথায় পাওয়া যাবে তাকে।'

দুর্বোধ্য মনে হলো শাটনের কাছে কথাগুলো, এ নিয়ে ভাবতে অনিচ্ছুক ও–অন্তত এ মুহূর্তে। আগে মেয়েটিকে বিদায় করা দরকার। 'কোন পার্টিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছ?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ। এক বন্ধুর বাড়ি থেকে এখানে এসেছি। এক্ষুণি ওখানে ফিরে যেতে হবে,' কিন্তু যাওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না মেয়েটির মধ্যে, এখনও স্থির দৃষ্টিতে দেখছে শাটনকে। 'তুমি কি করবে?'

'এখানেই থাকব, এবং খোঁজাখুঁজি করব।'

'কি খুঁজবে?' নির্দেশের সুরে জানতে চাইল জ্যাক লয়ারীর বোন।

'ম্যা'ম, কেউ খুন করতে চাইছে আমাকে, অথচ ওদের পরিচয় জানা নেই আমার, কিংবা কেন খুন করতে চাইছে, সেটাও জানি না। ওরা আবার চেষ্টা করার আগেই কারণটা জানতে চাই। যে কামরায় গুলি খেয়েছি, ওখান থেকে জ্যাক লয়ারীর কোট তুলে নিয়েছিলাম। এটাই একমাত্র সূত্র…উঁহুঁ, আরেকটা সূত্র আছে।'

'কি সেটা?'

'জানি কে গুলি করেছে আমাকে। লোকটা সম্ভবত ভাড়াটে, পেছনে অন্য কেউ আছে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল ও। 'মিস্ লয়ারী, বিল জ্যাকসনের র‍্যাফটার-জে সম্পর্কে কিছু জানো তুমি?'

উত্তর দেয়ার আগে দ্বিধা করল মেয়েটা। তার মানে কিছু একটা জানে, কিন্তু শাটনকে বলবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। 'র‍্যাফটার-জে সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি,' শেষে বলল মেয়েটি। 'যদিও বিল জ্যাকসনের মেয়ে অ্যাঞ্জেলাকে চিনি। একই স্কুলে পড়তাম আমরা।'

কোন লাভ হলো না। কিন্তু বেশি সময়ও নেই হাতে, প্রতিপক্ষ এতক্ষণে ওর এল পাসোয় আগমনের খবর জেনে গেছে নিশ্চই। কোথায় ওকে পাওয়া যাবে, সেটা কল্পনা করাও তাদের জন্যে কঠিন হবে না।

কথা বলতে বলতে সারাক্ষণ পুরো কামরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়েছে শাটন, লুকানোর সম্ভাব্য জায়গা খুঁজছে, যদিও জানে না কি জিনিস লুকানো থাকতে পারে; কিন্তু জিনিসটা চাই ওর।

'এখুনি যেতে হবে,' হঠাৎ বলল মেয়েটি। 'ওরা হয়তো আমার খোঁজ করছে।'

'যাও না, কে ধরে রেখেছে তোমাকে! আমি কিন্তু এখানেই থাকছি।'

হাসল মেয়েটা। 'তোমার সঙ্গ চাইছি না আমি, কিন্তু একজন ভদ্রলোক কি এল পাসোর রাস্তায় এমন অসময়ে কোন লেডিকে একাকী যেতে দেবে, না দেয়া উচিত?'

শ্রাগ করল শাটন। 'নিজেকে ভদ্রলোকই মনে করি আমি, ম্যা'ম, কিন্তু আমার ধারণা এখানে একাই এসেছ তুমি…এবং সঙ্গে একটা অস্ত্র আছে তোমার।'

সরু চোখে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি, দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল। শাটনের সোজাসাপ্টা কথায় খেপে গেছে। 'তুমি যদি এখানেই থাকতে চাও, বাধ্য হয়ে গ্রেফতার করতে হবে তোমাকে। চোরের মত তালা ভেঙে ঢুকেছ জ্যাকের অফিসে। হয়তো তুমি চোরই।'

শাটনের মনে হলো যা বলছে তাই করবে মেয়েটা। 'ঠিক আছে। পার্টি পর্যন্ত

পৌঁছে দেব তোমাকে।'

পার্স থেকে চাবি বের করে দরজা লক্ করল মেয়েটি। নিচে নেমে মূল রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ এগোল ওরা, তারপর ডানে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। মেয়েটাই পথ দেখাচ্ছে। নির্দিষ্ট বাড়িটা দেখার আগেই সঙ্গীত আর হৈ-হল্লার শব্দ কানে এল।

বাড়িটা সাদা রঙের। বাইরে সাজসজ্জা করা, ভেতরে উজ্জ্বল আলো। সিঁড়ি পর্যন্ত মেয়েটির সঙ্গে এল শাটন, তারপর থেমে ঘুরে দাঁড়াতে উদ্যত হলো।

'ক্যারল? ক্যারল লয়ারী! তোমার সঙ্গের লোকটা কে?'

সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত নেমে আসছে একটা মেয়ে। ক্যারল লয়ারীর চেয়ে খাটোই হবে, সুন্দরী বলা যাবে না, মোটামুটি সুশ্রী। ব্লন্ড। স্বতঃস্ফূর্ত। শাটনের উদ্দেশে মৃদু হাসল।

"ক্যারলের ব্যাপারই আলাদা! একমাত্র ও-ই খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে পার্টির মাঝখানে বেরিয়ে যেতে পারে, আর ফিরে আসে শহরের সবচেয়ে সুদর্শন লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে! ...এই যে, সুদর্শন পুরুষ, তুমি কি ভেতরে আসছ, নাকি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'দুঃখিত, কাজ আছে আমার,' বলল শাটন। 'মিস্ লয়ারীকে পৌঁছে দিতে এসেছি শুধু।'

'উঁহুঁ, কিছুতেই যেতে পারবে না তুমি! আমার সঙ্গে অন্তত একবার নাচতে হবে, তারপর না হয় চলে যেয়ো! ক্যারল, তুমি কি ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

'রায়ান আমার নাম,' বলল ও। 'রায়ান মেলেট।'

'পেনিলোপ গ্রে,' নিজের পরিচয় দিল ব্লন্ড। 'তোমার কাছে শুধুই পেন! চলো, ভেতরে চলো। সবাই অপেক্ষা করছে, নতুন রাউন্ড শুরু হবে এক্ষুণি।'

ধূসর চুলের এক লোক লনে সিগার ফুঁকছে, দেখতে পেল শাটন। ও যখন নিজের পরিচয় দিচ্ছে, দ্রুত চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়েছে লোকটা, অথচ তার আগে ফিরেও তাকায়নি। স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওকে এখনও।

মেলেট? অজান্তে নামটা উচ্চারণ করেছে। রায়ান মেলেট...অপ্রচলিত নাম। ছদ্মনাম হিসেবে সাধারণত প্রচলিত নাম ব্যবহার করে লোকেরা, যেমন: জন স্মিথ, টম জোন্স...। রায়ান মেলেট নামটা মোটেও তেমন নয়। পরিচয় দেয়ার সময় হঠাৎ করে কারও মাথায়ও আসে না। হয়তো এটাকেই নিজের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার একটা সূত্র হিসেবে ধরে নিয়েছে ওর অবচেতন মন।

ভেতরে ঢোকার আগেই মিউজিক বেজে উঠল। দীর্ঘ হলরূমে ঢুকে শাটনের বাহু চেপে ধরল পেনিলোপ, ছন্দে ছন্দে পা ফেলছে। নাচের মধ্যেই, সারাক্ষণ ক্যারল লয়ারীর ওপর একটা চোখ রাখল শাটন। নাচছে না জ্যাক লয়ারীর বোন। কামরার অন্য দিকে সরে গিয়ে দীর্ঘদেহী এক লোকের সঙ্গে আলাপ করছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর দিকে তাকাল লোকটা, একটু পর আরও দু'জনের সঙ্গে তাকে আলাপ করতে দেখতে পেল শাটন। তিনজনে মিলে নজর রাখছে ওর ওপর।

বিপদ···এগিয়ে আসছে গুটি গুটি পায়ে। না বোঝার মত বোকা নয় ও অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে পেনিলোপ—জানতে চাইল এখানে কি কাজে এসেছে ও। একটা বাথান কেনার জন্যে এসেছে—অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দিল শাটন। মনে তখন ভিন্ন চিন্তা চলছে: *শিগ্‌গিরই সরে পড়তে হবে!*

পেনিলোপের পর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে নাচল ও, তারপর ক্ষণিকের বিরতি দিয়ে ঘরের এক কোণে সরে এল। লনে দেখা লোকটাকে দেখতে পেল সামনে। পঞ্চাশোর্ধ্ব হবে সে, সুদর্শন ছিল একসময়, যদিও মুখের বলিরেখা গভীর হতে শুরু করেছে। আচরণে পরিষ্কার শিক্ষিত মানুষ।

'বাছা, আজকের রাতটা যদি বেঁচে থাকতে চাও,' নিচু, শান্ত স্বরে বলল সে। 'এক্ষুণি পালাও!' মুহূর্তের জন্যে থামল সে। 'বাগানের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে প্রথমে, একটু এগোলে পাশের বাড়ির দরজা দেখতে পাবে। বাড়ির পার্শ্ব-দরজা ওটা, বন্ধ। কিন্তু উল্টোদিকে একই রকম আরেকটা দরজা খোলা পাবে। প্রথম যে কামরা পাবে, ওখানে ঢুকে অপেক্ষা কোরো। ভুলেও আলো জ্বেলো না।'

'ফাঁদ নাকি ওটা?'

স্মিত হাসল লোকটা, অভয় দেয়ার হাসি। 'না, রায়ান মেলেট। ফাঁদ নয়, ওটা আমার বাড়ি। আমি জাজ ম্যাকক্লেরি। আমার বাড়িতেই সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে তুমি।'

নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা, শাটন ধারণা করল মিউজিকের চড়া শব্দের কারণে অন্য কেউ শুনতে পাবে না, তাছাড়া ধারে-কাছেও নেই কেউ। বেশিরভাগ নারী-পুরুষই নাচ নিয়ে ব্যস্ত।

নতুন এক সঙ্গিনী বেছে নিয়ে আবার নাচতে শুরু করল ও। নাচতে নাচতে রান্নাঘরের দরজার কাছে সরে এল। কামরার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই তিনজন। বিড়বিড় করে মেয়েটির কাছে ক্ষমা চেয়ে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে সটকে পড়ল শাটন। তারপরই ছুটতে শুরু করল।

বাইরে অন্ধকার। গেট খোলার ঝামেলায় গেল না ও, হাত বাড়িয়ে গেটের ওপরের রেলিং চেপে ধরল, তারপর শূন্যে তুলে ফেলল শরীর। পাক খেয়ে গেটের ওপাশে নেমে এল। কয়েকটা কটনউডকে পাশ কাটিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেল জাজের বাড়ির আঙিনায়। উল্টোদিকে এসে সহজেই খুঁজে পেল দরজাটা। ঠেলা দিতে সরে গেল পাল্লা, অন্ধকার কামরায় ঢুকল ও।

বদ্ধ বাতাস আর গুমট পরিবেশের অস্তিত্ব অনুভব করল শাটন। পার্টির বাড়ি থেকে সঙ্গীতের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু এই কামরায় অটুট নীরবতা, পাশের কোন কামরা থেকে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাতড়ে একটা চেয়ার খুঁজে পেল ও, বসে পড়ল।

বাইরে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। দৌড়ে আসছে কয়েকজন। খিস্তি আওড়াল কেউ। উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল শাটন।

কাছে চলে এল পদশব্দ, দরজায় ধাক্কা দিল একটা হাত। 'ওখানে নয়, গর্দভ!' নিচু স্বরে তিরস্কার করল কেউ। 'ওটা জাজের বাড়ি! ফাঁসির দড়ি আগে

আগে গলায় পরতে চাইলে ওখানে ঢুকবে শাটন!'

একটু পরেই চলে গেল ওরা।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল শাটন। টের পেল ঘামে ভিজে গেছে কপাল। সারা দেহে ক্লান্তি, বুঝতে পারছে মাথার আঘাত আর রক্তক্ষরণের জন্যে এখনও দুর্বলতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ধীরে ধীরে শরীর শিথিল হলো ওর, শান্ত হয়ে এল উত্তেজিত তটস্থ স্নায়ু। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও টের পেল না জিম শাটন।

নয়

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ওর। চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, পাগুলো মেঝেয় ছড়ানো। কামরাটা এখনও অন্ধকার, কিন্তু খোলা একটা দরজা পথে আলো এসে পড়েছে হলওয়েতে। উঠে দাঁড়াল শাটন, কান পাতল।

আলোকিত কামরা থেকে কাগজের ওপর কলম চালানোর খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। হলওয়ে ধরে এগোল ও এবার, দরজার সামনে থামল।

টেবিলে বসে কি যেন লিখছে জাজ ম্যাকক্লেরি। মুখ তুলে দেখল ওকে, তারপর একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। 'বোসো। হাতের কাজটা শেষ করে আলাপ করব তোমার সঙ্গে।'

লেখা শেষ করে কাগজটা শুকাল জাজ, তারপর চশমা খুলে টেবিলে রাখল হাত দুটো। 'হয়তো ভাবছ পার্টি থেকে কেন তোমাকে পালাতে সাহায্য করলাম, এর সাথে আমার সম্পর্কই বা কি।'

'হ্যাঁ।'

'রায়ান মেলেট হিসেবে পরিচয় দিয়েছ তুমি। শুনে সত্যিই অবাক হয়েছি। কিন্তু একটু ভাবার পর বুঝলাম, তুমি বেঁচে আছ এখনও–শুধু এই একটা ব্যাপারেই অবাক হওয়া যায়, অন্য কিছুতে নয়।'

'আমাকে কিছুই বলোনি তুমি।'

'হ্যাঁ, বলিনি। সত্য মেনে নেওয়াই মঙ্গলজনক। আমি তোমার বন্ধু, এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকতে চাই। আর হ্যাঁ, বিল জ্যাকসনও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল আমার।'

'তাহলে এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও: ওই লোকগুলোকে কেন আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে ক্যারল লয়ারী?'

নিখাদ বিস্ময় জাজের মুখে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শাটনের দিকে তাকাল সে। 'তোমার নিজেরই বুঝে নেওয়া উচিত। ক্যারল হচ্ছে টাকার পাগল, ওই টাকাগুলো চায়। এসবের সঙ্গে ও-ই জড়িয়েছে জ্যাক লয়ারীকে। সাংঘাতিক ভয় পায় ওরা তোমাকে, কারণ ওদের নিশ্চিত ধারণা একমাত্র তুমিই জানো টাকাগুলো

কোথায় আছে।'

টাকা? কিসের টাকা?

'ওদের ধারণা ভুলও হতে পারে।'

'হয়তো। কিন্তু ওরা ঠিকই জানে কার্ল রিকটারকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে তোমাকে···হ্যাঁ, নিশ্চই! তুমি কে, ভাল করেই জানি আমি! ঠিক এজন্যেই নিজেকে যখন রায়ান মেলেট হিসেবে পরিচয় দিয়েছ, অবাক হয়েছিলাম।'

'ভেবেছ জিম শাটন হিসেবেই পরিচয় দেব?'

'না। শুধু একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না। জিম শাটন কিভাবে রায়ান মেলেট হিসেবে নিজের পরিচয় দেয়, যদি না···'

'কি?'

'যদি না দু'জনের মধ্যে একটা সম্পর্ক থেকে থাকে।'

কোন মন্তব্য করল না শাটন। রায়ান মেলেট সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওর, কিন্তু একটা ব্যাপারে দারুণ কৌতূহল বোধ করছে—জাজ কিভাবে চেনে জিম শাটনকে?

নিঃসন্দেহে ধনী এবং প্রভাবশালী লোক সে। বাড়ির সর্বত্র অঢেল বিত্তের নমুনা। বাড়িটাকে পুবের কোন শহরের বাড়ি বলে ভুল হতে পারে। দামী আসবাবপত্র পুব থেকে আনানো, মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে এসব জিনিসের দাম তুলনামূলক চড়া এবং এতদূর পর্যন্ত বয়ে আনতে নিশ্চয়ই বেশ খরচাও হয়েছে। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য বই ভরা বুক-শেল্‌ফ, এবং এর খুব কমই আইনের বই।

'বিল জ্যাকসনের অ্যাটর্নি ছিলাম আমি,' বলল জাজ। 'এখন অবশ্য ওর মেয়ের অ্যাটর্নি। পুবের ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছিল ও আস্তে আস্তে, কারণটাও জানতাম। আমিই ওর উইল লিখেছি। কার্ল রিকটার এবং ওর দলবলকে সরানোর জন্যে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, যদিও সফল হতে পারিনি।

'চিন্তা-ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গি যে সবসময় একই ছিল আমাদের, তা বলতে পারি না। রিকটারকে সরাতে আইনের সাহায্য নিয়েছিলাম আমি, আর বিল তোমাকে ভাড়া করেছিল।

'তোমার সঙ্গে কিভাবে ওর পরিচয় হয়েছিল কিংবা তোমার সম্পর্কে ঠিক কতটা জানত, কখনোই আমাকে বলেনি বিল। জিজ্ঞেস করার পর শুধু বলেছিল যোগ্য লোকটিকে চেনা আছে ওর। আমার বিশ্বাস, বয়সটা কম হলে হয়তো নিজেই নেমে পড়ত ও—রিকটারদের ঠিকই খেদিয়ে দিত নিজের বাথান থেকে।

'কিন্তু গোড়াতেই ভুল করে ফেলেছিল ও। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ লোকটার মাধ্যমে তোমাকে পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল—তোমার সঙ্গে লেন-দেন করার দায়িত্ব দিয়েছিল জ্যাক লয়ারীকে। কিন্তু বিল্লের লুকানো টাকার ব্যাপারটা জানার কথা নয় তার। অথচ ওর বোনও জানে ব্যাপারটা!'

দলিল আর চিঠিতে জ্যাক লয়ারীর ঠিকানা লেখার রহস্য জানা গেল,

আনমনে ভাবছে শাটন। তার মানে, বিগ বে শহরে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল জ্যাক লয়ারী, হয়তো দলিলগুলো বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল ওকে। কিন্তু একইসঙ্গে দু'মুখো সাপের ভূমিকা রেখেছে সে—কার্ল রিকটারের জন্যেও স্পট করে দিয়েছে ওকে। নির্ঘাত তাই ঘটেছে, নইলে রিকটার এত সহজে ওকে গুলি করে কিভাবে?

'ক্যারল কিভাবে জানল টাকার কথা?' বলে চলেছে ম্যাকক্লেরি। 'অথচ বিল নিশ্চিত ছিল ওর টাকা সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না। আমরা হয়তো কখনোই জানতে পারব না কিভাবে টাকার কথা জেনেছে ক্যারল, কিন্তু জানে ও, এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এবং ওর ধারণা, কোথায় আছে সেটাও জানে। ক্যারলের বিশ্বাস তুমিও জানো, কারণ তোমাকে বলে গেছে বিল জ্যাকসন। সুতরাং অ্যাঞ্জেলা বা নিজের জন্যে···টাকাগুলো তুমি উদ্ধার করার আগেই তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে ও।'

'সেজন্যেই কি রিকটারকে জানিয়ে দিয়েছে কে আমি, কেন র‍্যাফটার-জে বাথানে গেছি?'

'উঁহুঁ, কাজটা নিজে করেনি ও, বরং জ্যাককে কাজে লাগিয়েছিল। বিল মারা যাওয়ার পর হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় জ্যাক লয়ারী, এরপর থেকে এল পাসোয় দেখা যায়নি ওকে। পরে খবর এল বিগ বে শহরে মারা গেছে ও।'

'এবং আমিই খুন করেছি ওকে?'

'খবরটা অবশ্য ওরকমই,' প্রশ্ন ফুটে উঠেছে জাজের দৃষ্টিতে। 'সত্যি নাকি?'

'না,' মুখে অস্বীকার করলেও শাটন সত্যিই জানে না কাজটা করেছে কিনা। ওর বদ্ধমূল ধারণা জ্যাক লয়ারীকে খুন করেনি, কিংবা হয়তো কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে চায় না।

'কিন্তু ওই খুনের জন্যে তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।'

এজন্যেই কি ট্রেনে ওকে খুঁজছিল কিছু লোক? স্টেশনে দড়ি হাতে অপেক্ষায় ছিল আরেকটা দল?

'এখনও যদি পুরো পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে না পারো,' গম্ভীর স্বরে বলল জাজ ম্যাকক্লেরি। 'কিন্তু পারা উচিত। অ্যাঞ্জেলা জানে না যে ওরই বাথানে প্রায় অর্ধ-মিলিয়ন টাকা লুকানো রয়েছে, আসলে টাকা যে আছে সেটাই জানা নেই ওর।

'জ্যাক লয়ারী জানত, কিন্তু এখন বেঁচে নেই সে। ক্যারল লয়ারী জানে, কিন্তু অ্যাঞ্জেলাকে বলবে না। নিজের জন্যে টাকাগুলো উদ্ধার করতে চাইছে ও। ক্যারল এ-ও জানে না, টাকার খবর জানা আছে আমার, যদিও প্রথমে সন্দেহ করেছিল। পরে দূর হয়ে যায় সন্দেহটা, কারণ আমি জানলে অ্যাঞ্জেলাও জেনে যেত, তাই না?'

'কার্ল রিকটার?'

'ভাল প্রশ্ন,' চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে মুখের সামনে দু'হাত নিয়ে এল জাজ, দশটা আঙুলের ডগা পরস্পরকে স্পর্শ করল। 'জ্যাক লয়ারীকে তুমি যদি

খুন না করে থাকো, তাহলে কে করেছে? যদি রিকটার কাজটা করে থাকে, তাহলে নিশ্চিত বলা যায় টাকার কথা সে-ও জানে। নইলে জ্যাক লয়ারীকে খুন করার কোন কারণ থাকতে পারে না।'

'তাহলে,' চিন্তিত স্বরে বলল জিম শাটন। 'কার্ল রিকটার জানে…আর জানি আমি এবং তুমি…'

স্মিত হাসল জাজ। 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে রিকটারকে সরিয়ে দিতে হবে–শিগগিরই।'

'টাকাগুলো কোথায় আছে জ্যাক লয়ারীর পক্ষে অন্য কোন ভাবে জানা সম্ভব ছিল?'

'না,' আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ম্যাকক্রেরিকে। 'বিল জ্যাকসন ভাল করেই জানত কি ধরনের লোক সে। যদিও ভদ্র ঘরের ছেলে, কিন্তু অসৎ, টাকা কামানোই ওর কাছে বড় ব্যাপার–নীতি বা সততাকে কখনও গুরুত্ব দেয়নি। আইনের মানুষ হয়ে যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থে লোককে অসৎ পরামর্শ দেয়, ভাল কিছু তার কাছে আশা করা বোকামি। সবই জানত বিল। জ্যাককে ব্যবহার করতে চেয়েছে নিজে আড়ালে থাকার জন্যে, কিন্তু ওর ওপর আস্থাও রাখার কথা নয়। তার মানে এই নয় যে টাকার কথা জানত না জ্যাক লয়ারী, যদিও তাকে বলেনি বিল।'

চুপ করে রইল শাটন। ওটাই জানার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। যা জানার দরকার ছিল, প্রায় সবকিছুই জেনেছে।

'জ্যাকসন ধূর্ত, পোড়-খাওয়া মানুষ ছিল,' বলে যাচ্ছে ম্যাকক্রেরি। 'পুবের ব্যবসায় লোকসান হয়েছে ওর, অবশ্য এমন লোকসান হয়নি যে টাকা-পয়সার টানাটানি যাবে। জানে পুব থেকে সরে আসতে গেলে লোভী কিছু লোক পিছু নেবে, সেজন্যেই ধীরে ধীরে সব সম্পত্তি টাকায় রূপান্তর করে ফেলে; এবং এক্ষেত্রে নিজে জড়িত হতে চায়নি, এমন কাউকে মধ্যস্থতা করার জন্যে বেছে নিয়েছিল যার কৌতূহল কম, কোন প্রশ্ন করবে না। একইসঙ্গে কাজটাও করে দেবে আস্থার সঙ্গে যেমন ধরো সাধারণ কোন ড্রিফটার বা গানম্যান নয়, কম পরিচিত এবং সেরা একজনকে বেছে নিয়েছিল ও।'

শ্রাগ করল শাটন। 'যে কেউ করতে পারে কাজটা. চোরাই মাল বা গোপন জিনিস গচ্ছিত রাখে, এমন লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়।'

'ঠিক, কিন্তু বিনিময়ের হারটা বড় চড়া, বন্ধু, ন্যায্য বলা যায় না। যেমন ধরো, সমান-সমান ভাগের প্রস্তাব দিতে পারে কেউ। ডলারে চল্লিশ সেন্ট হারে পাওনা শোধ করতে হবে তোমার, অর্থাৎ একশো ডলার গচ্ছিত রাখলে ষাট ডলার পাবে তুমি, বাকিটা পার্টনারের।'

এই তাহলে ব্যাপার…দারুণ ব্যবসা!

নাকি এখনও আছে ব্যাপারটা? জাজ কি ওকে বাজিয়ে দেখতে চাইছে? 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা এভাবেও দেখা যেতে পারে,' শেষে বলল ও। 'কিন্তু কার্ল রিকটারের ব্যাপারটা রয়ে গেছে এখনও।'

'এজন্যে অনেক আগেই পাওনা পেয়ে গেছ তুমি।'

'বিল জ্যাকসনের মেয়ের কি হবে?'

'র‍্যাঞ্চটা পাবে ও। মুক্ত এবং ঝামেলাহীন। এবং এটাই আশা করছে অ্যাঞ্জেলা।' সোজা হয়ে বসল জাজ। 'এই হচ্ছে পরিস্থিতি, বন্ধু। যদিও এখন আর জাজ নই আমি, কিন্তু কিছু প্রভাব আর যোগাযোগ আছে আমার। তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো তুলে নেওয়া কঠিন হবে না। কোন ঝামেলা ছাড়াই তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারটাও নিশ্চিত করতে পারব।'

'এবং পরিবর্তে কার্ল রিকটার আর ওর দলবলকে সরিয়ে দেব আমি?'

'ঠিক। তুমি, শুধু তুমিই জানো ঠিক কোথায় আছে লুকানো টাকাগুলো। জানি না কেন তোমাকে বিশ্বাস করেছিল বিল, কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে, করেছিল। এতক্ষণে নিশ্চই বুঝতে পেরেছ, পরস্পরকে দরকার হবে আমাদের?'

কিন্তু সবই ভুলে গেছি আমি, মনে মনে স্মিত হাসল শাটন, মুখে কিছুই প্রকাশ করল না। একমাত্র ও-ই জানে কোথায় আছে অর্ধ-মিলিয়ন টাকা, কিন্তু স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে ও! জানে না বললে বিশ্বাস করবে না জাজ, চেষ্টা করাই সার হবে শুধু।

'যদ্দূর মনে হচ্ছে প্রথমে রিকটারকে সরিয়ে দিতে হবে,' শেষে বলল ও। 'কিন্তু ক্যারল লয়ারীর কি হবে?'

সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল ম্যাকক্লেরি। 'ওর কথা আমিও ভেবেছি, ঝামেলা পাকাতে পারে মেয়েটা...অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।'

সূক্ষ্ম রাগ অনুভব করছে শাটন, কিন্তু সেটা যাতে প্রকাশ না পায়, দৃষ্টি নিচু করে রাখল। আনমনে ভাবছে জিম শাটন কি ধরনের মানুষ হলে একজন মহিলাকে খুন করার জন্যে তাকে পরামর্শ দিতে পারে জাজ ম্যাকক্লেরি! নাকি জাজের ধারণা পুরুষ বা মহিলা খুন করা একই কথা?

চোখ তুলে যখন তাকাল ও, নিজের ভাবনা বা জাজের প্রতি বিতৃষ্ণা কোনটাই প্রকাশ পেল না। 'একবারে একটা,' শান্ত কণ্ঠে বলল শাটন, কিন্তু কথাটাকে অর্থহীন মনে হলো, নিজের নিস্পৃহ স্বর শুনে বিস্মিত। জাজ আবার ধরে নেবে না তো যে মেয়েমানুষ খুন করতেও রাজি হয়ে গেছে ও?

পাঁচ লক্ষ ডলার–এত টাকার কথা কল্পনাও করতে পারছে না শাটন। এটা ঠিক র‍্যাঞ্চের মালিক অ্যাঞ্জেলা। শুধু নামেই। কার্ল রিকটার আর ওর দলবলকে সরিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত সত্যিকারের মালিক হতে পারছে না। এটাই সবচেয়ে বড় সত্য। এবং অ্যাঞ্জেলার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত না করে টাকাও উদ্ধার করা ঠিক হবে না। ও যদি রিকটারকে খুন করে...শুধু তাহলেই র‍্যাঞ্চের সত্যিকার মালিক হবে অ্যাঞ্জেলা।

কিন্তু রিকটারই যদি খুন করে ফেলে ওকে? বিগ বে শহরে আসলে কি ঘটেছিল? রিকটার ওর অজান্তে কিভাবে গুলি করতে সক্ষম হলো? আরেকটু হলে মারাই পড়েছিল!

নিশ্চয়ই কেউ সতর্ক করেছিল কার্ল রিকটারকে। শাটনের নিয়োগের কিংবা

বিগ বে-তে আগমনের খবর পৌঁছে দিয়েছিল। লয়ারী? হ্যাঁ, অসৎ এই আইনজ্ঞই সতর্ক করে দিয়েছিল রিকটারকে। শুধু তাহলেই খাপে খাপে মিলে যায় সবকিছু সেক্ষেত্রে, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় লয়ারীদের সঙ্গে আঁতাত আছে রিকটারের।

কিন্তু তাহলে জ্যাক লয়ারী খুন হলো কেন? সত্যিই কি তাকে খুন করেছে ও–বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে গিয়ে?

যাক, এসব ভাবার দরকার আসলে নেই; রিকটারকে খুন করবে না ও ভাড়াটে খুনী দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ জিম শাটনের নতুন জন্ম হয়েছে, এখন আর অযথা খুনোখুনি করতে চায় না সে। তাছাড়া, লুকানো টাকার হদিশও জানা নেই। কখনও যদি জেনেও থাকে, এখন জানে না।

উঠে দাঁড়াল শাটন। 'চলি, অনেক দূরে যেতে হবে।'

'সাবধানে থেকো। ক্যারল লয়ারীকে ফালতু ভেবো না। শেয়ালের মত ধূর্ত ও–আগেও দেখেছি। মাথাটা খুব ঠাণ্ডা ওর। ঠিক পিছু নেবে তোমার। ওর নিজস্ব লোকজনও আছে কিন্তু।'

'কারা?'

'শহরের কিছু লোক, কাছাকাছি বাথানের লোকজনও আছে। কিছু লোক সবসময়ই ওকে সাহায্য করার জন্যে মুখিয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, এদের বেশিরভাগ ভদ্রলোক হলেও কাউকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। ক্যারল লয়ারী হচ্ছে এই এলাকার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত নারী, সুতরাং ওর চারপাশে ভ্রমরের অভাব হবে কেন! এখন থেকে সাবধানে চলাফেরা কোরো। ট্রেইল ধরেই যাবে নাকি?'

ম্যাকক্রেরির প্রশ্নে দরজার কাছে থামল শাটন। শ্রাগ করল, জবাব দিলেও আসলে কৌশলে এড়িয়ে গেল। 'রেলরোড আছে। জানোই তো, রেল কোম্পানির জন্যে অনেক করেছে বিল জ্যাকসন। ওদের বহু দালান তৈরি করে দিয়েছে, অন্যদের কাছ থেকে বিনিয়োগ এনে দিয়েছে। বিলের জন্যে কিছু করতে উৎসাহ বোধ করবে ওরা।'

খানিক থেমে যোগ করল ও: 'সময় লাগবে, জাজ। কার্ল রিকটার বোকা নয়, কিংবা অচল মালও নয়।'

'টাকাটা এখানে নিয়ে এসো কিন্তু,' বলল জাজ। 'আমার এখানে। রাতে এসো। আর···অন্য কেউ আমাদের ব্যাপারটা না জানলেই মঙ্গল।'

যে পথে ঢুকেছিল, একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শাটন। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, কান পেতে অস্বাভাবিক শব্দ শোনার চেষ্টা করল। মাঝে মাঝে ওর মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছে, একটা ঘোরের মধ্যে ঘটছে সবকিছু; যে কোন মুহূর্তে স্বপ্ন বা ঘোর কেটে যাবে। কিন্তু কাটছে না, অথচ তাই আশা করছে জিম শাটন, অধীর অপেক্ষায় আছে সেজন্যে।

দরজা থেকে সরে দাঁড়াল ও, কিন্তু গেটের দিকে এগোল না। বরং বাগানের বেড়ার ভাঙা একটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। কয়েকটা রাস্তা হয়ে শেষে আস্তাবলে চলে এল, যেখানে রোয়ানটাকে রেখে গেছে।

খড়ের বিছানায় শুয়ে চোখ বোজার পর ওর মনে পড়ল রায়ান মেলেটের প্রসঙ্গে জাজের সঙ্গে আলাপ করতে ভুলে গেছে।

কে এই রায়ান মেলেট? জিম শাটনের সঙ্গেই বা কি সম্পর্ক লোকটার? আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি?

দশ

বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল শাটনের. মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে শুয়ে রইল। হঠাৎ নিচু, খুবই ক্ষীণ একটা কণ্ঠ শুনতে পেল বাইরে। 'সেনর? সেনর?'

'সি?'

'মনে হয় তোমাকে খুঁজছে ওরা। চলে যাওয়াই উচিত হবে তোমার।'

উঠে পড়ল জিম শাটন গা থেকে খড় ঝাড়ল, পিস্তলটা ঠিকমত বসিয়ে নিল হোলস্টারে. তারপর মই বেয়ে নেমে এল চিলেকোঠা থেকে।

'এখনও এখানে আসেনি ওরা,' বলল মেক্সিকান। 'কিন্তু ওদিকের রাস্তায় খোঁজ করছে। দেখেছি ওদের।' ইতোমধ্যে রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে রেখেছে বুড়ো।

'রাস্তা এড়িয়ে এখান থেকে বেরোনো যাবে?'

উবু হয়ে মাটিতে বসল মেক্সিকান, আঙুল দিয়ে মাটির ওপর কয়েকটা আঁচড় কাটল। 'দু'ধারের বাড়িগুলোর মাঝখানে খোলা জায়গা আছে…খেয়াল করেছ? ঘোড়া নিয়েই যেতে পারবে। অ্যালভারাডোর বাড়ি পেরিয়ে একটা বার্ন পাবে, ওটার পরপরই ঘন ঝোপ। অতটা যেতে পারলে নিশ্চিন্ত। তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি, সেনর।'

ঘোড়াকে পেছনের দরজায় হাঁটিয়ে নিয়ে এল শাটন, স্যাডলে চড়ল। বৃষ্টি জোরেসোরে পড়ছে এখন।

ছোট কামরা থেকে একটা পনচো নিয়ে এল মেক্সিকান। 'এটা কাজে লাগবে তোমার। *হাস্টা লা ভিস্টা!'*

পকেট থেকে একটা স্বর্ণঈগল বের করে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল শাটন। 'কিছু দিন পরে খরচ কোরো. *অ্যামিগো,* নইলে কোত্থেকে পেলে সেটা নিয়ে হয়তো সন্দেহ হতে পারে ওদের।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ও. তারপর মেক্সিকান বুড়োর নির্দেশ করা পথ ধরে এগোল। পনচোটাকে স্রেফ মোটা সুতার একটা কম্বল বলা যেতে পারে, মাঝখানে মাথা গলানোর জন্যে একটা ফুটো রয়েছে। চওড়া ব্রিমের হ্যাট মাথায় চাপালে অনায়াসে নিজেকে একজন মেক্সিকান বলে চালিয়ে দিতে পারবে শাটন।

শহর থেকে বেরিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল ধরে এগোল ও। মেস্কিট ঝোপ পেরিয়ে রেলরোডের দিকে এগিয়ে চলল। লাগাতার, ঝাঁপিয়ে নামছে বৃষ্টি;

শিগগিরই পেছনে ফেলে যাওয়া ট্র্যাক মুছে যাবে। একাধিকবার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পেছনের ট্রেইল জরিপ করল ও, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই, কারণ বৃষ্টির কারণে দৃষ্টিসীমা ছোট হয়ে এসেছে, সেটাই ওর অস্বস্তির কারণ।

রেলরোডের ধারে বাড়িটার কথা মনে পড়ল শাটনের, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল আইডিয়াটা। একবার অ্যাম্বুশ করেছিল প্রতিপক্ষ, এরপর আর সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মেসিলামুখী উত্তরের ট্রেইল ধরল ও। অবচেতন মন আর প্রবৃত্তি প্ররোচিত করছে ওকে–চাইছে কোথাও লুকিয়ে পড়তে, ভাবার জন্যে কিছু সময় দরকার--নিজের ধারণা আর উদ্ধার করা তথ্য পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার, নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পেতে হবে।

সে যে একজন খুনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই অন্য একটা পরিচয় ছিল, অন্য কোথাও থাকত। আচমকা খবরের কাগজের কথা মনে পড়ল ওর। পুরানো কাগজ ঘেঁটে হয়তো নিজের সম্পর্কে কোন তথ্য পেতেও পারে, কিংবা রায়ান মেলেট সম্পর্কে। কিন্তু খুব সাবধানে এগোতে হবে। হয়তো মেসিলায়ও ওকে চিনতে পারে কেউ।

রাত ন'টার পর রিও গ্রান্ডের তীরে ছোট্ট শহরটায় পৌঁছল শাটন। গুটি কয়েক বাড়িতে আলো জ্বলছে, বেশিরভাগই সেলুন; ম্লান আলো এসে পড়েছে খুরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তায়; সাইডওঅকের লাগোয়া বেঞ্চ বা চেয়ারে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে লোকজন। খবরের কাগজের অফিসের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে এক লোক।

স্যাডল থেকে নামল শাটন। কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে লোকটা।

শাটন জানে সময়টা এখন খারাপ। লিংকন কাউন্টি যুদ্ধ শেষ। নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ ভূখণ্ডের উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে যোদ্ধারা, তারপরও কিছু কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। যুদ্ধের জন্যে বন্দুক আর গুলি রয়ে গেছে হাতে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ। সবাই যে শুধু নিজের নিরাপত্তার জন্যে ওগুলো ব্যবহার করবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাই যে কোন নিঃসঙ্গ রাইডারই নতুন একটা শহরে নির্লিপ্ত অভ্যর্থনা পায়, অন্যরা সন্দেহ করে তাকে, যতক্ষণ না নিজের গন্তব্য আর উদ্দেশ্য অন্যদের কাছে পরিষ্কার করতে পারে সে।

নীরব, শূন্য রাস্তার ওপর নজর চালাল শাটন। পোর্চে বসে থাকা লোকগুলোকে দেখল ঈর্ষার দৃষ্টিতে, এদের মত নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারলে ভাল লাগত ওর, নিবিষ্ট মনে রাতের কোলাহল শুনত, রাতটা আরেকটু ঠাণ্ডা হলে শুতে যেত।

'চমৎকার সন্ধে,' বলল ও। 'কাজ নেই?' ধরে নিয়েছে লোকটা খবরের কাগজের সঙ্গে জড়িত

'না। এখন খবর মানেই খারাপ খবর। আর খবর না থাকাটাই হচ্ছে ভাল খবর,' বলল লোকটা। 'শহর পেরিয়ে যাচ্ছ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কাছে এসেছি। পুরানো কাগজগুলো ঘেঁটে

দেখতে চাই। ধরো, গত দুই বছরের।'

'এমন প্রস্তাব এই প্রথম শুনলাম,' উঠে দাঁড়াল সে। 'বেশিরভাগ মানুষের কাছে অতীত গুরুত্বহীন বিষয়। দু'এক বছর কেন, দু'দিন আগের ঘটনাও ভুলে যেতে চায় মানুষ। জানার আগ্রহও নেই কারও। কিভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে? আমার স্মৃতিশক্তি একেবারে খারাপ নয়।' অফিসের দরজায় এসে দাঁড়াল লোকটা।

'নির্দিষ্ট কিছু নয়। দেশটা সম্পর্কে একটু খোঁজখবর জানতে চাই। কি জানো, ঘুরে দেখার চেয়ে কাগজ পড়েই ঢের বেশি জানা যায় কোন জায়গা সম্পর্কে।'

'ওই ড্রয়ারে আছে কাগজগুলো। নিজেই দেখো।'

'তুমি কি বাইরের খবর কপি করো? নাকি বাইরের বা পুবের খবরই থাকে বেশি?'

হঠাৎ একটু বেশিই যেন মনোযোগী হয়ে পড়ল লোকটা। 'মাঝে মধ্যে,' বলল সে। 'যদি স্থানীয় কোন ব্যাপারে সম্পর্ক থাকে, কিংবা যদি খুব গরম খবর হয়। কখনও কখনও পুবের বা ক্যালিফোর্নিয়ার খবর ছাপতে হয় শুধুই পাতা ভরার জন্যে। পশ্চিমের রীতি তো জানোই, স্থানীয় খবর বাতাসের আগে ছড়ায়, অর্থাৎ ছাপা হওয়ার আগেই জেনে যায় লোকজন।'

ভেতরে ঢুকে ড্রয়ার থেকে এক বান্ডিল পুরানো কাগজ বের করল শাটন। লণ্ঠনের কাছাকাছি বসে উল্টে চলল পাতার পর পাতা।

বাইরে, নিজের চেয়ারে বসা অবস্থায় পাশ ফিরে শাটনের দিকে তাকাল সাংবাদিক ডাচ স্পুনার। 'কপি' শব্দটাই সন্দিহান করে তুলেছে ওকে। সাধারণত খবরের কাগজের লোকজন শব্দটা ব্যবহার করে। পুবে থাকতে সতীর্থ বা অন্যদের মুখে শব্দটা প্রায়ই শুনত, কিন্তু মিসিসিপির পশ্চিমে বলতে গেলে কেউই এভাবে কথা বলে না।

তার মানে এই নয় যে, এই লোকটা খবরের কাগজের সঙ্গে জড়িত, অবশ্য এদের অনেকেই সাধারণ ড্রিফটারের মত ঘুরে-বেড়ায়–বিশেষ করে রেলরোড হওয়ার পর থেকে। স্পুনার নিজেও ঘুরে বেড়িয়েছে, অন্তত ডজন খানেক কাগজে কাজ করেছে। কোন জায়গায় দু'এক বছরের বেশি থাকেনি। চোদ্দ বছর থেকে শুরু, তারপর ছোট-বড় বহু শহরে কাজ করেছে; কিন্তু ছোট শহরই পছন্দ ওর, ছোট ওয়েস্টার্ন শহর।

মাত্র তিন মাস হলো মেসিলায় এসেছে ও, এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে। ভাবছে সান্তা ফে যাবে, কিংবা অ্যারিজোনার কোন শহরে ঢুঁ মারবে। পাইপ ধরিয়ে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল স্পুনার। অদ্ভুত এই আগন্তুক একটা কথা ঠিকই বলেছে: কাগজের মাধ্যমে পশ্চিমের একটা শহরকে সবচেয়ে সহজ উপায়ে জানা যায়–স্থানীয় খবরের পাশাপাশি এমনকি বিজ্ঞাপনগুলোও তথ্য জোগাতে পারে। কিন্তু স্পুনার হলফ করে বলতে পারবে মেসিলার ব্যাপারে আগ্রহ নেই আগন্তুকের।

রেলরোড হওয়ার পর থেকে পার্শ্ববর্তী শহর লা ক্রুসেজের গুরুত্ব বেড়ে

গেছে, মেসিলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে লোকজন। স্পুনারের অবশ্য এ শহরটা ভালই লেগেছে।

পাইপে টান দিল সে। চারপাশে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে চেয়ারটাকে খানিক সরিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে এল যাতে অনায়াসে দেখতে পারে আগন্তুককে। এক বান্ডিল কাগজ দেখার পর আরেক বান্ডিল তুলে নিয়েছে সে। দ্রুত পাতা উল্টাচ্ছে, চোখ বুলাচ্ছে হেডিঙের ওপর; এত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজটা করছে যে রীতিমত ঈর্ষা বোধ করল স্পুনার। নির্দিষ্ট কোন খবর জানতে চাইছে লোকটা, নিশ্চিত ও, এবং প্রায় কোন কিছুই বাদ দিচ্ছে না।

কি খুঁজতে হবে, নিজেও জানে না শাটন, এটাই হচ্ছে বড় অসুবিধে। হতে পারে রায়ান মেলেট সম্পর্কে কোন খবর, কিংবা এমন কোন খবর যেটা স্মৃতির বন্ধ দরজায় করাঘাত করবে—কার্ল রিকটারের গুলিতে আহত হওয়ার আগের সময়ের যে কোন ঘটনা মনে পড়বে। অপ্রয়োজনীয় সংবাদগুলো যথাসাধ্য এড়িয়ে যাচ্ছে ও।

প্রায় মাঝরাতে, চতুর্থ বান্ডিলে চোখ বুলানোর সময় সফল হলো শাটন। ছোট্ট একটা বিজ্ঞপ্তি সেঁটে রাখা হয়েছে মূল সংবাদপত্রের সঙ্গে—অন্য একটি পত্রিকা থেকে কাটা।

নিখোঁজ সংবাদ

দুই বছর আগে হারিয়ে যাওয়া রায়ান মেলেট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হচ্ছে। ওর ব্যাপারে তথ্য প্রদানের জন্যে পাঁচশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে মারা গেছে লোকটা।

নিউইয়র্কে ওর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী আর সন্তান খুন হওয়ার পর হঠাৎ উধাও হয়ে যায় সে। কিছু দিন পর সেন্ট লুই আর মেম্ফিসে দেখা গেছে ওকে, কিন্তু এরপর আর দেখা যায়নি।

অস্ত্রে নিখুঁত লক্ষ্যভেদী, স্বনামধন্য শিকারী এই রায়ান মেলেট লুইসভিলে সদ্য গঠিত মেলেট আর্মস কোম্পানির প্রেসিডেন্ট একসময় আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত লোকটা।

বিভিন্ন চিঠিপত্র আর মেলেটের ব্যবহৃত কিছু কাপড় আবিষ্কার করার পর ধারণা করা হচ্ছে মারা গেছে সে।

স্থির হয়ে বসে আছে জিম শাটন, তাকিয়ে আছে খবরটার দিকে। পাঁচ বছর আগের কাগজ, এবং তারও দুই বছর আগে অদৃশ্য হয় রায়ান মেলেট। জিম শাটন নামের লোকটা মিসৌরিতে রেলরোডের কাজে যোগ দিয়েছে এখন থেকে ঠিক ছয় বছর আগে, অর্থাৎ মেলেট নিখোঁজ হওয়ার এক বছর পর। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে ঘটনাগুলো।

সে-ই কি রায়ান মেলেট? সেক্ষেত্রে কি এমন ঘটল যে পুবের সুশীল সমাজে

জনপ্রিয় একজন ব্যবসায়ী পশ্চিমে এসে মানুষ শিকারী হয়ে গেল?

কেবিনেটে কাগজটা ঢুকিয়ে রাখল ও, তারপর চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল।

'কিছু পেলে?' জানতে চাইল স্পুনার।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে চুলে আঙুল চালাল জিম শাটন। 'মনে হচ্ছে জায়গাটা একেবারে মন্দ নয়,' অন্যমনস্ক সুরে বলল ও। 'যদিও রেলরোড হওয়ার পর কিছু পরিবর্তন হয়েছে বোধহয়।'

স্যাডলে চেপে রাস্তা ধরে এগোল ও, একটা লিভারি স্টেবলের খোঁজ করছে।

চেয়ার ছেড়ে ভেতরে ঢুকল স্পুনার। প্রথম বান্ডিল তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করল, একটার পর একটা কাগজ দেখে যাচ্ছে। রায়ান মেলেট সম্পর্কিত খবরটা পেতে পেতে ভোর হয়ে গেল।

শ্রান্ত শরীর চেয়ারে বিছিয়ে দিল স্পুনার, বিষয়টা ভেবে দেখছে। পুরস্কারটা হয়তো উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এমন কাউকে পাওয়া যেতে পারে যে রায়ান মেলেটের 'খোঁজ সংবাদ'-এ আগ্রহ বোধ করবে বলা যায় না, টাকাটা পেয়েও যেতে পারে ও। চান্স নেওয়াই যাক, ভাবল ডাচ স্পুনার।

পাঁচশো না হোক, অন্তত দু'একশো ডলারও তো পেতে পারে। কিংবা তারও বেশি, কে জানে! ডেস্ক থেকে কাগজ-কলম তুলে লিখতে শুরু করল ও।

এগারো

হোটেল কামরায় ঘুম ভাঙল জিম শাটনের। ভোর হয়েছে মাত্র, শীত শীত লাগছে। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, নড়াচড়া করছে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে র‍্যাফটার-জে বাথানে ফিরে যাবে; ওখানে পৌঁছে, পরিণতিতে যাই ঘটুক না কেন, লেন-দেনটা চুকিয়ে ফেলবে।

নিজের পরিচয় নিয়ে কিছুটা হলেও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে শাটন। ও যদি রায়ান মেলেট হয়ে থাকে, নিশ্চই স্ত্রী-সন্তান ছিল ওর; কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না। তিক্ত অতীত ভোলার জন্যেই কি পশ্চিমে এসেছিল, নাকি প্রিয়জন হত্যার বদলা নিতে? যদি তাই হয়, তাহলে হত্যাকারীরা বর্তমানে নিরাপদ, কারণ এখন অনেক কিছুই জানা নেই ওর

ওকে পরিচয় দিতে দেখে কিভাবে নিশ্চিত হলো জাজ ম্যাকক্রেরি যে ও-ই রায়ান মেলেট? নাকি আরও বেশি কিছু জানে সে? হয়তো আগে থেকেই চিনত মেলেটকে? চিনলেও, শাটন আর মেলেট যে একই ব্যক্তি—এটা নিশ্চই জানত না।

বিছানা ছেড়ে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল শাটন। দাড়ি কামিয়ে, চুল আঁচড়ে ডাইনিংরুমে এল। নাস্তা সেরে কিছু খাবার একটা প্যাকেটে ভরে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। আস্তাবলে এসে ঘোড়ায় চেপে শহর ছাড়ল।

লা ক্রুসেজে গিয়ে ট্রেনে ওঠা যায়, কিন্তু চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল। প্রতিপক্ষ রেলরোডের ওপর নজর রাখবে, এবং লা ক্রুসেজই সম্ভাব্য জায়গা। লাগাতার ঘোড়া ছোটাল ও, একটা র‍্যাঞ্চ পেরিয়ে এসে গতি বাড়াল আরও। আস্তাবল থেকে রোয়ানের বদলে একটা গ্রে পছন্দ করেছে শাটন, রোয়ানের চেয়ে উচ্চতায় সামান্য খাটো হলেও সামর্থ্য আর দম বোধহয় বেশিই এটার। স্বচ্ছন্দে ছুটছে এখনও।

সূর্যাস্তের একটু পর গরুর গলায় ঝোলানো ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল শাটন, একটা ব্লাফের* ওপর উঠে এসেছে মাত্র। সামনে তাকিয়ে ক্রীকের ধারে একটা বাথান চোখে পড়ল, কটনউডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট র‍্যাঞ্চ হাউস। ক্রীকটা মাইল দুয়েক উজানে গিয়ে রিও গ্রান্ডে পতিত হয়েছে।

আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে ব্লাফ থেকে নেমে এল ও, ক্রীক পেরিয়ে এবার র‍্যাঞ্চে পৌঁছল। যতক্ষণে র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি পৌঁছল, ততক্ষণে গাঢ় অন্ধকার নেমে গেছে চরাচরে। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর জানিয়ে দিল ওর উপস্থিতি।

'বাড়িতে আছ কেউ?' প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর স্প্যানিশে জানতে চাইল শাটন।

কিন্তু সাড়া দিল না কেউ। হেঁটে বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ল শাটন। থেমে আবারও ডাকল।

বাড়ির ধারের কটনউডের কাছ থেকে সাড়া মিলল এবার। 'কি চাও এখানে, সেনর?'

'কিছু খাবার, আর সম্ভব হলে এই গ্রে-টার বদলে একটা ঘোড়া।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'সকোরো, *অ্যামিগো*।'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মেক্সিকান লোকটা। 'যেখানে খুশি যেতে পারো, সেনর, কিন্তু আমার ছেলে…গাছের নিচে একটা উইনচেস্টার হাতে দাঁড়িয়ে আছে ও। বেতাল কিছু করলেই খুন হয়ে যাবে!'

'উচিত কাজ করেছ। বাজে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে ইদানীং।'

স্যাডল ছেড়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল শাটন, যাতে ওকে স্পষ্ট দেখতে পারে মেক্সিকান। 'ঘোড়াটা ভালই, কিন্তু আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। শত্রুরও অভাব নেই আমার।'

শ্রাগ করল মেক্সিকান। 'শত্রুর সংখ্যা থেকেই একজন লোককে বিচার করা যায়। *সি*, ঘোড়াটা মন্দ নয়,' গ্রে-টাকে পর্যবেক্ষণ করল সে। 'খুবই ভাল, এবং অনেক পথ পাড়ি দিয়েছ তুমি।'

বাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। 'একটা প্লেট আর কাপ লাগবে,

---

* ব্লাফ (Bluff) : নদ্যাদির উঁচু ও দুরারোহ কূল।

জুয়ানিতা,' তারপর শাটনের দিকে ফিরে আহ্বান করল ওকে।
দ্বিধা করছে শাটন। 'বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে আসব, *অ্যামিগো*। রাজি?'
'নিশ্চয়ই। এসো তুমি। আমার ছেলে তোমার ঘোড়ার যত্ন নেবে।'
হেঁটে বাড়িতে ঢুকল ওরা। ঢোকার পরপরই মাথা থেকে হ্যাট সরাল শাটন, স্টোভের পাশে দাঁড়ানো মেক্সিকান মহিলার উদ্দেশে বো করল। 'তোমাদের খুব ঝামেলায় ফেললাম বোধহয়, সেনরা,' বলল ও।
'ঝামেলা কিসের? বোসো, সেনর।'
ফ্রিয়োল, টরটিয়া আর মাংসের রোস্ট দিয়ে খাওয়া সারল শাটন। ফ্রিয়োলটা বেশ গরম এবং সুস্বাদু। আয়েশ করে খেল ও।
'তুমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলে, সেনর,' বলল মহিলা।
স্মিত হাসল শাটন। 'উঁহুঁ, কৃতিত্ব তোমার রান্নার। খিদে না থাকলেও এরচেয়ে কম খেতাম না বোধহয়।'
ওর প্রশংসায় লজ্জা পেল মহিলা। মৃদু হেসে ওর কাপ কফিতে ভরে দিল আবার।
চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল শাটন। 'তোমাদের এদিকে বোধহয় লোকজন আসে না তেমন? ট্রেইলে কোন ছাপ দেখলাম না, কিংবা হতে পারে বাতাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সব ট্র্যাক।'
শ্রাগ করল মেক্সিকান। 'বালি এবং বাতাস...দুটোই।'
'গ্রে-টার জন্যে একটা রসিদ লিখে দিচ্ছি তোমাকে...প্রমাণ থাকবে তুমি কিনেছ ওটা। কিন্তু কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করে এখান পর্যন্ত আসে, ঘোড়াটা যেন দেখতে না পায় ওরা। বুঝতে পেরেছ, *অ্যামিগো?*'
'নদীর পাড়ে অনেক জায়গা আছে, অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যাবে ঘোড়াটাকে। এ নিয়ে ভেবো না।'
উঠে দাঁড়াল শাটন, যদিও সাধারণ এই মানুষগুলোর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে ইচ্ছে করছে না। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল ও, চারপাশে তাকিয়ে শেষে বলল: 'তুমি সত্যিই ভাগ্যবান, *অ্যামিগো*। খুব বেশি কিছু নেই বোধহয় তোমাদের, কিন্তু শান্তি আছে। হয়তো এটাই সবচেয়ে বড় জিনিস।'
'আমরা আসলে স্রেফ গরীব মানুষ, সেনর।'
'গরীব? কিন্তু আমি বলব তোমরা নিজেরাও জানো না কতটা ধনী। একটা বাড়ি, কিছু গরু, খাবার আছে তোমাদের, আর আছে একটা পরিবার। কিন্তু কোনটাই নেই আমার। আছে কেবল কিছু বেপরোয়া শত্রু!' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল ও।
'একটা ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে দিয়েছি,' জানাল তরুণ মেক্সিকান। 'ঘোড়াটা ভাল। অনেক দূর যেতে পারবে তুমি, সেনর।'
'*গ্রেসিয়াস, অ্যামিগো*।'
পুরো পরিবারটাই বেরিয়ে এসেছে ওকে বিদায় জানাতে। মাত্র কিছুক্ষণ ছিল ও এখানে, কিন্তু অদৃশ্য একটা বন্ধন গড়ে উঠেছে যেন। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে

থাকল ওরা। '*ভায়া কন ডিয়োস,*' বলল মহিলা।

একটা হাত তুলে বিদায় জানাল শাটন, তারপর স্যাডলে চেপে ট্রেইলের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। একঘেয়ে তারাজ্বলা রাত সঙ্গী হলো ওর।

মেক্সিকান পরিবারটির উষ্ণ, সহৃদয় আন্তরিকতা এখনও ছুঁয়ে আছে ওকে, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরানো সেই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল—কেবলই মনে হচ্ছে কেউ অনুসরণ করছে ওকে।

জীবন সম্পর্কে ওর জ্ঞান একেবারেই কম—মাত্র কয়েক দিনের, কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর থেকে দ্বিধা, আশঙ্কা, উদ্বেগ আর ভয়ের মধ্যে কাটছে। তার আগেও কি ছিল এসব? আগের জীবন সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওর। মেসিলায় পত্রিকা ঘেঁটে যা জেনেছে—একটা ঘর ছিল, স্ত্রী-সন্তান ছিল; কিন্তু খুন হয়েছে এরা। নিজের বয়স জানে না ও, আন্দাজ করছে হয়তো ত্রিশের কোঠায়। নিজেই একটা কোম্পানি গঠন করেছে, সাংবাদিকতা করত, দক্ষ শ্যুটার ছিল···শিকারী হিসেবে সুনাম ছিল ওর।

এখনও শিকারী ও···এবং একইসঙ্গে শিকার।

এখনকার ঘোড়াটা একটা ডান। গাট্টাগোট্টা দেখতে, ছুটতে পছন্দ করে বেশ—এবং রাতও বোধহয় পছন্দ ওটার। নদীর তীর ধরে কিছুক্ষণ ঘোড়া ছোটাল ও, ব্লাফ পেরিয়ে যখন ওপাড়ের সমতল জমিতে উঠে এল দূরের রেললাইনে চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল। চারদিক সুনসান, নিস্তব্ধ, শুধু ঝিঁঝি পোকার বিরামহীন ডাক। তবুও অস্বস্তিবোধটা যাচ্ছে না, দু'বার মনে হয়েছে অদূরে কিসের শব্দ শুনতে পেয়েছে, কিন্তু থেমে কান পেতেও শনাক্ত করতে পারেনি।

এ পর্যন্ত যা জেনেছে, তাতে মনে হয়েছে জিম শাটন একজন বিপজ্জনক লোক, সুতরাং তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে প্রতিপক্ষ, এটাই স্বাভাবিক; এবং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ওকে ফাঁদে ফেলতে চাইবে। ফাঁদটা এখানেও হতে পারে, আবার সামনে কোথাও হতে পারে। তবে এমন জায়গায় ওরা চেষ্টা চালাবে যেখানে ওকে মেরে ফেলা সহজ হবে। হয়তো পালানোর কোন উপায় থাকবে না ওর। একবারের শিক্ষায় যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেছে ওরা।

পালাবে নাকি ও? ডান দিকের সমতল জমি ধরে সরাসরি পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছোটালেই হয়!

সামনে কিছু গ্রাম আছে, তারপরই সকোরো। ছোট্ট কিন্তু বহু পুরানো শহর, শান্ত নিরিবিলি। বেশিরভাগ মানুষই নিরীহ প্রকৃতির, আউট-ল বা খারাপ মানুষ নেই বলতে গেলে। ওর হাতের বামে ব্ল্যাক রেঞ্জ—অ্যাপাচী অধ্যুষিত এলাকা, সেইসঙ্গে রয়েছে অসংখ্য বেপরোয়া আউট-লদের হাইড-আউট, বুনো কিন্তু সুন্দর একটা অঞ্চল···তাই শুনেছে শাটন।

হঠাৎ গতিপথ বদলে নদীর উল্টোদিকে এগোল ও। বারবার ঘোড়া থামাল, কান পেতে শোনার প্রয়াস পাচ্ছে, কেউ অনুসরণ করছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। বেশিরভাগ সময় আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে, আকাশের বিপরীতে যাতে

ওর অবয়ব ফুটে না ওঠে সেদিকে পুরোমাত্রায় সচেতন। দূরে ফ্যাকাসে আকাশের পটভূমিতে পাহাড়শ্রেণীর চিরুনির মত খাঁজকাটা চূড়াগুলো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে শাটনকে। রায়ান মেলেট নামটা ওর অজান্তে অবচেতন মন থেকে বেরিয়ে এসেছে। অস্পষ্ট অতীতে যা-ই থাকুক, জানা নেই ওর; কিন্তু নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, কাজের পদ্ধতি আর কিছু নাম উঠে এসেছে সেই ধোঁয়াটে অতীত থেকে, কিন্তু স্মৃতি এখনও আগের মতই অস্পষ্ট এবং ম্লান।

যদি কখনও স্মৃতি ফিরে না পায়, তাহলে হয়তো বিল জ্যাকসনের লুকানো টাকার অবস্থান অজানাই থেকে যাবে। আচ্ছা, সম্ভাব্য জায়গাগুলোর একটা তালিকা তৈরি করলে কেমন হয়? এভাবে হয়তো আসল নামটাও বেরিয়ে আসতে পারে।

জাজ ম্যাকক্রেরির মতে টাকার অবস্থান জানা আছে ক্যারল লয়ারীর, তাহলে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে না কেন মেয়েটা? নাকি ওর বা কার্ল রিকটারের ভয়ে সাহস করতে পারছে না? পুরো টাকা কি একাই সাবাড় করে দেয়ার তালে আছে মেয়েটা? মেয়েটিকে দেখে যতটা বুঝেছে শাটন, তাতে নিশ্চিত বলা যায় কারও সঙ্গে টাকা ভাগাভাগি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ক্যারল লয়ারীর।

অদ্ভুত একটা মেয়ে। সুন্দরী, যৌনাবেদনী; কিন্তু শীতল নিস্পৃহ একটা ভাব আছে ওর মধ্যে। আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই, নেই কোন দয়া বা অন্যের প্রতি সহানুভূতি; আছে কেবল আত্মবিশ্বাস, অন্যকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার দক্ষতা এবং চাতুরি। সহজে লক্ষ্যচ্যুত করা যাবে না ওকে, কিংবা দমন করাও কঠিন হবে, নিজের লাভ ছাড়া এক কদমও এগোবে না মেয়েটা···নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল শাটন।

দিনের আলো যখন ফুটে উঠল, ততক্ষণে পাহাড়শ্রেণীর লাগোয়া সিডার বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে শাটন, অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। যে-ই অনুসরণ করে থাকুক, খসিয়ে দিতে পেরেছে তাকে, অন্তত তাই বিশ্বাস করছে ও···কিন্তু তারপরও কেন সন্দেহ বা অস্বস্তি যাচ্ছে না?

কিছুক্ষণ বাদে স্যাডল ছাড়ল ও, স্যাডল খসিয়ে ঘোড়ার যত্ন নিল। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে চারপাশ রেকি করার জন্যে টিবির মত উঁচু একটা জায়গায় উঠে এল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোড়ার কাছাকাছি ঘাসের ওপর বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

র‍্যাফটার-জেয় ফিরে যেতে চেয়ে হয়তো বোকামিই করছে। পাহাড়ের কাছাকাছি কোন ঝর্নার আশপাশে কোথাও আস্তানা গাড়া উচিত ওর, ওকে খুঁজে না পেয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেবে প্রতিপক্ষ। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে পুবে ফিরে গিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে পারে।

ভাবলেও, শাটন জানে এটা শুধুই ভাবনা, বাস্তবে এসবের কিছুই করতে পারবে না। নিশ্চিত জানে। অ্যাঞ্জেলার সাহায্য দরকার, এবং র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চেই যাবে ও।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ওর। সূর্য বেশ ওপরে উঠে গেছে, কিন্তু রোদের আঁচে ঘুম ভাঙেনি ওর, বরং ঘোড়াটাই ওর ঘুম ভাঙিয়েছে। মাথা উঁচু হয়ে গেছে ওটার, কান দুটো খাড়া, নাকের পাটা ফুলে গেছে।

গড়ান দিয়ে পাশ ফিরল শাটন, পাশে রাখা রাইফেল তুলে নিয়ে উঠে বসল। তারপর দাঁড়িয়েই পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করল···একেবারে লোকগুলোর ওপর গিয়ে পড়ল! তিনজন লোক। ভেবেছিল ওকে চমকে দিয়ে ফায়দা লুটবে, কিন্তু আচমকা শত্রু ঠিক ওদের দিকে ছুটে আসায় নিজেরাই চমকে গেছে।

ওর কাঁধের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল সবচেয়ে কাছের লোকটা, জায়গামত গিয়ে পড়ল সে-এক সঙ্গীর ওপর। কোমরের কাছ থেকে উইনচেস্টার গর্জে উঠল শাটনের, চরকির মত আধ-পাক ঘুরল লোকটা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল ঝোপের ভেতর। এদিকে ক্ষণিকের জন্যেও থামেনি শাটন, ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল কাছের পাথর আর ঝোপের আড়ালে।

ছুটে গিয়ে পাথরের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, বিস্ময়ের ধাক্কা আর শঙ্কায় হাঁপাচ্ছে রীতিমত, আড়ালে আসা মাত্র সামনে নিয়ে এল রাইফেল। শত্রুর দিক থেকে ছুটে এল একটা তপ্ত সীসা, পাথরের চল্টা আঘাত করল ওর মুখে। অন্ধের মত নিশানা ছাড়াই গুলি করল শাটন, খেপে গেছে। আবারও করল।

নীরব হয়ে গেল চারদিক।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে লোকগুলো। অধীর অপেক্ষায় থাকল শাটন—কখন নড়ে উঠবে ওরা, কিন্তু কেউই নড়ছে না।

হঠাৎ হাসির শব্দ কানে এল ওর। তারপর, মিনিট খানেক পর একটা কণ্ঠ শুনতে পেল: 'বেশ তো, এখানেই পচে মরো তুমি! তোমার ঘোড়া আর জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

কিছুই বলল না ও, জানে শব্দ পাওয়ার আশা করছে লোকগুলো, যাতে ওর অবস্থান জেনে নিতে পারে। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাওয়ার পর সন্তর্পণে উঁকি দিল খোলা জায়গাটায়। কেউ নেই···ডান-টা উধাও হয়ে গেছে। একই জায়গায় পড়ে থাকল ও···এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর আরও এক ঘণ্টা। কাছাকাছি একটা পাইনের ছায়া দেখে সময়ের হিসাব করছে ও।

অবশেষে বেরিয়ে এল শাটন। ট্র্যাক জরিপ করে নিশ্চিত হয়ে গেল চলে গেছে লোকগুলো, ধরে নিয়েছে আহত হয়েছে ও, এবং ওর ঘোড়া, স্যাডল আর খাবার নিয়ে গেছে। এমনকি ক্যান্টিনটাও ফেলে যায়নি। কিছুই ফেলে যায়নি।

সবচেয়ে কাছের শহরটা অন্তত চল্লিশ মাইল দূরে, সন্দেহ নেই সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে লোকগুলো।

অ্যাপাচী এলাকা এটা। ইদানীং প্রসপেক্টর বা র‍্যাঞ্চাররা বেশিরভাগই সকোরো বা অন্য কোন শহরের দিকে সরে গেছে। যা হোক, সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই। বাঁচতে হলে এখনই রওনা দিতে হবে। এবং সবার আগে, পানির একটা উৎস খুঁজে পেতে হবে আর একটা ঘোড়া জোগাড় করতে হবে।

গাছপালার ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট বুনো ট্রেইল ধরে এগোল শাটন। হাতে

রাইফেল, কিন্তু নিচু ওটার নল, তবে এমন ভাবে ধরা যাতে প্রয়োজনের সময় মুহূর্তে অ্যাকশনে যেতে পারে। ঘণ্টা খানেক এভাবেই ঢাল ধরে এগোল, মাঝে মধ্যে থেমে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে চারপাশ—লুকিয়ে থাকা যাবে, সম্ভাব্য এমন কোন জায়গাই বাদ দিচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে গতিপথ পাল্টাচ্ছে, অ্যাম্বুশ করার জন্যে কেউ যদি আশপাশে থেকে থাকে, লোকটাকে ধোঁকা দেয়াই উদ্দেশ্য। লোকগুলো হয়তো দূরে চলে যায়নি, ওকে আড়াল থেকে বের করে আনার জন্যে চলে যাওয়ার ভান করেছে, কিংবা কিছুটা সরে গেছে শুধু। পানি বা খাবার দরকার হবে ওর, সুতরাং একসময় বেরিয়ে আসতেই হবে ওকে।

পাইনে ঢাকা পাহাড়ী এলাকা ধরে এগোচ্ছে ও। মাঝে মধ্যেই ঘন হয়ে জন্মেছে পাইনের ঝাড়। ঢালের উচ্চতা বেড়ে যেতে অ্যাসপেনের সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে, খেয়াল করল ও। শুরুর দিকে পাহাড়গুলো ছিল সুবিশাল একেকটা ঢালু জমির মত, কিন্তু যতই এগোচ্ছে ক্রমশ খাড়া হচ্ছে ঢাল এবং মাঝে মধ্যে মরা কিছু অ্যারোয়ো চোখে পড়ছে পাহাড়ের আশপাশে। একটা অ্যারোয়ো ধরে কিছু দূর এগিয়েছে ও, আশা করেছিল শেষে হয়তো কোন নদীতে গিয়ে পড়েছে ওটা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই খাড়া এক ঢালে শেষ হয়ে গেল অ্যারোয়োটা। শ্রম আর সময়ের অপচয়ই হয়েছে শুধু। কিন্তু একটা লাভও হয়েছে তাতে, তিক্ত মনে ভাবল শাটন, কেউ যদি ওকে অনুসরণ করে থাকে, নিঃসন্দেহে ধাঁধায় পড়ে যাবে লোকটা।

তেতে উঠেছে রোদ, তেষ্টা পেয়েছে ওর। ছোট্ট একটা নুড়িপাথর মুখে পুরে চুষছে শাটন, লালারস নিঃসরণ হতে থাকবে অনবরত, তেষ্টা তাহলে কিছুটা মিটবে। শ্রান্তি, গরম বা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করে টানা এগিয়ে চলেছে ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারপাশ। কিছু কিছু গাছ আছে শুধু পানির ধারেই জন্মে, বীরুৎ জাতীয় এসব গাছের খোঁজ করছে ও—তাহলে একটা ওঅটর হোল খুঁজে পাবে; অনেক সময় পাহাড়ী খাঁজেও আটকে থাকে পানি, মাসের পর মাস। কিন্তু কিছুই পেল না শাটন।

এগিয়েই চলল ও। কখনও হেঁটে, কখনও দৌড়ে। একটু পরপর থেমে চারপাশ নিরীখ করে নিচ্ছে। বলা যায় দ্রুতই চলছে। সময় বেঁচে যাচ্ছে। সময়টাই এখন গুরুত্বপূর্ণ।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আঁধার নেমে আসছে ক্যানিয়ন আর পাহাড়ী ঢালে, ম্লান আলোয় দুরতিক্রম্য এবং দুর্জয় মনে হচ্ছে। ঢালের নিচে মাইলের পর মাইল ঢেউ খেলানো জমি, দিগন্তে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে সবুজ তৃণভূমি। বহু দূরে ট্রেনের হুইসেল শুনতে পেল, দেখতে পেল প্রায় অস্পষ্ট ধোঁয়া। নিশ্চই রেলরোডের ধারে-কাছে অপেক্ষা করছে ওরা, জানে কাছাকাছি শহর একমাত্র সকোরো—এবং সেখানেই যেতে হবে শাটনকে।

ঢাল বেয়ে নেমে এল শাটন, এগোতে থাকল। সামনে যা-ই থাক, যেতেই হবে ওকে। হঠাৎ বাঁক ঘুরে এগোতেই চমকে উঠল। একটা শ্যাকের কাছে চলে এসেছে, মোড়ে ঘন ঝোপ থাকায় বুঝতে পারেনি। আরেকটু হলে পা রাখতে

যাচ্ছিল আঙিনায়, নিজেকে সামলে নিল। এক মেক্সিকান মহিলা দাঁড়িয়ে আছে আঙিনায়, ঠিক কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক রাইডার, কথা বলছে দু'জন। আঙিনার কোণে কয়েকটা মুরগী চোখে পড়ল। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে তাকাল শাটন, কুকুরের খোঁজ করছে। জানে মেক্সিকান বাড়িতে কুকুর থাকবেই, এবং অনাহূতদের উপস্থিতি সবার আগে চারপেয়ে এই আপদগুলোই টের পায়।

মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল লোকটা। চেহারাটা পরিচিত শাটনের, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। নিষ্ঠুর মুখ লোকটার। সরু ঠোঁট, দৃঢ় চোয়াল। উরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া হোলস্টার। ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল লোকটা। পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল মেক্সিকান মহিলা।

উঠে দাঁড়াল শাটন, শ্যাকের দেয়ালের আড়ালে শুয়ে পড়েছিল। ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী, পায়ে জোর পাচ্ছে না। একটা ঘোড়া না হলেই নয় এখন, এবং তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

এখনও স্থির দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। চলে যাওয়া রাইডারকে দেখছে না, বরং একটা তোতাপাখির দিকে তাকিয়ে আছে। শ্যাকের কাছাকাছি একটা দাঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাখিটা, গলা লম্বা করে ফেলেছে।

'চলে এসো, সেনর,' শাটনের দিকে না তাকিয়েই শান্ত স্বরে বলল মহিলা। 'এবার নিরাপদ তুমি।'

তার মানে মহিলা প্রথম থেকেই ওর উপস্থিতি সম্পর্কে জানত! এগোল শাটন, বিপদে পড়বে কিনা ভাবল মুহূর্তের জন্যে, কিন্তু পরক্ষণে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল। বিশ্বাস করেছে মহিলাকে। ভুলে যাওয়া অতীত থেকে ও জানে বিপদের সময় বন্ধুর মত সাহায্যের হাত বাড়ায় মেক্সিকানরা।

এবার ওর দিকে ফিরল মহিলা। 'পাঞ্চো দেখেছে তোমাকে। ওই *গ্রিংগো* যখন এখানে ছিল, তখনই দেখেছে।'

বিতৃষ্ণার সঙ্গে *'গ্রিংগো'* শব্দটা উচ্চারণ করেছে মহিলা।

'ওকে বলে দিলেই পারতে!' হেসে বলল শাটন।

'কিছুই বলব না ওকে! ও একটা আস্ত শয়তান। ওকে চিনি আমি–হার্লে কিরবি। কেন ওকে সাহায্য করব?'

হার্লে কিরবি? নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে শাটনের। দুর্ধর্ষ এই খুনীকে যখন ভাড়া করেছে, তার মানে মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষ। বিশদ জানে না শাটন, কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, একসময় রয়েল নর্থওয়েস্ট মাউন্টেড পুলিশ বিভাগের লোক ছিল সে, কুখ্যাত মানুষ শিকারী, অযথা খুনোখুনির কারণে চাকুরি হারায় লোকটা। এরপর থেকে ভাড়াটে বন্দুকবাজ। প্রচুর নাম কিনেছে। ভাল-মন্দের বাছ বিচার করে না, টাকা পেলেই হলো। খারাপ লোকেরও কিছু নীতি থাকে, কিরবির নীতি হচ্ছে সাফল্যের নিশ্চয়তা–অক্ষরে অক্ষরে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে লোকটা, সেটা যেভাবেই হোক।

কুয়া থেকে পানি পান করল শাটন, তারপর মহিলার পিছু পিছু শ্যাকের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে বসল। সযত্নে খাবার পরিবেশন করল

মহিলা, নিজেই ঢেলে দিল ওর কফি। জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে, বাইরে মুরগীর বাচ্চারা কিচ্‌কিচ্‌ করছে। শান্ত, নিরিবিলি চমৎকার একটা জায়গা।

'তোমাকে হিংসা হচ্ছে আমার,' বলল শাটন। 'এমন শান্ত, নিরিবিলি জায়গা!'

'অ্যাপাচীরা যখন আসে তখনকার পরিস্থিতি দেখলে হিংসা হত না। ওরা চলে গেলেও শান্ত হয়ে যায় অবশ্য—মৃত্যুর নীরবতা নেমে আসে।'

'এতদূরে আসে ওরা?'

একটা কাঁধ সামান্য ঝাঁকাল মহিলা। 'আসে···আসবে না কেন? কেউ বলতে পারে কখন কি করবে ওরা?' ওকে নিরীখ করছে সে। 'তোমাকে দেখে তো খুব ভয়ঙ্কর লোক মনে হচ্ছে না!'

'ভয়ঙ্কর?'

'একজনের পেছনে যখন এত লোক হন্যে হয়ে লাগে, তখন বুঝতে হবে লোকটা সত্যিই ভয়ঙ্কর। কোথায় না খুঁজেছে ওরা তোমাকে! প্রতিটা শহর, র‍্যাঞ্চ, এমনকি রিও গ্রান্ডের তীরের ছোট ছোট কুঁড়েগুলোও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে, কিছুই বাদ দেয়নি।'

'সংখ্যায় অনেক লোক ওরা?'

'বিশজন···বেশিও হতে পারে।'

'তারপরও আমাকে সাহায্য করছ তুমি?'

এবার হাসল মহিলা। 'বাজে লোকেরা ভয় পায় এমন লোক পছন্দ করি আমি। আমার স্বামীও ওই ধরনের মানুষ।'

'কোথায় ও?'

'বদমাশেরা জেলে ঢুকিয়েছে ওকে। ফাঁসি দেবে। ওই হার্লে কিরবিও আছে তাদের দলে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল মহিলা। 'আমার স্বামীর নাম এমিলিও আলভারেজ!' উদ্ধত স্বরে, গর্ব ভরে নামটা বলল।

'ওকে চিনি না আমি, সেনরা,' আন্তরিক স্বরে বলল শাটন। 'কিন্তু সে যদি তোমার স্বামী হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হচ্ছে ভালমানুষ। অন্য সব বাদ দিলেও, শুধু তোমার স্বামী বলেই এই সম্মানটুকু প্রাপ্য ওর।'

হেসে উঠল মহিলা।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল শাটনের মাথায়। 'তোমার কাছে সমব্রেরো আছে? একটা সিরাপি*-ও লাগবে আমার।'

'সি,' উজ্জ্বল হয়ে গেল মহিলার চোখ। 'কি করবে ওগুলো দিয়ে?'

স্মিত হাসল শাটন। 'আলভারেজকে বের করে আনব জেল থেকে,' শুধু এই বলল ও, কোন কিছু ব্যাখ্যা করল না। দেখল উজ্জ্বল মুখে বেরিয়ে গেল মহিলা,

---

* সিরাপি (Serape) পন্‌চোর মত এক ধরনের বর্ষাতি, সাধারণত মেক্সিকানরা ব্যবহার করে।

একটু পর জীর্ণ একটা সমব্রেরো আর সিরাপি নিয়ে ফিরে এল।

'স্প্যানিশ তো ভালই বলতে পারো তুমি, সেনর। শহরে গিয়ে বোলো সনোরা থেকে এসেছ, তাহলে সহজে সন্দেহ করবে না কেউ।'

একটা পিন্টো নিয়ে এল মহিলা। স্যাডলটা পুরানো, তবে চলনসই। ক'দিনের না-কাটা দাড়ি কেটে ফেলল ও, তবে গোঁফ চাঁছল না, গোঁফের লেজুড় রেখে দিয়েছে প্রায় চিবুক পর্যন্ত। সমব্রেরো নিচু করে মাথায় চাপিয়ে বেরোল ও।

হালকা চালে শহরের দিকে এগোল শাটন, তাড়া বোধ করছে না। শহরে এসে একটা মেক্সিকান সেলুনের সামনের হিচিং রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে ঢুকে পড়ল ভেতরে। বারের কাছে এসে বীয়ারের ফরমাশ দিল।

জীর্ণ ন্যাকড়া হাতে ওর কাছে এসে দাঁড়াল মোটাসোটা এক মেক্সিকান। এক চোখে কালো পট্টি বাঁধা লোকটার। পুরো সেলুনে আর মাত্র দু'জন খদ্দের–কোণের একটা টেবিলে বসে ঝিমাচ্ছে এক পিয়ন আর হাতের ওপর মাথা রেখে টেবিলে বসে আছে আরেক লোক।

'আমি যে ঘোড়ায় চড়ে এসেছি, দেখেছ ওটা, অ্যামিগো?' জানতে চাইল শাটন।

'দেখেছি,' নিচু সতর্ক কণ্ঠে বলল লোকটা। 'কি চাও তুমি, সেনর? শুধু বীয়ার?'

'বীয়ার এবং ব্যবসা। পিন্টোটার বদলে দুটো ঘোড়া চাই–দ্রুতগতির ঘোড়া। এখানে কোন বন্ধু নেই আমার, *অ্যামিগো,* অথচ বহু লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে। সেনরা আলভারেজ আমার বন্ধু। উপকারের বিনিময়ে উপকারই ফেরত দিতে চাই আমি–আলভারেজকে বের করে আনব জেল থেকে।'

'যদ্দূর মনে হচ্ছে, মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে তোমার।'

'বীয়ার, আর দুটো ঘোড়া···*প্রন্তো!*'

একটা বীয়ার এনে দিল লোকটা। গায়ের অ্যাপ্রন খুলে বারের ওপর রাখল সে, তারপর বেরিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

বীয়ার শেষ করল শাটন। সেলুনকীপার ফিরে আসার পর আরেকটার ফরমাশ দিল। আড়চোখে জানালা দিয়ে দেখতে পেল মেক্সিকান একটা ছেলে পিন্টোর বাঁধন খুলছে হিচিং রেইল থেকে, ইঁদুর-রঙা একটা গ্রুলা আর সাদা-মুখো একটা রোয়ান নিয়ে এসেছে সঙ্গে। রোয়ানের স্ক্যাবার্ডে রাইফেল আর পমেলে গানবেল্ট ঝুলছে। প্রতিটা স্যাডলের পেছনে কম্বল রোল করে বাঁধা।

বীয়ার শেষ করে বারের কাছে চলে এল শাটন। মেহগনির ওপর টাকা রাখল ও, কিন্তু ঠেলে টাকা সরিয়ে দিল সেলুনকীপ। 'আলভারেজ আমার বন্ধু,' একইরকম নিচু স্বরে বলল সে। 'যা করতে যাচ্ছ, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছ তো? কাজটায় ঝুঁকি আছে।'

'ঝুঁকি তো কম-বেশি সব কাজে আছে, তাছাড়া এরই মধ্যে আমার পিছু লেগেছে ওরা। ওসব ভেবে লাভ নেই। যেখানে যাচ্ছি আমি, ভালমানুষকে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। জেল-

অফিসে ক'জন আছে এখন? নিশ্চই কাছাকাছি থাকে অফিসাররা, সবচেয়ে কাছের বাড়িটা কার? কে সবার আগে সতর্ক করে দিতে পারবে অন্যদের?'

'মাত্র একজনই আছে জেলে, এবং আলভারেজের প্রতি কোন বিদ্বেষও নেই ওর। জেলের সবচেয়ে কাছে তরুণ এক ডেপুটির বাড়ি, চার ব্লক দূরে। এখন হয়তো গভীর ঘুমে অচেতন ও। কোন ডেপুটি নয়, বরং জেলের উল্টোদিকে স্টোরের মালিকই আগে চেঁচামেচি শুরু করবে–সতর্ক করে দেবে অন্যদের। মেক্সিকানদের পছন্দ করে না সে–কিন্তু এদের সঙ্গে ব্যবসা করেই পেট চালায় হারামজাদা!'

'ঠিক আছে, ব্যবসাই করো ওর সঙ্গে। পাঁচজন মেক্সিকানকে পাঠিয়ে দাও ওর স্টোরে, ইচ্ছেমত জিনিসপত্র কিনুক ওরা,' দুটো বিশ ডলারের স্বর্ণঈগল বারের ওপর রাখল শাটন। 'টাকাটা দিয়ো ওদের। যা ইচ্ছে কিনবে ওরা, নিজের জন্যে কিনবে। কি কিনল তাতে কিছু যায়-আসে না, শুধু লোকটাকে ব্যস্ত রাখলেই হলো।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করছে সেলুনকীপার। 'এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছ···কেন জানতে পারি?'

'সেনরা আলভারেজ আমাকে আন্তরিক ভাবে আপ্যায়ন করেছে, খাইয়েছে, একটা ঘোড়া দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, তখন বিপদে ছিলাম আমি, ইচ্ছে করলে আমাকে শত্রুপক্ষের হাতে ধরিয়েও দিতে পারত।

'ওর কাছেই জানতে পারলাম জেলে আছে এমিলিও আলভারেজ। মানুষটা সে কেমন জানা নেই আমার, জানতে চাইও না। সেনরা আলভারেজ দাবি করেছে সে ভালমানুষ, সেটাই আমার কাছে বড় ব্যাপার। ভাল লোকদের ফাঁসি হওয়া উচিত নয় বলে মনে করি আমি।'

'ঠিকই বলেছে সেনরা, নির্দোষ ও। বড় এক র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে ঝামেলা বেধেছে এমিলিওর। একটা ওঅটর হোল আছে ওর···বহু বছর ধরেই সেটা ব্যবহার করছে। কিন্তু অন্যরাও মালিকানা দাবি করছে ইদানীং, এ নিয়েই গোলমাল। অথচ সবাই জানে এমিলিওর বাবার সময় থেকে ওঅটর হোলের মালিকানা আলভারেজদের।'

'ওকে মুক্তি দেয়া উচিত।'

দরজার কাছে এসে বাইরের রাস্তা জরিপ করল জিম শাটন। সবে সন্ধে হয়েছে। অবশ্য বেশিরভাগ লোকই এতক্ষণে সাপার সেরে ফেলেছে। সেলুন বা জুয়ার হলগুলো জমজমাট হয়ে উঠবে একটু পর। রাস্তায় হাঁটতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে, কেউ কেউ সন্ধের ম্লান আলোয় পত্রিকা পড়ছে।

হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়া দুটো দেখল শাটনের অভিজ্ঞ চোখ, সন্তুষ্ট হলো। *'অ্যাডিওস অ্যামিগো,'* ফিরে তাকিয়ে বলল ও বারকীপের উদ্দেশে।

জেল হাউস পর্যন্ত হেঁটে এল শাটন, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কামরায় রোল-টপ ডেস্ক, একটা টেবিল এবং স্টোভের কাছাকাছি একটা চেয়ার রয়েছে। আবহাওয়া অবশ্য উষ্ণ, কিন্তু স্রেফ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে স্টোভের কাছাকাছি

রয়েছে লোকটা। তামাক চিবুচ্ছে সে, স্টোভের খোলা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'হাউডি, মেক্স, কি করতে পারি তোমার জন্যে?' জানতে চাইল সে।

'শুনেছি তুমি ভালমানুষ,' উত্তরে বলল জিম শাটন। 'কয়েদীর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করো না।'

'সত্যি কথা হচ্ছে এমিলিও আসলে ভালমানুষ। কিন্তু দায়িত্ব কিভাবে অস্বীকার করি? জেলার হিসেবে ওকে আটকে রাখাই আমার কাজ। কেউ ঝামেলা করতে এলে কঠোর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'তার দরকারও হবে না,' বলল ও, কখন হাতে চলে এসেছে সিক্সগান, নিজেও জানে না। কোল্টের নল স্থির হলো লোকটার বুক বরাবর। 'কোন ভালমানুষকে গুলি করতে চাই না আমি।'

সরু চোখে পিস্তলের দিকে তাকাল জেলার, তারপর পিস্তলের পেছনের লোকটির দিকে। 'তুমি মেক্স নও, অথচ এতক্ষণ তাই ভেবেছিলাম আমি!' খানিকটা বিস্ময়ের সুরে বলল সে শেষে। 'আসলে কি চাও তুমি, সেনর?'

'আমি জিম শাটন,' শান্ত, নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'তোমার ওপরঅলা আর ডেপুটিদের বোলো জিম শাটন এসেছিল। আমি চাই না সেনরা আলভারেজকে বিরক্ত করুক কেউ...কিংবা ওদের ওঅটর হোলটা নিয়েও যেন আর কোন ঝামেলা না হয়। এটা জিম শাটনের নির্দেশ। এর অন্যথা হলে একে একে সবক'জনকে বুটহিলে শোয়াব আমি!'

বারো

আগুনের পাশে ঝুঁকে বসেছে এমিলিও আলভারেজ, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শাটনের দিকে। মাঝে মধ্যে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। পাইনের সারি দিয়ে ঘেরা নিচু একটা জায়গায় ক্যাম্প করেছে ওরা, বাইরে থেকে চোখে পড়বে না। কয়েক পা এগোলে নিচের উপত্যকা স্পষ্ট দেখতে পাবে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে পুরো উপত্যকা।

'আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে, *সেনর*। কিন্তু বুঝতে পারছি না এত ঝুঁকি নিয়ে কেন কাজটা করেছ।'

শ্রাগ করল শাটন। 'প্রতিদান বলতে পারো। তোমার স্ত্রী ভালমানুষ, বিপদের সময় সাহায্য করেছে আমাকে...এবং তোমার শত্রুদের পছন্দ করি না আমি।'

'শুধু এই?'

'বেঁচে থাকার অধিকার যে কারও আছে। তোমার দরকার ছিল একটা সুযোগ, যেভাবেই হোক পেয়েছ সেটা। তবে এ-ও ঠিক তোমার সাহায্য দরকার আমার, কিন্তু জোরাজুরি করব না। ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারো।'

'কিন্তু সাহায্য করলেই খুশি হবে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, কারণ অস্ত্র হাতে নির্ভরযোগ্য লোক তুমি।'

'এখন যা পরিস্থিতি, বাড়ি বা সকোরোর কাছাকাছি থাকা ঠিক হবে না আমার। যাক্‌গে, এতদূর এসেছি যখন, তোমার সঙ্গেই যাব।'

'আমার সঙ্গে কলোরাডোয় যেতে পারো তুমি,' বলল শাটন। 'একটা র‍্যাঞ্চ আছে ওখানে। ইচ্ছে করলে যে কোন লোক থাকতে পারে, যদি আইন তাকে খোঁজেও। তুমি ওখানে গেলে কেউই অবাক হবে না।'

র‍্যাঞ্চ আর অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করল শাটন, কিন্তু লুকানো টাকার প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে গেল। 'ওখানে কাউকে দরকার আমার, নিশ্চিত হতে চাই যে মেয়েটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না কেউ। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কার্ল রিকটার আছে ওখানে। তাছাড়া রুড পিকেট, জন ফুলটন এবং আরও কিছু লোক আছে, প্রত্যেকেই বেপরোয়া।'

'বেশ তো, আমিও কম বেপরোয়া নই।'

'টম বেনিং আর মিলিগান ভাল লোক, সাহায্যও করবে তোমাকে। কিন্তু বন্দুকবাজ নয় ওরা।'

এবার ক্যারল লয়ারী সম্পর্কে জানাল শাটন।

কঠিন প্রকৃতির হলেও হাসি-খুশি মানুষ এমিলিও আলভারেজ। সনোরায় জন্ম লোকটির। বাস্তববাদী, কঠিন প্রকৃতির লোক; ট্রেইল, গরু আর ঘোড়া সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে।

পালাতে সমস্যা হয়নি ওদের। জেল থেকে বেরিয়ে সেলুনের সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছে এমিলিও, স্ত্রীর জন্যে একটা নোট রেখে এসেছে–কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কোথাও, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিরে যাবে।

সকোরো থেকে ট্রেনে উঠেছে ওরা। র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময় যে নিঃসঙ্গ স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়েছিল শাটন, সেখানেই নেমেছে। দীর্ঘ যাত্রায় ঘুমানোর বা বিশ্রাম নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে দু'জন।

নিজের উইনচেস্টার আর কোল্টটা পরখ করল শাটন। ঘোড়া দুটো পিকেট করার পর ঢালের দিকে চলে গেল এমিলিও, অন্ধকারে হারিয়ে গেল তার ছোটখাট কাঠামো, পাহারায় থাকবে কিছুক্ষণ। বিস্তৃত ঢেউ খেলানো জমিতে কোথাও কোন নড়াচড়া নেই, চারদিকে সুনসান নীরবতা। বাতাসে পাইন আর সিডারের সুগন্ধ। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় থাকল ও, মনোযোগ দিয়ে রাতের শব্দ শুনছে। প্রকৃতির এই নৈঃশব্দ, শীতল পরিবেশ, পাইনের সুবাস মাখা বাতাস···সবই ভাল লাগছে শাটনের।

দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই র‍্যাফটার-জে বাথানের উদ্দেশে রওনা দিল এমিলিও, আর শাটন যাত্রা করল ওর গোপন আস্তানার উদ্দেশে। জিভ-কাটা সেই মেক্সিকানের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেও কোন সাড়া পেল না। অথচ মুরগীর কক্‌কক্‌ শুনতে পাওয়া উচিত, কিংবা ঘোড়ার ডাক। কিছুই না, জীবনের কোন সাড়াই নেই এখানে। গরু বা ঘোড়া সবই উধাও হয়ে গেছে।

ধীরে, সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল ও বাড়িটার দিকে। হাতে রাইফেল চলে এসেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে চারপাশ, কোন কিছুই বাদ পড়ছে না।

মাটির ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে বুড়ো, অন্তত দু'বার গুলি করা হয়েছে–স্যাডলে বসেই ক্ষতগুলো দেখতে পেল শাটন। স্যাডল ছেড়ে বুড়োর পাশে নামল, হাত দিয়ে মেক্সিকানের গাল স্পর্শ করল। ঠাণ্ডা।

কেবিনের ভেতরে যেন ঝড় বয়ে গেছে–সবকিছু ওলট-পালট করা। কিছু খুঁজছিল ওরা···কি সেটা? ওরা কি আশা করেছে এখানেই আছে লুকানো টাকা?

স্রেফ নৃশংসতার জন্যে খুন করেছে মেক্সিকানকে, নাকি কোন ভাবে ওর সঙ্গে বুড়োর সম্পর্ক আঁচ করতে পেরেছে লোকগুলো?

অস্বস্তি ভরে চারপাশে তাকাল শাটন। সন্দেহজনক কোন কিছুই চোখে পড়ল না, কিন্তু পরিস্থিতি বা এ জায়গার আবহ এখন আর পছন্দ করতে পারছে না। কেউ কি নজর রাখছে ওর ওপর? কে জানে! দ্রুত অসমতল রীজ, পাহাড়ী ঢাল আর ঝোপ-ঝাড়ের ওপর নজর চালাল, পেছনে তাকাল না বা এমন ভাব প্রকাশ করল না যাতে মনে হয় সন্দিহান হয়ে উঠেছে ও। শেষে কেবিন থেকে ওপরের ক্লিফে ওঠার শ্যাফ্‌টে নজর স্থির হলো ওর। ঢালু, সঙ্কীর্ণ পথ।

শত্রুপক্ষ এসেছিল এখানে, বুড়োকে খুন করার পর সমস্ত স্টক চুরি করে পালিয়ে গেছে···সত্যিই কি পালিয়েছে? নাকি রেলরোডের ধারে সেই বাড়ির মত অ্যাম্বুশ করার জন্যে ওত পেতে আছে? আরেকবার যে চেষ্টা চালাবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে। চিন্তাটা উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাটন নিশ্চিত হয়ে গেল ঠিক তাই ঘটেছে–আশপাশে আছে ওরা।

তাহলে গুলি করেনি কেন? নাকি ও কি করে দেখার অপেক্ষায় আছে? কোথায় যায় জানতে চায়? হতে পারে ওপরের কেবিন সম্পর্কে কিছুই জানে না লোকগুলো, কিংবা শ্যাফ্‌টের গোপন এলিভেটর সম্পর্কেও জানে না। হয়তো অনুমান করেছে মেক্সিকানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে এসবের, কিন্তু জানতে চাইলেও তাদেরকে কিছুই বলার ক্ষমতা ছিল না বুড়োর। যে কারণেই হোক, নিষ্ঠুর এবং নির্মম একটা খুন। অর্থহীন মৃত্যু।

এ জায়গার ওপর নজর রাখতে হলে এরচেয়ে উঁচু কোন জায়গায় অবস্থান নিতে হবে লোকটাকে, যাতে অনায়াসে কেবিন আর করালটা চোখে পড়ে। সম্ভাব্য দুটো জায়গা আছে তেমন: ঠিক উল্টোদিকে চূড়ার মত সঙ্কীর্ণ এবং উঁচু পর্বতে, কিংবা পাহাড়ের কোন খাঁড়িতে।

দারুণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে শাটনের। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওর কাজ করার ধরন বুঝে ফেলেছে প্রতিপক্ষ। এটাই ভাবনার বিষয়। এল পাসোর কাছাকাছি সেই বাড়িটা চিনত, এবং এই জায়গাটাও আবিষ্কার করেছে; সম্ভবত নিঃসঙ্গ সেই স্টেশন থেকে অনুসন্ধান করে এই জায়গায় এসেছে ওরা। কেবিনের অবস্থানও কি জানা হয়ে গেছে ওদের? কারও চোখে পড়া ছাড়া কি সেখানে যেতে পারবে? ঠিক কতটুকু জানে ওরা? নিজের সম্পর্কে ও যতটা জানে বা মনে করতে পারছে, প্রতিপক্ষ যদি তারচেয়ে বেশি জেনে থাকে, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়

নিজের অজান্তে কোন ফাঁদে গিয়ে পড়বে।

একটা কোদাল খুঁজে কবর খুঁড়ল শাটন। তাড়াহুড়োর কারণে খুব বেশি গভীর করল না। বুড়োর দেহ একটা কম্বলে মুড়ে কবরে শুইয়ে দিল। এই সুযোগে পুরো পরিস্থিতি ভেবে নিল আরেকবার।

শ্যাফ্‌ট হয়ে ওপরের কেবিনে যেতে হবে, এবং এখন থেকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমবার যা মাথায় আসবে সেটা করে ফেলা ঠিক হবে না। আগপাছ ভেবে দেখতে হবে। কাজের ধারা বদলাতে হবে, সম্ভব হলে অতীতের সব প্যাটার্ন পাল্টে ফেলতে হবে। এমনকি পোশাক-আশাক কিংবা হাঁটার ধরনও পরিবর্তন করতে হবে।

লুকিয়ে থাকা আততায়ী বোধহয় গুলি করার জন্যে মোক্ষম কোন সুযোগ পাচ্ছে না, নইলে এতক্ষণে ওর লাশ পড়ে যেত। লুকানোর অনেক জায়গা আছে আশপাশে, মিস্ করলেই সুযোগটা হাত ফস্কে বেরিয়ে যাবে। কেবিনের পুব দিক দিয়ে শ্যাফ্‌টের দিকে যেতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ও, তাহলে যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যাবে।

কয়েক কদম সরে গেছে ওর ঘোড়া, ওটার কাছে যাওয়ার ইচ্ছে নেই শাটনের। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গ্রুলাটা, উল্টোদিকের পর্বত থেকে অনায়াসে গুলি করতে পারবে যে কেউ। অদৃশ্য শত্রুর ওপর কি নির্দেশ আছে, জানা নেই ওর...নিশ্চই শুধু নজর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়নি তাকে। ঝুঁকিটা নেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর, মানেও হয় না।

ঘুরে কেবিনের দিকে এগোনোর সময় পুব দিকে তাকাল শাটন। ক্লিফের তলায় কেউ থাকলেই কেবল জায়গাটা কাভার করতে পারবে। কিন্তু এখানে কারও থাকার সম্ভাবনা কম। একমাত্র অসুবিধে হলো জায়গাটায় পৌঁছানো, সরাসরি গেলে খোলা জায়গা পেরোতে হবে, এবং দিনের আলোয় সহজ একটা টার্গেটে পরিণত হবে ও।

কিন্তু এটাই পালানোর একমাত্র পথ। ঘোড়াটাকে ডাকার জন্যে ঘুরতেই উঁচু পর্বতে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল ওর...রাইফেলের ব্যারেলে সূর্যের আলোর প্রতিফলন?

কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়ল শাটন। দরজার পাশে একটা থলেয় কিছু গাজর চোখে পড়ল। বোঝা যাচ্ছে মারা যাওয়ার আগে থলে ভরা গাজর কেবিনে ঢুকিয়ে রেখেছিল মেক্সিকান। একটা গাজর তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ও, দূর থেকে ডাকল ঘোড়াটাকে। মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখল ঘোড়াটা, তারপর এগিয়ে এল। পিছিয়ে কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়ল শাটন, গাজরের লোভে ঘোড়াটা কেবিনের ভেতর মুখ বাড়িয়ে দিতে অন্য হাতে ব্রিডল চেপে ধরল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল-ব্রিডল খুলে ফেলল ও। তারপর গাজরের বস্তা বেঁধে দিল। আশা করছে দূরে বসা মার্কসম্যান হয়তো ভুল করতে পারে, ভাববে ঘোড়ার পিঠে নিচু হয়ে বসে পালানোর চেষ্টা করছে ও। প্রায় দু'শো গজ দূর থেকে স্পষ্ট ঠাহর করা প্রায় অসম্ভব।

দরজার সঙ্গে ঘোড়াকে বাঁধল ও, তারপর কেবিনের পুব দেয়ালের কাছে চলে এল কোদাল হাতে। ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে পোকার* তুলে নিয়েছে। এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি মেঝে ভেঙে ফেলল প্রথমে, তারপর পাথরের দেয়ালের নিচের মাটি দ্রুত খুঁড়তে শুরু করল। চুন-সুরকি ছাড়াই জোড়া দেয়া হয়েছে পাথরগুলো, একটা পাথর নিজ থেকেই খসে পড়ল। আরও কয়েকটা খসাতে মিনিট কয়েক লাগল ওর।

কেবিনের কোণে রাখা ওলা থেকে পানি তুলে পান করল ও আয়েশ ভরে। রাইফেল তুলে নিয়ে এবার ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিল। ঘোড়ার পিঠে চাপড় দিতেই ছুটতে শুরু করল ওটা। একইসঙ্গে নিজেও ছুট দিয়েছে শাটন, নিচু হয়ে সদ্য তৈরি গর্তে ঢুকে পড়ল, তারপর নিমেষে চলে এল দেয়ালের ওপাশে। আশা করছে ছুটন্ত ঘোড়াটা প্রতিপক্ষের নজর আটকে রাখবে। এবং সত্যিই তাই হলো।

ভারী রাইফেলের গর্জন কানে এল ওর, একটু পর আবার। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও, ছন্দপতন ঘটেনি শব্দে, তার মানে আহত হয়নি ওটা। রেলরোডের ট্রেইল ধরে ছুটছে ওটা, গুলিতে ফুটো হওয়া বস্তা থেকে গাজর খসে পড়ছে একটা একটা করে। পাথরের আড়ালে পড়ে আছে শাটন, মৃদু হাঁপাচ্ছে।

ঢালের কিছুটা পেরিয়ে থেমে গেল ঘোড়াটা, বস্তা খালি হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চই ফাঁকিটা ধরে ফেলেছে প্রতিপক্ষ, কিংবা ধরে নিয়েছে ও হয়তো স্যাডল থেকে খসে পড়েছে উপত্যকার কোথাও।

কি করবে ওরা এখন–উপত্যকায় খুঁজতে যাবে, নাকি ধরে নেবে এখনও কেবিনেই আছে ও?

ধীর গতিতে শ্যাফ্টের দিকে এগোল শাটন। ক্রল করে, একটু একটু করে এগোচ্ছে। প্রায় আধ-ঘণ্টা লাগল পৌঁছতে। ট্রেইলে কোন ট্র্যাক চোখে পড়েনি ওর। নিজের ট্র্যাক যতটা সম্ভব মুছে ফেলল। তারপর গুহায় এসে প্ল্যাটফর্ম নামিয়ে আনল। রশি টেনে উঠে এল। ওপরে এসে গিঁট দিয়ে আটকে দিল রশির কুণ্ডলি, তারপর শ্যাফ্টের ওপর ঝুঁকে গুহার মেঝে নিরীখ করল।

সবকিছু আগের মতই আছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তারপরও মনটা খুঁতখুঁত করছে। নিশ্চিত হতে পারছে না। ক্লজিটের দরজার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কান পাতল, কিন্তু ওপাশে কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। ক্লজিটটা ফাঁকা!

তার মানে কেউ ঢুকেছে এখানে! এ জায়গার কথা অন্য কেউ জানে নাকি? বিল জ্যাকসন তো মারা গেছে, অন্য কারও পক্ষে কি জানা সম্ভব? সন্দেহ আছে শাটনের, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।

ওপরের মুখ দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গুহাটা। নিজের হৃৎস্পন্দন আর গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না

পোকার (Poker) : ফায়ারপ্লেসে বা উনুনে আগুন খোঁচানোর জন্যে লোহার তৈরি দণ্ড

শাটন। হয়তো দরজার ওপাশে মৃত্যু অপেক্ষা করছে···কিন্তু সে তো একদিন আসবেই! ভেবে কি হবে?

একটা দরজা খুললে বা কোন কামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতে পারে ও। এখন বা পরে···একই তো ব্যাপার কিন্তু অদৃষ্টবাদী নয় জিম শাটন, নিয়তির হাতে সবকিছু ছেড়ে দিতে আপত্তি আছে ওর। জানে নিদারুণ অবহেলা বা অসতর্কতাই মৃত্যুর কারণ হতে পারে, কিংবা ওর চেয়েও ক্ষিপ্র কারও মুখোমুখি হলে—দ্রুত নিশ্চিত মৃত্যু হবে।

দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল ও, ঠিক এসময় ওকে চমকে দিয়ে মুখের ওপর খুলে গেল দরজাটা। মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল হাতে, হোলস্টার থেকে মুঠোয় উঠে এল কোল্টটা। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা···অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন!

আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল মেয়েটি, অপূর্ব সুন্দর মুখে নিদারুণ আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরক্ষণে ওকে চিনতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে গেল চাহনি।

'ওহ্, তুমি!'

কোল্ট হাতে কেবিনে ঢুকল শাটন, দ্রুত চারপাশে দৃষ্টি চালাল। একাই আছে মেয়েটি, অন্তত তাই মনে হচ্ছে, এবং শঙ্কিত। চোখে স্বস্তির গভীরে লুকিয়ে আছে চাপা আশঙ্কা আর উদ্বেগ।

'এখানে এলে যে? কি হয়েছে বাথানে?' দ্রুত জানতে চাইল শাটন।

'ঠিক জানি না···খারাপ কিছু হয়েছে নিশ্চই। গতরাতে বাথানে ফিরে এসেছে রিকটার, দারুণ খেপা মনে হলো ওকে। কোথাও নিশ্চই একটা ঝামেলা হয়েছে, যেটা পছন্দ হচ্ছে না ওর।

'রাতে আমার কামরায় এসেছিল মিলিগান, পরামর্শ দিল র‍্যাঞ্চ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্যে তোমার ঘোড়াটাকে স্যাডল পরিয়ে নিয়ে এসেছিল, বলল, ঘোড়াটাই জায়গামত পৌঁছে দেবে আমাকে—তুমি যেখানে গেছ, সেখানেই নাকি আসবে ঘোড়াটা।'

'টম বেনিং বা হ্যামলিন ছিল না?'

'জানি না, স্রেফ মিলিগানের পরামর্শ মত কাজ করেছি। জানি বিপদের আশঙ্কা না থাকলে আমাকে সতর্ক করতে আসত না ও। শুনেছি রিকটারের সঙ্গে আরও কিছু লোক এসেছে, এদের একজন নাকি একটা মেয়ে।'

'ক্যারল লয়ারী?'

'কি জানি! হতেও পারে। কিন্তু এখানে কি করছে ও? আসলে কি ঘটছে, বলবে আমাকে?'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শাটন, বাইরে ট্রেইলের ওপর চোখ রাখল। অ্যাঞ্জেলা নিশ্চই নিজের ট্র্যাক লুকিয়ে আসেনি, বোধহয় সুযোগই পায়নি। ওর ট্র্যাক ধরে এখান পর্যন্ত আসতে কতক্ষণ লাগবে খুনীগুলোর?

গানর‍্যাকের কাছে চলে এল শাটন, শেলফ থেকে বাড়তি কার্তুজ নিয়ে পকেট ভরল। জানালার কাছে ফিরে এল আবার, ট্রেইলের ওপর থেকে নজর সরাল না।

'টাকার লোভে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওদের,' অ্যাঞ্জেলাকে বলল ও। 'সবাই। বিশেষ করে ক্যারল লয়ারীর কথা না বললেই নয়।'

'কিন্তু আমার বাথানে কেন? কি আছে এখানে? বাথানটা ছাড়া বাবা কিছুই দিয়ে যায়নি আমাকে।'

'উঁহুঁ, আরও কিছু আছে, এবং সেটা জেনে গেছে ওরা। জানি না কিভাবে জেনেছে ক্যারল লয়ারী, কিন্তু সবই জানে ও-এই বাথানের কোথাও কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছে তোমার বাবা। রিকটারও জানে। অন্যরা জানে কিনা নিশ্চিত নই আমি।'

'কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে?'

'বিল জ্যাকসন বিশ্বাস করেছিল আমাকে। জানি না কেন করেছিল।'

'এবং টাকাগুলো কোথায় আছে তুমি জানো?'

'জানোই তো, স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি। অতীতের কিছুই মনে পড়ছে না আমার, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করবে না ওরা। অবশ্য কিছু কিছু জিনিস মনে পড়তে শুরু করেছে, হয়তো সময় পেলে আরও মনে করতে পারব।'

সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল অ্যাঞ্জেলা, কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'ওই টাকার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না আমি,' শেষে বলল মেয়েটি। 'কিন্তু বাথানটাই আমার সব-স্বপ্ন, আশ্রয় এবং অবলম্বন। ওটা ফেরত চাই আমি।'

'পেয়ে যাবে। এই দায়িত্বটা আমার, এল পাসোয় গিয়ে অন্তত তাই জেনেছি। যেভাবেই হোক কাজটা শেষ করব, আশা করি ব্যর্থ হব না।'

নীরবে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে ওরা। হাতে কোন কাজ নেই আর। নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত অসহায় মনে হচ্ছে শাটনের। অনুভূতিটা পছন্দ করতে পারছে না। লুকানো টাকা হয়তো এখানেই আছে, খুঁজলে বোধহয় পাওয়াও যাবে, কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়েই এখানে আটকে থাকার ইচ্ছে নেই ওর।

এবং টাকার ব্যাপারেও পরোয়া করে না শাটন। হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষ, নিজেকে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রায় অধীর হয়ে পড়েছে ও; শুধু নিজেকে ফিরে পাওয়ার আশাই করছে এখন। এতদিনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ও-ই রায়ান মেলেট, কিন্তু আসলে কে সে? কি তার পরিচয়? পরিচয় হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটার বিপদ বা সমস্যাগুলোও হারিয়ে ফেলেছে, এবং ওর স্বজনদের খুনীর প্রতি ঘৃণা, তিক্ততা কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহাও হারিয়ে বসেছে, যার কারণে একজন খুনীতে রূপান্তরিত হয়েছে ও।

স্মৃতি বিলোপ হয়তো ওর মনেরই একটা নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছিল-সবকিছু যাতে এড়িয়ে যেতে পারে। পেছনে ফিরে অতীত উদ্ধার করার কোন কারণ এখন আর দেখতে পাচ্ছে না শাটন, কিংবা সেই অতীতও আঁকড়ে ধরার দরকার নেই; শুধু জানা দরকার পরিচয়টা। আবার নতুন করে শুরু করার একটা সুযোগ দরকার ওর।

রায়ান মেলেট সম্পর্কে যা জেনেছে, সংক্ষেপে জানাল ও অ্যাঞ্জেলাকে।

কিভাবে জিম শাটনে রূপান্তরিত হয়েছে, নিজের ধারণার কথাও জানাল।

স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ, খেপা রায়ান মেলেট অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমায়। যখন কেউ আঘাত করেছে, পাল্টা আঘাত হেনেছে; তারপর নেব্রাস্কার সেই র‍্যাঞ্চার রাসলিং সমস্যার সমাধান করার প্রস্তাব দিতে সঙ্গে সঙ্গেই লুফে নিয়েছে ও, কারণ এদের মত কিছু মানুষই ওর সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছিল।

আচমকা নিজের ওপর খেপে উঠল শাটন। এখানে বদ্ধ ঘরে অপেক্ষায় থেকে আসলে বোকামিই করছে, ওকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে প্রতিপক্ষ। গানর‍্যাক থেকে একটা রাইফেল আর শটগান তুলে নিয়ে লোড করল। 'এগুলো সঙ্গে রাখো,' অ্যাঞ্জেলাকে বলল শেষে। 'ওরা যদি এখানে চলে আসে, ক্লজিটের ভেতরে ঢুকে পড়ো। আমি যেভাবে এসেছি, ওভাবে চলে যেতে পারবে। ওরা হয়তো খুঁজে পাবে পথটা, কিন্তু সময় লাগবে। শটগানটা কাজে লাগবে তখন।'

বুট খুলে ক্লজিট থেকে বের করা এক জোড়া মোকাসিন পরল ও। তারপর রাইফেল তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

ওকে থামাল মেয়েটি, ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, সামনে এসে চোখ তুলে তাকাল। 'রায়ান—কিংবা যাই হোক তোমার নাম…সতর্ক থেকো!'

অ্যাঞ্জেলার কাঁধে একটা হাত রাখল শাটন। 'অ্যাঞ্জেলা…আমার সম্পর্কে জেনেছ তুমি। আশা করছি কোন ভুল ধারণা নেই তোমার?'

'পশ্চিমে এসে রাসলার, আউট-ল কিংবা খারাপ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে বাবা। সময়ে সময়ে ওঁকে লড়তে দেখেছি, আবার আপসও করতে দেখেছি। খারাপ মানুষেরা যদি সবসময় চড়াও হয়ে বসে, ভালমানুষগুলোর কি হবে তাহলে? এসব খারাপ মানুষের অনেকেই খুনোখুনি ছাড়া কিছু বোঝে না। ন্যায় বা সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও অস্ত্র তুলে নিতে হয় কখনও কখনও, আবার সেই অস্ত্র ছেড়ে দেওয়ার সময়ও আসে।'

'তোমার ধারণা তাহলে অস্ত্র ছেড়ে দিতে পারব আমি?'

'কেন নয়? তুমি তো একসময় সাংবাদিক ছিলে, তারপর ব্যবসায়ী। অস্ত্র ছেড়ে কলম তুলে নিতে পারো আবার। ওটাই তো তোমার আসল কাজ। আর,' ক্ষণিকের জন্যে থামল মেয়েটি, কালো গভীর চোখে প্রত্যাশা ফুটে উঠল। 'টাকা বা সোনা নয়, জিম, ওই বাথানটা ফেরত চাই আমি। ওটাই আমার সব। আর চাই…আমার পাশে থাকবে তুমি!'

কেবিন থেকে উপত্যকায় বেরিয়ে এল শাটন, পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা।

কাঠুরের মত দীর্ঘ পদক্ষেপে ট্রেইল ধরে নিচে নামতে শুরু করল ও। পাইন সারির কাছে এসে থেমে অপেক্ষায় থাকল, কান পেতে শোনার প্রয়াস পেল। পাইন সুবাসিত পাহাড়ী বাতাস বইছে, চারদিকে অদ্ভুত নীরবতা। বাতাসের হা-হুতাশ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। একটা ঢালু রীজের চূড়ায় উঠে এসেছে ও, জানে এ পথেই আসবে শত্রুপক্ষ।

ফিল্ডগ্লাস দিয়ে র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চ হাউস খুঁটিয়ে দেখল শাটন, কোন

নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। করালে একটা ঘোড়াও নেই। তার মানে বেরিয়ে গেছে সবাই।

গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগোল ও, ক্ষীণ শব্দও শোনার আশায় কান খাড়া হয়ে আছে। এবার কিছুটা হলেও ভাল লাগছে। মাথা ব্যথা নেই, অনুভূতিগুলো ঝরঝরে লাগছে। তাজা শীতল বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল। উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে শরীরের সব স্নায়ু। ভালই তো এই শিকার খেলাটা! বিশেষ করে ও যখন একইসঙ্গে শিকার এবং শিকারী!

অ্যাসপেনের শাখা সামনে থেকে সরিয়ে দিল ও, তারপর ঝুঁকে পড়ে মাথা বাড়াল সামনে। একটা পাথরের সঙ্গে খুরের সংঘর্ষের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল, স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল শাটন। নিচের পাহাড় থেকে এসেছে শব্দটা।

ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে ও, মাটিতে যে জায়গায় পা ফেলবে সে-জায়গা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল; ডানে-বামে পালানোর সম্ভাব্য পথ দেখে নিচ্ছে। উপত্যকার ওপাশে বিশাল একটা পাথর দেখা যাচ্ছে, একটা রুটির মত জেগে উঠেছে মাটির বুকে।

আসছে ওরা!

উঠে দাঁড়াল ও, তারপর নিঃশব্দে এগোল। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে কিছু বোল্ডার আর পাথর পড়ে আছে। ট্রেইলের কাছাকাছি এসে স্যাডলের খসখস শব্দ, ঘোড়ার নিঃশ্বাস কিংবা স্ক্যাবার্ডের সঙ্গে রাইফেলের ঘর্ষণের শব্দ শোনার আশায় কান পাতল।

বাতাসে অ্যাসপেন পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে শুধু…তারপর হঠাৎ অন্য শব্দও শোনা গেল।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও, সঙ্গে সঙ্গে ড্র করেছে।

রুড পিকেট!

ইন্ডিয়ানদের মত নিঃশব্দে পৌঁছে গেছে শাটনের পেছনে। কোমরের কাছে একটা রাইফেল ধরা, উঁচু হচ্ছে ওটার নল, শাটনের বুক বরাবর স্থির হলো। হাসছে লোকটা, চোখে বুনো উল্লাস।

নিজের হাতে কাঁপন অনুভব করল শাটন, দেখল বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পিকেটের চোয়াল। আবার গুলি করল ও, গানম্যানের বুকে একটা লাল ফুটো তৈরি হয়ে গেল।

এক পা পিছিয়ে গেল পিকেট, তারপর ধড়াস করে আছড়ে পড়ল শক্ত পাথুরে মাটির ওপর। এখনও চরম বিস্ময় লেগে আছে চোখে। এতক্ষণে, রিফ্লেক্সের বশে ট্রিগার টেনে দিল তার আঙুল, তপ্ত সীসা শাটনের পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধল।

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তৈরি করল গুলির শব্দ, ক্রমশ মিইয়ে এল, এবং শেষে নীরবতা নেমে এল।

সেই নীরবতায় কোল্টে দুটো নতুন বুলেট ভরে নিল জিম শাটন।

তেরো

ধীর গতিতে মনে মনে বিশ পর্যন্ত গুনল জিম শাটন, কান খাড়া করে শুনছে। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার নিঃশব্দে এগোল, ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান পরিবর্তন করছে। আড়াল ধরে এগোচ্ছে, এমন জায়গা বেছে নিচ্ছে যেখানে শত্রুপক্ষের কারও থাকার সম্ভাবনা নেই।

কোথাও কোন শব্দ নেই। গুলির শব্দ মিলিয়ে গেছে পাহাড়ে পাহাড়ে, একেবারে নিস্তব্ধ চারদিক। এমনকি অ্যাসপেনের পাতাগুলোও যেন কাঁপছে না আর। পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাটিতে।

ভাল লাগছে এখন। তৈরি ও-শরীর, পেশীগুলো টানটান হয়ে গেছে, এবং সহজ ছন্দময় নিঃশ্বাসের অস্তিত্বে বুঝতে পারছে। দৃঢ় হাতে চেপে ধরা রাইফেলটা মনের জোর বাড়িয়ে দিয়েছে। জীবন-মরণ লড়াই এটা, জানে ও, তবুও ভয় লাগছে না; বরং এক ধরনের অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে।

ক'জন আছে ওরা? কার্ল রিকটার তো আছেই, এছাড়া আরও ছয়-সাতজন থাকার কথা। রুড পিকেট এদের অন্যতম একজন, মারা গেছে সে। ওরা অবশ্য নিশ্চিত জানে না এখনও, অনুমান করে নেবে।

এ ধরনের অনেক লড়াই দেখার অভিজ্ঞতা আছে ওর, যেখানে দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজও অসহায় বোধ করেছে—একটা গুলিও করতে পারেনি, কারণ বিপক্ষের মার্কসম্যান দক্ষতার সঙ্গে জায়গা নির্বাচন করে, কিংবা নিজের উপস্থিতি যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্যে সীমাহীন সতর্কতার পরিচয় দেয়। বনে আলো-ছায়ার কারসাজি বা আকস্মিক নড়াচড়াও চৌকস স্নাইপারকে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে, ঠকাতে পারে। সেই ভুলের মাশুল দিতে হয় জীবন দিয়ে।

সময় নিয়ে এগোচ্ছে ও, মাথা খাটাচ্ছে—বিপদের সম্ভাবনা বিচার করছে পা ফেলার আগে। রুড পিকেট নিশ্চয়ই পেছনে ট্র্যাক রেখে এসেছে, বোধহয় পায়ে হেঁটে এসেছে সে। অন্যরা ট্রেইলে আছে এখন, পিকেটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চলে আসতে পারবে এখানে।

সামনের ঢালের দিকে তাকাল শাটন, নিরাপদ একটা কাভার খুঁজছে, যেখানে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে পারবে—আচমকা অদৃশ্য কোন স্নাইপারের গুলি লাগবে না পিঠে।

*

তাড়া নেই কার্ল রিকটারের। ঢালের ওপর গুলির শব্দটা শুনতে পেল সে, ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হেঁটে ট্রেইলে চলে এল, গোড়ালির ওপর বসে ঝুঁকে মাটি থেকে উপড়ে আসা ছোট্ট একটা নুড়িপাথর দেখল। ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লেন্স স্ট্রুড। 'বোকামির দণ্ড দিল রুড,'

নিরুত্তাপ স্বরে বলল রিকটার। 'জিম শাটন খুন করেছে ওকে।'

চোখ নামিয়ে ওর দিকে তাকাল স্ট্রুড। 'কিভাবে নিশ্চিত হলে?'

'কাজ সারতে পারলে চুপ মেরে থাকত না রুড, ডাকত আমাদের।'

'হয়তো এখনও শাটনকে খুঁজছে ও। ওই গুলিগুলো বোধহয় ফস্কে গেছে।'

'রুডের গুলি ফস্কাবে? অসম্ভব! জীবনে একটা গুলিও ফস্কায়নি ওর। আমাদের হয়তো ভুল হতে পারে, কিন্তু রুড পিকেটের কথা আলাদা...অস্ত্র হাতে দারুণ সতর্ক ও, নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত গুলি করবে না। আমি নিশ্চিত, মারা গেছে রুড।'

একটা লাঠি দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছে জন ফুলটন। কোন মন্তব্য করল না সে অস্থির ভঙ্গিতে পায়ের ভর বদল করল পিঙ্ক লুকাস, কি যেন বলতে মুখ খুলেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। চুপ করে থাকাই ভাল। জিম শাটন লোকটা নিশ্চই দারুণ চালু! রুড পিকেটের মত মানুষকে যে মারতে পারে, তাকে নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

'আমরা কি এখানেই অপেক্ষা করব?' জানতে চাইল স্ট্রুড।

'হ্যাঁ। শখ থাকলে যেতে পারো সামনে। তোমার কবরে একটা ফলক লাগিয়ে দেব আমি–লিখে দেব দারুণ সাহসী ছিলে তুমি!'

নাখোশ হলেও উত্তরে কিছু বলার সাহস পেল না বিশালদেহী ব্লন্ড।

'কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করুক শাটন, ক্লান্ত হোক,' বলল কার্ল রিকটার। 'ও যদি অপেক্ষা করতে পারে, আমরাও পারব।'

'জাজ ম্যাকক্লেরির ব্যাপারটা কি? আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কেন?' জানতে চাইল স্ট্রুড।

চোখ তুলে তাকাল রিকটার। 'তাতে অসুবিধে হচ্ছে তোমার? দলে একজন আইনের লোক থাকা ভাল। হয়তো ওকে দরকার হবে আমাদের।'

রিকটারের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না স্ট্রুড, কিন্তু নেতার কণ্ঠে বিরক্তি স্পষ্ট ধরতে পেরেছে। ভয়ে চেপে গেল সে। যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও গভীর কোন ব্যাপার আছে, অন্তত তাই ধারণা লেন্স স্ট্রুডের।

ভোর হওয়ার পরপরই র‍্যাফটার-জেয় এসেছে জাজ ম্যাকক্লেরি। কার্ল রিকটারের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করেছে, অন্য কেউ ছিল না সেখানে। তারপর বাঙ্কহাউস থেকে বাড়িতে গিয়ে ঢোকে জাজ, সম্ভবত অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ওর অজান্তে অনেক কিছু ঘটছে, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল স্ট্রুড, তখন থেকেই ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না।

আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে গাছপালার ফাঁক দিয়ে এগোল ও। ঢালের ওপরে কোথাও অপেক্ষায় আছে জিম শাটন নামের লোকটা। মাত্র একজন লোক, নিজের উপস্থিতি দিয়ে ওদের আটকে রেখেছে এখানে। একটা লোকের ভয়ে ভীত সবাই, কার্ল রিকটার পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে ওকে!'

চোখ তুলে ঢালের দিকে তাকাল স্ট্রুড। ক্রমশ খেপে উঠছে শাটনের ওপর, এবং কার্ল রিকটার কেন অপেক্ষা করতে চাইছে বুঝতে পারছে না। দুর্ধর্ষ

রিকটারও কি ভয় পাচ্ছে লোকটাকে? মাত্র একজন লোক, সুতরাং সব জায়গায় একই সঙ্গে চোখ রাখতে পারবে না সে।

'ওপরে যাচ্ছি আমি,' হঠাৎ ঘোষণা করল স্ট্রুড।

'যাও,' মুখ তুলে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করল না কার্ল রিকটার।

সামান্য দ্বিধা করল স্ট্রুড। ভেবেছে নিষেধ করবে রিকটার, বলার সময় নিজেও ভাবেনি সত্যি সত্যি যাবে। যাবে কি যাবে না, দোটানায় পড়ে গেল সে। না গেলেও ক্ষতি নেই, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আজীবন অবজ্ঞা করবে এরা। এসব ছোটখাট ব্যাপারের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব আর সম্মান জড়িত। ও-দুটো ছাড়া বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়ার মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নেই।

কি দরকার ছিল বাহাদুরি দেখানোর? নিজের ওপরই রেগে গেল লেন্স স্ট্রুড। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঢালের উদ্দেশে পা বাড়াল। ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে গেছে ঘাসে ছাওয়া পথটা, মাঝে মধ্যে ট্রেইলের পাশে গুটিকয়েক পাথর দেখা যাচ্ছে। দু'ধারে অসংখ্য গাছের আড়াল পাওয়া যাবে, ওগুলোর ডাল ধরে একটা থেকে আরেকটায় অনায়াসে চলে যাওয়া যাবে—মাটিতে পা না ফেলেই। কিছু দূর যাওয়ার পর হাঁপিয়ে উঠল স্ট্রুড; থেমে কান পাতল, একইসঙ্গে বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে।

ধুশ্ শালা! দরকার কি এগোনোর? কার্লরা এখন দেখতে পাচ্ছে না ওকে। তাছাড়া লড়াই করার আদৌ কোন ইচ্ছে নেই ওর। জিম শাটনকে পছন্দ করে না ঠিক, এবং ওর এমন কোন ক্ষতি করেনি সে যে তাকে খুঁজে পেতেই হবে। কি দরকার অযথা প্রাণ খোয়ানোর? বরং অন্য কোথাও চলে গেলেই হয়। বিশাল এই দেশ, দূরে কোথাও চলে গেলে কে জানবে? এখানে ফিরে না এলেই হলো।

যদিও ভাবছে, কিন্তু স্ট্রুড জানে, আসলে পালাতে পারবে না। এসব হচ্ছে মনের দ্বন্দ্ব। দ্বিধা আর সংশয়ের প্রকাশ। এবং নিজেকে এতটা তুচ্ছ বা ফেলনাও মনে করে না সে।

গাছপালার ফাঁকে ঢালু একটা পথ ধরে উঠতে শুরু করল স্ট্রুড।

শুধু কার্ল রিকটারই পিস্তলে চালু মাল? নিশ্চয়ই নয়। কার্লকে অ্যাকশনে দেখেছে, নিশ্চিত জানে দ্রুততায় হারবে না ও। সমস্যা হচ্ছে নিশানা নিয়ে। রিকটারের সঙ্গে পঞ্চাশবার ডুয়েল লড়লে একই সময়ে ড্র করতে পারবে ও, কিন্তু প্রতিবারই হেরে যাবে ঠিকমত লক্ষ্য স্থির করতে না পারার জন্যে।

জিম শাটন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই ওর। শুধু জানে রিকটারের মতই একজন বন্দুকবাজ সে, ভাড়াটে খুনী। নিজেকে যেভাবে বিচার করে, কিংবা রুড পিকেট বা জন ফুলটনকে যেভাবে বিচার করে, একই পাল্লায় মাপছে ও শাটনকে; কিন্তু শাটনের অতীত সম্পর্কে জানা নেই ওর। জানে না একসময় নামকরা শিকারী ছিল জিম শাটন। জঙ্গলের মধ্যে শিকার করায় ওস্তাদ শিকারী, নিঃশব্দ চিতার মতই স্বচ্ছন্দ এবং ভয়ঙ্কর।

ঢাল ধরে এগোচ্ছে লেন্স স্ট্রুড। সামনের গাছ, ঝোপ-ঝাড় জরিপ করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। খোলা জায়গায় অভ্যস্ত ওর চোখ—গরুর পালের পেছনে রাইড

করতে কিংবা কোন র‍্যাঞ্চে বা শহরে পিস্তল ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত; কিন্তু জঙ্গলে একেবারে আনাড়ি। অথচ এখানকার নিয়ম-কানুনই আলাদা।

ওর ধারণা নিঃশব্দে এগোচ্ছে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে। মাঝে মধ্যে থামছে সে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানে না একটা রাইফেলের মাজল সারাক্ষণই অনুসরণ করছে ওকে। নিজে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে ধরেই নিয়েছে কারও চোখে পড়েনি। আচমকা খোলা একটা জায়গায় চলে এল স্ট্রুড, সূর্যের আলো পড়েছে এখানে, একটা গাছের ছায়াও নেই। সবে গাছের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় পা রেখেছে ও, আঙুল তুলে হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে দিল খানিকটা। আঙুল সরিয়ে নিচ্ছে, ঠিক এসময়ে পাশে দেখতে পেল শাটনকে, অথচ একটু আগেও সেখানে ছিল না কেউ! একটা রাইফেল শোভা পাচ্ছে শাটনের হাতে, নল খানিকটা নিচু।

'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না,' আলাপী সুরে বলল শাটন, যেন কোন একটা সেলুনে বসে বীয়ার গিলতে বসেছে দুই দোস্ত। 'ধরে নিচ্ছি ওদের কাছে ফিরে যাবে তুমি, আমারও তাতে আপত্তি নেই।'

'না, যাব না,' নিজের স্বরের দৃঢ়তায় চমকে উঠল লেন্স স্ট্রুড। 'ওদের বলেছি তোমাকে খুঁজে বের করব। কথা দিলে সেটা রক্ষা করি আমি।'

'ওদেরকে বোলো আমাকে খুঁজে পাওনি। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই, স্ট্রুড। মনে রেখো, তুমিই আমাকে খুঁজছ খুন করার জন্যে, অথচ তোমাকে বাগে পেয়েও খুন করিনি আমি।'

এক ঘণ্টা আগে, এমনকি কয়েক মিনিট আগেও লেন্স স্ট্রুড ভাবেনি জিম শাটনের সঙ্গে এভাবে আলাপ করবে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এবং কোন উত্তেজনা বা বিদ্বেষ ছাড়াই। অথচ তাই ঘটছে এখন, এবং বিন্দুমাত্র প্রতিহিংসা অনুভব করছে না সে। সত্যিই তো, শাটনের সঙ্গে ওর কোন শত্রুতা নেই!

'রিকটারের সঙ্গে আমার লড়াই,' বলল শাটন। 'আমি চাই র‍্যাফটার-জে থেকে সবাই বেরিয়ে যাবে তোমরা, নিজের ইচ্ছেমত বাথান চালাবে অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন। ব্যস, আর কিছু নয়। কাজটা আমাকে করতেই হবে, স্ট্রুড। কারণ, সেজন্যে আমাকে টাকা দিয়ে গেছে বিল জ্যাকসন।'

'রিকটারকে খুন করবে তুমি?'

'যদি না এছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে।'

'আমার ব্যাপারে কি করবে?'

'বলেছি তো, তোমার সঙ্গে শত্রুতা নেই আমার। উপত্যকায় অন্যদের কাছে ফিরে যাও, ওদের বোলো খুঁজে পাওনি আমাকে। সত্যিই তো, আসলে তোমাকেই খুঁজে বের করেছি আমি। অথবা র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে পারো, একটা ঘোড়ায় চেপে চলে যাও অন্য কোথাও।'

'ওরা তো বলছিল তুমি কাউকে সুযোগ দাও না।'

'হতে পারে তুমিই একমাত্র ব্যতিক্রম,' কথা বললেও, একইসঙ্গে কান খাড়া রেখেছে শাটন, মনোযোগ রেখেছে নিচের লোকগুলোর ওপর–ক্ষীণ শব্দও শোনার

আশায় উন্মুখ। 'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না, স্ট্রুড, পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। ফের কিন্তু অনুরোধ করব না। সুযোগ নেবে কি নেবে না, সেটা তোমার ইচ্ছে। যদি সিক্সশ্যুটারটা বেরও করতে পারো, মিস্ হতে পারে গুলি...কিন্তু চল্লিশ ফুট দূরে হলেও আমার গুলি মিস্ হবে না।'

মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে ঘামের ফোঁটা, শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে শিরদাঁড়ায়—স্পষ্ট টের পাচ্ছে স্ট্রুড। একটা সুযোগ পেয়েছে ও, সেটাই লুফে নেওয়া উচিত। আশপাশে কোথাও আছে পাঁচ লক্ষ ডলার। হয়তো। কিন্তু মরা মানুষ টাকা খরচ করতে পারে না, কিংবা জমজমাট কোন সেলুনেও অভ্যর্থনা পায় না।

'ঠিক আছে, ফিরে যাচ্ছি আমি,' শান্ত স্বরে বলল লেন্স স্ট্রুড। 'কিন্তু ভীতু ভেবো না আমাকে।'

'যদি সত্যি কথা জানতে চাও, বলি তাহলেঃ তুমি আসলে নেহাত বাচ্চা একটা ছেলে, মাত্রই শিশু থেকে বড় হয়েছ। গোয়ার্তুমি করে পিস্তলে যেদিন হাত দেবে, সেদিনই খুন হয়ে যাবে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল লেন্স স্ট্রুড। শাটনের দিকে পুরোপুরি পেছন ফেরেনি, এ অবস্থায় ঢাল বেয়ে নামছে। ঢালু পথে ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছের ডাল চেপে ধরছে মাঝে মধ্যে। এতক্ষণে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে, কিছুটা হলেও অসচেতন ভাবে এগোচ্ছিল, বুঝতে পারছে স্বীকার না করলেও আসলে পালাচ্ছে সে; এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে। অনিশ্চিত হলেও নির্ঝঞ্ঝাট একটা ভবিষ্যতের খোঁজ করবে সে এবার।

স্বস্তির সঙ্গে লেন্স স্ট্রুডকে চলে যেতে দেখল জিম শাটন। ততটা খারাপ নয় সে, অন্তত একটা সুযোগ পাওয়ার মত ভালমানুষি রয়ে গেছে ওর মধ্যে। হয়তো মাথা গরম, দোষ এটাই। কিন্তু কার্ল রিকটার বা জন ফুলটনের ব্যাপারটা আলাদা, এরা ঠাণ্ডা প্রকৃতির কঠিন মানুষ, যা করে ভেবে-চিন্তে করে। এক কথায় শয়তানের দোসর।

নিঃশব্দে গাছের আড়ালে সরে গেল শাটন। এখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে ট্রেইলটা চোখে পড়ছে, যে-ই এদিকে আসবে ওর চোখে পড়ে যাবে দল বেঁধে এলে, আড়াল নেওয়ার আগে অন্তত একজনকে ঠিকই নিকেশ করে ফেলতে পারবে, তারপর নাহয় পরিস্থিতির বিচারে যা করা উচিত তাই করবে।

*

নিচের উপত্যকায় তখন বিরক্তি আর অসন্তোষে খিস্তি করছে কার্ল রিকটার। গুলির কোন শব্দ শুনতে পায়নি। 'গর্দভটা খুঁজে পায়নি ওকে! পাবে কি করে? ওর চোখ বলে কিছু থাকলে তো! দিনের আলোয় বার্নে একটা স্যাডলই যে খুঁজে পায় না, সে জিম শাটনকে জঙ্গলে খুঁজে পাবে?'

'এত অস্থির হচ্ছ কেন?' বলল ফুলটন। 'ও তো আনাড়ি কাউকে খুঁজতে যায়নি!'

কিন্তু কোন শব্দ পাওয়া গেল না ঢালের দিকে। সামান্য নড়াচড়াও দেখা

যাচ্ছে না। 'ঠিক আছে,' শেষে বলল রিকটার। 'চলো, রওনা দেয়া যাক। কতক্ষণ আর বসে থাকব! সাবধানে এগোবে কিন্তু, গুলি করার জন্যে তৈরি থেকো সবসময়। মনে হয় না একবারের বেশি সুযোগ পাব আমরা।'

সবার আগে সে-ই পা বাড়াল, ট্রেইলের দিকে এগোচ্ছে। জিম শাটন সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানে ও, জানে জঙ্গলে শাটন আসলে অদ্বিতীয়। সতর্ক মানুষ সে, খবরের কাগজে বিখ্যাত বন্দুকবাজদের খবর আগ্রহ নিয়ে পড়ে, কে বলতে পারে এদের সামনে কখনও পড়তে হবে না ওকে? ডুয়েল নিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে বা সেলুনে কম গল্প শোনেনি। জিম শাটন সম্পর্কে অনেক শুনেছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তাহলে সত্যিই ভয়ঙ্কর লোক শাটন।

লেন্স স্ট্রুডের কি হলো ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে রিকটারের। হয়েছে কি ওর? গোলাগুলির জন্যে মুখিয়ে থাকে গাধাটা···বয়সে তরুণ না হলেও বেশিরভাগ সময়ে ওর আচরণে সেটাই প্রকাশ পায়। সামান্য কিছু নড়ে উঠলেও চোখের পলকে পিস্তল বের করে, ধৈর্য বড় কম ওর; হয়তো এই তাড়াহুড়োর জন্যেই মারা পড়বে একদিন।

রিকটার জানে কেন ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেছে স্ট্রুড। শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করা ধৈর্য আর সহনশীলতার ব্যাপার, স্ট্রুডের ধাতে নেই সেসব। ধৈর্য ধরার চেয়ে আগে বেড়ে মুখোমুখি হওয়াই শ্রেয় মনে করেছে সে।

এগিয়ে চলেছে ওরা। স্নায়ুর চাপে ভুগছে বলে ছায়া দেখলেই চমকে উঠছে, কিন্তু আসলে কিছুই দেখতে পায়নি।

'কিভাবে জানব ওপরে আছে শাটন?' আচমকা জানতে চাইল পিঙ্ক লুকাস। 'এ পর্যন্ত তো কিছুই চোখে পড়েনি।'

'অ্যাঞ্জেলা ওদিকেই গেছে, এবং ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে যদি আইনের আশ্রয় নেয়?' বাতলে দিল জন ফুলটন। 'বাজি ধরে বলতে পারি শাটন কোথায় আছে জানে মেয়েটা। মনে নেই, এখান থেকে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেছিল শাটন?'

ওপরে, রিকটাররা যে ক্রমশ এগিয়ে আসছে, ঠিকই টের পাচ্ছে জিম শাটন। জঙ্গলের আরেকটু গভীরে ঢুকে পড়ল সে। এখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে ও, বন্য যে কোন প্রাণীর মতই আপন মনে হচ্ছে বনটাকে। এখানকার সবকিছুই যেন ওর নখদর্পণে। বনের শান্তিপূর্ণ স্থিরতা, অস্পষ্ট মর্মরধ্বনি, পাতায় পাতায় দোল দেয়া বাতাস···সবই ভাল লাগছে; জীবন-মরণের খেলা শুরু করেছে আত্মবিশ্বাস নিয়ে, তারপরও মনটা কি এক অজানা কারণে খচ্‌খচ্‌ করছে।

একসময় নামকরা শিকারী ছিল ও, ছিল বিখ্যাত মার্কসম্যান, একটা আর্মস কোম্পানির মালিক এবং প্রেসিডেন্ট। তারও আগে সাংবাদিক ছিল। পরবর্তীতে মানুষ শিকারী। তারপর মাথায় বুলেটের আঘাতে সবকিছুর ছন্দপতন। স্মৃতি বিলোপ। অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা ভুলে যায়নি বটে, কিন্তু সচেতন স্পৃহা আর অভীষ্ট লক্ষ্যও বিস্মৃত হয়েছে সেই সঙ্গে।

যে লোকগুলো ওকে খুন করতে চাইছে, আউট-ল এরা। খুনী। ওকে খুঁজে

পেলে নির্দ্বিধায় খুন করবে, হয়তো অ্যাঞ্জেলাকেও ছাড় দেবে না। ইতোমধ্যে আতঙ্কিত করে তুলেছে মেয়েটিকে। অত্যাচার চালাবে ওর ওপর, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এবার নিজেরই বাথানে বন্দী হবে মেয়েটি। সমাজের শত্রু ওরা, ঘৃণ্য কীট; কিন্তু তারপরও কেন যেন এদের ওপর প্রতিহিংসা বোধ করছে না শাটন, কাউকে খুন করার স্পৃহা জাগছে না।

এই অনীহাই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিধা করার সময় নেই। তত্ত্বকথা কপচানো মানে বিলাসিতা, এবং নির্বুদ্ধিতাও। হয় মারতে হবে, নয়তো নিজেই মরতে হবে…কিন্তু মরতে চায় না শাটন।

ঝোপের পেছনে উবু হয়ে বসে অপেক্ষায় আছে ও। রিকটারের পুরো দলের সাড়া পাচ্ছে। পাতার ফাঁকে দু'বার ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেয়েছে ওদের, অন্তত একবার জন ফুলটনকে রাইফেলের মাজল বরাবর পেয়েছে, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারত। কিন্তু গুলি করেনি ও। অথচ প্রতিটি পদক্ষেপে অ্যাঞ্জেলার কাছাকাছি চলে আসছে ওরা, এমন একটা মুহূর্ত এগিয়ে আসছে যখন পাল্টা আঘাত করা ছাড়া উপায় থাকবে না ওর।

ক'জন আছে ওরা? অন্তত ছয়জন, ভাবল শাটন। র‍্যাফটার-জেতে সবাইকে দেখেনি, হয়তো সংখ্যায় এরচেয়েও বেশি ওরা; কিন্তু ছয়জনই এসেছে বোধহয়, তাই ধরে নিয়েছে ও।

গুলি না করে ওদেরকে কোন ভাবে থামানো যায় কিনা, ভাবছে শাটন। সুযোগ পেলে ওরা যে নির্দ্বিধায় গুলি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাইফেল তুলল ও। ট্রিগারে খানিকটা শিথিল হলো আঙুল। দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে নিল, ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল বুকের বাতাস, এবং তারপর…

গুলি করার জন্যে ট্রিগারে আঙুল চেপে বসেছে, ঠিক এসময়ে পেছনে পদশব্দ শুনতে পেল শাটন। না ঘুরেই পেছন দিকে লাফ দিল ও, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের সাথে সংঘর্ষ হলো কিছুর।

গড়ান দিয়েই গুলি করল ও…চোখের পলকে। মিস্ হলো গুলিটা, দু'হাত দূরের ঝোপের আড়ালের উদ্দেশে লাফ দিল সঙ্গে সঙ্গে। ট্রেইলের দিক থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেল। কিছুটা ওপরে, কোথাও হুড়মুড় করে ঝোপ ঠেলে এগোচ্ছে কেউ, তারপর কণ্ঠ শোনা গেল।

'জিম শাটন, আমি কিন্তু জঙ্গলে বেড়ে ওঠা মানুষ,' শীতল অবজ্ঞা ভরা কণ্ঠে বলল জাজ ম্যাকক্লেরি। 'ওদের মত ভয় পাই না তোমাকে, কারণ আমি নিশ্চিত জানি যে অনায়াসে খুন করতে পারব তোমাকে!'

শীতল ক্রোধ অনুভব করছে শাটন। কোন সন্দেহ নেই চমকটা দারুণ হয়েছে, কিন্তু আশা করল হতাশার যন্ত্রণা বেশি পোড়াবে না ওকে। জাজ ম্যাকক্লেরির স্বরূপ জানল বড় দেরিতে। অথচ অনেক আগেই তাকে সন্দেহ করা উচিত ছিল।

ট্রেইলে রিকটারদের ওপর নজর রাখছিল ও, অন্য কোন দিকে নজর দেয়নি। কি চরম বোকামি!

গাছপালার ফাঁকে আরও সেঁধিয়ে গেল শাটন। এই মুহূর্তে জঙ্গলে চলাফেরার প্রতিটি কৌশল আর দক্ষতা দরকার হবে ওর, কারণ শিকার খেলাটা বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে জাজের উপস্থিতিতে। কার্ল রিকটাররা ওর জন্যে কোন ব্যাপার নয়। ইচ্ছে করলে অবশ্য জাজকেও গুলি করতে পারে, কিন্তু সাহস করতে পারছে না। কারণ তাহলে ট্রেইলের ওদিক থেকে অন্তত ছয়টা রাইফেল গর্জে উঠবে ওর অবস্থান লক্ষ্য করে।

'ধীরে এসো, কার্ল, তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলছে জাজ ম্যাকক্লেরি। 'পেয়ে গেছি ওকে। পালানোর কোন সুযোগ নেই ওর।'

বাম বাহু অসাড় লাগছে। অন্য হাতে কাঁধ স্পর্শ করল শাটন–হাতটা সরিয়ে আনতে দেখল রক্ত লেগে আছে। ব্যান্ডানা খুলে ক্ষতের ওপর চেপে ধরল, কিছুক্ষণ পর ক্ষতের চারপাশ থেকে সমস্ত রক্ত মুছে ফেলল। ব্যান্ডানাটা জড়িয়ে নিল জখমের সঙ্গে, নড়াচড়ার সময় ট্রেইলে রক্ত পড়ার সম্ভাবনা কমে গেল। আরেকটু পিছিয়ে এল ও এবার।

পাহাড়ের ঢালু এই অংশটা পাইন, স্প্রুস আর অ্যাসপেনে ভরা। জাজ ম্যাকক্লেরির অবস্থান আন্দাজ করেছে ও–কিছুটা ওপরে এবং পেছনে আছে সে, অন্যরা সামনের ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে। পিছাতে শুরু করল শাটন। ওপরে ওঠার সুযোগ নেই, সামনেও যাওয়া যাবে না। সুতরাং কিছুটা নিচুতে পাহাড়ের মুখের দিকে যাওয়াই একমাত্র উপায় এখন।

বাম হাতে রাইফেল ওর, ডান হাতে ঝোপ-ঝাড় সরিয়ে রাস্তা করে নিচ্ছে। পাইনের সারি পেরোনোর সময় কাঁটার খোঁচায় ব্যথা পাচ্ছে, কিন্তু টুঁ শব্দ করছে না, মাথা নিচু করে গুটিসুটি মেরে এগিয়ে চলেছে।

সামনে নড়াচড়া টের পেল ও, কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেল না। ওদিকে জাজ ম্যাকক্লেরির অবস্থান। নিজের কারিশমা ভালই দেখাচ্ছে সে–এই বয়সেও ভুলে যায়নি কিছু।

শাটন জানে কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, কিন্তু মাথা তুলে তাকানোর সাহস হলো না। ক্রল করে অ্যাসপেন সারির মাঝখান দিয়ে এগোল ও, কিছু দূর এগিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দশ গজের মত এগিয়ে আবার শরীর নিচু করে ফেলল।

'ওই যে! ওখানে! এই মাত্র দেখলাম ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল পিঙ্ক লুকাস।

চল্লিশ গজ দূরে হঠাৎ করেই নিচু হয়ে গেল একটা ঝোপ, খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল লুকাস। একইসঙ্গে পরস্পরকে দেখতে পেল ওরা, ঝটিতি শাটনের বুক বরাবর উঠে এল রাইফেলের নল। লুকাসের মুখে বিজয়ের হাসি, চোখে নগ্ন উল্লাস। ট্রিগারের ওপর চেপে বসেছে আঙুল।

রাইফেলের ব্যারেল বরাবর শাটনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাটন, অ্যাসপেনের সবুজ পটভূমির বিপরীতে। বাম হাতে রাইফেল, আলতো ভঙ্গিতে ধরা।

'জলদি এদিকে এসো সবাই! বাগে পেয়েছি ওকে!' আবারও চেঁচাল লুকাস।

গুলির যুগল শব্দে কেঁপে উঠল পুরো উপত্যকা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে

লুকাস। জিম শাটনের হাতের রাইফেল থেকে কমলা আগুন ওগরাতে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করেছে। বগলে রাইফেলের বাঁট রেখে, বাম হাতে মাজল তুলে চোখের নিমেষে গুলি করেছে শাটন। অসাড়ের মত ঝুলে থাকা একটা হাত, তা-ও বাম হাত! অথচ ওর রাইফেলের নিশানা করাই ছিল। তারপরও একই সময়ে গুলি করেছে লোকটা, এ-ও কি সম্ভব? *জীবনে কখনও এভাবে গুলি করতে পারব না আমি*, পাল্টা গুলি করার সময় ভাবল পিঙ্ক লুকাস।

পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেছে ওর, হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল। তাকিয়ে থাকল নিস্পলক দৃষ্টিতে...হতবাক, রাইফেলটা কিভাবে পড়ে গেল কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। ঝুঁকে পড়ে যাওয়া রাইফেল তুলে নিতে চাইল ও, কিন্তু আচমকা সীমাহীন ক্লান্তি আর দুর্বলতা ভর করল সারা দেহে। পাইনের শিকড়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল ও। বুকের নিচে হাত দুটো পড়েছে, মাটিতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল লুকাস। নিজের চারপাশে মাটিতে তাজা রক্ত দেখতে পেল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল ও, আচমকা কেশে উঠল। ভীষণ কষ্টকর কাশি। মুখটা ভেজা ভেজা লাগছে, হাত চালিয়ে মুখ মোছার প্রয়াস পেল সে, শূন্য বোকাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হাতের দিকে। ফেনিল রক্ত, কোত্থেকে এল? চোখ পিটপিট করে তাকাল ও, আচমকা শীতল আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর।

বুঝতে পারল বুকে গুলি লেগেছে। রাইফেল ফেলে এবার শার্ট সরিয়ে তাকাল বুকের দিকে। তাজা একট ফুটো...ছোট্ট, গুরুতরও দেখাচ্ছে না, ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে।

চিৎকার করে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে চাইল লুকাস, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না, বরং তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল বুকে।

'কার্ল! খোদার দোহাই, সাহায্য করো আমাকে...'

উত্তর দিল না কেউ, কিন্তু ঢালের ওদিকে নড়াচড়ার শব্দ কানে আসছে ওর, জিম শাটনকে খুঁজছে ওরা। জিম শাটন!

রাইফেল তুলে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে ঢাল ধরে এগোল লুকাস। জিম শাটনকে খোঁজার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করছে না এখন। আসলে কাউকেই খোঁজার ইচ্ছে নেই ওর। নিজের ঘোড়ার কাছে যেতে চায় ও, স্যাডলে চড়ে সরাসরি বাথানে ফিরে যাবে। মেয়েটা...অ্যাঞ্জেলা যদি থাকে ওখানে...ওর যত্ন নেবে।

ট্রেইলের কাছে চলে এল লুকাস, ঢালের নিচে লুকানো আছে ঘোড়া। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, আবার উঠলও, কিন্তু কয়েকবারের চেষ্টায় শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল—অ্যাসপেনের ঝরা পাতার ওপর পড়ে থাকল, পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঠিক ওর মুখের ওপর। আচমকা আরকান্সাসে বাড়ির কাছাকাছি ঝর্নাটার কথা মনে পড়ে গেল ওর—প্রায়ই পানি পান করতে যেত সেখানে। এভাবেই ঝর্নার পাড়ে শুয়ে থেকে তাকিয়ে থাকত সূর্যের দিকে, ঘাসের গন্ধ মাখা বাতাস টেনে নিত বুক ভরে, আর পানির কুলকুল শব্দ

শুনত।

পানি খাওয়ার জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছে, কিন্তু ওঠার ইচ্ছে বা শক্তি নেই ওর। শিগ্‌গিরই এদিকে চলে আসবে কার্লরা, ওকে খুঁজে পাবে...মা খুঁজে পাবে ওকে। এমন জরুরী সময়ে মা না এসেই পারেন না, কি করতে হবে ঠিক জানা আছে ওঁর...

*

অ্যাসপেনের ঘন সারির ভেতরে অবস্থান নিয়েছে জিম শাটন। গাছগুলো সংখ্যায় এত বেশি আর এতটাই ঘন যে ওকে দেখতে পেয়ে গুলি করলেও গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা নেই। যে দিক থেকেই গুলি করুক, লক্ষ্যভেদ করার সম্ভাবনা একশো ভাগের এক ভাগ।

গাছের ফাঁক দিয়ে দৌড় শুরু করল শাটন, চলার পথে মাথা নিচু করছে, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অ্যাসপেনের গুঁড়ি। এঁকেবেঁকে এগোতে হচ্ছে ওকে। শ্রম বেশি লাগলেও সুফলটা তৎক্ষণাৎ পেল—পেছনে গুলি করেছিল কেউ, অ্যাসপেনের গুঁড়িতে বিঁধল সেটা, শব্দ শুনে টের পেল শাটন।

দূর থেকে একটা সঙ্কীর্ণ বুনো ট্রেইল দেখতে পেল, বন্য জন্তুরা ব্যবহার করে বোধহয়। সেটা ধরেই ছুটল। অনুভব করছে রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষত থেকে, জানে না কত দূর যেতে পারবে। কিন্তু থামার উপায় নেই, তাহলেই মরতে হবে।

ট্রেইল শেষে আবারও কয়েক সারি অ্যাসপেন পেরিয়ে এল শাটন, আচমকা সামনে খাড়া পাহাড়ী পথ চোখে পড়ল, রীজের চূড়ায় উঠে গেছে। উঠতে পারবে? ওরা চলে আসার আগেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে পারবে?

ভাবার সময় নেই। পাথুরে দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল শাটন। কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল, চাপ চাপ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে দুই বাহুতে; অথচ এখনও চল্লিশ ফুট বাকি রয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে হাত-পা চালাল ও, পায়ের চাপে ঝরে পড়ছে নুড়িপাথর।

নিচে চিৎকার করে উঠল কেউ, তারপর গুলি করল। পাথুরে চল্টা আঘাত করল ওর পিঠে। রীজের চূড়ায় এসে সমান জমিতে শরীর গড়িয়ে দিল শাটন, দেখল ঠিক কিনারে বড়সড় একটা বোল্ডার পড়ে আছে। চিত হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় বোল্ডারের সঙ্গে মোকাসিন পরা দুই পা ঠেকাল ও, তারপর গায়ের জোরে ঠেলা দিল। নড়ে উঠল পাথর, দু'বার হেলল এদিক-ওদিক, তারপর গড়িয়ে পড়ল ঢাল বেয়ে।

চিৎকার করে সঙ্গীদের সতর্ক করল কেউ, পরক্ষণেই কারও আর্তনাদ শোনা গেল। নামার পথে ছোটখাট নুড়িপাথরের একটা ধস নামিয়েছে বোল্ডারটা। এটাই চেয়েছে শাটন। দু'হাতে মাটির ওপর ভর দিয়ে সিধে হলো ও, চারপাশে তাকাল।

উঁচু একটা উপত্যকায় উঠে এসেছে ও, কেবিনের সেই উপত্যকার মত নয় অবশ্য। উপত্যকার মেঝেয় নরম মাটি, সবুজ ঘাস জন্মেছে ঘন হয়ে, সূর্যের আলো কিনারে পৌঁছেনি, এবং সেখানে জমে থাকা কিছু তুষার দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা সিডার রয়েছে ওপাশে, সিডারের গোড়ায়ও কিছু তুষার জমেছে। উত্তরে

খানিকটা নিচে পাথুরে উপত্যকায় অবস্থিত কেবিনটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে এখান থেকে।

দৌড়াতে শুরু করল শাটন। প্রতিপক্ষ মেসায় উঠে আসার আগেই গাছের আড়ালে লুকাতে চাইছে। ক্ষত থেকে লাগাতার রক্ত ঝরছে, কয়েক পা এগোতে গতি শ্লথ হয়ে পড়ল, একসময় হাঁটতে শুরু করল ও। আড়াআড়ি ভাবে উপত্যকা পেরিয়ে গাছের আড়ালে চলে এল, তুষার নেই এমন একটা জায়গায় অবস্থান নিল।

পেছন ফিরে তাকাল, কোন ট্র্যাক চোখে পড়ল না; কিন্তু জানে থাকতে বাধ্য। এবার রীজের দেয়াল বরাবর উঠতে শুরু করল, উপত্যকা থেকে প্রায় কয়েকশো ফুট উঁচু হবে চূড়াটা।

প্রায় মাঝামাঝি ওঠার পর বিশ্রাম নিতে থামল। পরিশ্রম আর ক্রমাগত রক্তক্ষরণে প্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে। বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের চাঁইয়ের পাশে এসে বসল ও, এখান থেকে নিচের দিকে নজর রাখতে সুবিধে হবে। এবার ক্ষতের দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ হলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে ক্ষতের সঙ্গে চেপে ধরল। খুব মারাত্মক নয় জখমটা, তবে রক্তক্ষরণের মাত্রা প্রায় শঙ্কিত করে তুলেছে ওকে।

এবার অপেক্ষা।

প্রথম লোকটা উঠে এল…অতিমাত্রায় সতর্ক।

ঘাসের ওপর শুয়ে আছে শাটন, সামনে দু'হাত বাড়ানো, সময় নিয়ে নিশানা করল। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে, ট্রিগার টেনে দিল শ্বাস ছেড়ে দেওয়ার সময়। হাতের মধ্যে কেঁপে উঠল রাইফেল, আর চরকির মত আধ-পাক ঘুরল ওর টার্গেট। মেসার কিনারে মুখ থুবড়ে পড়ল সে, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল একবার, তারপর আবারও পড়ে গেল।

রাইফেলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল শাটন, তারপর খাড়া পথ বেয়ে ওঠা শুরু করল। পেছন ফিরে তাকানোর গরজ অনুভব করেনি। অন্তত কয়েকশো ফুট ওপরে আছে ও এখন, চলার পথে আবারও থামল দম নেওয়ার জন্যে। মিনিট কয়েক জিরিয়ে উঠতে শুরু করল। ফিরে তাকাল একবার, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না।

একেবারে চূড়ার কাছাকাছি এসে ফিরে তাকাল শাটন। উপত্যকা থেকে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে কয়েকজন, ছোট ছোট কাঠামো স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

থেমে বসল ও, যত্নের সঙ্গে নিশানা করল একজনকে। ছয় বা সাতশো গজ নিচে আছে ওরা। এরকম দূরত্বে, সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও লক্ষ্যভেদ করা কঠিন। তা না হোক, কিছুটা হলেও ভড়কে দেয়া যাবে ওদের, ভাবল শাটন। জুত মত বসল ও, তারপর পরপর পাঁচটা গুলি করল। কোয়েলের মত ছড়িয়ে পড়ল উপত্যকার লোকগুলো। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একজন, তারপর উঠে দাঁড়াল আবার।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও, রিলোড করে নিয়েছে রাইফেল। চোস্ত শ্যূটিং,

সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল শাটন। অ্যাডোবি ওয়াল্‌স-এর জো বেন্টনের কথা মনে পড়ল ওর, স্যাডলে বসে প্রায় মাইল খানেক দূর থেকে এক ইন্ডিয়ানকে ফেলে দিয়েছিল সে, অবশ্য বেন্টনের হাতে একটা শার্পস বাফেলো গান ছিল তখন, পয়েন্ট ফিফ্‌টি বোরের ভারী রাইফেল।

রীজের ন্যাড়া চূড়ায় উঠে এল শাটন, নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল। কেবিনের অবস্থান আন্দাজ করলেও আসলে দেখতে পাচ্ছে না ওটা, রীজের পাথুরে শরীরের আড়ালে পড়ে গেছে।

দারুণ ক্লান্তি বোধ করছে ও। মাটির ওপর বসে শীতল সতেজ বাতাস টেনে নিল বুকে। জানে ঠিকই ওর পিছু নিয়ে উঠে আসবে প্রতিপক্ষ, কিন্তু সাবধানে এগোতে হবে তাদের। কখন শাটনের গুলি ছুটে আসবে কিভাবে জানবে?

কেবিনে ফিরে যাওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে পারে। এমিলিও আলভারেজের এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা, এবং মিলিগান আর বেন্টিঙের সাহায্যে হয়তো পুরো দলটাকে ঠেকিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বড়সড় একটা 'যদি' রয়ে যাচ্ছে...যদি ওরা বাথানে ফিরে যেতে পারে।

ক্লান্তি সত্ত্বেও রীজের উল্টোদিকের উপত্যকায় নামতে হবে ওকে। কেবিনের ওপর নজর রাখছে না তো কেউ? নাকি এরই মধ্যে কেবিন দখল করে নিয়েছে ওরা, অ্যাঞ্জেলাকে বন্দী করেছে?

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ও, কিন্তু হাঁটু ভেঙে পড়ে যাওয়ার দশা হলো। কোন রকমে সামলে নিল শাটন, বসে পড়ল মাটির ওপর। মিনিট কয়েক নীরবে কেটে গেল, ভেতরে ভেতরে ভড়কে গেছে ও।

এ জায়গাটা অতিরিক্ত খোলামেলা। এমন কোন আড়াল নেই যে লড়াই করতে গেলে সুবিধে পাবে। এবার আর ওঠার চেষ্টা করল না, বরং শুয়ে পড়ল। তিনটে গড়ান দিয়ে রীজের কিনারায় চলে এল। তারপর মূল রীজ থেকে বের হওয়া একটা চোখা পাথর চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল।

যেতেই হবে ওকে। এছাড়া উপায় নেই।

চোদ্দ

দুই উপত্যকার মাঝামাঝি রীজটার অবস্থান, খাড়া ঢালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেড়ে উঠেছে অসংখ্য অ্যাঙ্গেলম্যান স্প্রুস, এছাড়াও কিছু গ্রন্থিল রোমযুক্ত পাইন রয়েছে।

নিতান্ত সতর্কতার সঙ্গে নামছে জিম শাটন, জানে কোন ভাবে যদি পা হড়কে যায় তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু। কাঁধের ক্ষতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দুশ্চিন্তা কাটেনি ওর। এমনিতে নিতান্ত সাধারণ একটা ক্ষত, সংক্রমণও হয়নি, কিন্তু

অতিরিক্ত রক্ত ঝরায় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে জীর্ণ একটা স্প্রুসের ধারে থামল ও, বুক ভরে বাতাস টেনে নিল। ওর উপস্থিতিতে উড়ে চলে গেল কিছু ছোট পাখি, দারুণ সুন্দর ওগুলোর পালক, কিন্তু নাম জানা নেই শাটনের। জমিতে, ছোট ছোট লাফে এগোয় পাখিগুলো, টানা উড়তে পারে না।

রীজের ঢাল থেকে বিশাল পাথুরে কোণা বেরিয়ে আছে মাঝে মধ্যে, তারই ফাঁকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে কিছু জীর্ণ গাছপালা। করুণ দশা ওগুলোর, নিষ্পত্র বেশিরভাগ। শৈবালের ন্যায় কিছু পুষ্পল ছত্রাক জন্মেছে কোন কোন পাথরে। রূপালী রঙের পাথরের ফাঁকে সঙ্কীর্ণ পথ খুঁজে পেল ও, পাথুরে ফাটলে বেড়ে উঠেছে লতানো একটা ফার্ন, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ওটার শাখা-প্রশাখা। ফার্নের লতা ধরে নামতে শুরু করল ও, নামার কাজটা সহজ হয়ে গেল এবার।

একসময় নিচের ঘেসো উপত্যকার কিনারে পৌঁছল শাটন। হরেক রকম গাছ জন্মেছে এখানে, ফুটেছে নাম-না-জানা বিচিত্র রঙের ফুল। দাঁড়িয়ে থেকে সামনের জমি নিরীখ করল ও, এগোতে দ্বিধা করছে। কেউ ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে না তো?

সঙ্কীর্ণ উপত্যকার পাথরের আড়ালে থাকায় কেবিনটা চোখে পড়ছে না এখান থেকে। খুব বেশি হলে দু'শো গজ দূরে, কিন্তু খোলামেলা বলে বেশি মনে হচ্ছে, এবং যথেষ্ট কাভার নেই; সহজ টার্গেটে পরিণত হবে ও। কিন্তু যাওয়া ছাড়াও উপায় নেই।

কেবিনে পৌঁছে কি দেখবে জানা নেই ওর। যত অনিশ্চয়তা বা বিপদের ভয় থাকুক, কেবিনে যেতেই হবে, কারণ অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন আছে সেখানে। এই মেয়েটির কারণেই এখানে এসেছে ও। হয়তো ইতোমধ্যে বন্দী হয়েছে মেয়েটা, এবং চমৎকার একটা ফাঁদে পা রাখবে ও। কিন্তু ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভাল-মন্দ যা-ই অপেক্ষা করুক, খোলা জায়গা পেরিয়ে কেবিনে যেতে হবে ওকে।

রাইফেল হাতে তৈরি রয়েছে শাটন। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টেনে নিল, তারপর স্প্রুসের সারি থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করল। দীর্ঘ, নিশ্চিত পদক্ষেপে পা ফেলছে; হাতের রাইফেল উপত্যকার ওপাশের বোল্ডারের দিকে তাক করা। কেউ থাকতে পারে ওখানে।

বিশ কদম এগিয়ে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও···কেউ নেই। দ্রুত আরও বিশ গজ পেরিয়ে এল, সতর্ক ভঙ্গিতে এগোচ্ছে এখনও।

দেড়শো গজ দূরে পাহাড়ী চূড়ার দিকে তাকাল। একসময় ভাল দৌড়াত ও, তবে সেটা দূরপাল্লার দৌড়ে। এখানে, স্বল্প সময়ে দ্রুত জায়গাটা পেরোতে হবে। কাজটা কঠিন। তবে এ-ও ঠিক শাটন ছুটেছে আর পেছনে রাইফেল হাতে তাড়া করছে কেউ, এমন কিছু আজ পর্যন্ত ঘটেনি···এটাই হয়তো পার্থক্য হয়ে দাঁড়াবে।

দৌড়াতে শুরু করল ও। দ্রুত, স্বচ্ছন্দে। সামনে কিছুটা বামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা পাথর আর বোল্ডার চোখে পড়ল–আড়াল হিসেবে তেমন জুতসই নয়,

তবে মন্দের ভাল বলা যায়।

ছুটে চলল ও...

আচমকা শুকনো ডাল ভাঙার মড়মড় শব্দ ছাপিয়ে উঠল উপত্যকার সুনসান নীরবতাকে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল ও–একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধের কাছে রাইফেল তুলছে।

সন্ত্রস্ত হরিণের মত ছুটতে শুরু করল শাটন। এ মুহূর্তে গুলির শব্দ শুনতে পেলে চলে আসবে অন্যরা। খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না ও, একটা আড়াল দরকার। গোলাগুলি যদি করতেই হয়, তাহলে নিরাপদ আড়াল থেকে করাই ভাল।

দীর্ঘ কদম ফেলছে ও, আচমকা ডানে বাঁক নিল। পেছনে গর্জে উঠল রাইফেল, কানের পাশ দিয়ে শব্দ করে ছুটে গেল তপ্ত সীসা। সামনে পাথরের বুকে চল্টা তুলল গুলিটা, স্পষ্ট দেখতে পেল শাটন। আরেক পা এগিয়ে ডানে ঘুরল ও, চোখের কোণ দিয়ে উপত্যকার মেঝেয় নিচু একটা জায়গা দেখতে পেল। দূর থেকেই ঝাঁপ দিল, গড়ান দিয়ে চলে এল নিচু জায়গায়।

গর্তটা মোটেই প্রশস্ত নয়, কোন রকমে জায়গা হয়ে যাচ্ছে ওর। কিন্তু জানে খোলা জায়গার চেয়ে এটা অন্তত হাজার গুণ ভাল। বাহুমূলের ওপর রাইফেল আড়াআড়ি ভাবে রেখে ক্রল করে এগোল ও। শার্টের নিচে কাঁধের কাছে চটচটে অনুভূতি হচ্ছে, তার মানে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। অথচ নিরাপদ কোন আশ্রয়ে খুব শিগ্‌গিরই যাওয়ার কোন সুযোগ নেই ওর, তখন হয়তো ক্ষতের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে।

গর্তটা খুব বেশি হলে কয়েক ইঞ্চি গভীর হবে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে বেশ; কেবিনের দিকে চলে গেছে ওটা। ক্রল করে এগোতে শুরু করল শাটন, উপত্যকার ওপাশে বোল্ডারের স্তূপের কয়েক হাতের মধ্যে পৌঁছে ঝটিতি গর্ত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কিছু দূরেই কেবিন। তিন কদম এগোতে ওকে দেখতে পেল শত্রুপক্ষ।

গুলির শব্দ শুনতে পেল শাটন, পেছনে কোথাও বিঁধল সেটা। পরের গুলি ওর মাথার অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল উপত্যকা ছাড়িয়ে। আর কোন সুযোগ পেল না লোকগুলো, তার আগেই বোল্ডারের আড়ালে পৌঁছে গেল ও।

মাটির ওপর পড়ে থাকল শাটন, হাঁপাচ্ছে, মাথা তুলে খোলা উপত্যকায় নজর চালাল। কেউ নেই। বোঝা যাচ্ছে ওর মত ঝুঁকি নিয়ে খোলা জায়গা পেরোনোর ইচ্ছে নেই তাদের।

ক্ষতটার ব্যাপারে কিছুই করার নেই এখন। আসলে সেই সময়ই নেই। আপাতত কিভাবে কেবিনে পৌঁছানো যায়, তাই নিয়ে ভাবছে ও। পথটা বিপজ্জনক, একেবারে খোলামেলা। কেবিনে যদি অ্যাঞ্জেলা ছাড়া অন্য কেউ থাকে, নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে শাটন।

ধীর ভঙ্গিতে পাথরের ফাঁক গলে এগোচ্ছে ও, চেষ্টা করছে আহত কাঁধ যত কম ব্যবহার করা যায়। লাগাতার যন্ত্রণা হচ্ছে ক্ষতে। মাঝে মধ্যে খোলা জায়গা পেরোতে হচ্ছে, অবাক হয়ে লক্ষ্য করল কেউ গুলি করছে না। এর কারণ দুটো

হতে পারেঃ হয় ওকে দেখতে পায়নি, কিংবা চাইছে কেবিনে পৌঁছাক শাটন, তাহলে মোক্ষম স্থানে পেয়ে যাবে ওকে; অথবা ঘুরপথে ওর পেছনে আসতে চাইছে তারা। অবস্থান বদলে ফেলায় এখন লাইন অব ফায়ারে পাচ্ছে না ওকে।

গনগনে চুল্লীর মত তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। গলা শুকিয়ে এসেছে, খটখটে হয়ে গেছে জিভ। হঠাৎ করেই শাটন লক্ষ্য করল খোঁড়াচ্ছে মৃদু মৃদু, কখন পায়ে ব্যথা পেয়েছে নিজেও জানে না। সম্ভবত পাথরের আড়ালের উদ্দেশে লাফ দেওয়ার সময়। এতক্ষণ অনুভব করতে না পারলেও ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে এখন।

ক্রল করছে ও, ক্লান্তি আর অবসাদের সঙ্গে লড়াই করছে; পিপাসায় গলা শুকিয়ে এসেছে। ঘোরের মধ্যে চলছে যেন, ছুটেই চলেছে অবিরাম, পথেরও কোন শেষ নেই। নীরব শান্তিপূর্ণ নিরাপদ একটা জায়গা চাই ওর, যেখানে প্রাণ ভরে তেষ্টা মেটাতে পারবে, তারপর ঘাসের বিছানায় প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল শাটন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। হয় লড়াই করতে হবে, নয়তো মৃত্যু। যা কর্তব্য তাই করবে আগে।

পাথরের ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের জন্যে উপত্যকাটা জরিপ করল ও। প্রচণ্ড গরমে তাপতরঙ্গ নাচছে। চোখ পিটপিট করে তাকাল, এখনও হাল ছাড়েনি ওরা···চারজন লোক, প্রত্যেকটা আড়াল পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কাউকে, একেবারে ছোট ছোট দেখাচ্ছে কাঠামোগুলো; কিন্তু শাটন জানে ওর চোখ ভুল দেখেনি।

একজন কিংবা দু'জনকে শেষ করে দিতে পারবে ও, কিন্তু তারপর? তারপর ঠিকই ওকে নিকেশ করে ফেলবে ওরা, নিজেদের সুবিধে মত। চারজনের কাউকে জাজ ম্যাকক্লেরি মনে হচ্ছে না, কিংবা এদের কেউ কার্ল রিকটারও নয়, নিশ্চিত জানে শাটন।

হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও, কাভার নেই আশপাশে, কিন্তু পরোয়া না করে ছুটতে শুরু করল। ওকে হয়তো দেখতে পাবে লোকগুলো, থামবে, রাইফেল তুলে নিশানা করবে এবং গুলি করবে এরপর—এই ফাঁকে ভাগ্য ভাল হলে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে যেতে পারবে ও। একবার ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের আড়ালে পৌঁছতে পারলে অনায়াসে কেবিনে চলে যেতে পারবে।

ছুটছে শাটন। কয়েক পা এগোতে প্রথম বুলেটটা ওর পেছনে পাথরের বুকে বিঁধল কোথাও। বিচিত্র সুর তুলে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল আরেকটা গুলি, সামনে ঠিক ওর মাথার কাছে পাথরের বুক থেকে চল্টা তুলল; আচমকা পায়ের নিচে একটা নুড়িপাথর পড়ল, এবং হোঁচট খেয়ে ভূপতিত হলো শাটন। মুখ থুবড়ে পড়ল পাথরের ওপর, হাত থেকে ছুটে গেছে রাইফেল—পাথরের ওপর পিছলে কয়েক হাত দূরে চলে গেল ওটা।

আবার গর্জে উঠল রাইফেল, পাথরের কুচি এসে পড়ল ওর মুখে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল শাটন, মুহূর্তের জন্যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, তারপর একটা ঝোপের মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। বুক থেকে হুস্ করে বেরিয়ে গেল সব

বাতাস, বাতাসের অভাবে খাবি খেল শাটন; কিন্তু নষ্ট করার মত মুহূর্ত খানেক সময়ও নেই ওর। রাইফেলটা হাতছাড়া হয়ে গেছে, এদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে শত্রুপক্ষ। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল ও, এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটতে শুরু করল–টলছে রীতিমত, এলোমেলো পা ফেলছে।

কেবিনের লাগোয়া শেল্‌ফের কাছে পৌঁছতে প্রতিপক্ষের সাড়া স্পষ্ট টের পেল শাটন। ছুটে শেল্‌ফে ঢুকল, তারপর গতি কমিয়ে থেমে গেল। হাত তুলে মুখ মুছল, ব্যথা অনুভব করছে, দৃষ্টি নামিয়ে এবার হাতের দিকে তাকাল। হাতের চামড়া ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। মুঠি বন্ধ করল ও, খুলল আবার–ঠিকই আছে।

কেবিনের দরজা খুলে গেল হঠাৎ, ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল অ্যাঞ্জেলা: 'সাবধান, জিম!'

রুক্ষ কঠোর মুখের বিশালদেহী এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। 'শাটন, চিনতে পেরেছ আমাকে?' খরখরে স্বরে হেসে উঠল সে, চোখে উল্লাস, জানে ওকে চমকে দিয়ে দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। 'হিউগো নেলি! এবার নিশ্চয়ই চিনেছ? মনে আছে, আমার দুই বন্ধুকে খুন করেছিলে...'

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল শাটন। ভাবাভাবির সময় নেই, ঝটিতি হাতে উঠে এল ভারী কোল্ট–কেশে উঠল। কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। এক পা পিছিয়ে গেল হিউগো নেলি, তারপর দু'পা আগে বাড়ল, আগুন ঝরাচ্ছে তার পিস্তল। সমানে, কোন নিশানা ছাড়াই গুলি করছে। *বোকার হদ্দ,* ফের গুলি করার সময় আনমনে ভাবল শাটন।

পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে গুলিগুলো, কিন্তু তাড়াহুড়ো করছে না শাটন, ঠিক নাভি বরাবর তিনটে গুলি করল নেলিকে।

পিস্তলটা খসে পড়ল হিউগো নেলির হাত থেকে। ওটা নিতে ঝুঁকল সে, কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পাথুরে মাটিতে। মুখ তুলে দেখার চেষ্টা করল শাটনকে, পড়ে গেল আবার। নেলির বুকের চারদিকে বৃত্তাকার রক্তের পুকুর ক্রমশ বড় হচ্ছে।

দ্রুত দরজার দিকে এগোল শাটন। ভেতরে ঢুকতেই হাত বাড়িয়ে ওকে চেপে ধরল অ্যাঞ্জেলা। ঘুরে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল শাটন, ঠিক সেই মুহূর্তে কাঠের পাল্লায় এসে বিঁধল একটা বুলেট।

'তুমি ঠিক আছ তো?' দ্রুত জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, ঠিকই আছি আমি। ওই লোকটা...কিভাবে যেন চলে এল এখানে। আমাকে বলল, তোমাকে নাকি খুন করবে।'

গানর‍্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার তুলে নিল জিম শাটন। পুরো লোড করা আছে। হোলস্টার থেকে সিক্সশ্যূটার বের করে রিলোড করল, তারপর বাড়তি একটা গানবেল্ট তুলে নিয়ে জড়াল কোমরে।

একটু আগে দরজার কাছে গিয়েছিল অ্যাঞ্জেলা, বাইরের উজ্জ্বল রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে ওর, কেবিনের ভেতর অপেক্ষাকৃত কম আলোয় চোখ সয়ে আসার

পর শাটনের কাঁধের ক্ষতটা চোখে পড়ল ওর। 'আঘাত পেয়েছ তুমি!' আঁতকে উঠল মেয়েটি।

একে রাইফেল হারিয়েছে, তারওপর একেবারে পেছনেই ছিল শত্রুপক্ষ, কিছু সময়ের জন্যে অনুভব করা আশঙ্কা আর বিপদের ভয় এখনও পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি শাটনকে; আরেকটা রাইফেল কখন হাতে পাবে–এই চিন্তা ছাড়া অন্য সবকিছু বিস্মৃত হয়েছিল। এখন, অ্যাঞ্জেলার চোখে উদ্বেগ আর শঙ্কা দেখতে পেয়ে ভাল লাগল ওর, উপলব্ধি করল বেঁচে থাকাটা কত আনন্দের কিংবা নিজের জীবনের ওপর কতটা মায়া আছে ওর।

'কিছু একটা করতেই হয়,' অন্যমনস্ক সুরে বলল ও, ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে। 'কিন্তু ক্ষতের দিকে মনোযোগ দেয়ার আগে…একটা ড্রিঙ্ক হলে খুব ভাল হত।'

'কফি আছে,' জানাল অ্যাঞ্জেলা।

'আগে পানি খাব।'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকল ও, শরীর শিথিল করে দিয়েছে। কিছুটা হলেও ভাল লাগছে এখন। কোথাও শুয়ে পড়তে পারলে আরও প্রশান্তি অনুভব করত, চোখ দুটো বুজে আসছে। 'এখান থেকে বেরোতে হবে,' বলল ও। 'কেবিনটা এখন ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়।'

'দাঁড়াও। আগে তোমার ক্ষতটার শুশ্রূষা করা দরকার।'

মেয়েটির দিকে ফিরল শাটন। শঙ্কা আর উদ্বেগে কিছুটা সন্ত্রস্ত, কিন্তু ঠিক যা করা দরকার, তাই করছে। দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দে। পানি গরম করে গামলা ভরে নিয়ে এল ওর কাছে, নরম এক টুকরো কাপড় জোগাড় করেছে কোত্থেকে। শার্ট সরিয়ে ক্ষতটা ধুয়ে ফেলল প্রথমে। গরম পানি উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে শাটনের দেহে, মেয়েটির কোমল হাতের ছোঁয়াও উপভোগ্য মনে হচ্ছে–প্রাণসঞ্চার করছে ওর তটস্থ অনুভূতিতে।

জানালার দিকে তাকাল শাটন। কেবিনের সামনের খোলা জায়গায় দেখা যাচ্ছে না কাউকে, কিন্তু জানে আশপাশেই আছে ওরা, ঠিক হাজির হয়ে যাবে এখানে। কেবিনটা খুঁজে পেতে যা দেরি হচ্ছে। এবং জেনেও যাবে যে কেবল একটা পথেই কেবিনে আসা সম্ভব। আসা মাত্র গুলি শুরু করবে।

বিপদ কিংবা লড়াই কি ওর কাছে নতুন কিছু? নিশ্চয়ই নয়। বরং এই উদ্বেগ, আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তাই ভাল লাগছে, নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। মুখোমুখি লড়াই আর বুলেটের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানে ও। এরকম জায়গায় নির্দিষ্ট টার্গেটের প্রয়োজন পড়ে না, কাউকে দেখারও দরকার নেই। স্রেফ জানালা বা দরজা বরাবর কিছু বুলেট পাঠিয়ে দিলেই হলো, বাকি কাজটা ছুটন্ত বুলেটই করবে। বেশিরভাগ হয়তো মিস্ হবে, কিন্তু পাথরে ছিটকে গিয়ে দু'একটা গুলি যে গায়ে বিঁধবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের বুলেটে তৈরি ক্ষত দেখেছে ও, বদ্ধ ঘরে ছুটন্ত ছুরির মত ছুটতে থাকে গুলিগুলো; গতি তো কমেই না, বরং আরও বেড়ে যায়।

অ্যাঞ্জেলার বাড়িয়ে দেয়া কফির কাপ তুলে চুমুক দিল ও। দরজা থেকে বেশ কিছুটা দূরে বসেছে, প্রায় অন্ধকার কোণে, জানালার দিকে মুখ। অ্যাঞ্জেলা ওর ক্ষতে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করছে, ঠিক এসময়ে এল ওরা।

জাজ ম্যাকক্রেরিই কথা বলল সবার হয়ে। 'শাটন, কোন চান্সই নেই তোমার! হাত তুলে বেরিয়ে এসো কেবিন থেকে, তারপর হয়তো একটা রফা করতে পারি আমরা!'

উত্তর দিল না ও, আসলে প্রয়োজনই বোধ করছে না। যা ইচ্ছে, যতক্ষণ ইচ্ছে বলুক ওরা। কান দেয়ার দরকার কি?

'অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন আছে ভেতরে, জানি আমরা। গুলি লেগেছে তোমার কাঁধে, শাটন। পালাতে পারবে না এখান থেকে। ঝামেলা এড়াতে চাইলে বরং বলে দাও কোথায় আছে ওগুলো। সমান ভাগ পাবে।'

'কিসের ভাগ?' জানতে চাইল শাটন।

'জানো তো তুমি, জানো না?' আরও কাছ থেকে ভেসে এল জাজের কণ্ঠস্বর।

একসঙ্গে ছুটে এসে আকস্মিক হামলা চালাবে নাকি ওরা? কাজটা নিতান্ত বোকামি হবে। কিছু বোঝার আগে মারা পড়বে দু'তিনজন।

নীরবতা। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ। জানালা দিয়ে কেবিনের সামনের খোলা জায়গা জরিপ করল শাটন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এদেরকে বাজিয়ে দেখা যেতে পারে। গাছ ছাড়াও কিছু বোল্ডার রয়েছে আশপাশে, কারও গায়ে না লাগলেও অন্তত ভয় পাবে ওরা।

'অ্যাঞ্জেলা, কয়েকটা ব্যাগ আছে কোথাও,' বলল শাটন। 'একটা ব্যাগে কিছু খাবার ভরে নাও। ক্যান নিতে পারলেই ভাল হয়। ওজন যাতে বেশি না হয় খেয়াল রেখো। কিছু বেকন আর কফিও নিয়ো সঙ্গে।'

কোন প্রশ্ন করল না মেয়েটি, নীরবে ওর নির্দেশ তামিল করল।

'একটা ক্যান্টিনে পানি ভরে নাও, কিছু কার্তুজও নিয়ো।'

'দেখো, জিম,' বাইরে থেকে জাজের কণ্ঠ ভেসে এল আবার। 'আমরা চাই না মিস্ জ্যাকসনের কোন ক্ষতি হোক, তুমিই ওর বিপদ ডেকে আনছ!'

'ওর কোন ক্ষতি করতে চাও না? তাহলে কি করবে ওকে নিয়ে? ওর সবকিছু কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে, পরে যাতে আইনের সাহায্য চাওয়ার সুযোগ পায়, তাই না? আমার কিন্তু তা মনে হয় না, জাজ।'

রাইফেল তুলে দ্রুত তিনবার গুলি করল ও, বোল্ডার বা পাথর বরাবর গুলি করেছে যেগুলোর পেছনে থাকতে পারে শত্রুপক্ষ। টার্গেটে বুলেট বেঁধার শব্দ শুনতে পেল। খিস্তি করে উঠল কেউ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শাটন, জানালার শাটার নামিয়ে দিল। জানালার ঠিক নিচে লূপহোল রয়েছে, ইচ্ছে করলে ওগুলোর ফাঁক দিয়ে অনায়াসে গুলি করতে পারবে।

'বেরিয়ে আসার সুযোগ এখনও আছে তোমার, শাটন,' চড়া স্বরে বলল জাজ। 'দেরি হলে কিন্তু আগুন লাগিয়ে দেব কেবিনে। তখন বাধ্য হয়েই বেরোবে।'

আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে মারবে ওদের? কেবিনে এমন কিছু নেই যে আগুন ধরবে, তবে বাতাস কেবিনমুখী। কোন কিছুতে আগুন জ্বেলে দরজা বা জানালার কাছে রেখে দিলে ভেতরে ঢুকে পড়বে ধোঁয়া। বেশিরভাগ হয়তো বাইরে থেকে যাবে, কিন্তু ভেতরে কিছু ঢুকবেই।

জাজের হুমকির উত্তরে কিছু বলল না শাটন, বরং ক্লজিটের দিকে এগোল। 'এ পথেই বেরোব আমরা,' পাল্লা খুলে বলল ও।

অ্যাঞ্জেলাকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করল শাটন, তারপর শেষবারের মত কেবিনের চারপাশে চোখ বুলাল। আবার কখনও কি আসবে এখানে? সত্যিই উদ্বেগ বোধ করছে ও। রক্তক্ষরণ, খরতাপ আর টানা শ্রমে শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। সঙ্গে অ্যাঞ্জেলা না থাকলে হয়তো কেবিনে থেকে যেত, পরোয়া করত না কোন কিছুর; নিয়তি এড়ানোর চেষ্টা করত লড়াই করে। কিন্তু ধোঁয়া এমন এক জিনিস যার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

ক্লজিটের ওপাশে বেরিয়ে এল শাটন, সতর্কতার সঙ্গে পেছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

পনেরো

অ্যাঞ্জেলা বিশ্বাস করছে ওকে।

শ্যাফ্‌টের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা জরিপ করল শাটন, আনমনে ভাবছে ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা। ওর ওপর আস্থা রেখেছে অসহায় মেয়েটা, নির্ভর করছে। এ অবস্থায় ব্যর্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই ওর।

অতীত হারিয়ে ফেলা একজন মানুষ, জিম শাটন, খুঁজে পেয়েছে এই মেয়েটিকে। প্রথম দেখার পর থেকেই যার যার মনের গভীরে একই অনুভূতি কাজ করছে ওদের, সেটা শুধুই দায়িত্ব বা নির্ভরতা নয়। আরও বেশি কিছু। বিপদ আর ঝামেলা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে ওদের সঙ্গে। মাথায় আঘাত পেয়ে স্মৃতি হারানোর আগে থেকেও, কোন ভাবে যেন নিজের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিল ও—যেভাবেই হোক অ্যাঞ্জেলাকে মুক্ত করতে হবে আউট-লদের হাত থেকে, ওদের গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চ।

সমস্ত ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পারত ও, কিন্তু শুধু অ্যাঞ্জেলার জন্যেই থেকে গেছে, অথচ এখন দু'জনের জীবনই বিপন্ন। শ্যাফ্‌ট ধরে নিচের দিকে তাকাল শাটন। পালানোর ব্যাপারটা হয়তো সহজই হবে…সত্যিই কি সহজ?

নিচের হোমস্টীডে যাওয়া যাবে না। জায়গাটা এরই মধ্যে চিনে ফেলেছে প্রতিপক্ষ, ওকে অ্যাম্বুশ করার চেষ্টাও করেছে। এ মুহূর্তে কেউ যদি অপেক্ষা না-ও করে থাকে, কোন ঘোড়া পাবে না ওরা, তার মানে ছোট্ট নিঃসঙ্গ ওই স্টেশনে হেঁটে যেতে হবে; এবং যাওয়ার পথে বেশ কিছু খোলা জায়গা পেরোতে হবে।

হয়তো নিরাপদে পৌঁছবে স্টেশনে, কিংবা পথেই ধরা পড়ে যাবে। আবার স্টেশনে ট্রেন আসার অপেক্ষায় থাকার সময়ও ধরা পড়ে যেতে পারে…কে জানে কি ঘটবে!

সম্ভবত শ্যাফ্‌ট আর প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারটা জেনে গেছে ওরা। ক্লজিটের পেছনে লুকানো দরজাটাও হয়তো খুঁজে পেয়ে গেছে এরই মধ্যে। সাধারণ পরিস্থিতিতে খুঁজে পাওয়া সহজ হত না, কিন্তু পরিস্থিতি এখন মোটেও স্বাভাবিক নয়। মরিয়া হয়ে খুঁজবে ওরা, লোক বেশি থাকায় পেতেও দেরি হবে না।

শ্যাফ্‌টটা মৃত্যু ফাঁদও হতে পারে। শ্যাফ্‌টের তলায় হয়তো বন্দুক হাতে তৈরি শত্রুর দল। আড়াল নেওয়ার মত জায়গার অভাব হবে না ওখানে। আবার কেউ না-ও থাকতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।

হঠাৎ করে অন্ধকার গুহায় হারিয়ে যাওয়া সেই পায়ের ছাপগুলোর কথা মনে পড়ল ওর, প্রথমবার নামার সময় দেখেছিল। সিঁড়ি ভেঙে ওঠা সম্ভব নয় ওখানে। সময়ের বিবর্তনে ক্ষয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সিঁড়ির ধাপ, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে-ই ধাপগুলো তৈরি করেছিল, স্রেফ খেয়ালের বশে তৈরি করেনি নিশ্চয়ই? অবশ্যই কোন কারণ ছিল, এবং নির্দিষ্ট কোথাও গেছে পথটা।

গোপন কোন শস্য ভাণ্ডার? মনে হয় না। ঝুড়িতে করে সিঁড়ি ভেঙে শস্য নিয়ে যাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। হতে পারে ভিন্ন কোন কারণে জায়গাটা ব্যবহার করত আদি অধিবাসীরা, কিংবা বিপদের সময় নিরাপদে লুকিয়ে থাকার জন্যেও তৈরি করতে পারে। নাকি কোন এস্কেপ রুট?

চারদিকে চোখ বুলাল শাটন। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল এক কোণে। দেয়ালে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলছে, ঝুল পড়েছে ওগুলোয়। একটা তুলে নিয়ে নাড়া দিল। আধাআধি তেল রয়েছে। আরেকটা একেবারে খালি।

ম্লান আলো জ্বলছে এখানে, কিন্তু শ্যাফ্‌টের কাছে যথেষ্ট আলো–সবকিছু স্পষ্ট দেখার মত যথেষ্ট। কোণে উঁকি দিল ও, যা ভেবেছিল–মেঝেয় কেরোসিনের একটা ক্যান পড়ে আছে। প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ। ক্যানের কোণার গর্তে একটা গোলআলু ঠেসে রাখা, ছিপির কাজ দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে।

দুটো লণ্ঠনই ভরে নিল ও, তারপর দেয়াল থেকে গুটানো এক প্রস্থ রশি নিয়ে চলে এল শ্যাফ্‌টের কাছে। একটা লণ্ঠন অ্যাঞ্জেলার হাতে ধরিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল, অনিশ্চিত এক পথে এগোতে যাচ্ছে যেখানে হয়তো সত্যিই কোন পথ নেই; আবার এ-ও ঠিক, এছাড়া কোন উপায়ও নেই।

ছোট্ট প্ল্যাটফর্মটা দেখাল শাটন। 'উঠে পড়ো, অ্যাঞ্জেলা। দু'জনে হয়তো খানিকটা চাপাচাপি হবে, তবে ঠিক নেমে যেতে পারব।'

ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল মেয়েটি। 'নিচে ওরা অপেক্ষায় থাকবে না তো? বলতে চাইছি…হয়তো জায়গাটা ভাল করে চেনে ওরা।'

'একেবারে তলা পর্যন্ত নামব না আমরা,' শান্ত স্বরে বলল শাটন। 'ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তুমি যদি এখানেই থেকে যেতে চাও, আমিও থাকব।'

'না। তোমার সঙ্গেই থাকব আমি…যেখানেই যাও।'

ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ওরা। প্ল্যাটফর্মটা দু'জনের তুলনায় বেশ ছোট, গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, নড়াচড়া করার সুযোগ নেই। অন্ধকার গুহার কাছাকাছি এসে প্ল্যাটফর্মটা থামাল শাটন, তারপর কপিকলের দড়িতে গিঁট দিয়ে বেঁধে ফেলল। গুহার কিনারে নেমে গেল অ্যাঞ্জেলা, লণ্ঠন আর কেরোসিনের ক্যান নিয়ে নেমে এল শাটন। প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আবারও ওপরে উঠে এল ও, খাবার আর বাড়তি কার্তুজ নিয়ে নেমে গেল এবার।

'ওরা কি আমাদের খুঁজে পাবে?' জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'মনে হয় না।' শ্যাফট ধরে নিচের দিকে তাকাল ও। মনে হলো একটা বুটের ছাপ দেখতে পেয়েছে, যেটা আগে কখনও চোখে পড়েনি; কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, একে তো আলো কম তাছাড়া এতদূর থেকে ঠিক দেখেছে কিনা নিশ্চিত নয়। ঘুরে অ্যাঞ্জেলার দিকে ফিরল ও। 'আমাকে বিশ্বাস করো, অ্যাঞ্জেলা?'

'নিশ্চয়ই!' শান্ত স্বরে, নির্দ্বিধায় উত্তর দিল মেয়েটি।

বাউই ছুরি বের করে প্ল্যাটফর্মের দড়ি কেটে দিল ও। সড়সড় শব্দে নেমে গেল মুক্ত প্ল্যাটফর্ম, একটু পরে তলায় আছড়ে পড়ল গম্ভীর শব্দে। ধুলোর মেঘ উঠে এল শ্যাফ্‌ট পর্যন্ত। দড়ির কাটা প্রান্ত কিলবিল করে নেমে যাচ্ছে নিচে, একেবারে তলায় পৌঁছে গেল একসময়।

সশব্দে নিঃশ্বাস টানল অ্যাঞ্জেলা, শাটনের বাহু খামচে ধরল। অনেক নিচে, স্বল্প আলোয় অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে বিধ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম আর দড়িটা। একেবারে একা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ওরা। ওপরে যাওয়ার কিংবা নিচে নামার একমাত্র সুযোগটা এইমাত্র কেটে ফেলেছে।

বিধ্বস্ত প্ল্যাটফর্মের কাছে ছুটে এল দু'জন লোক, দ্রুত চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, শেষে ওপরের দিকে তাকাল। নিচ থেকে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না ওরা, জানে শাটন, লোকগুলোর বিস্মিত স্বর কানে এল ওর, কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারল না।

লণ্ঠনের আলো শ্যাফ্‌টের কাছাকাছি আসছে না, ইচ্ছে করেই দূরে সরিয়ে রেখেছে শাটন। ঘুরে এবার গুহার দিকে এগোল ও। রাইফেল দুটো তুলে নিল অ্যাঞ্জেলা, আর খাবারের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হাতে লণ্ঠন তুলে নিল শাটন। গুহার গভীরে প্রবেশ করল।

পায়ের নিচে শত বছরের জমাট বাঁধা ধুলোর স্তর। লণ্ঠনের আলোয় ওদের ছায়া পড়েছে গুহার দেয়ালে, ভৌতিক এবং দানবীয় দেখাচ্ছে ওগুলোকে। প্রাকৃতিক একটা গুহা, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে এ পর্যন্ত কোন মানুষের পা পড়েনি এখানে, তেমন কোন চিহ্নই নেই।

পঞ্চাশ ফুটের মত এগোনোর পর আচমকা বড়সড় একটা কামরায় ঢুকল ওরা। অনেক উঁচুতে পাথুরে সিলিঙের চেরা দিয়ে কিছু আলো এসে পড়েছে। একপাশে কিছু পাথর একত্রিত করা, কোন একসময় আগুন ধরিয়েছিল কেউ।

'অস্থায়ী ক্যাম্প,' বলল শাটন। 'মনে হয় না এ ধরনের গুহায় থাকবে কেউ। নিশ্চয়ই বেরোনোর কোন পথ আছে।'

'থাকবে না কেন?'

'মেসার ওপর কিছু গ্রাম দেখেছি, সম্ভবত এদেরই। খোলা জায়গায় থাকতে ভালবাসে ওরা, বাড়িও তৈরি করে খোলা জায়গায়। পেছনে,' আঙুল তুলে পুব দিক নির্দেশ করল শাটন। 'কিছু বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেছি, গুছিয়ে তৈরি না হলেও, কিন্তু সবক'টাই ছিল খোলা মেসায়।'

একেবারে শান্ত, নীরব সবকিছু। বাতাসও নড়ছে না যেন। চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল অ্যাঞ্জেলা। অর্ধ-আলোকিত গুহায় চোখ বুলিয়ে বুঝতে চাইছে এখানে যারা ক্যাম্প করেছিল, কি ধরনের মানুষ ছিল ওরা। কিভাবে এখানে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করেছে…হয়তো বিশেষ কোন গুহা এটা, কেবল বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহার করা হত।

শাটনের বুটের খোঁচায় ধুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে ভুট্টার একটা দাঁড়। ঝুঁকে ওটা তুলে নিল ও। বহু আগেই ভুট্টার দানা খসিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু দানাগুলো যেখান থেকে বের হয়েছে, সেই শাঁসগুলো রয়ে গেছে এখনও। গুনল ও…দশটা।

'গুহা ধরে এগোলে কি ওদের থাকার জায়গায় পৌঁছতে পারব আমরা?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'কেবিনের কাছাকাছি কোন গ্রাম বা বাড়ি নেই, ক্যানিয়নের আশপাশেও নেই। থাকবে, তা আশাও করছি না। ক্যানিয়নের কাছাকাছি স্থায়ী ভাবে বাস করত না ওরা। বরং বিপদে পড়ে এখানে আসত।' থেমে কান পেতে শুনল শাটন, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। 'চারপাশে ঘুরে দেখেছি আমি। কিছু বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেছি, জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ওসব বাড়ি। আমার ধারণা কোন কারণে আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এরা। ক্লিফের নিচে গুহা বা গর্তে বাড়ি তৈরি করেছে, পশ্চিমে এমন বহু বাড়ি দেখা যাবে। আমার ধারণা স্রেফ জীবন বাঁচাতে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা।'

ব্যাগ আবার কাঁধে তুলে নিল শাটন, লণ্ঠন হাতে এগোল। কামরা ছাড়িয়ে টানেলের শুরু হয়েছে, নিচু হয়ে টানেলে ঢুকে পড়ল ও। একেবারে সঙ্কীর্ণ টানেল, প্রায়ই কাঁধের ব্যাগ ঠোকাঠুকি করছে টানেলের ছাদের সঙ্গে। গুনে গুনে পা ফেলছে ও, একশো গোনার পর থামল। টানেলটা প্রশস্ত হয়নি, কিংবা দিকও বদলায়নি।

গুমট গরম। বাতাস সরছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওদের। হাতের চেটো দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল শাটন, এগিয়ে চলল আবার। লণ্ঠনের আলো নিভু নিভু হয়ে এসেছে…বাতাসে অক্সিজেনের অভাব।

আরও একশো পা এগোল ও, এবার কিন্তু থামল না। আবারও একশো পা। আসলে কত দূর এসেছে ওরা? আন্দাজ করল আট-নয়শো গজ চলে এসেছে পাহাড়শ্রেণীর অভ্যন্তরে। দিক সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ও, টানেলটা দিক পরিবর্তন করেনি যদিও, শাটনের ধারণা পুব দিকে এগোচ্ছে, র‍্যাফটার-জের উল্টোদিকে।

আরও একশো পা এগিয়ে থামল ও। একেবারে নিভু নিভু হয়ে গেছে লণ্ঠনের আলো, শ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। ঘাম আর ধুলোয় মলিন হয়ে গেছে অ্যাঞ্জেলার মুখ।

'থামলে চলবে না,' অভয় দেয়ার সুরে বলল শাটন। 'যে করেই হোক এগোতে হবে, অ্যাঞ্জেলা, পিছিয়েও যাওয়া যাবে না।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি, কিছু বলল না।

কাঁধে ব্যাগ তুলে নিয়ে আবার এগোল ওরা। কিছু দূর এগোনোর পর আচমকা তীক্ষ্ণ বাঁক নিল টানেল, খোলা বিশাল একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে সামনে।

'জিম···দেখো! লণ্ঠনটা দেখো!' উত্তেজিত স্বরে চেঁচাল অ্যাঞ্জেলা।

আগুন উস্কে উঠেছে, বাঁক ঘোরার পর থেকে মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে চলে এসেছে ওরা। আগুনের শিখা এক দিকে বেঁকে গেছে, একইসঙ্গে চোখে-মুখে শীতল বাতাসের সতেজ স্পর্শ অনুভব করল শাটন।

দ্রুত পা চালাল ওরা, আচমকা গুহার মুখে চলে এল। একটা খাড়াইয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে–ক্লিফের দেয়ালে ছোট্ট এই খাড়াইয়ে শেষ হয়ে গেছে টানেল। কয়েকশো ফুট নিচে সবুজ উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। আগে কখনও জায়গাটা দেখেনি শাটন।

একপাশে ঢালু পাথুরে চাঙড় পাশের মেসার চূড়ায় উঠে গেছে। খুব বেশি উঁচু হবে না মেসাটা, গুহার মুখ থেকে বড়জোর একশো ফুট হবে, কিন্তু রাস্তাটা খাড়া, সঙ্কীর্ণ; পেরোতে গেলে নির্ঘাত চুল খাড়া হয়ে যাবে। এপাশে শৈলশিরায় ছোট একটা ঝর্না দেখা যাচ্ছে, ঝর্নার আশপাশে কিছু মাটির পাত্র চোখে পড়ছে–লাল-কালো রঙে কারুকাজ করা, অনেক দিনের পুরানো। কিছু জায়গায় আগুন জ্বালানোর চিহ্নও রয়ে গেছে।

ঢালু পথের দিকে তাকাল শাটন, যেটা ধরে মেসার চূড়ায় ওঠা যাবে। একটা ভুল পদক্ষেপে শেষ হয়ে যাবে সব–নিচের উপত্যকায় খসে পড়তে হবে; কিংবা ক্লিফের ওপর থেকে কেউ গুলি করলে কিছুই করার থাকবে না।

'ওরা কি আমাদের অনুসরণ করবে?' জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'যে কোন মূল্যে আমাদেরকে সরিয়ে দিতে চাইছে ওরা। বড় বেশি জেনে গেছি আমরা। রিকটার জানে ওকে খুন করার জন্যেই পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'শ্যাফ্টের কাছে ফিরে গিয়ে কি বেরোতে পারব আমরা?'

'মনে হয় না। প্ল্যাটফর্মের দড়ি কেটে দিয়েছি আমি। হয়তো এটাকে স্রেফ দুর্ঘটনা মনে করবে ওরা, ভাববে সত্যিই আটকা পড়ে গেছি আমরা। যদি তাই ভাবে, তাহলে আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই–আমাদের অনুসরণ করবে না কেউ। যদি করেও, টানেল ধরে আসতে হবে ওদের, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে একাই কয়েকজনকে সামাল দিতে পারব আমি।'

'কিন্তু সেরকম কোন ইচ্ছে তোমার আছে তো বলে মনে হচ্ছে না···কেন?'

শ্রাগ করল শাটন। 'হয়তো নিতান্ত বাধ্য না হলে কাউকে খুন করতে চাই না

বলেই…কিংবা আশায় আছি মেসায় উঠে যেতে পারব।' আঙুল তুলে মেসাটা দেখাল ও।

ঢালের গোড়ার দিক একেবারে সঙ্কীর্ণ, মাত্র ফুট চারেক হবে চওড়ায়। চূড়ার দিকে আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে, তিন ফুটেরও কম। সারা পথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য আলগা পাথর, কোন রকমে আটকে আছে; একটু এদিক-ওদিক হলেই ধসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শৈলশিরার দিকে নজর দিল শাটন। মাটির পাত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে ঝর্নাটা ব্যবহার করা হত একসময়, ভুট্টা বা অন্য শস্য ফলানো হত জমিতে; সঙ্কীর্ণ ঢালু পথটাও নিশ্চই ব্যবহার করেছে ওরা। কিন্তু সেটা অনেকদিন আগের কথা। এখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে তখনকার পরিস্থিতির ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। হয়তো পাথরগুলো এত আলগা ছিল না তখন; বাতাস, বৃষ্টি, তুষার এবং গাছের মূল পরিবেশে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে, ক্ষয়ে গেছে পাথুরে চাঙড়, পাথরগুলোও নড়বড়ে হয়ে গেছে। ওঠার সময় কোন ভাবে পাথর ধস শুরু হলে এড়ানোর কোন উপায় থাকবে না।

কিছুক্ষণ মাটির ওপর শুয়ে থাকল শাটন, ঝর্নার শীতল পানিতে তেষ্টা মেটানোয় প্রশান্তি বোধ করছে। উঠে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল, তারপর চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল ঢালু পথের দিকে, মনে মনে সম্ভাবনা বিচার করছে। 'এই পথ বেয়ে উঠতে পারবে?' শেষে অ্যাঞ্জেলার উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'পারব।'

'ভাল করে চিন্তা করো। একবার উঠতে শুরু করলে কিন্তু আর নামা যাবে না। বরং ওঠার চেয়ে নামাই কঠিন হবে। যাই হোক, ওপরে ওঠা ছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

'বেশ তো।'

তবুও দ্বিধা করছে শাটন। হয়তো আউট-ল শিকারী জিম শাটন বলেই ভয়-ডর কি জিনিস জানে না ও, কিন্তু এ মুহূর্তে কিছুটা হলেও ভয় পাচ্ছে সে—এবং শঙ্কিত; কারণ সঙ্গে অ্যাঞ্জেলা রয়েছে। শুধু নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে হলে সমস্যা ছিল না। অথচ পরিস্থিতি ওকে নাচার করে ছেড়েছে। অ্যাঞ্জেলাকে সঙ্গে নিয়েই মেসায় উঠে যেতে হবে।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?' হঠাৎ বলল অ্যাঞ্জেলা। 'তোমার সম্পর্কে কত কম জানি, অথচ নিশ্চিন্তে নির্ভর করছি! তুমি পাশে থাকলে কখনোই নিজেকে বিপন্ন বা একা মনে হয়নি। কখনোই মনে হয়নি!'

'নিজের সম্পর্কে আমিও বেশি কিছু জানি না। জানি একসময় আমার নাম ছিল রায়ান মেলেট, সাংবাদিক বা ওরকম কিছু ছিলাম; পরে একটা আর্মস কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলাম। ব্যস, এর বেশি কিছু জানি না।'

'রায়ান নামে ডাকি তোমাকে?'

'তোমার ইচ্ছে,' একটা ব্যাগ তুলে নিল শাটন। 'চলো, রওনা দেয়া যাক। জানি না কি আছে ভাগ্যে! হয়তো মেসায় উঠে দেখব অন্য কোন পথে আমাদের

আগেই পৌঁছে গেছে ওরা।'

'ওরা কিভাবে জানবে গুহা থেকে বেরিয়ে ঠিক এখানেই আসব আমরা, পরে মেসায় ওঠার চেষ্টা করব?'

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু জাজ ম্যাকক্রেরি বা কার্ল রিকটার, কাউকেই খাটো করে দেখতে ইচ্ছুক নয় শাটন। সাংঘাতিক ধূর্ত ওরা, বিশেষ করে জাজ ম্যাকক্রেরি। শুধু ব্যক্তিগত সম্মানই নয়, জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছে সে এ খেলায় যোগ দিয়ে। সুতরাং কোন ভাবেই পিছিয়ে যাবে না জাজ, এর শেষ দেখে ছাড়বে।

'তুমি বরং আগে আগে যাও। বলা যায় না, যদি পিছলে পড়ো, হয়তো সাহায্য করতে পারব আমি।'

দুটো ব্যাগ ছিল সঙ্গে, কিন্তু একটা রেখে যেতে হচ্ছে। বাতিল করা ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় কার্তুজ ভরে নিয়েছে অন্য ব্যাগে, কিছু বেকনও নিয়েছে সঙ্গে। হিসাব করে খেলে কয়েকদিন চলে যাবে। কাঁধে ব্যাগ ফেলে এগোল শাটন। জানে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে ব্যাগটা, বিশেষ করে যেহেতু ওটাকে দেহের সঙ্গে আটকে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই।

আচমকা শত্রুপক্ষের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। অনেক দূরে হলেও স্পষ্ট শুনতে পেল। টানেল ধরে আসছে ওরা!

ঝট করে পাথুরে ঢালের দিকে ফিরল শাটন। 'এগোও!'

চোখ তুলে মেসার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। 'আগে তুমি যাও···প্লীজ! ভয় লাগছে আমার!'

তর্ক করার সময় নেই। বুট দিয়ে ঠেলে একটা পাথর পরখ করল শাটন, মনে হলো অনড় ওটার অবস্থান। ওটার ওপর উঠে এল, তারপর উঠতে শুরু করল···এক পা, দুই পা···তিন পদক্ষেপ। হাত রাখার জন্যে খাঁজ খুঁজে নিচ্ছে, পা রাখার আগে পরীক্ষা করে নিচ্ছে। ক্ষণিকের অসতর্কতার ফলে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল বুটের ধাক্কায়, তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে তাকাল শাটন, ঠিক ওর গা ঘেঁষে আছে অ্যাঞ্জেলা। নিচে ক্যানিয়নের অন্ধকার অতল গহ্বর দেখা যাচ্ছে।

আবার উঠতে শুরু করল ও। চূড়াটা খুব বেশি উঁচু নয়, কয়েক ফুট খাড়া ঢালই এখন যোজন দূরে এবং দুরতিক্রম্য মনে হচ্ছে। পাথুরে শরীর হাতড়ে আরেকটা খাঁজ পেল শাটন, ব্যাগটা কাঁধের মাঝখানে ঠেলে দিল যাতে উঠতে সুবিধে হয়। নিচ থেকে যতটা মনে হয়েছিল তারচেয়ে অনেক বেশি খাড়া আর বিপজ্জনক মনে হচ্ছে ঢালটা। ঘামে মুখ ভিজে গেছে ওর, গড়িয়ে পড়ছে তৃষিত পাথরের বুকে। গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে ভেজা শার্ট। আড়ষ্ট লাগছে কাঁধের ক্ষতের আশপাশ। আরেকটা পাথরের ওপর উঠে এসে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, থামল বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। ওপরে তাকাতে মেসার কিনারা দেখতে পেল, একেবারে কাছে। এখন যদি গুহা ধরে নিচের চাতালে এসে দাঁড়ায় শত্রুপক্ষ, কিছুই করার থাকবে না ওদের, টাবের ভেতর আটকা পড়া ব্যাঙের মত অসহায় অবস্থা–নিচে নামার উপায় নেই, পাল্টা গুলি করার সুযোগও নেই।

একটা পাথরের ওপর পা রেখে শরীর তুলতেই ঘটল অঘটন–পিছলে নামতে শুরু করল ওর দেহ। মরিয়া হয়ে দু'হাত ছড়িয়ে দিল শাটন, পাথুরে শরীর খামচে ধরতে চাইল–যা-ই হাতে লাগুক, আঁকড়ে ধরবে। পাথরের কিনারা ঠেকল ওর হাতে, প্রাণপণে ওটা চেপে ধরল। কোন রকমে ঝুলে থাকল। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক, বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। সশব্দে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, নিশ্চিন্ত যে পাথরটা ধসে পড়বে না। গোড়ালির ওপর একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল। নিচের দিকে তাকাতে অ্যাঞ্জেলার উদ্বিগ্ন, চিন্তিত মুখ দেখতে পেল।

ক্ষীণ হাসল শাটন। 'ভাগ্যিস, বেঁচে গেছি এ যাত্রা!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল, দু'হাত দিয়ে পাথরের কিনারা আঁকড়ে ধরে শরীর খানিকটা টেনে তুলল। পাশের পাথরে এক পা ঠেকিয়ে ওপরে তুলল শরীর। মেসার কিনারে গিয়ে ঠেকল ওর কাঁধ। এবার অন্য পা-ও টেনে তুলে ফেলল, নিচ থেকে ওকে ঠেলে সাহায্য করছে অ্যাঞ্জেলা।

কাঁধ থেকে ব্যাগ খুলে মেসার ওপর ছুঁড়ে দিল শাটন। নিচ থেকে উঠে আসছে অ্যাঞ্জেলা। দুই পাথরে পা ঠেকিয়ে শরীর একটু একটু করে ওপরে তুলল ও। উঠে এল এক ফুট...দুই ফুট।

খানিক বিশ্রাম নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে উঠতে শুরু করল আবার। মেসার কিনারা আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে, ঠিক এসময় নিচে কয়েকজনের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেল। এখনও দেখতে পায়নি ওদের, আলোচনা করছে কোথায় উধাও হয়ে গেছে শিকার। কিন্তু বেশিক্ষণ লাগবে না, মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ওদের দেখতে পাবে, জানে শাটন।

আরও একটু ওপরে উঠল ও, প্রায় ফুট খানেক। ঘুরে পেছনে তাকাল, একই সময়ে নিচে একজনের চিৎকার শুনতে পেল। 'কার্ল! কার্ল, ওই তো, পেয়ে গেছি ওকে!' চাতালের কিনারে এসে দাঁড়ানো এক লোক আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল ওদের। লোকটাকে চেনে না শাটন, জীবনে কখনও দেখেছে কিনা তা-ও মনে করতে পারল না।

'অ্যাঞ্জেলা, ক্রল করে আমার পাশে চলে এসো, আমার ওপর শুয়ে পড়ো,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'জলদি!'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এল অ্যাঞ্জেলা, কোমর ধরে ওকে টেনে তুলল শাটন। দুই পাথরের মাঝখানে শুয়ে আছে ও, পাথরে পা ঠেকিয়ে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। অ্যাঞ্জেলাকে টেনে তুলে নিজের ওপর চাপিয়ে দিল, বলা যায় ওর ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটি। মেসার কিনারা মাত্র চার-পাঁচ ফুট ওপরে।

'এগোও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাড়া দিল শাটন। 'মেসায় উঠে যেতে পারলে রাইফেল হাতে আমাকে কাভার দিতে পারবে।'

হোলস্টারের ঢাকনা সরিয়ে সিক্সগান বের করল ও, এক হাতে কোল্ট চেপে ধরে ওঠার চেষ্টা করল, নিচে চাতালের ওপর স্থির হয়ে আছে নজর।

হঠাৎ ঢালের ওপর একটা মাথা দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করল ও।

একটা চিৎকার কানে এল প্রথমে, দেখল উদ্ভ্রান্তের মত মাথা চেপে ধরল লোকটা, তারপর স্রেফ উধাও হয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে···নিচে ক্যানিয়নের অতল গহ্বরের দিকে ছুটে যাচ্ছে দেহটা, পিছু নিয়েছে আতঙ্কিত চিৎকার। একটু পর ক্যানিয়নের তলা থেকে ভোঁতা, ভারী একটা শব্দ ভেসে এল।

মাথার কাছে পাথরে তুবড়ি ছোটাল একটা গুলি, সংবিৎ ফিরে পেল শাটন। ছোট ছোট চল্টা এসে পড়ল ওর চোখে-মুখে; তারপর আরও একটা গুলি ছুটে এল···শিস কেটে বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে।

মরিয়া হয়ে হাত-পা চালাল শাটন, ফুট খানেক টেনে তুলল শরীর। এবার ইচ্ছে করেই বড়সড় একটা পাথর বুট দিয়ে ঠেলে খসিয়ে ফেলল ঢাল থেকে, তারপর গায়ের জোরে ঠেলা দিতে খসে পড়তে শুরু করল ওটা। গড়াচ্ছে পাথরটা, কয়েক ফুট গড়িয়ে আরেকটার ওপর পড়ল, তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ হলো, কিন্তু পাথরটার পতন থামেনি। আগের চেয়ে গতি বেড়ে গেল এবার, নিচে পড়ছে।

বুলেটের তুবড়ি ছুটছে ওর আশপাশে। ভাগ্য ভাল একটাও লাগছে না। আরেকটু ওপরে উঠতে কিনারার নাগাল পেয়ে গেল শাটন, শরীরে মোচড় তুলে উঠে এল শেষটুকু, সমতল মেসায় গড়ান খেল দু'বার। স্থির পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, হাঁপাচ্ছে রীতিমত। ক্লান্তি আর লাগাতার শ্রমের পর বিরতি পাওয়ায় কাঁপতে শুরু করেছে শরীরের সমস্ত পেশী, মাথায় শূন্য অনুভূতি হচ্ছে। চারপাশে তাকাতে কাছে অ্যাঞ্জেলাকে দেখতে পেল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ।

'তোমার কিছু হয়নি তো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'না, হয়নি। পালাতে পেরেও শান্তি পাচ্ছি না। জাজ কিংবা রিকটারকে সরিয়ে দেয়া পর্যন্ত শান্তি মিলবেও না। এতদিন শিকার ছিলাম আমরা। যতদূর সম্ভব ছিল পিছিয়েছি, এড়ানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু আর নয়।'

'কি করবে?'

'এবার লড়ব। মুখোমুখি দাঁড়াব। ঝামেলা চাইনি আমরা, কিন্তু এ-ও ঠিক শান্তি আনতে গেলেও দুটো পক্ষ লাগে। শিকার অসহায় থাকলেই খুশি হয় শিকারী, নিশ্চিন্তে শিকারের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এড়ানোর কোন উপায় নেই এখন, অ্যাঞ্জেলা, সুতরাং লড়ব আমরা। ওরা জানবে লড়াই কি জিনিস! ঘুণাক্ষরেও যা আশা করেনি আমাদের কাছ থেকে, তাই পাবে এবার!'

ষোলো

শীতল স্বস্তিকর বাতাস বইছে মেসায়। উঠে দাঁড়িয়ে মেসার কিনারা থেকে সরে এল জিম শাটন, কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল। পঞ্চাশ ফুট দূরে প্রাচীন একটা গ্রামের ধ্বংস স্তূপ; দুই সারি বাড়ি পিঠাপিঠি তৈরি হয়েছিল একসময়, কিন্তু এখন কেবলই ভাঙাচোরা কিছু কাঠামো। ভাঙা পাত্র, ক্ষয়ে যাওয়া লগ বা

কাঠ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

মাথার ওপর বিস্তৃত নীল আকাশ। দ্বীপের ন্যায় সমতল মেসায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, পেঁজা তুলার মত শুভ্র মেঘই কেবল ওদের কাছাকাছি। চারদিকে সুনসান নীরবতা; কোথাও কিছু নড়ছে না, সবকিছু স্থির হয়ে আছে। আচমকা ছন্দপতন হলো, একটা পাথর গড়ানোর শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল শাটন, মনে পড়ল সমূহ বিপদ কাছিয়ে আসছে।

'এদিকটা আমি সামাল দিচ্ছি, অ্যাঞ্জেলা। চারপাশে খুঁজে দেখো...আর কি আছে কে জানে।'

মেসার কিনারে চলে এল শাটন, শেষ কয়েক ফুট ক্রল করে এগোল। ভারী একটা পাথর ঠেলে ফেলে দিল ঢাল বরাবর। বড়টার সঙ্গে আরও কিছু পাথর গড়াচ্ছে, শব্দ শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা চিৎকার শোনা গেল, খিস্তি আওড়াল কেউ।

কিছুক্ষণের জন্যে হলেও নিরস্ত হবে ওরা। ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখেও ঢাল বেয়ে ওঠার সাহস হবে কার?

গ্রামের কাছে ফিরে এল শাটন। একসময় মানুষ বাস করত এখানে, হয়তো একেবারে আদিম মানুষ, সভ্যতার একেবারে শুরুতে–নির্দিষ্ট কোন স্থানে মানুষ যখন স্থায়ী ভাবে বসবাস করার চিন্তা করতে শুরু করেছে; যখন আইন, নিয়ম-কানুন আর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, কারণ সভ্যতার প্রথম শর্তই হচ্ছে সৌহার্দ্য আর সুষম আইনের প্রতিষ্ঠা।

মাটির একটা ডেলায় লাথি চালাল শাটন। মরে গিয়ে শান্তিতেই আছে বিল জ্যাকসন, অশান্তি আর বিদ্বেষের সাগরে ফেলে গেছে একদল মানুষকে। টাকা। টাকার জন্যে পাগল হয়ে গেছে এরা। যে কোন মূল্যে পেতে হবে লুকানো টাকা, সেজন্যে দু'একজনকে মেরে ফেলতে হলেও ক্ষতি নেই–সে স্বয়ং বিল জ্যাকসনের মেয়ে বা বন্ধু হলেই বা কি!

নিজের অজান্তে অন্যদের মধ্যে লোভ আর বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে বিল জ্যাকসন। আবারও এখানে অশান্তির আগুন জ্বলছে, ক্ষমতা আর বাহুবলের কাছে পরাজিত হচ্ছে নিরীহ মানুষ। স্বাধীনতা আর মুক্তিকামী এসব মানুষ মোটেই দুর্বল নয়, একসময় ফুঁসে উঠবে, নিজের অধিকার আদায় করে নেবে।

ক্লান্তি আর বিতৃষ্ণা বোধ করছে শাটন। এসব ছোটাছুটি বা লড়াই ভাল লাগছে না আর, কিন্তু নিরুপায় সে।

অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকাল। মেসার ওপাশে চলে গেছে মেয়েটি, নিচে নামার পথ খুঁজছে বোধহয়। বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে ওর স্কার্ট। কিনারা ধরে এগোল মেয়েটি, মাঝে মধ্যে থেমে ঝুঁকে দেখছে। খাড়া ঢালের কিনারে চলে এল শাটন, আরও কয়েকটা পাথর ঠেলে ফেলে দিল–স্রেফ সতর্ক করে দিচ্ছে নিচের শত্রুদের।

ঠিক কোথায় ওদের অবস্থান, আঁচ করার চেষ্টা করল ও। টানেল ধরে প্রায় মাইল খানেক এগিয়েছে ওরা, তারপর মেসায় উঠে এসেছে। আশপাশে কোন

পাহাড়ই পরিচিত ঠেকছে না। অবশ্য মেসার ওপর থেকে দেখছে বলে ভিন্নরকম লাগছে, অবস্থান পরিবর্তন হলে একই পাহাড়কে চেনাও লাগতে পারে।

ইতোমধ্যে ক্যানিয়ন আর উপত্যকায় আঁধার ঘনিয়েছে। মাথা নিচু করে ঢালের দিকে তাকাল শাটন, কিছুই দেখতে পেল না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন শব্দই শুনতে পেল না। সন্দেহ নেই আপাতত ঢাল বেয়ে মেসায় ওঠার চেষ্টায় ইস্তফা দিয়েছে শত্রুপক্ষ, কিংবা ভিন্ন কোন পথে উঠে আসার চেষ্টা করছে। কার্ল রিকটার এলাকাটা ভাল করে চেনে, শাটনের জানা নেই এমন কোন পথের হদিশও জানা থাকতে পারে লোকটার।

স্রেফ নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরেকটা পাথর গড়িয়ে দিল ও। সঙ্গে আরও কিছু পাথর খসিয়ে নিচে পড়তে থাকল ওটা, গড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে; অনেকক্ষণ পর নিচে শক্ত জমিতে পাথর ধসে পড়ার শব্দ হলো।

রাইফেল আর প্যাক তুলে নিয়ে অ্যাঞ্জেলার দিকে এগিয়ে গেল শাটন। কিছুটা হলেও এলোমেলো পা ফেলছে, দারুণ ক্লান্তি লাগছে। মাথা ব্যথা করছে ওর, ঘাসের ওপর এখনই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

মেসার ওপাশে একটা ঝোপের কাছাকাছি অ্যাঞ্জেলাকে পেল শাটন।

'রাত নামবে কিছুক্ষণের মধ্যে,' বলল মেয়েটি। 'নিচে নামার পথ খুঁজে পাইনি, বুনো কোন প্রাণীর ট্র্যাকও চোখে পড়েনি। কি মনে হয় তোমার, মেসায় ওঠার পথ শুধু ওটাই, যেটা আগলে বসে আছে ওরা?'

মাথা নাড়ল ও। 'নিশ্চয়ই আছে। অনেক দুর্গম মেসা দেখেছি আমি, ওঠা-নামার জন্যে সাধারণত একাধিক রাস্তা থাকে।'

ইতোমধ্যে একটা তারা জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছে আকাশে। মরুভূমি এলাকায় রাত নামে তাড়াতাড়ি। শীতল বাতাস। আবছা ভাবে কিছু সারিবদ্ধ গাছ দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল শাটন।

আচমকা নিচু হতে শুরু করল জমি। নুড়িপাথর, গাছ আর ঝোপে ঘেরা V-আকৃতির একটা পথ দেখা যাচ্ছে সামনে, ক্রমশ নিচে নেমে গেছে। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও–বড়বড় গাছের কিছু শেকড়, শাখার ঝুলন্ত মূল নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। গোড়ার কাছে ঝোপ আর গুল্ম জাতীয় কিছু গাছ রয়েছে; মরা ডাল পালা, শুকনো পাতার স্তর জমেছে আশপাশে।

জায়গাটা পেরিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগোল ওরা। ত্রিশ ফুট এগিয়ে পাইন সারির কাছাকাছি এসে থামল শাটন। কিছু পাতা কেটে মাটিতে বিছিয়ে দিল। পাইনের অবস্থানে বোঝা গেল এটা মেসার দক্ষিণের ঢাল। নিচে বেশিরভাগ গাছই অ্যাসপেন, এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে ঢালু পথের অংশ মনে হচ্ছে ওগুলোকে। আড়াল হিসেবে জায়গাটা নিরাপদ এবং নিরিবিলি।

'এখানেই ঘুমাব আমরা,' অ্যাঞ্জেলাকে বলল ও। 'কেউ এলে পেছনের শুকনো পাতা মাড়িয়ে আসতে হবে, আওয়াজ শুনতে পাব।'

শুকনো পাতা একত্র করে আগুন জ্বালাল ও, সীমের শূন্য ক্যানে কফি তৈরি করল। মেসার ফাটল ধরে ক্ষীণ একটা স্রোতধারা বইছে কাছে, সেখান থেকে

পানি নিয়ে এসেছে। খাওয়ার পর্ব শেষে আগুন নিভিয়ে ফেলল শাটন, বুট দিয়ে মাড়িয়ে প্রতিটা অঙ্গার নিভিয়ে ফেলল। তারপর পরিত্যক্ত ক্যানটা একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল, পরে কারও উপকারে লাগতে পারে।

একটু দূরে নিজের জন্যে বিছানা করল ও। অ্যাঞ্জেলার কাছে এসে দেখল ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। গায়ের কোট খুলে অ্যাঞ্জেলার গায়ের ওপর চাপিয়ে দিল, তারপর ফিরে এল নিজের লতা-পাতার বিছানায়। শীতল বাতাসে পাইনের সুগন্ধ, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

আচমকা ঘুম ভাঙল ওর। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। শীত শীত লাগছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীর। আশপাশে গাছের ফাঁকে ছায়া দূর হয়নি। অঘোরে ঘুমাচ্ছে অ্যাঞ্জেলা। রাইফেল তুলে নিয়ে ক্যাম্প থেকে কিছু দূরে সরে এল শাটন, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। পাতার মর্মরধ্বনি আর বাতাসের হা-হুতাশ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

র‍্যাফটার-জে থেকে অনেক দূরে আছে ওরা, অন্তত কয়েক মাইল তো হবেই। নিচে, মাইল দুয়েক দূরে, উপত্যকায় একটা কাঠামো চোখে পড়ল…একটা করাল, খুঁটিয়ে দেখার পর নিশ্চিত হলো শাটন। গতকাল অপর্যাপ্ত আলোয় চোখে পড়েনি। স্মৃতিভ্রষ্ট মস্তিষ্কে নাড়া দিয়ে গেল ব্যাপারটা। করালটা চেনা উচিত, মনে হলো ওর, যদিও ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

ক্যাম্পে ফিরে এসে পাতার বিছানায় বসল ও। রাইফেলের ম্যাকানিজম, ব্যারেল পরীক্ষা করল। গতকালের শ্যুটিঙের পরও ঝকঝকে অবস্থায় আছে রাইফেলটা। কোল্টটাও পরখ করল।

উঠে বসেছে অ্যাঞ্জেলা। 'বোধহয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছ? দুঃখিত, একেবারে মড়ার মত ঘুমিয়েছি।'

'এই পথে যাব আমরা,' মেসার খাঁজটা দেখিয়ে বলল শাটন। 'নিচে একটা করাল বা ওরকম কিছু দেখেছি।'

'কি করতে চাও?'

'লড়ব। লড়াই চায় ওরা। অন্য কোন ভাবে ওদেরকে হটাতে পারব না, সুতরাং লড়াই-ই পাবে ওরা। পালাতে পালাতে বিরক্ত হয়ে গেছি, আর নয়। এবার পাল্টা হামলা করব।'

'আমিও থাকব তোমার সঙ্গে। শত হলেও; আমার লড়াই তোমাকে করতে হচ্ছে।'

প্রতিবাদ করল না শাটন। জানে অ্যাঞ্জেলাকে নিরস্ত করা যাবে না, এবং ওকে ছেড়ে যাওয়ারও সুযোগ নেই।

অ্যাসপেন সারির ফাঁক গলে এগোল ওরা। কিছুটা হলেও সুস্থির বোধ করছে শাটন, যদিও কাঁধের ক্ষতে ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে সারাক্ষণ। সতর্কতার সঙ্গে নড়াচড়া করল ও, ভয় পাচ্ছে নইলে ক্ষতে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে ।

অ্যাসপেনের সারি পেরিয়ে ইতস্তত জন্মানো কিছু পাইন চোখে পড়ল। তারপর বুনো ঝোপ ছাড়িয়ে আসার পর উপত্যকাটা চোখে পড়ল। জমিতে হাঁটু

সমান উঁচু ঘাস। এক কোণে কেবিন আর করাল। চিমনিতে ধোঁয়া নেই, কিংবা অন্য কোথাও জীবনের কোন চিহ্ন নেই, এ পর্যন্ত তেমন কিছুই চোখে পড়েনি ওদের।

'জায়গাটা চেনা চেনা লাগছে,' বলল শাটন। 'আমি নিশ্চিত আগেও এসেছি এখানে।'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা, কিছু বলল না।

'কেবিনের ওপাশে একটা কল আছে। চারণভূমির শেষে স্টেবল, বেশ কয়েকটা ঘোড়া থাকার কথা ওখানে। স্যাডল-ব্রিডল পাওয়া যাবে।'

'আগেও এখানে এসেছ তুমি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। জিম শাটন হিসেবে আমার অনেকগুলো হাইড-আউট থাকার কথা, তাই না? কেউ কখনও দেখতে পায় না আমাকে। তার মানে লুকিয়ে থাকার মত একাধিক নিরাপদ জায়গা আছে আমার। একই জায়গা বারবার ব্যবহার করা বিপজ্জনক। এটাও বোধহয় একটা হাইড-আউট, আগেও এসেছি এখানে...'

পুরোপুরি মনে পড়ছে না ওর, যদিও মনে করার তাড়া অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। জিম শাটনের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনাগুলো গুছিয়ে নেওয়া উচিত, স্মৃতি হাতড়ালে ওই একই সূত্র থেকে হয়তো না-জানা উত্তরগুলোও খুঁজে পাবে।

যদ্দূর মনে হচ্ছে এই পাহাড়শ্রেণী ওর কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু, র‍্যাফটার-জের কাছাকাছি কেবিনটা একটা হাইড-আউট, হয়তো সবগুলোর মধ্যে ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ। নিচের উপত্যকার কেবিনটা ঘোড়া সংগ্রহের জন্যে রাখা হয়েছে, কেবিন দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল জিভ-কাটা মেক্সিকান লোকটা।

এ মুহূর্তে সেরকম একটা জায়গায় উপস্থিত হয়েছে ওরা। পাহাড়শ্রেণীর অন্য পাশে এটার অবস্থান। একাধিক পথে আসা যায় এখানে, হয়তো সুযোগ-সুবিধাও পর্যাপ্ত। কিন্তু সত্যিই কি ওর হাইড-আউট এটা? নাকি স্রেফ ঘোড়া সংগ্রহ করার জন্যে অস্থায়ী একটা আস্তানা? কিংবা আসলেই এ জায়গার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে ওর?

'ঠিক আছে,' শেষে বলল শাটন। 'যাই ঘটুক, ওখানে যাচ্ছি আমরা।'

কোন জায়গাই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, জানে ও। যে কোন মুহূর্তে, যে কোন জায়গায় আচমকা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে, হয়তো চিনতেই পারবে না কাউকে। মাথায় আঘাত লাগার পর থেকে বলতে গেলে কোন শত্রুকেই চিনতে পারেনি, অথচ কম করে হলেও দেড় ডজন লোক ওকে হাতের মুঠোয় পেলে প্রথম সুযোগেই খুন করে ফেলত। এখনও এদের বেশিরভাগ লোককে চেনে না, অথচ ঠিকই ওকে চেনে এরা।

খুঁটিয়ে কেবিনটা দেখল শাটন। চিমনিতে ধোঁয়ার অনুপস্থিতিতে কিছুই প্রমাণ হয় না। গাছের আড়াল ধরে উপত্যকার দিকে এগোল, ঠিক পেছনেই আসছে অ্যাঞ্জেলা।

টেক্সাস স্টাইলে তৈরি লগ কেবিনটা, অর্থাৎ দু'ভাগে বিভক্ত, ছাদঅলা একটা পোর্চ সংযুক্ত করেছে দুটো অংশকে। পোল করাল আর কলের কথা মনে পড়ছে ওর, কিন্তু দরজার কাছাকাছি একটা বেঞ্চে বসা বুড়োকে চেনে কিনা মনে করতে পারল না। লোকটা মেক্সিকান। একটা ব্রিডল তৈরি করছে সে।

চোখ তুলে তাকাল সে, মুখ নির্বিকার। 'হাউডি,' বিন্দুমাত্র বিস্ময় নেই তার কণ্ঠে। 'তোমাকেই আশা করছিলাম। ক'টা ঘোড়া লাগবে?'

'আমাকেই আশা করছিলে?'

'হ্যাঁ। এক লেডি এসেছিল এখানে। দারুণ সুন্দরী মহিলা। কোন এক লোকের খোঁজ করছে ও, বর্ণনা যা দিল তাতে তোমার সঙ্গে মিলে যায়।'

ক্যারল লয়ারী!

'একা এসেছিল?'

দাঁত বের করে হাসল বুড়ো। 'তুমি ভাল করেই জানো এমন সুন্দর মহিলা এরকম জায়গায় একা রাইড করে কিনা! সঙ্গে কঠিন দু'একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে এই বুনো অঞ্চলে কে বেরোয়? দু'জন ভদ্রলোক ছিল ওর সঙ্গে। ওদেরকে ঠিক ভদ্রলোক বলা যায় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার, শয়তান দুটোকে আগে থেকেই চিনি। দুই মাইল দূরে থাকতেই টের পেয়েছি মেয়েটার সঙ্গে কারা আসছে।'

'তোমাকে চেনে ওরা?'

ঘোঁৎ করে অদ্ভুত একটা শব্দ করল মেক্সিকান। 'তুমি ছাড়া আসলে কেউই চেনে না আমাকে। কিন্তু ওই দু'জন...ডেভ ফ্লেচার আর লুক অলিঙ্গার। পাজির পা-ঝাড়া একেকজন!

'মেয়েটাকে বলেছি, কিছুই জানি না আমি। পাহাড়ের ওপাশে অন্য এক দুনিয়া, সেখানে কখনও যাইনি আমি, এখানেও আসেনি কেউ। এদিকে কোন ট্রেইলও নেই। পাহাড় দেখিয়ে ওদের প্রশ্ন করলাম: কি মনে হয়, পাহাড়টা পেরোতে পারবে কেউ? তো, আশপাশে নজর বুলিয়ে শেষে মাথা ঝাঁকিয়ে আমার সঙ্গে একমত হলো ওরা। মিনিট খানেক পরই কেটে পড়ল।'

'ক'দিন আগের ঘটনা এটা?'

'দু'দিন আগের। অবিকল তোমার বর্ণনা দিয়েছে মেয়েটা, মিস্টার। মনে হচ্ছে তোমাকে ভাল করে চেনে ও।'

মানুষটাকে দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। সত্তর হতে পারে, আবার পঞ্চাশ হওয়াও বিচিত্র নয়। চোখে অভিজ্ঞতা আর প্রত্যয়ের ছাপ। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, চোখের কোণে বলিরেখাগুলো স্পষ্ট এবং স্থায়ী। হাত দেখে অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী মনে হতে পারে তাকে, চঞ্চল দক্ষ হাতে চামড়ার ফালি নিয়ে কাজ করছে। আঙুলগুলো নড়াচড়া করছে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতার সঙ্গে, বাতের আড়ষ্টতায় যে ভুগছে না সেটা স্পষ্ট। উরু বা কোমরে কোন হোলস্টার নেই, কিন্তু কোমরের কাছে পরনের ওভারঅলটা খানিক ফুলে আছে। আর দরজার ঠিক পাশেই ঠেস দিয়ে রাখা একটা শটগান।

'দুটো ঘোড়া দিচ্ছি তোমাদের,' মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল সে, ক্ষণিকের জন্যে থামল হাত দুটো। 'কারও ব্যাপারে সাধারণত মাথা ঘামাই না আমি, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার জায়গায় আমি থাকলে খুব সতর্ক থাকতাম। রাইড করতাম আরও দেখে-শুনে। কেন যেন মনে হচ্ছে খুব বেশি দূরে যায়নি ওরা। কাউকে হয়তো আশপাশে রেখে গেছে, এমন কেউ যে রাইফেলে দক্ষ। হয়তো তোমার জন্যে ওত পেতে আছে লোকটা।'

'ধন্যবাদ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল শাটন। অ্যাম্বুশ করার মত অন্তত ডজন খানেক জায়গা রয়েছে আশপাশে।

ওদের সামনেই ল্যাসো ছুঁড়ে দুটো ঘোড়া ধরল বুড়ো। বয়েস হতে পারে, কিন্তু চলাফেরায় এখনও স্বচ্ছন্দ সে, ল্যাসো ছুঁড়েছে দক্ষ কাউহ্যান্ডের মত।

বুড়োর দেওয়া খাবার আর কুয়ার শীতল পানি খেল ওরা। তারপর কেবিনের সামনে চলে এল তিনজন। শাটনের সতর্ক দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে—পাহাড়, উপত্যকা আর মেসাগুলো জরিপ করছে; রাইফেলে সূর্যের আলোর প্রতিফলন কিংবা অ্যাম্বুশের অন্য কোন নমুনা চোখে পড়তে পারে।

'আশপাশে খোঁজাখুঁজি করছে ওরা,' বলল মেক্সিকান। 'ওদেরকে কিছুই বলিনি আমি, কিন্তু ওদের ভাবচক্কর দেখে মনে হলো আমার কথায় খুব একটা আশ্বস্ত হয়নি। আমার সন্দেহ, শুধু তোমাকেই নয়, অন্য কি যেন খুঁজছে মেয়েটা, জিনিসটা কি সেটাও ভাল করে জানে ও।'

'তাই?'

'ক্লিফের ওপরে বাড়ি আছে এমন জায়গার খোঁজ জানতে চাইছিল। বলেছি এখানকার আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা বেশিরভাগই ক্লিফ বা মেসার ওপর বাস করে। এই যে, দক্ষিণে যেসব মেসা আছে, ক্যানিয়নের কারণে বিভক্ত হয়ে গেছে ওগুলো, ওখানকার সব বাড়িই ক্লিফের ওপর তৈরি। ওগুলোর কথাই বলেছি ওদের, গাছের ওপরও যে বাড়ি আছে তা কিন্তু বলিনি।'

গাছের ওপর বাড়ি? ক্ষীণ উত্তেজনা বোধ করছে শাটন, মনের গভীরে কোথাও আলোড়ন তুলল কথাটা। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছুই মনে পড়ল না। ধীরে ধীরে অনেক কিছুই মনে পড়ছে ওর, স্মৃতিকে ঘিরে থাকা অস্পষ্ট পর্দার মত কুয়াশা সরে যাচ্ছে। *গাছের ওপর বাড়ি? কোথায় সেটা? কি আছে সেখানে?*

'এ ধরনের বাড়ির কথা অনেকদিন থেকে জানো তুমি, তাই না?' শেষে মেক্সিকানের উদ্দেশে জানতে চাইল শাটন।

শ্রাগ করল সে। 'মনে হয়। বাড়িটা আমিই খুঁজে পেয়েছিলাম, পরে বিল জ্যাকসনকে দেখিয়েছি। একসঙ্গে শিকার করতাম আমরা। একবার হয়েছে কি, একটা এল্ককে গুলি করল ও, কিন্তু গুলি খেয়েও ছুট লাগাল ওটা। পিছু নিলাম আমি, যদি আবারও গুলি করার দরকার হয়। প্রায় পোয়া মাইল ছুটে পেলাম ওটাকে, ঠিক বাড়িটার পাশে। ওটাকে নিয়ে ফিরে আসছি এসময় বাড়িটা চোখে পড়ল, অস্বাভাবিক মনে হলো। খুঁতখুঁতে মনে ফিরে এলেও পরে আবার গেছি ভাল করে দেখার জন্যে।

'গাছটা ছিল বুড়ো এক সাইক্যামোর, এত বড় গাছ আশপাশে জন্মেছে কিনা সন্দেহ। বিশাল সব শাখা-প্রশাখা নুয়ে পড়েছে ক্লিফের ওপর। অসংখ্য শেকড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল চারপাশে। কিন্তু যে জিনিসটা আমার নজর কেড়েছে, তা হলো পাথরের কাছাকাছি একটা ডাল ছিল বড় বেশি মসৃণ। দেখেই মনে হচ্ছিল কেউ যেন গাছে উঠত। সুতরাং আমিও উঠলাম।

'এভাবেই গাছের ওপরে বাড়িটা আবিষ্কার করলাম,' বলে চলেছে বুড়ো। 'বহু পুরানো, এত পুরানো বাড়ি আশপাশে নেই বোধহয়। বাড়িটাও বিশাল। বহু দিন ধরেই পরিত্যক্ত। ভেতরে একটা স্প্যানিশ ড্যাগার আর কুঠার খুঁজে পেলাম। নিউ মেক্সিকোতে প্রথম আসা স্প্যানিশরা এ ধরনের জিনিস ব্যবহার করত। সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা এটা, রিভেরার লোকজন কিন্তু এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছিল। তাদের কেউ হয়তো জায়গাটা আবিষ্কার করে।

'ওই লোক হয়তো ফেরারী ছিল, নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার ছিল ওর। হয়তো স্প্যানিশ এলাকায় খুন করে পালিয়ে এসেছিল এখানে। বাড়িটা ঠিকঠাক করে কয়েক বছর ছিল। আমার ধারণা শেষে বোধহয় পা ভেঙে গিয়েছিল ওর, নামতে পারেনি আর। না খেয়েই মারা গেছে ওখানে। তাছাড়া গ্রিজলী ভালুক বা উতে-রা ছিল। এমন জায়গায় একা থাকতে গেলে কত বিপদ হতে পারে মানুষের!'

'বিল জ্যাকসন কি ওখানে প্রায়ই যেত?' জানতে চাইল শাটন, বুড়োকে অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকাতে দেখে যোগ করল: 'ও বিল জ্যাকসনের মেয়ে, অ্যাঞ্জেলা।'

'আগেই বুঝেছি। যাক্‌গে, প্রথম দিকে ওখানে তেমন যেত না সে। তবে শেষ দিকে প্রায়ই যেত। আমাকে বলেছিল স্থায়ী ভাবে ওখানেই থাকবে বলে স্থির করেছে।'

কেবিনের ভেতরে ঢুকে কাপে কফি ভরে নিল শাটন। গাছের ওপর বাড়ির ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে ওখানেই নিজের সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে বিল জ্যাকসন। ধারণাটা যৌক্তিক। জ্যাকসনের অতীত জানা থাকলে অনেক ঘটনারই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। লোকটার কাজের ধরন প্রায় আউট-লদের মত, যেন জানত কোন একদিন মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে। প্রায় দুর্বোধ্য ছিল মানুষটার আচরণ, এবং তা অপ্রত্যাশিতও নয়। পুবে আইনের ঝামেলায় পড়েছে এমন অনেক লোকই পশ্চিমে এসেছে, কিংবা স্রেফ নতুন ভাবে জীবন শুরু করার জন্যে এসেছে। পুবে থাকতে যাই করুক, পশ্চিমে এসে সৎ জীবন যাপন করেছে জ্যাকসন, এবং নিজের অবস্থারও উন্নতি করেছে।

শাটন বুঝতে পারছে শিগ্‌গিরই অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে গাছের ওপর সেই বাড়ির কাছে যাওয়া উচিত। হতে পারে ওখানেই আছে লুকানো টাকা, সেই সম্ভাবনাই বেশি, এবং ক্যারল লয়ারী হয়তো সুনির্দিষ্ট কোন তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। গাছের ওপর অদ্ভুত বাড়িটা পেয়ে যেতে পারে মেয়েটা, তাহলে টাকাও পেয়ে যাবে।

'ঝামেলাটা শিগ্‌গিরই চুকিয়ে ফেলব আমরা,' দৃঢ় স্বরে বলল শাটন। 'কিন্তু আগে ওই বাড়ির কাছে যাওয়া উচিত।' বাড়িটার অবস্থান জানা নেই ওর, এ ব্যাপারে বুড়োর সাহায্য লাগবেই। 'তুমিও আসতে পারো। একসঙ্গে যাব আমরা।'

ওর দিকে তাকাল লোকটা, স্মিত হাসল। 'উঁহুঁ, আমি তো যেতে পারব না। আমার ধারণা ওই মেয়েটা লোকজন নিয়ে আবারও আসবে। আমি যদি এখানে না থাকি, শেষে আমাকেই খুঁজতে শুরু করবে। আমাকে হাতের মুঠোয় পেলে যে কি হবে···উঁহুঁ, ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।' খানিক বিরতি দিয়ে শেষে যোগ করল সে: 'শুধু আমি কেন? আমার তো মনে হয় একসঙ্গে ডেভ ফ্লেচার আর লুক অলিঙ্গারের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তোমারও নেই, জিম শাটন!'

সতেরো

ডেভ ফ্লেচার আর লুক অলিঙ্গার···দু'জনকেই চেনে শাটন। জাত গোক্ষুর একেকজন। নিষ্ঠুর ভাড়াটে খুনী। পিস্তল বা রাইফেলে দক্ষতা প্রশ্নাতীত। একসময় ওয়েলস ফারগোর স্টেজগার্ড ছিল অলিঙ্গার। আইনের দু'পাশে সমান ভাবে চলাফেরা করত লোকটা। কিন্তু ফ্লেচার বরাবরই আইনের উল্টো পথে হেঁটেছে। যৌবনের শুরুতে ইয়োমা টেরিটরিয়াল জেলে ছিল কয়েক বছর। ওখান থেকে পালানোর পর আইন আর কখনও স্পর্শ করতে পারেনি ওকে।

পুরোপুরি পেশাদার ওরা। দামেও সেরা। ভাড়া করতে হলে চড়া হারে টাকা দিতে হয়। হার্লে কিরবির ব্যাপারটাও সেরকম, রিও গ্র্যান্ডের আশপাশে শাটনকে খুঁজছিল সে, এমিলিও আলভারেজের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

কার্ল রিকটারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছে ক্যারল লয়ারী? নাকি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে বীমা হিসেবে ব্যবহার করছে দু'জনকে? অথবা মেয়েটা নিজেই হয়তো পুরোটা মেরে দিতে চাইছে। কে জানে, কি আছে ক্যারল লয়ারীর মনে!

সহজ একটা উপায় উঁকি দিচ্ছে শাটনের মনে। টাকাটা পেয়ে ডেনভারের ব্যাংকে জমা করতে পারলে লড়াইয়ের সমস্ত কারণ অর্থহীন হয়ে পড়বে, ওর পিছু নেওয়া ত্যাগ করবে শত্রুপক্ষ।

ফ্লেচার বা অলিঙ্গারের মত দামী বন্দুকবাজ ভাড়া করার সামর্থ্য নেই ক্যারল লয়ারীর, যদি না নিশ্চিত জানে যে টাকাগুলো ও-ই খুঁজে পাবে। আরও সোজা পথে চিন্তা করলে–নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই এদেরকে ভাড়া করেছে মেয়েটা। কার্ল রিকটার হয়তো স্বেচ্ছায় সরে গেছে, কিংবা জোর করে খেদিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। মূল ব্যাপার হচ্ছে টাকাগুলো। এদের লোভী থাবা থেকে টাকাগুলো নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারলেই সবকিছু মিটে যাবে।

ডেনভার…ওরা যদি টাকাটা খুঁজে পায়, যেভাবেই হোক ডেনভারে পৌঁছতে হবে।

কিন্তু প্রথমে টাকা, এবং তারও আগে, গাছের ওপর সেই বাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। অথচ বাড়িটার অবস্থান জানা নেই ওর। বুড়োকে সরাসরি জিজ্ঞেসও করতে পারছে না। তাতে সন্দেহ হবে বুড়োর, কে বলতে পারে সে নিজেই টাকা মেরে দিতে চাইবে না? কিংবা যোগাযোগ করতে পারে ক্যারল লয়ারীর সঙ্গে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিনে ঢুকল শাটন, শূন্য কাপ ভরে নিল আবার। তারপর পোর্চে ফিরে এল, যথেষ্ট সময় নিল, আনমনে ভাবছে: *একটা সাইক্যামোর গাছ…ক্লিফের সঙ্গে অবস্থান।* ব্যস, সূত্র বলতে এটুকুই। শুরু করার জন্যে মোটেও যথেষ্ট নয়, কিন্তু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

সতর্কতার সঙ্গে চারপাশ জরিপ করল ও। বাড়িটার কাছে যাওয়ার কোন ট্রেইল বা পথ আছে নিশ্চই, কিন্তু বহুল ব্যবহৃত না হওয়ারই কথা, কারণ শুধু বিল জ্যাকসনই মাঝে মধ্যে গেছে ওই পথে। পোর্চ থেকে কোন ক্লিফই চোখে পড়ছে না ওর, কেবল পাহাড় আর গাছের ঘন সারি দেখা যাচ্ছে।

'ভাবছি সেই স্প্যানিশ যোদ্ধা, বাড়িটায় থাকত যে লোক,' মন্তব্যের সুরে বলল শাটন। 'সবসময় নিশ্চই নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনি সে? একা থাকতে গেলে শত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, সাহায্য করার জন্যে কাছাকাছি ছিল না কেউ। ধরো, ইন্ডিয়ানরা যদি ধারে-কাছে ক্যাম্প করত, তাহলে নিশ্চই বাড়ি থেকে বেরোনোর সাহস করত না সে?' আরও সূত্র পেতে চাইছে ও–যে কোন সূত্র। কিন্তু ব্যর্থ হলো ওর কৌশল।

ক্ষীণ শ্রাগ করল বুড়ো। 'অনেকদিন চলার মত খাবার সঙ্গে থাকলে ভয় কি? ওই বাড়িতে পৌঁছানো প্রায় দুঃসাধ্য ছিল।'

'ভাবছি জায়গাটা আসলেই কেমন! ওখান থেকে কি অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়? নাকি গভীর বন সেখানে?'

ঘোঁৎ করে শব্দ করল বুড়ো। 'উঁহুঁ, খুব বেশি দূর পর্যন্ত দেখার সুযোগ ছিল না ওর। সামনের গাছগুলো দেখো না! বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে আছে। সাইক্যামোরের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি এগোলেও ঘন পাইনের সারি ভেদ করা সম্ভব নয়। ওই পাইনগুলোর বয়স তিনশো বছর কিনা!'

'যে মহিলা এসেছিল এখানে, ও কি বাড়িটার দিকে গেছে? ভাবছি আগেই ওখানে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কিনা।'

'সম্ভাবনা কম, যদি না পুরো এলাকা চক্কর দিতে পারে। নিচের ট্রেইল ধরে গেছে ওরা। যদি চক্কর দেয়ও, উপত্যকার নিচ দিকটায় যাবে আগে। হাজার খুঁজলেও বাড়িটা খুঁজে পাবে না।'

'আচ্ছা, ওখানে যাওয়ার ভিন্ন কোন পথ নেই?'

'থাকতে পারে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল মেক্সিকান। 'বার্নের পেছন দিক দিয়ে রাস্তা আছে বোধহয়, করালের পাশ দিয়ে যেতে হবে। গোপন ট্রেইল। প্রায় পুরোটা পথ সবার অগোচরে থাকা যাবে। শেষ দিকে বিল এদিক দিয়েই যেত।'

'ধন্যবাদ। কেউ যদি আমাদের কথা জানতে চায়, বোলো কিছুই জানো না তুমি, কিছুই দেখোনি।'

ঘোড়ায় চড়ে বার্নের পেছনের সরু ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। 'বুড়োর কাছ থেকে তথ্য বের করতে চাইছিলাম,' অ্যাঞ্জেলাকে ব্যাখ্যা করল শাটন। 'জায়গাটা কোথায় এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার, জানি না কিভাবে পৌঁছতে হবে।'

করাল পেরিয়ে অস্পষ্ট একটা ট্রেইলে এসে পড়ল ওরা। ক্লিফের তলা থেকে উৎপন্ন ঝর্নার ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে পাশে। মাইল খানেক ঝর্নাটাকে অনুসরণ করল শাটন, তারপর খেয়াল করল আচমকা ক্লিফের দিক থেকে সরে গেছে ঝর্নাটা; কিন্তু সামনেই ঘন পাইনের সারি, এতই ঘন যে রীতিমত একটা দেয়াল তৈরি করেছে দৃষ্টিপথে। তবে পাইনের সারির ফাঁকে বিশাল সাইক্যামোরের ডাল পালা ঠিকই চোখে পড়ছে।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল শাটন। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। স্রোতস্বিনীর কুলকুল শব্দ, বাতাসে পাইনের পাতার মর্মরধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। একটু অপেক্ষা করতে দূরে, বহু দূরে খুরের শব্দ শুনতে পেল—হাঁটছে একটা ঘোড়া। মাঝে মধ্যে থামছে, আবারও হাঁটছে।

ওদের ডানে, পাইনের সারি প্রাকৃতিক একটা চাতাল তৈরি করেছে, হিচিং গ্রাউন্ড হিসেবে জায়গাটা আগেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু বুট আর খুরের দাগ চোখে পড়ছে, আর আছে ক্লিফের গায়ে পোঁতা একটা পোল, যেটা হিচিং রেইল হিসেবে কাজ করছে।

স্যাডল ছেড়ে গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল শাটন। মুখ বাড়িয়ে তাকাল সামনের দিকে, যেদিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে একটু আগে।

স্যাডল ছেড়ে সাইক্যামোরের দিকে এগোল অ্যাঞ্জেলা, পাইনের আড়ালে ঢাকা পড়েছে ওর শরীর।

আচমকা গাছের আড়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী—এমিলিও আলভারেজ।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল শাটন। 'এমিলিও! তুমি এখানে! কি হয়েছে?'

'আসছে ওরা, সেনর। ওরা সবাই। কোত্থেকে একটা ম্যাপ পেয়েছে ওরা, ওটা দেখার পরপরই বেরিয়ে পড়েছে। ওরা বেরিয়ে পড়ার পর ফেলে যাওয়া ম্যাপটা দেখেছি আমি, সেনর জ্যাকসনের র‍্যাঞ্চের ম্যাপ। এই জায়গার অবস্থানও দেখানো হয়েছে ওটায়। ওরা বলাবলি করছিল এখানেই এসেছ তোমরা।

'মিলিগান এই জায়গা চেনে। পুরানো একটা আউট-ল ট্রেইল আমাকে চিনিয়ে দেয় ও, যেটা ধরে এগোলে ওদের আগেই এখানে পৌঁছতে পারব। আমার ঠিক পেছনেই আছে ওরা, শিগ্‌গিরই এসে পড়বে।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল শাটন। 'অ্যাঞ্জেলা...গাছের ওই বাড়িতে উঠে যাও। ভেতরটা খুঁজে দেখো। হয়তো বেরোনোর অন্য কোন পথ আছে। এমিলিও, গাছের গোড়ার পাথরগুলোর পেছনে অবস্থান নাও। সম্ভব হলে এড়িয়ে যাব

আমরা, কিন্তু তা যদি না হয়, হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াব লড়াই কি জিনিস!'

দুটো কার্তুজ বেল্ট বাঁধা এমিলিও আলভারেজের কোমরে। ব্যাগ হাতড়ে বাড়তি কার্তুজ বের করল শাটন, পকেট ভরে নিল। তারপর অ্যাঞ্জেলার পিছু নিয়ে গাছে চড়ল, মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিল ব্যাগটা।

ক্লিফের দেয়ালের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বিশাল সাইক্যামোর, এমন ভাবে যাতে একইসঙ্গে পেছনের বাড়িটাকে আড়াল করেছে ট্রেইল থেকে, এবং ওটার গুঁড়ি ঢালু মইয়ের সুবিধাও দিচ্ছে। একেবারে কাছে না এলে ট্রেইল থেকে ওদের উপস্থিতি টের পাবে না কেউ।

লাফিয়ে নিচে নেমে এল শাটন। মেক্সিকানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। আঙুলের ডগা চালিয়ে বিশাল সমব্রেরোটা পেছনে ঠেলে দিল এমিলিও, দাঁত বের করে হাসল শাটনের উদ্দেশে, জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো, বোঝাই যাচ্ছে লড়াইয়ের উত্তেজনায় পেয়ে বসেছে তাকে।

'র‍্যাঞ্চে কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'প্রথমে ওখানে গিয়ে তো কাউকে দেখিনি,' বলল মেক্সিকান। 'তারপর বিশালদেহী এক লোক এল, ব্লন্ড চুল লোকটার। সেনরিটার খোঁজ করছিল। কেউ কিছু বলেনি ওকে। একসময় চলে গেল লোকটা। আমার ধারণা পাহাড়ে কোন বিপদে পড়েছিল সে।'

'মিলিগান বা বেনিঙের সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার?'

'রাতে শুধু চাইনিজ কুকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাকে খাওয়ানোর সময় অযথা গজগজ করছিল সে, তবে খাবারটা ভাল। সকালে অবশ্য মিলিগানের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু টম বেনিঙের দেখা পাইনি।'

'এখানে এলে কিভাবে?'

'এ জায়গাটা আগে থেকে চিনি কিনা। বহু দিন আগে, আমার তখন চোদ্দ বা পনেরো হবে বয়েস, বাবার সঙ্গে এসেছিলাম একবার। সোনা খুঁজছিল বাবা। বাবা বলেছে একসময় স্প্যানিশরা নাকি এদিকে সোনার সন্ধান করত, কিছু সোনা লুকানো ছিল তখনও। আমরা অবশ্য কিছুই খুঁজে পাইনি। ওই বাড়িতে একবার লুকিয়ে ছিল বাবা,' আঙুল তুলে গাছের ওপরে বাড়িটা দেখাল মেক্সিকান। 'উতে-রা যখন একবার কাছাকাছি এসে পড়েছিল, বাধ্য হয়ে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে।' হাতের সিগার মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে নেভাল সে। 'আসছে ওরা,' বিড়বিড় করে ঘোষণা করল এমিলিও।

পাঁচজন। এদের একজন ক্যারল লয়ারী। জাজ ম্যাকক্লেরি আর কার্ল রিকটারের মাঝখানে রাইড করছে মেয়েটা। ঠিক পেছনেই হার্লে কিরবি আর জন ফুলটন।

অসংখ্য মাইল পাড়ি দেওয়ার পরও সতেজ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। পরিপাটি পোশাক, ক্লান্তির ছাপ পড়েনি মুখে। কিন্তু চোখ দুটো বা মুখ, বরাবরের মতই শীতল নির্লিপ্ততায় ভরা। সতর্ক। কিছুটা দূরে থাকতেই রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ক্যারল লয়ারী, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো জিম

শাটনের দিকে।

'কেটে পড়ার অনেক সুযোগ পেয়েছ তুমি, শাটন,' শীতল সুরে বলল মেয়েটা। 'এখন কিন্তু কোন সুযোগ পাবে না।'

'দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য,' একই সুরে জবাব দিল শাটন।

'পাঁচজন আছি আমরা, এটাও কি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য?' উষ্মা আর অবজ্ঞা ঝরে পড়ল মেয়েটার কণ্ঠে।

'প্রথম বুলেটটা তোমার দিকেই ছুঁড়ব আমি। কাউকে খুন করতে কিন্তু একটা বুলেটই যথেষ্ট।'

'মেয়েদেরকেও গুলি করো নাকি?'

স্মিত হাসল শাটন। 'পুরুষের খেলায় যোগ দিয়েছ তুমি, ক্ষতির বেলায় পিছিয়ে যাবে কেন? সামনে চারজন পুরুষ মানুষ আর ঠাণ্ডা মাথার লোভী একটা মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি। এমন এক মেয়ে, যে সামান্য এক ডলারের জন্যেও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে বেঈমানি করতে পারে।'

রাগে লাল হয়ে গেল ক্যারল লয়ারীর মুখ, জ্বলছে চোখ দুটো। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল মেয়েটা, কিন্তু ওকে স্রেফ বাতিল করে দিয়ে অন্যদের দিকে ফিরল শাটন। 'ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখো, হয়তো বোকার মত ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাচ্ছ তোমরা। এত কষ্ট আর রক্তক্ষয়ের শেষে কি পাবে? ক্যারল লয়ারী ঠিক কতটা দেবে তোমাদের? কম। খুবই কম। হয়তো কিছুই দেবে না। পুরোটা একাই মেরে দেওয়ার তালে আছে ও।' *গোক্ষুর দুটো কোথায়? ডেভ ফ্লেচার আর লুক অলিঙ্গার, কোথায় ওরা?* আনমনে ভাবছে শাটন।

ওকে খুন করার জন্যে লুকিয়ে আছে কোথাও, মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় আছে? নাকি সব টাকা যাতে ক্যারল লয়ারী একাই পায়, শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে এসে সেটাই নিশ্চিত করবে ওরা? জাজ ম্যাকক্লেরি কি চেনে এদের? কিংবা কার্ল রিকটার কি জানে ওদের কথা?

আরেকটা ব্যাপার, জ্যাক লয়ারীকে কে খুন করেছে? রিকটার? প্রথমে তাই ভেবেছিল শাটন, কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত নয়। জাজ ম্যাকক্লেরি? হতে পারে। অন্তত সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এমিলিওকে দেখতে পায়নি কেউ, এখনও আড়ালেই আছে সে। গোঁয়ার মেক্সিকান যে এখানেই আছে, সেটাও হয়তো জানে না প্রতিপক্ষ; কারণও আছে, সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছে যে ভাবতেও পারবে না সকোরোর জেল থেকে বেরিয়ে ঠিক এখানেই চলে এসেছে সে।

গোলাগুলি এড়িয়ে যেতে চাইছে শাটন, কিন্তু নাচার হলে তৈরি ও। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে সবার আগে কার্ল রিকটারকে গুলি করবে, যদিও অন্যরাও কম ভয়ঙ্কর নয়। জাজ ম্যাকক্লেরি বনে-জঙ্গলে শাটনের মতই দক্ষ, স্বচ্ছন্দ; রাইফেলেও জুড়ি নেই তার। কিন্তু সিক্সশ্যূটারে বোধহয় ততটা চালু নয়। অদ্ভুত হলেও সত্যি, কার্ল রিকটার নয়, বরং জন ফুলটনের ব্যাপারেই খানিকটা উদ্বেগ বোধ করছে শাটন। ছোটখাট, আপাত দৃষ্টিতে শান্ত লোকটার মুখে উত্তেজনার

বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একেবারে নির্বিকার চাহনি। কিন্তু সময়ে সে-ই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

'টাকা দিয়ে দাও আমাদের,' বলল ক্যারল লয়ারী। 'তারপর চলে যেতে পারবে তোমরা।'

হেসে উঠল শাটন। নিজের ভেতর অদ্ভুত একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করছে—একটুও ভয় পাচ্ছে না, উদ্বেগ কেটে যাচ্ছে দ্রুত। পরিস্থিতির ভয়ঙ্করত্বও এখন আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। তৈরি ও, অধীর অপেক্ষায় আছে কখন গোলাগুলি শুরু করবে প্রতিপক্ষ। ঘণ্টা বাজাক ওদের কেউ, তারপর দেখা যাবে কার ভাগ্যে কি আছে!

সহজ ভঙ্গিতে এক পা আগে বাড়ল ও। 'যে কারণে এত ছোটাছুটি, শুরু করছ না কেন? এজন্যেই সঙ্গে অস্ত্র বহন করছ তোমরা! কে মরবে কে বাঁচবে, কেবল খোদাই জানে! হয়তো সবাই মারা পড়ব। যাক্‌গে, কে শুরু করবে?'

হার্লে কিরবিকে একপাশে সরে যেতে দেখে হাসল শাটন। 'উঁহুঁ, কিরবি, নিজেকে সরিয়ে নিয়ো না। ইচ্ছে করলে রিও গ্র্যান্ডে শেষ করে দিতে পারতাম তোমাকে। সেনরা আলভারেজের সঙ্গে যখন কথা বলছিলে, ঠিক তোমার পেছনে ছিলাম আমি। দুই টুকরো করে ফেলতে পারতাম তোমাকে। করিনি। সুযোগ দিয়েছি। এবার আর পিছিয়ে যেতে পারবে না।'

প্রতিপক্ষের মনে অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তা ধরিয়ে দিতে চাইছে শাটন। উদ্বেগে তাড়াহুড়ো করবে ওরা, গুলি ফস্কে যাবে তাহলে…

'তোমরা শুধু আমার পেছনেই লেগে আছ, বেনিং বা মিলিগানের খবর রেখেছ? কখনও কি ভেবেছ যতটা মনে হয় আসলে তারচেয়েও টাফ ওরা? মিলিগানের কথাই ধরো, তোমাদের চুল ছিঁড়ে নেবে ও, টেরই পাবে না কখন কাজটা করবে…ভেবেছ আমি একা, তাই না? তোমরা পাঁচজন আর আমি একা?'

'ধাপ্পা দিচ্ছে ও!' অধৈর্য স্বরে বলল জাজ। 'বোকামি কোরো না, শাটন! যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ তুমি। এটা তোমার ব্যাপার নয়। সোজা কেটে পড়ো, কেউ কিছু বলবে না। যেখানে নিজের জীবন ফেলে এসেছ, সেখান থেকেই শুরু করতে পারো আবার। যাওয়ার আগে শুধু বলে যাও, টাকাগুলো কোথায় আছে।'

'আর টাকাটা নিয়ে সটকে পড়বে তুমি, তাই না?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল ও, বাঁকা হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। ভাল লাগছে ওর। শীতল উত্তেজনা আনন্দ জোগাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পীড়া দিচ্ছে না, বরং অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটা এড়ানোর যেহেতু কোন উপায় নেই, সেটাকে দ্রুত চুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক। তৈরি ও, টানটান হয়ে গেছে শরীর। জানে এভাবে চিন্তা করাটাও বিপজ্জনক।

কিন্তু ঝামেলার ব্যাপার, এমন কিছু লোকের মুখোমুখি হয়েছে যারা অন্যের অধিকার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কেয়ার করে না, নিজের স্বার্থ নিয়ে প্রত্যেকেই দারুণ সচেতন। শান্তি চায় না ওরা, বরং খুনজখমের মাধ্যমেই উপকৃত হবে এরা; এটাই ওদের পথ। খুনোখুনি যে শুরু হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কখন হবে সেটাই

হচ্ছে মূল বিষয়।

ওরা চাইছে পেছন ফিরে পালানোর চেষ্টা করুক শাটন, তাহলে নিশ্চিন্তে ওর পিঠে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু আর কত পিছু হটবে বা পালাবে ও? যথেষ্ট হয়েছে, পিছু হটতে হটতে দেয়ালে ঠেকে গেছে পিঠ। আর নয়। এবার মুখোমুখি দাঁড়াবে, এবং পাল্টা আঘাত করবে।

আচমকা শীতল একটা কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেল সবাই। শাটনের পেছনে, কিছুটা ওপর দিক থেকে শান্ত, নিষ্কম্প স্বরে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন। নিশ্চই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা, হয়তো কোন একটা মোটাসোটা ডালের ওপর বসে আছে। এখান থেকে দেখা যাবে না ওকে, কিন্তু অন্যদের ঠিকই দেখতে পাবে অ্যাঞ্জেলা।

'জিম, ক্যারলকে গুলি করার ঝামেলায় যেতে হবে না তোমার, কাজটা আমিই করব,' দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল র‍্যাফটার-জে মালিক। 'ও যদি পিস্তল বা রাইফেলের দিকে হাত বাড়ায়, সরাসরি ওর মুখে গুলি করব। এই রেঞ্জে মিস্ হওয়ার কোন চান্সই নেই।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্যারল লয়ারীর শরীর, স্যাডলে নড়েচড়ে বসল। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ডানে-বামে তাকাল। খুন করতে চায় ক্যারল, কিন্তু নিজে খুন হতে চায় না…আরেকটু স্পষ্ট করে বললেঃ বরং টাকা চায় ও, এবং সেগুলো পেতে কত লোক খুন হলো তাতে কিছুই যায়-আসে না ওর। সাইক্যামোরের দিকে তাকাতে রাইফেলের একটা ব্যারেল দেখতে পেল ক্যারল, কিন্তু রাইফেলের মালিক, অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতিপক্ষের বিস্ময় দেখে ক্ষীণ হাসল শাটন, ধরতে পারছে ওদের ভাবনা–অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন এখানে আসে কি করে? কিন্তু সে-ই যদি না হয় তাহলে গাছের আড়ালে কে আছে?

'কিরবির ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও, সেনর,' ঘোষণা করল এমিলিও আলভারেজ। 'প্রথমে ওকেই চাই আমার!'

আরেকজন! এই কণ্ঠটা একেবারে অপরিচিত। সামান্য স্প্যানিশ টান…স্প্যানিশ সম্বোধন…চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো জাজ ম্যাকক্রেরির।

'আজ রাতে বেশ কিছু স্যাডল খালি হবে,' বলল শাটন। 'ওরা যখন তোমাকে পছন্দ করলই না, আমার ভাগে পড়ে গেছ তুমি, রিকটার। তাছাড়া পুরানো একটা লেন-দেন রয়ে গেছে আমাদের। মাথার আঘাতটা এখনও ভোগাচ্ছে আমাকে…যাক্‌গে, জ্যাক লয়ারীকে খুন করেছে কে, তুমি? নাকি জাজ ম্যাকক্রেরি?'

ঝটিতি কার্ল রিকটারের দিকে ফিরল ক্যারল লয়ারী, রাগে জ্বলছে চোখ দুটো। খেপা বুনোবিড়ালীর মত ফুঁসে উঠল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রিকটারের মুখ। 'নিকুচি করি তোমার, শাটন! তোমাকে খুন করব আমি, যীশুর কসম…'

'যে কোন সময়,' শান্ত স্বরে বলল শাটন। 'যে কোন সময়ে, রিকটার।'

'দাঁড়াও!' নিখাদ আতঙ্কে চেঁচাল ক্যারল লয়ারী। জানে গোলাগুলি শুরু হলে প্রথমে ওকেই গুলি করবে অ্যাঞ্জেলা, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর, কারণ অ্যাঞ্জেলার জায়গায় থাকলে ও নিজেও তাই করত। মরতে চায় না ক্যারল। টাকা চায়। টাকা খুব প্রিয় ওর। কিন্তু নিজের জীবনটা তারচেয়েও বেশি প্রিয়। 'চলে যাচ্ছি আমরা,' দ্রুত বলল ক্যারল। 'এই রাউন্ড তুমিই জিতলে, শাটন। কিন্তু ভেবো না একেবারে চলে যাচ্ছি। আবারও আসব আমরা।'

'ভাগো! সবাই চলে যেতে পারো তোমরা, শুধু কার্ল রিকটার ছাড়া।'

'বেশ তো, শাটন,' নিচু স্বরে বলল রিকটার। 'এভাবেই যদি মরতে চাও তুমি, তবে তাই হোক!'

'নিশ্চয়ই!'

ঘুরে দাঁড়াল অন্যরা, ধীরে ধীরে, যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ঝোপ আর গাছের আড়ালে লোক রয়েছে, ক্লিফের ওপর বাড়িটায়ও রয়েছে; কিন্তু কোথায় ক'জন আছে জানা নেই ওদের। ঝুঁকি নেওয়া বোকামি। আড়ালে যতজনই থাকুক, টার্গেট হিসেবে শুধু শাটনকেই দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে তাকে গুলি করে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু তাহলে নিজেদের মাথার ঝুঁকিও নিতে হবে।

'মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি আমি, রিকটার,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল শাটন। 'তুমিও বরং নেমে এসো। তোমাকে খুন করার পর, চাই না কেউ বলুক বাড়তি সুবিধা পেয়েছি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কার্ল রিকটার। তারপর বাম হাতে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরল, ধীর সতর্ক ভঙ্গিতে।

ঘোড়ার ওপাশে লাফিয়ে নামবে ও, হাঁটু গেড়ে বসে ঘোড়ার পেটের নিচ দিয়ে গুলি করবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জিম শাটন।

ঠিক সেভাবেই ঘোড়া থেকে নামল কার্ল রিকটার, মাটিতে পা রাখল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। শাটনের প্রথম গুলিটা ওর কোমরে লাগল, আধ-পাক ঘুরিয়ে দিল আউট-লকে।

আতঙ্কিত ঘোড়াটা লাফ দিল, নিমেষে সরে গেল রিকটারের সামনে থেকে। খিস্তি আওড়াল সে, শরীরে মোচড় তুলে শাটনের মুখোমুখি হওয়ার প্রয়াস পেল, থাবা মেরেছে হোলস্টারে।

ঠিক বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে শাটন। পা ফাঁক হয়ে আছে ওর, তৈরি। রিকটার সিধে হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে কোমরের পাশ থেকে গর্জে উঠল ওর কোল্ট, চোখের পলকে একের পর এক গুলি করল।

একটা! দুটো···তিনটে!

সেকেন্ড কয়েক পর দেখা গেল পাথুরে জমিতে ভূপতিত হয়েছে কার্ল রিকটার। ওর ডান হাত থেকে তিন ইঞ্চি দূরে পড়ে আছে পিস্তল। মারা গেছে সে।

একটু দূরে, উপত্যকা ধরে আগুয়ান দলটার মধ্যে গুলির শব্দে পেছন ফিরে তাকাল জন ফুলটন। বিদায়ের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল সে।

তারপরই জনশূন্য হয়ে গেল উপত্যকাটা। গাছের আড়াল থেকে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল এমিলিও আলভারেজ। 'দারুণ ফাস্ট তুমি, সেনর!' মুগ্ধ স্বরে বলল সে। 'অসম্ভব ফাস্ট! এত দ্রুত কাউকে গুলি করতে দেখিনি আমি।'

আঠারো

ঘুরে সাইক্যামোর গাছের দিকে এগোল শাটন। 'এমিলিও, ঘোড়াগুলো নিয়ে আসবে?' ঘাড়ের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল। 'শিগ্গিরই এখান থেকে সরে পড়তে হবে।'

দ্রুত পা চালিয়ে গাছের ওপর বাড়িতে উঠে এল ও। বিশাল একটা কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা, কোমরে হাত রেখে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে। টেবিলের ওপর পড়ে আছে ওর উইনচেস্টার।

'পেলাম না, জিম,' বলল মেয়েটি। 'পাব বলেও মনে হয় না। এখানে যদি থেকেও থাকে, আমি অন্তত খুঁজে পাব না।'

কিন্তু এখানেই আছে, নিশ্চিত শাটন। দরজার কাছ থেকে চারপাশে চোখ চালাল ও, ধীরে ধীরে, প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে। সোনা বা নোট মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা, লুকিয়ে রাখা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়; কোন একটা থলেয় রাখলেও বড়সড় হওয়ার কথা সেটা।

ঘরটা বিশাল। গাছের বিপরীত দিকের দেয়ালটা মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে। পুরো বাড়িটা আসলে একটা গুহার মত, মেসার ওপর যেরকম বাড়ি দেখা যায়; একেবারে চার দেয়ালে ঘিরে থাকা একটা খোলা জায়গা। ঢোকার জন্যে মাত্র একটা দরজা, ব্যস, একেবারে সহজ কাঠামো।

গুহার ছাদটা ঢালের ন্যায় ক্রমশ নিচু হয়ে গেছে, এত মসৃণ যে মনে হচ্ছে পালিশ করা হয়েছে। একেবারে শেষে, একটা বিছানার কাছাকাছি প্রায় মেঝেয় গিয়ে ঠেকেছে ছাদ। ওর ডান দিকে দেয়ালের ফাটল দিয়ে সরু ধারায় পানি চুইয়ে পড়ছে, মেঝেয় গড়িয়ে কয়েক ফুট এগিয়ে একটা ফুটো দিয়ে পড়ে যাচ্ছে নিচে।

বিছানার পাশে একটা টেবিল, তিনপায়া কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। আর আছে একটা বেঞ্চ, দেয়ালের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকানো। মেঝেটা পাথরের তৈরি।

পেছনের দেয়ালটা পাথর দিয়ে তৈরি করেছে কেউ। ডান দিকে দরজা। পাথরের রঙের পার্থক্য দেখে বোঝা যাচ্ছে পুরানো দেয়ালের ফাটল আর ভাঙা অংশ পরে মেরামত করা হয়েছে, প্রায় নিখুঁত হয়েছে কাজটা।

'পেছনে কি আছে?' দরজাটা দেখিয়ে জানতে চাইল শাটন। 'খুঁজে দেখেছ?'

'দরকার মনে করলে দেখতে পারো। একটা ফায়ারপ্লেস আর ছাদে একটা ফুটো ছাড়া কিছুই নেই।'

পাশের ছোট গুহার মত কামরায় ঢুকল শাটন। ফায়ারপ্লেসের পাশে জ্বালানি

কাঠ মজুদ রাখা। কয়েকটা লোহার কেতলি, কুঠার, চিমটা আর পুরানো ধাঁচের এক জোড়া বুলেটের ছাঁচ, যার প্রতিটি দিয়ে অন্তত এক ডজন সীসার বুলেট তৈরি করা যাবে।

পাথুরে দেয়ালে একটা ক্যানভাস ব্যাগ ঝুলছে। ওটা খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল শাটন। পুরানো মাস্কেট রাইফেলে ব্যবহারোপযোগী কিছু বুলেট রয়েছে, একটু আগে দেখা ছাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো। বহু দিন এ ধরনের বুলেট বা বন্দুক চোখে পড়েনি ওর। পনেরো পাউন্ড পর্যন্ত ওজন হতে পারে একেকটার, শুনেছে শাটন। গুহায় অবশ্য একটা প্রাচীন মাস্কেট দেখেছে, যত্নের অভাবে মরিচা পড়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

খুঁটিয়ে চারপাশ দেখছে শাটন। বারবার ছাদের ফুটোর দিকে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। ওটার ঠিক নিচেই মেঝেয় কয়েকটা দাগ চোখে পড়ল, সন্দেহ নেই মইয়ের পায়ার দাগ।

বুলেট ভরা আরও কিছু থলে খুঁজে পেল ও। সন্দেহ নেই এই বাড়ির মালিক উতে হামলার জন্যে তৈরি ছিল। নিজেই গান পাউডার তৈরি করত সে, তীর-ধনুক দিয়ে শিকারের কাজটা সারত, কিন্তু সীসার তৈরি বুলেটগুলো রেখে দিয়েছিল ইন্ডিয়ানদের জন্যে।

এরকম জায়গার কোথায় লুকানো থাকতে পারে পাঁচ লক্ষ টাকা? সত্যিই কি পাঁচ লক্ষ? গুপ্তধনের ব্যাপারে বাড়িয়ে বলাই মানুষের স্বভাব···গুজব যত পুরানো হয়, গুপ্তধনের পরিমাণ ততই বেড়ে যায়। সতর্কতার সঙ্গে খুঁজল ও, কিন্তু কিছুই পেল না।

দুই গুহার মাঝখানের দেয়ালটা সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ওকে। অস্বাভাবিক পুরু দেয়াল, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। কমপক্ষে বিশ ইঞ্চি পুরু হবে। পুরো দেয়ালটা খুঁটিয়ে দেখল ও, কোথাও নতুন করে মেরামত করা হয়েছে এমন জায়গা পরীক্ষা করছে। হঠাৎ নজরে পড়ল জায়গাটা। অন্য জায়গার তুলনায় কম ধুলো জমেছে এখানে, যেন আলগা একটা পাথর বসানো হয়েছে কিছু দিন আগে। কুঠার দিয়ে চাড় দিল ও, মিনিট কয়েকের চেষ্টায় খসিয়ে ফেলল একটা পাথর।

পেছনে কালো রঙের একটা ধাতব বাক্স খুঁজে পেল শাটন। সেটা বের করে আনল। ওর কনুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা, উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে।

বাক্সটা খুলতে তেমন কোন সমস্যাই হলো না। জমির কয়েকটা দলিল, বেশিরভাগ সম্পত্তি পুবের। একেবারে তলায় কিছু সবুজ বান্ডিল চোখে পড়ল···নোটের বান্ডিল, পুরু একেকটা! আর কিছু নেই বাক্সে।

'অ্যাঞ্জেলা, এ তো অনেক টাকা! হয়তো পুরোটাই আছে এখানে।'

'এবার যাওয়া উচিত। ওরা নিশ্চই ফিরে আসবে।'

দলিল আর নোটের বান্ডিল পকেটে ঢোকাল শাটন, বাক্সটা টেবিলে রেখে দিল। অনায়াসে যে কারও চোখে পড়বে ওটা।

বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিল ও, তারপর সাইক্যামোরের গুঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল এমিলিও আলভারেজ। 'কিছু পেলে?'

জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ···যদিও যা আশা করেছি তারচেয়ে অনেক কম।' স্যাডলে চেপে বসল শাটন। 'এক জোড়া প্রাচীন মাস্কেট যদি থাকত আমাদের, তাহলে এখানেই থেকে যেতাম। এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হয় না, অনায়াসে বিশ-ত্রিশজন লোককে ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। বিশ-ত্রিশজন কেন, একটা আর্মিকে ঠেকিয়ে রাখার মত অ্যামুনিশন আছে বাড়িটায়।'

'অ্যামুনিশন?'

'বলের মত বুলেট···মাজল-লোডিং রাইফেলের জন্যে।'

বিহ্বল দেখাচ্ছে এমিলিওকে। 'এমন কোন অ্যামুনিশনের কথা তো মনে পড়ছে না! এরকম কিছু থাকলে নিশ্চই মনে থাকত, তাই না? মাস্কেট-বলের আকারের বুলেট? উঁহুঁ, দেখিনি তো!'

তৎক্ষণাৎ স্যাডল ছেড়ে লাফিয়ে নামল শাটন, ছুটতে শুরু করেছে গাছের দিকে। 'এমিলিও,' জরুরী কণ্ঠে বলল ও। 'দ্রুত মেক্সিকান লোকটার কেবিনে চলে যাও, দুটো প্যাক হর্স নিয়ে এসো! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব–সময় নষ্ট কোরো না!'

'কি ব্যাপার, বলো তো?' জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'মাস্কেট বলগুলো! ওগুলোই সোনা!'

গাছ বেয়ে তরতর করে উঠে গেল শাটন, বাড়ির ভেতরে ঢুকে ছুরি দিয়ে একটা বল কেটে ফেলল।

সোনা! উজ্জ্বল, একেবারে খাঁটি!

মোট আটটা থলে, দুটো ফায়ারপ্লেসের পেছনে দেয়ালের ফাটলে লুকানো। সবগুলো একটা রশিতে বেঁধে নিচে নামিয়ে দিল ও।

একটু পর দুটো ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো এমিলিও। দুটোর সঙ্গেই স্যাডল-প্যাক নিয়ে এসেছে। প্যাকে বল ঢুকিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে মিনিট কয়েকের মধ্যে রওনা দিল ওরা।

শাটনের পাশে ঘোড়া থামাল এমিলিও। 'কোথায় যাবে?'

'ডেনভার। এদিকে এমন কোন ব্যাংক নেই যেখানে নিরাপদে রাখা যাবে সোনাগুলো।'

'সে তো অনেক দূর! অন্তত চারশো মাইল পাড়ি দিতে হবে। ট্রেনে চড়তে হবে নিশ্চই? চড়ব কোত্থেকে? ডুরাঙ্গোয়?'

দ্বিধা করল শাটন। 'কাছাকাছি হয়ে যায় জায়গাটা,' শেষে বলল ও। 'ডুরাঙ্গোয় না গিয়ে বরং আলামোসায় যেতে পারি আমরা।'

শ্রাগ করল এমিলিও। 'বেশ তো। তুমি কেবল নির্দেশ দেবে, আর আমি তামিল করব!'

পেছন ফিরে তাকাল শাটন। ট্রেইলে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ওরা, স্ক্যাবার্ডে আড়াআড়ি ভাবে রেখেছে সবক'টা উইনচেস্টার, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে অনায়াসে তুলে নিতে পারে–যে কোন অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্যে তৈরি।

*

দারুণ খেপে গেছে ক্যারল লয়ারী। রাগে জ্বলছে ওর ভেতরটা। আড়ষ্ট দেহে বসে আছে স্যাডলে, আকর্ষণীয় মুখে হতাশার পাশাপাশি চাপা জেদ আর অহঙ্কার ফুটে উঠেছে। ওর দু'পাশে রাইড করছে জন ফুলটন আর হার্লে কিরবি, কেউই কথা বলছে না।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে কিরবি, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিকার নেই ফুলটনের। এ ধরনের বহু লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে ওর। তাড়াহুড়ো করা অপছন্দ ওর, জানে সুযোগ আসবেই। লড়তে গেলে জয়-পরাজয়ও থাকবে, কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসা স্রেফ বোকামি। প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে অনীহা বোধ করছিল ফুলটন, কিন্তু ক্যারল লয়ারীর চাপাচাপিতেই পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

চারদিকে কাভার নেওয়ার প্রচুর জায়গা ছিল। এখনও নিশ্চিত নয় ও আসলে ঠিক ক'জন লুকিয়ে ছিল; দুই-তিনজনও সহজ নয়, যাদের একজন জিম শাটন, আরও অন্তত দু'জন রাইফেল হাতে আড়ালে অপেক্ষায় ছিল। কোন ভাবেই ঝুঁকি নেওয়ার মত পরিস্থিতি ছিল না, শাটনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাটা বিশ্লেষণ করে উপসংহারে পৌঁছল ফুলটন।

চারজন ছিল ওরা···ক্যারল লয়ারী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে রাজি হলে পাঁচজন হত। কিন্তু সেরকম কোন ইচ্ছে ছিল না মেয়েটার, একরকম নিশ্চিত ফুলটন। মিলিগান কিংবা বেনিং ওখানে ছিল কিনা কে জানে, থাকলেও কেয়ার করে না সে। আসল কথা হচ্ছে পরিস্থিতি ওদের অনুকূলে ছিল না, এবং আপসে পিছিয়ে আসাই ঠিক কাজ হত। সুযোগ আসবেই, হয়তো পরিস্থিতি তখন ওদের অনুকূলে থাকবে।

হারতে অভ্যস্ত নয় মেয়েটা, এবং টাকাটা চাই-ই ওর। ফুলটন নিঃসন্দেহ যে পুরো টাকা একাই মেরে দেওয়ার তালে আছে ক্যারল লয়ারী। প্রথম থেকেই নিশ্চিত জানে। এ-ও নিশ্চিত যে বাস্তবে তেমন কিছু ঘটবে না। এতগুলো পুরুষ মানুষ, এরা ছেড়ে কথা বলবে?

জাজ ম্যাকক্লেরিই নীরবতা ভাঙল প্রথম। 'কোথাও থামা উচিত। খানিকটা বিশ্রাম নিলে চাঙা লাগত। পুরো পরিস্থিতি আলোচনা করা যাবে, দেখা দরকার কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ক্যারল লয়ারী, কিন্তু স্বভাবসুলভ নিচু শান্ত স্বরে ওকে বাধা দিল ফুলটন। 'আইডিয়াটা খারাপ নয়। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

'কার্লকে খুন করেছে শাটন,' বিড়বিড় করে বলল কিরবি। 'একেবারে রদ্দি মালের মত ফেলে দিয়েছে!'

'কার্লের পাওনা ছিল ওটা,' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল ফুলটন। 'প্রথমবারেই শাটনকে খুন করা উচিত ছিল ওর। মনে আছে, বিগ বে-তে দারুণ একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল জ্যাক লয়ারী? অথচ ব্যর্থ হয়েছে কার্ল। কাজটা পারেনি যখন, বলতেই হয় পাল্টা ওকে খুন করার অধিকার ছিল শাটনের।'

'নিজের ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল কার্লের,' শান্ত স্বরে বলল জাজ। 'ও

যদি প্রথমবার তাড়াহুড়ো না করত, তাহলে হয়তো এতকিছু ঘটত না। এত ভোগান্তিও হত না। এতক্ষণে যার যার ভাগ নিয়ে কেটে পড়তে পারতাম আমরা।'

'তাহলে কি করব এখন?' চড়া স্বরে জানতে চাইল হার্লে কিরবি।

'ওদের পিছু নেব,' তীক্ষ্ণ স্বরে ঘোষণা করল ক্যারল লয়ারী। 'ওদেরকে ধরা ছাড়া তো কোন উপায় দেখছি না। সোনা বা ডলার, যাই হোক, এতক্ষণে বোধহয় পেয়ে গেছে ওরা।'

'যদ্দূর মনে পড়ছে তুমি বলেছ সোনা আছে ওখানে,' বলল ফুলটন।

'বিল জ্যাকসনের এক কাজিনের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। লোকটা বলেছে বুলিয়ন* তৈরি করেছে বিল, সোনার বুলিয়ন। আমার ধারণা নগদ কিছু ডলারও আছে।'

'কিভাবে ওর কাছ থেকে কথা বের করলে, এমনিতে তো বলার কথা নয় লোকটার!'

'বিলকে ঘৃণা করত সে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ছিল লোকটা। সবকিছুই বলেছে সে–সবিস্তারে, কোথায় কি অবস্থায় আছে, কত–কিছুই বাদ দেয়নি। খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হয়েছি আমি। ভুল বলেনি লোকটা। কিভাবে যেন ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল সে, আমার কাছে এসেছিল প্রস্তাব নিয়ে–বখরা চাইছিল।'

'কি বলেছ ওকে?'

বিতৃষ্ণার সঙ্গে ফুলটনকে দেখল ক্যারল। 'বলেছি এ সম্পর্কে আগ্রহ নেই আমার। বেশি খায়েশ থাকলে নিজেই যেন জিনিসগুলো উদ্ধার করে সে।'

সবার মত ঘোড়া থেকে নামল ক্যারল। একপাশে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছে হার্লে কিরবি। অন্যদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে এল ও। ফুরসত পেল সবকিছু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম সমস্যার গভীরতা আর নিজের অবস্থান বিচার করার সুযোগ হয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই পশ্চিমকে ঘৃণা করে ক্যারল। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর থেকে নিতান্ত বাধ্য হয়ে এল পাসোয় এক চাচীর কাছে থাকছে। সীমিত আয়ের সংসারে কোন রকমে চলে যাচ্ছে ওদের, ভবিষ্যৎ কখনোই উজ্জ্বল বলা যাবে না। এল পাসো বড় শহর হলেও পছন্দ নয় ওর, কিংবা পশ্চিমও পছন্দ নয়। পুবে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ওর, কিংবা ইউরোপে। কিন্তু এ মুহূর্তে পর্যাপ্ত টাকা নেই হাতে। পুবে বা ইউরোপে যেতে হলে যথেষ্ট টাকা দরকার।

পুরোপুরি স্বার্থপর বলেই চাচীর ব্যাপারে কেয়ার করে না ও। বরং মহিলাকে অপছন্দ করে, অযথাই বিভিন্ন বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় ওকে। এল পাসোয় কখনোই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না–এটুকু ঠিকই বুঝেছে ক্যারল। পুবের আয়েশী জীবন হাতছানি দিচ্ছে ওকে, এল পাসোয় আসার পর থেকেই ভাবছে

---

* বুলিয়ন (Bullion) স্বর্ণ ও রৌপ্যের পিণ্ড বা বাঁট

কিভাবে ফিরে যাওয়া যায়।

শেষবার পুবে যাওয়ার সময়, ঘটনাচক্রে বিল জ্যাকসনের দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় ওর, অ্যাঞ্জেলাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। লোকটার কাছ থেকে জেনে ফেলে জ্যাকসনের টাকার কথা। ওর ধারণা ছিল অন্য কেউ জানে না এসব, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে আর কেউ না হোক, অন্তত একজন জানে—জাজ ম্যাকক্লেরি।

টাকা থাকলেই লোভী মানুষ ভিড় করবে, এটাই স্বাভাবিক; তার পরোয়া অবশ্য করেনি ক্যারল। লুকানো টাকার খবর জানে না অ্যাঞ্জেলা, তথ্যটা বিস্মিত করেছে ওকে, তবে একইসঙ্গে আশাবাদীও করেছে, কারণ অ্যাঞ্জেলা না জানলে অন্য কারও জানার কথা নয়। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে শুরুতেই ঝামেলা হয়ে গেল, কার্ল রিকটার আর ওর দলবলের চোখ এড়িয়ে কিভাবে র‍্যাফটার-জের আশপাশে খোঁজাখুঁজি করবে?

তারপরই খবর এল র‍্যাফটার-জে বাথানের আউট-লদের উৎখাত করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে জিম শাটনকে, বাড়তি একটা দায়িত্বও পেয়েছে সে—লুকানো টাকা তুলে দিতে হবে অ্যাঞ্জেলার হাতে। তথ্যটা জ্যাক লয়ারী এবং জাজ ম্যাকক্লেরি, দু'জনের কাছ থেকেই পেয়েছে ক্যারল, শুনেই আক্কেল গুড়ুম ওর। জিম শাটনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চারজন লোক টাকার কথা জেনে গেল: জাজ, জ্যাক লয়ারী, কার্ল রিকটার এবং ও নিজে।

কার্ল রিকটারের কাছে খবর পৌঁছে দিল জাজ, নির্দেশ দিল অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে দেখা করার আগেই শাটনকে খুন করে ফেলতে। ম্যাকক্লেরির মতে মুখোমুখি বন্দুক যুদ্ধে সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না শাটনকে, বরং-অ্যাম্বুশ করেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা উচিত।

চমৎকার একটা আয়োজন করে দিল জ্যাক। শাটনকে দলিলপত্র আর পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে বিগ বে শহরে গিয়েছিল ও, শাটনও এল সময়মত—অজান্তে ফাঁদে পা দিল। অথচ ব্যর্থ হলো রিকটার, এবং একই সন্ধেয় মারা যায় জ্যাক।

আজ মারা গেল কার্ল রিকটার। তার মানে আর মাত্র দু'জন লোক রয়েছে যারা টাকার খবর জানে।

জীবনে তিক্ত পরাজয়ের স্বাদ কখনও পায়নি ক্যারল, কারণ বরাবরই ভেবে-চিন্তে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করে নেয়। ওর ধারণা এবারও ব্যর্থ হবে না। সামনে একমাত্র বাধা জিম শাটন। ডেভ ফ্লেচার আর লুক অলিঙ্গারকে ভাড়া করেছে সেজন্যেই, শাটনকে সরিয়ে দেবে ওরা। মোটামুটি নিশ্চিন্ত ও। শুধু শাটনই নয়, ওর স্বার্থের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যে কোন লোককেই সরিয়ে দেবে ভাড়াটে বন্দুকবাজরা, এমনকি জাজ ম্যাকক্লেরিও রেহাই পাবে না।

কিন্তু পরিস্থিতি বেশ নাজুক হয়ে পড়েছে। কার্ল রিকটারকে খুন করার পর টাকা নিয়ে সটকে পড়েছে শাটন, সুতরাং নিঃসন্দেহে অ্যাঞ্জেলাও টাকার কথা জানে এখন।

'ডেনভারের ব্যাংকে টাকা জমা রাখবে শাটন,' হঠাৎ আত্মবিশ্বাসী স্বরে

নীরবতা ভাঙল জাজ। 'মাঝামাঝি কোথাও রাখা নিরাপদ মনে করবে না ও। হ্যাঁ, ডেনভারেই যাবে–কিন্তু ওকে যেতে দেওয়া যাবে না!'

'ট্রেনে উঠবে ওরা,' যোগ করল ফুলটন। 'ট্রেনে উঠতে পারলে দ্রুত পৌঁছতে পারবে ডেনভারে, যাত্রাটাও নিরাপদ হবে।'

'ওদের আগেই ট্রেনে উঠব আমরা,' ঘোষণা করল জাজ। 'প্রথমে ডুরাঙ্গোয় যাব। হয়তো শাটনও ডুরাঙ্গো থেকে ট্রেনে উঠবে। কিন্তু আমাদের আগে পৌঁছতে পারবে না, কারণ পথে অ্যাম্বুশের আশঙ্কা করবে ও, সচরাচর ব্যবহার হয় এরকম ট্রেইল এড়িয়ে চলবে, স্বাভাবিক ভাবে ওদের গতি শ্লথ হয়ে পড়বে।'

'ডুরাঙ্গো জায়গাটা কোথায়?' জানতে চাইল কিরবি। 'কি জানো, এই এলাকায় একেবারে নতুন আমি।'

'এখান থেকে পুবে। একসময় নাম ছিল অ্যানিমাস সিটি, কিন্তু রেলরোড আসার পর ট্র্যাকের ধারে নতুন করে গড়ে উঠেছে শহরটা, নামও নতুন–ডুরাঙ্গো। মাত্র কয়েক মাস হলো ওই শহরের জন্ম।'

'ওখানে এক বন্ধু আছে আমার,' জানাল ফুলটন। 'ওর কাছ থেকে ঘোড়া বদলে নেওয়া যাবে। যত জোরে সম্ভব ঘোড়া ছোটাব আমরা।'

কোন মন্তব্য করল না ক্যারল, নিজের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত। *সবক'টা আস্ত আহাম্মক!* জিম শাটনের মত পোড়-খাওয়া মানুষ নিজের চেহারা দেখাবে ডুরাঙ্গোর মত ছোট্ট শহরের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে? নিতান্ত বোকা না হলে এরকম ভুল করবে না কেউ।

কফি নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল জাজ। কাপটা নিয়ে ধন্যবাদ জানাল ক্যারল। হাত চালিয়ে কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিল। 'মনে হয় না ছোট কোন শহরে যাবে শাটন,' মন্তব্যের সুরে বলল ও। 'বড় শহরে খোঁজ করার পক্ষপাতী আমি।'

মৃদু হাসল ম্যাকক্রেরি। 'ডুরাঙ্গোয় গিয়েই দেখো না! আমার ধারণা শেষ খেলাটা কিন্তু ওখানেই ঘটবে, এবং ঝামেলাটাও মিটে যাবে। তোমার যদি অন্য কোন কাজ না থাকে, ওখানেই থেকে যেতে পারো। তোমার স্বার্থ দেখব আমি।'

নিশ্চয়ই, পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করবে যাতে জীবনে আর কখনও আমার মুখ দেখতে না হয়! স্মিত হাসার সময় ভাবল ক্যারল। 'ধন্যবাদ, জাজ। আমার ব্যাপার আমিই সামলাতে পারব।'

কফি শেষ করে, আগুন নিভিয়ে ডুরাঙ্গোর ট্রেইল ধরল ওরা।

ক্যাম্প থেকে ত্রিশ ফুট দূরে অ্যাসপেনের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দেহ শিথিল হলো। শক্ত হাতে ঘোড়ার নাক চেপে রেখেছিল সে এতক্ষণ, একই অবস্থায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকায় পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। হাত-পা ঝেড়ে খিল ছাড়াল সে।

ওর নাম মাইক হ্যামলিন। ঘটনাচক্রে এখানে দলটার দেখা পেয়ে গেছে সে। জন ফুলটনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিংবা জাজ ম্যাকক্রেরির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও নিজের উপস্থিতি জানানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে ধরে নিয়েছে

সে।

সকালেই র‍্যাঞ্চ ছেড়েছে ফুলটনরা। ওদিকে কি হচ্ছে কেউই জানে না, টেরই পায়নি বাকি আউট-লদের খেদিয়ে দিয়েছে সাধারণ কাউহ্যান্ডরা, অবশ্য এসব লোকরা কেউই তেমন ভয়ঙ্কর নয়। টম বেনিং, মিলিগান আর সদ্য যোগ দেওয়া কিছু কাউহ্যান্ড র‍্যাঞ্চের কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছে হাতে। বেনিঙের সঙ্গে আলোচনা করে হ্যামলিনই ভাড়া করেছে এসব পাঞ্চারদের, যাদের বেশিরভাগই ওর পুরানো বন্ধু, একসময় কার্ল রিকটারের দলবলের ভয়ে সরে পড়েছিল।

হ্যামলিন স্বেচ্ছায় কার্ল রিকটারের ট্রেইল ধরে পিছু নিয়েছে এরপর।

এলাকা ছেড়ে চলে গেছে লেন্স স্ট্রুড, তবে যাওয়ার আগে রিকটারদের কোথায় পাওয়া যাবে জানিয়েছে সে। গন্তব্যে পৌঁছে কেবল রুড পিকেটের লাশটা খুঁজে পেয়েছে হ্যামলিন, আর কিছু তাজা ট্র্যাক। ওগুলো ধরে এগোতে কোন অসুবিধেই হয়নি ওর।

ওখানে থাকতেই গুলির শব্দ শুনেছে। তারপর ট্র্যাক ধরে ক্লিফের ওপর বাড়ির কাছাকাছি কার্ল রিকটারের লাশ খুঁজে পেয়েছে। 'দুটো শেষ,' খানিকটা সন্তুষ্টির সঙ্গে বিড়বিড় করেছে ও আপনমনে।

গত কয়েকদিন পাহাড়ে ছিল ও, স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গেছে তপ্ত পরিস্থিতি। কার্ল রিকটারের পক্ষ নিয়ে জিম শাটনের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে ছিল না ওর, এখনও নেই।

ফুলটনদের ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে স্যাডলে চাপল মাইক হ্যামলিন। ট্রেইলের পাশে বুনো একটা পথ ধরে পুবে এগোল। একটু আগে শোনা কথাগুলো নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখছে।

জিম শাটনের পিছু নিয়েছে ওরা, আশা করছে শাটনের আগেই ডুরাঙ্গোয় পৌঁছতে পারবে। অবশ্য পুরো দলের সঙ্গে যাচ্ছে না ক্যারল লয়ারী, সম্ভবত আগে শহরে যাবে মেয়েটা, সাফসুতরো হয়ে নেবে। হ্যামলিনের ধারণা অন্যদের আগেই ট্রেনে চড়তে সক্ষম হবে ক্যারল; কারণ ডুরাঙ্গোর ট্রেইল এড়িয়ে সরাসরি পুবে যাচ্ছে মেয়েটা…*যাবে কোথায়? আলামোসায়, নাকি লা ভেটায়?*

এলাকাটা প্রায় ওর নখদর্পণে। সাধারণ ট্রেইলগুলো ছাড়াও গোপন কিছু ট্রেইল চেনে হ্যামলিন। এবার ইন্ডিয়ান একটা ট্রেইল ধরল সে, আড়াআড়ি পথে ইগ্‌নাসিও পৌঁছে যাবে। ডুরাঙ্গোর আগের একটা রেল স্টেশন।

ব্রীজ টিম্বার মাউন্টেনের ঢালের শুরুতে কিছু ট্র্যাক চোখে পড়ল ওর। পাঁচটা ঘোড়া? নিজেকেই প্রশ্ন করল হ্যামলিন, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখেও নিশ্চিত হতে পারল না। জায়গায় জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে ট্র্যাক, একটা ঘোড়া কম-বেশিও হতে পারে। নিশ্চিত হতে না পারলেও একই ট্রেইল ধরে এগোল ও, পরের কয়েক মাইলের মধ্যে কদাচিৎ ট্র্যাক চোখে পড়ল; কিন্তু স-মিল ক্যানিয়নের কাছাকাছি এসে স্পষ্ট চোখে পড়ল ট্র্যাকগুলো।

এবার কোন সন্দেহ থাকল না। ঠিকই আঁচ করেছে। তিনজন রাইডার এবং দুটো প্যাক হর্স। পানির জন্যে এক জায়গায় থেমেছিল ওরা, সম্ভবত কিছুক্ষণ

বিশ্রামও নিয়েছে। ইতস্তত কিছু ট্র্যাক ছড়িয়ে আছে জায়গাটায়, স্পষ্ট এবং দুই কি এক ঘণ্টা আগের। এক জোড়া বুটের ছাপ বেশ ছোট। হ্যামলিন ধারণা করল ওগুলো অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনের। শাটনের মোকাসিনের ছাপ সম্পর্কে আগেই ধারণা আছে ওর। কিন্তু অন্য লোকটার ট্র্যাক দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল—হিল-উঁচু বুট পরেছে সে, ক্যালিফোর্নিয়া স্টাইলের স্পার ছিল বুটে। ঝুঁকে পড়ে এক জায়গায় কিছু করেছিল সে, বালির ওপর স্পারের দাগ পড়ে আছে স্পষ্ট। মানুষটা বিশালদেহী।

সন্তুষ্ট মনে ট্রেইলের পথ ধরল হ্যামলিন। নিশ্চিত জানে শাটনদের আগেই রেলরোডে পৌঁছে যেতে পারবে।

উনিশ

মাইক হ্যামলিনের চেয়ে কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে আছে শাটনরা। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ট্রেইল ছেড়ে পাইনের বনে ঢুকে পড়ল ওরা, খোলা একটা জায়গা খুঁজে পেল যেখানে বরফ-গলা পানি জমেছে এক জায়গায়। পানির কাছাকাছি অস্থায়ী ক্যাম্প করল শাটন। ব্রীজ টিম্বার মাউন্টেনের ঢাল ধরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আট হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছে ওরা। শীতল বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে শরীরে।

দ্রুত, দক্ষ হাতে কাজ সারল শাটন। এমিলিও আগুন জ্বালাচ্ছে, এই ফাঁকে পাইনের দুটো লম্বা ডাল মাটিতে পুঁতে ফেলল ও, আরেকটা আড়াআড়ি ভাবে বাঁধল অন্য দুটোর সঙ্গে। এবার কিছু ডাল দু'পাশ থেকে ঠেস দিয়ে রাখল, তার ওপর পাতা ছড়িয়ে দিল। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল অস্থায়ী আশ্রয়। বৃষ্টি বা বাতাস থেকে রক্ষা পাবে ওরা।

'রেলরোড এখান থেকে কত দূরে?' জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'বেশি নয়। ইগ্‌নাসিও থেকে ট্রেনে উঠব আমরা।'

'মানে রিজার্ভেশনের কাছাকাছি ওই ট্রেডিং পোস্ট থেকে?'

'ওটার কাছাকাছি। ডেনভার এন্ড রিও গ্রান্ড এক্সপ্রেস থামে ওখানে। আমার ধারণা ডুরাঙ্গোয় পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা, অযথা সময় নষ্ট করবে। ট্রেনেও উঠতে পারে, তবে নিশ্চিত হতে পারবে না ঠিক কোন্ ট্রেনে চড়ব আমরা। হতে পারে ওরা যেটায় চড়বে, তার আগেরটায় কিংবা পরেরটায় চড়ব। বুঝতেই পারছ, কোন সম্ভাবনাই বাদ দিতে পারবে না ওরা।'

কাঁধে ব্যথা অনুভব করছে শাটন। চেষ্টার চূড়ান্ত করেছে বটে, কিন্তু এখনও ক্ষতটা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ভাল চিকিৎসা দরকার। কিন্তু ডেনভার পৌঁছানোর আগে সেই সম্ভাবনা নেই, যদি না ভাগ্যক্রমে ট্রেনে কোন ডাক্তারকে পেয়ে যায়।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল ওরা, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু

করল। ঘণ্টা খানেক পর অ্যানিমাস নদীর ধারে পৌঁছে গেল। ফোর্ড হয়ে নদী পেরোল, স্টির‍্যাপ ছুঁইছুঁই করছে নদীর স্বচ্ছ টলটলে পানি। ঘণ্টা খানেক পর কটনউড গাল্‌শ হয়ে ফ্লোরিডা নদী পেরিয়ে এল।

সামনের সমতল জমিতে এঁকেবেঁকে চলে গেছে উতে ইন্ডিয়ান ট্রেইল, দক্ষিণে মেস মাউন্টেনের চিরুনির খাঁজের মত চূড়াগুলো চোখে পড়ছে। দুলকি চালে পুবে এগোচ্ছে ওরা, হাতের ডানে পিয়েড্রা পর্বতশৃঙ্গ।

'আর কত দূর?' জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'দশ মাইল...কমও হতে পারে। ভাগ্য ভাল হলে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

'ভয় লাগছে আমার, জিম! চূড়ান্ত মোকাবিলার কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।'

'ভয় পেয়ে কি লাভ হবে?' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল শাটন। 'যা এড়াতে পারব না, সেটাকে মোকাবিলা করাই ভাল। শেষপর্যন্ত ঠিকই উতরে যাব আমরা।'

'ধুলো দেখা যাচ্ছে পেছনে,' জানাল এমিলিও আলভারেজ।

'সম্ভবত উতে ইন্ডিয়ান।'

'মাত্র একজন রাইডার, এবং খুব দ্রুত ছুটে আসছে। ইন্ডিয়ান হলে একা আসত না।'

নিচু একটা জায়গায় সরে এল ওরা, স্টির‍্যাপের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে পেছনে তাকাল শাটন। ধুলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট দূরে আছে অশ্বারোহী।

সামনে লস পিনোস নদীর তীরে গাছের সারি চোখে পড়ছে। নদী ধরে দক্ষিণে কিছু দূর এগোলেই রেলরোড পড়বে।

স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার হাতে তুলে নিল শাটন, পেছনে তাকাল। ক্রমে কাছাকাছি এগিয়ে আসছে রাইডার।

'স্টেশনে কি কি আছে?' জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'তেমন কিছু নয়। স্টেশন থেকে কয়েক মাইল উত্তরে উতে এজেন্সি। গুরুত্বহীন একটা স্টেশন। হয়তো ছোট একটা পানির ট্যাংক আর বক্স-কার আছে শুধু। এ ধরনের বেশিরভাগ স্টেশনে বক্স-কারকে ওয়েটিংরুম আর অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।'

'ছায়া থাকবে তো?'

'থাকবে নিশ্চয়ই।'

মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে গেল মেয়েটা, তারপর জানতে চাইল: 'আমি নিশ্চিত এই পথে ট্রেনে আগেও যাতায়াত করেছি, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'সেটাই স্বাভাবিক। মনে রাখার মত জায়গা নয় ওটা। সত্যি কথা বলতে কি, একটা স্টেশনে সৌন্দর্যের কিছুই নেই, বরং আশপাশের এলাকায় সব সৌন্দর্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।'

মুখ শুকিয়ে গেছে শাটনের, পেটে খিদের অনুভূতি। পেছন ফিরে নিঃসঙ্গ অশ্বারোহীর দিকে তাকাল, এখনও স্পষ্ট দেখার মত কাছে আসেনি। সামনে স্টেশনের পানির ট্যাংকটার অবয়ব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, পাশে নিচু একটা দালান–বক্স-কারের চেয়ে বড়ই হবে। নদীর তীরে কটনউডের সারি চোখে পড়ছে।

ইচ্ছে করেই গতি কমাল শাটন, অযথা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছে নেই এবং আশা করছে ওদের আগেই কেউ স্টেশনে এসে অপেক্ষায় থাকলে তাদের দেখতে পাবে।

জনশূন্য প্ল্যাটফর্ম। দুই কামরার ছোট্ট স্টেশনটাও খালি পড়ে আছে। প্ল্যাটফর্ম ধরে স্টেশন পেরিয়ে এল ওরা, কটনউডের সারির নিচে এসে ঘোড়া থামাল। মুহূর্তের জন্যে স্যাডলে স্থির হয়ে বসে থাকল শাটন, কান পেতে শুনল। তারপর নিশ্চিত হয়ে স্যাডল ছাড়ল।

'রায়ান?'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল শাটন, নামটা শুনে চমকে গেছে। অ্যাঞ্জেলা ডেকেছে ওকে।

'এটাই তো তোমার নাম, তাই না? এই নামে ডাকার অনুমতি কিন্তু আগেই নিয়েছি।'

'হ্যাঁ।'

সেই মুহূর্তে শাটনের মনে হলো এটাই ওর নাম–রায়ান মেলেট। সত্যিকার পরিচয়। মিথ্যে পরিচয় কিংবা ছদ্মনামও নয়। অন্য সবকিছুই ভুয়া।

'রায়ান, কোন ভাবে কি খুন-জখম এড়ানো যায় না?'

'সেভাবেই পরিকল্পনা করেছি। ওদের আগেই যদি ট্রেন চলে আসে, কিংবা ওরা যদি আমাদের আগেই ট্রেনে চড়ে বসে না থাকে, তাহলে হয়তো কোন ঝামেলা ছাড়া মিটে যাবে সব। কিন্তু মনে রেখো, অ্যাঞ্জেলা, প্রয়োজনে তোমাকে খুন করে হলেও সোনাগুলো কেড়ে নেবে ওরা।'

'জিনিসগুলো ওদের দিয়ে দাও।'

'তা হয় না। সুস্থ মস্তিষ্কে সেটা করতে পারব না আমি। বেঈমানি করা হবে তাহলে। চারজন লোককে খুন করার জন্যে টাকা নিয়েছি আমি, কিন্তু ঝামেলা ছাড়া যদি তোমার সম্পত্তি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তাহলে খুন-খারাবি এড়িয়ে যেতেও আপত্তি নেই আমার।

'সোনাগুলো ওদের দিয়ে দিলেও যে সবকিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, তা নয়। জেনে-শুনে অন্যায়কে মেনে নিতে পারি না আমরা। নইলে ন্যায়ের জোর কমে যায়, মিথ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যের পরাজয়ে মিথ্যের জোর বাড়ে। লোভের কোন শেষ নেই, অ্যাঞ্জেলা, সহিংসতাও লাগামহীন। স্রেফ ঝামেলা এড়ানোর জন্যেও যদি পিছিয়ে যাই আমরা, তাতে উৎসাহিত করা হবে ওদের. ভবিষ্যতে অন্য কারও জন্যে এরচেয়েও বড় ঝামেলা তৈরি করবে ওরা।

'ওদের আগেই যদি ট্রেনে চড়তে পারি, তাহলে জিতে যাব আমরা। কিন্তু

ওরা যদি এসেই পড়ে, লড়াই ছাড়া উপায় থাকবে না।'

থামল শাটন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নীরব হয়ে গেছে অ্যাঞ্জেলা।

দারুণ গরম পড়ছে, সময়ও যেন কাটছে না। গুমট বাতাস, যেন স্থির হয়ে আছে। পাহাড়ী এলাকার সাথে ঠিক মানাচ্ছে না। দূরে পাহাড়ের ওপর স্থির হয়ে আছে ঘন কালো মেঘ, আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে।

কোমরের পাশে নেমে গেল শাটনের হাত, পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করল। শীতল আর স্বস্তিকর স্পর্শ পেল হাতে, জানে খুব শিগগিরই জিনিসটা দরকার হবে।

দরকার হবেই, কারণ পিছিয়ে যাওয়ার কিংবা হার মানার কোন ইচ্ছে নেই ওদের কারও। অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকগুলো মারা গেছে অথবা কেটে পড়েছে লড়াই থেকে। লেস স্ট্রুড ভেগেছে, ভয়ঙ্কর রুড পিকেটও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। পিস্তলে সবচেয়ে চালু হাত, সেই কার্ল রিকটারেরও একই দশা হয়েছে–অথচ অনেকের ধারণা সে বিল হিকক বা হারডিনের সমকক্ষ।

সেই রিকটারও মারা গেছে। কিন্তু বাকি যারা আছে, এরা কেউই কম ভয়ঙ্কর নয়। এদের যে কেউ খুন হয়ে যেতে পারে শাটনের হাতে, কিংবা শাটন নিজেও খুন হয়ে যেতে পারে। যথেষ্ট চালু ও–অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পারছে–স্থির সঙ্কল্প, নিখুঁত নিশানা এবং চোখ ধাঁধানো ড্র-র সমন্বয়। কিন্তু তারচেয়েও বড় ব্যাপার শো-ডাউনের শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তে, যখন কেবল বাঁচা-মরার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়…দারুণ ঠাণ্ডা থাকে ওর মস্তিষ্ক, অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে মুখোমুখি হয় শত্রুর…

বরাবরই তাই হয়েছে, এবারও কি হবে? কিন্তু ভবিষ্যৎ বা অদৃষ্ট কি আগে থেকে জানা সম্ভব? কখনোই জানতে পারে না মানুষ। আগে থেকে কিছু বলার উপায় নেই। বহু সেয়ানে বন্দুকবাজকে শো-ডাউনের সময় কিংবা প্রয়োজনের সময় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে দেখেছে ও, দেখেছে তার করুণ পরিণতি। ডজ সিটিতে কার্ক জর্ডানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে তাই ঘটেছিল বিলি ব্রুকসের ভাগ্যে। বহুবার পিস্তলে নিজের কারিশমা প্রমাণ করেছে সে, জর্ডানের সামনে দাঁড়িয়ে আবারও প্রমাণ করা জরুরী হয়ে পড়ল; সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে ভয়ঙ্কর '৫০ বাফেলো গান হাতে সাহস হারিয়ে ফেলল বিলি ব্রুকস।

'উতে ট্রেইল ধরে একজন রাইডার আসছে,' নিচু স্বরে জানাল এমিলিও আলভারেজ।

আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাচ্ছে লোকটা। কারণটাও পরিষ্কার। দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। অনেক দূরে রয়েছে ট্রেনটা, দেখা না গেলেও শব্দ শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই এসে পড়বে।

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল শাটন। 'ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে নাও,' এমিলিওকে নির্দেশ দিল ও। 'বাড়ি ফিরে যাবে ওরা।'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেক্সিকান। 'স্টেশনে যাবে তুমি, সেনর? খোলা জায়গায়?'

'হ্যাঁ।'

নীরবে শ্রাগ করল এমিলিও।

খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। আবারও হুইসেল বেজে উঠল। হোলস্টারে পিস্তলটা পরখ করল শাটন, নিশ্চিত হলো সময়মত অনায়াসে বেরিয়ে আসবে ওটা।

দূরে বাজ পড়ল···ঝড় আসবে শিগ্‌গিরই।

প্যাক হর্স সহ স্টেশনের দিকে এগোল ওরা। পাশাপাশি হাঁটছে অ্যাঞ্জেলা, ওর হাতে রাইফেল। ক্ষীণ ধুলো উড়ছে রাস্তায়, নির্জন প্ল্যাটফর্মে বিকট শোনাচ্ছে ওদের পদশব্দ। বিশাল মেঘের পাহাড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল নীল বজ্র, ছড়িয়ে পড়ল আকাশে; বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল এরপর। বড়বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে প্ল্যাটফর্মে প্যাকগুলো নামিয়ে রাখল শাটন। চোখ তুলতে আচমকা প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় ওদের দেখতে পেল, লোকগুলো কোত্থেকে কিভাবে এল কোন ধারণাই নেই ওর।

জন ফুলটন, তার পাশেই হার্লে কিরবি আর অচেনা এক মেক্সিকান–দীর্ঘ হালকা-পাতলা শরীর, মাথায় সমব্রেরো আর বুকের ওপর দুটো কার্তুজ বেল্ট আড়াআড়ি করে বাঁধা। সরু দীর্ঘ গোঁফ ঝুলে পড়েছে চিবুক পর্যন্ত।

ব্রাঙ্কো সিয়ারেজ!

সেই চারজনের একজন, যাদের খুন করার জন্যে ভাড়া করেছিল ওকে বিল জ্যাকসন। চারজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। মহিলা? উঁহুঁ, নিজেকে যদ্দূর চিনতে পারছে, তাতে মনে হয় না কখনও কোন মহিলাকে খুন করতে রাজি হবে ও।

হঠাৎ জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা। এদের কাউকেই খুন করতে রাজি হয়নি ও, বরং নিজস্ব পদ্ধতিতে র‍্যাফটার-জে থেকে আউট-লদের উৎখাত করতে সম্মত হয়েছিল; এবং চারজন পুরুষ আর এক মহিলা সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ পেয়েছিল। সতর্ক থাকতে হবে, ব্যস! মহিলাটির পরিচয় নিয়ে কোন সন্দেহ নেই–ক্যারল লয়্যারী।

তার মানে মেয়েটা সম্পর্কে সবই জানত বিল জ্যাকসন। নিজের শত্রুদের চিনত সে, জানত কারা শাটনের শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু কিভাবে জেনেছে সেটা আজীবন রহস্যই থেকে যাবে!

এবার ব্রাঙ্কো···যে কোন সময়েই ভয়ঙ্কর লোকটা। আরও দু'জন জুটেছে সঙ্গে–কিরবি আর ফুলটন। এরকম পরিস্থিতিতে কোন কিছু কি সহজ হতে পারে?

'ব্যাগগুলো যেখানে আছে, সেখানে রেখেই কেটে পড়ো, জিম শাটন!' নিরুত্তাপ স্বরে নির্দেশ দিল কিরবি। 'তোমার ভাগ্য ভাল যে দুটো রাস্তা খোলা পেলে সামনে।'

'ব্যাগে তো সোনা নেই!' নির্বিকার মুখে মিথ্যে বলল শাটন। 'সোনা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে সীসার কিছু বুলেট ভরেছি ব্যাগে। আসল জিনিস এতক্ষণে ডেনভারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।'

'এত সহজে বোকা বানাতে পারবে না আমাদের, সুতরাং চেষ্টাও কোরো না।'

পকেট থেকে কালো রঙের আস্তর দেওয়া বিশাল একটা মাস্কেট-বুলেট বের করে উঁচিয়ে ধরল অ্যাঞ্জেলা। 'দেখছ এটা?'

থমথমে হয়ে গেল কিরবির মুখ। দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু না করেও উপায় নেই। এত ছোটাছুটির পর কিনা সীসার বুলেট!

ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠল আবার। আকাশে বজ্রপাত। বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে।

ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিল এমিলিও, ধীর পায়ে কটনউডের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা তিন সঙ্গীর কাছে চলে গেল ঘোড়াগুলো।

চূড়ান্ত সময়টা প্রায় উপস্থিত, অন্তস্তল থেকে অনুভব করতে পারছে শাটন। এক পা পাশে সরল, লাইন অব ফায়ার থেকে অ্যাঞ্জেলাকে সরিয়ে দিতে চাইছে। 'ট্রেন আসছে,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'স্টেশনে পৌঁছলে ওটায় ব্যাগগুলো তুলব আমরা। ভেতরে হয়তো সীসার বুলেটই আছে, কিংবা অন্য কিছু; কিন্তু যাচাই করতে হলে প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে। চেষ্টা করতে চাও কেউ? যে কোন সময়ে করতে পারো...যে কেউ!'

'দুর্ধর্ষ জিম শাটন!' প্রথমবারের মত মুখ খুলল ব্রাঙ্কো, কালো চোখে অবজ্ঞা ঝরে পড়ছে। 'আমার মনে হয় না সত্যিই ততটা দুর্ধর্ষ সে! ওর গুলি তো ছুটে আসে আড়াল থেকে...নাকি সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও গুলি করার হিম্মত আছে ওর?'

মোক্ষম সময়। কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। লড়াই যখন অনিবার্য, তখন শব্দ খরচ না করে বুলেটই খরচ করা উচিত।

'দেখো তাহলে!' শান্ত কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ করল শাটন, এবং ড্র করল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল ওদের হাতে, একইসঙ্গে নড়ে উঠল তিনজন, যেন মাত্র একজন লোক শাটনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শাটনের প্রথম লক্ষ্য জন ফুলটন। শান্ত, ধীর-স্থির অবিচল মানুষ সে, কথা বলে কম...প্রথমে ফুলটনকে সরিয়ে দিতে চাইছে ও। মজার ব্যাপার, জন ফুলটনও জানে সেটা, এবং হাসছে সে। বাঁকা হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। চোখের পলকে কোমরের ওপর উঠে এল ফুলটনের পিস্তল, দেখতে পেল শাটন...পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাইছে বন্দুকবাজ।

বাজ পড়ার শব্দে শাটনের গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেল। গুলি করতে করতে সামনে এগোচ্ছে ও, সতর্ক পদক্ষেপ; দ্রুত কিন্তু নিখুঁত নিশানায় গুলি করছে একের পর এক।

ফুলটন প্রথমে, আবারও ফুলটন। তারপর ব্রাঙ্কো। ইতোমধ্যে প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ে গেছে হার্লে কিরবি, নিশ্চয়ই এমিলিওর কাজ।

পেছন থেকে রাইফেল দিয়ে গুলি করছে কেউ। ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলল শাটনকে, কে হতে পারে? কিন্তু ফিরে তাকানোর সময় বা ফুরসত কোনটাই নেই।

ফুলটনকে গুলি করল ও, পরপর দুটো; তারপর ব্রাঙ্কোকে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে ফুলটনকে আবারও গুলি করল, মুখ আর শার্টে রক্ত লেগে আছে

ছোটখাট গানম্যানের। ব্রাঙ্কো এখনও সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঝকঝকে সাদা দাঁতে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝরে পড়ছে; শাটনের পরের গুলিতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। মুখ থুবড়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে।

আবারও পেছনে গর্জে উঠল রাইফেল, সঙ্গে সঙ্গেই স্টেশনে ঢুকে পড়ল ট্রেন। তুমুল বর্ষণ চলছে। যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল লড়াই। জীর্ণ বস্তার মত প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে তিনটা লাশ। এমিলিও-ও পড়ে আছে। দ্রুত হাতে পিস্তল রিলোড করল শাটন। স্থির দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে জন ফুলটনের দিকে। আশঙ্কা করছে আবারও উঠে দাঁড়াতে পারে সে।

ট্রেনের জানালায় যাত্রীদের কৌতূহলী মুখ। এমিলিও আলভারেজের ওপর ঝুঁকে আছে অ্যাঞ্জেলা, রাইফেল হাতে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। স্টেশনের একটা জানালার দিকে স্থির হয়ে আছে রাইফেলের নল।

জানালার বাইরে প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে একটা রাইফেল, আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে ভাঙা কাচের টুকরো। জানালার চৌকাঠের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জাজ ম্যাকক্লেরির মৃতদেহ।

রাইফেল হাতে লোকটাকে চিনতে পারল শাটন। মাইক হ্যামলিন।

'মি. মেলেট,' বলছে সে। 'পিঙ্কারটনের লোক আমি।'

'আউট-ল নও?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল শাটন, বিস্ময় চেপে রেখেছে।

'ছিলাম একসময়। ট্রেন ডাকাতদের ধরার জন্যে আমাকে চাকুরি দেয় পিঙ্কারটন। পুরস্কারটা বাতিল করার আগ পর্যন্ত তোমার খোঁজ করছিলাম আমরা, কিন্তু সহজে কি তোমাকে ট্রেস করা যায়? সেদিন বিগ বে শহরে তোমার কাছাকাছিই ছিলাম আমি, দেখেই চিনতে পারলাম তোমাকে। কিন্তু রায়ান নামে পরিচয় দিলে যখন, খটকা লাগল।'

বৃষ্টি পড়ছে এখনও।

'জানতাম তোমাকে ভাড়া করেছে বিল জ্যাকসন, মিলিগানই জানিয়েছে আমাকে। সেজন্যেই বুদ্ধি করে তোমাকে র‍্যাফটার-জেয় নিয়ে গেছি। উপায় ছিল না, স্মৃতি হারিয়ে ফেলায় তুমি হয়তো অন্য কোথাও চলে যেতে!'

শাটনের জামার আস্তিন টেনে ধরে মনোযোগ আকর্ষণ করল অ্যাঞ্জেলা। 'রায়ান...ট্রেন ছেড়ে দেবে!'

দুটো ব্যাগ তুলে নিল শাটন। হ্যামলিন আর ট্রেনের মেসেঞ্জার তুলে নিয়েছে বাকিগুলো। ট্রেনের বগিতে ব্যাগ তুলে দিয়ে এমিলিওর কাছে ফিরে এল শাটন। ততক্ষণে নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে মেক্সিকান, বুকের কাছে শার্ট রক্তে ভিজে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে এগোল সে।

'আঘাতটা খারাপ নাকি?' জানতে চাইল ও।

মাথা নাড়ল এমিলিও। 'মনে হয় না।'

'ট্রেনে উঠে পড়ো। এখানে পড়ে থাকার চেয়ে আমাদের সঙ্গে যাওয়াই উচিত হবে তোমার।'

তিন বগির ট্রেন—একটা এক্সপ্রেস-কার আর দুটো কোচ। প্রথম কোচে মাত্র

চারজন যাত্রী–মুখোমুখি বসে আছে দু'জন, সম্ভবত পুবের লোক। আরেক আসনে সুশ্রী এক মহিলার পাশে বসে আছে বিশালদেহী এক লোক। ধূসর রঙের একটা ট্র্যাভেল-সুট পরনে মহিলার, চুলগুলো ধূসর, নীল চোখে পরিষ্কার চাহনি।

ওদেরকে কোচে ঢুকতে দেখে ক্লিষ্ট ভাবে হাসল পুবের জোড়ার একজন। 'দারুণ দেখিয়েছ!' তির্যক সুরে জানতে চাইল সে। 'বিনে পয়সায়, নাকি দারুণ এই শো-র জন্যে তোমাকে টাকা দেবে রেলরোড কর্তৃপক্ষ?'

'আমার তো ধারণা অতিরঞ্জিত ঘটনা এটা,' মন্তব্য করল অন্যজন। 'বেশি বাড়াবাড়ি, তাই না?'

এমিলিওর বাহু ধরে সাহায্য করল শাটন আর হ্যামলিন। শূন্য একটা আসনে বসাল মেক্সিকানকে। তিনজনই ভিজে চুপসে গেছে।

'যাহ্! বৃষ্টিটা বাগড়া দেওয়ার আর সময় পেল না!' বলল প্রথম যাত্রী। 'শো-টা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল!'

'সপ্রশংস অনুরোধ জানাতে কি করো তোমরা?' জানতে চাইল অন্যজন। 'আরেকটা শো দেখতে চাই আমরা।'

আসনের ওপর এমিলিওকে শুইয়ে দিয়েছে ওরা। মেক্সিকানের বাকস্কিন শার্ট খুলে ফেলেছে অ্যাঞ্জেলা। বুকের কাছে পুরো শার্টই রক্তে ভিজে গেছে।

কাপড়ে নকশা তুলছিল ধূসর চুলের মহিলা, সেটা পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'এ ধরনের কাজে কিছু অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

'নিশ্চয়ই!' সরে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা।

'এই ছেলে, খানিকটা পানি এনে দেবে আমাকে?' শাটনের দিকে ফিরে বলল মহিলা। 'বগির একেবারে শেষে, স্টোভের কাছে একটা প্যান পাবে। শেভ করার জন্যে পানি চড়িয়েছে আমার স্বামী।'

নিজের ব্যাগ খুলল মহিলার স্বামী। 'একটাই আছে,' ভেতর থেকে তোয়ালে বের করে শাটনের দিকে এগিয়ে দেয়ার সময় বলল সে। 'এটাই শেয়ার করতে হবে আমাদের।'

তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছল শাটন, তারপর ভেজা কোট খুলে ফেলল। পকেট থেকে রুমাল বের করে পিস্তলটা পরিষ্কার করল যত্নের সঙ্গে।

নীরব হয়ে গেছে পুবের দুই লোক, অবিশ্বাসের সঙ্গে ওদের কার্যকলাপ দেখছে। সযত্নে এমিলিওর ক্ষতটা ধুয়ে পরিষ্কার করল মহিলা। বুকের বাম দিকে লেগেছে বুলেটটা, মাংসে ঢুকে পাঁজরের হাড়ে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে। তেমন মারাত্মক নয়, কিন্তু রক্তক্ষরণ হয়েছে বেশ।

চোখ তুলে শাটনের দিকে তাকাল এমিলিও। 'ব্রাঙ্কোকে শেষ করেছি!' সন্তুষ্ট স্বরে বলল সে।

'ওকে চেনো তুমি?'

'আমার বোন-জামাই।'

'তোমার বোনের স্বামী!'

শ্রাগ করতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে মুখ কুঁচকে উঠল মেক্সিকানের। *'পর নাভা*···আমার বোনকে বিয়ে করেছিল ও, কিন্তু ছেড়ে চলে গেছে। ভালমানুষ ছিল না ও। সবসময় বড় বড় কথা বলত। তবে বড়াই করলেও সত্যিই গুলি ছুঁড়তে জানত বটে! নিশানাও দারুণ ওর!'

উল্টোদিকের আসনে হ্যামলিনের পাশে বসল শাটন। দক্ষিণে এগোচ্ছে ট্রেন। শিগগিরই পুবে বাঁক নিয়ে এগোবে সীমান্তের ট্র্যাক ধরে। সীটের সঙ্গে হেলান দিয়ে শরীর শিথিল করে দিল ও, চোখ বুজল।

বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মোড় নেওয়ার সময় তীব্র প্রতিবাদ করল ট্রেনের পুরানো কলকব্জা। মাঝে মধ্যে হুইসেল শোনা যাচ্ছে। এছাড়া কেবলই ঝিক্‌ঝিক্, ধীর কিন্তু ছন্দময় গতিতে এগোচ্ছে ট্রেন। মৃদু স্বরে আলাপ করছে অ্যাঞ্জেলা আর ধূসর চুলের মহিলা, এমিলিওর ক্ষতে ব্যান্ডেজ বাঁধছে ওরা।

গত কয়েক সপ্তাহে এই প্রথম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হলো শাটনের। ধূসর চুলের মহিলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করছে হ্যামলিন, অস্পষ্ট ভাবে কানে এল ওর। সেন্ট্রাল সিটির কাছাকাছি একটা খনির মালিক লোকটা, তাকে বলতে শুনল, পশ্চিমে একটা বাথান আছে ওদের, বাকি জীবনটা ওখানে কাটিয়ে দেবে বলে এসেছে।

'···মৃত্যুই পাওনা ছিল ওদের,' বলছে মাইনার 'নেভাডায় অন্যের ক্লেইম জবরদখল করেছিল কিরবি। সবসময়, যেখানেই যেত ঝামেলা করত ও।'

গতি কমে এসেছে ট্রেনের। চোখ মেলে তাকাল শাটন। 'থামবে নাকি?'

'না বোকা,' জানাল হ্যামলিন 'সীমান্তের ছোট্ট স্টেশন। কিছুক্ষণের জন্যে থামবে এখানে। বড়সড় একটা বাঁক নিয়ে পুব দিকে এগোচ্ছে এখন।'

পেছনের বগি থেকে মাটিতে কারও লাফিয়ে নামার শব্দ শুনতে পেল শাটন। বুটের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে—একাধিক লোক।

সীটে শরীর এলিয়ে দিয়েছে এমিলিও আলভারেজ, চোখ বুজে আছে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ। উল্টোদিকে বসে আছে অ্যাঞ্জেলা দম্পতির সঙ্গে বসেছে মাইক হ্যামলিন।

সামনে থেকে ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল, এতই ক্ষীণ যে শাটনের মনে হলো হয়তো ভুল শুনেছে—একটা ব্রেক-পিনের ঘর্ঘর শব্দ।

এঞ্জিনের এগিয়ে যাওয়ার শব্দ কানে এল এরপর। কিন্তু ওদের বগি স্থির দাঁড়িয়ে আছে! চমকে উঠল শাটন। ঝট করে উঠে দাঁড়াল, তারপর দুই সারি আসনের মাঝখানের আইল ধরে ছুটল। বগির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল তিন লাফে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। অসহায় ভাবে দেখল এক্সপ্রেস-কার আর এঞ্জিনটা দূরে সরে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে এক্সপ্রেস-কারে ওঠার কোন সুযোগ নেই।

লাফিয়ে ট্র্যাকের ওপর নেমে এল ও। প্রথমে ক্যারল লয়ারীকে দেখতে পেল। রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, গুলি করার জন্যে রাইফেল তুলছে। ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ডেভ ফ্লেচার।

গুলি করল গানম্যান। শাটনের মাথার কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত

সীসা, কোচের দেয়ালে লেগে পিছলে গেল। অজান্তে পিছিয়ে এল শাটন, প্রতিপক্ষ আর নিজের মাঝখানে কোচটাকে ফেলতে চাইছে। ক্যারল গুলি করার পরমুহূর্তে তিন পা আগে বাড়ল, ছোট নিশ্চিত পদক্ষেপ; থেমে, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। বুলেটের ধাক্কায় আধ-পাক ঘুরে গেল ডেভ ফ্লেচারের দেহ, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল শাটন, বাম বাহুর ওপর পিস্তলের মাজল রেখে পরের গুলি করল। ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল ডেভ ফ্লেচার।

রাইফেলের দুটো গুলি ওর সামনে ট্র্যাকের পাথরে বিচিত্র শব্দ তুলল, ধুলো ওড়াল। ট্রেনের ভেতর থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

এঞ্জিন আর এক্সপ্রেস-কারটা থেমে গেছে। ফ্লেচারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আবারও গুলি করল শাটন। ট্রেনের ভেতর থেকে ফের গুলি করল কেউ, শাটন দেখল চিৎকার করে হাতের রাইফেল ছেড়ে দিয়েছে ক্যারল লয়ারী।

উঠে দাঁড়িয়েই ছুটতে শুরু করল শাটন। এঞ্জিনটা চলতে শুরু করেছে আবার, ছুটে এক্সপ্রেস-কারের পেছনে উঠে পড়ল ও।

দরজার হাতল ধরে ঠেলা দিল ও, সরে গেল কবাট। মেঝেয় পড়ে আছে এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার, মেঝে রক্তে সয়লাব। প্যাকে এখনও আছে সোনাগুলো। কারের সামনের দিকে ছুটল শাটন, ছোটার ফাঁকেই রিলোড করে নিল পিস্তলটা।

এঞ্জিনে কয়লা ঠেসে দিচ্ছে এক লোক। পদশব্দে ঘুরে তাকাল সে। লুক অলিঙ্গার! চোখের নিমেষে হাতে উঠে এল পিস্তল, নাকি আগে থেকেই ছিল? জানে না শাটন। বেরসিকের মত বাগড়া দিল কাছে দাঁড়ানো এঞ্জিনিয়র, নিশানা করতে ব্যস্ত অলিঙ্গারকে ধাক্কা দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থেকে খসে পড়ল গানম্যান, পাদানি হয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল তার দেহ।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল সে, মুহূর্তের জন্যে থমকাল বটে, কিন্তু সেটাই বাঁচিয়ে দিল তাকে। শাটনের প্রথম গুলি ওর চুলে সিঁথি কেটে বেরিয়ে গেল। লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে মাটিতে নামল শাটন, মুখোমুখি হলো দু'জনে।

ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে অলিঙ্গার, মৃত্যুর কত কাছে পৌঁছে গিয়েছিল অনুভব করেই বোধহয় শিউরে উঠল। মুখের একপাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে ওর, ট্রেন থেকে পড়ার সময় কেটে গেছে বোধহয়। কিন্তু পিস্তলটা শক্ত মুঠিতে ধরা, ধীরে ধীরে তুলছে।

'জিম শাটন তুমি, তাই না?' খরখরে স্বরে হেসে উঠল সে। 'ভালই হলো। বহু দিন ধরে তোমার কথা শুনে আসছি। এবার মুখোমুখি হয়েছি, কেবল আমরা দু'জন!'

'পিস্তল ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারো,' বলল শাটন। 'এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে ব্যাপারটা।'

'তামাশা করছ? তোমার ধারণা এতেই সন্তুষ্ট হব আমি? নাকি মনে করো তোমাকে ভয় পাই? লুক অলিঙ্গার কাউকে খুন করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, এমন কিছু ঘটেনি কখনও।'

'ব্যাপারটা অন্য কোন সময়ে মিটিয়ে ফেলব আমরা,' শান্ত স্বরে বলল ও।

'অনেক রক্ত ঝরেছে, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি লোক মারা গেছে।'

'কে বেঁচে থাকে, আগে-পরে সবাইকেই মরতে হয়!' দার্শনিক সুরে বলল অলিঙ্গার, বাঁকা হাসি লেপ্টে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। 'কিন্তু এবার তোমার পালা, শাটন। সারা পশ্চিমে গল্পটা ছড়িয়ে পড়বে…কিভাবে জিম শাটনকে ডুয়েলে খুন করেছে লুক অলিঙ্গার…রেল লাইনের পাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে!'

'তোমার দোস্ত কিন্তু মারা গেছে,' মনে করিয়ে দিল ও। 'এটাই পাওনা ছিল ওর। কিন্তু ইচ্ছে করলে তুমি…'

'এখন…'

দু'জনের হাতেই পিস্তল, শিথিল ভাবে পড়ে আছে কোমরের পাশে। সেই মুহূর্তে পরস্পরকে গুলি করল ওরা, একই সময়ে। একটা ধাক্কা অনুভব করল শাটন, কেঁপে উঠল ওর দেহ, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। তারপর টের পেল পা ধরে যেন ওকে টান দিয়েছে কেউ, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু তারপরও গুলি করেছে। দেখল খাটো পায়ে এগিয়ে আসছে লুক অলিঙ্গার, মুখে আত্মবিশ্বাসী হাসি। 'কাল থেকে নতুন এক গল্পে মশগুল হবে সবাই,' বলে চলেছে অলিঙ্গার, কণ্ঠে সন্তুষ্টি আর প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। 'বলাবলি করবে…' কথা বলতে বলতেই গুলি করল সে, বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল শাটনের দেহ। 'বলবে রেল লাইনের পাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিভাবে জিম শাটনকে খুন করেছে লুক অলিঙ্গার! দুর্ধর্ষ জিম শাটনকে মেরেছে…' শব্দগুলো ম্লান হয়ে গেল শেষ দিকে।

পড়ে আছে শাটন, মাথায় আচ্ছন্ন অনুভূতি, সারা শরীর অবশ বোধ করছে। জানে সামনে এসে দাঁড়াবে লুক অলিঙ্গার, চোখে চোখ রেখে মরতে দেখবে ওকে। কিন্তু তা হতে দিতে রাজি নয় ও, উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করল পা দুটো।

শেষ গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলল অলিঙ্গার। মুখে রোদ পড়েছে তার, ঠিক মাথার পেছনে এক টুকরো মেঘ ভাসছে আকাশে, দেখতে পেল শাটন; অলিঙ্গারের বুটের ধাক্কায় নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দ কানে এল।

অলিঙ্গারের বুকে, শার্টে রক্ত দেখে বিস্মিত হলো ও…মনে পড়ল না সত্যিই গুলি লাগিয়েছিল কিনা লোকটাকে…মাথার চামড়া ফেটে গিয়ে গড়ানো রক্ত গানম্যানের মুখে রক্তিম আঁচড় কেটে নেমে যাচ্ছে। কাছে চলে আসছে সে, হাসছে এখনও। থেমে পা ফাঁক করে দাঁড়াল, খানিকটা হলেও বিচলিত মনে হচ্ছে অলিঙ্গারকে।

অলিঙ্গারের নোংরা নীল শার্ট দেখতে পাচ্ছে শাটন, দেখল ফের নিশানা করছে সে। পরমুহূর্তে পরপর দু'বার গুলি করল ও, শূন্য সিলিন্ডারে ট্রিগার আঘাত করার ক্লিক শব্দ শুনতে পেল।

হাত চালিয়ে চেম্বার খুলে ফেলল ও, কিন্তু কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকায় অন্য হাতটা ব্যবহার করতে পারছে না। বাধ্য হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল শাটন, কিন্তু ব্যর্থ হলো। দড়াম করে ওর পাশে আছড়ে পড়ল লুক অলিঙ্গার,

কেঁপে উঠল মাটি।

নুড়িপাথরের ওপর গড়িয়ে চিত হলো শাটন। গানপাউডারের ধোঁয়া আর ধুলোর উৎকট গন্ধ লাগছে নাকে, ব্যস্ত হাতে চেম্বারে একটা শেল ঢোকাল ও, তারপর কার্ট্রিজটা জায়গামত বসিয়ে দিল।

সিলিন্ডার ঘুরানোর ফাঁকে অলিঙ্গারের দিকে তাকাল ও। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গানম্যান, হাসিটা ম্লান হয়ে গেলেও লেপ্টে আছে ঠোঁটের কোণে। 'আগামীকাল পশ্চিমের সব সেলুনে···সবাই বলবে···' হারিয়ে গেল শব্দগুলো, কিন্তু এখনও শাটনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'তুমি আসলেই একজন ভালমানুষ, জিম শাটন,' শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে। 'ভালমানুষ, এবং পিস্তলে সত্যিকার চালু–আসলেই সেরা তুমি!'

হাসিটা বিস্তৃত হলো তার–এবং একইসঙ্গে মারা গেল লুক অলিঙ্গার।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল শাটন। কারও ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল, অনুভব করল ওকে আঁকড়ে ধরেছে কেউ, শুইয়ে দিল মাটির ওপর।

'আঘাত পেয়েছে ও, মারাত্মক বোধহয়,' শান্ত, মহিলা একটা কণ্ঠ কানে এল শাটনের। 'আমার বাবা ছিল আর্মির সার্জন, প্রায়ই ওঁকে সাহায্য করতাম। আমার তো মনে হয় ওকে সাহায্য করতে পারব।'

*

মুখে শীতল বাতাসের ঝাপটায় চেতনা ফিরে পেল শাটন। চোখ মেলতে প্রথমেই একটা পর্দা চোখে পড়ল, সাদা মখমলের পর্দা ঝুলছে জানালায়। আর বাইরে আঙিনায় সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে। শান্ত, নীরব কামরা।

একটা হাত তুলে মুখ স্পর্শ করল ও। পদশব্দে টের পেল কামরায় ঢুকেছে কেউ। তাকাল ও। অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসন।

'কোথায় আছি আমরা?' জানতে চাইল ও।

'আলামোসায়। যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছ তুমি, রায়ান।'

'এখানে ক'দিন আছি?'

'দুই সপ্তাহ। মিসেস পামার তোমার চিকিৎসা করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, যে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের চেয়ে ওঁর যত্ন বা চিকিৎসায় ত্রুটি ছিল না। বিপদ কেটে যেতে, গতরাতে চলে গেছেন উনি।'

'কিন্তু ওঁকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি! দিতে পারলে ভাল লাগত আমার।'

'দিয়েছ, অসংখ্যবার।'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থাকল শাটন, শেষে জানতে চাইল: 'ক্যারল লয়ারীকে গুলি করেছিল কে, তুমি?'

'হ্যামলিন। তেমন কিছু হয়নি ক্যারলের। শুধু দুটো আঙুল হারিয়েছে।'

'ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছে।'

'কিন্তু আমার হচ্ছে না। উচিত সাজা পেয়েছে!'

বাতাসে নড়ে উঠল পর্দাটা, এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল ঘরে। স্বস্তির পরশ ছড়িয়ে দিল শাটনের সারা দেহে। ক্লান্তি বোধ করছে ও, কিন্তু একইসঙ্গে স্বস্তিও

পাচ্ছে।

'ফিরে যেতে চাই আমি,' বলল ও।

'পুবে?'

'না। র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চে। জায়গাটা সুন্দর, আউটফিটটাও ভাল, এখন থেকে সবকিছু নির্ঝঞ্ঝাট চলবে ওখানে...' চোখ বুজল ও, মানসচক্ষে পাথুরে রীজে জমে থাকা শুভ্র বরফের চাঙড় দেখতে পাচ্ছে, ঠিক পাশেই শান্ত সুনসান নীরব এক উপত্যকায় ছোট্ট একটা কেবিন; মাতাল বাতাসে নুয়ে পড়ছে উপত্যকার ঘাস, দূরে তৃণভূমির শেষ সীমানায় অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে র‍্যাফটার-জে র‍্যাঞ্চ হাউস।

'নিশ্চয়ই যাবে,' বলল অ্যাঞ্জেলা। 'একসঙ্গে যাব আমরা!'

***

SUVOM

ষড়যন্ত্রের জাল

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

অন্ধকার নয় যেন কালো একটা চাদর। সে-চাদর ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। থেকে থেকে বাজছে হুইসেল, তীক্ষ্ণ আওয়াজ সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে তখন।

এই কামরার দু'নম্বর সিটে বসে আছে দুই কাউপাঞ্চার। ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে দুলছে ওরা, ঘুমাচ্ছে বোধহয়। ওদের সামনে, মুখোমুখি দুটো সিটে চলছে পোকার খেলা আর খোশগল্প। সুযোগ বুঝে জায়গা করে নিয়েছে অন্য তিন কাউপাঞ্চার আর এক পেশাদার জুয়াড়ি। একটা সুটকেসের উপর আরেকটা সুটকেস রেখে টেবিলের মতো বানিয়ে নিয়েছে ওরা।

জুয়াড়ির বয়স বেশি নয়। খেলতে খেলতে একবার সামনের দিকে তাকাল সে, ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল, 'আসছে ভ্যান ডেভিস। ভাবভঙ্গি সুবিধার না!'

মধ্যবয়সী ভ্যান ডেভিস ট্রেনের ব্রেকম্যান। চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কোনো কারণে বিরক্ত। পোকার-খেলোয়াড়দের কাছে এসে থামল সে, একটা সিটে ভর দিয়ে দাঁড়াল আরাম করে রেল কর্তৃপক্ষের ছাপ মারা পুরনো ক্যাপটা ঠিক করে নিয়ে গোমড়া-মুখে খেলা দেখতে লাগল।

ওর দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকা এক কাউপাঞ্চার হাতের তাসগুলো ছুঁড়ে মারল মেঝেতে। চেঁচিয়ে বলল, 'তিনটা গোলাম, আর দুটো টেক্কা দান আমার। ...যা বলছিলাম, লোকটা ছিল যেমন লম্বা তেমন চওড়া। আমার দেড়খানা পা ওর একটা পা-এর সমান হবে এমন অবস্থা। আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম বিগফুট। ব্রেকম্যানের উল্টোসিধে কথা শুনে বলল, "ট্রেনের ভিতরে পোকার খেলা যাবে কি যাবে না সে-ব্যাপারেও আইন করেছে নাকি কর্তৃপক্ষ?" '

'ব্রেকম্যান কী বলল তখন?' জানতে চাইল আরেক কাউপাঞ্চার।

'বলল, "খেলা যাবে না তা তো বলিনি। বলেছি খেলতে চাইলে আমাকেও নিতে হবে।" ব্যাটার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভেলকিবাজির মতো পিস্তল বের করল বিগফুট। ব্রেকম্যানের পেটে ঠেকিয়ে বলল, "বসে পড়, ব্যাটা। দেখি কত মুরোদ তোর।" '

'তারপর?'

'তারপর আর কী? সবাই জায়গা করে দিল ব্রেকম্যানকে। আনাড়ি লোকটার পকেট যথারীতি খালি হয়ে গেল। তখন বিগফুট বলল, "এবার কী খায়েশ তোর? ধার দেবো?" ব্রেকম্যান মাথা নাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আবার পেটে পিস্তলের খোঁচা খেল সে। এবারও রাজি হতে হলো ব্যাটাকে। খেলা চলল আরও ঘণ্টাখানেক। ধারের টাকাটাও হারল ব্রেকম্যান। বিগফুট যে-জায়গায় নামবে, সে-জায়গা

কাছাকাছি আসামাত্র ব্রেকম্যানকে জিজ্ঞেস করল, "কত পাবো তোর কাছে? পঞ্চাশ ডলার?" মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বলল ব্রেকম্যান। "কিন্তু তোর তো পকেট খালি। দিবি কোত্থেকে?" কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল সে, কামরার এদিকে-সেদিকে চোখ বুলাল। যখন বুঝল যাত্রীদের বেশিরভাগই নিরীহ ওর-ফ্রেইটার, অর্ধেকের বেশি সিটের কুশন সঙ্গে নিয়ে নেমে গেল জায়গামতো।'

'ওকে যেতে দিল ব্রেকম্যান? কিচ্ছু বলল না?'

'ওরকম একটা লোক, কথায় কথায় যে পিস্তল বের করে, তাকে কিছু বলার সাহস আছে ক'জনের?'

'হুঁ,' মেঝের দিকে তাকাল দ্বিতীয় কাউপাঞ্চার, নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বুটের সাইজ কত?'

'এগারো,' উত্তরটাও দেয়া হলো নিরীহ কণ্ঠে।

সিটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভ্যান ডেভিস, ধীরে ধীরে সোজা হতে লাগল। দেখেও এতক্ষণ না দেখার ভান করে ছিল দ্বিতীয় কাউপাঞ্চার, এবার কপট সম্ভাষণ জানাল ডেভিসকে, 'আরে কখন এসেছ? বসো না আমাদের সঙ্গে। দু'এক দান খেলে যাও।'

'না, না,' হাত নেড়ে মানা করল ডেভিস, 'আমার সময় নেই। তোমরা খেলো।'

ঠোঁট বাঁকা করে ব্যঙ্গের হাসি হাসল জুয়াড়ি, পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে একটা সিগারেট বানিয়ে নিল দ্রুত হাতে। ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কত বললে তোমার বুটের সাইজ?'

'এগারো,' আবারও একই উত্তর দিল প্রথম কাউপাঞ্চার।

আবারও হাসল জুয়াড়ি। সতর্ক দৃষ্টিতে পুরো কামরাটা দেখল একবার, অনতিদূরে বসে থাকা দুই কাউপাঞ্চারকেও যাচাই করল। নাহ্, সত্যিই বোধহয় ঘুমাচ্ছে ওরা। কামরার অন্য প্রান্তে, শেষের দিকের এক সিটে একা বসে আছে একটা লোক। দেখে কাউপাঞ্চার বলে মনে হয় ওকেও। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উদাস দৃষ্টিতে কী যেন দেখছে লোকটা। আদৌ কিছু দেখতে পাচ্ছে কি? বাইরে তাকিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না জুয়াড়ির। নিঃসঙ্গ লোকটার ঠোঁটে নিতান্ত অবহেলায় ঝুলছে একটা সিগারেট, আঁকাবাঁকা ধোঁয়ার রেখা কামরার ছাদের দিকে উঠে গিয়ে হালকা হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে একসময়। বুজে আসা চোখের পলক পড়ছে কি না সন্দেহ, একহাতে ধরা ম্যাচবাক্সটাও খসে পড়তে পারে যে-কোনো সময়।

হঠাৎ অদ্ভুত এক কাজ করল লোকটা। সিগারেট জ্বলছিল ওর, তবুও ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল বা করার ভান করল।

ভ্রূ কুঁচকে গেল জুয়াড়ির। চেহারা এমনিতেই কঠিন ওর, চোয়াল শক্ত করে ফেলায় আরও কঠিন হয়ে গেল যেন। শীতল হয়ে এল দৃষ্টি। বয়স ত্রিশের মতো, কিন্তু কেন যেন আরও পোক্ত মনে হয় দেখলে। পরনে লিনিনের সাদা শার্ট, সঙ্গে কালো টাই। শার্টের উপরে চেকার্ড ভেস্ট, কলারে পশমি সুতার বিনুনি।

ট্রাউজারটা স্ট্রাইপ্‌ড। চোখের কোনায় ভাঁজ—মাকড়সার জালের মতো।

কোনার ওই সিটে বসা কাউপাঞ্চার আরও একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল, দেখে পাশে বসে থাকা লোকটাকে কিছু বলতে চাইল জুয়াড়ি। কিন্তু পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে কেন যেন কথা আটকে গেল ওর। লোকটার থুতনিহীন গোলগাল চেহারায় চাপা ক্রোধ; গাল এত নিখুঁতভাবে কামানো যে, দেখলে নিষ্ঠুর মনে হয়। পোশাক দেখলে বোঝা যায় কাউপাঞ্চার সে, বয়স বেশি হলে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। খেলায় হারুক বা জিতুক, একটু পর পর ভ্রূ কুঁচকাচ্ছে সে; বোধহয় এই মুদ্রাদোষের কারণে এই বয়সেই ভাঁজ পড়ে গেছে কপালে। ঘণ্টা দুয়েক আগে শুরু হয়েছে এই পোকার খেলা, তখন চারজন হচ্ছিল না; পাশের যাত্রী বলে এই লোকটাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে জুয়াড়ি, ঘুম পুরো না হওয়ার কারণেই ওর এই বিরক্তি কি না কে জানে!

'সাদাসিধে এই পোকার আর ভাল্লাগছে না!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সে হঠাৎ, 'চলো স্টাড পোকার খেলি।' কারও সম্মতির তোয়াক্কা না করে সুটকেসের উপর থেকে সবগুলো তাস তুলে নিল।

একদৃষ্টিতে ওকে দেখল কিছুক্ষণ মেডক, মানে প্রথম কাউপাঞ্চার, বিগফুটের গল্প বলছিল যে। তারপর লম্বা করে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'স্টাডের কোনো খায়েশ নেই আমার। তোমার ইচ্ছা থাকলে একা খেলো।'

চেহারা লাল হয়ে গেল থুতনিহীন কাউপাঞ্চারের। কিন্তু কথা বাড়াল না, চুপচাপ বসে থাকল। সুটকেসের উপর থেকে নিজের জেতা টাকাগুলো তুলে নিল মেডক, দু'বার গুনে পকেটে ভরল। জুয়াড়ির দিকে তাকাল তারপর, নড করে বাইরে যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরল। ওর পিছু নিল দ্বিতীয় কাউপাঞ্চার।

সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল জুয়াড়ি। কেমন আলসেমি লাগছে, সবকিছু স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও বারবার মনে হচ্ছে কোথায় যেন ঘাপলা রয়ে গেছে। অস্থির লাগছে ওর। পিছন থেকে দরজা খোলার আওয়াজ হলো আরও একবার, কিন্তু বাচাল মেডকের কণ্ঠ শুনতে না-পেয়ে ভাবল জুয়াড়ি, নিঃসঙ্গ কাউপাঞ্চার, অকারণেই ম্যাচকাঠি জ্বালছিল যে-লোকটা, বাইরে গেল এবার। চোখ খুলল সে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে। এতক্ষণ ঢুলছিল যে-দু'জন কাউপাঞ্চার, ঘুম ভেঙে গেছে তাদের একজন। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা লোকটা, মাথায় লাল চুল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সে, তারপর বেরিয়ে গেল দ্রুত।

জুয়াড়ির পাশে বসে থাকা লোকটা সিট বদল করল এমন সময়। জুয়াড়ির মুখোমুখি বসে বলল, 'তুমি আর আমি—স্টাড খেলার জন্য আমরা দু'জনই যথেষ্ট।'

মাথা নাড়ল জুয়াড়ি। 'আমারও ইচ্ছা করছে না কেন যেন। বাদ দাও।'

'কেন বাদ দেবো? খেলার কথা শুনলে চুপসে যাও—কোন্ জাতের জুয়াড়ি তুমি?'

মুখোমুখি বসে থাকা লোকটাকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল জুয়াড়ি। 'জাত জানি না। তবে এটা জানি, খেললে নিজের ইচ্ছায় খেলি আমি। অন্য কারও মর্জিমতো না।' লোকটার উপর থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল সে। তারপর আবার যখন তাকাল ওর দিকে, দেখল হাতে একটা কোল্ট নিয়ে মিটিমিটি হাসছে লোকটা।

'খেলবে, আজ আমার মর্জিমতো খেলবে। না-খেললে মরবে।'

'না।'

হাসি উধাও হলো লোকটার মুখ থেকে। দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল। বুড়ো আঙুল দিয়ে কোল্টের হ্যামার টানল সে, তর্জনী ধীরে ধীরে চেপে বসছে ট্রিগারে। 'এ-দেশে, বুঝলে বোকা, জুয়াড়িদের এত দেমাগ মানায় না। জুয়াড়িরা অনেকটা বেশ্যাদের মতো— যখন যেখানে খুশি ডাকবো, একটা কথাও না-বলে চলে আসবে। ...নাও, কার্ড শাফল করতে শুরু করো।'

কাঁধ ঝাঁকাল জুয়াড়ি, কিন্তু নড়ল না। একগুঁয়ে এই লোকটার কথামতোই কাজ করা উচিত, কারণ ধীরে ধীরে কমছে ট্রেনের গতি. পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে কোল্টের গুলি কপালে বা বুকে যেখানেই ঢুকুক, নিশ্চিতভাবে বলা যায় ছিদ্র দিয়ে জান বেরিয়ে যাবে। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগে কামরার দরজা খুলে যদি বাইরে লাফিয়ে পড়ে লোকটা, আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে কেউ কোনো চিহ্নও পাবে না ওর। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল জুয়াড়ির, কিন্তু তারপরও এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে।

বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দটা অনেক জোরে আঘাত করল ওর কানে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে, কিন্তু কপালে বা বুকে ব্যথা টের না-পেয়ে বিস্মিত হয়ে চোখ খুলল।

সামনে বসে থাকা লোকটার হাত থেকে কোল্ট পড়ে গেছে, দুই চোখে চরম অবিশ্বাস নিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বড় একটা ক্ষত দেখা দিয়েছে হাতে, মোটা ধারার রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

ঘটনা কী ঘটল বোঝার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনদিকে তাকাল জুয়াড়ি। হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে রাখছে লোকটা—এতক্ষণ ঘুমে ঢুলছিল যে-দুই কাউপাঞ্চার, তাদের একজন। কামরার স্বল্প আলোয় একগুচ্ছ ঝাঁকড়া চুলে ভরা লম্বাটে চেহারাটা কেন যেন খুব আপন মনে হলো জুয়াড়ির। আবার ঘুরল সে, উঠে দাঁড়াল। মুখোমুখি হলো একগুঁয়ে লোকটার। সর্বশক্তিতে একটা ঘুসি মারল লোকটার নাকে-মুখে। ছিটকে সিটের উপর পড়ে গেল লোকটা, নড়ল না আর।

লাল চুলের লোকটা দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখল, উবু হয়ে বসে পরের কামরার কাপলিং-এ কী যেন করছে অন্য লোকটা—আধ মিনিট আগে যে বের হয়ে এসেছে কামরা ছেড়ে। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে

গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে।

'কী খবর?' কপট সম্ভাষণ জানাল লালচুলো।

'কী চাই?' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে অন্য লোকটা, দুই কোমরে ঝুলছে দুটো পিস্তল।

'বাতাস। কামরার ভেতরে বিশুদ্ধ বাতাসের বড় অভাব।'

'এই প্ল্যাটফর্মে সাধারণ যাত্রীদের আসা মানা, জানো না?'

মনোযোগ দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটাকে দেখার ভান করল লালচুলো। 'তুমি কি অসাধারণ কেউ? নাকি রেল কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়েছ?'

'হুঁ, আমি রেলেরই লোক।'

'আমিও।'

'ব্রেকম্যানকে ডাকবো?' লোকটার হাত দুটো ধীরগতিতে এগোচ্ছে দুই পিস্তলের দিকে।

'দেরি করছ কেন?' লালচুলোর কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'মনের ভেতরে খচখচ করছে কয়েকটা প্রশ্ন, ব্রেকম্যান হোক আর দেবদূত হোক, যে-ই আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে তার কাছে আজীবন বাধিত থাকবো।'

'কী প্রশ্ন?'

'গত দশ মিনিট ধরে তোমাকে লক্ষ করছি। সিগারেট খাচ্ছিলে তুমি। জ্বলছিল ওটা, কিন্তু তারপরও আটবার দেয়াশলাই জ্বালিয়ে আগুন দিয়েছ সিগারেটে। ...সিগনালটা কাকে দিলে? কেন দিলে? উবু হয়ে কী করছিলে কাপলিং-এর উপর?'

কামরার ভিতর থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল এমন সময়, কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়ানো লোক দু'জন কেউই কারও উপর থেকে চোখ সরাল না। গুলির আওয়াজের কারণেই হবে বোধহয়, আচমকা ব্রেক টানা হলো ট্রেনের। জোরে একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রেনটা।

ঝাঁকি খেল মুখোমুখি দাঁড়ানো লোক দু'জনও। ভারসাম্য হারিয়ে হাঁটুর উপর বসে পড়তে বাধ্য হলো লালচুলো। টলমল করতে করতে পিস্তল বের করল অন্য লোকটা, লালচুলোকে তাক করে গুলি করল দু'বার। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ওর। ততক্ষণে ড্র করেছে লালচুলো, হাঁটুতে ভর দিয়েই গুলি করেছে কোমরের কাছ থেকে। দু'হাত থেকে দুই পিস্তল খসে পড়ল ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর, বুক খামচে ধরে হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করল সে কিছুক্ষণ, তারপর লুটিয়ে পড়ল।

সময় নষ্ট করল না লালচুলো। দরজা খুলে ঢুকে গেল পরের কামরায়, তারপর অন্যদিকের দরজা খুলে হাজির হলো ব্যাগেজ-কার-এ। হতবিহ্বল ব্যাগেজ-ম্যানকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে বলল, 'ডাকাত পড়েছে ট্রেনে। সামলাও।'

দেখে মনে হলো কথাটা শুনে হাত-পা অবশ হয়ে গেল ব্যাগেজ-ম্যানের। ওকে বোঝাতে গেলে অতি মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট হতে পারে, তাই বাইরে বেরিয়ে এসে ছাদে চড়ল লালচুলো। তাকাল এদিক-ওদিক।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। চাকার ভিতর থেকে বাষ্প বের হওয়ার মৃদু হিসহিস শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও। ইঞ্জিনের আলোয় কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে—ছুটে আসছে ওরা ট্রেনের দিকে। তারাহীন পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে নিজের ছায়ামূর্তিও দেখা যাবে স্পষ্ট—বুঝতে পেরে ট্রেনের ছাদের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লালচুলো। তারপর ক্রল করে এগোতে লাগল সামনের দিকে। ছাদের শেষমাথায় গিয়ে নামল টেণ্ডার-ওয়্যাগনের সামনে। দাঁড়িয়েই থাকল চুপ করে, ডাকাতরা ওকে দেখে ফেলেছে কি না জানা দরকার।

কাছে এসে থামল ঘোড়সওয়ারের দল। 'ওদেরকে জানানো দরকার আমরা এসে গেছি,' ভারী একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

'ছাগল!' নিচু গলায় ধমক দিল কে যেন। 'কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। চুপ করে বসে থাকো স্যাডলে। প্যাসেঞ্জার কোচটা আলাদা করা হয়ে গেলে ওরাই সিগনাল দেবে।'

দরজা খুলে টেণ্ডার-ওয়্যাগনে এসে ঢুকল লালচুলো। কয়লার স্তূপ পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল, গিয়ে থামল অন্য প্রান্তের দরজার কাছে। দরজাটা খুললেই ইঞ্জিন-ক্যাব। ও-প্রান্তে কী হচ্ছে আন্দাজ করতে পারছে লালচুলো, তারপরও দরজার এ-পাশে দাঁড়িয়ে কান পাতল। না, আওয়াজ নেই। কথা বলছে না কেউ।

সশব্দে দরজাটা খুলেই ভিতরে ঢুকে পড়ল সে, দাঁড়িয়ে গেল দেয়াল ঘেঁষে। এক মুহূর্তে দেখে নিল ভিতরের পরিস্থিতি। ফায়ারম্যান আর ইঞ্জিনিয়ারের দিকে পিস্তল তাক করে আছে দুই মুখোশধারী। ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে দুই রেলকর্মী, এককোনায় গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

লালচুলোর ঢোকার আওয়াজটা অপ্রত্যাশিত ছিল দুই মুখোশধারীর কাছে, চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল ওরা। অচেনা একটা লোককে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝে নিল যা বোঝার, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল তুলল লালচুলোর দিকে।

দেরি করল না লালচুলো। খুব দ্রুত পর পর দু'বার গুলি করল, পিস্তলের নলটা এদিক-ওদিক করে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ— হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেল দুই ডাকাতের। একজন লুটিয়ে পড়ল কাটাগাছের মতো; আরেকজন পিছু হটতে গিয়ে নিজের অজান্তেই চলে গিয়েছিল দরজার কাছে, বুকে বুলেটের ধাক্কা সামলাতে না-পেরে বাড়ি খেল দরজার সঙ্গে, আপনা থেকেই খুলে গেল দরজাটা, পাথুরে মাটিতে ধপাস করে পড়ল লাশটা।

স্তব্ধ একটা রাত মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন। অন্য ডাকাতরা গুলি করতে শুরু করেছে ইঞ্জিন-ক্যাবের দিকে। দরজায়, ভিতরের দিকে দেয়ালে বুলেট বিঁধছে একটার পর একটা। রাতের অন্ধকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো দেখে মনে হচ্ছে আতশবাজি।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন হাবার মতো?' ফায়ারম্যান আর ইঞ্জিনিয়ারকে ধমক

দিল লালচুলো। 'বাঁচতে চাইলে এখন'ই চালু করো ইঞ্জিন। সামনে রাস্তা ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে মানে?' ইঞ্জিন চালু করতে করতে জানতে চাইল ফায়ারম্যান।

'মানে ডাকাতরা কোনো জায়গায় অবরোধ করেনি?'

'জানি না। ...কী করবো?'

'চলতে শুরু করো।'

থরথর করে কাঁপতে থাকা লিভারে ভর দিয়ে দাঁড়াল ইঞ্জিনিয়ার। মৃত ডাকাতটাকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার কাছে নিয়ে গেল লালচুলো, তারপর ধাক্কা দিয়ে লাশটা ফেলে দিল বাইরে। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল সে, গুলি ভরল পিস্তলে।

বাইরে যে-ডাকাতরা আছে তাদের কাছে এই আক্রমণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ঘাবড়ে গেছে ব্যাটারা, নইলে এতক্ষণে ঘটনা কী জানার জন্য এই ইঞ্জিন-ক্যাবে এসে উঠে যেত দু'একজন। সতর্কতার মার নেই—কেউ যদি এখন উঠতে চায় দরজা থেকেই তাকে পরপারে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে লালচুলো।

বাইরে থেকে গুলি করা হলো আরও কয়েকবার, জানালার কাচ ভেদ করে ঢুকল বুলেট। ধীরগতিতে চলন্ত ট্রেনের দরজা দিয়ে পিস্তল-ধরা হাতটা বের করে দু'বার জবাব দিল লালচুলো। তারপর তাকাল ফায়ারম্যানের দিকে, ইঙ্গিত করল গতি বাড়ানোর। বেলচা দিয়ে আগুনে কয়লা ফেলতে শুরু করল লোকটা। আধ মিনিটের মধ্যেই বেড়ে গেল ট্রেনের গতি। কমে এল ডাকাতদের গুলির আওয়াজ।

কয়লার আগুনে আরও লাল দেখাচ্ছে লালচুলোর মাথা। কামরার একদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। পিস্তল হোলস্টারে রেখে দিয়ে চওড়া বুকের ছাতির উপর আড়াআড়ি বাঁধল হাতদুটো। অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে। বলল, 'এমন কী আছে এই ট্রেনে যার জন্য হামলা করেছিল ডাকাতরা?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সত্যি বলার সিদ্ধান্ত নিল ইঞ্জিনিয়ার। 'তিনটে মাইনের শ্রমিকদের বেতনের টাকা আছে ব্যাগেজ-কারের সিন্দুকের ভিতরে। ...একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না। তুমিও যে একজন ডাকাত না, সেটা জানার কিন্তু কোনো উপায় নেই আমাদের। তুমি হয়তো ওদেরই সঙ্গী, বনিবনা না-হওয়ায় বাকিদের মেরে বা ধোঁকা দিয়ে...'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বাতাসে ঝাপটা মারল লালচুলো, ইঞ্জিনিয়ারের কথার কোনো গুরুত্বই দিল না। ব্যাগেজ-কার-এ যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল।

খোলা দরজা দিয়ে সেখানে ঢোকার সময় খেয়াল করল, উৎসুক যাত্রীরা ভিড় জমিয়েছে সেখানে। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় ঠিকমতো চেনা যাচ্ছে না সবাইকে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে; অনুমান করল সে কী হয়েছে আর কী হয়নি

সেসব নিয়েই চলছে আলোচনা।

ওকে ঢুকতে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ভ্যান ডেভিস, একমুহূর্তও দেরি না-করে ওর দিকে তাক করল হাতের পিস্তল। বলল, 'তুমি বাইরে যাওয়ামাত্র শুরু হলো গোলাগুলি। ডাকাত পড়ল ট্রেনে। থেমে গিয়ে হঠাৎ করে চলতে শুরু করল ট্রেনটা। দরজা বন্ধ থাকায় একটা কামরায়ও উঠতে পারল না ডাকাতরা। কেউ একজন, সম্ভবত তুমিই ঠেকিয়ে দিলে ডাকাতদের। তুমি কি ওদেরই একজন? না-হলে জানলে কী করে ডাকাতি হবে? আর একা এতগুলো লোককে সামলালে কীভাবে?'

কামরার সবাই ওর দিকেই তাকিয়ে আছে টের পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল লালচুলো। 'এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার উত্তর দেবো?' শার্টের পকেট থেকে তামাকের থলে বের করল সে। জুয়াড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওর সঙ্গের লোকটাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ দেখি, আমার আগে যে-লোকটা কামরা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল, দেয়াশলাই জ্বালিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট ধরাচ্ছে সে। বুঝলাম বাইরে অপেক্ষমাণ কাউকে সিগনাল দিচ্ছে আসলে। ট্রেন থামামাত্র উঠে দাঁড়াল সে, বাইরে গেল, আমিও পিছু নিলাম ওর। গিয়ে দেখি, কাপলিং খুলে দেয়ার চেষ্টা করছে—ইঞ্জিন থেকে ব্যাগেজ-কারটা আলাদা করে দিতে চাইছিল। এক কথা-দু'কথায় পিস্তল বের করে বসল, ড্র করতে বাধ্য হলাম তখন। তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম ডাকাতি হচ্ছে ট্রেনে। ...যা করেছি সবাইকে বাঁচানোর জন্যই করেছি।'

'শুনলাম,' মাথা ঝাঁকাল ডেভিস। 'কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না। সাক্ষী নেই তোমার।'

'আছে,' বলে উঠল জুয়াড়ি। 'ওই লোকটাকে দেয়াশলাই জ্বালিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটে আগুন দিতে দেখেছি আমিও একাধিকবার। ব্যাপার কী বোঝার চেষ্টা করছিলাম তখন থেকেই, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না। এবার বুঝলাম।'

জুয়াড়ির দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডেভিস। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ফ্রেড, কিন্তু তোমার কথা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না এখনই।' পিস্তল নামিয়ে নিয়ে লালচুলোর দিকে তাকাল সে। 'ট্রেনের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলবো, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।' জুয়াড়ি, মানে ফ্রেডের দিকে আবার তাকিয়ে লালচুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আইন যদি নাক গলায় এ-ব্যাপারে, ওর হয়ে সাক্ষী দেবে?'

কিন্তু ফ্রেড কিছু বলার আগেই মুখ খুলল লালচুলো, 'ওর সাক্ষী দেয়ার দরকার নেই। আমি নির্দোষ, আইনের মুখোমুখি হতে ভয় পাই না।'

এবার ভিড় করে থাকা লোকদের দিকে তাকাল ডেভিস। 'আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? যার যার কামরায় যাও তোমরা। সবাই এখানে ঢুকেছ জানতে পারলে আমার চাকরি খাবে সরকার।'

নিজেদের কামরায় ফিরে আসার পর জুয়াড়ির সঙ্গে লালচুলোকে পরিচয় করিয়ে দিল কালো চুল আর সরু মুখের সেই লোকটা, 'স্টিভ, এতক্ষণে জেনে

গেছ, এর নাম ফ্রেড।' ফ্রেডের উদ্দেশ্যে বলল, 'এ আমার বন্ধু স্টিভ।'

ফ্রেড আর স্টিভের হাত মেলানো শেষ হলে মুখোমুখি দুটো সিটে বসে পড়ল ওরা তিন জন। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল স্টিভ, 'আচ্ছা, বয়েড, যখন বাইরে ছিলাম কেউ গুলি করেছিল ভিতরে। ব্যাপার কী?'

কিন্তু বয়েডের বদলে মুখ খুলল ফ্রেড, ব্যাপার কী জানাল স্টিভকে। তারপর বলল, 'তোমার এই উপকার কোনোদিন ভুলবো না, বয়েড। আর একটা সেকেণ্ড দেরি হলে এখন আর তোমাদের মুখোমুখি বসে থাকতে হতো না আমাকে।'

'লোকটা কে?' জানতে চাইল স্টিভ। 'আগে দেখেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল বয়েড।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফ্রেড বলল, 'একবার এক বুড়ো একটা কথা বলেছিল আমাকে। একটা দিক দিয়ে নাকি একজন রাসলারের সঙ্গে খুব মিল আছে একজন জুয়াড়ির— পৈতৃক প্রাণটা চলে যেতে পারে যে-কোনো সময়। আজ আমার হয়েছিল সে-অবস্থা।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফ্রেডের দিকে তাকাল বয়েড। 'কথাটা আমিও শুনেছি। যার মুখ থেকে শুনেছ সে-বুড়োর সঙ্গে পরিচয়ও আছে আমার।'

'তা-ই নাকি? কোথায় দেখা হয়েছিল তোমাদের?'

'জেলখানায়।'

দেখে মনে হলো কথাটা শুনে একটা ধাক্কা খেয়েছে ফ্রেড। কিন্তু এ-ব্যাপারে আর কিছু বলল না সে, চুপ করে তাকিয়ে থাকল মুখোমুখি বসা বয়েড আর স্টিভের দিকে।

স্টিভের চেয়ে পাউণ্ড দশেক কম হবে বয়েডের ওজন, উচ্চতাও দু'ইঞ্চি কম। কিন্তু দু'জনই পোড় খাওয়া; বোধহয় রূঢ় বাস্তবটা একটু বেশিই দেখে ফেলেছে বলে চুপচাপ, হাসি-তামাসা করে না সহজে। শান্ত স্বভাবের হলেও কাজে দ্রুত দু'জনই— প্রমাণিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

দরজার কাছ থেকে ভ্যান ডেভিসের জোরালো কণ্ঠ শোনা গেল এমন সময়: "হর্সহেড এসে গেছে! আর পাঁচ মিনিট!" ঘোষণা শেষ করে হাঁটা ধরল সে, এদিকেই আসছে। বয়েডডের সিটের পাশে থেমে দাঁড়িয়ে স্টিভের দিকে বিচক্ষণতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওরা বলল তুমি না-থাকলে নাকি...

'বাড়িয়ে বলেছে,' ডেভিসকে থামিয়ে দিল স্টিভ। 'আমি শুধু ঠেকিয়ে দিয়েছি ওদের। ট্রেন আবার চলতে শুরু না-করলে এতক্ষণে হয়তো লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো আমাদেরকে।'

'এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হতে পারে।'

দেখে মনে হলো কথাটা শুনে কিছুটা বিব্রত হয়েছে স্টিভ। 'যা করেছি নিজের তাগিদেই করেছি, পুরস্কারের চিন্তাও ছিল না মাথায়।'

'তিনটে মাইনের শ্রমিকদের বেতনের টাকা...'

'আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় কী জানো? একটা চিঠি লিখে জেলখানার

ওয়ার্ডেনকে যদি জানাতে পারো ঘটনাটা...'

'জেলখানা!'

বিমর্ষ দেখাল স্টিভকে, ক্লান্ত চোখে বয়েডকে একবার দেখে নিয়েই দৃষ্টি ফেরাল সে ডেভিসের দিকে। 'হুঁ, প্যারোলে ছাড়া পেয়েছি আমি।'

আর কিছু বলল না ডেভিস, যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিল।

'তোমার কথা বিশ্বাস হয়নি ওর,' বলল বয়েড।

'আমারও না,' বলে বসল ফ্রেড।

'কিন্তু কথাটা একশ' ভাগ সত্যি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল স্টিভ।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। তারপর নীরবতা ভাঙল ফ্রেড, 'হর্সহেডেই নামবো আমি। আমি ভবঘুরে জুয়াড়ি, নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই, আজ এখানে তো কাল ওখানে থাকি। কোনো একটা হোটেল খুঁজে নেবো শহরটাতে।'

মুচকি হাসল বয়েড। 'তা হলে তো আমাদের প্রতিবেশী হয়ে গেলে। আমাদের একটা স্প্রেড আছে শহরের একপ্রান্তে, ওখানেই যাচ্ছি আমি আর আমার এই বন্ধু। ...আচ্ছা, ভালো কথা, তোমার সঙ্গে স্টাড খেলার জন্য জোরাজুরি করছিল যে লোকটা সে কোথায়? ওকে কিন্তু পরে আর দেখিনি।'

'জানি না,' বলল ফ্রেড। 'আমিও খুঁজেছিলাম, কিন্তু কোথায় যেন লাপাত্তা হয়ে গেছে সে।'

'হর্সহেড এসে গেছে! হর্সহেড!' আবারও চেঁচিয়ে উঠল ভ্যান ডেভিস।

দুই

শহরে ঢোকার মুখে, দিগন্তের কোল ঘেঁষে, পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কস পর্বতমালার বিস্তার। মাথায় তুষারের ক্যাপ পরে, যেন সগৌরবে হাজার ফুট উঁচু পর্বতগুলো দাঁড়িয়ে আছে হাজার বছর ধরে। এগুলো ছাড়িয়ে আরও দূরে, দক্ষিণে তাকালে চোখে পড়ে বিচ্ছিন্ন তিনটা পাহাড়। ক্যানভাসের উপর বড় ফুটকি যেমন, খালি চোখে তাকালে পাহাড়গুলোও তেমন দেখায়। ঢালু হতে হতে একসময় নীচের বন্ধুর আর অর্ধ-অনুর্বর জমির সঙ্গে মিশে গেছে ওগুলো।

সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কসের পাদদেশে, গভীর এক উপত্যকার প্রবেশদ্বার কেন্দ্র করে এককালে গড়ে উঠেছিল এই কাউটাউন; দেখতে দেখতে চল্লিশ ছাড়িয়েছে শহরটার বয়স। উপত্যকার বুক চিরে, ধারালো ছুরির মারাত্মক ক্ষতের মতো, বয়ে চলেছে খরস্রোতা এক চওড়া নদী; এখন গ্রীষ্মকাল বলে যার পানি শুকিয়ে গেছে অনেকখানি।

বয়স চল্লিশ হলেও তেমনভাবে বেড়ে ওঠেনি হর্সহেড। একটামাত্র বড় রাস্তা

এখানে, আর কয়েকটা গলি। সমান্তরালভাবে চলে যাওয়া রেললাইনের ধারে পুরনো প্ল্যাটফর্ম, সঙ্গে দু'একটা পুরনো অফিস—এই নিয়ে শহরের রেলস্টেশন।

সগর্জনে ট্রেনটা যখন এসে থামল, হাতে লণ্ঠন নিয়ে বুড়ো স্টেশন-মাস্টার আর ওর রুগ্ন এক সহকারী বেরিয়ে এল অফিস থেকে, নিতান্ত অলসভঙ্গিতে। ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ারম্যান নামল ওদের কামরা ছেড়ে, উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু বলতে লাগল স্টেশন-মাস্টারকে। হাঁ করে ওদের কথা গিলতে লাগল বুড়ো লোকটা।

জানালার পাশে বসে ছিল বয়েড, উঁকি দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছিল অনেকক্ষণ থেকে। ওর দিকে একবার তাকিয়ে দু'জনের মালসামান গোছাতে শুরু করল স্টিভ। জিজ্ঞেস করল, 'এসেছে তোমার বোন?'

কিছুক্ষণ পর জবাব দিল বয়েড, 'দেখতে পাচ্ছি না তো। আমার চিঠি পায়নি মনে হয়।'

'হোটেলে থাকতে পারে,' জানালা দিয়ে উঁকি দিল স্টিভও।

অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে বড় রাস্তাটা। রাস্তা তো নয়, যেন ধুলোর খনি—রাতের অন্ধকারেও বোঝা যায়। সারি সারি ঘরবাড়ির সঙ্গে কাঠের ব্রডওয়াক আর হিচর‍্যাকের লম্বা লাইন। কোনো বাড়িতে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, কোনোটা আবার ডুবে আছে অন্ধকারে। হিচর‍্যাকে বাঁধা ঘোড়ার দল অসহিষ্ণু—ওদের হ্রেষা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয় শহরটা পশ্চিমের। এলোপাতাড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটা-দুটো বাকবোর্ডও।

'হোটেলে আছে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল বয়েড। 'জেসির সঙ্গে যদি আমার টানা আট বছর দেখা না-হতো, তা হলে ওর আসার খবর পেয়ে স্টেশনে চলে আসতাম, হোটেলে অপেক্ষা করতাম না।'

সবার শেষে কামরা থেকে নামল ওরা দু'জন, ধীরেসুস্থে উঠল প্ল্যাটফর্মে। একপাশে ছোটখাটো একটা জটলা, সেদিকে তাকাল বয়েড, খুঁজল জেসিকে। কিন্তু দেখতে না-পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল ওর। তা হলে কি নিজেকে একজন জেলখাটা দাগি আসামির বোন বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায় জেসি?

ওর কাঁধে হাত রাখল কেউ। খুশি হয়ে উঠতে গিয়েও খুশি হলো না বয়েড, কারণ মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিয়েছে এত শক্ত হাত কোনো মেয়ের হতে পারে না। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে পিছনে।

'বয়েড?' নিচু কণ্ঠটা ধীর কিন্তু নিশ্চিত, প্রশ্নটায় প্রচ্ছন্ন একটা হুমকি।

ধীরে ধীরে ঘুরল বয়েড। সামনে দাঁড়ানো লোকটা মোটা, বেঢপ, দু'শ' পাউণ্ডের শরীরটা ঢাকতে যে-শার্ট-প্যান্ট ব্যবহার করেছে নীরব ভাষায় বিদ্রোহ করতে তারা, ছিঁড়ে যেতে চাইছে। মাথার স্টেটসনটা কত কাল আগের নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। লোকটাও যে কত দিন আগে শেষবারের মতো গোসল করেছিল সেটা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে—ঘামের গন্ধে উদ্বিড়ালও পালাবে বোধহয়। তিলে-ভরা নাকের নীচে এলোমেলো অসমান গোঁফ। পলকহীন চোখে

বর্ণহীন মণি, দু'পাশ লাল হয়ে আছে কোনো কারণে। পিপার মতো বুকের বামপাশে টিনের তারা ঝুলছে। দুই উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে জোড়া পিস্তল, বাঁট দুটো বের হয়ে আছে বিশ্রী ভঙ্গিতে।

চিনতে ভুল হলো না বয়েডের। মরার পরও একে ভুলতে পারবে না সে। শুকনো গলায় বলল, 'হুঁ, শেরিফ কলিন্স, আমিই বয়েড।'

হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াল না সে, কলিন্সের মধ্যেও সে-রকম কোনো আন্তরিকতা দেখা গেল না। স্থিরদৃষ্টিতে বয়েডকে আরও কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বলল সে, 'তোমার জন্য দেখি জেলখাটাটা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। শক্তপোক্ত হয়েছ আরও। আমিও ভালোই আছি, দেখতেই পাচ্ছ। আট বছর হয়ে গেল, এখনও আমি হর্সহেডের শেরিফ। ভেবো না জোর করে আছি, আমার জায়গায় বসানোর মতো আমার চেয়ে যোগ্য কাউকে পাওয়া যায়নি, বুঝলে?'

কিছু বলল না বয়েড।

'মাত্র এলে মনে হয়?' জানতে চাইল কলিন্স।

'যখনই আসি, বিনা টিকিটে আসিনি।' শেরিফের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে আবার তাকাল বয়েড, খুঁজল জেসিকে। কিন্তু পাত্তা নেই মেয়েটার।

'জেসিকে খুঁজছ মনে হয়?'

আবার পিছন ফিরে তাকাতে হলো বয়েডকে। 'হ্যাঁ। ভেবেছিলাম আমাকে নিতে আসবে ও।'

'আসবে না।'

ভ্রূ কুঁচকাল বয়েড। 'মানে? আমি যে আসবো চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম ওকে।'

'শুধু জেসি কেন, হর্সহেডের সবাই তোমার আসার খবর জানে। না-জানলে এই রাতবিরেতে আমি হাজির হয়েছি কেন?'

'জেসি কোথায়?' বয়েডের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'স্যান সিদ্রোতে।'

'স্যান সিদ্রো? কিন্তু ওর তো এখানে আসার কথা!'

'বললাম তো, আসবে না। আমাকে তা-ই বলেছে।'

'কেন,' বয়েডের কণ্ঠে আগের সেই ধার নেই। 'কিছু হয়েছে নাকি? আসার কথা ছিল জেসির, হাজির হয়েছ তুমি। ঘটনা কী?'

'আমাকে পছন্দ হয় না তোমার?'

'না। যত ভালো শেরিফই হও না কেন, তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। আট বছর আগেও কথাটা জানতে, এখন যদি ভুলে গিয়ে থাকো তা হলে আরেকবার মনে করিয়ে দিলাম। এবার দয়া করে বলো জেসি এল না কেন?'

'তোমাদের স্প্রেড থেকে হর্সহেডের দূরত্ব যত, স্যান সিদ্রোরও তত। হয়তো সেখানে থাকাটাই ভালো মনে করেছে তোমার বোন। তোমার জায়গায় আমি

থাকলে কথা না-বাড়িয়ে রওনা হয়ে যেতাম স্যান সিদ্রোর উদ্দেশে, জেসির সঙ্গে দেখা করে স্টেশনে না-আসার কারণটা জানতে চাইতাম ওর কাছ থেকেই।'

'কথাটা কি তুমিই নিজে থেকে বললে, নাকি তোমাকে বলতে বলেছে জেসি?'

জবাব না-দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল কলিন্স।

'ঠিক করে বলো তো, তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে জেসির।'

মাথা নাড়ল কলিন্স।

'তা হলে জানলে কী করে স্যান সিদ্রোতে থাকবে ও?'

'তোমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে চেয়েছিল মেয়েটা, মানা করে দিয়েছি। স্যান সিদ্রোর কথা বলেছি আমিই। বলেছি ট্রেন থেকে নামামাত্র ওখানে পাঠিয়ে দেবো তোমাকে, যাতে আমার শহরে কোনো উৎপাত করতে না-পারো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল বয়েড, 'আমি উৎপাত করতে পারি বলে মনে হলো কেন তোমার?'

'কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।'

একজন আগন্তুকের সঙ্গে শেরিফকে এত লম্বা সময় ধরে কথা বলতে দেখে উৎসুক হয়ে উঠেছিল পথচারীরা, কেউ কেউ ভিড় জমিয়েছে আশপাশে। কলিন্সের মন্তব্য শুনে নিচু স্বরে হেসে ফেলল ওরা।

'আমি কিন্তু জেলখানা থেকে পালিয়ে আসিনি,' কণ্ঠ শুনে মনে হলো দুঃখ পেয়েছে বয়েড। 'ভালো ব্যবহারের কারণে শাস্তি মওকুফ করা হয়েছে আমার। বিশ্বাস হয় আমার কথা?'

'তোমার কথা বিশ্বাস হয়, কিন্তু তোমাকে হয় না। বয়েড, আমার বয়স কম না, অভিজ্ঞতাও কম না। খাঁচার বাঘ আর বনের বাঘের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফারাক সেটা আমি জানি। জেলখানায় যে-ক'দিন ছিলে, নিশ্চয়ই পিস্তল ঝোলাওনি কোমরে। আজই সুযোগ পেয়েছ কাজটা করার। ডেভিসের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, ও বলেছে ইতোমধ্যেই নাকি ভেল্কিবাজি দেখিয়ে দিয়েছ। তা, পিস্তল কোমরে থাকলে তুমি একজন যাদুকর সবাই জানে, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমার শহরে ওসব যাদু-টাদু চলবে না। অন্তত আমার উপস্থিতিতে না।'

'জেল খেটেছি এক ঘোড়াচোরকে চুরির সময় গুলি করে মারার জন্য, আর আজ যাকে গুলি করতে হলো সে বিনা-কারণে খুন করতে যাচ্ছিল একজনকে...'

'সাফাই গাইতে বলিনি। স্যান সিদ্রোতে যেতে বলেছি।'

রেগে গেল বয়েড। 'দেশটা তোমার না। আইনের চোখে যতক্ষণ না অপরাধ হয়, যেখানে খুশি যাবো, যা খুশি করবো। ঠেকাতে পারলে ঠেকিয়ো।'

'চ্যালেঞ্জ করছ? আট বছর আগেও কিন্তু করেছিলে। পরিণতি কী হয়েছিল ভুলে গেছ? চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয়নি, তার আগেই দেখি তোমার কাছে অতীত হয়ে গেছে জেলখানা!'

‘শেরিফ,’ নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল এমন সময়, জনতার ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল ফ্রেড। ‘ঠগ বাছতে গিয়ে তোমার দেখি গা উজাড় করে ফেলার মতো অবস্থা! ডেভিসের সঙ্গে যদি কথা হয়েই থাকে তোমার, তা হলে নিশ্চয়ই এ-ও জানো কেন ওই লোকটাকে গুলি করেছে বয়েড? ও আর স্টিভ মিলে যে আজ ট্রেন-ডাকাতি ঠেকিয়ে দিয়েছে, সে-খবর রাখো?’

পলকহীন চোখে ফ্রেডকে দেখল কিছুক্ষণ কলিন্স। তারপর বলল, ‘তোমাকে ফপর-দালালি করতে বলেছে কে?’

‘কেউ না। যা সত্যি তা-ই বলার চেষ্টা করছি।’

‘সত্যি-মিথ্যার জ্ঞান দিতে এসো না আমাকে। শহরে নতুন এসেছ, কিছুই জানো না এখনও। আগে জেনে নিয়ে তারপর কথা বোলো।’

‘কিছুই জানি না বললে ভুল হবে হয়তো। এইমাত্র জানলাম এ-শহরের শেরিফ একগুঁয়ে, মারমুখী। যাকে একবার খারাপ জানে তাকে সারাজীবন খারাপই মনে করে।’

হুইসেল বাজতে লাগল ট্রেনের—হর্সহেড ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে জানান দিচ্ছে। বয়েড আর স্টিভকে বিদায় জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফ্রেড, ধীর গতিতে চলে গেল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে। এতক্ষণ উপস্থিত থেকেও কোনো কথা বলেনি, এবার ভিড়ের মধ্য থেকে শোনা গেল ডেভিসের কণ্ঠ, ‘বয়েড, স্যান সিদ্রো যেতে চাইলে আর দেরি কোরো না, উঠে পড়ো ট্রেনে। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখবে তোমার বোনকে?’

‘ধন্যবাদ, ডেভিস,’ এতক্ষণে আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগল বয়েডের কণ্ঠে। তারপর শেরিফের দিকে তাকিয়ে ধীরস্থিরভাবে বলল, ‘তোমার আপত্তি আছে, আশঙ্কা আছে—চলে যাচ্ছি তোমার শহর ছেড়ে। কিন্তু যদি কখনও প্রয়োজন হয়, পা রাখতে দ্বিধা করবো না।’

‘চেষ্টা করে দেখতে পারো। শহরের লোকরা আমার কথা আর কাজে অমিল পায়নি কখনও।’

‘তুমি কি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে?’

‘না। আমার নীতি হলো, আইন যাদের শাস্তি দিয়েছে বা দেয়ার উপযুক্ত বলে মনে করে তাদের সঙ্গে কোনো খাতির না-রাখা।’

উপস্থিত জনতাকে আশ্চর্য করে দিয়ে হাসল বয়েড। ‘হাতে সময় থাকলে তোমার বড় বড় কথা কতখানি সত্যি যাচাই করে দেখতাম। শুধু জেসির জন্য পারলাম না।’ লম্বা করে দম নিল সে। ‘কলিন্স, আট বছর জেল খেটে ফিরে এসেছি আমি, স্বাধীন দেশে মুক্ত জীবন যাপনের অধিকার আমার আছে এখন। যদি ভেবে থাকো শুধু তুমি চাও না বলে হর্সহেড থেকে দূরে থাকতে হবে আমাকে, ভুল করবে। এ-শহর থেকে বারো মাইল দূরে আমাদের স্প্রেড, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, সময়ে-অসময়ে আসতে হবেই আমাকে। এবং আমি আসবোই।’ আর দেরি না-করে ট্রেনে গিয়ে চড়ল সে।

শেরিফকে একবার আপাদমস্তক দেখল স্টিভ, তারপর সে-ও উঠে পড়ল।

তিন

হর্সহেডের মতো স্যান সিদ্রোও পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। দুই শহরের মধ্যে ট্রেন-দূরত্ব বারো মাইল। কথিত আছে, একবার এক প্রস্পেক্টর, যে নাকি মেক্সিকানদের দু'চোখে দেখতে পারত না, পকেটের সব পয়সা খরচ করে গিয়ে হাজির হয় এমন এক শহরে, যে-শহরে যেদিকে চোখ যায় খালি মেক্সিকান আর মেক্সিকান। শ্রাব্য-অশ্রাব্য সবরকম গাল দিতে দিতে আবার ট্রেনে গিয়ে ওঠে সে, ভাড়া না-থাকায় ভাড়ার টাকা পরিশোধ করে নিজের কুড়াল, কম্পাস আর এক থলে তামাক দিয়ে; তারপর একসময় নেমে পড়ে হর্সহেডে। কিন্তু কেন যেন ওই শহরটাও পছন্দ হয়নি ওর, আরও বারো মাইল অতিক্রম করে স্যান সিদ্রোতে হাজির হয় লোকটা। শহরটা তখন মামুলি এক কাউটাউন। কিন্তু ওই প্রস্পেক্টর পাল্টে দেয় সবকিছু। শহরের বাইরের এক ক্যানিয়নে একদিন এক টুকরো সোনা পায় সে, এক সপ্তাহের মধ্যেই রাষ্ট্র হয় খবরটা, শুরু হয় গোল্ডরাশ। ঝিম মেরে থাকা এক শহর থেকে দারুণ কর্মচঞ্চল শহরে পরিণত হয় স্যান সিদ্রো। রাতারাতি গড়ে ওঠে অ্যাডোবির সারি, জেনারেল স্টোর, এমনকী চুনকাম করা গির্জা।

এই শহরের রেলস্টেশনটার শ্রী বলতে কিছুই বাকি নেই আর। অফিস-বিল্ডিং, বোর্ডওয়াক, প্ল্যাটফর্ম—যেখানে যতটুকু লোহা-কাঠ আছে সবই রোদে পুড়ে খটখটে হয়ে গেছে। শহরের একপ্রান্তে স্টেশনটা, বলতে গেলে শহরের বাইরে, সবচেয়ে কাছের বাড়ির থেকে অফিসবিল্ডিং-এর দূরত্ব চার-পাঁচশ' গজের কম হবে না। বহু দূরের মালভূমি থেকে বয়ে আসা পাতলা ধোঁয়াশার কারণে রাতের এই নির্জন প্রহরে আরও যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে স্টেশনটা। দুটো উজ্জ্বল আলো জ্বলছে অফিসবিল্ডিং-এর কাছে, দূরের একটা-দুটো অ্যাডোবিতেও টিমটিম করে জ্বলছে লণ্ঠন।

যাত্রীরা নামতে শুরু করামাত্র অন্ধকার থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি, 'বয়েড!'

জেসির কণ্ঠ চিনতে ভুল হলো না বয়েডের। হাত বাড়িয়ে দিল সে, বুকে জড়িয়ে ধরল বোনকে। হাসছে দু'জনই। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে রেখেই হাঁটতে লাগল ওরা, গিয়ে দাঁড়াল উজ্জ্বল আলোর নীচে।

'কতদিন পর দেখা হলো তোর সঙ্গে! তুই দেখি আগের চেয়ে আরও সুন্দর হয়েছিস!' বয়েডের কণ্ঠে নিখাদ প্রশংসা। 'তোর চুল আর সোনালি নেই, সব বাদামি হয়ে গেছে! চোখ আগের মতোই আছে, তবে দুষ্টু দুষ্টু ভাবটা উধাও হয়ে গেছে মনে হয়।'

লাল হলো জেসির গাল। টানা টানা ভেজা ভেজা চোখের দৃষ্টি স্থির হলো ভাই-এর চেহারায়। বয়েডের চেয়ে ছ'ইঞ্চির মতো খাটো সে; ঋজু দেহ হালকা-পাতলা হলেও ভরাট আর কমনীয়, হাঁটাচলায় ক্ষিপ্র আর সাবলীল।

হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো জেসির, কোমল কণ্ঠে বলল, 'তুমি কিন্তু আগের মতোই আছো। তোমার চেহারার দুষ্টু দুষ্টু ভাবটা যায়নি একটুও।'

একসঙ্গে হেসে উঠল ওরা দু'জন। মুচকি হেসে খুক করে কেশে নিজের উপস্থিতি জানান দিল স্টিভ এতক্ষণে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ওকে একবার দেখল জেসি। তারপর আবারও মিষ্টি করে হেসে বয়েডের আলিঙ্গন-মুক্ত হলো, হাত বাড়িয়ে দিল স্টিভের দিকে। 'তুমি মিস্টার স্টিভ। অনেকবার তোমার কথা লিখেছে আমার ভাই।'

'নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখেছে?' হাত মেলাতে মেলাতে বলল স্টিভ, কথা বলতে গিয়ে টের পেল কেমন ভারী হয়ে গেছে জিভটা, কথা বের হতে চাইছে না ঠিকমতো।

'তুই একা এসেছিস, জেসি?' জিজ্ঞেস করল বয়েড।

'হ্যাঁ। একা চলতেই পছন্দ করি আমি, ভুলে গেছ? ...চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, তোমাদের জন্য ঘোড়া নিয়ে এসেছি আমি।'

স্টেশনের পিছনদিকটায় গিয়ে হাজির হলো ওরা তিনজন। এককোনায় তিনটা ঘোড়া বাঁধা আছে, বয়েড আর স্টিভকে সেদিকে নিয়ে চলল জেসি। কাছে গিয়ে বলল, 'মিস্টার স্টিভের জন্য বড় দেখে একটা বে নিয়ে এসেছি আমি।'

'বড় দেখে কেন?' জানতে চাইল বয়েড।

'কারণ তুমি লিখেছিলে মিস্টার স্টিভ নাকি লম্বা-চওড়া একটা মানুষ।'

হো হো করে হেসে ফেলল স্টিভ।

হাসিতে যোগ দিল বয়েডও। 'দেখে কী মনে হয় তোর? ভুল লিখেছিলাম?'

জবাব না-দিয়ে স্যাডলে চড়ে বলল জেসি। নিজের ঘোড়ার স্যাডলহর্ন ধরার সময় স্যাডলে খুব পরিচিত কিছু একটার উপস্থিতি টের পেল বয়েড। থমকে গেল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? তুই আমাদের জন্য রাইফেল নিয়ে এসেছিস!'

একমুহূর্ত ইতস্তত করে জবাব দিল জেসি, 'হ্যাঁ। আমি... আসলে জানতাম না যে তোমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে।'

অন্ধকারে জেসির চেহারাটা দেখার চেষ্টা করল বয়েড, পারল না। ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোনো সমস্যা?'

'না, তেমন কিছু না।'

হাসি মুছে গেল বয়েডের চেহারা থেকে। স্যাডলের সঙ্গে নিজের মালসামান ভালোমতো বেঁধে নিল সে।

তেমন কিছু না মানে কী? ছোটো হোক বড় হোক কিছু একটা হয়েছে। ব্যাপারটা কি জেসিকে নিয়ে? নাকি ওদের স্প্রেড সংক্রান্ত?

শহরের খটখটে শুকনো ধূলিধূসর রাস্তা ধরে উত্তরদিকে, পর্বত অভিমুখে রওয়ানা হলো ওরা তিন জন। টুকটাক কথা চালিয়ে গেল জেসি, বেশিরভাগই অতীত রোমন্থন। হুঁ-হ্যাঁ করে সায় দিয়ে গেল বয়েড, আর একেবারেই চুপ করে থেকে ভাই-বোনের কথোপকথন শুনতে লাগল স্টিভ।

জেসির কথা শেষ হলে শুরু হলো বয়েডের প্রশ্নের পালা। এই আট বছরে ওদের স্পেপ্রডে কী হয়েছে না-হয়েছে জানতে চাইল, যতদূর মনে পড়ল উত্তর দিল জেসি। স্টিভ সব শুনছে জেনেও অস্বস্তি বোধ করল না, জানে এই লোকটা বয়েডের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মন দিয়ে শুনল বয়েড, জেসির কিশোরীসুলভ চাপল্য দেখে হাসলও কয়েকবার এবং আড়চোখে বার দু'এক লক্ষ্য করল স্টিভকে। চেহারাটা পরিষ্কার দেখা গেল না অন্ধকারে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মৌনতা দেখে টের পাওয়া গেল জেসির একটা কথাও কান এড়াচ্ছে না স্টিভের।

রাতটা গরম। থেকে থেকে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে অবশ্য। শহর ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, চারপাশে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ আর ঝোপজঙ্গল। মাটি, ঘাস আর পাতার সুবাস বাতাসে। বুক ভরে দম নিল কয়েকবার বয়েড; পৃথিবী এত সুন্দর, বেঁচে থাকা এত আনন্দের টের পেয়ে পুলকিত হলো। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পাশাপাশি চলতে থাকা জেসির দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো চুপ হয়ে গেছে মেয়েটা, বয়েডের মনে হলো বলি বলি করেও কিছু একটা বলতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল সে, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

জবাবে মুখ তুলে তাকাল শুধু জেসি, কিছু বলল না।

'সমস্যাটা কী?' আবারও জানতে চাইল বয়েড। 'আমাদের জন্য রাইফেল আনতে হলো কেন তোকে?'

'পিস্তল-বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা কি এদেশের পুরুষদের নিয়ম না?'

'হ্যাঁ, নিয়ম। কিন্তু ওই নিয়মের কারণেই আটটা বছর জেল খাটতে হয়েছে আমাকে। এতদিন পর আজ হোলস্টার পরেছি, একটা দিনও পার হয়নি কাউকে গুলি করতে হয়েছে আমাকে...'

'গুলি করতে হয়েছে!'

ট্রেনের ঘটনাটা বোনকে খুলে বলল বয়েড। তারপর বলল, 'স্পেপ্রডে ফেরার পর একেবারে ভালোমানুষ হয়ে থাকতে চাই আমি। এমনিতেই আমার মেজাজের বদনাম আছে, কারও সঙ্গে কোনো কারণেই আর মেজাজ করতে চাই না। এসব পিস্তল-বন্দুক তুলে রাখতে চাই আলমারিতে। উদয়াস্ত গরু চরিয়ে, তিন মাস চার মাস পর পর গরু বেচে পেট চালাতে চাই। সহজ হিসাব।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেসি। 'না, হিসাব এত সহজ না। তুমি আসছ জানামাত্র আমার সঙ্গে দেখা করেছে শেরিফ কলিন্স। খারাপ ব্যবহার করেনি, কিন্তু সোজা জানিয়ে দিয়েছে তোমাকে হর্সহেডে ঢুকতে দেবে না সে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছাড়া পেয়েছ তুমি, ব্যাপারটা হয়তো কারও কারও কাছে ভালো না-ও লাগতে পারে, সেজন্যই ভাবলাম...'

'ছাড়া পাওয়ার পর এমন কাউকে তো দেখলাম না যে আমার অগ্রীম ছাড়া পাওয়া নিয়ে কোনো কথা বলেছে! তা ছাড়া হর্সহেড, মানে ওই মাথা-গরম শেরিফের থেকে এখন অনেক দূরে আছি, সুতরাং ক্ষতি করলে অন্য কেউ করবে, কলিন্স না। ব্যাপার কী ঠিক করে বল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরি। 'ঠিক আছে, বলছি। আমাদের স্প্রেডের দক্ষিণদিকের আলাদা আলাদা তিন খণ্ড জমির কথা মনে আছে তোমার...'

'পাথুরে? বাবা প্রায়ই বলতেন গর্ত করবেন ওখানে, খড় রাখবেন...'

'কিন্তু করি করি করেও কাজটা করে যেতে পারেননি তিনি। যা-হোক, কোত্থেকে এসে ওসব জমিতে ঘাঁটি গেড়েছে ভবঘুরে পাঁচটা পরিবার, অনুমতি না-নিয়েই। আর শুধু জোর করে থাকেই না, এমন ভাব দেখায় যেন ওই জমি ওদেরই, আমরা কিছু বলতে গেলে তেড়ে মারতে আসে। ড্যানিয়েল, মানে আমাদের এক কাউহ্যাণ্ডকে একবার পাঠালাম শাসানোর জন্য। কী করল ওরা জানো? পিস্তল কেড়ে নিল ড্যানিয়েলের, হুমকি-ধমকি দিল, ড্যানিয়েল পাল্টা জবাব দিয়েছিল বলে কিছু উত্তম-মধ্যমও দিয়ে দিল ওকে। ওরা আসলে কতটা খারাপ জানি না আমি, কিন্তু... কিন্তু...ধরো তোমার আসার খবর পেয়ে গেছে ওরা, ভাবছে সুখের দিন শেষ হয়েছে ওদের, এবার ওদেরকে তাড়াবে তুমি; তা হলে...'

'তা হলে আমাকে তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লাগবে ওরা, তা-ই তো?'

'সেটাই কি স্বাভাবিক না?'

'হুঁ। ...ড্যানিয়েলের ঘটনাটা কতদিন আগের?'

'কয়েক মাস হবে। কেন?'

'এতদিন হয়ে গেল তারপরও কোনো ব্যবস্থা নিলি না তুই?'

'আমি মেয়ে হয়ে কী করতে পারি? আর ড্যানিয়েলের ঘটনাটার পর কাউহ্যাণ্ডরাও ওই ভবঘুরেদের ঘাঁটাতে সাহস পায় না।'

'আমার সঙ্গে যে এত তর্জন-গর্জন করল শেরিফ, এই ব্যাপারে কিছু করে না কেন?'

'আমাদেরকে সাহায্য করবে শেরিফ? আর লোক পেলে না? তোমার ওই ঘটনাটার পর শুধু তোমাকেই না, মনে হয় আমাদের পরিবারের সবাইকে অপরাধী ভাবে সে। হর্সহেডের রাস্তায় যখন দেখা হয় আমার সঙ্গে, কথা তো বলেই না, এমন ভাব করে যেন দেখতেই পায়নি আমাকে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বয়েড। বুঝতে পারছে ওর কারাবাস শুধু ওকেই নিদারুণ যন্ত্রণা দেয়নি, একাকিত্ব আর অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে ওর এই বোনটাকেও। ভবঘুরে এক দল লোক, যারা হয়তো জন্মও নেয়নি এ-দেশে, শুধু জেনেছে বয়েড জেলে; ব্যস, সুযোগ বুঝে ঘাঁটি গেড়ে বসে গেছে! জানে একা একটা মেয়ে কিছুই করতে পারবে না ওদের। বুড়ো একটা শেরিফ, যে নাকি কথায় কথায় আইনের দোহাই দেয় সবাইকে, কড়া কড়া কথা শোনায় যখন-তখন; নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যাকে ন্যায্য লড়াই-এ মারতে হয়েছে প্রতিপক্ষকে

সে-লোকের বোনকে সাহায্য করতে রাজি হয় না!

জেসি বলছে জবরদখলদাররা নাকি হামলা করতে পারে ওর উপর। এতই শক্তিশালী ওরা? এতই সাহস? কিছু-না-কিছু করে খেতে হয় ওদেরকে—কী করে ওরা? চাষবাস? বেশি হলে শ্রমিকের কাজ? ড্যানিয়েল বা ওর মতো লোকদের তাড়ানো পর্যন্তই এ-ধরনের লোকদের হম্বিতম্বি শেষ, এর বেশি কিছু করতে পারে না এরা। অন্তত করতে পারার কথা না। তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা?

জেসির দিকে তাকাল বয়েড, দেখার চেষ্টা করল চেহারাটা। ভাব নয়, অন্ধকারে অবয়বটা বোঝা গেল শুধু। শান্ত, ধীরস্থির, অথচ সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'আর কী কারণ, জেসি?'

'কীসের?'

'রাইফেল আনার?'

'বললাম তো।'

'শুনেছি। কিন্তু মন মানছে না।'

'তোমার একগুঁয়ে স্বভাবটা যায়নি একটুও। মাথায় কিছু একটা ঢুকলে শেষ না-দেখা পর্যন্ত...। আজ রাতেই কি সব বলতে হবে তোমাকে? দু'একটা দিন সময় দেবে না?'

'না।'

হাসল জেসি। 'আমাদের আরেকটা বড় সমস্যার নাম কেলভিন।'

'কে লোকটা? আরেকজন জবরদখলদার?'

'না। পয়সাওয়ালা লোক, মাইনের মালিক। তুমি জেলে যাওয়ার পর এ-এলাকায় এসেছে। হর্সহেডের কাছাকাছি অনেক জমিজমা কিনেছে। আমাদের স্প্রেড থেকে হর্সহেডে যাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় যে-পাহাড়টা আছে সেটার পিছনের গিরিপথের কথা মনে আছে তোমার?'

'অবশ্যই।'

'একটা ড্রাইওয়াশ পার হয়ে ঢুকতে হয় ওখানে...'

'জানি।'

'ওই ওয়াশের মুখে একটা মাইন বানিয়েছে সে। নাম "বুল'স আই"।'

'কিন্তু সমস্যাটা কী?'

'সমস্যাটা আমাদের পানির একমাত্র উৎস লেকটা নিয়ে। ড্রাইওয়াশের প্রান্ত ঘেঁষে এসেছে লেকটা। মাইন বানানোর পর থেকেই মিস্টার কেলভিন বলছে দলিলপত্রে নাকি স্পষ্ট উল্লেখ আছে ওর জমির মধ্যে পড়ে ওই লেক। সোজা কথায়, লেকটা ওর বলে দাবি করছে সে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল বয়েডের। 'বলিস কী? ...ভালোমতো মনে আছে আমার, জমি রেজিস্ট্রি করানোর সময় পশ্চিমদিকে একশ' ষাট একর জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবা, পুবে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন, যাতে ওই লেকটা আমাদের জমির মধ্যে পড়ে। কেলভিন কানা না বোকা? রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দেখে আসতে

পারে না?'

'দেখেছে। ম্যাপ বানানোর সময় বড় একটা ভুল করে ফেলেছে রেজিস্ট্রি অফিসের লোকরা। পুরো জায়গাটা বর্গাকৃতির দেখিয়ে ফেলেছে, তাই আমাদের জমির বাইরে পড়ে গেছে লেকটা। আমার কাছে দলিলপত্র যা যা আছে সব দেখিয়েছি কেলভিনকে, কিন্তু রেজিস্ট্রি অফিসের ম্যাপে ভুল থাকায় কিছুতেই মেনে নেয়নি সে লেকটা আমাদের। আমাদের দলিলে যেমন লেখা আছে, ওর দলিলেও তেমন লেকের কথা উল্লেখ আছে। এমনিতে আমার সঙ্গে কখনোই খারাপ ব্যবহার করে না সে, কিন্তু লেক নিয়ে যতবার কথা উঠে, বার বার বলে, ওর দরকার পড়লে ওই লেকের পানি ব্যবহার করবে, আমরা করতে না-দিলে মামলা ঠুকে দেবে আমাদের নামে।'

'ওর দরকারটা কবে হবে শুনি?' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল বয়েড।

'জানি না। সোনা ছেঁকে তোলার জন্য এখন কৃত্রিম কিছু স্লুইসওয়ে ব্যবহার করছে বুল'স আই-এর শ্রমিকরা, যখন দরকার হবে আমাদের লেকের পানি ব্যবহার করবে।'

'আমার কী মনে হয় জানিস? কেলভিন পয়সাওয়ালা লোক তো, রেজিস্ট্রি অফিসের লোকদের পয়সা খাইয়ে হাত করেছিল। আসল ম্যাপটা তাই গুম করে ফেলে ওরা। নকল একটা ম্যাপ বানায় কেলভিনের ইচ্ছেমতো। লেকটা আমাদের জমি থেকে বাদ দিয়ে দেয়। এখানে জমি কেনার সময় এমনভাবে দলিল বানিয়ে নেয় কেলভিন যাতে উল্লেখ করা থাকে, একটা লেক আছে ওর জমির মধ্যে। এখন আইনের ভয় দেখিয়ে লেকটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে সে।'

কিছু বলল না জেসি।

'শেরিফ কলিন্স জানে ব্যাপারটা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেসি। 'জানে। কিন্তু এ-ব্যাপারেও এতদিন আমাকে সাহায্য করেনি সে। বলে, এসব জমিজমার ঝামেলা সামলানোর দায়িত্ব নাকি রেজিস্ট্রি অফিসের, কারও ঠেকা বেশি হলে আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করাটাই নাকি ভালো। এই ব্যাপারে "আইন বহির্ভূত" কিছু না-হলে ওর জড়ানোটা নাকি ঠিক হবে না।'

গাল দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল বয়েড।

'লোকটাকে একটুও ভালো লাগছে না আমার,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল স্টিভ।

'কলিন্স এমনিতে ভালোই,' সাফাই গাওয়ার সুরে বলল জেসি। 'কোথাও কোনো ঝামেলা হলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, সবসময় চায় যাদের মধ্যে ঝামেলাটা হচ্ছে তারাই যেন মিটমাট করে নেয়। যে বা যারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয় অথবা আইনবিরুদ্ধ কিছু করে তাদের সঙ্গে খাতির রাখে না কখনোই। সৎ, নির্ভীক; খেয়াল করে দেখেছি লোকজনের থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়। বিয়েও করেনি। ধৈর্য আছে মানুষটার। পড়াশোনা জানে, ইচ্ছে করলে অনেক

আগেই এদেশ ছেড়ে পুবে গিয়ে আরও ভালো কিছু করতে পারত, কিন্তু কে জানে কোন্ কারণে পড়ে আছে এখানে!'

অনেক দূরে ডেকে উঠল একটা কয়োট, খুব নিঃসঙ্গ শোনাল সে-ডাক। আকাশে গুটিকয়েক তারা, তাদের উজ্জ্বলতা রাতের আঁধারের সঙ্গে কেমন বেমানান। একটু আগের সেই সুখচিন্তা বিদায় নিয়েছে বয়েডের মন থেকে, অনেকগুলো দুর্ভাবনা এখন একসঙ্গে পেয়ে বসেছে ওকে। ঠাট্টা করে জেসিকে বলল সে, 'জবরদখলদাররাও আবার কোনো দলিলপত্র নিয়ে হাজির হয়নি তো? আদালতে গেলে পারবো ওদের সঙ্গে?'

তিক্ত হাসি হাসল জেসি। 'আদালতে যেতে পারবো না আমরা।'

'কেন?'

'কারণ আমার কাছে জমানো টাকা যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে।'

কথাটা হজম করতে সময় লাগল বয়েডের।

'আমাদের অবস্থা আসলে খুবই খারাপ। বিদায় নিতে নিতে এখন মাত্র দু'জন কাউহ্যাণ্ড বাকি আছে স্প্রেডে। ভাবতে পারো? এত বড় স্প্রেড, আর মাত্র দু'জন কাউহ্যাণ্ড? ওরাও চলে যেত, অন্য কোথাও কাজ জোটাতে পারেনি বলে থেকে গেছে। ওদেরকেও ঠিকমতো বেতন দিতে পারি না। এখনও কয়েক মাসের বেতন পাবে ওরা।' গলা ধরে এল জেসির 'জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে যে-জায়গায় এলে তুমি, সেটা জেলখানার চেয়ে কম কষ্টের না। কিন্তু...কিন্তু...আমার করার কিছু ছিল না। আমি অসহায় একটা মেয়ে, সবদিক সামলাতে পারিনি। কিছুই সামলাতে পারিনি আসলে।'

'মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। জমি আছে আমাদের, ঘাস আছে, পানি আছে। টাকা ধার দেয়ার জন্য শহরে ব্যাংক আছে। মোটাতাজা দেখে কিছু গরু কিনে নিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করবো আবার। একটা বছর কষ্ট হবে হয়তো, তারপর...'

'ব্যাংক থেকে ইতোমধ্যেই টাকা নিয়েছি আমি,' যেন মহা-অন্যায় করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে বলল জেসি। 'ওরা আর টাকা দেবে না আমাদেরকে। দলিলপত্র জমা রাখতে হয়েছে ওদের কাছে, টাকা শোধ করতে না-পারলে...' কথা শেষ না-করে থেমে গেল মেয়েটা।

দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী সরু একটা পথে এসে হাজির হয়েছে ওরা। এক লাইনে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে। পথটা ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে। জায়গাটা চিনতে পারল বয়েড। স্যান সিদ্রোর অনুর্বর একটা মালভূমি—ওদের স্প্রেড "টাম্বলিং আর"-এর সূচনা। মালভূমি ছাড়িয়ে পর্বতের অসমতল পাদদেশ, তারপর যতদূর চোখ যায় সারি সারি পর্বত।

আট বছর, ভাবছে বয়েড, আটটা বছর! কতগুলো দিন! কিন্তু স্মৃতি এখনও প্রাঞ্জল। এই যে মালভূমি, এর প্রতিটি ল্যাণ্ডমার্ক চেনা আছে হাতের তালুর মতো। কত ঘটনা এখানে, কোনোটা মধুর, কোনোটা তিক্ত। একবার এখান দিয়ে বাকবোর্ড নিয়ে যাচ্ছিল সে, চাকা ভেঙে গেল তখন, তারপর মালসামান নিয়ে কত

কষ্ট করে স্প্রেডে ফিরতে হলো! আরেকবার হিংস্র দুই শকুনের কবল থেকে পাঁচটা কয়োটছানা উদ্ধার করল সে, নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে পালতে লাগল, কিন্তু কেন যেন পোষ মানল না জন্তুগুলো, একটু বড় হয়েই হিংস্র হয়ে গেল। গুলি করে মারতে হলো ওগুলোকে...

'জেসি,' নরম কণ্ঠে ডাকল সে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। ভেঙে পড়িস না তুই। আমি এসে গেছি...'

গুড়ুম!

আকাশে মেঘ নেই, সুতরাং এই আওয়াজ বজ্রপাতের হতে পারে না। দূরে, অনুচ্চ এক টিলার উপরে ব্যাঙের ছাতার মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। চলতে চলতে লাগামের টানে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল বয়েডের ঘোড়া, যেন আচমকা শাসনের প্রতিবাদ জানাল তীব্র হ্রেষায়। একটা মুহূর্ত, মাত্র একটা মুহূর্ত পিছনের দিকে হেলে থাকল বয়েডের শরীরটা, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল স্যাডল থেকে। রেকাবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল একটা পা, ঘোড়াটা আবার চলতে শুরু করায় মাটির সঙ্গে ঘষা খেতে খেতে এগিয়ে গেল সে কিছুদূর, তারপর পিঠে আরোহী নেই বুঝে থেমে গেল জন্তুটা।

পরমুহূর্তে একইসঙ্গে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা। কী হয়েছে বুঝতে পেরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল জেসি, ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। একথাবায় স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা রাইফেল হাতে নিয়ে নিশানা করল স্টিভ, তারপর টেনে দিল ট্রিগার। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছিল যে-টিলার উপর থেকে, সেখান থেকে মরণ-চিৎকার শোনা গেল কারও।

ধরাশায়ী বয়েডের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে জেসি, বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় আঘাত করেছে বুলেট। ঘোড়া থেকে নেমে ওর পাশে এসে বসল স্টিভ। নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা?'

'জানি না,' কাঁদকাঁদ কণ্ঠে জবাব দিল জেসি।

ম্যাচ জ্বালল স্টিভ। উপুড় হয়ে পড়ে আছে বয়েড, ওর কপাল বেয়ে বাঁ কানের দিকে নেমে যাচ্ছে রক্তের ধারা। ওর বুকে হাত রাখল স্টিভ, হৃৎস্পন্দন টের পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুরে বলল, 'বেঁচে আছে! চাঁদি ছুঁয়ে গেছে বুলেট, চামড়ায় একটু আঁচড় দিয়ে গেছে আর কী। তবে ব্যথাটা বেশ জোরেই পেয়েছে, তাই জ্ঞান হারিয়েছে।'

ফোঁপাচ্ছে জেসি। আলতো করে ওর কাঁধে হাত রাখল স্টিভ, অভয় দেয়ার চেষ্টা করল। বলল, 'ওর কিছু হয়নি। ঘোড়াটাও অত জোরে চলছিল না যে, পড়ে যাওয়ার কারণে হাত-পা ভাঙার আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয় একটু ড্রেসিং-ট্রেসিং দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। ...তুমি থাকো এখানে,' গলায় বাঁধা রুমাল খুলে নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'এটা দিয়ে ওর ক্ষতস্থান চেপে ধরে থাকো আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত। টিলার উপরে আছে অ্যামবুশার, যে জোরে চিৎকার দিয়েছে মনে তো হয় বেঁচে নেই। তবুও গিয়ে দেখি কী হলো ব্যাটার।' পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। 'জ্ঞান ফিরলেই উঠতে দিয়ো না বয়েডকে।'

রাইফেলের চেম্বারে একটা বুলেট ঢুকিয়ে হাঁটতে শুরু করল দূরের ওই টিলার দিকে।

এলাকাটা পাথুরে। অন্ধকারে বারবার হোঁচট খেতে হচ্ছে স্টিভকে, কখনও কখনও পিছলে যাচ্ছে পা। যতটুকু ভেবেছিল, তার চেয়ে বেশি সময় লাগল টিলার মাথায় হাজির হতে।

হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় পড়ে আছে লোকটা, নিষ্প্রাণ মুখের নীচে বেকায়দায় চাপা পড়েছে একটা শটগানের বাঁট। রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রেখে লোকটাকে চিত করল স্টিভ, ম্যাচকাঠি জ্বালল। তেল চিটচিটে শার্ট আর জিন্সের ধূলিধূসর প্যান্ট পরনে। মাথার পাশে পড়ে আছে দোমড়ানো-মোচড়ানো হ্যাট। শেভ করেনি বোধহয় দু'সপ্তাহ, গালে বড় বড় দাড়ি। থুতনির নীচে গভীর একটা কাটা দাগ, দাড়ির জঙ্গলও যা ঢাকতে পারেনি। লক্ষ্য ভেদ করবে কল্পনাও করেনি স্টিভ; কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাইফেলের বুলেট এসে ঢুকেছে গলায়, বেরিয়ে গেছে ঘাড়ের হাড় ভেঙে। ক্ষত দিয়ে মোটা ধারায় বের হয়ে ইতোমধ্যেই শুকাতে শুরু করেছে রক্ত, কুটিল চেহারায় মৃত্যুযন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ, কেন যেন মায়া হলো অচেনা মৃত লোকটার জন্য।

জ্বলে জ্বলে একসময় নিভে গেল আগুন, হাত থেকে ম্যাচকাঠিটা ফেলে দিল স্টিভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চোখে সইয়ে নিল অন্ধকার। কান পেতে আছে সে, পরিচিত কোনো শব্দ শোনার আশায়। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। অস্থির হয়ে মাটিতে পা ঠুকছে ঘোড়াটা, নাক ঝাড়ল কয়েকবার। নিজের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে মালিককে। যে-প্রান্ত বেয়ে উঠে এসেছিল স্টিভ, তার উল্টোদিকের প্রান্ত ধরে ধীরেসুস্থে নামতে শুরু করল। খুব বেশি দূরে নেই জন্তুটা, কালো অবয়বটা অন্ধকারে অস্পষ্ট যদিও।

কাছে গিয়ে নিচু কণ্ঠে ঘোড়াটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল স্টিভ, তারপর আগাছার সঙ্গে বেঁধে রাখা লাগাম খুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে চড়তে শুরু করল আবার। লাশটা স্যাডলে তুলে দিল, নিশ্চিত হলো ঝাঁকিতে পড়ে যাবে না, তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে হাজির হলো জেসির কাছে।

ওর উপস্থিতি টের পেয়ে কান্না চেপে রেখে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলল মেয়েটা, 'এখনও তো জ্ঞান ফিরল না?'

'ফিরবে,' আশ্বস্ত করল স্টিভ। 'চিন্তার কিছু নেই। ...চলো, আর দেরি করবো না এখানে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের স্প্রেডে ফিরতে চাই। ড্রেসিং-সেলাই যা যা দরকার বয়েডের সেখানেই করা যাবে।'

এ-ব্যাপারে আর কিছু বলল না জেসি, লাশটার দিকে একবারমাত্র তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'চিনি না,' জবাব দিল স্টিভ। জেসি আবার দেখতে চাইতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি বলল, 'তুমিও চিনবে না। চলো স্প্রেডে যাই, বয়েড চিনতে পারে হয়তো।'

নিঃশব্দে চোখ মুছল জেসি, নিচু কণ্ঠে বলল, 'আমি দেখবো।'

কথা না-বাড়িয়ে ম্যাচকাঠি জ্বালল স্টিভ। লাশটা দেখল জেসি, কিন্তু কিছু বলল না। চিনতে পেরেছে এমন কোনো লক্ষণও দেখা গেল না ওর চেহারায়।

'দখলদারদের কেউ?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

'না। একে আগে কখনও দেখিনি।'

ভ্রূ কুঁচকাল স্টিভ। 'ওদের সবাইকে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ। এই লোকটা ওদের কেউ না।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টিভ। 'তুমি কি এর ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকতে পারবে? বয়েডকে আমার সামনে বসিয়ে ঘোড়া চালাবো আমি, আরেকহাতে ধরে রাখবো ওর ঘোড়ার লাগাম।'

'পারবো।'

'এখান থেকে তোমাদের স্প্রেড কত দূরে?'

'তিন মাইল।'

এরপর আর কথা হলো না। দু'জনে ধরাধরি করে অচেতন বয়েডকে তুলে দিল স্টিভের ঘোড়ার স্যাডলে। একহাতে ওকে ধরে রেখে স্যাডলে উঠে বসল স্টিভ, আরেকহাতে একইসঙ্গে ধরল নিজের আর বয়েডের ঘোড়ার লাগাম। অ্যামবুশারের ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে নিজের ঘোড়ায় গিয়ে উঠল জেসি, চলতে শুরু করল। ওর পিছু পিছু আসতে লাগল স্টিভ।

দূর থেকে রানশহাউসটা দেখতে পেয়ে স্বস্তি অনুভব করল সে। বাড়িটার চারদিকে টিলার মতো উঁচু-নিচু ঘেসো জমি, চড়াই বেয়ে উঠতে-নামতে গিয়ে কখনও লম্বা আবার কখনও বেঁটে হচ্ছে বাড়িটা চোখের দেখায়। ঢালের এখানে-সেখানে জন্মে থাকা উঁচু উঁচু চিনার গাছগুলো, ব্যাঙের ছাতার মতো দেখাচ্ছে অন্ধকারে। বড় বড় দুটো আলোকিত জানালা ছাড়া বাড়ির আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না আপাতত। আরও কিছু দূর এগোনোর পর একটা পাহাড়ি ঢালের পটভূমিতে দেখা গেল বার্ন, আউটবিল্ডিং আর ছোট্ট একটা খাঁড়ি।

চারদিক সুনসান। ঘোড়া থেকে নামার সময় এত নৈঃশব্দ্য অস্থিরতা বাড়িয়ে দিল স্টিভের, ওর মনের স্বস্তিটুকু বিদায় নিল। বয়েডকে কোলে নিয়ে জেসির পিছু পিছু বাড়ির ভিতরে ঢুকল সে।

রুমটা বড়সড়, কিন্তু ছাদ নিচু। এককোনায় ফায়ারপ্লেস, তাতে নিভু নিভু আগুন। মেঝেতে সস্তা কার্পেট, বহুল ব্যবহারে জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। ছাদের কাঠে নিভন্ত আগুনের অপসৃয়মান প্রতিফলন। একদিকের দেয়ালের সঙ্গে সাঁটানো একটা ড্যাভ্‌নপোর্টে বয়েডকে সাবধানে শুইয়ে দিল স্টিভ, ফায়ারপ্লেসের দিকে মুখ দিয়ে কাঠের বিশাল একটা চেয়ারে বসে থাকা লোকটাকে দেখতে পেল না তাই।

ভরাট একটা পুরুষকণ্ঠ শুনে চমকে উঠতে হলো ওকে, 'কী ব্যাপার, জেসি?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল স্টিভ। সামনে দাঁড়ানো লোকটার বয়স বেশি হলে ত্রিশ হবে। রোদেপোড়া বাদামি চামড়া, হাসিখুশি মুখ। পরনের শার্ট, প্যান্ট আর বুট সবই চকচক করছে। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল আর সুন্দর করে ছাঁটা

কালো গোঁফ দেখে বোঝা যায় সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করে লোকটা। চেহারায় একইসঙ্গে উদাসীনতা আর কৌতূহল, হাতে চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা বই।

'ড্যান!' শুনে মনে হলো আবার ভেঙে পড়বে জেসি, 'বয়েডকে গুলি করেছে কেউ।'

'কী!' দেখে মনে হলো আকাশ থেকে পড়েছে ড্যান।

আরও কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল জেসি, কিন্তু স্টিভের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় থেমে গেল। বলল, 'মিস্টার স্টিভ, ও ড্যান, আমার স্বামী।'

মনে হলো কথাটা শুনে কিছুটা হলেও থমকে গেল স্টিভ। তারপর সহজ গলায় 'হ্যালো, ড্যান,' বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল জেসির দিকে।

দৃষ্টিটার মানে ধরতে পারল মেয়েটা। 'আসলে...বয়েডকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম।'

বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্টিভ। 'একটা বোলে করে পানি নিয়ে এসো। বয়েডের ক্ষতের পরিচর্যা করতে হবে।'

রান্নাঘরের দিকে চলে গেল জেসি। কাছে এসে স্টিভের পাশে দাঁড়াল ড্যান। নিচু কণ্ঠে বলল, 'কী হয়েছে খুলে বলবে আমাকে?'

সংক্ষেপে জানাল স্টিভ।

ওর কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করল ড্যান, 'কে লোকটা?'

'চিনি না। চেনার কথাও না। আমি এই এলাকায় নতুন,' বলে ড্যানের চেহারার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্টিভ। 'লাশটা বাইরেই আছে, স্যাডলে।'

'লাশ? তার মানে তুমি মেরে ফেলেছ ওকে?'

ড্যানের প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হলো স্টিভ। 'বাঁচিয়ে রাখলে আমাদের তিনজনের কাউকেই হয়তো আর জীবিত দেখতে পেতে না।'

কিছু ওষুধ আর একটা বোলে করে গরম পানি নিয়ে হাজির হলো জেসি। বয়েডের পাশে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, তারপর শুশ্রূষা করতে লাগল। নিচু গলায় বলল, 'ড্যান, আমরা আসছিলাম...'

'শুনেছি স্টিভের কাছ থেকে। কিন্তু কাজটা কে করল, কেন করল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে বয়েডের। কয়েকবার গোঙাল সে, উহ্-আহ্ করল ব্যথায়, তারপর চোখ খুলে তাকাল। জেসির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর চিনতে পেরে একটুখানি হাসল। দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' নিজেই জবাব দিল, 'কেউ গুলি করেছিল আমাকে।'

কেউ কিছু বলল না।

ড্যানের দিকে তাকাল বয়েড। 'তুমি ডাক্তার?'

'না,' জবাব দিল জেসি। 'ও ড্যান, আমার স্বামী।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল বয়েডের। ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে

হেসে আবার বলল জেসি, 'তোমাকে আসলে চমকে দিতে চেয়েছিলাম। তাই বলিনি প্রথমে।'

বোনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল বয়েড। তারপর ড্যানের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিল ডান হাত। হাতটা দু'হাতে ধরে একটুখানি চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল ড্যান।

'পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মেয়েটাকেই স্ত্রী হিসেবে পেয়েছ, ড্যান,' বলে বোনের দিকে তাকাল বয়েড। 'নাহ্, ভেবেছিলাম আগের মতো দুষ্টু নেই তুই, এখন দেখছি ভুল ভেবেছিলাম।'

'কেমন লাগছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল জেসি।

'ভালো। মাথাটা ব্যথা করছে, টানা ঘুম দিতে পারলে ঠিক হয়ে যাবে। ...কে গুলি করেছিল জানা গেছে?'

'না, যায়নি,' বলল ড্যান। 'তবে লাশটা বাইরেই আছে, বোধহয় স্টাফ বানাবে বলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্টিভ,' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল দাঁত বের করে।

'দেখেছ ওকে? চেনো?' জানতে চাইল বয়েড।

'দেখিনি। যাই, দেখে আসি। ঘোড়াগুলোকেও আস্তাবলে ঢুকাতে হবে।'

'আমি আসবো?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

'না, না, লাগবে না। এখানেই থাকো, দরকার হলে সাহায্য করতে পারবে জেসিকে। ...লাশটা টুল শেডে রাখবো আপাতত, পরে দেখা যাবে কী করা যায়।'

ড্যান বেরিয়ে যাওয়ার পর বয়েডকে বলল জেসি, 'উঠতে পারবে তুমি? হাঁটতে পারবে? তা হলে এখানে আর শুইয়ে না-রেখে তোমার ঘরে নিয়ে যেতাম তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল বয়েড। সাহায্য করার ইঙ্গিত করল স্টিভকে। শক্ত করে বন্ধুকে আঁকড়ে ধরল স্টিভ। ওর কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বয়েড। টলমল পায়ে এগোতে লাগল জেসির পিছু পিছু। একটা বেডরুমের সামনে এসে থামল মেয়েটা, দরজা খুলে ধরল। সাদা চাদর বিছানো বড় একটা খাট একপ্রান্তে, আরেক প্রান্তে একটা চৌকি। মাঝখানে অতি সাধারণ একটা চেস্ট-অভ-ড্রয়ার্স।

'কিছুই পাল্টাইনি,' বলল জেসি। 'তুমি যাবার সময় যেটা যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে।'

ক্লান্ত চোখে পুরো ঘরটা দেখল বয়েড। হাজারটা স্মৃতি জেগে উঠতে চাইছে মনে, আহত শরীরের কারণে পারছে না।

'মিস্টার স্টিভ,' আবার বলল জেসি, 'পাশের ঘরটা ব্যবহার করতে পারো তুমি। অথবা ওই চৌকিতে ঘুমাতে যদি কোনো কষ্ট না-হয় তা হলে...'

'কষ্ট?' ঠাট্টা করলেও স্টিভের কণ্ঠের তিক্ততাটুকু টের পাওয়া গেল। 'দশ ফুট বাই ছ'ফুটের একটা সেলে এতগুলো বছর কাটাতে হয়েছে, ওই চৌকি তো এখন

আমার জন্য স্বর্গ!'

আর কিছু বলল না জেসি, ভাই-এর কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে গুডনাইট জানিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ধপাস করে চৌকিতে বসে পড়ল স্টিভ, পকেট থেকে তামাকের থলে আর কাগজ বের করে অভ্যস্ত হাতে দ্রুত বানিয়ে ফেলল একটা সিগারেট। সেটা ধরিয়ে টানতে লাগল চিন্তিত ভঙ্গিতে। বয়েডের দিকে তাকাচ্ছে না, চাইছে ঘুমিয়ে পড়ুক সে।

কিন্তু ঘুম আসছে না বয়েডের। কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করল সে, উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর উঠে বসল বিছানায়। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকাল ধূমপানরত স্টিভের দিকে, ভাবল কী যেন, তারপর বলল, 'দশ ফুট বাই ছ'ফুট, তা-ই না? এজন্যই বোধহয় ঘুম আসছে না। আরামটা অনেক বেশি হয়ে গেছে।'

ধোঁয়ার আড়ালে বলতে গেলে ঢাকা পড়ে গেছে স্টিভের মুখ। জেলখানার জীবনের ব্যাপারে কিছু বলল না সে, ওই অধ্যায়টা মনে করতে চায় না আর।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল বয়েড।

'কাল চলে যাবো।'

'চলে যাবে!'

'আসলে...তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো কি না জানি না। একই সেলে একসঙ্গে আটটা বছর কাটালাম আমরা। দু'জন দু'জনকে এত ঘনিষ্ঠভাবে চিনি, তারপরও জানি না কেন যেন মাঝেমধ্যে মনে হয় ঠিকভাবে মিশতে পারিনি তোমার সঙ্গে। আমি...আসলে সংসারী মানুষ না। সংসার সেভাবে টানে না আমাকে। আজ এখানে তো কাল ওখানে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। আমার কী ইচ্ছা জানো? ব্যবহার করতে করতে আরও দুটো স্যাডল পুরনো করবো আগে, তারপর নির্দিষ্ট কোনো একটা আস্তাবল হবে আমার ঘোড়ার ঠিকানা,' হাসল স্টিভ।

'আর আমার কী হবে?' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল বয়েড।

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কেউ একজন মেরে ফেলতে চেয়েছিল তোমাকে, ব্যাটা নিজেই এখন পরপারে। স্প্রেড আছে, বোন আছে, বোন-জামাই আছে; গরু কিনে নিয়ে লালন-পালন শুরু করে দাও এবার, ঠিকমতো খাটতে পারলে ব্যবসা জমাতে সময় লাগবে না।'

'আর হাজারটা সমস্যাও যে আছে সে-কথা ভুলে গেছ? তোমার কি মনে হয় যে গুলি করেছে সে-ই আসলে মারতে চেয়েছিল আমাকে? ওকে যে কেউ পাঠায়নি নিশ্চিত হচ্ছ কী করে? দখলদাররা আছে, পানিচোর কেলভিন আছে, একগুঁয়ে এক শেরিফ আছে যে নাকি আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। সব আমি একা সামলাবো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ। 'তোমাকে চিনি আমি। একাই সামলাতে পারবে। আমাকে দরকার হবে না।'

'ঠিক আছে, তা হলে কাল তোমার সঙ্গে আমিও যাবো। সংসারের প্রতি তোমার যদি কোনো টান না-থাকে তা হলে আমারও নেই। সংসারী হওয়ার জন্য স্প্রেডে ফিরিনি আমি, ফেরার অন্য কোনো জায়গা ছিল না বলে এসেছি এখানে। ...যেমন চলছিল তেমন চলতে থাকবে আমাদের স্প্রেড, জেসি চালাতে না-পারলে ব্যাংক নিয়ে নেবে সব। আমার কী?'

'তোমার কী মানে? তোমার বাপের সম্পত্তি আর তুমি বলছ তোমার কী? ...তা ছাড়া জেসির মতো অসহায় একটা মেয়ের হাতে সব এভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়াটা কাপুরুষের কাজ হবে। ...কিছু মনে কোরো না, একটা কথা বলি। তোমার বোন-জামাই ড্যানকে কিন্তু...তেমন কাজের বলে মনে হয়নি আমার। ফুলবাবু ফুলবাবু ভাব। সব একা সামলাতে পারবে না তোমার বোন।'

'কিন্তু তুমি যদি এখানে না-থাকো, আমিও থাকবো না।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল স্টিভ, ভাবছে। ধীরেসুস্থে টেনে শেষ করল সিগারেট, তারপর মেঝেতে ফেলে পিষে মারল বুটের নীচে। বলল, 'ঠিক আছে, ঘুমাও এখন। কাল সকাল থেকেই হয়তো কাজ শুরু করতে হবে আমাদের ...তোমার মাথায় কি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে, নাকি চলবে এমনিতেই?'

'চলবে,' শুয়ে পড়তে পড়তে বলল বয়েড।

এগিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিল স্টিভ, তারপর ফিরে এসে বুট খুলে শুয়ে পড়ল চৌকিতে। 'কী মনে হয় তোমার?' ঘরের একমাত্র জানালাটা খোলা, সেটা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল সে, 'কে বা কারা মারতে চায় তোমাকে? কেন মারতে চায়?'

জবাব নেই।

এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে বয়েড? ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল স্টিভ। নড়ছে না, কিন্তু ভারী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। হয়তো ওই প্রশ্নটা নিয়েই ভাবছে সে, কিন্তু যুতসই কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না, তাই চুপ করে আছে।

মাথা নামাল স্টিভ, আরাম করে রাখল বালিশের উপর। দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করে চোখ বন্ধ করল।

চার

পরদিন ভোরে, সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ আগে বিছানা ছাড়ল বয়েড আর স্টিভ। দেরি না-করে হাতমুখ ধুয়ে নিল দু'জনই। এখনও কিছুটা দুর্বল দেখালেও গতরাতের ধাক্কাটা সামলাতে পেরেছে বয়েড।

বেডরুম থেকে বের হয়ে বড় হলরুমটাতে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। নিভে গেছে ফায়ারপ্লেসের আগুন, কাঠ যোগাড় করে এনে ধরাল স্টিভ। চারদিক ভালো করে দেখে নিল ওরা।

বাড়িটার কাঠামো পাথরের। ছাদ ঢালু, নিচু। ইংরেজি 'আই' অক্ষরের মতো লম্বাটে। বড় একটা লিভিংরুম, তারপর একটা করিডর ঘিরে চারটা বেডরুম। একধারে ডাইনিংরুম আর রান্নাঘর। বাইরে, চারপাশে চিনার আর কটনউডের অবাধ বিস্তার। বাড়ির সামনের দিক থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমি, একশ' গজ মতো এগিয়ে গিয়ে মিশেছে উইলোর ছোট-জঙ্গলে-ছাওয়া একটা খাঁড়ির সঙ্গে।

রানশের ভিতরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে দালানগুলো একনজর দেখেই বলে দেয়া যায় কুকশ্যাকটা খালি পড়ে আছে অনেকদিন থেকে। কয়েকটা জানালার পাল্লা খসে পড়ি পড়ি করছে, কয়েকটা আবার [illegible] মাকড়সার জালে। রোদে-পোড়ানো ইট দিয়ে বানানো দীর্ঘ বাঙ্কহাউসটা [illegible]—কারণ বৃষ্টিতে ধুয়ে উঠে গেছে পলস্তারা; কুকশ্যাক আর কোরালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে স্প্রেডমালিকের দীনতার প্রতীক হয়ে।

বার্নের অবস্থা আরও খারাপ, দেখলে মনে হয় এখনই ভেঙে পড়বে বুঝি দরজার পাল্লা আছে কিন্তু দরজা উধাও, ফাটল-ধরা দেয়ালের ভিতর থেকে জায়গায় জায়গায় বেরিয়ে আছে খড়। কোরালের অবস্থাও ভালো না—ছাদের বরগা খসে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

'দেখে মনে হয় যুদ্ধ লেগেছিল, আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে দিয়ে প্রতিপক্ষ,' শুনে মনে হলো ব্যাঙ ঢুকেছে বয়েডের গলায়।

'অনেক, অনেক কাজ করতে হবে,' বয়েডকে নয়, যেন নিজে স্টিভ। 'তোমাদের এই রানশ মেরামত করতেই কয়েক মাস লেগে যাবে'

'হুঁ।'

বাড়ি থেকে বের হলো দু'বন্ধু গিয়ে হাজির হলো কোরালে [illegible] নিয়ে ডজনখানেক ঘোড়া হবে; আপাতদৃষ্টিতে হৃষ্টপুষ্টই মনে হচ্ছে, [illegible] সাফসুতরো করানো হয় না বলে গায়ে বাজে গন্ধ সবগুলোর।

'গতরাতের অ্যামবুশারের ঘোড়া কোন্‌টা?' জিজ্ঞেস করল বয়েড

'ওই যে কালোটা, পায়ে সাদা সাদা ছোপ,' তর্জনীর ইশারায় একটা ঘোড়া দেখাল স্টিভ।

দড়ি খুলে ঘোড়াটাকে বাইরে, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে দেখতে লাগল ভালোমতো। কিন্তু কোনো ব্র্যাণ্ড চোখে পড়ল না।

'উঁহুঁ,' ঠোঁট উল্টাল বয়েড, 'একেবারে পরিষ্কার।'

'কিন্তু...ব্যাটা এই ঘোড়াটা যোগাড় করল কোত্থেকে?' ভ্রূ কুঁচকাল স্টিভ 'ঘোড়াটা যে ওর না বোঝাই যাচ্ছে। মার্কা ছাড়া ঘোড়া—মানে, হয় চুরি করেছিল না-হয় কেউ দিয়েছিল ওকে। কেউ যদি দিয়ে থাকে তা হলে বুঝে নিতে হবে টাকাপয়সা ভালোই আছে লোকটার। একটা-দুটো ঘোড়া হারালেও কিছু যায়

আসে না। ...অ্যামবুশারের লাশটা দেখবে নাকি একবার?'

'এখন না। খিদে লেগেছে খুব, আগে খেয়ে নিই। তা ছাড়া জেসি ওই ব্যাটাকে দেখেছে কিন্তু চেনেনি, তার মানে আমিও চিনবো না।'

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে চিৎকার শোনা গেল—ওদেরকে ডাকছে জেসি। ভিতরে গিয়ে দেখল ওরা, নাস্তা তৈরি হতে দেরি আছে এখনও।

'তোমার অবস্থা কী?' বয়েডকে জিজ্ঞেস করল জেসি।

জবাবে শুধু মাথা ঝাঁকাল বয়েড। একধারে গোল একটা টেবিল, তার উপর পাঁচটা প্লেট দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আরও কেউ নাস্তা করবে নাকি আমাদের সঙ্গে?'

'করবে,' ব্লাউজের হাতায় কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল জেসি। 'আমাদের দুই কাউহ্যাণ্ড।'

উত্তরটা শুনে থমকে গেল বয়েড। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই রান্না করিস ওদের জন্য?'

'করি,' কোনোরকম জড়তা ছাড়াই জবাব দিল জেসি। 'করতে হয়। তিন বছর হতে চলল বাবুর্চি নেই আমাদের, কাউকে না কাউকে তো...'

কিছু বলল না বয়েড। অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙার জন্য স্টিভ বলল, 'আমি কি কিছু করতে পারি?'

মিষ্টি করে হাসল জেসি। 'পারো। ফায়ারপ্লেসের জন্য কাঠ লাগবে, কিন্তু কাটতে হবে। মিস্টার স্টিভ...'

'মিস্টারটা বাদ দিয়ে ডাকলে খুশি হবো। সারাজীবন সবাই আমাকে স্টিভ ডেকেছে, কারও মুখ থেকে মিস্টার শুনলে অস্বস্তি হয়।'

'ঠিক আছে,' জেসির মুখ থেকে হাসিটা বিদায় নেয়নি এখনও। 'তা হলে আমাকেও নাম ধরে ডাকতে হবে। মিসেস ড্যান, মিসেস ড্যান শুনলে মনে হয় আমার বয়স বুঝি চল্লিশ হয়ে গেছে ...বুকশ্যাকের দেয়ালে কিছু কাঠ ঠেস দিয়ে রাখা আছে। একটা কুড়ালও আছে ওখানে।'

বেরিয়ে গেল স্টিভ। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল বয়েড। মুখ কালো হয়ে আছে ওর। ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছে সে।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল জেসি।

'র‍্যাঞ্চের অবস্থা যে এতটা খারাপ বুঝতে পারিনি। আমাদের কাউহ্যাণ্ডরা কী করে? আমার তো মনে হচ্ছে একটাও কোনো কাজের না।'

'আছেই মাত্র দু'জন...' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেসি। 'আসলে কাজ তেমন একটা নেইও আমাদের র‍্যাঞ্চে। যতটুকু কাজ করতে বলা হয় ওদেরকে, করে ওরা। র‍্যাঞ্চের খারাপ অবস্থার জন্য ওরা কিন্তু দোষী না আসলে।'

'তা হলে দোষ কার? বাড়িঘরের এই যে অবস্থা, এর জন্য কে দায়ী?'

জবাব না-দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল জেসি, স্টোভের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা করতে লাগল। একটু পর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আসলে...ড্যানই চালাচ্ছে সব। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে, দু'বছর হতে চলল, ও যা ভালো বোঝে করে।

কিন্তু ওকেও পুরোপুরি দোষ দেয়া যায় না। গরুব্যবসায়ী বা রানশার বলতে যা বোঝায়, কোনোকালেই সেটা ছিল না ও।'

'কী ছিল তা হলে?'

'প্রস্পেক্টর।'

নীরবে কাটল কিছুক্ষণ। তারপর আবার মুখ খুলল বয়েড, 'ড্যান কোথায়? নাস্তা খাবে না?'

'খাবে,' কাজ করতে করতেই জবাব দিচ্ছে জেসি, বয়েডের দিকে এখনও পিছন ফিরে আছে সে। 'দেরি করে খায় ও। ঘুম থেকে ওঠে দেরি করে। পুবের লোক তো, মনে করে আমরা গেঁয়ো, তাই সকাল হতে-না-হতেই পেটপূজা শুরু করে দিই।'

'হয়তো,' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল বয়েড, ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ দেখল বোনের কাজ। 'ওর সঙ্গে তোর পরিচয় হলো কোথায়? কবে বিয়ে করলি তোরা?'

'আসলে আমার সঙ্গে না, বাবার সঙ্গেই আগে পরিচয় হয়েছিল ওর। একটা খনির এজেন্ট হিসেবে কাজ করত ড্যান। কোম্পানির হয়ে আমাদের এখানে এসেছিল জরিপের কাজে। কিন্তু আর দশজন এজেন্টের মতো না ও, পোশাক-কথাবার্তা-ব্যবহার সবদিক দিয়েই অন্যরকম। হর্সহেডে একদিন দেখা হলো বাবার সঙ্গে। বাবা পছন্দ করে ফেলল ওকে। দুটো ঘোড়া নিয়ে কাজ করতে হতো ওকে, কিন্তু দুটোই ছিল মড়া কিসিমের। মায়া হলো বাবার, তাগড়া দেখে দুটো ঘোড়া দিয়ে দিল ওকে। তারপর থেকে আমাদের রানশে নিয়মিত আসতে লাগল ড্যান। আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও বাড়তে লাগল। তারপর...একদিন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।'

'কবে? বাবা মারা যাওয়ার পর?'

'হুঁ। দু'মাস পর।' ঘুরে বয়েডের দিকে তাকাল জেসি। 'স্বার্থপর মনে করছ আমাকে? আমার কোনো উপায় ছিল না তখন। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখো একবার। ছোট থাকতেই মাকে হারিয়েছি, বাবাও মারা গেল, আর তুমি তখন জেলখানায়। একা একটা মেয়ে, রানশের সব কাজ সামলাতে পারি না, সাহায্য করার মতো সে-রকম কেউ নেইও। আমার কাছে তখন ড্যানকেই একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হয়েছিল। হয়তো...হয়তো পুবের লোক বলে এখানকার দশজনের মতো রানশিং ভালো বোঝে না, কিন্তু চেষ্টায় ত্রুটি করেনি কখনও। ওর মধ্যে আন্তরিকতা আছে, দয়া আছে, যতটুকু পেরেছে আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে সবসময়।'

পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল বয়েড। 'আমাকে আজ হর্সহেডে যেতে হবে।'

কথাটা বুঝতে না-পেরে ভাই-এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেসি।

'ব্যাংকের লোকদের সঙ্গে কথা বলা দরকার,' বুঝিয়ে বলল বয়েড।

'উচিত হবে কাজটা? গতরাতের কথা ভুলে গেছ?'

হাসল বয়েড। 'জীবন-মরণ সমস্যার সময় উচিত-অনুচিত নিয়ে এত বেশি ভাবতে হয় না। ভাবলে ঠকতে হয়। বাদ দে ওসব। আমাদের স্প্রেডের কী অবস্থা বল্।'

'গরু কতগুলো আছে বলতে পারবো না। ড্যান যতবার গুনতে গিয়েছে, ভুল করেছে। যে দু'জন আছে ওদেরকেও একই কাজ করতে বলেছিলাম কয়েকবার, একেকবার একেকরকম কথা বলেছে ওরা। কিন্তু একটা কথা ঠিক—আমাদের স্প্রেড যত বড়, সে-অনুযায়ী গরুর সংখ্যা খুব কম।'

কিছু বলল না বয়েড, কী যেন ভাবতে লাগল।

'শেভলিনের কথা মনে আছে তোমার? হর্সহেডের ব্যাংকার?' জিজ্ঞেস করল জেসি

'আছে। কেন?'

'ওর সাহায্য না-পেলে এই ক'টা বছর স্প্রেড টিকিয়ে রাখাটাই কষ্টকর হয়ে যেত আমার জন্য। যদি যাও শহরে, বলে-কয়ে দেখো আরও দু'তিনটা মাস সময় দিতে পারবে কি না সে আমাদেরকে।'

'বলবো।'

'কিন্তু যদি রাজি না-হয় সে?' মেয়েলি আশঙ্কা প্রকাশ না-করে পারল না জেসি। 'যদি ব্যাংকের দেনা শোধ করতে না-পারি আমরা? তখন জমি বেচতে হবে আমাদের। ...আর কেলভিন যদি আমাদের বিরুদ্ধে সত্যিই মামলা ঠুকে দেয় আদালতে?'

'কিছুই করতে পারবে না সে। দলিলপত্র আছে আমাদের কাছে, সব আসল। আদালতে গেলে আমরাই জিতবো।'

'কিন্তু কেলভিন পয়সাওয়ালা লোক। আর আমাদের কাছে বলতে গেলে কিছুই নেই।'

'তোকে একা পেয়ে, দুর্বল পেয়ে আদালতের ভয় দেখিয়ে গেছে সে। এখন আমি আছি, স্টিভ আছে, এবার দেখা যাবে কত মুরোদ ওর।'

'আচ্ছা, ওর সঙ্গে আলোচনায় বসে যদি ফয়সালা করে নিই আমরা সমস্যাটার তা হলে কেমন হয়? ধরো ওকে বোঝালাম আদালতে গিয়ে কোনো লাভ হবে না, বরং উল্টো ফাঁস হয়ে যাবে দু'নম্বরী দলিল দিয়ে জমি কিনেছে সে। তারপর ওর কাছে কিছু জমি বেচে দিলাম। তা হলে দু'দিকই কি সামলানো যাবে না? ...আমার মনে আছে, কেলভিন যে-দিন আদালতের কথা বলল, তার কয়েকদিন পর ডুভাল নামের এক লোক একটা চিঠি পাঠিয়েছিল আমার কাছে। লিখেছিল আমাদের পুরো স্প্রেডের একটা দাম ধরে ওকে জানাতে, সে নাকি ন্যায্য দামে কিনে নেবে সব। দু'য়ে দু'য়ে যোগ করে চার বানালাম তখন, বুঝলাম এই ডুভালই আসলে কেলভিন; যতই আদালতের ভয় দেখাক, ওখানে যে আসলে টিকবে না ওর মামলা সেটা সে নিজেও ভালোমতো জানে। তাই ছদ্মনামে...'

'ডুভাল নামের কাউকে চিনতি তুই আগে কখনও?'

মাথা নাড়ল জেসি। 'কখনও না।'

'চিঠি পাওয়ার পর কী করলি?'

'কিচ্ছু না। কোনো জবাব দিইনি। তারপর আরও কয়েকবার চিঠি পাঠিয়েছে ওই ডুভাল, প্রতিবার একই কথা—ন্যায্য দামে আমাদের পুরো স্প্রেড কিনে নিতে চায়। কিন্তু বেচতে রাজি নই আমি, তাই বরাবরের মতো চুপ করে থেকেছি।'

'ভালো করেছিস।'

'কিন্তু ওরা যদি এ-রকম করতে থাকে, মানে গতরাতের মতো, তা হলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে...'

'বাধ্য হয়ে আমাদেরকে কিছুই করতে হবে না। তুই এত চিন্তা করিস না।'

একগাদা লাকড়ি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল স্টিভ এমন সময়। ওর পিছন পিছন ঢুকল আরও দু'জন লোক। ওদের সঙ্গে বয়েডের পরিচয় করিয়ে দিল জেসি: স্প্রেডের দুই কাউহ্যাণ্ড ক্লিফ আর টেরি।

ক্লিফ লম্বা, পাতলা, মধ্যবয়স্ক। চুল যেমন সাদা, চামড়াও তেমন মলিন। প্রথম দেখায় মনে হয় পাণ্ডুর রোগী। টেরি অপেক্ষাকৃত বেঁটে, চঞ্চল এক জোড়া কালো চোখের অধিকারী, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মেদ-মাংস শরীরে, কমপক্ষে দু'সপ্তাহ শেভ না-করায় বড় বড় দাড়ি গালে। দু'জনের একজনকেও ভালো লাগল না বয়েডের।

কথা না-বাড়িয়ে টেবিলে বসে গেল ক্লিফ আর টেরি। ওভেন থেকে কেক নামিয়ে টেবিলের উপর রাখল জেসি।

'আজ কী করছ তোমরা?' ক্লিফকে জিজ্ঞেস করল বয়েড।

জেসির দিকে একবার তাকিয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিল ক্লিফ। বয়েডের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'এই মরা রানশে আবার কোনো কাজ আছে নাকি? কাজও নেই, বেতনও নেই। ...ভাবছি মাছ ধরতে যাবো নদীতে। টেরি কী করবে জানি না।'

'আজ থেকে কাজ আছে এই রানশে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বয়েড। 'আমি কে তা তো জেনে গেছ ইতোমধ্যেই, সুতরাং আমার কথামতো কাজ করতে হবে। মাছ ধরার ইচ্ছা বাদ দাও, নাস্তা সেরে দু'জনে সোজা গিয়ে ঢুকবে কোরালে। সাফসুতরো করবে, ছাদের বরগা খসে পড়ে আছে, মেরামত করে লাগিয়ে দেবে জায়গামতো। তারপর ঠিক করবে বার্নের দরজাটা। কাজ শেষ হলে দেখা করবে আমার সঙ্গে, কেমন কাজ করলে দেখার পর নতুন কাজ দেবো তোমাদেরকে।'

'সব করবো,' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল একটা কাজও করার ইচ্ছে নেই ক্লিফের। 'কিন্তু যে ক'মাসের বেতন বাকি আছে তা পাওয়ার পর।' জেসির দিকে তাকাল সে। 'আরেকটু কেক দাও তো।'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল বয়েডের, অতি কষ্টে সামলাল নিজেকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এরপর থেকে আমার বোনের কাছে যখন কিছু চাইবে, আগে প্লিজ

বলবে।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ক্লিফ, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে বয়েডকে একবার দেখে আবার তাকাল জেসির দিকে। 'কই, আরেকটু কেক দিলে না?'

চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বয়েড। বাঁ হাতে চেপে ধরল ক্লিফের শার্টের কলার। হ্যাঁচকা টানে ওকে নিয়ে এল নিজের কাছে। তারপর দুম্ করে একটা ঘুষি মারল ওর মুখে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে মেরেছে, তাই সামলাতে পারল না ক্লিফ, কয়েক কদম পিছিয়ে গেল সে, পায়ে পা আটকে গিয়ে হোঁচট খেল, তারপর দড়াম করে উল্টে পড়ল মেঝেতে।

এবার দাঁড়িয়ে গেল টেরি। 'কী ব্যাপার? কী করছ?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে বয়েডের কাছে। 'থামো, নইলে...'

নইলে কী করবে বলার সুযোগ পেল না সে, কারণ তার আগেই ওর চোয়ালে মোক্ষম এক ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে স্টিভ। জায়গামতোই লেগেছে আঘাত, দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাচ্ছে টেরি, তারপর উল্টে পড়ল, স্টোভের এককোনায় ঠুকে গেল ওর মাথা।

'ওরা কত পায়, জেসি?' রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে জিজ্ঞেস করল বয়েড।

'ষাট ডলার করে, দু'জনই।'

পকেট থেকে কিছু নোট বের করল বয়েড। কাঁপা কাঁপা আঙুলে গুনে একশ' বিশ ডলার আলাদা করল। কলার ধরে টেনে ওঠাল ক্লিফকে, তারপর ওর শার্টের পকেটে গুঁজে দিল নোটগুলো। বলল, 'দশ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে মালসামান গুছিয়ে নিয়ে টাম্বলিং আর ছেড়ে চলে যাবে। আর যদি কখনও দেখি তোমাদের আমার রানশের আশপাশে, সোজা গুলি করবো।'

টলতে টলতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল ক্লিফ আর টেরি, হাঁটা ধরল বাঙ্কহাউসের দিকে। স্টিভও গেল বাইরে, কাঠের রেলিং-ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগল দুই কাউহ্যাণ্ডকে। মালসামান বলতে তেমন কিছু নেই ওদের, তাই সবকিছু গুছিয়ে নিতে দশ মিনিটও লাগল না। দুটো করে ছোট বস্তা দু'কাঁধে ঝুলিয়ে যার যার ঘোড়ায় গিয়ে চড়ল ওরা, বস্তাগুলো ঝুলিয়ে দিল স্যাডলের দু'পাশ থেকে, একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল স্টিভকে, তারপর সোজা বেরিয়ে গেল রানশ ছেড়ে।

পাঁচ

নাস্তার পর অ্যামবুশারের লাশটা দেখতে গেল বয়েড। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেদের ঘোড়া দুটোকে ভালোমতো দলাই-মলাই করতে লাগল স্টিভ। কাজ

শেষে স্যাডল পরাচ্ছে, এমন সময় ওই কালো ঘোড়ার পিঠে করে লাশটা নিয়ে হাজির হলো বয়েড।

'কী মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

'চিনি না, চেনার কোনো উপায়ও নেই। ঘোড়ার গায়ে কোনো ব্র্যাণ্ড নেই, পকেটে একটুকরো কাগজ নেই, এমনকী কাপড়ে কোনো চিহ্নও নেই। আমার মনে হয় ভবঘুরে, দু'একশ' ডলারের বিনিময়ে রাজি হয়ে গিয়েছিল আমাকে খুন করতে।'

'কিন্তু সেই দু'একশ' ডলার দিল কে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বয়েড। 'হর্সহেড বলো, স্যান সিদ্রো বলো, আর আমাদের এই এলাকার কথাই বলো—আমার ফেরার কথা জানত অনেকেই। কাকে ছেড়ে কাকে দোষ দিই?'

'শেরিফ কলিন্স?'

'বলো কী! ওই ব্যাটা এ-কাজ করতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমাকে হুমকি-ধমকি দেয়া পর্যন্তই, এর বেশি কিছু সে করবে বা করতে পারবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আমি ওর জন্য এমন কোনো হুমকি না যে, নিজের পয়সা খরচ করে অ্যামবুশার দিয়ে আমাকে খুন করাতে যাবে।'

'কিন্তু ওরকম কাজের নজির কি নেই পশ্চিমে? শেরিফরা কি কখনোই আড়ালে থেকে খুন করায়নি কাউকে?'

'করিয়েছে,' ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বলল বয়েড। 'কিন্তু আমাদের এই শেরিফ সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না আমার। অন্তত এত তাড়াতাড়ি না। ...লাশটা নিয়েই শহরে যাবো, কলিন্সকে দেখাবো।'

র‍্যানশের পিছন দিক দিয়ে, ঢাল বেয়ে উত্তর-পুবে রওয়ানা হলো ওরা। পুরনো আর পরিচিত একটা ট্রেইল বেছে নিয়েছে বয়েড, টাম্বলিং আর থেকে হর্সহেডে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথ এটাই। উপত্যকা আর পাহাড়ি ঢালের মধ্য দিয়ে সর্পিলাকারে এগিয়েছে পথটা, গ্রীষ্মে শুকিয়ে যাওয়া নদীটাকে সরিয়ে দিয়েছে একপাশে।

স্টিভের জন্য এলাকাটা নতুন। খেয়াল করল সে, পশ্চিমের আর দশটা কাউন্টির মতো নয় এই এলাকা। দাবদাহে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়নি চারদিক, পাথুরে উপত্যকার কথা বাদ দিলে আশপাশের দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমি এখনও সবুজ। ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠছে ট্রেইলটা, পাইনের সারি পাতলা হয়ে আসছে, বাড়ছে সিডারের সংখ্যা। দূরে, অনেক দূরে একের পর এক মালভূমি আর মেসা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড় আর ছোট ছোট জঙ্গল; নীল আকাশের পটভূমিতে গ্রীষ্মের দাবদাহে সব যেন কাঁপছে—প্রাণ পেয়েছে কোনো জাদুকরের ইশারায়।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সমতলভূমি ছেড়ে পাথুরে উপত্যকায় গিয়ে মিশল ট্রেইলটা। আশপাশে গাছপালা চোখে পড়ে কি পড়ে না, যেন হঠাৎ করেই জায়গা দখল করে নিয়েছে বড় বড় সব পাহাড়।

'ওদিক থেকে,' তর্জনীর ইশারায় একটা পাহাড় দেখাল বয়েড। 'এসেছে আমাদের লেকটা। অনেক উঁচু পর্বতের বরফ-গলা পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ওটা, তাই যত গরমই পড়ুক, সারা বছর পানি পাই আমরা।'

ঘোড়ার গতি কমাল স্টিভ, ঘাড় ঘুরিয়ে ভালো করে আরেকবার দেখে নিল চারদিক। একজন রানশারের জন্য এরকম একটা এলাকা এককথায় বলতে গেলে স্বপ্ন। ঘাসে ছাওয়া সমতলভূমি আছে, পাথুরে মালভূমি আছে, নদী আছে, সারা বছর পানি পাওয়া যায় এরকম লেক আছে।

আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর উপত্যকার শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছাল ওরা। সামনে তীক্ষ্ণ একটা মোড়, তারপর একটা গিরিখাত। খাতটা পার হয়ে ঘোড়া থামিয়ে স্টিভের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল বয়েড। অ্যাম্বুশারের লাশবাহী কালো ঘোড়াটা লিড করে নিয়ে আসছে সে। সামনের দিকে আস্তে আস্তে চওড়া হয়েছে গিরিখাতটা, অনেকটা ফানেলের মুখের মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। এর ভিতরে টিনের চালওয়ালা, রংছাড়া সারি সারি বোর্ডবিল্ডিং।

পাশে এসে ঘোড়া থামাল স্টিভ। গিরিখাতের ভিতরের বাড়িগুলো দেখে শিস বাজাল ছোট করে। বলল, 'এটাই কি কেলভিনের রাজত্ব?'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে গেছে বয়েড। 'এই সেই কেলভিন,' অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে বলল সে, 'যে মনে করে টাম্বলিং আর-এর লেক ওর নিজের।'

বয়েড, বুল'স আই-এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে দেখে তাড়া দিল স্টিভ, 'চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল বয়েড। এঁকেবেঁকে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে ট্রেইলটা, সেটা ধরে এগোতে লাগল ওরাও। ওই মাইনে, গিরিখাতের ওই বাড়িগুলোর চারপাশে মানুষের আনাগোনা; এত দূর থেকে ওদের কোলাহল গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে। সবচেয়ে বড় বাড়িটার একদিকের দেয়ালে অসমান অক্ষরে লেখা আছে 'বুল'স আই'।

ওর-ওয়্যাগনের চাকার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে রাস্তাটা, শুকিয়ে যাওয়া নদীটার তীর ধরে এগিয়েছে। আর তিন মাইল সামনে রেইলরোড। তারপই হর্সহেড।

অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল স্টিভ, বয়েডের প্ল্যানটা কী বুঝতে পারছিল না। আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছিল বয়েডের দিকে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করছিল না। শহরটা চোখে পড়ামাত্র মুখ খুলতে বাধ্য হলো, 'কী করবে বলো তো? তোমাকে দেখামাত্র তো তেড়ে মারতে আসবে শেরিফ, তোমার কথা আদৌ শুনবে বলে মনে হয় না।'

'সোজা গিয়ে হাজির হবো ওর অফিসে। তারপর যা হয় হবে। আমি আইনবিরুদ্ধ কিছু না-করা পর্যন্ত আমাকে শহর থেকে দূরে রাখার কোনো অধিকার নেই ওর।'

আর কিছু বলল না স্টিভ। ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে একসময় হর্সহেডে হাজির হলো ওরা।

শহরের রাস্তায় সকালের ব্যস্ততা। এলোপাতাড়িভাবে কতগুলো বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে যেখানে-সেখানে। সারি সারি ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে হিচর‍্যাকে। কালো একটা ঘোড়ার পিঠে কিছু একটা নিয়ে সাদামাটা দুই ঘোড়সওয়ার ঢুকল শহরে— দৃশ্যটা মোটেও আকর্ষণীয় মনে হলো না শহরবাসীদের কাছে, তাই একবারের বেশি দু'বার তাকালও না কেউ ওদের দিকে।

একধারে একটা সেলুন—'থ্রি স্টার', কাঠের দু'তলা একটা বাড়ি। দু'ভাগে বিভক্ত সেলুনটা। সামনের দিকে বার আর কতগুলো জুয়ার-টেবিল, পিছনে ড্যান্স হল। এই সাতসকালেও গানবাজনা শোনা যাচ্ছে ওখান থেকে।

ব্যাংকটা তেমন বড় নয়, তবে ইট দিয়ে সুন্দর করে বানানো, সেলুনের ঠিক উল্টোদিকে। এক তলা। পাশে, গজ পঞ্চাশেক তফাতে, হার্ডওয়্যার স্টোর কাম পোস্টঅফিস। ওটা ছাড়িয়ে কিছুটা পিছনে আরেকটা সেলুন—'হাই রেঞ্জ'। ব্যাংকের পিছনের গলিতে একাকী একটা অ্যাডোবি বিল্ডিং, শেরিফ কলিন্সের অফিস। এরপর কিছু কাঠের বাড়ি, শেষে কোর্টহাউস।

কলিন্সের অফিসের জানালাটা খোলা। ওরা দু'জন ধীর গতিতে এমনভাবে এগোতে লাগল যেন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই দেখতে পায় শেরিফ। কাছিয়ে আসছে অফিস, কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে বের হচ্ছে না কলিন্স—তার মানে দেখতে পায়নি বয়েডকে।

হিচর‍্যাকের কাছে এসে থামল ওরা, নামল ঘোড়া থেকে। অ্যামবুশারের লাশ ওর ঘোড়ায় রেখে হাঁটা ধরল শেরিফের অফিসের দিকে।

পাল্লা ভেজানো। টোকা দিল বয়েড, কাশল দু'বার।

'ভেতরে এসো,' জড়ানো কণ্ঠে বলল কলিন্স।

ভিতরে ঢুকল ওরা দু'জন।

কিন্তু চোখ তুলে তাকালও না কলিন্স। মোটা একটা বই ডেস্কের উপর রেখে মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল সে, পড়তে পড়তেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তন্দ্রার ঘোরেই কথা বলছে।

এমনকী দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্টিভ যখন গিয়ে দাঁড়াল ওর ডেস্কের সামনে, কয়েকবার চোখ পিট পিট করেও ওকে চিনতে পারল না সে প্রথমে। জড়ানো কণ্ঠে আবার বলল, 'চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ো বোকার মতো দাঁড়িয়ে না-থেকে।'

বসল না স্টিভ, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। বয়েড দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে। নিতান্ত অবহেলায় ডান হাতের বুড়ো আঙুল আটকে রেখেছে সে হোলস্টারের বেল্টে। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল, চোখে কঠিন দৃষ্টি। ঘরের এককোনায় অবহেলায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় উলঙ্গ গানর‍্যাক আর সেটার উপরে দেয়ালে সাঁটানো কয়েকটা ওয়ান্টেড পোস্টারের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আসতে মানা করেছিলে, তারপরও আসতে হলো। খালি হাতে আসিনি, একটা উপহার নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।'

নিমেষে তন্দ্রা উধাও হলো কলিন্সের চোখ থেকে। বয়েডকে চিনতে এক

মুহূর্তও লাগল না ওর। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে ওর দিকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'শুনে ভালো লাগল আমার শহরে খালি হাতে আসার সাহস নেই তোমার, কিছু-না-কিছু নিয়ে এসেছ আমার জন্য ঘুষ হিসেবে। তবে দুঃখের কথা হচ্ছে,' সময় নিয়ে, ধীরেসুস্থে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, গানবেল্টটা ঠিক করল, 'ঘুষ খাই না আমি।'

'আমি ঘুষ দিইও না। তবে যে-জিনিসটা এনেছি, সেটা ঘুষের চেয়ে কম মজার না।'

'তা-ই?' বলতে বলতেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল কলিন্স।

এরকম কিছু ঘটবে আগেই অনুমান করেছিল স্টিভ, কলিন্সকে হাত বাড়াতে দেখে একলাফে ওর কাছে গিয়ে হাজির হলো সে। দু'হাতে সজোরে ধাক্কা দিল শেরিফের বুকে। দেখে মনে হলো ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিছনদিকে দৌড়াতে শুরু করেছে কলিন্স। দেয়ালের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেল সে, হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তলের বাঁট। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভারসাম্য সামলাতে লাগল সে, বিশাল শরীরের ওজন সইতে যেন কষ্ট হচ্ছে দু'পায়ের। এই সুযোগে আবার ওর কাছে গিয়ে হাজির হলো স্টিভ, হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তল। তারপর সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। ততক্ষণে মেঝেতে পড়ে গেছে কলিন্স।

'মাথামোটা শেরিফ,' বয়েডের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ, 'তোমাকে মারতে আসিনি আমরা, তোমার শহরে কোনো গণ্ডগোল করতেও আসিনি। কথা বলতে এসেছি তোমার সঙ্গে।'

মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল শেরিফ, 'কী কথা?'

'একটা লাশ নিয়ে এসেছি আমরা। বাইরে, হিচর্যাকে কালো একটা ঘোড়া বাঁধা আছে, ওটার পিঠেই আছে লাশটা। লোকটা খুন করতে চেয়েছিল আমাকে, অ্যামবুশ করেছিল। আমরা কেউ চিনতে পারছি না ওকে। তুমি একবার দেখবে?'

স্থির দৃষ্টিতে বয়েডকে দেখল শেরিফ, যা শুনেছে বুঝতে পারছে না বোধহয়। কিছুক্ষণ পর মাথা ঝাঁকাল ধীরে ধীরে, হাত বাড়াল স্টিভের দিকে। 'আমার পিস্তলটা দাও। আর উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে না-থেকে টেনে তোলো আমাকে।'

ছয়

অফিসবিল্ডিং-এর পিছন দিকে দুটো কামরা। একটা ব্যবহার করে কলিন্স, নিজে থাকার জন্য। আরেকটা ওর স্টোররুম, তবে বলতে গেলে খালিই পড়ে আছে। পুরনো আমলের একটা ভাঙাচোরা খাট একদিকে, আরেকদিকে দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে পরিত্যক্ত কিছু মালপত্র। তিনজনে মিলে ধরাধরি করে লাশটা এই কামরায় নিয়ে এল ওরা, শুইয়ে দিল খাটের উপর। বদ্ধ ঘরে ভ্যাপসা গন্ধ, লাশটাও নিজের

অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে—জানালা খুলে দিল শেরিফ। আলো আর বাতাস দুটোই ঢুকল ঘরে।

গতরাতের ঘটনা খুলে বলল বয়েড। মন দিয়ে শুনল শেরিফ। তারপর বলল, 'ঘোড়ার গায়ে যে কোনো চিহ্ন নেই তা তো নিজের চোখেই দেখলাম। ব্যাটার পকেটে কোনো কাগজপত্রও পাওনি?'

মাথা নাড়ল বয়েড। 'কী মনে হয়? চেনো ওকে?'

'চিনি বললে ভুল হবে। আবার কেন যেন মনে হচ্ছে শহরেরই কোনো একটা সেলুনে দেখেছি একবার। আসলে আশপাশের এলাকাগুলোতে সোনা পাওয়ার খবর শুনে এত বেশি লোকজন আসে-যায় প্রতিদিন...। তবে এর মতো গুণ্ডামার্কা লোকদের নিয়েই যেহেতু কারবার আমার, একবার দেখলেই চেহারাগুলো মনে থাকে। কিন্তু একে কোথায় দেখেছি, কিংবা আসলেই দেখেছি কি না নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।'

'ঘোড়াটাও দেখোনি কখনও?'

মাথা নাড়ল কলিন্স।

'চলো তা হলে বয়েড,' লাশটার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে বলল স্টিভ, 'ওকে কবর দেয়ার দায়িত্ব কি তা হলে তুমিই নিচ্ছ, শেরিফ?'

'হুঁ,' আনমনা হয়ে পড়েছে কলিন্স, লাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কী যেন।

'আমাদের কিছু কাজ আছে। শহরেই আছি আরও কিছুক্ষণ। তোমার কোনো দরকার হলে সেলুনে খোঁজ কোরো।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা দু'জন, এমন সময় কথা বলে উঠল কলিন্স, 'মনে থাকে যেন, কাজের কথা বলেছ আমাকে, তাই শহরে থাকতে দিলাম কিছুক্ষণ। কোনো অকাজের খবর যেন না-শুনি।'

রাস্তায় এসে লম্বা করে দম নিল স্টিভ, তাকাল বয়েডের দিকে। 'আমার কেমন লাগছে জানো?'

হিচর‍্যাকে বাঁধা কালো ঘোড়াটা দেখছিল বয়েড, আনমনে বলল, 'কেমন?'

'মনে হচ্ছে অন্ধকার এক রাতে বসে আছি ক্যাম্পফায়ারের পাশে, আশপাশে হাজারটা ঝোপ, কোনো একটার ভিতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কেউ, হাতের উইনচেস্টারটা ধীরেসুস্থে তাক করছে আমার কপাল বরাবর...'

হাসল বয়েড। 'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

'জানি না। তবে মনে হচ্ছে।'

'সেলুনে যাও, গলা ভেজাও। বারটেণ্ডার, জুয়াড়ি, ভবঘুরে কিসিমের লোকদের সঙ্গে যেচে পড়ে কথা বলো। পারলে অ্যামবুশারের ব্যাপারে কিছু জানার চেষ্টা কোরো। ব্যাংকে যাবো আমি, শেভলিনের সঙ্গে কথা আছে।'

ব্যাংকের উদ্দেশে পা বাড়াল বয়েড। রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ স্টিভ, অলসদৃষ্টিতে দেখল হর্সহেডবাসীদের কর্মকাণ্ড। তারপর ধীর পায়ে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে ঢুকল 'থ্রি স্টার'-এ।

বাইরে জাহান্নামের গরম, কিন্তু সেলুনের ভিতরটা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা। চারদিক অন্ধকার অন্ধকার, রোদ থেকে হঠাৎ সরে আসার কারণেই হয়তো। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলে ডানদিকে বার। ঠিক উল্টোদিকে জুয়ার টেবিল। এসব ছাড়িয়ে আরও ভিতরে ঢুকলে আরেকটা কামরা—ড্যান্স হল।

বারে গিয়ে কোনার দিকের একটা টুলে বসল স্টিভ। দিনে হাজারবার মোছার কারণেই হয়তো চকচক করছে মেহগনি কাঠের পালিশ-করা বার। মড়ার মতো মুখ বারটেণ্ডারের, যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করছে সে। দূরে বসে আছে আরও কয়েকজন, কিছু করার নেই বলেই হয়তো মদ গিলে যাচ্ছে সমানে। বারটেণ্ডারের পিছনে বিশাল এক আয়না, তাতে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব।

পুরো সেলুন জুড়ে চাপা গুঞ্জন আর পোড়া তামাকের ধোঁয়া। দিনের এই সময়ে পড়ে পড়ে ঘুমায় জুয়াড়িরা, তাই জুয়ার টেবিলগুলোর বেশিরভাগই খালি। দু'-একজন ভবঘুরে, বারে এসে মদ কিনে খাওয়ার পয়সা নেই যাদের পকেটে, খালি পেয়ে দখল করেছে কোনো কোনো টেবিল, হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে চেয়ারে, ভাব দেখে মনে হচ্ছে পারস্য সম্রাট একেকজন। একটা টেবিলে ফারো খেলছে চার জন, খেলার চেয়ে খিস্তিখেউড়ের বিনিময় হচ্ছে বেশি। আরেকটা টেবিলে একা বসে পেশেন্স খেলছে বিষণ্ন এক লোক। দূর থেকে চেহারাটা পরিচিত বলে মনে হলো স্টিভের। ভালো করে তাকানোমাত্র চিনে ফেলল সে—পেশাদার জুয়াড়ি ফ্রেড, ট্রেনে পরিচয় হয়েছিল।

বার ছেড়ে সরে এসে ফ্রেডের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল স্টিভ। টেবিলে বিছিয়ে রাখা কার্ডগুলোর উপর থেকে চোখ সরিয়ে ওর দিকে তাকাল ফ্রেড। চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে, আন্তরিক কণ্ঠে বলল, 'আরে স্টিভ! কী খবর?' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

হ্যাণ্ডশেক করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল স্টিভ 'আপাতত বয়েডের সঙ্গেই আছি। তোমার খবর বলো।'

'আমার খবর হলো পিপাসা লেগেছে খুব। আমার আবার পিপাসা লাগলে শুধু গলা না, আত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে যায় এবং আত্মা শুকিয়ে গেলেই ঘুম আসতে থাকে; সুতরাং জেগে থাকতে হলে একটু পর পরই গিলতে হয় আমাকে।' হাসল সে, ওয়েটারকে ডেকে নিজের জন্য বিয়ারের অর্ডার দিল। স্টিভকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী খাবে?'

'হুইস্কি।'

ওয়েটার চলে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করল ফ্রেড, 'কী ব্যাপার, তোমার চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছে? কিছু হয়েছে নাকি?'

অ্যামবুশের ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বলল স্টিভ।

'ফিরতে-না-ফিরতেই খেলা শুরু?' ভ্রূ কুঁচকাল ফ্রেড। 'কে? কেন?'

'জানি না। শুধু জানি বয়েডের পকেটে সব-মিলিয়ে দু'শ' বিশ ডলার আছে। চমৎকার একটা স্প্রেডের মালিক সে, কিন্তু অবস্থা খারাপ ওদের। বোনটা অসহায়, বোন-জামাই সোজা কথায় বললে অকর্মা। জমি বন্ধক দেয়া ব্যাংকের

কাছে, গরুবাছুর বলতে গেলে নেই, ঘরবাড়ি যা আছে পড়ি পড়ি করছে। এরকম অবস্থায় বয়েডকে সরিয়ে দেয়ার দরকার হতে পারে কার এবং কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেড। 'অ্যামবুশার লোকটা দেখতে কেমন?'

'চুলের রঙ বালির মতো, শেষবার কাটিয়েছিল বোধহয় বছর তিনেক আগে। কম করে হলেও তিন হপ্তার না-কাটা দাড়ি গালে। নীল চোখ। আমার চেয়ে ...র ইঞ্চির মতো খাটো। চারকোনা চেহারা, উপরের পাটির কয়েকটা দাঁত নেই। ওভারঅল, ফ্ল্যানেলের ময়লা নীল শার্ট আর কালো ভেস্ট পরে ছিল। কালো একটা স্টেটসন হ্যাট ছিল মাথায়।'

মদ দিয়ে গেল ওয়েটার, যার যার মগে চুমুক দিল ওরা। ফ্রেড বলল, 'তোমার বর্ণনার সঙ্গে কিছু-না-কিছু মিল আছে এরকম অন্তত পাঁচ জন লোক এখন পাওয়া যাবে এই সেলুনে, জানো?'

'জানি।'

'এমন কিছু বলো যেটা আর দশজনের সঙ্গে মিলে না।'

মগে আবারও চুমুক দিল স্টিভ। 'হ্যাটব্যাণ্ডের ভিতরে ম্যাচকাঠি বয়ে বেড়াত লোকটা।'

'কাদামাটি-টাটি লেগে ছিল নাকি কাপড়ে?'

'হুঁ,' ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল স্টিভ। 'ছিল।'

সিগারেট ধরাল ফ্রেড। 'আশপাশের মাইনগুলোর মধ্যে বুল'স আই সবচেয়ে কাছে, খোঁজ নিয়ে দেখো ওখানে কাজ করত কি না তোমাদের অ্যামবুশার।'

'বুল'স আই?'

স্টিভের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে, স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো ফ্রেড। 'কেন, কী হয়েছে? রোজ সন্ধ্যায় এখানে জুয়া খেলতে আসে ওই মাইনের শ্রমিকরা; ওদের কাছ থেকে শুনেছি মাটি কাটার কাজ নাকি চলছে ওখানে। অন্যান্য মাইনের লোকরাও আসে, বুল'স আই সবচেয়ে কাছে বলে বললাম কথাটা। তবে...প্রস্পেক্টরদের কাপড়েও মাটি লেগে থাকে, কিন্তু এই ব্যাটা নিশ্চয়ই ওই পেশার লোক ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাইনের শ্রমিকদের দেখলেই চেনা যায়, যদি না কারও চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য বেশভূষা পাল্টে ফেলে কেউ।'

'তা হলে শেরিফ কলিন্স এরকম করল কেন?' অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে বলল স্টিভ।

'কী রকম?'

'তুমি যে-কথাগুলো বললে, অ্যামবুশারের লাশ দেখে ওই কথাগুলো বলা উচিত ছিল ওর। কিন্তু এমন ভান করল সে, যেন কিছু বোঝেই না।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানল ফ্রেড। তারপর বলল, 'দেখো, আমি ভবঘুরে জুয়াড়ি। পেশার খাতিরে শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় আমাকে। কোনো শহরে গেলে সবার আগে কোন্ কাজটা করি আমি জানো? ওই শহরের শেরিফ

কেমন জেনে নিই অন্য জুয়াড়িদের কাছ থেকে। তাতে পিঠ বাঁচাতে সুবিধা হয়। এখানে এসে কলিন্সের ব্যাপারে যে-ক'জনকেই জিজ্ঞেস করেছি, খারাপ কিছু শুনিনি। সবাই বলে বয়স হয়েছে লোকটার, একগুঁয়ে; কিন্তু কখনও খারাপ কোনো কাজের সঙ্গে নাকি জড়ায়নি। ...তোমাদের কাছ থেকে যদি কিছু লুকিয়ে থাকে সে, নিশ্চয়ই কারণ আছে বলেই লুকিয়েছে। যদি কিছু অনুমান করে থাকে সে, গিয়ে দেখো এতক্ষণে হয়তো খোঁজখবর শুরু করে দিয়েছে।'

হুইস্কি শেষ করে মগটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল স্টিভ। 'উঠবো এবার।'

'হুঁ,' হাতের তাসগুলো নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্রেড। 'কী ঘটল, কতদূর জানতে পারলে জানিয়ো আমাকে।'

ধীরেসুস্থে হেঁটে সেলুনের বাইরে বেরিয়ে এল স্টিভ। চোখে রোদ সইয়ে নেয়ার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়াল বোর্ডওয়াকের উপর।

অ্যামবুশারের গায়ে কাদামাটির দাগ ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি ওর কাছে। অথচ কাদামাটির দাগ মানে যে বুল'স আই হতে পারে সেটা ভাবেইনি ওরা কেউ। বুল'স আই মানে কেলভিন, কেলভিন মানে লেকের দখল...। কে, কেন মারতে চেয়েছিল বয়েডকে সেটার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়।

ব্যাংকটা যেদিকে সেদিকে একবার তাকাল স্টিভ। গিয়ে সব বলবে কি না বয়েডকে ভাবল। হয়তো জরুরি কথা বলছে বয়েড, এসব শুনলে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। কাজেই ব্যাংকে না-গিয়ে বরং কলিন্সের সঙ্গে দেখা করে আসা যায়। কাদামাটির ব্যাপারটা জানা দরকার।

অফিসে ঢুকে দেখল, নিজের চেয়ারেই বসে আছে কলিন্স, আগের সেই মোটা বইটা পড়ছে মন দিয়ে। স্টিভের উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুলে তাকাল সে।

'একটা কথা বলতে এলাম,' বলল স্টিভ। 'অ্যামবুশারের কাপড়ে কাদামাটির দাগ ছিল।'

ওর দিকে সরু চোখে তাকাল কলিন্স, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'দেখেছি।'

'শুনলাম বুল'স আই-এ নাকি মাটি খননের কাজ চলছে।'

স্টিভের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে কলিন্স, বোধহয় আন্দাজ করতে পারছে কী বলতে চায় সে।

'ইচ্ছা করলেই গিয়ে কেলভিনকে জিজ্ঞেস করতে পারো তুমি অ্যামবুশারের ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ, পারি।'

কলিন্সের নির্লিপ্ততা দেখে গা জ্বলে গেল স্টিভের। 'তা হলে যাচ্ছ না কেন? কী এমন লেখা আছে তোমার ওই বই-এ যে, দিনদুনিয়া সব ভুলে ওটা নিয়ে মেতে গেছ? পৃথিবীর সেরা সেরা প্রেমপত্রের বই নাকি ওটা?'

স্টিভকে অবাক করে দিয়ে হাসল কলিন্স। 'না, প্রেমপত্রের বই না। প্রেমের

বই পড়ার দিন শেষ আমার। ...বুল'স আই-এ যাচ্ছি না, কারণ ইতোমধ্যেই এক জন লোক পাঠিয়েছি সেখানে। আমার হয়ে কেলভিনের সঙ্গে দেখা করবে সে, জিজ্ঞেস করবে অ্যামবুশারের ব্যাপারে। কী কী জিজ্ঞেস করতে হবে তা-ও বলে দিয়েছি।'

পকেট থেকে কাগজ আর তামাকের থলে বের করল স্টিভ, সময় নিয়ে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। কলিন্স যে এত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দেবে ভাবেনি সে।

'তোমার কী মনে হয়?' বইটা বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিল কলিন্স। 'বয়েড এসে পড়েছে, এবার আর এত তেজ দেখানো যাবে না, তাই পথের কাঁটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে দিতে চেয়েছে কেলভিন?'

'আমার মনে হয় কেলভিন যদি ভেবে থাকে টাম্বলিং আর মানেই হম্বিতম্বি করার জায়গা, তা হলে ভুল করেছে। ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেয়ার মতো লোক এখন আছে ওই স্প্রেডে। ...তোমার লোক ফিরবে কখন?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। ... শোনো, তুমি যে অ্যামবুশার লোকটাকে বুল'স আই-এর লোক বলে চালাতে চাচ্ছ, এমনও তো হতে পারে সে বয়েডের পূর্বপরিচিত? যদি বলি জেলখানায় একইসঙ্গে ছিল ওরা, কিছু একটা নিয়ে প্রথমে ঝগড়া পরে শত্রুতা হয়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে? হয়তো বয়েডের আগেই ছাড়া পেয়েছে লোকটা, জানত কবে মুক্তি পেয়ে কোথায় যাবে বয়েড। এখন ওকে না-চেনার ভান করছে বয়েড...'

'থামো,' ধমক দিল স্টিভ। 'বয়েড খামোকা তোমাকে মাথামোটা বলেনি। জেলখানায় কারও সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি সে। কান খুলে শুনে রাখো, ব্যবহার ভালো বলেই ওর শাস্তির মেয়াদ কমানো হয়েছে।'

বাঁকা হাসল কলিন্স। 'এসব কথা বয়েড বলেছে তোমাকে?'

'জী না,' ব্যঙ্গ করল স্টিভ। 'আমি জানি, কারণ আমার চোখের সামনেই ঘটেছে এসব। আমি আর বয়েড একই সেলে ছিলাম আট বছর। জেলখানাতেই বন্ধুত্ব হয় আমাদের।' কথা শেষ করে ঘুরল সে, হাঁটা ধরল দরজার দিকে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' টেবিলের উপর থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল কলিন্স, 'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

কথা বাড়াল না স্টিভ, রাস্তায় বের হয়ে হাঁটতে লাগল ব্যাংকের উদ্দেশে। ওর পিছন পিছন গেল কলিন্স।

ব্যাংকের ভিতরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাল স্টিভ। সামনের দিকে পার্টিশন করা একটা রুম, সেটার দরজার গায়ে 'প্রাইভেট' লেখা। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল স্টিভ, সোজা গিয়ে টোকা দেবে কি না ওই ঘরের দরজায় ভাবছে। কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল বয়েড, সঙ্গে শেভলিন।

স্টিভকে দেখে এগিয়ে এল বয়েড। বন্ধুকে দেখিয়ে শেভলিনকে বলল, 'টাম্বলিং আর-এর নতুন ফোরম্যান।'

আশ্চর্য হয়ে বয়েডের দিকে তাকাল স্টিভ। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল

শেভলিনের দিকে।

বেঁটে, কৃশকায় একটা লোক; মড়ার মতো ফ্যাকাসে। কিন্তু চোখেমুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। ধূসর হয়ে আসছে চুল, তারপরও বয়স অনুমান করা কঠিন। বাপ-দাদা নিউ ইংল্যাণ্ডের হবে হয়তো, অন্তত কথার টান শুনে তা-ই মনে হয়।

পরিচিত হওয়ার পর খানিকটা ঝুঁকে স্টিভকে সম্মান দেখাল শেভলিন, পেশাদারী ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল। শুনেছি তুমিই নাকি ট্রেন-ডাকাতিটা ঠেকিয়েছ?'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল স্টিভ, অন্যের মুখ থেকে সামনাসামনি নিজের প্রশংসা সহজভাবে নিতে পারে না সে। 'আসলে...ঘটনাটা ঘটে গেছে। ডাকাতি ঠেকাবো এরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না আমার। যখন বুঝলাম ডাকাত পড়েছে, কেন যেন মনে হলো কিছু একটা করা উচিত। কীসের জন্য হামলা করেছে ডাকাতরা সেটাও কিন্তু জানতাম না তখন।'

বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল শেভলিন। 'তিনটা মাইনের শ্রমিকদের বেতনের টাকা আসছিল। কথা ছিল আমার ব্যাংকেই জমা হবে। ডাকাতি হয়ে গেলে...। অবশ্য বীমা করানো ছিল। কিন্তু বীমা কোম্পানি তো আর এত সহজে দিত না অতগুলো টাকা। সময় লাগত। যা-হোক, আজ সকালে পুরো ঘটনাটা জানামাত্র বীমা কোম্পানির কাছে চিঠি লিখেছি আমি। তোমার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে ওরা।'

'আমি কিন্তু পুরস্কারের লোভে...'

হাত তুলে স্টিভকে থামিয়ে দিল শেভলিন। 'ওরা দিতে চাইলে তোমার নিতে অসুবিধা কোথায়? আর্থিক দিকটা যদি চিন্তা করো, তোমার বীরত্বের কারণে কিন্তু সবচেয়ে লাভ হয়েছে বীমা কোম্পানিরই।' আবার হাত বাড়িয়ে দিল সে, হ্যান্ডশেক করল স্টিভ আর বয়েডের সঙ্গে। 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল। এরপর থেকে যখনই শহরে আসবে, দেখা করে যেয়ো আমার সঙ্গে। তোমাদের মতো লোকদের দরকার আছে,' ঘুরে হাঁটা ধরল সে, চলে গেল নিজের কাজে।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কলিন্স এতক্ষণ, এবার এগিয়ে এল। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ওকে একবার দেখে নিয়ে বয়েডের দিকে তাকাল স্টিভ। 'তোমার অ্যামবুশার মনে হয় বুল'স আই-এর লোক।'

'মনে হয়,' কথাটার উপর জোর দিল কলিন্স।

'বুল'স আই?' সময় নিয়ে উচ্চারণ করল বয়েড।

'মনে হয়,' আবারও বলল কলিন্স। 'এখনও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

'প্রমাণ পাওয়া যায়নি কিন্তু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে,' স্টিভের কণ্ঠে বিরক্তি। 'এবং ইঙ্গিতটা আমাদের আগে তুমিই পেয়েছ, তা-ই না, শেরিফ? সে-জন্যই লোক পাঠিয়েছে বুল'স আই-এ খবর নেয়ার জন্য।' আবার বয়েডের দিকে

তাকাল সে, অ্যামবুশারের কাপড়ে কাদামাটির দাগের কথাটা বলল।

শুনতে শুনতে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল বয়েডের এবং স্টিভের কথা শেষ হওয়ামাত্র ব্যাংক থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে হাঁটা ধরল সে।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল কলিন্স।

হাঁটতে শুরু করল স্টিভও। 'বোকার মতো কথা না-বলে চলো আমাদের সঙ্গে,' কলিন্সকে বলল সে। 'ফয়সালা হয়ে যাক ব্যাপারটার।'

বাইরে এসে হিচর‍্যাক থেকে যার যার ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিয়ে স্যাডলে উঠে বসল ওরা তিন জন। রওয়ানা হয়ে গেল বুল'স আই-এর উদ্দেশে।

পথে শুধু একবার মুখ খুলল কলিন্স, 'কোনো ঝামেলা যদি করো ওখানে গিয়ে, আমি কিন্তু কেলভিনকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো, আগেই বলে দিলাম।'

'তুমি বলার আগেই জানি,' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কলিন্সের কাছ থেকে আরও কিছুটা দূরে সরে গেল বয়েড।

মাইনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা, এমন সময় নিঃসঙ্গ এক অশ্বারোহীকে দেখা গেল ছুটে আসছে ওদের দিকে। ওদের কাছাকাছি পৌঁছে থামল সে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো কলিন্সের।

'কী খবর?' জিজ্ঞেস করল কলিন্স।

'লোকটার নাম জেকব,' হাঁপাতে হাঁপাতে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল আগন্তুক যেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে নয়, ঘোড়াটাকেই পিঠে করে এতদূর দৌড়ে এসেছে, 'হপ্তা তিনেক আগে বরখাস্ত করা হয়েছে। থুতনির নীচের কাটা দাগের কথা শুনে চিনতে পারল কেলভিন।'

বয়েড আর স্টিভ দু'জনই তাকাল কলিন্সের দিকে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে সে। আগন্তুক, মানে ওর ডেপুটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ডেপুটি।

'তা হলে এখানে আর কাজ নেই তোমার। অফিসে ফিরে যাও। বুল'স আই থেকে একবার হয়ে আসি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ধীর গতিতে রওয়ানা হয়ে গেল শহরের উদ্দেশে।

বয়েড আর স্টিভকে দেখল কলিন্স, তারপর ঘোড়ার পেটে বুটের গুঁতো দিল ওর পিছু নিল ওরা দু'জন।

পথিমধ্যে একটা কথাও হলো না। মাইনে ঢুকল ওরা, নামল যার যার ঘোড়া থেকে। সামনেই লম্বাটে মেইন-বিল্ডিং। এদিক থেকে একটা দরজা আর দুটো জানালা দেখা যাচ্ছে এককোনায়। হোলস্টারের ফিতে আলগা করে দিল কলিন্স, বয়েড আর স্টিভকে চোখের ইশারায় আরেকবার সতর্ক করে দিয়ে আগে বাড়ল। এবারও ওকে অনুসরণ করল ওরা দু'জন।

খোলাই ছিল দরজাটা। টোকা না-দিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়ল কলিন্স। ঘরটা বড়সড়। একধারের দেয়াল ঘেঁষে চওড়া একটা ডেস্ক, তার ওপাশে বিশাল একটা

চেয়ারে বসে আছে বিরাটাকৃতির কেলভিন। ডেস্কের উপর খুলে রাখা আছে একটা লেজার, মনোযোগ দিয়ে হিসাব দেখছিল সে। কাঠের মেঝেতে বুটের আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকাল। কলিন্সকে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল।

স্টিভের মনে হলো মানুষ নয়, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন একটা গ্রিযলি ভালুক। ভালুকের মতোই বাদামি চামড়া। রোদে-পোড়া চেহারার সঙ্গে ধূসর ঘন ভ্রূ আর নীল চোখ বড় বেমানান। আরও বেমানান বড় বড় সাদা চুল, চুল না বলে কেশর বললেই বোধহয় মানায় বেশি। চেহারাটা ভয়ঙ্কর করে তুলতে বিশাল গোঁফের ভূমিকাও কম নয়।

জিন্স এবং বেশ দামি আর চকচকে একটা কালো শার্ট পরে আছে কেলভিন। ডেস্ক ছেড়ে সামনে এগিয়ে এল সে। বয়সের কারণে হাঁটাচলার ভঙ্গি ধীর, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী একটা ভাব আছে।

কলিন্সের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল সে, বয়েড আর স্টিভকে আপাদমস্তক জরিপ করল, তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, শেরিফ? এরা কারা?'

'এরা...' কেলভিনের সামনে কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করছে কলিন্স। 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায়।'

'প্রশ্ন? আমাকে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে,' আনুষ্ঠানিকতার ধার ধারল না বয়েড। 'আমাকে চেনো না তুমি, তাই নিশ্চিন্ত আছ এখনও। আমি বয়েড—তোমার প্রতিবেশী, উত্তরাধিকার সূত্রে টাম্বলিং আর-এর অর্ধেকের মালিক।'

একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ বয়েডের দিকে তাকিয়ে থাকল কেলভিন। তারপর মাত্র একবার নড করল।

'যদি পশ্চিমের ভাষায় বলি,' কেলভিনের দেয়া সম্মানটুকু গ্রহণ করল না বয়েড, 'তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।'

কথাটা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল কেলভিন, সতর্ক একটা ভাব দেখা গেল ওর চোখেমুখে। উরুর সঙ্গে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারের কাছাকাছি চলে গেল ডান হাত আপনাথেকেই, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বয়েডের দিকে।

'কেউ একজন,' কলিন্সের উপস্থিতি যেন ভুলেই গেছে এমনভাবে বলতে লাগল বয়েড, 'গতরাতে বিদায় করে দিতে চেয়েছিল আমাকে দুনিয়া থেকে। অ্যামবুশ করেছিল; আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম স্টিভ, আমার বন্ধু; গুলি করে মেরেছে ওই শয়তানটাকে। কিছুক্ষণ আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেছে হর্সহেডের ডেপুটি, পথে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অ্যামবুশারের তোমার এখানে চাকরি করা আর আমাকে গুলি করতে মারতে চাওয়ার মধ্যে যোগাযোগটা কোথায়?'

আরও শক্ত হলো কেলভিনের চেহারা, দেখে মনে হলো চোখ দুটো যেন জ্বলছে ওর। 'সে যদি আমার এখানে চাকরি করেও থাকে তা হলে অসুবিধাটা কোথায়?'

'দেখে তো মনে হয় ষাটে পা দিয়েছ অনেক আগেই। তা হলে বোঝো না কেন অসুবিধাটা কী? নাকি না-বোঝার ভান করছ?'

কিছুটা সামনে ঝুঁকল বিশালদেহী কেলভিন, বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'না-বোঝার ভান করছি না। আমি ভান করি না। তুমি যা বলছ তা যেহেতু আগে একবার শুনিয়ে গেছে ডেপুটি, আরেকবার তোমার মুখ থেকে শুনে আমার সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'তা হলে যা বলেনি ডেপুটি তা শোনো আমার মুখ থেকে,' বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল বয়েডও। 'আমাদের স্প্রেডের উপর নজর পড়েছে তোমার, লেক হাতানোর নাম করে পুরো স্প্রেডটাই দখল করতে চাও তুমি। অসহায় পেয়ে আমার বোনকে এতদিন হুমকি-ধমকি দিয়েছ, আইন-আদালতের ভয় দেখিয়েছ; কিন্তু ভালোমতোই জানো, আগেও জানতে, ওই লেক আমাদের, হুকুম দেয়ার কোনো অধিকার নেই তোমার।'

এতক্ষণে মুখ খুলল কলিন্স, 'এই মুহূর্তে আমার অধিকার আছে হুকুম দেয়ার, কারণ আমার হাতে পিস্তল আছে।'

সবাই তাকাল ওর দিকে। সিক্সশুটার দেখা যাচ্ছে কলিন্সের হাতে।

'বয়েড,' কলিন্সকে নয়, পিস্তলটাকে পাত্তা দিল কেলভিন, 'আমার সামনে দাঁড়িয়ে এত উঁচু গলায় আগে কখনও ধমকায়নি কেউ আমাকে। যে বা যারা সাহস করেছিল আমার মুখোমুখি দাঁড়ানোর, তারা আজ মাটির নীচে। ভেবো না অ্যামবুশার ভাড়া করে করিয়েছি কাজটা, ন্যায্য লড়াইয়ে মীমাংসা হয়েছে আমাদের ঝগড়ার। ...শুধু কলিন্সের জন্য, নইলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতে না আজ।'

'প্রাণ নিয়ে ফিরবে ওরা দু'জন,' বাঁকা হাসি হাসল কলিন্স। 'তুমিও বেঁচে থাকবে, কেলভিন। শুধু যদি পিস্তলের থেকে হাতটা দূরে রাখো।'

চোখ ঘুরিয়ে কলিন্সকে দেখল কেলভিন, হাত মুঠি পাকাচ্ছে আর খুলছে সে ক্রমাগত। বয়েডের দিকে তাকাল আবার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'লেকটা আমি কিনেছি। নগদ টাকায়। দলিল আছে আমার, ইচ্ছা করলে দেখে যেতে পারো। খোদার কসম, দরকার পড়লে ওই লেকের সব পানি আমি একাই নেবো এবং নেয়ার সময় দেখবো কে আমাকে বাধা দেয়!'

'কে বাধা দেবে তা তো দেখতেই পাচ্ছ,' ব্যঙ্গের হাসি হাসল বয়েড। 'নাকি বুড়ো হয়েছ বলে চোখ গেছে তোমার?'

নড়ে উঠতে যাচ্ছিল কেলভিন, কলিন্সের ধমক খেয়ে স্থির হয়ে গেল, 'খবরদার! বোকামি কোরো না। পিস্তলে হাত দিলেই গুলি করবো। তুমি নিশ্চয়ই এত চালু মাল না যে, আমি গুলি করার আগেই পিস্তল বের করতে পারবে! সাবধান!'

পরিস্থিতি আসলেই কলিন্সের নিয়ন্ত্রণে। কেলভিন, বয়েড আর স্টিভকে একইসঙ্গে কভার করছে সে।

'দলিল আমাদের কাছেও আছে,' বলল বয়েড। 'এবং সে-দলিল তোমারটার

চেয়েও আগের। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে কারটা আসল আর কারটা জাল। পশ্চিমদিক থেকে একশ' ষাট একর জমি ছেড়ে দিয়ে পুব দিকে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন বাবা, যাতে লেকটা আমাদের জমির মধ্যে পড়ে। এসব কথা স্পষ্ট লেখা আছে দলিলে। কাজেই আমার মনে হয় তোমার দলিল দেখার দরকার আমার নেই, বরং আমাদের দলিল দেখার দরকার আছে তোমার।'

রক্তের আকস্মিক উচ্ছ্বাস দেখা গেল কেলভিনের চেহারায়। দেখার মতো হলো দৃশ্যটা। বাদামি চেহারা লাল হয়ে গেল— নিভতে নিভতে হঠাৎ জ্বলে উঠলে কয়লা যে-রকম দেখায় অনেকটা সে-রকম। বোঝা গেল নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে ওর।

'একটু আগে বললে,' দু'পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়াল বয়েড, 'যে বা যারা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিল, ন্যায্য লড়াই করে নাকি তাদেরকে মাটির নীচে পাঠিয়ে দিয়েছ। খুব ভালো কথা। যদি চাও আমাদের ঝগড়াটার মীমাংসাও পিস্তলের মাধ্যমে হোক, কোনো আপত্তি নেই আমার।'

'আমার আছে,' আবার বাগড়া দিল কলিন্স। 'পিস্তলে খালি হাত দিয়ে দেখো কেউ। গুলি করবো সঙ্গে সঙ্গে।'

'শুধু মনে রেখো,' কেলভিনের উদ্দেশ্যে বলে চলল বয়েড, 'এই পিস্তলের কারণেই আট বছর জেল খাটতে হয়েছে আমাকে। আর যদি চাও মরিচা-পড়া মাথাটা একটু কাজে লাগাতে, সোজা ল্যাণ্ড অফিসে চলে যাও। গিয়ে বলো আঠারোশ' তিরানব্বই সালের ফাইলগুলো দেখাতে। প্রমাণ ছাড়া বলা উচিত হবে না তুমি কোনো কারসাজি করেছ, বলবো তোমার কাছে যে-লোক জমি বিক্রি করেছে সে একটা ভাঁওতাবাজ। ...কী যেন বলছিলে? লেকের পানি সব একাই নেবে? হ্যাঁ, একাই যাতে নিতে পারো সে-জন্যই হয়তো জেকবকে...'

কেলভিনের বুড়ো শরীরে যে এত ক্ষিপ্রতা আছে, না-দেখলে জানা যেত না। কথা শেষ করতে পারল না বয়েড, তার আগেই ওর দিকে ছুটে গেল সে। দু'হাতে চেপে ধরতে চাইল গলা। কিন্তু কলিন্স প্রস্তুত হয়েই ছিল, এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কায়দামতো ল্যাং মারল কেলভিনকে। ছুটন্ত অবস্থায় হোঁচট খেল কেলভিন হাস্যকর ভঙ্গিতে, তারপর হুড়মুড় করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সারা বাড়ি কাঁপিয়ে।

বয়েড বা স্টিভ কারোরই ইচ্ছে ছিল না হাতাহাতি করার, তাই কেলভিনকে চিৎ হতে দেখে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল দু'জনই। তবে প্রস্তুত হয়ে থাকল বয়েড— উঠে দাঁড়ানোর পর যদি হোলস্টারের দিকে হাত বাড়ায় কেলভিন তা হলে সে-ও ছাড়বে না।

'বের হও!' হাতের সিক্সগুটার সোজা বয়েডের বুকের দিকে তাক করে রেখেছে কলিন্স। 'বুল'স আই ছেড়ে এখনই বের হও তোমরা দু'জন।'

'পরেরবার,' উঠে বসতে বসতে বলল কেলভিন, 'দেখামাত্র গুলি করবো তোমাকে, কসম। বাঁচতে চাইলে পিস্তল হাতের কাছেই রেখো তখন।'

কিছু একটা বলতে চাইল বয়েড, কিন্তু জোরে ধমকে উঠল কলিন্স, 'বের

হও!'

ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা ধরল বয়েড। সে বের না-হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কেলভিনের দিকে তাকিয়ে থাকল স্টিভ, তারপর পিছু নিল বন্ধুর।

সাত

আবার নিজেদের স্প্রেডের সীমানায় এসে ঢুকেছে বয়েড, এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। ঘণ্টাখানেক হলো বুল'স আই ছেড়ে এসেছে। রাগ পড়ে গেছে ওর, কিন্তু এখনও গম্ভীর হয়ে আছে সে। স্টিভও কিছু বলছে না বা জানতে চাইছে না।

বয়েডই মুখ খুলল শেষপর্যন্ত, মুচকি হেসে বলল, 'আমার আগের সেই রাগ আর নেই। থাকলে আজ মনে হয় খুনই করে ফেলতাম কেলভিনকে।'

'উচিত হতো না কাজটা,' বয়েডের আরেকটু কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করল স্টিভ। 'মুখে যা-ই বলি না কেন, আমাদের হাতে কিন্তু প্রমাণ নেই। জেকব একসময় কাজ করত বুল'স আই-এ, তার মানে এই নয় যে, তোমাকে খুন করানোর জন্য ওকে পাঠিয়েছিল কেলভিন।'

'কিন্তু কথাটা বলামাত্র রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল সে।'

'যা-ই হোক, আরও সতর্ক হতে হবে তোমাকে। পরেরবার তোমার দেখা পেলে সত্যিই কী করে সে বলা মুশকিল।'

'একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে আমার।'

'কী?'

'কেলভিন কিন্তু একবারও অস্বীকার করেনি, আমার ফেরার কথা জানত না সে। হর্সহেডে আমাকে ঢুকতে দেবে না শেরিফ— এটাও যেন জানা ছিল ওর। সুতরাং যেভাবেই হোক অনুমান করে নিয়েছে সে স্যান সিদ্রো ছাড়া যাওয়ার আর জায়গা ছিল না আমার।'

'তোমার ফেরার কথা জানা আর তোমাকে খুন করানোর জন্য অ্যামবুশার পাঠানো এক কথা না। অনেকেই জানত তুমি ফিরছ। ওরকম যে-কারও কাছ থেকে শুনে থাকতে পারে কেলভিন। কিন্তু হর্সহেডে ঢুকতে না-দেয়া, স্যান সিদ্রোতে আসা—এগুলো বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না? ওকে দোষী বানানোর জন্য একটা কেন, হাজারটা অনুমান করা যায়; কিন্তু কোনো প্রমাণই নেই আমাদের হাতে।'

'কলিন্স যে আমাকে হর্সহেডে ঢুকতে দেবে না, স্যান সিদ্রোতে যে আমাকে যেতে হবে, কে কে জানত?'

'কলিন্স নিজে।'

'আর?'

'তোমার বোন। বোন-জামাই ড্যান। তোমাদের দুই কাউহ্যাণ্ড। এবং ওরা

যাদেরকে বলেছে তারা।'

'কিন্তু খবরটা রাতারাতি কেলভিনের কানে যাওয়ার কথা না। যদি না কলিন্স...'

'ওই বুড়োকে তুমি যতই অপছন্দ করো, আমার মনে হয় না খবর রাষ্ট্র করার মতো লোক সে। কেলভিন যদি জেনে থাকে, অন্য কোনো উপায়ে জেনেছে অথবা সত্যিই সে নির্দোষ।'

'ধরো আমাদের দুই কাউহ্যাণ্ড কথাটা শুনল জেসি বা ড্যানের কাছ থেকে। তারপর হর্সহেডে গিয়ে ঢুকল সেলুনে। দু'চার গ্লাস গেলার পর মুখ খুলে গেল, বুল'স আই-এর শ্রমিকদের নসিহত করতে শুরু করল। সতর্ক করে দিয়ে মালিকের মন পাওয়ার জন্য ওই শ্রমিকরা যত তাড়াতাড়ি পারল কথাটা জানাল কেলভিনকে...'

'এবং কেলভিন তখন হন্যে হয়ে খুঁজে বের করল তিন সপ্তাহ আগে বরখাস্ত করা জেকবকে? প্রমাণ আছে? যদি বলি এমন কেউ করেছে কাজটা যাতে দোষ গিয়ে পড়ে কেলভিনের উপর, তা হলে?'

'মানে?'

'তোমাদের জবরদখলদারদের কথা ভাবছ না কেন?'

'ভেবেছি। কিন্তু আমার মনে হয় তাড়িয়ে দেয়ার কেউ নেই বলে দখল করে রাখা পর্যন্তই দৌড় ওদের। এর বেশি কিছু করার সাহস পাবে না ওরা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল স্টিভ, 'এ-পর্যন্ত যা ঘটেছে, দোষ কিন্তু কেলভিনের উপরই পড়ে। মানে নিরপেক্ষ কেউ পুরো ঘটনা শুনলে কেলভিনের দিকেই আঙুল তুলবে। কিন্তু...কেলভিন রাগী হতে পারে, পয়সাঅলা নিঃসন্দেহে, তোমাদের লেক নিজের বলে দাবি করে আসছে অনেক দিন থেকে, তারপরও কেন যেন মনে হচ্ছে অ্যামবুশার দিয়ে তোমাকে খুন করানোর মতো খারাপ লোক না।'

ঘোড়ার গতি কমাল বয়েড, বিশাল একটা গাছের ছায়ায় থামল। স্টিভও রাশ টানল। জিজ্ঞেস করল, 'শেভলিনের সঙ্গে কী কথা হলো?'

'আরও নব্বই দিন সময় দিয়েছে সে।'

'দখলদারদের ব্যাপারে কী করবে?'

'উচ্ছেদ করা যায় ওদেরকে, অথবা কাজে লাগানো যায়।'

'কাজে লাগানো যায়!' আশ্চর্য হলো স্টিভ।

'হুঁ। প্রথমে বুঝিয়ে দেবো ওদেরকে যে-জায়গাটুকু দখল করে রেখেছে ওরা সেটা ওদের বাপ-দাদার না, ড্যানিয়েলের মতো চড়-থাপ্পড় দিয়ে তাড়ানো যাবে না আমাকে। তারপর একটা চুক্তিতে আসবো ওদের সঙ্গে।'

'কীসের চুক্তি?'

'একবার জেসির কাছ থেকে শুনেছিলাম, ওরা নাকি চাষবাস করে খায়। যে-জায়গায় আছে সেটা যথেষ্ট উর্বর। ধরো সস্তায় কিছু মেক্সিকান শ্রমিক ভাড়া করে আনলাম। নদী থেকে খাল কাটিয়ে নিয়ে গেলাম ওই জমির কাছে। বেশি না,

মাইলখানেক কাটালেই চলবে। জবরদখলদারদের বলবো, হয় আমাদের জমি থেকে উঠে যাবে ওরা, না হয় তাড়িয়ে দেবো ওদেরকে। আর যদি থাকতে চায়, বর্গাচাষী হিসেবে থাকতে হবে।'

'কী চাষ করাবে ওদের দিয়ে?'

'আলফালফা গাছ। পশুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এগুলো, আলো-বাতাস-পানি ঠিকমতো পেলে বাড়েও তাড়াতাড়ি।'

'তুমি কি তা হলে গরুর ব্যবসা বাদ দিয়ে আলফালফা গাছ চাষের কথা ভাবছ?'

'না। দেখো, আশপাশে বেশ কয়েকটা মাইন আছে, দুটো শহরও আছে। সব ঠিক থাকলে তিন মাসে আলফালফার তিনটা ফলন তুলতে পারবো। তিন ভাগে যদি ভাগ করি, এক ভাগ পাবে বর্গাচাষীরা, এক ভাগ মজুদ করে রাখবো, আরেক ভাগ বেশি দামে বিক্রি করবো পরে। এখানে আর কেউ চাষ করে না আলফালফা, কাজেই গরু-ব্যবসায়ীরা আমার কাছ থেকে পেলে নেবেই। হিসেব করে দেখেছি, লাভের টাকা দিয়ে কাগজপত্র ছাড়িয়ে নিতে পারবো। তারপরও গরু কেনার জন্য কিছু থেকে যাবে।'

বয়েডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টিভ। তারপর বলল, 'শুনে তো ভালোই মনে হয়। এখন তোমার দখলদাররা রাজি হয় কি না দেখো।'

'ওদের সঙ্গে কথা বলতেই যাচ্ছি। ...চলো, রওনা হই।'

আধ ঘণ্টা চলার পর ঘাসে ছাওয়া একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালে হাজির হলো ওরা। অনতিদূরে নদীর অববাহিকা। পশ্চিমে বেলেপাথরের বিস্তার। অববাহিকা থেকে ভিতরের দিকে, স্প্রেডের সীমানায় কিছু আবাদি জমি। আপাতত পতিত, তবে দেখে মনে হয় শুকনো মৌসুম শেষ হলে চাষবাসের ইচ্ছা আছে মালিকের।

বেলেপাথরের বিস্তার ছাড়িয়ে আরও দূরে তাকালে চোখে পড়ে ভাঙাচোরা কয়েকটা কেবিন। সরু চোখে, ভ্রূ কুঁচকে ঘরগুলো দেখল বয়েড কিছুক্ষণ, তারপর স্টিভকে বলল, 'ব্যাটারা দেখি ছোটখাটো একটা শহরই বানিয়ে ফেলেছে!'

মন্তব্য না-করে হোলস্টারের ফিতে আলগা করল স্টিভ, স্যাডলে ঝোলানো রাইফেলটাও ঢিলেঢালা করে নিল।

আগে বাড়ল ওরা। বেলেপাথরগুলো পার হয়ে হাজির হলো কেবিনগুলোর কাছে। মোট ছ'টা, গুনল বয়েড। কেবিন না-বলে শ্যাক বললেই মানায় ভালো। একটা আস্তাবল আর মালপত্র রাখার জন্য একটা ছাউনিও আছে অনতিদূরে।

ঘোড়া থেকে নামল না ওরা, হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল সবচেয়ে কাছের শ্যাকটার দিকে। দু'কদম আগে বাড়তে-না-বাড়তেই শ্যাক থেকে বাইরে বেরিয়ে এল একটা লোক। উচ্চতায় সাড়ে ছ'ফুটের কম হবে না, চওড়ায় পূর্ণবয়স্ক মর্দা গরিলাকে লজ্জা দেয়ার সামর্থ্য রাখে। এই লোকের চড়-থাপ্পড় খেয়ে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে ড্যানিয়েল তা হলে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না ওকে, ভাবতে ভাবতে রাশ টানল বয়েড। থামল স্টিভও।

বোধহয় দু'সপ্তাহ দাড়ি কামায়নি বিশালদেহী, বড় বড় এলোমেলো চুলে চিরুনি চালায়নি এক মাস। অত বড় মাথা ঢাকার মতো হ্যাট সম্ভবত পাওয়া যায় না বাজারে, তাই মাথা খালি। ওর পরনে নোংরা একটা ওভারঅল আর ধুলোমাখা শার্ট।

'হাউডি,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল বয়েড।

দরজার পাল্লায় ভর দিল বিশালদেহী। চোখ সরু করে, শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিতে তাকাল বয়েডের দিকে। মুখ খুলল কিছুক্ষণ পর; শুনে মনে হলো কথা বলছে না, চেঁচাচ্ছে, 'কী চাই?'

'বিনা অনুমতিতে, জোরপূর্বক, বেআইনিভাবে তোমরা যারা আমার জমিতে ঘাঁটি গেড়েছ তাদের সবাইকে চাই,' বলার সময় প্রতিটা শব্দের উপর জোর দিল বয়েড।

'সবাইকে একসঙ্গে সামলাতে পারবে?' হাসল বিশালদেহী। 'চেষ্টা করে দেখো তো শুধু আমার মোকাবেলাই করতে পারো কি না,' হাসতে হাসতেই কোমরে ঝোলানো পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

কিন্তু মাঝপথেই ওর হাতটা অচল হয়ে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো, কারণ বয়েডের হাতে শোভা পাচ্ছে কোল্ট। অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে ড্র করেছে সে।

'চাইলে ট্রিগার টেনে দিতে পারতাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল বয়েড, 'কিন্তু আপাতত সেরকম ইচ্ছা আমার নেই। গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দাও। দ্বিতীয়বার বলবো না।'

নড়ল না বিশালদেহী। গানবেল্ট খোলার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর মধ্যে।

গুলি করল বয়েড। বুলেট গিয়ে ঢুকল বিশালদেহীর হোলস্টারে, পিস্তলের সঙ্গে বয়েডের বুলেটের সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ হলো।

আর দেরি করল না বিশালদেহী, গানবেল্ট খুলে ফেলে দিল মাটিতে।

'দরজা লাগাও,' আদেশ দিল বয়েড। 'তারপর নেমে এসো।'

হুকুম তামিল করল লোকটা, শ্যাকের একপ্রান্তে ভাঙা একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা ওর ঘোড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

পিস্তল নামাল বয়েড, কিন্তু হোলস্টারে ভরল না। নিজের পরিচয় দিল বিশালদেহীর কাছে।

জবাবে কিছু বলল না লোকটা, শুধু একবার মাথা ঝাঁকাল।

'কেন এসেছি বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল বয়েড।

কিছু বলল না বিশালদেহী, কোনো অঙ্গভঙ্গিও করল না।

'তোমাদের তাড়াতে। এক ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে তোমরা যারা দখলদার আছ, মালসামান নিয়ে সরে যাবে। আমার অনুমতি ছাড়া আর কোনোদিন আসবে না আমার স্প্রেডে।'

প্রথমে বয়েড, তারপর স্টিভ, তারপর আবার বয়েডের দিকে তাকাল বিশালদেহী। খনখনে গলায় বলল, 'হাতে পিস্তল থাকলে ওরকম হুমকি একটা

বাচ্চা ছেলেও দিতে পারে।'

একদৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বয়েড, তারপর স্টিভকে 'নজর রেখো,' বলে নামল ঘোড়া থেকে। পিস্তল ঢুকাল হোলস্টারে, গানবেল্ট খুলে ঝুলিয়ে রাখল স্যাডলের সঙ্গে। তারপর ঘুরে মুখোমুখি হলো বিশালদেহীর। 'এখন আমরা দু'জনই সমান সমান। মানে তোমারও পিস্তল নেই, আমারও নেই; তোমারও দুটো হাত আর দুটো পা আছে, আমারও আছে। এখন আবার বলছি, বেরিয়ে যাও আমার স্প্রেড ছেড়ে। আগের বার সময় দিয়েছিলাম এক ঘণ্টা, বেয়াদবি করায় আধ ঘণ্টা কমিয়ে দিলাম। মালসামানসহ যাবে। আর কোনোদিন যেন তোমাকে বা তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের না-দেখি।' কয়েক কদম আগে বাড়ল সে, আরও কাছাকাছি হলো বিশালদেহী লোকটার।

বয়েডকে আপাদমস্তক দেখল লোকটা। তারপর দাঁত বের করে নোংরা হাসি হাসল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। চোখ তুলে তাকাল স্টিভের দিকে। কখন যেন সিগারেট ধরিয়েছে সে, টানছে অলস ভঙ্গিতে। স্যাডলের উপর বসে আছে মূর্তির মতো, এক হাতে রাইফেল। এত অবহেলায় ধরে আছে অস্ত্রটা, দেখলে মনে হয় রাইফেল নয় গাছের ভাঙা ডাল ধরে আছে যেন।

আবারও হাসল বিশালদেহী। তারপর হঠাৎ করেই হাসিটা মুছে গেল ওর চেহারা থেকে। চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে তুলল সে, কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়াল। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে, যেন এখনই জাপটে ধরবে বয়েডকে।

মাথা নিচু করে ছুটে এল সে হঠাৎ। একেবারে শেষ মুহূর্তে চট করে একপাশে সরে গেল বয়েড। ততক্ষণে ওকে ধরতে না-পেরে ভারসাম্য কিছুটা হলেও হারিয়ে ফেলেছে বিশালদেহী। সুযোগটা নিল বয়েড, বাঁ হাত দিয়ে জোরে ঘুসি মারল লোকটার ডান চোখের উপর। থমকে গেল লোকটা, কুঁজো শরীর সোজা হয়ে গেল আপনাআপনি, সামনে বয়েড নেই জানার পর বাতাসে নিষ্ফল থাবা চালাল কয়েকবার। আসলে বিশাল শরীরটাই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর জন্য—যতটা দ্রুত নড়াচড়া করা দরকার ততটা দ্রুত নড়তে পারছে না সে।

আবারও জায়গা বদল করল বয়েড। বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে সর্বশক্তিতে ঘুসি মারল বিশালদেহীর পাঁজর আর পেটের সংযোগস্থলে। এবার মুখ হাঁ হয়ে গেল লোকটার, ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে এল সেখান দিয়ে। দম নিয়ে আবার হাত তুলল সে, থাবা চালাবে এখনই। ওকে সুযোগটা দিল না বয়েড। খুব দ্রুত তিন বার ঘুসি মারল সে লোকটার মুখে, নাকে, চোয়ালে। তারপর আবার সরে গেল দূরে। কিন্তু স্বাভাবিক একজন লোকের জন্য যতটা গুরুতর হতো আঘাতগুলো, বিশালদেহীর জন্য ততটা হলো না। একবার মাথা ঝাড়া দিয়েই ব্যথা হজম করল সে, তারপর বয়েডকে চমকে দিয়ে ডান পা তুলল এবং সে সরে যাওয়ার আগেই প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল বয়েডের বাঁ উরুতে।

প্রায় উড়ে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে পড়ল বয়েড, ইচ্ছার বিরুদ্ধে গড়ান খেল দু'বার। ওর মনে হলো মানুষের নয়, ঘোড়ার লাথি খেয়েছে। ওকে এক মুহূর্ত

সময়ও দিতে রাজি নয় বিশালদেহী, তাই আবার ছুট লাগাল সে। কিন্তু ধরাশায়ী বয়েডের কাছে গিয়ে ওর মুখ থেঁতলে দেয়ার ইচ্ছায় ডান পা তোলামাত্র বোকা বনতে হলো ওকে—বাঁ পা ধরে সর্বশক্তিতে টান দিয়ে ওকেই মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বয়েড। তারপর ছুটে গিয়ে বুটের ডগা দিয়ে জোরে লাথি মারল বিশালদেহীর বাঁ কানে, চোয়াল আর গলার সংযোগস্থলে। সরে গেল কিছুটা, অপেক্ষা করতে লাগল প্রতিপক্ষের জন্য।

প্রথমে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে বসল বিশালদেহী, তারপর টলতে টলতে ভর দিয়ে দাঁড়াল দু'পায়ে। লড়াইটা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা ছিল না বয়েডের, তাই আবার কাছে গেল সে; একের পর এক ঘুসি মারতে লাগল বিশালদেহীর চোখে, মুখে, নাকে, কানে, গলায়, বুকে। দু'একবার হাত চালিয়ে জবাব দিল লোকটা, কিন্তু ততক্ষণে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সে, তাই আঘাতগুলো সহ্য করতে পারল বয়েড। যখন দেখল বাধা দেয়ার আর ক্ষমতা নেই ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর, দু'কদম পিছাল সে, তারপর জোরে লাথি মারল বিশালদেহীর তলপেটে। কাটা গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ পর গোঙাতে শুরু করল সে। তখনও হাঁপাচ্ছে বয়েড। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল বিশালদেহীকে, 'সাধ মিটেছে? নাকি ইচ্ছা আছে আরও? থাকলে ওঠো, শুরু করা যাক আবার।'

কিছুই বলল না বিশালদেহী, শুয়ে থাকল আগের মতোই। ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বয়েডের দিকে।

'নাটক দেখতে কিন্তু হাজির হয়ে গেছে আরও কয়েকজন,' ঠাট্টার সুরে জানান দিল স্টিভ।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বয়েড। কিছুটা দূরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে আরও চার দখলদার। ভাবভঙ্গি আপাতত নিরীহ, দৃষ্টিতে বয়েডের প্রতি যতটা না ঘৃণা তারচেয়ে বেশি সমীহ।

'তোমাদের কী ইচ্ছা?' চার আগন্তুকের দিকে তাকাল কিন্তু বিশালদেহীর কথা ভুলল না বয়েড। 'কার গায়ে কত জোর পরীক্ষা করার ইচ্ছা থাকলে আসতে পারো একজন একজন করে।'

কেউ এগিয়ে এল না।

'যাও,' বিশালদেহীসহ চার আগন্তুককে আদেশ দিল বয়েড, 'শ্যাকে গিয়ে ঢোকো সবাই। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।'

ধীরে ধীরে উঠল বিশালদেহী, সবার আগে শ্যাকের দিকে এগিয়ে গেল সে-ই। দরজা খুলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল একবার, দৃষ্টিতে গ্লানি। তারপর মাথা নিচু করে ঢুকে গেল ভিতরে। বাকি চার দখলদার অনুসরণ করল ওকে। এরপর ঢুকল বয়েড, সবশেষে স্টিভ। দরজা লাগাল না সে, দরজার ঠিক পাশেই শ্যাকের একদিকের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

শ্যাকের ভিতরটা একনজর দেখে যে-কেউ বলে দিতে পারবে, শ্যাকটা যদি বিশালদেহীর হয় তা হলে নিঃসন্দেহে বউ নেই ওর। হয় বিয়েই করেনি, না-হয়

মারা গেছে অথবা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। একটাই মাত্র কামরা শ্যাকে, এককোনায় দোতলা একটা বাঙ্ক, একতলায় ঘুমায় বিশালদেহী আর উপরতলাটা আজেবাজে জিনিসপত্রে ঠাসা। ঠিক উল্টোদিকে একটা স্টোভ এবং ভাঙাচোরা একটা টেবিল। টেবিলের সঙ্গে তিনটা চেয়ার। আরেকদিকের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা আছে অনেক পুরনো আমলের একটা শেলফ এবং এক-পা-ভাঙা একটা লোহার চেয়ার। আর কোনো আসবাব নেই।

'বসো তোমরা,' বলল বয়েড।

এক দখলদারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাঙ্কে গিয়ে বসল বিশালদেহী। বাকি তিন দখলদার বসল টেবিল ঘিরে, তিন চেয়ারে। কামরার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল বয়েড, সময় নিয়ে দেখল পাঁচ দখলদারকে, তারপর ধীরেসুস্থে সিগারেট বানাল একটা। ধরিয়ে টানছে, এমন সময় মুখ খুলল এক দখলদার, 'কী বলার জন্য গরুর মতো খেদিয়ে জড়ো করেছ আমাদেরকে এই শ্যাকের ভিতরে? কাজ আছে আমাদের, তাড়াতাড়ি করো, নিশ্চয়ই সারাদিন আট[illegible] না?'

'গরুর মতো খেদিয়ে,' হাসল বয়েড, 'কথাটা ভালোই বলেছ। নিজেদেরকে যখন ওরকম মনে করতে শুরু করেছ তখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যাবে।' একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'আশা করি তোমাদের বুঝতে বাকি নেই আমার উদ্দেশ্য কী?'

দখলদারদের কেউই কিছু বলল না।

'তোমাদের সবাইকে এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দিতে পারি আমি। পুড়িয়ে দিতে পারি তোমাদের শ্যাকগুলো। পারি না?'

'পারো,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভারী কণ্ঠে বলল বিশালদেহী।

'গুলি করে মারতে পারি তোমাদের ঘোড়াগুলোকে, পুড়িয়ে ছাই করতে পারি তোমাদের মালসামান। ওসব করার সময় তোমরা কতটা বাধা দেবে বা দেবে না সেটা বড় কথা না, আইন কিন্তু আমাকে কিছুই বলবে না। জানো সেটা?'

আবারও চুপ করে থাকল দখলদাররা।

'কেন বলবে না সেটা জানো?'

'জানি,' আবারও বলল বিশালদেহী।

'কত দিন থেকে দখলে আছো তোমরা?' জানতে চাইল বয়েড।

'তিন বছর,' ঘরে ঢোকার পর পরই পকেট থেকে রুমাল বের করে চেহারার রক্ত মোছার চেষ্টা করছিল বিশালদেহী, এবার রুমালটা চোখের সামনে ধরে দেখল অবস্থা কী।

আবারও ধোঁয়া ছাড়ল বয়েড, সময় নিয়ে দেখল দখলদারদের। তারপর বলল, 'আপাতত তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা নেই আমার। থাকতে দেবো, কিন্তু আমার হয়ে কাজ করতে হবে। রাজি?'

'কী কাজ?'

'বর্গা চাষ। আলফালফা গাছের চাষ করতে চাই, আমার হয়ে খাটবে তোমরা। লাভের চল্লিশ ভাগ তোমাদের, ষাট ভাগ আমার। রাজি থাকলে বলো, আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করতে চাই আমি। কয়েকজন মেক্সিকান শ্রমিক ভাড়া করে আনবো, যে-জমি ব্যবহার করবে তোমরা সে-জমি পর্যন্ত খাল কেটে পানির ব্যবস্থা করিয়ে দেবো ওদেরকে দিয়ে। আবহাওয়া ভালো থাকলে এক কি বেশি হলে দেড় সপ্তাহের মধ্যেই চারা লাগিয়ে দিতে পারবে তোমরা। ঠিকমতো পানি পেলে এই গরমের মৌসুম শেষ হওয়ার আগে তিনটা ফলন তোলা যাবে। ভেবে দেখো, তিনটা ফলনের চল্লিশ ভাগ—কম না। আমার জমি বেআইনিভাবে দখল করে চাষবাস করে কোনোরকমে টিকে আছো, তারচেয়ে আইনসঙ্গত উপায়ে বর্গা চাষ করে লাভবান হওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ না?'

একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে দখলদাররা, বয়েডের প্রস্তাবের জবাবে কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'খাটুনি হবে, অস্বীকার করবো না,' বলে চলল বয়েড, 'কিন্তু তোমাদের কামাই-এর উপর দাবি থাকবে না কারও এবং সবচেয়ে বড় কথা আইনের চোখে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে না। ...রাজি?'

কিন্তু এবারও কিছু বলল না দখলদাররা।

'রাজি না-থাকলে মালসামান গুছিয়ে ফেলো। আমি আর স্টিভ পাহারায় থাকছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দাও আমার জমি।'

বিশালদেহী ছাড়া অন্য যে-দখলদার কথা বলেছিল, সঙ্গীদেরকে ভালোমতো দেখে নিয়ে বলল সে, 'ওরা কেউ রাজি থাক বা না-থাক, আমি রাজি। এবং খুশি মনেই। আসলে...' অপরাধীর দৃষ্টিতে বয়েডের দিকে তাকাল, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ করতে গিয়েও করল না, 'আমার মেয়েকে নিয়ে ওর জামাইও থাকে আমার সঙ্গে, বললে ওই ছেলেটাও রাজি হয়ে যাবে। ভালো একটা কাজ খুঁজছে সে অনেকদিন থেকে, এবার বোধহয় কিছু একটা জুটল কপালে!'

'আমিও রাজি,' বলল বিশালদেহী। 'এখানে আসার পর এই তিন বছরে যা কামিয়েছি, আলফালফার ফলন ঠিকমতো হলে গরমের মৌসুম শেষ হওয়ার আগে তারচেয়ে বেশি কামাই করতে পারবো মনে হয়।'

বাকি দখলদাররাও রাজি হয়ে গেল।

'আরেকটা কথা,' দখলদারদের এত সহজে রাজি করাতে পেরে কিছুটা হলেও খুশি বয়েড, 'স্প্রেডের তুলনায় গরু-বাছুর খুবই কম আমাদের, যা-ও আছে আমার বোনের কাছ থেকে শুনেছি একটা-দুটো করে নাকি হারিয়ে যায় নিয়মিত।' থামল সে, দখলদারদের চেহারাগুলো দেখল ভালোমতো। 'এই ব্যাপারে যদি হাত থেকে থাকে তোমাদের, আশা করি আজকের পর থেকে আর কার্যকর থাকবে না সে-হাত। যত তাড়াতাড়ি পারি টালি করবো আমি, তখন কোন্‌টা আমাদের গরু আর কোন্‌টা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না আমার।'

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দখলদাররা, চেহারায় স্পষ্ট অস্বস্তি।

'সব কিছু ঠিক থাকলে,' বলে চলল বয়েড, 'ধরে নিতে পারো বেশ ভালো একটা চাকরি পেয়ে গেছ। এখন চাকরিটা ঠিকমতো করাই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এই স্প্রেডের কোনো কোনো জায়গার জমি খুবই উর্বর, পানিরও অভাব নেই, আর তোমরা যখন রাজি হয়ে গেছ তখন হর্সহেডে গিয়ে শুধু বীজের অর্ডার দেয়াটাই বাকি আছে আমার। ধরে নাও আগামী সপ্তাহের মধ্যে বীজও পেয়ে যাবো।'

'চাকরি ঠিকমতোই করবো আমি,' মেয়েজামাই-এর কথা বলেছিল যে দখলদার সে বলল। 'আমার নাম ব্লেক।'

মাথা ঝাঁকাল বয়েড। 'ভালো। আমার মনে হয় আমাদের রানশটা ভালো করেই চেনো তোমরা, ব্লেক, কোনো দরকার হলে সোজা চলে এসো ওখানে। কথা হবে তখন।'

আর কিছু বলল না কেউ।

শ্যাকের বাইরে বেরিয়ে এসে যার যার ঘোড়ায় চড়ল বয়েড আর স্টিভ। কথা না-বাড়িয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। দখলদারদের এলাকা ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে, এমন সময় রাশ টেনে ঘোড়া থামাল বয়েড, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে। বিশালদেহীর শ্যাক ঘিরে বেশ কিছু নারী-পুরুষের জটলা, বাচ্চারাও আছে ওদের সঙ্গে। ওদের আলোচনার বিষয় কী বুঝতে কষ্ট হয় না।

স্টিভ বলল, 'তোমার এই আলফালফার কথা শুনলে কেলভিন না জানি কী করে!'

'কী আর করবে?' ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিতে দিতে বলল বয়েড। 'আমার জমিতে আমি আলফালফা ফলাই অথবা ভালুক পালি, ওর তো আপত্তি থাকার কথা না!'

আট

রাত দশটার পরে রানশে পৌঁছাল বয়েড আর স্টিভ। ঘোড়া দুটো আস্তাবলে নিয়ে গেল স্টিভ, একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দলাইমলাই শুরু করল। তারপর কিছু দানাপানি দিল খেতে। এককোনায় এলোমেলো হয়ে ছিল কিছু খড়, একটা হে-ফর্ক নিয়ে সাজিয়ে রাখল সেগুলো। কাজ শেষে হে-ফর্কটা রাখতে যাবে জায়গামতো, এমন সময় শুনল বাইরে থেকে আস্তাবলের দরজা খুলে একটা ঘোড়া নিয়ে ভিতরে ঢুকছে কে যেন।

লণ্ঠনের আলোয় ছায়ামূর্তি দেখে ড্যানকে চিনতে একটু সময় লাগল ওর। থমকে গিয়েছিল ড্যানও, এতরাতে আস্তাবলে থাকতে পারে কেউ ভাবেনি বোধহয়। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কেন যেন, তারপর স্বভাবসুলভ মিষ্টি কণ্ঠে

বলল, 'ওহ্, তুমি!'

কিছু বলল না স্টিভ, হে-ফর্কটা রাখল জায়গামতো।

'কিছু মনে না-করলে ওটা দেবে আমাকে? আমার ঘোড়াটার জন্য একটু খড় আলাদা করি?'

ফর্কটা ওর হাতে দিল স্টিভ।

লাগাম ধরে নিজের বিশাল বে-টাকে হাঁটিয়ে জায়গামতো নিয়ে গিয়ে রাখল ড্যান। স্টিভ খেয়াল করল এখনও ফোঁসফোঁস করছে জন্তুটা, তার মানে খুব জোরে ছুটে আসতে হয়েছে ওটাকে। লণ্ঠনের আলোয় চিকচিক করছে ঘামে-ভেজা শরীর।

অনভ্যস্ত হাতে কাজ করতে লাগল ড্যান, উপুড় করে রাখা খালি একটা কাঠের বাক্সের উপর আরাম করে বসে দেখতে লাগল স্টিভ। যে-সোরেলের পিঠে চড়ে আজ সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে ডেভ, হাত বাড়িয়ে সে-ঘোড়াটার কান চুলকে দিচ্ছে সে। ভাব জমাতে চাচ্ছে আসলে। নিজের ঘোড়ার যত্ন নিচ্ছে ড্যান, যদিও আস্তাবলের ঝাঁঝালো গন্ধ সহ্য করতে না-পেরে একটু পর নাক কুঁচকাচ্ছে।

'শুনলাম,' ড্যানই কথা শুরু করল, 'আজ নাকি খুব ব্যস্ত একটা দিন গেছে তোমাদের? কী করলে?'

'অ্যামবুশারের লাশটা নিয়ে গিয়েছিলাম শহরে,' ঘোড়ার কান থেকে হাত সরাল স্টিভ।

'আচ্ছা! তারপর?'

'ব্যাটার নাম জেকব। কেলভিনের মাইনে কাজ করত।'

ঘোড়ার পিঠে ভর দিল ড্যান, ভ্রূ কুঁচকে তাকাল স্টিভের দিকে। 'জেকব? নামটা শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্টিভ, কিছু বলল না।

'তুমি নিশ্চিত কেলভিনের মাইনে কাজ করত লোকটা?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল স্টিভ।

নাক টানল ড্যান, তারপর বিজ্ঞের মতো হাসল। 'কেলভিনের সঙ্গে পানি নিয়ে যে সমস্যা আছে আমাদের বলেছে তোমাদেরকে জেসি?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল স্টিভ। 'জেকবের ব্যাপারে কেলভিনের সঙ্গেও দেখা করেছি আমরা।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল ড্যান। 'কী বলল সে?'

'পরেরবার দেখা হলে আর দেরি করবে না, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে সোজা গুলি করবে বয়েডকে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল টেডের, অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল নিজেকে। 'বয়েড কী বলল?'

'বলল সে-ও ছেড়ে কথা বলবে না।'

স্টিভকে আশ্চর্য করে দিয়ে শিস দিয়ে উঠল ড্যান, দেখে মনে হলো যে-

কোনো কারণেই হোক খুশি সে। কারণটা কী হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল স্টিভ, কিন্তু পারল না। বলল, 'এসব কথা বোলো না তোমার স্ত্রীকে। এমনিতেই হাজারটা চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে বেচারী, তার উপর এসব শুনলে...'

'বলবো না। মেয়েমানুষ এসব শুনে করবেই বা কী? এসব হলো ব্যাটাছেলেদের কাজ। আমি...'

আকাশে মেঘ ডেকে ওঠায় কথা শেষ করতে পারল না ড্যান। অনেক দূরে কোথাও বজ্রপাত হলো, তারপরই শুরু হলো মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি। আস্তাবলের ছাদে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল একটানা ঝমঝম শব্দ। দরজার কাছ থেকে একবার ঘুরে এল স্টিভ, কোরাল-বারের উপর কোনো স্যাডল রাখা আছে কি না দেখল।

বেশিক্ষণ থাকল না বৃষ্টিটা। একটু ধরে আসামাত্র আস্তাবল ছেড়ে বের হলো ওরা দু'জন, রানশ-হাউসের দিকে হাঁটতে লাগল কাদা বাঁচিয়ে। বিদ্যুচ্চমকে ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত হয়ে উঠছে আকাশ, মুখ তুলে একবার দেখে নিয়ে বলল ড্যান, 'আজ সারাদিন খেটেখুটে গর্তটা করতে পেরেছি বলে ভালোই লাগছে এখন। এতক্ষণে দু'ফুটের মতো পানি জমে গেছে সেখানে।'

'কীসের গর্ত?' চলার গতি ধীর করল স্টিভ।

'কাছের এক উপত্যকায় প্রস্পেক্টিং শুরু করেছি আমি। নমুনা দেখে ভালো কিছু বলে মনে হয়নি আমার, তবে যে-কাজ ভালো বুঝি সেটা আবার শুরু করতে হলে হাত ঝালিয়ে নেয়ার জন্য খারাপ না।'

মন্তব্য করল না স্টিভ, কিছু জানতেও চাইল না।

'জানো,' উৎসাহের আতিশয্যে বলে যাচ্ছে ড্যান, 'পুরো বিকেল, এমনকী সন্ধ্যা নামার পরও কাজ করেছি লণ্ঠন জ্বালিয়ে...'

'কিছু মনে কোরো না,' ওকে থামিয়ে দিল স্টিভ, 'প্রস্পেক্টিং-এর ব্যাপার-স্যাপার ভালো বুঝি না আমি। ঘরে চলো, বয়েডরা হয়তো অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'

রানশ-হাউসের রান্নাঘরে ঢুকে দেখল ওরা, কী নিয়ে যেন কথা বলছে বয়েড আর জেসি। ওদেরকে দেখে থেমে গেল। স্টিভের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল জেসি, তারপর উঠে গিয়ে একটা তোয়ালে এনে দিল ড্যানকে হাত-মুখ মোছার জন্য। কথা না-বাড়িয়ে সাপার পরিবেশন করল টেবিলে, একরকম নীরবেই খেয়ে নিল ওরা। খাওয়া শেষে এঁটো থালাবাসনগুলো টেবিল থেকে সরিয়ে ধুয়ে জায়গামতো তুলে রাখার কাজে বোনকে সাহায্য করতে লাগল বয়েড। লম্বা করে হাই তুলল সে, আড়মোড়া ভাঙল কয়েকবার, তারপর গুডনাইট জানিয়ে হাঁটা ধরল ওদের বেডরুমের দিকে। ওর পিছু নিল স্টিভ। জেসি আর ড্যান রয়ে গেল রান্নাঘরে।

নিজের ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে স্টিভকে বলল বয়েড, 'আজ একসঙ্গে ছিলাম, কাল আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে হবে আমাদের।'

'কী কাজ?'

'গরুবাছুরগুলো জড়ো করার চেষ্টা করবো আমি যাতে সহজেই গোনা যায়। তুমি যাবে হর্সহেডে। বীজের অর্ডার দেবে। দু'জন রাইডার ভাড়া করবে। তারপর যাবে স্যান সিদ্রোতে। মানরো পাবেলা নামের এক লোককে খুঁজে বের করবে। আমার কথা বলবে, বলবে কিছুদিনের জন্য দশ জন মেক্সিকান দরকার আমার। মাটি কাটার জন্য, পাথর ভাঙার জন্য, ছোট টিলা উড়িয়ে দেয়ার জন্য যা যা লাগে সব চেয়ে নেবে ওর কাছ থেকে। আমার কথা বললে বাকিও দিতে পারে সে। যদি দেয় তা হলে ভালো, না-দিলে আমি গিয়ে কথা বলবো।' আবারও হাই তুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। 'গুডনাইট। কালকের দিনটা খুব খাটুনি যাবে আমাদের দু'জনেরই। কাজেই নাক ডাকিয়ে ঘুমাও এখন।'

কথা বাড়াল না স্টিভ, আসলে সে-ও ক্লান্ত। শুয়ে পড়ল। এবং বার দু'-এক এপাশ-ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল। ততক্ষণে বয়েডের গভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওদের ঘুম ভাঙল আচমকা, বিকট একটা আওয়াজে। চোখ খুলেই টের পেল বয়েড, মাটি কাঁপছে, অনেক দূরের উপত্যকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা, ঘরের জানালার কম্পনও কমে আসছে ধীরে ধীরে।

কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে বসল স্টিভ, কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে তাকাল বয়েডের দিকে। 'কী ব্যাপার?'

'জানি না। বোঝার চেষ্টা করছি। বজ্রপাত বলে মনে হয় না...'

আওয়াজটা কীসের, ওদেরকে বোঝানোর জন্যই যেন বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে আরেকবার শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। কেঁপে উঠল মাটি; এত জোরে নড়ে উঠল জানালা যে, দেখে মনে হলো ধরে ঝাঁকি দিয়েছে কোনো দানব। গুড়গুড় একটা প্রতিধ্বনি ধাক্কা খেতে লাগল দূরের উপত্যকায়।

'ডিনামাইট!' শুনে মনে হলো নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না বয়েড।

'বলো কী! যে জোরে আওয়াজ হচ্ছে শুনে তো মনে হয় দেশে যত ডিনামাইট আছে সব একসঙ্গে ফাটানো হচ্ছে টাম্বলিং আর-এ!'

খাটের উপর উঠে বসল ওরা দু'জন। চুপ করে বসে থাকল, কী ঘটছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে আসলে। আরও তিন বার শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ।

'কোত্থেকে আসছে?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

'গিয়ে না-দেখলে বোঝা যাবে না,' বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল বয়েড। কাপড় পরে হোলস্টার ঝোলাল কোমরে। 'তুমি যাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিছানা থেকে নামল স্টিভ, কাপড় পরল। তৈরি হয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হলো ওরা। সদর দরজার কাছে না-গিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল বয়েড। দরজার কাছে রাখা স্লিকার গলাল পায়ে, স্টিভকেও ইঙ্গিত করল স্লিকার পরতে। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হয়ে এল বাইরে।

বৃষ্টি হচ্ছে এখনও, তবে আগের মতো জোরে নয়। মেঘ কাটতে শুরু করেছে, পুবাকাশে ভোরের প্রথম আলো। সোজা আস্তাবলে গিয়ে হাজির হলো ওরা, যার যার ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে উঠে বসল, রওয়ানা হয়ে গেল বিস্ফোরণের আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছিল বলে মনে হয়েছে সেদিকে।

এলোমেলো বাতাস বইছে—কখনও দমকা, কখনও মৃদুমন্দ; পোড়া পাউডারের সামান্য গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এত দূর থেকেও। কিছু না-বলে ঘোড়ার গতি বাড়াল বয়েড। অল্পক্ষণেই হাজির হয়ে গেল জঙ্গলের কিনারায়। আকাশের ধূসর আলোটা বাড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে, ছায়া ছায়া অন্ধকার বিদায় নিচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা না-গেলেও ঠাহর করা যায় চারদিক। ঘোড়ার পেটে আবারও গুঁতো দিল বয়েড, স্টিভকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর খারাপ কিছু একটা ঘটেছে; ঘটনাটা কী না-জানা পর্যন্ত অস্বস্তি যাবে না।

অনতিদূরে একটা ট্রেইল, সেটা ধরে এগোলে শেষমাথায় লেক। ট্রেইল ছেড়ে নেমে পড়ল বয়েড, জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পাথুরে জমি ধরে এগোতে শুরু করল। ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না স্টিভ, ট্রেইল ছেড়ে নামল সে-ও। বয়েড যেদিকে এগোচ্ছে সেদিকে পর্বতের সারি এবং একের পর এক উপত্যকা।

পর্বতের চূড়া থেকে ক্ষণে ক্ষণে ধেয়ে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস, কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে স্টিভকে। পিছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস না-করে পারল না সে, 'এখানে কী?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শুধু বয়েড, কিছু বলল না। এগিয়ে চলল।

জঙ্গল পাতলা হতে শুরু করেছে সামনে। কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হচ্ছে মাটি। কাছিয়ে আসছে একটা ঢাল। পাথরে ভরা ঢালটা বেয়ে উঠতে কষ্ট হলো ঘোড়া দুটোর। মাথায় হাজির হওয়ার পর রাশ টানল বয়েড, থামল স্টিভও।

সামনের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। পর্বতের সারির একপ্রান্ত ঘেঁষে এগিয়ে গেছে সিকি মাইল লম্বা একটা অববাহিকা, দূর থেকে কম-বেশি ডিম্বাকৃতির দেখাচ্ছে। মৌসুমী বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেছে, তাই পানি চিকচিক করার কথা ছিল সেখানে; কিন্তু তার বদলে থকথক করছে কাদা। দেখে মনে হচ্ছে দু'দিকের তীর যেন স্বেচ্ছায় ঢুকে গেছে অববাহিকার তলদেশে, পানিপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়ার অভিপ্রায়ে। পানি আছে, কিন্তু প্রবাহ একমুখী নয়, বিভিন্নমুখী; খররোদে শুকিয়ে যেতে সময় লাগবে না। অববাহিকা ছাড়িয়ে ধূসর-আকাশের-পটভূমিতে সবচেয়ে কাছের পর্বতের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল স্টিভ। একদিকের প্রান্তের প্রায় চল্লিশ গজের মতো উধাও হয়ে গেছে, টন টন পাথর গিয়ে পড়ে আছে দূরের ওই লেকের মুখের উপর; বরফ-গলা পানির প্রাকৃতিক যে-লেক ছিল টাম্বলিং আর-এর পানির উৎস, সেটা বলতে গেলে মৃত! বাতাস বের হওয়া বেলুনের মতো অনেকখানি চুপসে গেছে সেটা, কাদা আর পাথরের ছড়াছড়ি সেটার চারপাশে।

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে বয়েডের চেহারা। দৃষ্টি নিষ্প্রাণ,

অনুভূতিশূন্য। শক্ত হয়ে চেপে বসেছে দু'চোয়াল, মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে দু'হাত। দাঁতে দাঁত চেপেই বলল, 'কেলভিন!'

একবার শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ, বন্ধুকে সান্ত্বনা দিল না। জানে হাজার সান্ত্বনাতেও কাজ হবে না এখন।

ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল বয়েড, ঢাল বেয়ে নেমে এগোতে লাগল লেকের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে থামল, নামল স্যাডল ছেড়ে। স্টিভও এল।

ছোট-বড় পাথর আর পাথরের টুকরোয় ভরে গেছে মাটি, হাঁটতে কষ্ট হয়। বেশি হলে পঞ্চাশ ফুটের মতো দূরে আছে পর্বতটা। ছুরি দিয়ে মাখনের একপাশ কেটে নিলে যেমন হয়, পর্বতটা এখন সে-রকম দেখাচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে বা যারাই ডিনামাইট ফাটিয়ে থাকুক, লেকের মুখ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের এবং সে-কাজে সফল হয়েছে তারা। আগে যেখানে ছিল টলটলে পানি, এখন সেখানে পাথর আর কাদার স্তূপ।

অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে এখনও লেকের দিকে তাকিয়ে আছে বয়েড। কিছুক্ষণ পর অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে বলতে লাগল, 'এই লেক থেকে অববাহিকা হয়ে পানি যেত আমাদের রানশে। আমাদের পানির একমাত্র উৎস ছিল এই লেক। পানি না-থাকলে রানশও থাকবে না আমাদের, তার মানে ব্যাংকে রাখা কাগজপত্রের এখন কানাকড়িও দাম নেই।' তিক্ত হাসি হাসল, বন্য দৃষ্টিতে তাকাল আকাশের দিকে। একসময় মুখ নামিয়ে তাকাল স্টিভের দিকে। 'সব শেষ হয়ে গেল! আমরা এখন পথের ফকির।'

কিছু না-বলে বয়েডের সামনে থেকে সরে গিয়ে লেকের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল স্টিভ। পর্বতের ভাঙা অংশ আর লেকের উপর পড়ে থাকা ছোট-বড় পাথরের টুকরোগুলো দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কাজটা যে-ই করে থাকুক, ডিনামাইট সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান আছে লোকটার। প্রথম ডিনামাইটটা পর্বতের এমন জায়গায় ফাটিয়েছে যে, পাথরের বড় বড় চাঁইগুলো পঞ্চাশ-ষাট ফুট উপর থেকে খসে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে সোজা এসে পড়েছে লেকের মুখে। পরের বিস্ফোরণগুলোয় টন টন মাটি এসে পড়েছে লেকের উপর, লেকের পাড় ভেঙে গেছে। ভালোমতো ভেবেচিন্তেই কাজটা করেছে সে এবং বোঝাই যাচ্ছে চিন্তাভাবনা করতেও সময় নিয়েছে যথেষ্ট।'

আরও একবার মৃত লেকটার দিকে তাকাল বয়েড, মাথা ঝাঁকাল ধীরে ধীরে। ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল স্টিভের পাশে। বলল, 'হুঁ। পরিকল্পনা করেই কাজটা করা হয়েছে। কমপক্ষে পাঁচ বার ডিনামাইট ফাটিয়েছে সে। ঠিক জায়গা নির্বাচন করে সেসব জায়গায় রাতারাতি ডিনামাইট বসানো সম্ভব না। টানা কয়েক রাত কাজ করতে হয়েছে লোকটাকে।' থামল সে, স্টিভের দিকে তাকিয়ে ভাবল কী যেন। 'গতকাল কমপক্ষে দু'বার এ-জায়গার এক মাইলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি আমরা। তখন কেন একবারও মনে হলো না লেকটা যাতে নষ্ট হয়ে যায় সে-ব্যাপারে কিছু-না-কিছু করবেই কেলভিন আমার সঙ্গে রাগারাগির পর? কেন একবারও এলাম না এখানে? কেন খুঁজে বের করলাম না ডিনামাইটগুলো? কেন...'

'মাথা ঠাণ্ডা করো,' বয়েডের কাঁধে হাত রাখল স্টিভ।

চুপ হয়ে গেল বয়েড।

পকেট থেকে কাগজ আর তামাক বের করে দুটো সিগারেট বানাল স্টিভ। বয়েডকে দিল একটা, নিজে ধরাল আরেকটা। সিগারেট ধরাতে গিয়ে খেয়াল করল বয়েড, হাত কাঁপছে ওর। ধরানোর পর বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে মনে হলো ওর কিছুটা হলেও ভালো লাগছে।

'কী করবে এখন?' জানতে চাইল স্টিভ।

'বুল'স আই-এ যাবো,' বয়েডের কণ্ঠে উত্তেজনা নেই, বরং অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাসের ছাপ আছে, 'নিজের হাতে খুন করবো কেলভিনকে। এর আগে আট বছর জেল খেটেছি, এবার না-হয় ফাঁসিতে ঝুলবো। কিন্তু ওই লোকটার শেষ দেখে ছাড়বো।'

'দেখো,' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল স্টিভ, 'এখনও সকাল হয়নি। কেলভিন হয়তো এখনও বিছানাই ছাড়েনি। ডিনামাইট যদি ওর ইচ্ছাতেই বিস্ফোরিত হয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই বসায়নি, ফাটিয়ে দিয়ে বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে না এখন। কেউ-না-কেউ করেছে কাজটা ওর হয়ে। আবারও প্রমাণের দরকার হবে আমাদের এবং আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে সে-প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। সুতরাং জনসমক্ষে আসতে দাও ওকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকি আমরা। শহরে একবার পেলে মুখের উপর কথাটা বোলো ওকে, সাহস থাকলে গানফাইটে রাজি হয়ে যাবে সে। তখন না-হয় আমরা...'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বয়েড, 'আমরা না, আমি।'

মাথা ঝাঁকাল স্টিভ। 'ঠিক আছে, তুমি।' সিগারেটে আবারও টান দিল সে। 'অনেক কুচক্রী দেখেছি, অনেকের ব্যাপারে শুনেছি। কিন্তু কেলভিনের মতো শয়তান আর দেখেছি বলে মনে হয় না। লেকের উপর আগে থেকেই চোখ ছিল ওর, তুমি ফিরে আসার পর কাজটা সহজ হবে না টের পেয়ে তোমাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, পারল না। লেকটা কোনোদিনই সে পাবে না বুঝতে পেরে লেকটাই যাতে না-থাকে সে-জন্য ডিনামাইট ফাটিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল!'

কোনো মন্তব্য করল না বয়েড, ঘোড়ায় চড়ল। চলতে শুরু করল ধীর গতিতে। টিলা থেকে নেমে ট্রেইলে গিয়ে উঠল একসময়। বিরাট সোরেলটার পিঠে কুঁজো হয়ে বসে আছে সে, কিম্ভূত একটা মূর্তির মতো দেখাচ্ছে ওকে সকালের ধূসর আলোয়। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিছুক্ষণ পর জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল ওর ঘোড়া, দেখা গেল না ওকে আর।

এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিল স্টিভ, ঘাড় ঘুরিয়ে শেষবারের মতো তাকাল ডিনামাইটের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পর্বতের দিকে। বিড় বিড় করে অনেকক্ষণ ধরে অভিশাপ দিল কেলভিনকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে গিয়ে চড়ল নিজের ঘোড়ার পিঠে। লাগাম দিয়ে মৃদু একটা আঘাত করল ঘোড়ার ঘাড়ে, চলতে শুরু করল জন্তুটা। টের পাচ্ছে ঠিকমতো বসেনি ওর মনিব, কোন্ দিকে যেতে চায় তা-ও বুঝিয়ে দিচ্ছে না, তাই বয়েডের ঘোড়া

যেদিকে গেছে সেদিকেই হাঁটতে লাগল সেটা। কিন্তু ততক্ষণে জঙ্গলের ভিতরে হারিয়ে গেছে বয়েডের সোরেল, তাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল স্টিভের বে। আনমনা হয়ে পড়া মনিবের তরফ থেকে কোনো সাড়া নেই, একটানা বৃষ্টিতে ভিজতেও বোধহয় আর ভালো লাগছিল না ওটার, তাই কাছের এক পাইন গাছের দিকে এগিয়ে গেল জন্তুটা। গাছের নীচে গিয়ে থেমে দাঁড়াল এবং হঠাৎ করেই স্টিভ খেয়াল করল ভুল জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে ওর ঘোড়া।

'গাধার বাচ্চা!' গাল দিয়ে উঠল স্টিভ, লাগাম ধরে টান দিতে গেল। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের কাছে, গাছের শিকড় জড়িয়ে কার্পেটের মতো ছড়িয়ে থাকা পাইন-কাঁটার বিস্তারের দিকে চোখ পড়ামাত্র থমকে গেল সে।

কিছু কাঁটা ঘন হয়ে জন্মেছে সেখানে, তাই আশপাশের জায়গার মতো ততটা ভেজেনি বৃষ্টিতে; নিতান্ত অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলা আধ-খাওয়া একটা সিগারেটের টুকরো দেখা যাচ্ছে সহজেই।

স্যাডল ছেড়ে নামল স্টিভ। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে গেল টুকরোটা। তখনই চোখ পড়ল বুটের ছাপটার উপর। টাটকা ছাপ, একনজর দেখেই বলে দেয়া যায় যারই হোক গতরাতে এখানে এসেছিল লোকটা।

বুটের ছাপটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টিভ। আকৃতি দেখে বিশালদেহী মনে হয় না লোকটাকে, কিন্তু গড়ন দেখে মনে হয় ওই ধরনের বুট সচরাচর ব্যবহৃত হয় না পশ্চিমের এই অঞ্চলে। ছাপটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল স্টিভ, বিঘতের হিসেবে মাপল। তারপর সিগারেটের পোড়া টুকরোটা তুলে নিয়ে ভরল পকেটে। এরপর স্যাডলে চড়ে রওয়ানা হয়ে গেল দূরের জঙ্গলের দিকে।

স্টিভ নিশ্চিত, কাল রাতে ডিনামাইটগুলো ফাটানোর পর ফিরে যাওয়ার আগে ওই পাইনগাছের নীচে কিছু সময়ের জন্য থেমে দাঁড়িয়েছিল কেলভিনের কোনো কর্মচারী। সিগারেট ধরিয়েছে, কিছুক্ষণ ধূমপান করার পর চলে গেছে। যাওয়ার আগে নিজের অজান্তেই নিজের উপস্থিতির প্রমাণ রেখে গেছে।

জঙ্গলের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল স্টিভ। বয়েড হয়তো অপেক্ষা করছে।

নয়

বৃষ্টিতে শার্ট ভিজে গেছে, ভিজে গেছে পকেটের ভিতরে রাখা তামাকের প্যাকেট। ভেজা হাত দিয়ে প্যাকেটটা বের করে আনতে গিয়ে বেশ কয়েকবার হাতড়াতে হলো বুড়ো ওয়াইলিকে। বুল'স আই-এর অফিসের বাইরে, কাঠের বোর্ডের উপর টানা চালার নীচে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে চলন্ত ওর-ওয়্যাগনগুলোর চাকার খটখটানি শুনছে সে, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে রাতের অন্ধকারে মুষলধারার বৃষ্টি। মাঝেমধ্যে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে ওর গায়ে, তাতেই ভিজে যাচ্ছে শার্ট আর

হ্যাট, কিন্তু নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইলি।

তামাকের প্যাকেটটা গালের সঙ্গে ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে। বিরক্ত হয়ে উঠল হঠাৎ, অভিশাপ দিল নিজেকে, নিজের ভাগ্যকে, মুষলধারার এই বৃষ্টিকে এবং সবশেষে কেলভিনকে। তারপর 'না করে উপায় নেই,' বলে ঘুরে এগোল কয়েক কদম, হাতড়ে খুঁজে বের করল দরজার হাতল, মোচড় দিল।

ভিতরে, নিজের ডেস্কে লণ্ঠন জ্বালিয়ে কাজ করছিল কেলভিন, দরজা খোলার আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকাল। এই সময়ে ওয়াইলিকে ঢুকতে দেখে আশ্চর্য হলো কিছুটা, কিন্তু স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে শুধু বলল, 'হ্যালো।'

সশব্দে দরজাটা বন্ধ করল ওয়াইলি। 'হাউডি, কেলভিন।'

কেলভিনের নীল চোখের দৃষ্টি স্থির হলো বুড়ো ওর-ফ্রেইটারের চেহারায়। জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর? কাজ কেমন চলছে?'

'চলছে,' মাথা নেড়ে দায়সারাভাবে জবাব দিল ওয়াইলি।

ভ্রূ কুঁচকাল কেলভিন। 'কী ব্যাপার? কোনো সমস্যা?'

'না।'

'বসো,' ইঙ্গিতে ডেস্কের উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ার দেখাল কেলভিন। বসা অবস্থায়ই ঝুঁকল কিছুটা, একদিকের ড্রয়ার খুলে বের করে আনল একটা মদের-বোতল আর একটা গ্লাস। জিনিস দুটো বাড়িয়ে দিল সে ওয়াইলির দিকে। 'গলা ভেজাও।'

প্রথম পেগটা তাড়াহুড়ো করে গিলল ওয়াইলি, তারপর আবার মদ ঢালল গ্লাসে, আস্তে আস্তে পান করতে লাগল। কেলভিনের চেহারাটা কিছুক্ষণ যাচাই করে নিয়ে বলল, 'তোমার কী হয়েছে? এত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন?'

মাথা নাড়ল কেলভিন। 'ইদানীং এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যার কারণে মান-সম্মান নিয়ে এ-এলাকায় থাকাটা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। লোকে আজকাল আমার মুখের উপর আমাকে খুনী বলে। বলে আমি নাকি পানিচোর। নিজের মাইনের জন্য আরেকজনের লেক দখল করি। খুন করানোর জন্য অ্যামবুশার পাঠাই।'

'আমি বুড়ো হয়েছি, পিস্তলেও চালুহাত ছিলাম না কোনোকালে, কিন্তু আমার মুখের উপর ওরকম কথা কেউ বললে...। কে বলেছে কথাটা?'

'বয়েড। চেনো? আমাদের প্রতিবেশী—টাম্বলিং আর-এর অর্ধেকের মালিক। ছোকরা আমার মুখের উপর এসব কথা শুনিয়ে গেল—ভাবতে পারো! অবশ্য একটা কথা ঠিক—পানি নিয়ে টাম্বলিং আর-এর সঙ্গে সমস্যা আছে আমার।'

'তোমার মুখের উপর শুনিয়ে গেল! তুমিও চুপচাপ শুনলে! কিছুই বললে না?'

'করতে চেয়েছিলাম, শেরিফ থামিয়ে দিল।' চোখ জ্বলে উঠল কেলভিনের, শক্ত হলো চোয়াল। উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকে এল সে; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে, মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য আরাম করে হেলান দিল চেয়ারে।

'বয়েড মানে আট বছরের জন্য জেল হয়েছিল যে-ছেলেটার সে-ই তো? ও তোমাকে হুমকি দিয়ে থাকলে হালকাভাবে নেয়াটা ঠিক হবে না। পিস্তলে দারুণ

চালু হাত ওর। আর যা বলে করে দেখায়, অন্তত সেরকমই শুনেছিলাম।'

'পিস্তলে চালুহাত হওয়াটা দোষের না গুণের ইতোমধ্যেই জেনে গেছে সবাই। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে খারাপ লেগেছে তা হলো, ছোকরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ওকে খুন করানোর জন্য জেকবকে পাঠিয়েছিলাম আমি। আইনসঙ্গতভাবে হোক বা বেআইনিভাবে হোক, লেকটা নাকি দখল করতে চাই। এসব এলাকার লোকদের স্বভাব তো জানো—আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়ায়; বয়েডের মুখ থেকে শহরেও ছড়িয়েছে কথাগুলো, আমার মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। দশ-পনেরো বছর আগে হলে এসব পাত্তাই দিতাম না। কিন্তু এখন আমার যা বয়স আর ব্যবসার যা অবস্থা, কেলেঙ্কারি একবার হয়ে গেলে...'

সহমর্মিতার অকপট একটা ভাব প্রকাশিত হলো ওয়াইলির চেহারায়। 'পাত্তা এখনও দিয়ো না। যেভাবে চালাচ্ছিলে চালাতে থাকো। শার্ট-প্যান্টের মতোই হোলস্টার পরে থেকো সবসময়, বয়েডের সঙ্গে যেখানেই দেখা হোক, আরেকবার যদি ওসব কথা বলে সে, ইচ্ছেমতো সীসা গিলিয়ে দিয়ো। নাক টিপলে যাদের দুধ পড়ে অথচ বকবক করে বেশি, তাদের একটা শিক্ষা হওয়া উচিত।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেলভিন। 'তোমার কাজের খবর কী? আজ রাতে শেষ করতে পারবে?'

একটানা বৃষ্টির আওয়াজ বাইরে, কিন্তু কান পাতলে ওয়্যাগনে আকরিক তোলার মৃদু শব্দ শোনা যায় বন্ধ অফিসঘর থেকেও। হাত তুলে সেদিকে ইঙ্গিত করল ওয়াইলি, বলল, 'কাজ শেষের পথে। কিন্তু যে-হারে বৃষ্টি হচ্ছে, এত আকরিক নিয়ে হর্সহেডে যাবো কীভাবে সেটাই ভাবছি। কাদায় সয়লাব হয়ে যাবে পথঘাট, রাস্তা হয়ে যাবে জলাভূমি। সেখান দিয়ে ছয়-ঘোড়ার মালগাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন কোনো বাপের ব্যাটা আছে নাকি এ-তল্লাটে?'

'আমি সত্যি দুঃখিত, ওয়াইলি। এত বৃষ্টির মধ্যে, এত রাতে খাটাতে হচ্ছে লোকগুলোকে। কিন্তু আমার করারও কিছু নেই। এবারও যদি ঠিক সময়ে মাল দিতে না-পারি তা হলে আগামী মাসে বেতনও দিতে পারবো না শ্রমিকদের।'

'জানি,' চেহারা মলিন হয়ে গেছে ওয়াইলির। 'ব্যবসার অবস্থা এমন হয়েছে আজকাল, সোনার খনি থাকলেও মানুষকে ভাবতে হয় সামনের মাসে শ্রমিকদের টাকা দেবে কোত্থেকে!'

কিছু বলল না কেলভিন, উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দরজার দিকে।

'না-পারলে সময় থাকতে থাকতেই গুটিয়ে নাও, কেলভিন,' বলে চলল ওয়াইলি, 'আমার কথা শোনো। বয়স হয়েছে আমার, অনেক খনিতে কাজ করেছি, দেখেছিও অনেক। তোমার আত্মসম্মানবোধ বেশি, এই সম্মান বাকি থাকতে থাকতেই সরে পড়ো এখান থেকে। ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে তোমার, লালবাতি জ্বলার আগেই বন্ধ করে দাও। বিক্রি করে দাও, যে-টাকা পাবে তা দিয়ে অনায়াসে ছোটখাটো একটা রানশ কিনে নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে। আগেও ওই ব্যবসা করেছ, অসুবিধা হবে না তোমার।'

ওর কথার জবাবে এবারও কিছু বলল না কেলভিন, দীর্ঘশ্বাস ফেলল শব্দ করে।

বুল'স আই-এর মালিকের আর কথা বলার ইচ্ছা নেই বুঝে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওয়াইলি, বিদায় না-জানিয়েই এগোল দরজার দিকে। দরজা খুলে থমকে গেল—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী এক যুবতী। টোকা দেয়ার জন্য হাত তুলেছিল মেয়েটা, দরজাটা খুলে যেতে দেখে হাত থেমে গেছে শূন্যেই। লণ্ঠনের একচিলতে আলো গিয়ে পড়েছে মেয়েটার মুখের উপর, মায়াবী চেহারাটা আরও মায়াবী দেখাচ্ছে।

ওয়াইলি আলোর বিপরীতে আছে, তাই ওর ছায়ামূর্তি দেখে ওকে চিনতে পারল না মেয়েটা; কিন্তু সুন্দরী এই যুবতীকে একনজর দেখেই চিনে ফেলল ওয়াইলি। হাসিমুখে বলল, 'সকাল না-হতেই বাপের খোঁজ নিতে এসে গেছে মেয়ে!'

কণ্ঠ শুনে ওয়াইলিকে চিনতে পারল নীনা—কেলভিনের মেয়ে এবং একমাত্র সন্তান। মুচকি হাসল সে। টোল পড়ল গালে, কুঁচকে গেল নাক, আরও সুন্দর দেখাল। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'তোমার কারণেই আমার বুড়ো বাপটা ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না রাতে। আজ হাতেনাতে ধরেছি তোমাকে। খবরদার পালাবে না। আজ বিচার আছে তোমার।'

একগাল হাসল ওয়াইলি, কিছু না-বলে অফিসরুম ছেড়ে চলে গেল বাইরে, দরজাটা টেনে দিল।

বাবার দিকে তাকাল নীনা, হাসিটা এখনও মুছে যায়নি চেহারা থেকে। দু'জন দু'জনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর এগিয়ে গিয়ে কেলভিনের গালে আলতো করে চুমু খেল মেয়েটা।

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল কেলভিন। 'ভোর চারটা। তুই এই সময়ে এখানে?'

হ্যাট খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখল নীনা, একগুচ্ছ কালো কোঁকড়া চুল ওর পিঠ ছাড়িয়ে নেমে গেল নীচের দিকে। লণ্ঠনের আলো প্রতিফলিত হলো ওই চুলে, বোঝা গেল বৃষ্টির ছাঁট থেকে নিজেকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারেনি মেয়েটা। 'ঘুম আসছিল না,' টেবিলের উপরই বসে পড়ে বলল সে, 'সারারাত এখানেই থাকবে জানিয়ে চিরকুট লিখে পাঠালে, ওটা পড়েই মন খারাপ হয়ে গেল আমার। একা একাই সাপার খেতে হলো। ভাবলাম শেষপর্যন্ত হয়তো ফিরে যাবে হর্সহেডে, কিন্তু একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও গেলে না। কী আর করা, বিছানায় গেলাম, এপাশ-ওপাশ করলাম কিছুক্ষণ, তারপর ঘুম আসবে না বুঝতে পেরে উঠে পড়লাম। মনে হলো হয়তো না-খেয়ে আছো, তাই কফি আর কিছু স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে নিয়ে সোজা চলে এলাম।' নীল চোখ ওর-ও, সে-চোখের নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থির হলো কেলভিনের চেহারায়।

'কিন্তু... কাজটা কি উচিত হলো? এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এত রাতে...'

'পাঞ্চো থাকতে ভয় কী, বাবা? ওর পিঠে চড়িয়ে আমাকে যদি নরকেও ছেড়ে

দিয়ে আসো, ঠিকই পথ চিনে নিয়ে এখানে বা হর্সহেডে ফিরতে পারবে সে।'

নীনার যুক্তির কাছে হার মানতে হলো কেলভিনকে। পাঞ্চো আর নীনা একইসঙ্গে বড় হয়েছে, মেয়েটা যখন কিশোরী তখন থেকে ওই ঘোড়াটা ছাড়া অন্য কোনো ঘোড়ার পিঠে চড়েনি; মাঝেমধ্যে কেলভিনের মনে হয় যদি লাগাম ছাড়াও ওটার পিঠে সওয়ার হয় নীনা তবুও জন্তুটা বুঝে যাবে কোথায় কত দ্রুত যেতে চায় ওর মনিব।

কাঁধ থেকে স্যাডলব্যাগ নামাল নীনা, টেবিলের উপর রেখে খুলল। ভিতর থেকে বের করে আনল কাগজে-পেঁচানো বড় বড় দুটো স্যাণ্ডউইচ আর কফিভর্তি একটা হুইস্কির-বোতল। বাবার দিকে ওগুলো বাড়িয়ে দিল, চুপচাপ খেতে শুরু করল কেলভিন। খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, নীনা, ধর্ আমরা যদি হঠাৎ গরীব হয়ে যাই তা হলে কি খুব কষ্ট হবে তোর?'

বুল'স আই-এর অবস্থা যে ভালো নয় জানে নীনা। কিন্তু কতটা খারাপ সেটা জানে না, স্পষ্ট করে কোনোদিন কিছু বলেনি ওকে কেলভিন। আজ ওই প্রশ্ন শুনে যা বোঝার বুঝে নিল মেয়েটা। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বাবার দিকে, তারপর নরম গলায় বলল, 'হ্যাঁ, কষ্ট হবে, কিন্তু সহ্য করবো। ...কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলে, বাবা?'

ক্লান্তভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কেলভিন। 'ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে। লাভ তো হচ্ছেই না, পুঁজি ভাঙিয়ে চলতে হচ্ছে এখন আমাকে। এই অবস্থায় ঘাড়ে চেপেছে আরেক উটকো ঝামেলা—টাম্বলিং আর-এর অর্ধেকের মালিক বয়েড জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে হাজির হয়েছে। যতদূর মনে হয় ওর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হবে আমাকে। খরচ যোগাবো কোত্থেকে সেটাই ভাবছি।'

'বয়েড যে ছাড়া পেয়ে ফিরেছে ওদের রানশে শুনেছি। সে কি এখানেও এসেছিল?'

মাথা ঝাঁকাল কেলভিন। 'আমাদের মধ্যে...কথা কাটাকাটিও হয়েছে।' বয়েড আর স্টিভের সঙ্গে কী হয়েছে বলল সে, তবে বয়েডের করা অভিযোগগুলো চেপে গেল। 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সামনে খারাপ সময় আসছে আমাদের। হয় মামলা ঠুকতে হবে আদালতে, না-হয় বয়েড আর ওর বোন জেসির ঠুকে দেয়া মামলা সামাল দিতে হবে। যেটাই হোক, বিরাট একটা খরচ হবে এবং এই মুহূর্তে ওই পরিমাণ খরচ যোগানোর সামর্থ্য নেই আমার। ...হায় লেক, হায় পানি...' শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই বিকট একটা আওয়াজ শোনা গেল দূরে কোথাও, থরথর করে কেঁপে উঠল অফিসরুম। চমকে উঠল কেলভিন আর নীনা।

'কীসের আওয়াজ?' টেবিল থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে নীনা। 'বাজ পড়ল? এত জোরে?'

'না, বাজ মনে হয় না। বিস্ফোরণ,' অন্যমনস্কভাবে বলল কেলভিন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

'বাবা,' কিছুক্ষণ পর বলল নীনা, 'তোমার আর বয়েডের ব্যাপারটা কি আসলেই আদালত পর্যন্ত গড়াবে? আপোষে মীমাংসা করে নেয়াই কি ভালো না?'

জবাব দিতে পারল না কেলভিন, কারণ আগের চেয়েও জোরে বিস্ফোরণ ঘটেছে দূরে কোথাও, আবার কেঁপে উঠেছে অফিসরুম।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল কেলভিন, এক মুহূর্ত ভাবল কী যেন, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বের হলো বাইরের বোর্ডওয়াকে। চেঁচিয়ে ডাকল, 'ওয়াইলি!'

সাড়া পেতে সময় লাগল। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল বুড়ো ওর-ফ্রেইটারের কণ্ঠ।

'কীসের বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে শ্রমিকরা? ঘরবাড়ি সব কাঁপছে!'

'এখন তো বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা না!' বৃষ্টির চাদর ভেদ করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ওয়াইলিকে। 'বাজ পড়ছে কি না তা-ও বুঝতে পারছি না। এত জোরে কাঁপছে মাটি, মনে হচ্ছে পাহাড় ভেঙে পড়ছে দূরে কোথাও।'

'বাজ পড়লে তো আলো দেখা যাওয়ার কথা,' বাবার পাশে এসে দাঁড়াল নীনা।

অল্প বিরতিতে আরও তিন বার শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি, অনেক দূরের পাহাড়গুলোতে প্রতিধ্বনিত হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

'খোদা!' ওয়াইলির কণ্ঠে নির্ভেজাল আতঙ্ক। 'ডিনামাইট ফাটাচ্ছে কেউ। একের পর এক!'

এখনও বৃষ্টি পড়ছে একটানা। বোর্ডওয়াকের উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিন জন, কেউ কোনো কথা বলছে না। দূরের পাহাড়ে অস্পষ্ট একটা গুম গুম শব্দ। ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে আওয়াজটা, মনে হচ্ছে দূরের পাহাড় থেকে নেমে এই মাইনের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর কোনো দানব।

'পানি,' যেন জোরে বলাটা পাপ এমন ভঙ্গিতে বলল ওয়াইলি।

ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কেলভিন, চেহারা থেকে ধীরে ধীরে রক্ত সরে যাচ্ছে বেচারার। 'খোদা!' বুঝেও যেন বুঝতে চাইছে না সে। 'তার মানে লেকটা...'

'লেক!' চেঁচিয়ে উঠল নীনা। 'ডিনামাইট ফাটিয়ে টাম্বলিং আর-এর লেকটা উড়িয়ে দিয়েছে কেউ। সব পানি এখন পাহাড়ি ঢাল বেয়ে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে...'

'সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টানা সাত-আট ঘণ্টার বৃষ্টির পানি,' কেলভিন বা নীনাকে নয়, কথাটা যেন নিজেকেই বলল ওয়াইলি।

কী করা উচিত ভাবল কিছুক্ষণ কেলভিন। তারপর বলল, 'ওয়াইলি, তোমার লোকদের নিয়ে সরে যাও। মাইনের যেখানেই উঁচু জায়গা আছে, গিয়ে ওঠো সেখানে। ...এখনই যাও, এক মুহূর্তও দেরি কোরো না।' ওয়াইলি চলে যাওয়ার

পর মেয়ের দিকে ঘুরল সে। 'নীনা, তুইও আর দেরি করিস না। গিয়ে পাঞ্চোর পিঠে ওঠ্। যেদিক থেকে আসছে পানি তার উল্টোদিকের কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নে। বিপদ পুরোপুরি না-কাটা পর্যন্ত এই গিরিখাতের ধারেকাছে আসবি না। যা, জলদি যা!' কাঁধে ধাক্কা দিয়ে মেয়েকে বোর্ডওয়াক থেকে নামিয়ে দিল সে। তারপর নেমে গেল নিজেও, একছুটে হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

'বাবা! বাবা!' পিছন থেকে ডাকল নীনা।

সাড়া দিল না কেলভিন, কারণ জানে কথা বলার সময় নেই ওর। বুল'স আই মাইনটা এখন কাদায় সয়লাব, জায়গায় জায়গায় গর্ত এবং সেসব গর্ত ভর্তি হয়ে গেছে পানিতে; সব কিছু অগ্রাহ্য করে মাইন-শ্যাফটের দিকে এগিয়ে চলল সে। ভিতরে নাইট-শিফটে কাজ করছে ছ'জন শ্রমিক। বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিল কেলভিন—পানি ধেয়ে আসার আগেই বের হতে না-পারলে সলিল-সমাধি হয়ে যাবে লোকগুলোর।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অন্ধকারে ঘটল দুর্ঘটনা। পানিভর্তি একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল কেলভিনের বাঁ পা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, বিশাল শরীরের ভার নিতে না-পেরে মচকে গেল ডান পা-এর গোড়ালি। ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপল কেলভিন, তবুও উঠে দাঁড়াল হাঁচড়েপাঁচড়ে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু একটু পরই আবারও কোনো গর্তে আটকে গেল ওর পা, আবারও মাটিতে পড়ে গেল সে। চোখা কোনো আকরিক-খণ্ড বিঁধল বাঁ পা-এর হাঁটুর কাছে, বিশ্রীভাবে কেটে গেল জায়গাটা, গুঙিয়ে উঠল সে। তারপরও থামল না, উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। মাইন-শ্যাফটের ভিতরে থাকা লোকগুলো হয়তো টের পায়নি এখনও, ওদেরকে বাঁচাতেই হবে যেভাবে হোক।

শ্যাফটের মুখের কাছে এসে তৃতীয়বার হুমড়ি খেয়ে পড়ল কেলভিন। ওঠার সময় হাতে ঠেকল পেঁচানো আলগা দড়ির কতগুলো বাণ্ডিল। কপিকল, বুঝতে পারল সে। উঠে দাঁড়ানোর সময় টের পেল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারছে না, বয়স আর শরীরের বিশালত্ব ওকে এগোতে দিচ্ছে না। মুখে লেগে থাকা কাদা হাত দিয়ে মুছতে গিয়ে ঠোঁটে রক্তের স্বাদ টের পেল—কখন যেন কেটে গেছে হাতের তালু। আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসছে হাতটা।

'ওয়াইলি!' ফুসফুসের সব জোর একত্রিত করে ডাকল সে। 'ওয়াইলি তুমি কোথায়?'

কোনো জবাব এল না শ্যাফটের ভিতর থেকে। বাইরে বৃষ্টিপাতের শব্দ এবং পানি ধেয়ে আসার গুমগুম আওয়াজ। আগের চেয়ে জোরালো হয়েছে আওয়াজটা।

'ওয়াইলি!' আবার ডাকল কেলভিন।

সাড়া দিল কেউ, যদিও যথেষ্ট জোরে তারপরও কণ্ঠটা ক্ষীণ মনে হলো কেলভিনের কাছে। লোকটা আদৌ ওয়াইলি কি না নিশ্চিত নয় সে, তারপরও চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায়?'

'এই যে এখানে! ভিতরে। এসো।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোরকমে শ্যাফটের ভিতরে ঢুকল কেলভিন, তারপর শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে এগোল কয়েক শ' গজ। একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ করে দেখতে পেল ওয়াইলিকে। মাটিতে, বলা ভালো কাদার উপর হাঁটু গেড়ে বসে প্রাণপণে চেষ্টা করছে অকেজো একটা লণ্ঠন জ্বালাতে। বার দু'এক জ্বলে উঠে নিভে গেল লণ্ঠনটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্বলতে লাগল। সেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়াইলি।

'তোমার লোকরা কোথায়?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল কেলভিন।

'ভিতরে,' সংক্ষেপে জানাল ওয়াইলি।

'শোনো,' কেলভিনের কণ্ঠে উদ্বেগ, 'বাঁচাতে হবে ওদেরকে। আমার...আমার পা ভেঙে গেছে বোধহয়। তুমি যাও, গিয়ে বের করে নিয়ে এসো ওদেরকে।'

লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল ওয়াইলি, ভালো করে দেখল কেলভিনকে। আঘাত গুরুতর নয় বুঝে একবারমাত্র মাথা ঝাঁকাল, ঢালু হয়ে নেমে ভূগর্ভে ঢুকে যাওয়া শ্যাফটের সুড়ঙ্গপথ ধরে হাঁটতে শুরু করল তারপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। শ্রমিকদের একেকজনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে লাগল ওর কণ্ঠ, একসময় আর শোনা গেল না।

মনে মনে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাল কেলভিন, কারণ এই শ্যাফট মাটির কিছুটা গভীরে নেমে গিয়ে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে এগিয়েছে, অন্য অনেক শ্যাফটের মতো উল্লম্ব নয়। কাদাপানির ঢল যদি এসে হাজির হয়ও এখানে, বাঁচার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে শ্রমিকদের।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেলভিন এখন একা। সামনে এগোতে পারছে না সে মচকে যাওয়া পা-এর কারণে। নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারছে না শ্রমিকদের কথা ভেবে। হাতড়ে হাতড়ে বড় একটা পাথর খুঁজে বের করল সে, উঠে বসল সেটার উপর। কাটা জায়গাটা আলতো করে একবার ছুঁয়ে দেখল রক্ত পড়ছে কি না এখনও। আপনা থেকেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ হুমড়ি খেয়ে একাধিকবার মাটিতে পড়ার কারণে কাদার পুরু প্রলেপ লেগে গেছে জায়গাটাতে।

করার কিছু নেই, তাই আকাশ-পাতাল ভাবনা পেয়ে বসল কেলভিনকে। দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে ভাবতে লাগল সে এবং যতই ভাবল ততই নিশ্চিত হলো কাজটা বয়েড ছাড়া আর কারও নয়।

'বয়েড!' বিড়বিড় করে উঠল সে, 'মরবি তুই! আমার হাতেই তোর মরণ। মরার পর তোর কপালে জাহান্নাম নিশ্চিত!'

বয়েডই দোষী, ভাবল কেলভিন। আইনের জোরে হোক অথবা পেশীর জোরে হোক—কোনোভাবেই কোনোদিন লেকটা পেত না সে। তাই শেষ চাল চালল। ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দিল লেকটা। দুটো লাভ হলো ওর। ওই লেকের পানি আর কোনোদিনও ব্যবহৃত হবে না বুল'স আই-এর কোনো কাজে এবং এমনভাবে ডিনামাইট ফাটাল যাতে কাদাপানির স্রোত সোজা ধেয়ে আসে মাইনটার দিকে,

ডুবে মরে কিছু লোক, ধ্বংস হয় বাড়িঘর। এখানে এসে খুব তোড়জোড় দেখিয়ে গেল, মামলা-মোকদ্দমার ভয় দেখাল, কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানত ওই ঝগড়া আদালত পর্যন্ত গড়ালে বুল'স আই-ই পাবে লেকটা। সুতরাং 'হয় আমার, না-হয় কারও না' নীতিতে কাজ করল স্বার্থপর ছেলেটা।

বাস্তবে ফিরে এল কেলভিন। কান পাতল। ওয়াইলি বা ওর লোকদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। এত দেরি হচ্ছে কেন ওদের? বয়েডের চিন্তা আবার পেয়ে বসল ওকে এবং ভাবতে গিয়ে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল ওর বিশাল শরীর।

কিছুক্ষণ পর কমল ওর রাগ। সামনের সুড়ঙ্গ এখনও অন্ধকার, অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে গুম গুম শব্দটা, অস্পষ্ট একটা কম্পন টের পাওয়া যাচ্ছে, ওয়াইলির কোনো পাত্তা নেই। বাঁচার একটা তাগিদ জাগল কেলভিনের মনে, বুঝল সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা লোকগুলোকে যখন সাহায্য করতে পারছে না তখন নিজেকেই সাহায্য করা উচিত। এখনই বের হতে না-পারলে দেরি হয়ে যেতে পারে। নীনার চেহারাটা একবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। তাড়াহুড়ো করে পাথর থেকে নামল সে, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল চোখ-মুখ। মচকে যাওয়া পা-টা ভীষণ ব্যথা করছে। চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো সে। ওভাবেই এগোতে লাগল শ্যাফটের মুখের দিকে। বেশি দূর এগোতে পারল না—বাঁ হাঁটুতে সাড়া নেই বলতে গেলে। বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকল সে। তারপর শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে এগোতে শুরু করল আবার।

দপদপ করছে কেলভিনের মাথার ভিতরটা, ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরের সুড়ঙ্গমুখটা মনে হচ্ছে তিন-চার মাইল দূরে। চোখের সামনে দুলছে চারপাশ। দেখতে না-পেলেও বুঝতে পারছে তালুর ক্ষত উন্মুক্ত হয়ে গেছে, রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে সেখান থেকে। বার বার ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি, আকাশ দেখতে না-পেলেও একটা-দুটো তারা দেখতে পাচ্ছে সে চোখের সামনে। তবুও থামল না সে, বুঝতে পারছে জ্ঞান হারানোর সময় হয়ে গেছে ওর, সংজ্ঞাহীন হওয়ার আগে যেভাবেই হোক বের হতে হবে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল সে।

সুড়ঙ্গমুখের বাইরে এসে প্রথমেই টের পেল কেলভিন, পাহাড়ি ঢাল বেয়ে তুমুল গতিতে এসে হাজির হয়ে গেছে টন টন কাদামাটি। বৃষ্টি পড়ছে এখনও। বরফশীতল পানির স্পর্শে কেঁপে উঠছে অস্থিমজ্জা পর্যন্ত। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে, হাঁপাতে লাগল। সামনে বিশাল একটা পাথর, অন্ধকারে অতিকায় একটা স্তূপের মতো দেখাচ্ছে, বুকে ভর দিয়ে সেটার দিকে এগোতে লাগল সে। পাথরটার উপর চড়ে বসে থাকতে পারলে জ্যান্ত কবর হওয়া থেকে বাঁচা যাবে সম্ভবত।

এগোচ্ছে কেলভিন। আসছে কাদামাটির স্রোত। কাঁপছে মাটি। বৃষ্টি পড়ছে আগের মতোই। পাথরটার কাছে পৌঁছাতে পারল সে, শরীরের সব শক্তি দু'হাতে জড়ো করে আঁকড়ে ধরল সেটা। ধরে রাখতে পারল না, বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল

হয়ে গেছে। মৃদু একটা গোঙানি বের হয়ে এল কেলভিনের মুখ দিয়ে। আরেকটু এগোল সে, আবার আঁকড়ে ধরল পাথরটা। দম নিল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর তাকাল বাঁ-দিকে।

অনেক বছর আগে, তখনও বিয়ে করেনি সে, নেহাৎ এক কাউবয় হিসেবে পেশাজীবন মাত্র শুরু করেছে পশ্চিমে, রানশের অন্য কাউবয়দের সঙ্গে বাজি ধরে মাছ ধরতে গিয়েছিল খরস্রোতা এক নদীতে। জায়গায় জায়গায় বাঁক ছিল পাহাড়ি ওই নদীতে, ছিল ছোট-বড় অনেক পাথর। খুব কায়দা করে বড় একটা পাথরের উপর চড়ল কেলভিন, ছিপ ফেলল। স্রোতের বিপরীতে চলার চেষ্টা করতে গিয়ে থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছিল তখন এক ঝাঁক মাছ। হঠাৎ পা পিছলে গেল কেলভিনের, নদীতে পড়ে গেল সে। পানির উপরে মুখ তুলে প্রথমেই দেখল, টন টন পানির স্রোত ধেয়ে আসছে ওর দিকে, যেন গিলে নেবে এক হাঁ-এ। অনেক দূর ভেসে গিয়েছিল সে-বার কেলভিন, অন্য কাউবয়রা প্রাণপণ চেষ্টা না-করলে আজ ওর নাম-নিশানাও থাকত না।

কাদামাটির ঢল দেখে ওই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল ওর। মাত্র একটা মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকল সে, তারপরই হাঁচড়েপাঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করল পাথরটার উপর। পারল না, বার বার পিছলে যাচ্ছে হাত। কয়েকবারের চেষ্টায়ও যখন পারল না সে, বুঝল হবে না, আহত-ক্লান্ত শরীরে উঠতে পারবে না বিশাল ওই পাথরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সরে যেতে লাগল সে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে বসল পাথরের আড়ালে, যেদিক থেকে ঢল আসছে সেদিকে পিঠ দিয়ে।

কাদামাটির স্রোত যখন আঘাত করল পাথরটাতে, আরেকবার গোঙানি বেরিয়ে এল কেলভিনের মুখ দিয়ে। 'ওয়াইলি!' বিড় বিড় করে বলল সে। 'জ্যান্ত কবর হয়ে গেল বেচারার! মারা গেল আমার সাত জন লোক।'

নীচে, যত নীচে পারে নেমে যাচ্ছে কাদামাটির ঢল। নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই—যেদিকে পারে সেদিকে ছুটছে; পাথর, ঘর, মেশিন, গাছ যেখানেই বাধা পাচ্ছে দিক পাল্টে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ছোট্ট একটুখানি গর্ত পেলেও ভরাট করে দিয়ে যাচ্ছে, নিজের শক্তির চেয়ে কম শক্তির কোনো কিছু পেলে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে বা ভেঙেচুরে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে।

নিরাপদ আড়ালে আছে বটে কেলভিন, কিন্তু কী ঘটছে ওর মাইনে বুঝতে পেরে বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠল ওর, দম আটকে এল। বিশাল পাথরটা ছাড়িয়ে দৃষ্টি পড়ে শুধু অফিসঘরটার উপর; এতক্ষণ লণ্ঠন জ্বলছিল সেখানে, স্রোতের ধাক্কায় ভেঙে গেল ঘরের কাঠ, আওয়াজ শোনা গেল স্পষ্ট, পানির তোড়ে ভেসে অজানা গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দিল দরজা-জানালা, নিভে গেল লণ্ঠন। আশপাশে, দূরে উল্টে পড়ছে মেশিন, কলকজা ছুটে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে সব। শ্যাফটের বাইরে যারা আছে তারা চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বেচারাদের, তাই ঘোড়ার কথা ভাবছেও না। কিংবা ভাবলেও কোনো লাভ নেই বোধহয়—কে জানে আসার সময় আস্তাবলে রাখা ঘোড়াগুলোকে চাপা দিয়ে এসেছে কি না কাদামাটির ঢল! বেশ

কয়েকবার আতঙ্কিত হ্রেষা শোনার পর জন্তুগুলোর আর কোনো আওয়াজ পেল না কেলভিন। আবারও গুঙিয়ে উঠল সে।

পরক্ষণেই ভীষণ একটা মরমর শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠল কেলভিন, বাধ্য হলো পাথরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে। মেইন বিল্ডিং-এর দিকে তাকানোমাত্র হাত-পা অবশ হয়ে গেল ওর।

কুপিয়ে গোড়া কেটে ফেললে গাছ যেভাবে উল্টে পড়ে, স্রোতের ধাক্কায় ঠিক সেভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে মেইনবিল্ডিং। বুল'স আই ছাড়িয়ে একশ' গজ পিছনে একটা খাঁড়ি আছে, অপ্রতিরোধ্য স্রোতের উপর ভর করে সেদিকে যাচ্ছে বিল্ডিংটা। গিয়ে আছড়ে পড়বে, জানে কেলভিন, ভেঙে টুকরো টুকরো হবে।

হঠাৎ করেই, ঠিক কখন জানে না কেলভিন, তখনও স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে সে, থেমে গেল সব। গুম গুম শব্দটা শোনা যাচ্ছে না আর, কোনো কিছু ভাঙার আওয়াজ নেই, শুধু একটানা বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, তবুও টের পাওয়া যায় বুল'স আই এখন একটা ধ্বংসস্তূপ, থকথকে কাদার রাজত্ব এখন সেখানে।

কাঁপতে লাগল কেলভিন। পা দুটো ওর শরীরের ভর রাখতে পারছে না আর। খুব ক্লান্ত লাগছে; এত শীত করছে যে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি নয় বরফ পড়ছে। থকথকে কাদার উপর বসে পড়তে বাধ্য হলো সে, না-চাইতেও মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের উপর।

বাঁচতে পেরেছে কেউ? ওয়াইলি? অন্য শ্রমিকরা যারা বাইরে ছিল? আর নীনা? পাঞ্চোর পিঠে চড়তে পেরেছিল মেয়েটা সময়মতো?

ধীরে, খুব ধীরে আলো ফুটছে আকাশে। ধূসর পুবাকাশের পটভূমিতে দূরের পাহাড়গুলো নিশ্চল মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। কয়েকজন শ্রমিকের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল কেলভিন। সাড়া দিল না কেউ। ওয়াইলিকেও ডাকল সে কয়েকবার, এবারও কোনো জবাব নেই। কেলভিনের বিশ্বাস, অনেক আগেই দূরের কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওর মেয়ে; তারপরও 'নীনা! নীনা!' বলে কয়েকবার চেঁচাল সে। ওর ক্লান্তিই বাড়ল শুধু, প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।

মানুষের শব্দ পাওয়ার আশায় কান খাড়া করল সে, কিন্তু বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। ভোর হচ্ছে, আশপাশ দেখা যায় আবছামতো; মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আরও একবার উঠে দাঁড়াল সে, তাকাল চারদিকে।

একটা ঘরও আস্ত নেই—ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে সব। দূরের খাঁড়ির একপাশে বিশাল একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ওখানেই আটকে গেছে মেইনবিল্ডিং। অন্য ঘরগুলোর কোনো চিহ্নও নেই। উল্টে পড়ে আছে মাইনের মেশিনগুলো, বোঝাই যাচ্ছে অকেজো হয়ে গেছে ওগুলো। যেদিকে চোখ যায় শুধু কাদা আর কাদা। বুজে গেছে শ্যাফটের মুখ, জানা না-থাকলে বোঝার উপায় নেই সুড়ঙ্গ বলে কোনোকিছু ছিল সেখানে কোনোকালে।

উজাড় হয়ে গেছে কেলভিনের এত সাধের বুল'স আই।

রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল সে। হাতের সামনে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত এখন বয়েডকে। সারা রাতের ক্লান্তি, সব হারানোর বেদনা, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম আর উদ্বেগের পর এই খুনী-আবেগ সহ্য করতে পারল না ওর বুড়ো শরীর।

কয়েক ঘণ্টা পর যখন খুঁজে পাওয়া গেল ওকে তখন জ্ঞান হারিয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে সে থকথকে কাদার উপর, বিশাল ওই পাথরটার পাশে।

দশ

বুল'স আই রানশের বাইরে, কাদায় ভরা পাহাড়ি একটা ঢালের উপর লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল বয়েড। স্টিভ পাশে এসে থামার পর ইঙ্গিতে নীচের মাইনটা দেখাল ওকে।

'মায়া হচ্ছে কেলভিনের জন্য?' পকেট হাতড়ে তামাকের প্যাকেট আর কাগজ বের করল স্টিভ, দ্রুত হাতে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। 'মায়া করলে ভুল করবে। হিসেব কষেই ডিনামাইট ফাটিয়েছে বুড়ো শয়তানটা। পানি আর কাদার স্রোত নিয়ে এসেছে নিজের মাইনের দিকে। খোঁজ নিয়ে দেখো লক্ষ টাকার বীমা করা আছে ওর, ক্ষতি যা হয়েছে তার একটা পয়সাও বহন করতে হবে না ওকে, সব দেবে বীমা কোম্পানি।'

মন্তব্য না-করে ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল বয়েড। ধীর গতিতে মাইনের ভিতরে ঢুকল দু'জন।

একজায়গায় একসঙ্গে কাজ করছে কয়েকজন লোক। কাজ করছে মানে কাদার নীচ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে কিছু একটা। ওদেরকে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল ওরা। বেলচা দিয়ে কিছু একটা করছিল একজন, হাতের ইশারায় ওদের দু'জনকে কাছে ডাকল সে। এগিয়ে গেল বয়েড আর স্টিভ।

'তোমরা কি সকালের শিফটে ছিলে?' চিনতে না-পেরে জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'যে শিফটেই থাকো না কেন, ফুলবাবুর মতো ঘোড়ায় বসে না-থেকে নামো, হাত লাগাও আমাদের সঙ্গে। কুলিয়ে উঠতে পারছি না আমরা।'

'কী হয়েছে?' নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

মাইন শ্যাফটটা যেদিকে ছিল সেদিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। 'রাতে, ভিতরে কাজ করছিল ছ'জন। পাহাড়ি ঢলের খবর দিতে আরও একজন গিয়ে ঢোকে পরে। মোট হলো সাত জন। সাত জনেরই জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে। পাথর আর কাদায় বন্ধ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গমুখ, খোলার চেষ্টা করছি আমরা। যদি কেউ না-মরে থাকে, এখনও চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচানো যাবে লোকটাকে।'

বয়েডের দিকে তাকাল স্টিভ। কয়েকটা মুহূর্ত কী যেন ভাবল বয়েড, তারপর লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেলভিনও ছিল ভিতরে?'

'না। মনে হয় শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। শরীর আর মন দু'জায়গাতেই খুব চোট পেয়েছে বেচারা।'

কিছু বলল না বয়েড, স্টিভও চুপ করে থাকল।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'মুখ বন্ধ করে বসেই থাকবে ঘোড়ার পিঠে? নামো, হাত লাগাও আমাদের সঙ্গে। নাকি মনে কোনো দয়া-মায়া নেই তোমাদের? আটকে পড়া লোকগুলোকে বাঁচাতে চাও না?'

বয়েড আর স্টিভ একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। কেলভিনকে খুন করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে এসেছে ওরা, কিন্তু বুল'স আই-এর অবস্থা দেখে থমকে গেছে দু'জনই। এখন আবার শুনছে কাদামাটির নীচে চাপা পড়েছে সাত জন লোক। সাত জনই কেলভিনের চাকরি করে।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'বন্ধুর। স্যাডল থেকে নামল বয়েড, এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। 'বলো কী করতে হবে। যা বলবে, যেভাবে বলবে, করবো। জীবিত হোক বা মৃত, শ্যাফটের ভিতর থেকে উদ্ধার করবো লোকগুলোকে।'

ক্রোবার আর বেলচা নিয়ে লেগে গেল ওরা আবার। কাদামাটি আর ছোটবড় পাথর সরাতে লাগল শ্যাফটের মুখ থেকে। কাদামাটি এখনও নরম, সহজে সরতে চায় না, যা-ও সরে সুযোগ পেলেই গড়িয়ে চলে আসে আগের জায়গায়। এভাবে হবে না বুঝতে পেরে একটা বুদ্ধি বের করল বয়েড। একটা ঘরও অবশিষ্ট নেই বুল'স আই-এ, কাজেই কাঠের টুকরোরও অভাব নেই; লম্বা, উঁচু আর শক্ত দেখে কতগুলো কাঠ যোগাড় করে নিয়ে এল সে, স্টিভকে সঙ্গে নিয়ে। শ্যাফটের মুখের কাদামাটি সরাতে লাগল আবার, উপর থেকে যাতে নরম মাটি গড়িয়ে নীচের দিকে আসতে না-পারে সেজন্য ঠেস দিয়ে রাখল কাঠ দিয়ে। বড় পেরেক বা হাতুড়ি কোনোটাই নেই হাতের কাছে, শহরে গিয়ে নিয়ে আসার মতো পর্যাপ্ত সময়ও নেই, তাই কাঠ ধরে রাখার কাজে লাগিয়ে দিল সে দু'জন লোককে। যে লোকটার সঙ্গে ওদের কথা হয়েছিল প্রথমে, কোত্থেকে একটা বড় বালতি নিয়ে এল সে। কাদার নীচ থেকে উদ্ধার করা গেল লম্বা আর মোটা দড়ি। শ্যাফটের ভিতরের, সুড়ঙ্গমুখের কাদামাটি সরাতে লাগল ওরা একটু একটু করে; ফেলতে লাগল কাঠের 'দেয়ালের' ওপাশে। এক ঘণ্টা খাটুনির পর অনেকখানি উন্মুক্ত হয়ে গেল সুড়ঙ্গমুখটা।

হর্সহেড থেকে ত্রিশ-চল্লিশ জন লোকের একটা দল হাজির হলো এমন সময়। কী হয়েছে জানে ওরা, সঙ্গে করে ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। সোজা শ্যাফটের দিকে এগিয়ে এল ওরা, একটা মুহূর্তও নষ্ট না-করে কাজে লেগে গেল। এতক্ষণ একটানা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল বয়েড আর স্টিভ, নতুন লোকগুলোর জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে এল ওরা। শ্যাফটের বাইরে দাঁড়িয়ে নীরবে ধূমপান করল কিছুক্ষণ, তারপর শহর থেকে আসা এক লোককে জিজ্ঞেস

করল বয়েড, 'কেলভিন কোথায় আছে বলতে পারো?'

এমনভাবে ওর দিকে তাকাল লোকটা যেন কেলভিন কোথায় আছে না-জানাটা মহা অন্যায়। বয়েডকে আপাদমস্তক দেখল সে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসায়। কোন্ শিফটের লোক তুমি?'

জবাব দিল না বয়েড, দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। ঘুরে রওয়ানা হয়ে গেল নিজের ঘোড়ার উদ্দেশে। একটু পর স্টিভকে সঙ্গে নিয়ে হর্সহেডে যাওয়ার ট্রেইল ধরল।

শহরময় গুঞ্জন, চাপা একটা উত্তেজনা। এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে কে বা কারা ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে লেকটা। টাম্বলিং আর-এর পানির উৎস শেষ, আর ওদিকে কাদামাটির স্রোতে ভেসে গেছে বুল'স আই। চরম ক্ষতি হয়েছে বয়েড আর কেলভিন দু'জনেরই, এবার ওদের মধ্যে কী হয় সেটাই দেখার বিষয়।

ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসাটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না ওদের। কাঠের দোতলা বাড়ি, ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত সাদা রঙ করা। ডাক্তার থাকে উপরতলায়, বউ-বাচ্চাসহ; নীচের তলাটা ওর হাসপাতাল। ওখানেই রোগী দেখে সে, কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ভর্তি করে নেয়।

প্রথমে কাঠের বেড়া, সেটা পার হয়ে একটুখানি ঘেসো জমি আর একচিলতে উঠান। এরপর সদর দরজা। টোকা দেয়ার সময় অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো বয়েডের কেন যেন মনে হলো যা করতে চাইছে তাতে পুরোপুরি সাড়া নেই মনের। অসুস্থ, আহত একটা মানুষকে মারতে ইচ্ছা করছে না। কেলভিন যদি লেকটা উড়িয়ে দিয়েও থাকে, শোডাউন হওয়া উচিত অন্য কোথাও– সেলুনে বা রাস্তায় বা উন্মুক্ত কোনো প্রান্তরে, এই হাসপাতালে নয়।

দরজা খুলল বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা, ডাক্তার স্যামুয়েলের স্ত্রী হবে সম্ভবত ওকে জিজ্ঞেস করল বয়েড, 'কেলভিন আছে ভিতরে?'

'আছে। কেন?'

'ওকে কি ভর্তি করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তোমার কী হয় সে?'

জবাব না-দিয়ে উঁকি দিয়ে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল বয়েড।

'তোমার যা-ই হোক,' কড়া গলায় বলার চেষ্টা করল ভদ্রমহিলা, 'এখন দেখা করতে পারবে না সে। খুব অসুস্থ।'

আর একটা কথাও বলল না বয়েড, খোলা দরজা দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল ভিতরে। হাঁ হয়ে গেল ভদ্রমহিলা। একবার ইতস্তত করল স্টিভ, তারপর সে-ও ঢুকল।

প্রথমেই লম্বা একটা করিডর। সেটার ডানে বড় একটা ঘর। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল বেশ কিছু ডাক্তারি সরঞ্জাম, বোঝা গেল কে ব্যবহার করে ঘরটা। করিডরের শেষমাথায় আরেকটা খোলা দরজা। বেশ কয়েকটা খাট চোখে পড়ল বয়েডের। হোলস্টারের ফিতা ঢিলা করতে করতে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল

সে।

'জানতাম,' কেলভিনের নয়, শেরিফ কলিন্সের পরিচিত কণ্ঠটা শুনে একটু চমকেই উঠল সে, 'জানতাম তুমি আসবে। আর সেজন্যই এতক্ষণ ধরে বসে আছি এখানে।'

বাইরে উজ্জ্বল আলো ছিল, বাড়ির ভিতরটা সে-তুলনায় অন্ধকার। কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল বয়েড, সইয়ে নেয়ার সময় দিল চোখদুটোকে।

ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তের একটা বিছানায় শুয়ে আছে কেলভিন। ওর মাথার কাছে বড় একটা খোলা জানালা, সেটা দিয়ে অবাধে ঢুকছে সকালের আলো-বাতাস। কেলভিনের পাশেই আরেকটা খাটে আরাম করে বসে আছে শেরিফ কলিন্স, দু'হাতে দুটো সিক্সগুটার। দুটো পিস্তলই তাক করা বয়েডের দিকে।

কলিন্সকে দেখে দয়া-মায়া সব মুছে গেল বয়েডের মন থেকে, ভোরের সেই রাগটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে গেল সে, কিন্তু কলিন্সের ব্যঙ্গ শুনে থমকে যেতে হলো।

'কত আর চালুহাত তোমার?' পিস্তল নাচাল শেরিফ। 'আমার তর্জনী দুটো ট্রিগারে চেপে বসার আগে পিস্তল বের করতে পারবে? বাঁটেও তো হাত রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।'

কথাটার সত্যতা টের পেয়ে থেমে গেল বয়েড। কাঠের মেঝেতে একজোড়া বুটের আওয়াজ শুনে বুঝল ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে স্টিভ।

'ও! তোমার বন্ধুকেও নিয়ে এসেছ! ভালোই হয়েছে। চিন্তা কম করতে হবে আমাকে। ...গানবেল্ট খোলো দু'জনই। ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে করবে কাজটা যাতে আমি একটুও নার্ভাস না-হই। আমার তর্জনী কিন্তু চুলকাচ্ছে গুলি করার জন্য!'

'কেলভিনের এখনও বেঁচে থাকার বড় একটা কারণ হলো, যখনই আমার হাতে ওর মরার সময় হয় তুমি কোত্থেকে যেন হাজির হয়ে যাও, কলিন্স। এবার দয়া করে আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই মেটাতে দাও। সরো আমার সামনে থেকে।' এক কদম আগে বাড়ল বয়েড।

দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে দুই পিস্তল কক করল কলিন্স। 'লোকে জানে তোমার মেজাজটা চড়া, কিন্তু কখনও কাউকে শুনিনি তোমাকে বোকা বলতে। গানবেল্ট খোলো, দু'জনই।'

'দেখো,' দাঁতে দাঁত চাপল বয়েড, 'দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে স্টিভ, এখনও ঢোকেনি ভিতরে। আমি ড্র করবো, গুলি করে আমাকে মারবে তুমি। ততক্ষণে পিস্তল বের করে ফেলবে আমার বন্ধু। এই বয়সে মরে লাভ আছে তোমার?'

'আমার যদি এই বুড়ো বয়সে মরে কোনো লাভ না-থাকে, তা হলে তোমার তো মারামারির কথা চিন্তা করাই উচিত না,' চোখ টিপল কলিন্স। 'জীবনের আটাশ বছরের আট বছরই কাটালে জেলে, দুনিয়ার রঙ-রস-রূপ-গন্ধ কিছুই তো দেখলে না। ...পাগলামি কোরো না।'

থমকে গেল বয়েড।

'প্রেমের আলাপ যত পারো করো কেলভিনের সঙ্গে, আমার কোনো আপত্তি নেই। শুধু গানবেল্ট খোলো, তুমি আর তোমার বন্ধু দু'জনই, জমা রাখো আমার কাছে তোমাদের আলোচনা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত। হাসপাতালের খাটে শুয়ে থাকা আহত অসুস্থ একটা লোককে একজন ভদ্রমহিলার সামনে খুন করতে দেবো না আমি তোমাকে।'

শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বয়েড। রাগ চাপতে কষ্ট হচ্ছে ওর। পিস্তলে থাবা দিতে ইচ্ছা করছে বার বার। ওর দ্রুততা দেখে হয়তো চমকে উঠবে কলিন্স, এত কাছ থেকেও মিস্ করবে। তখন...।

কিন্তু সুযোগটা নিল না সে। আসলে কিছুটা হলেও দমে গেছে ওর মন। আশা ছিল নিজের হাতে গড়বে ওদের রানশ, আজ ভোরে লেকের ধ্বংসাবশেষ দেখে উধাও হয়ে গেছে ওই ইচ্ছাটা। কেলভিনকে খুন করবে বলে গিয়ে হাজির হলো বুল'স আই-এ, সাত জন লোক কাদামাটির নীচে চাপা পড়েছে শুনে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল সব। একটা কথা ঠিক, কেলভিনের এখন যা অবস্থা তাতে ওর সঙ্গে বড়জোর রাগ করা যায়, ওকে খুন করা যায় না।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বয়েড, আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলে গানবেল্ট খুলে ফেলে দিল মেঝেতে। তারপর পা দিয়ে ঠেলে দিল কলিন্সের দিকে। বলল, 'পরেরবার কেলভিনের সঙ্গে যখন দেখা হবে আমার, তখন হয়তো তুমি উপস্থিত থাকবে না।'

'দেখা যাবে,' নিষ্পাপ হাসি হাসল কলিন্স। 'তোমার বন্ধুর কী হয়েছে? আমার ধমক শুনে পঙ্গু হয়ে গেল না তো আবার? গানবেল্ট আসে না কেন?'

গানবেল্ট খুলে কলিন্সের দিকে ছুঁড়ে দিল স্টিভ। বিড় বিড় করে বলল কী যেন, স্পষ্ট শোনা গেল না।

পায়ে পায়ে কেলভিনের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল বয়েড। ওর চোখে চোখ রেখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সেই সুযোগে কান্নাভেজা কণ্ঠে কথা বলে উঠল একটা মেয়ে, 'আমাদের মাইন ধ্বংস করে দিয়ে সাধ মেটেনি তোমার? এখন বাবাকে খুন করার জন্য এসে হাজির হয়ে গেছ এই হাসপাতালে? তুমি একটা মানুষ না অন্য কিছু?'

আশ্চর্য হয়ে ঘাড় ঘুরাল বয়েড। কেলভিনের পা-এর কাছে বসে আছে সুন্দরী একটা মেয়ে। কেলভিনেরই মেয়ে, অনুমান করল বয়েড। এতটাই উত্তেজিত ছিল সে এতক্ষণ যে, মেয়েটাকে খেয়ালই করেনি! ভদ্রমহিলা বলতে তা হলে এই মেয়েটার কথাই বুঝিয়েছিল কলিন্স একটু আগে।

অনেক পুরনো কিছু স্মৃতি উঁকি দিল বয়েডের মনে, কয়েক মুহূর্তের জন্য। মেয়েটার নাম নীনা, মনে পড়ে গেল ওর। মনে পড়ে গেল? কোনোদিন কি এই মেয়েকে ভুলতে পেরেছিল সে? জেলে একই সেলে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে স্টিভকে, তারপরও একটা দিনের জন্যও কি ভুলে ছিল এই ধনীর দুলালী কিন্তু নিরহঙ্কারী নীনাকে? জেসির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল মেয়েটার, মাঝেমধ্যে

আসতও ওদের রানশে, কিন্তু বয়েডের থেকে কেন যেন দূরত্ব বজায় রেখে চলত। রূপবতীর দেমাগ ভেবে দূরে দূরে থাকত বয়েডও, কিন্তু প্রথম প্রেমের কাছ থেকে কি আসলেই দূরে থাকতে পেরেছে সে কখনও?

নিজের উপর করুণা হলো ওর, ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সে। আরও কত মেয়ে ছিল, কাউকে নয়, মনে ধরল এই নীনাকে, যার সঙ্গে ভালো করে দুটো কথাও হয়নি কখনও! আট বছরের কারাবাস অনেক ব্যাপারেই অনেক পরিবর্তন এনেছে ওর মধ্যে, কিন্তু অন্তত এই একটা ব্যাপারে একটুও পাল্টায়নি সে—নীনাকে দেখামাত্র সেটা বুঝতে পারছে সে। আজ বলতে গেলে কিছুই নেই ওর কাছে; আর নীনা সেই লোকের মেয়ে, আপাতদৃষ্টিতে যে-মানুষটা ওর সবচেয়ে বড় শত্রু!

বাস্তবে ফিরে এল বয়েড, দেখল, দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে কেলভিন। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে লোকটার চেহারা, তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। বাবাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে নীনা। শেষপর্যন্ত পারল না কেলভিন, শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো।

'কে কাকে খুন করতে চায় সেটা তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো, মিস্,' বলতে বলতে খেয়াল করল বয়েড আবার ফিরে আসছে ওর রাগ। 'জিজ্ঞেস করো আমাকে মারার জন্য জেকবকে পাঠিয়েছিল কে। যদি সত্য বলার মতো সাহস থাকে তোমার বাবার তবে বলুক লেকটা আসলে কার। এতদিন হুমকি দিয়ে আর আদালতের ভয় দেখিয়ে কাবু করে রেখেছিল আমার বোনকে, আমি এসে যাওয়ায় সব জারিজুরি শেষ বুঝে ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দিল কেন, জিজ্ঞেস করো। সাতটা মানুষ, যারা ওরই চাকরি করত, জিজ্ঞেস করো কী দোষ ছিল লোকগুলোর যার কারণে কাদামাটির নীচে ওদেরকে জ্যান্ত কবর দিল সে?'

বয়েডের শেষ কথাটা শুনে সব ব্যথা ভুলে গেল কেলভিন, একলাফে উঠে বসল বিছানায়। ডান তর্জনী তাক করল বয়েডের দিকে। 'খবরদার! আর একটা বাজে কথাও বলবে না। আদালতে গেলে কে জিতবে কে হারবে সবাই জানে। তুমিও। লেকটা তুমিই ধ্বংস করেছ যাতে আমি কোনোদিন পেতে না-পারি। পানি গড়িয়ে দিয়েছ বুল'স আই-এর দিকে যাতে ধ্বংস হয়ে যায় আমার মাইন।'

রাগে লাল হয়ে গেল বয়েডের চেহারা। এত ভয়ঙ্কর দেখাল যে, আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল নীনা। এতক্ষণ বসে ছিল, এবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কলিন্স। পিস্তল দুটো এখনও তাক করে রেখেছে বয়েডের দিকে। আবারও আগে বাড়তে গিয়ে থেমে যেতে হলো বয়েডকে। টের পেল রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কিছুতেই, আবার নিরস্ত্র অসহায় কেলভিনকে নীনার সামনে আঘাত করতেও সায় পাচ্ছে না মন থেকে।

'তোমরা দু'জনই বোকা,' দাঁত বের করে হাসছে কলিন্স। 'কয়েক দিন আগে কেলভিনের অফিসে দেখা হলো তোমাদের, সেই থেকে হুমকি-ধমকি লেগেই আছে। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাবলেই বুঝতে বয়েডকে খুন করানোর জন্য জেকবকে আমিই পাঠিয়েছিলাম, লেকটাও আমি উড়িয়ে দিয়েছি ডিনামাইট ফাটিয়ে।'

কলিন্সের মুখে এই কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল বাকিরা।

'তুমি!' কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না বয়েড। 'তুমি আমাকে খুন করানোর জন্য পাঠিয়েছিলে জেকবকে! তুমি নষ্ট করেছ লেকটা!'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল কলিন্স। 'তোমাদেরকে থামানোর জন্য বললাম। একজন আরেকজনকে দোষ না-দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো। আমার কথা শোনো। ডিনামাইট কেলভিনও ফাটায়নি, বয়েডও না। অন্য কেউ করেছে কাজটা।'

চুপ করে তাকিয়ে আছে কলিন্সের দিকে সবাই।

পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে বুঝতে পেরে সন্তুষ্ট হলো কলিন্স। বলে চলল, 'একটু ভাবো। বয়েড, কেলভিনের দিকটা ভেবে দেখো আগে। সে কেন লেকটা উড়িয়ে নিজের মাইন ধ্বংস করবে? কী লাভ ওর?'

'বীমা করা আছে,' ভোঁতা গলায় বলল স্টিভ। 'মোটা অঙ্কের একটা টাকা পাওয়া যাবে মাইনটা প্রাকৃতিক কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে গেলে। হয়তো ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে ওর, তাই সুযোগ বুঝে মোক্ষম দাও মেরেছে।'

'না,' মাথা নাড়ল কলিন্স। 'কোনো বীমা করা নেই কেলভিনের। আমি জানি। ওসব তোমার কল্পনা।'

আর কিছু বলল না স্টিভ।

'কেলভিন, তোমার আচরণও আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না সবসময়। বয়স হয়েছে তোমার, কোন্ পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয় ভালোমতোই জানো। তারপরও কেন মাথা গরম করে...'

শুয়ে পড়ল কেলভিন, একটা হাত রাখল মাথায়। 'একটা ব্যাপার ঠিকই অনুমান করেছে স্টিভ। ব্যবসা সত্যিই খারাপ যাচ্ছে আমার। ওটা নিয়েই দুশ্চিন্তায় ভুগি সবসময়। মাইনটা হারালে নীনাকে নিয়ে এই বয়সে কোথায় যাবো ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার...'

'কিন্তু তাই বলে কথায় কথায় উত্তেজিত হওয়াটা তোমাকে মানায় না। যদি ধরি তোমার কথাই ঠিক—মামলায় হারলে লেকটা কোনোদিন পেত না বয়েড, তাই এমনভাবে নষ্ট করল যাতে তুমি বিপদে পড়ো, তা হলেও কিন্তু কথা থেকে যায়। টাম্বলিং আর-এ এখন বলতে গেলে পানি নেই, রানশ কীভাবে চালাবে সে?'

জবাব দিল না কেলভিন।

'তোমাকে বিপদে ফেলতে গিয়ে নিজের এত বড় ক্ষতি করবে বয়েড? হতে পারে ওর মাথা গরম, কিন্তু পাগল তো না সে। ঠিক না? স্প্রেড চালাতে না-পারলে বেচতে হবে ওকে। লেক ছাড়া স্প্রেডের দাম চারভাগের একভাগও পাবে কি না সন্দেহ। ডিনামাইট ফাটানোর আগে এসব কি একবারও ভাববে না সে?'

অসহায় দৃষ্টিতে বয়েডের দিকে তাকাল কেলভিন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তখন কালো হয়ে গেছে বয়েডের চেহারা, খোলা জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে বাইরে

তাকিয়ে আছে। কিন্তু কিছু দেখছে বলেও মনে হয় না।

'তার মানে,' বুঝেও যেন বুঝতে পারছে না স্টিভ, 'তুমি বলতে চাও অন্য কেউ করেছে কাজটা?'

'জী হ্যাঁ,' অনেকটা ধমকের সুরে বলল কলিন্স। 'যে বা যারাই করেছে কাজটা খুব ভেবেচিন্তে সময় নিয়ে করেছে যাতে আপাতদৃষ্টিতে বয়েড বা কেলভিনের কোনো একজনকে দোষী মনে হয়। সে যে সফল হয়েছে সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কারণ আমি বাধা না-দিলে এতক্ষণে খুনোখুনি করে ফেলতে তোমরা।'

'কিন্তু...কিন্তু...' কেলভিনের কণ্ঠে দ্বিধা।

'আবার কিন্তু কীসের?' কলিন্সের কণ্ঠে বিরক্তি। 'তোমার কথাই ভাবো না। ডিনামাইট যখন ফাটল তখন কোথায় ছিলে?'

'আমার অফিসে। নীনাও ছিল। কাল সারারাত কাজ হয়েছে বুল'স আই-এ, তদারকির জন্য থাকতে হয়েছে আমাকে।'

বয়েডের দিকে ঘুরল কলিন্স। 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমার ঘরে,' জবাব দিল বয়েড, 'মড়ার মতো ঘুমাচ্ছিলাম।'

'স্টিভও ছিল, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকাল বয়েড।

'যদি দরকার হয় তোমার বোন আর বোন-জামাইও সাক্ষী দিতে পারবে তোমার পক্ষে?'

'হুঁ।'

বয়েড আর স্টিভের গানবেল্ট ফেরত দিল কলিন্স। 'আমার কথা শোনার পরও যদি ইচ্ছা হয় খুন করতে পারো কেলভিনকে। তোমাদের মাথায় আসলেই কিছু আছে কি না দেখা যাক।'

গানবেল্ট পরল না বয়েড, হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ল খালি একটা বিছানায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কেলভিনের দিকে। কেলভিনও বার বার আড়চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। দু'জনের দৃষ্টিতেই অপরাধবোধ আর হতাশা। খোলা জানালাটার কাছে দাঁড়িয়েছে নীনা, চোখের কোণে পানি। কেন যেন ফুঁপিয়ে উঠল সে হঠাৎ করেই।

'ঠিকই বলেছে কলিন্স,' অবশেষে নীরবতা ভাঙল কেলভিন। 'তোমার চেয়ে আমার দোষই বেশি, বয়েড। অন্তত বয়সের খাতিরে নিজেকে সামলানো উচিত ছিল, পারিনি।'

'বয়েডেরও উচিত ছিল নিজেকে সামলানো,' জানালার কাছ থেকে কান্নাভেজা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল নীনা, ঘুরে মুখোমুখি হলো সে বয়েডের। 'তুমি জানতে বাবা আহত, অসুস্থ। তারপরও কী করে পারলে আরেকটা লোককে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসতে? দু'জনে মিলে একটা নিরস্ত্র শয্যাশায়ী লোককে মারতে চাও, লজ্জা লাগে না? আট বছর জেলে থেকে এ-শিক্ষাই পেয়েছ?'

আবারও লাল হয়ে গেল বয়েডের গাল। 'আমি...আমি...আসলে কাজটা

করতে চাইনি। ...হয়ে গেছে।' কেলভিনের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। 'আমি কখনোই এই অবস্থায় হামলা করতে পারতাম না তোমার বাবার উপর, বিশ্বাস করো।'

'কীভাবে বিশ্বাস করবো?' চেঁচিয়ে উঠল নীনা। 'চোখের সামনে যা দেখেছি তা তো তোমার কথার সঙ্গে মেলে না।'

হাত বাড়িয়ে মেয়ের একটা হাত ধরল কেলভিন, মৃদু চাপ দিল। 'শান্ত হ। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে ছেলেটা। এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

পকেট থেকে তামাকের প্যাকেট আর কাগজ বের করে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল বয়েড। দূরের একটা খালি বিছানায় বসে পড়ল স্টিভ, মাথা থেকে হ্যাট খুলে অকারণেই কয়েকবার বাড়ি দিল হাঁটুতে। একটা ম্যাচকাঠি মুখে দিয়ে পরম আলস্যে চিবাতে লাগল কলিন্স।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, বয়েডের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি মুছল নীনা। 'আমি...দুঃখিত। উত্তেজিত হওয়াটা উচিত হয়নি আমার।'

'কিন্তু উত্তেজিত হয়ে যা বলেছ তা ফেলে দেয়ার মতো না। কিছুটা হলেও সত্যতা আছে তোমার কথায়,' স্বীকার করে নিল বয়েড।

কিছু বলল না নীনা, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কেলভিনের মাথার কাছে বসে পড়ল।

'মিস্টার কেলভিন,' ভোঁতা কণ্ঠে বলল স্টিভ, 'আমাদের মধ্যে যা হয়েছে, হয়ে গেছে; ওসব বাদ দিয়ে কাজের কথা বলি আমরা। কী মনে হয় তোমার? কে ফাটাতে পারে ডিনামাইট? কী উদ্দেশ্য লোকটার? কোন্‌টা ধ্বংস করতে চায় সে—টাম্বলিং আর নাকি বুল'স আই?'

ধীরেসুস্থে বিছানায় উঠে বসল কেলভিন। ইশারায় বালিশ ঠিক করে দিতে বলল নীনাকে। তারপর আরাম করে হেলান দিয়ে বলল, 'আমার কী মনে হয় বলার আগে একটা কথা বলি। এতদিন শত্রু ছিলাম আমরা, কোনোদিন বন্ধু হতে পারবো কি না জানি না, তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত আমাদের—নিজেদের অসতর্কতার কারণেই আজ এত বড় ক্ষতি মেনে নিতে হচ্ছে আমাদেরকে। সোজা কথায় বললে, টাম্বলিং আর এবং বুল'স আই কোনোটারই অস্তিত্ব থেকেও নেই।' সরাসরি বয়েডের দিকে তাকাল সে। 'যখন জেলে ছিলে, কারও সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি বা হাতাহাতি হয়েছিল তোমার?'

'না। বিশ্বাস করতে পারো কথাটা। একেবারে ভালোমানুষ হয়ে ছিলাম আমি আটটা বছর। এবং ভালো ব্যবহারের কারণেই আমার শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।'

স্টিভের দিকে তাকাল কেলভিন। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল স্টিভ, 'আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকলে এত ঝামেলা করে টাম্বলিং আর নষ্ট করবে কেন কেউ? আমাকে মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! আমার মনে হয় আমি কোনোকালেই কারও টার্গেট ছিলাম না।'

'বুল'স আই নিয়ে কারও সঙ্গে মন কষাকষি আছে তোমার?' কেলভিনকে

জিজ্ঞেস করল বয়েড।

কিছুক্ষণ ভাবল কেলভিন। তারপর বলল, 'মন কষাকষি বলাটা উচিত হবে না। আমার কাছে যারা টাকা পায় কিন্তু ব্যবসার খারাপ অবস্থার কারণে দিতে পারিনি তারা তো নাখোশ থাকতেই পারে। কিন্তু ওরা কেউ কাজটা করবে না। কারণ ওরা জানে বুল'স আই শেষ হয়ে গেলে পাওনা টাকা আর কোনোদিন পাবে না ওরা।'

'অন্য কেউ?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ। 'কারও সঙ্গে কি কোনোদিন গুরুতর কোনো সমস্যা হয়নি তোমার? হয়তো এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল...'

আবারও ভাবল কেলভিন। 'না, মনে পড়ছে না। সেরকম কিছু থাকলে অনেক আগেই শোধ নিতে পারত আমার উপর। তবে শেভলিনের ব্যাপারটা...'

'শেভলিন?' কৌতূহলী হয়ে উঠল বয়েড। 'মানে আমাদের ব্যাংকার?'

মাথা ঝাঁকাল কেলভিন। 'একসময় পার্টনার ছিলাম আমরা। খুলেই বলি ঘটনাটা। এখান থেকে একশ' মাইল দক্ষিণে একটা রানশ ছিল আমার। ভালোই চালাচ্ছিলাম। একবার কোনো এক কারণে বিপদে পড়ল এক মাইনার। আমার কাছে সাহায্য চাইল। ওর মুখের কথা শুনেই রাজি হয়ে গেলাম, যতদূর সম্ভব সাহায্য করলাম ওকে। বিপদ কেটে যাওয়ার পর আবার আমার কাছে গেল সে, বলল উপকারের প্রতিদান দিতে চায়। জানতে চাইলাম কীভাবে। এই মাইনের কথা বলল সে তখন, জানাল খনির ব্যবসা নাকি বেশ ভালো যাচ্ছে। খোঁজ নিলাম, হিসাব কষলাম। তারপর রানশ বেচে কিনে ফেললাম বুল'স আই, যথেষ্ট কম দামে, ওই মাইনারের সাহায্যে। কিন্তু কাজ পুরোদমে শুরু করার মতো টাকা তখন ছিল না আমার হাতে। ভাবলাম ব্যাংকে গিয়ে কথা বলে দেখি। শেভলিনের সঙ্গে পরিচয় হলো,' থামল সে, দম নিল।

বাকিরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওর কথা।

'আমার কথা শুনে প্রথমে মানা করে দিল শেভলিন,' বলে চলল কেলভিন। 'বলল লাভ যথেষ্ট হলেও ঝুঁকিও কম না, ও নাকি জুয়া খেলতে চায় না। কিন্তু কয়েকদিন পর কোত্থেকে আরেক মাইনারকে নিয়ে গিয়ে হাজির হলো বুল'স আই-এ। বলল টাকা লগ্নি করতে রাজি, কিন্তু চোখ-কান বুজে না। কিন্তু ততদিনে ওর উপর থেকে মন উঠে গেছে আমার, তাই বলে দিলাম আরেকটা মাইনিং কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে আমার, আমার যা টাকা লাগবে দিতে রাজি আছে ওরা। চাপাচাপি করতে লাগল তখন শেভলিন। আমিও এমন ভাব দেখালাম যেন ইচ্ছা না-থাকার পরও রাজি হচ্ছি।

'টাকা দিল শেভলিন। ব্যবসা শুরু করলাম আমি। কয়েকদিন পর আরও টাকা দেয়ার প্রস্তাব করল সে। আমার তখন হুলস্থূল অবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে গেলাম। এভাবে কয়েকবারে টাকা দিয়ে চলল সে। ওর চালটা বুঝিনি তখন—টাকা দিতে দিতে আমার টাকার চেয়ে বেশি টাকা খাটিয়ে ফেলতে

চাইছিল বুল'স আই-এ, তখন ওর ইচ্ছামতো চলতে হতো আমাকে। কাজেই সময় থাকতেই মানা করে দিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যা টাকা নিয়েছি সুদসহ সব ফেরত দেবো আস্তে আস্তে। মুখে কিছু না-বললেও আমার কাজে অসন্তুষ্ট হলো শেভলিন, সেই থেকে আমাদের মধ্যে তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। এবং এই ঘটনা খুব বেশিদিনের পুরনোও না।'

'তার মানে ডিনামাইট ফাটানোর পিছনে শেভলিনের হাত থাকতে পারে?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

'না,' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল কেলভিন। 'আমার মনে হয় না। ব্যবসা ভালো বোঝে সে, সবসময় নিজের লাভটা দেখে আগে, কিন্তু তার মানে এ-ই না, ডিনামাইট ফাটিয়ে বুল'স আই শেষ করে দেবে। আইনসঙ্গত উপায়েই আমার মাইনের মালিক হতে চেয়েছিল সে, আমি দিইনি। ব্যাপারটা খারাপ লেগেছে ওর কাছে—ব্যস, এটুকুই। ব্যবসায় হরহামেশাই এরকম হয়।'

'তোমার ব্যবসায় কি শেভলিনের টাকা এখনও লগ্নি করা আছে?'

'আছে। কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না।'

'তা হলে তো ওকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। ওর মতো সুবিধাবাদী লোক নিজের এত বড় ক্ষতি করা তো দূরের কথা, স্বপ্নেও ভাববে না।'

'তার মানে যে-অন্ধকারে ছিলাম আমরা সেখানেই থেকে গেলাম,' বলল নীনা। 'বাবা, আর কারও কথা মনে পড়ে তোমার?'

মাথা নাড়ল কেলভিন। 'অন্তত হর্সহেডের লোকদের কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, আমার সঙ্গে কখনোই কারও কোনো ঝগড়া ছিল না। আর যা-ই করুক, আমার বিশ্বাস আমাকে পথে নামানোর কথা ভাবার মতো খারাপ লোক নেই এ-শহরে।'

'কী বলতে চাও?' মুখ থেকে ম্যাচকাঠিটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কলিন্স। 'পথে নেমে গেছ তুমি?'

'অস্বীকার করে লাভ আছে?' হতাশায় বিকৃত হয়ে গেল কেলভিনের চেহারা। 'এখন কি দু'পয়সাও দাম আছে আমার? সব শেষ হয়ে গেছে বুল'স আই-এর। ঠিক করতে কত লাগতে পারে জানো? অত টাকা পাবো কোথায়? কে দেবে? আর দেবেই বা কেন?'

ওর মাথার কাছে এসে বসল নীনা, কপালে হাত রাখল। 'বাবা, বুল'স আই-এর কথা ভুলে যাও। যা গেছে, গেছে। আজ সকালেও তো প্রস্তাব দিয়ে গেল মিস্টার ডুভাল। ওর কাছে বিক্রি করে দাও মাইনটা। তারপর দূরে কোথাও ছোট হলেও একটা রানশ কেনো। খাই বা না-খেয়ে থাকি, অন্তত মাথা গোঁজার তো একটা ঠাঁই হবে আমাদের?'

আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে এল বয়েড, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। 'কার কাছে বিক্রি করতে বললে?'

ওর দিকে তাকাল নীনা। 'ডুভাল। আজ সকালে ওর কথা শুনে বোঝা গেল

আমাদের মাইনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে ভদ্রলোকের। কাল রাতে নাকি শহরেই ছিল সে। সকালে দুর্ঘটনাটার কথা শুনে দেখা করতে আসে বাবার সঙ্গে। তখন বলে কিনতে রাজি আছে সে, যদি বাবা বিক্রি করে।'

এমন দৃষ্টিতে স্টিভের দিকে তাকাল বয়েড যে, স্টিভের মনে হলো বোলতার কামড় খেয়েছে ওর বন্ধু। মুখ ঘুরিয়ে একবার নীনাকে দেখে নিয়ে কেলভিনের দিকে ফিরল বয়েড। 'তুমি কি তা হলে ডুভাল না?'

ভ্রূ কুঁচকে গেল কেলভিনের। 'কী বলছ আবোলতাবোল? আমি ডুভাল হতে যাবো কোন্ দুঃখে?'

লম্বা করে দম নিল বয়েড। 'শোনো, গত বছর একটা ঘটনা ঘটেছিল। টাম্বলিং আর কেনার প্রস্তাব দিয়ে কে বা কারা যেন উড়ো চিঠি দিতে শুরু করে জেসি, মানে আমার বোনকে। প্রতিটা চিঠির শেষে একই নাম ছিল—ডুভাল। লেক নিয়ে তখন তোমার সঙ্গে সমস্যা চলছিল জেসির। জেসি ধরেই নেয় 'ডুভাল ছদ্মনামে তুমিই চিঠি পাঠাচ্ছ আসলে। ও একরকম নিশ্চিত ছিল আদালতে গেলে যত টাকাই খরচ করো না কেন জিততে পারবে না তুমি, তাই গোপনে স্প্রেডটা কিনে নিতে চাও ওর কাছ থেকে। ...এখন তোমরা বলছ ডুভাল লোকটা নাকি তোমাদের মাইন কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিয়ে গেছে! তার মানে তুমি আদৌ লেখোনি ওই চিঠিগুলো?'

'না, লিখিনি। আমি নিজের মাইন সামলাতে গিয়ে দম ফেলার ফুরসত পাই না, আরেকজনের স্প্রেড কেনার সময় কোথায় আমার? আর চিঠি লিখলেও নিজের নামেই লিখতাম—স্প্রেড কেনা তো আর বেআইনি কোনো কাজ না যে, নাম গোপন করতে হবে।'

'ডুভালকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলে?' কেলভিনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল বয়েড।

'না!' ক্ষেপে উঠল কেলভিন। 'তোমাদের স্প্রেড কেনার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার কখনও। যা টাকা ছিল সব লাগিয়ে দিয়েছিলাম বুল'স আই-এর পিছনে, অত বড় স্প্রেড কিনবো কোত্থেকে?'

নিজের হাঁটুতে চড় মারল বয়েড। 'তার মানে এই ডুভালকে খুঁজে বের করে চেপে ধরতে পারলেই অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ...বললে সকালে এখানে এসেছিল সে, এখন কোথায়?'

আবারও ভ্রূ কুঁচকাল কেলভিন, তবে এবার বিরক্তিতে নয়, কৌতূহলে। 'ডুভালকে চেপে ধরতে পারলে উত্তর পাওয়া যাবে... কেন?'

'বুঝলে না? এই ডুভালই একমাত্র লোক যার লাভ হবে যদি তোমার মাইন আর আমার স্প্রেড একসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুটোই কিনতে চায় সে এবং যত কম দামে কিনতে পারবে ততই ওর লাভ, তা-ই না?'

'কিন্তু কিনে করার তো কিছু নেই ওর?'

'সেটা তুমি-আমি মনে করছি। ওর মনে অন্য কোনো চিন্তা থাকতেও তো পারে। নইলে কাল রাতের দুর্ঘটনাটার খবর শুনে সাতসকালে হাজির হতো না এই

হাসপাতালে।'

'এখন কোথায় সে?' জানতে চাইল স্টিভ।

'চলে গেছে,' জবাব দিল কেলভিন। 'আমাদের সঙ্গে কথা বলে সোজা গেছে স্টেশনে, ট্রেন ধরেছে।'

'চলে গেছে!' উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল বয়েড, তারপর আবার বসে পড়ল ধীরে ধীরে। 'ওর ব্যাপারে যা যা জানো বলবে?'

'ঘড়ি দেখিনি, তবে মনে হয় সকাল সাতটার দিকে এখানে এসেছিল সে। সাতটা দশে ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল, তাই খুব তাড়াহুড়ো করছিল। মাইনটা কিনতে চাই, আমি বিক্রি করতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞেস করছিল বার বার। দুর্ঘটনাটার খবর শুনে এসেছে এখানে, নইলে চলে যেত, কথা বলার মতো নাকি একটুও সময় নেই ওর হাতে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল স্টিভ।

কিছুক্ষণ ভাবল কেলভিন। 'বেঁটে। রোদেপোড়া বাদামি চামড়া। সরু কালো চোখ। পুবের লোকদের মতো কাপড় পরে ছিল। মজার একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম—কথা বলার সময় ওর শ্রোতার চোখের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে পারে না; বার বার ঘাড় নাড়িয়ে শার্টের কলার, বোতাম এসব দেখতে থাকে। ওজনে একশ' ত্রিশ পাউণ্ডের বেশি হবে না। ...বর্ণনা শুনে কী মনে হয়? কোথাও দেখেছ ওকে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল স্টিভ। কলিন্সের দিকে তাকাল। 'শেরিফ, এবার একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। এই ডুভালের বর্ণনা জানিয়ে তার করে দাও আশপাশের শহরগুলোতে। যেখানেই নামুক সে ট্রেন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবো আমরা।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কলিন্স। 'তোমাদের কপাল খারাপ। কাল রাতের অতিবৃষ্টি আর কাদামাটির ঢলের কারণে কয়েক জায়গার পোল উল্টে পড়ে ভেঙে গেছে, ছিঁড়ে গেছে তার। সকালে চেষ্টা করেছিলাম এক জায়গায় তার করতে, পারিনি। তখন জানতে পারলাম।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল বয়েড। 'আমার মনে হয় আমাদের এত ব্যস্ত না হলেও চলবে। ডুভাল ফিরে আসবে।'

ওর দিকে তাকাল সবাই।

'কারণ, এক,' বলে চলল বয়েড, 'ও জানে, মানে ডিনামাইট যদি সে-ই ফাটিয়ে থাকে তা হলে ধরে নিয়েছে, আমার আর কেলভিনের মধ্যে শোডাউন হয়ে গেছে এতক্ষণে। এরকম শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ওকে নিয়ে যে কথা বলছি আমরা কল্পনাও করবে না। দুই, জেসিকে শুধু চিঠি লিখেছে সে, দেখা করেনি। কল্পিত শোডাউনের ফলে আমি মরি বা বাঁচি, স্প্রেডটা কিনতে হলে জেসির সঙ্গে দেখা করতে হবেই ওকে। আবার কেলভিন যদি না-থাকে তা হলে নীনার কাছে যাবে। শহরে এসে প্রথমেই সে জানার চেষ্টা করবে আমার আর কেলভিনের কী হলো। আমার মন বলছে, যেখানেই গিয়ে থাক ডুভাল, তাড়াতাড়িই ফিরবে। এবং বেশ

মোটা অঙ্কের টাকা থাকবে ওর সঙ্গে।'

উত্তেজনার কারণে হোক, অথবা বয়েডকে ক্রমাগত ধোঁয়া টানতে দেখে হোক, ধূমপানের প্রবল ইচ্ছা জাগল কেলভিনের। মেয়েকে বলল, 'নীনা, আমার পাইপটা দিবি?'

বিছানা থেকে নেমে ক্লযিটের দিকে এগিয়ে গেল নীনা, দরজা খুলল। ভিতরে রাখা আছে কেলভিনের জামা-কাপড়। পাইপটা কোথায় আছে জানে না নীনা, তাই খুঁজে বের করতে সময় লাগল। কেলভিনের কোটের পকেটে পাওয়া গেল জিনিসটা। ততক্ষণে ক্লযিটের ভিতরের জিনিসগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়েছে স্টিভ।

না, ভিতরে যে-বুটজোড়া রাখা আছে, তার আকার-আকৃতি কোনোটাই আজ সকালে যে-ছাপ দেখেছে সে সেটার সঙ্গে মেলে না। আরেকটা ব্যাপার—পাইপ খায় কেলভিন, হাতে বানানো সিগারেট নয়। সুতরাং সিগারেটের পোড়া যে-টুকরোটা পেয়েছে সে, সেটাও কেলভিনের হতে পারে না।

তার মানে কাল রাতে কেলভিন যায়নি লেকের ধারে।

পাইপ ধরিয়ে চুপচাপ টানছে কেলভিন, কেউই কোনো কথা বলছে না, তাই নীরবতা ভাঙল কলিন্স, 'ডুভালের ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি।'

ওর দিকে তাকাল বাকিরা।

'ডিনামাইট ফাটিয়ে থাকলে ভেবেচিন্তে সময় নিয়ে কাজটা করতে হয়েছে ডুভালকে। এখানে থাকতে হয়েছে ওকে, নিয়মিত খবর রাখতে হয়েছে কী হচ্ছে না-হচ্ছে বুল'স আই আর টাম্বলিং আর-এ। অনেক সময় ব্যয় করেছে সে লেকের আশপাশে— হিসাব কষে বুঝতে হয়েছে ওকে কোথায় কোথায় ডিনামাইট ফাটালে কাজ হবে ভালো। কমপক্ষে পাঁচ বার বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেছে, সুতরাং পাঁচ জায়গায় ডিনামাইট বসাতে কম করে হলেও দুটো রাত কাটিয়েছে সে লেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ওকে শহরে দেখলাম না কেন এতদিন? কোথায় লুকিয়ে ছিল সে?'

'কী বলতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল কেলভিন।

'আমার মনে হয় ডুভাল যদি দোষী হয়ও, নিজের হাতে ডিনামাইট ফাটায়নি সে। কাজটা করার জন্য ভাড়া করেছিল কাউকে।'

চুপ করে অপেক্ষা করছে সবাই, বুঝতে পারছে আরও কিছু বলার আছে কলিন্সের।

'এমন কেউ যাকে আমরা, অথবা আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশিই চিনি হয়তো। হর্সহেডে কিংবা লেকের আশপাশে যার উপস্থিতি স্বাভাবিক মনে হয় আমাদের কাছে। এমনও হতে পারে ওকে দেখেছ তোমরা কেউ, কিন্তু ভাবতেও পারোনি ওর দ্বারা এত বড় সর্বনাশ হতে পারে তোমাদের।'

উঠে দাঁড়াল বয়েড। 'হাতে কোনো কাজ নেই আমাদের আপাতত। এখনই একবার লেকে যেতে চাই আমি। তুমি আসবে, স্টিভ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল স্টিভ, উঠে দাঁড়াল।

'ওখানে কেন যেতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল কেলভিন।

'ভোরে যখন দেখলাম লেকটা, ধরেই নিয়েছিলাম কাজটা তোমার। তাই তোমার সঙ্গে ফয়সালা করার জন্য সোজা রওনা হয়ে যাই বুল'স আই-এর দিকে। ভারী বৃষ্টি হয়েছে সারারাত, চিহ্ন-টিহ্ন যদি কিছু থেকেও থাকে সব ধুয়েমুছে গেছে হয়তো, তবুও চেষ্টা করে দেখতে চাই। ছোটখাটো কোনো সূত্র, কোনো-না-কোনো ট্র্যাক খুঁজে পাবো আশাকরি।'

কলিন্সও উঠল। 'আমাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি আছে?'

উত্তর না-দিয়ে জানিয়ে দিল বয়েড আপত্তি নেই ওর। কেলভিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা কখন ফিরবো জানি না, কেলভিন। হতে পারে আগামী কয়েকটা দিন দেখা হবে না আমাদের। ডুভাল যদি এসে পড়ে, চেষ্টা কোরো যতক্ষণ পারো ওকে আটকে রাখতে। কাউকে দিয়ে খবর পাঠানোর চেষ্টা কোরো আমার কাছে। ওর সামনে ইচ্ছেমতো গালমন্দ কোরো আমাকে, যাতে একটুও সন্দেহ না-হয় ওর। আর কত দাম চাইবে, কীভাবে দামাদামি করবে সেসব তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম। ...আমাদের পক্ষে যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করবো ফাঁদ পাতার, কপালে থাকলে ঘুঘু একদিন-না-একদিন ধরা পড়বেই।'

এগারো

নাস্তা খেয়ে নিয়ে লেকের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা তিন জন। বয়েড বলল বুল'স আই থেকে একবার হয়ে যেতে চায় সে। কী হলো সেখানে জানা দরকার। আপত্তি করল না বাকি দু'জন।

ওখানে যখন পৌঁছাল ওরা, শহর থেকে আরও লোক গিয়ে জটলা পাকিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। পরিষ্কার করা হয়েছে শ্যাফটের সুড়ঙ্গমুখ, উদ্ধার করা হয়েছে সাতটা মৃতদেহ। এদের একজন ওয়াইলি। বয়েড আর স্টিভ বসে থাকল ঘোড়ার উপর, অবস্থা ভালোমতো দেখার জন্য নামল কলিন্স।

শেরিফ যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না বয়েড বা স্টিভের কেউ। বয়েড খেয়াল করল অন্যমনস্ক হয়ে আছে স্টিভ, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে কিন্তু আসলে দেখছে না কিছুই। একমনে ভাবছে কী যেন।

একসময় বয়েডকে বলল স্টিভ, 'আমি যদি লেকে না-যাই তা হলে অসুবিধা হবে? তুমি আর কলিন্স পারবে না ট্র্যাক খুঁজে বের করতে?'

'পারবো। কোথায় যাবে তুমি?'

'ডুভালের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে।'

'মানে?'

'তুমি ঠিকই বলেছ। যেখানেই যাক যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসবে

ডুভাল। তোমার রানশে তো কোনো কাজ নেই এখন, তাই আজকের দিনটা হর্সহেডে কাটাতে চাই আমি। একটু খোঁজখবর করতে চাই এই ডুভালের ব্যাপারে।'

কিছুক্ষণ ভাবল বয়েড। 'হুঁ, আলাদা হয়ে গেলেই ভালো হবে। লেক ছাড়িয়ে আরও দূরে গেলে একটার পর একটা উপত্যকার জট; আমার মনে হয়, যে বা যারাই ডিনামাইট ফাটিয়েছে ওই উপত্যকাগুলোর কোনো-না-কোনোটাতে লুকিয়ে ছিল। এজন্যই শুধু আমাদেরই না হয়তো আর কারোরই নজরে পড়েনি ওরা। ছোটবেলায় ওই উপত্যকাগুলোয় ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার সারাদিনের কাজ, তাই ভালোমতো চিনি ওগুলো। জানি কোথায় লুকানোর জায়গা আছে, কোথায় দু'জন লোকের বদলে একজনকে দিয়ে কাজ করালে ফল পাওয়া যাবে ভালো।'

'তার মানে ওসব জায়গায় কি একা যাবে তুমি? কলিন্সকে নেবে না?'

'না, নেবো না। আর নিতে চাইলেও সে যাবে না। শহরে কাজ আছে ওর, আমার সঙ্গে উপত্যকায় উপত্যকায় খামোখা ঘুরবে কেন?'

'কিন্তু কাজটা কি উচিত হবে? তিন-চার জন লোক ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে কোথাও, তোমাকে হাতের সামনে পেয়ে সাবড়ে দিতে পারে। ...শহরের কাজটা বরং বাদ দিই, তোমার সঙ্গে আসি।'

মাথা নাড়ল বয়েড। 'দরকার নেই। দু'জনে দু'জায়গায় কাজ করলে সময় বাঁচবে। আর বললাম না পুরো এলাকা ভালোমতো চেনা আছে আমার? সমস্যা হবে না। তুমি যাও।'

কাদার উপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে এসে নিজের ঘোড়ায় চড়ল কলিন্স। ওকে জানাল স্টিভ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে না সে, বরং শহরে গিয়ে ডুভালের ব্যাপারে খোঁজখবর করবে। কিছুই বলল না কলিন্স, কোনো মন্তব্যও করল না, বুট দিয়ে খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। আগে বাড়ল ওর ঘোড়া। ওর পিছু নিল বয়েড, যাওয়ার আগে স্টিভকে বলল, 'তোমার কাজ শেষ করে আমার আগেই রানশে ফিরতে পারলে আবার আমার খোঁজ করতে শুরু করে দিয়ো না। আমি ফিরে আসবো, তখন দেখা হবে।'

হর্সহেডের উদ্দেশে রওয়ানা দিল স্টিভ। একটা ব্যাপার খেয়াল করল সে তখন। জটলার সঙ্গে মিশে গিয়ে এতক্ষণ উদ্ধারকাজ দেখছিল এক লোক, বয়েড রওয়ানা দেয়ামাত্র একছুটে নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হলো সে, দ্রুতগতিতে এসে উঠল শহরে যাওয়ার ট্রেইলে।

বলতে গেলে পাশাপাশি ছুটছে ওরা। লোকটার দিকে ভালোমতো তাকাল স্টিভ। ছোটখাটো গড়ন, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। বিশাল একটা রোন গেল্ডিং-এর উপর এমনভাবে বসে আছে যে, সার্কাসের জোকারের মতো হাস্যকর দেখাচ্ছে ওকে। মোটা গোঁফও সরু চেহারার সঙ্গে বেমানান—অনেকখানি ঝুলে পড়ে অদৃশ্য করে দিয়েছে উপরের ঠোঁট।

'হাউডি,' একসময় হঠাৎ করেই স্টিভকে সম্ভাষণ জানাল সে।

ওর হ্যাটের সামনের প্রান্ত বেঁকে উঠে গেছে উপরের দিকে। তার মানে বাতাসের বিপরীতে ঘোড়া দাবড়ে প্রায়ই ছুটতে হয় ওকে। গালে এক সপ্তাহের না-কাটা দাড়ি। অস্বাভাবিক কালো চোখের দৃষ্টিটাও অস্বাভাবিক।

'বয়েডের বন্ধু না তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'ওর রানশেই তো কাজ করছ আপাতত?'

আশ্চর্য হলো স্টিভ। অপরিচিত এই লোকটা কথাগুলো জানল কীভাবে? প্রশ্নের জবাবে মাথা ঝাঁকাল সে।

'আমার নাম ডেরিক,' বলল লোকটা। 'তোমাদের প্রতিবেশী মিস্টার ইউজিনের রান্শের ফোরম্যান।'

'আমার পরিচয় আর দিলাম না,' বলল স্টিভ। 'আমার নাম-ধাম মনে হয় জানো তুমি।'

'কে করল কাজটা?' বুল'স আই-এর দুর্ঘটনাটার কথা বোঝাল ডেরিক। 'যে বা যারাই করে থাকুক, গুলি করে মারা উচিত শয়তানগুলোকে।'

'তোমার কী মনে হয়? কে ফাটিয়েছে ডিনামাইট?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল ডেরিক। 'বলাটা কি উচিত হবে?'

আবারও আশ্চর্য হলো স্টিভ। এমন ভঙ্গিতে বলছে ডেরিক যেন কাজটা কে করেছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। কৌতূহল চেপে রাখতে না-পেরে বলল, 'বলো। শুনে ভেবে দেখি তোমার অনুমান ঠিক কি না।'

'এই দুর্ঘটনার খবর জানে জেসি?' এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ডেরিক।

'মনে হয় না। কিন্তু এক ঘণ্টা বা এক দিন পরে হোক, জেনে যাবে।'

'দু'জন কাউহ্যাণ্ড ছিল তোমাদের রানশে, শুনলাম ওদেরকেও নাকি তাড়িয়ে দিয়েছ। তার মানে তোমরা চারজন চালাচ্ছ এখন টাম্বলিং আর?'

আসল প্রসঙ্গ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে ডেরিক, বুঝতে পারল স্টিভ। ভদ্রতার খাতিরে চাপাচাপি করতে পারছে না সে, আবার বেশি কৌতূহল দেখাতে গেলে সন্দেহ করতে পারে ডেরিক। তাই ডেরিকের মন মতোই কথা চালিয়ে গেল সে। বুড়োর প্রশ্নের জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, আপাতত চারজনই আছি আমরা।'

'আমাদের মতো প্রতিবেশীদের এখন খুব দরকার হবে তোমাদের। ...বয়েডের বাবা আর আমার মালিক ইউজিনের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।'

কিছু বলল না স্টিভ।

'এখন অবস্থা যা দেখছি,' কিছুক্ষণের বিরতির পর বলে চলল ডেরিক, 'রানশ চালাতে হলে বয়েডকে আমাদের ওয়াটারহোলগুলো ব্যবহার করতে হবে।'

এবারও কোনো মন্তব্য করল না স্টিভ। নীরবে পাশাপাশি চলতে লাগল ওরা। শহর কাছিয়ে আসছে, এমন সময় কৌতূহল আর চেপে রাখতে না-পেরে জিজ্ঞেস করল স্টিভ, 'একটু আগে বলছিলে ডিনামাইট কে ফাটিয়েছে জানা আছে তোমার?'

'কিন্তু নামটা বলতে অসুবিধা আছে আমার, অন্তত সবকিছু পরিষ্কার হওয়ার

আগে,' ভোঁতা গলায় বলল ডেরিক।

আর কিছু বলল না স্টিভ।

শহরে পৌঁছে হাই রেঞ্জ সেলুনের সামনে ঘোড়া থামাল ওরা। স্যাডল থেকে নেমে একগাল হাসল ডেরিক, বলল, 'চলো, গলা ভেজাই।'

'ভেজা গলায়' কিছু কথা বেরিয়ে আসতেও পারে বুড়োর মুখ থেকে, আবার না-ও পারে। কিছু একটা ইঙ্গিত করেই থেমে গেছে সে, এমনও হতে পারে স্টিভকে খেলাচ্ছে আসলে। তাই প্রস্তাবটা নিল না স্টিভ। মাথা নেড়ে বলল, 'কাজ আছে আমার। তুমি যাও।'

ব্যাটউইং দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ডেরিক। 'আমি আবার গলা ভেজাতে শুরু করলে মাতাল হওয়ার আগে থামি না। কাজ সেরে তোমার যদি মনে হয় আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে, সোজা চলে এসো এখানে। বারেই পাবে আমাকে। কিন্তু তোমাকে চিনতে না-পারলে রাগ কোরো না। ...ও, বয়েডকে একবার দেখা করতে বলেছিল ইউজিন, কী নাকি কথা আছে ওর সঙ্গে।'

'দেখা হওয়ামাত্র কথাটা জানাবো ওকে।'

আবারও হেসে বিদায় নিল ডেরিক। ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টিভ। কী করবে বুঝতে পারছে না আসলে। ক্ষুধা জানান দিচ্ছে, দুপুর গড়িয়ে গেছে ইতোমধ্যেই, লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই আবার ডিনারের সময়ও হয়নি। পুরো শহরে এক শেরিফ কলিন্স ছাড়া পরিচিত বলতে আর কেউ নেই। পেশাদার জুয়াড়ি ফ্রেডের কথা হঠাৎ মনে পড়ল স্টিভের। আগের বার থ্রি স্টার-এ পাওয়া গিয়েছিল ওকে, তাই ওই সেলুনের দিকে অগ্রসর হলো স্টিভ।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকার সময় ভাবল, এ-পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব কি বলা উচিত হবে ফ্রেডকে? কতটুকু বিশ্বাস করা যায় ওকে? বয়েড ওর জীবন বাঁচিয়েছে, কিন্তু...

ফ্রেডের চেহারাটা যেন হঠাৎ করে ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে, তাই ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরল সে। ইতোমধ্যেই আসর জমিয়ে ফেলেছে ফ্রেড, ওর টেবিল ঘিরে লোকের জটলা। চোখ তুলে তাকানোমাত্র স্টিভকে দেখতে পেল সে এবং চেহারা দেখেই বুঝল ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যই সেলুনে এসেছে স্টিভ। তাড়াহুড়ো করে রাউণ্ডটা শেষ করল সে, তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'কথা আছে তোমার সঙ্গে,' সংক্ষেপে বলল স্টিভ।

মাথা ঝাঁকাল ফ্রেড। 'একটা ড্রিঙ্ক নাও। গলা ভেজাও আগে, খেলাটা শেষ করে আসি, তারপর দু'জনে একসঙ্গে ডিনার সেরে নেবো।'

বারের দিকে এগিয়ে গেল স্টিভ। কোনার দিকের একটা টুল বেছে নিয়ে বসল। হুইস্কি চাইল বারটেণ্ডারের কাছে। ছোট করে দু'বার চুমুক দিল মগে, তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ভিতরের তরল পদার্থটুকুর দিকে।

কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে ওর, ডুভাল লোকটা শহরেই আছে। কিংবা হর্সহেডের কাছাকাছি কোথাও। এই লোকটাই যদি পর্দার আড়ালে থেকে সব কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তা হলে দুটো কাজ অবশ্যই করতে হয়েছে তাকে—নিয়মিত খোঁজ রাখতে হয়েছে বুল'স আই আর টাম্বলিং আর-এর ব্যাপারে এবং এমন জায়গায় থাকতে হয়েছে যেখান থেকে সহজে ও দ্রুত হাজির হওয়া যায় লেকে। সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ওর জন্য। যদিও কেলভিনকে বলেছে ট্রেন ধরতে হবে ওকে, কিন্তু কথাটা যদি মিথ্যা হয়? আসলে কেলভিনের কাছে নিজেকে জাহির করতে চাইছিল সে। কেন?

চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এসে হুইস্কি শেষ করল স্টিভ, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ডান দিকে। দেখল, ওর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা লোক। বেশ কিছুটা দূরে, আরেকটা টুলের উপর বসে আছে লোকটা। হুইস্কি ভরা মগের হাতল ধরে আছে একহাত দিয়ে, কিন্তু চুমুক দিচ্ছে না। ওর দৃষ্টি যেন চুম্বকের মতো আটকে গেছে স্টিভের চেহারায়। স্মৃতি হাতড়াল কিছুক্ষণ স্টিভ, কিন্তু ওই লোককে আগে কোথায় দেখেছে কিংবা আদৌ দেখেছে কি না মনে করতে পারল না। আগন্তুকের প্রতি একজন অলস শহরবাসীর নিছক কৌতূহল—ভেবে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ঠিক তখনই ওর পাশে এসে বসল ফ্রেড। স্টিভের শূন্য মগের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, 'শেষ?'

মাথা ঝাঁকাল স্টিভ।

'চলো তা হলে,' নিচু গলায় বলল ফ্রেড। 'এখানে বসে কথা বলাটা নিরাপদ না, বারটেণ্ডার সব গিলবে। ভিতরে রেস্টুরেন্ট আছে, খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।'

উঠে ভিতরে গিয়ে নিরিবিলিতে বসল ওরা। বিফস্টেক, ভাজা ডিম, ভাজা আলু, পাই আর কফির অর্ডার দিল ওয়েটারকে। খাবার আসতে দেরি হবে, তাই দু'জনেই দুটো সিগারেট বানিয়ে ধরাল।

ফ্রেড বলল, 'পুরো শহর জানে লেকের ঘটনাটা। আমিও শুনেছি। কে করল কাজটা? কেন করল? কাকে পথে বসানোর উদ্দেশ্য ছিল ওর? বয়েডকে, না কেলভিনকে?'

'সম্ভবত দু'জনকেই। যে বা যারাই করে থাক, এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে।'

'যা যা জানো খুলে বলো আমাকে।'

যতটুকু সম্ভব গুছিয়ে বলল স্টিভ। ওর কথা শেষ হলে ফ্রেড বলল, 'সিগারেটের পোড়া টুকরো আর পায়ের ছাপ ছাড়া আর কোনো সূত্র নেই। কিন্তু এগুলো আপাতত কোনো কাজে লাগছে না। আর ডুভালের যে-বর্ণনা দিলে, শুনে পরিচিত মনে হচ্ছে না। অন্তত হর্সহেডে আসার পর আমি দেখিনি ওরকম কাউকে।'

খাবার দিয়ে গেল ওয়েটার। খেতে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়ার পর মুখ খুলল ফ্রেড, 'আচ্ছা, অন্য একটা প্রসঙ্গ নিয়ে যদি কথা বলি, কিছু মনে করবে?'

খাওয়া থামিয়ে ওর দিকে তাকাল স্টিভ। 'কী?'

'বয়েডের বোন-জামাই ড্যানের ব্যাপারে।'

ভ্রূ কুঁচকাল স্টিভ, কাঁটা-চামচ নামিয়ে রাখল প্লেটের উপর। 'কী করেছে সে?'

'থ্রি স্টার-এ নিয়মিত জুয়া খেলে সে, জানো?'

কথাটা হজম করতে সময় লাগল স্টিভের। 'এইমাত্র জানলাম।'

'আচ্ছা, টাম্বলিং আর-এর অবস্থা তো খারাপ, তাই না? তা হলে জুয়া খেলার টাকা পায় কোত্থেকে সে?'

'জানি না,' কাঁটা-চামচ তুলে নিয়ে আবার খেতে শুরু করল স্টিভ। ওর মনের ভিতরেও খচ খচ করছে প্রশ্নটা।

শার্টের পকেট থেকে একটা খাম-বের করল ফ্রেড। 'এক হাজার ডলার আছে ভিতরে। পুরো টাকাটাই ড্যানের কাছ থেকে কামিয়েছি আমি। টাম্বলিং আর-এর অবস্থার সঙ্গে ওর এই বিলাসিতা একেবারেই বেমানান, তা-ই না?'

টাম্বলিং আর ভেসে উঠল স্টিভের মানসপটে। দেখতে পেল সে জেসিকে—কাউহ্যাণ্ডদের জন্য রান্না করছে মেয়েটা। অল্প কয়েকটা রুগ্ণ গরুবাছুর। আর ড্যান—নিষ্কর্মা এক ফুলবাবু, জেসিকে বলতে গেলে আগাছার মতো আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে।

'তুমি নতুন এক চিন্তা ঢুকিয়ে দিলে মাথায়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল স্টিভ।

'আমার জীবন বাঁচিয়েছে বয়েড। তুমি ওর বন্ধু। সে-জন্যই কথাটা বললাম তোমাকে, যাতে বয়েডকে বলতে পারো। কথাটা জানানো কর্তব্য মনে হয়েছে আমার। দেখো, এক হাজার ডলার তো আর এক রাতে কামাইনি, বেশ কয়েকবার খেলতে হয়েছে ড্যানকে। তখন থেকেই একটু একটু করে জমিয়েছি। উদ্দেশ্য ছিল যদি কখনও বয়েডের সঙ্গে দেখা হয় তা হলে সব বলে টাকাটা তুলে দেবো ওর হাতে।' খামটা স্টিভের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'নাও, রাখো। বয়েডকে দিয়ে দিয়ো।'

তিক্ত হাসি হাসল স্টিভ। 'তোমার টাকা আমি রাখবো কেন?'

'কারণ জোচ্চুরি করে টাকাটা কামিয়েছি আমি।'

কিছু না-বলে একদৃষ্টিতে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে থাকল স্টিভ।

নীরবে হাসল ফ্রেড। 'আমার সঙ্গে যে-রাতে খেলতে বসল ড্যান, তখনই বুঝলাম নিজের টাকায় খেলছে না আসলে। জুয়ার টেবিলে কার টাকা কামাই করা আর কার টাকা অন্যের সেটা আমার চেয়ে ভালো কে বোঝে? তখন মনে পড়ে গেল বয়েডের কথা। জানতে ইচ্ছা করছিল, কার টাকায় জুয়া খেলে ড্যান? ঠিক করলাম, ঠকাবো ওকে। ওর টাকা জমা রাখবো আমার কাছে যতদিন না বয়েডের সঙ্গে দেখা হয়, ওকে সব কথা জানানোর সুযোগ পাই।' স্টিভের প্রতিক্রিয়া দেখে নিয়ে বলে চলল ফ্রেড, 'যদি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারো টাকাটা ড্যানের, আবার যখন খেলতে আসবে সে ইচ্ছা করে জিতিয়ে দেবো ওকে। আর নইলে এই টাকা নিয়ে গিয়ে বয়েডের বোনের হাতে দাও।'

আর খেতে ইচ্ছা করছে না স্টিভের, কাঁটা-চামচ রেখে দিয়ে কফির কাপ টেনে নিল সে।

'যে-রাতে আমার সঙ্গে খেলতে বসল ড্যান, হয়তো নতুন দেখে আমাকে আনাড়ি ভেবে নিল। আশা করি আমার কাছে একটা হাজার ডলার হারার পর টের পেয়েছে আমি আনাড়ি না।'

'তার মানে তোমার চুরিও ধরে ফেলেছে?'

'ধরে যদি ফেলেও থাকে প্রমাণ করতে পারবে না। অন্তত ওর চোখ সেই কথাই বলে। ...আমরা যারা জুয়াড়ি, বাহান্নটা তাসের মতোই প্রতিপক্ষের চোখ চিনতে হয় তাদের।'

কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখল স্টিভ। 'বয়েড বা ওর বোন কেউই এই টাকাটা নেবে না।'

'কিন্তু ঘটনাটা কি ওদেরকে জানানো উচিত না?'

'হুঁ, উচিত। কিন্তু...'

হাত তুলে স্টিভকে থামিয়ে দিল ফ্রেড। শার্টের পকেট থেকে পরিষ্কার এক তা কাগজ বের করল। ওয়েটারের কাছ থেকে কালি আর কলম চেয়ে নিল। তারপর কী যেন লিখে কাগজটা বাড়িয়ে ধরল স্টিভের দিকে। হাতে নিয়ে পড়ল স্টিভ:

মিস্টার আলফ্রেড বয়েড একসময় কিছু টাকা পেত আমার কাছে। কিন্তু আমার হাতে তখন টাকা ছিল না। লোকটা মারা গেছে শুনেও আমি যেতে পারিনি, কারণ তখনও ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য ছিল না আমার। এই বাহকের মাধ্যমে মিস্টার বয়েডের উত্তরাধিকারীর কাছে টাকাটা দিয়ে দিলাম। নিজের পরিচয় দিতে পারলাম না, কারণ তাতে আমার অসুবিধা হতে পারে। শুধু নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, এই টাকায় কোনো সমস্যা নেই।

...একজন বন্ধু

স্টিভের পড়া শেষ হলে ওর হাত থেকে কাগজটা নিল ফ্রেড, ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখল টাকাভর্তি খামে। খামের গায়ে লিখল: মিসেস ড্যান। তারপর বলল, 'এবার আশা করি কোনো সমস্যা নেই?'

ওর হাত থেকে খামটা নিয়ে শার্টের পকেটে রাখল স্টিভ। বলল, 'কাল রাতেও কি খেলতে এসেছিল ড্যান?'

'এসেছিল। সন্ধ্যার দিকে। আমাকে বোধহয় মনে ধরে গেছে ওর,' চোখ টিপল ফ্রেড, 'তাই আর কারও সঙ্গে না-খেলে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আর বারে বসে গলা ভেজাচ্ছিল। ফারো খেলছিলাম, খেলা শেষ করে আরেকটা টেবিলে গিয়ে বসি, পোকার খেলতে শুরু করি। তখন আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় সে।'

'সন্ধ্যায় এসেছিল?' ভ্রূ কুঁচকাল স্টিভ। 'গেল কখন?'

'সাড়ে আটটার দিকে হবে।'

কফির শূন্য কাপটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টিভ। তারপর ধীরে

ধীরে জিজ্ঞেস করল, 'সাড়ে আটটা? তুমি নিশ্চিত?'

'হলপ করে বলতে পারবো না, পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হবে হয়তো। কেন?'

মাথা নাড়ল স্টিভ। 'না, কিছু না।'

'কিছু তো অবশ্যই। কী বোঝাতে চাইছ? শহর থেকে রানশে ফিরতে হলে লেকের কাছ দিয়ে যেতে হয়েছে ওকে। তুমি কি বলতে চাও ওই সময় লেকে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে ড্যান কিন্তু চেপে গেছে তোমাদের কাছে?'

'হর্সহেড থেকে না, স্যান সিদ্রো থেকে রানশে ফিরেছিল ড্যান।'

হাঁ হয়ে গেল ফ্রেড। 'স্যান সিদ্রো থেকে! এখানে আমার সঙ্গে জুয়া খেলে সাড়ে আটটার সময় বের হলো সে। তারপর ঘোড়ায় চেপে স্যান সিদ্রো গেল। এবং রাত শেষ হওয়ার আগেই গিয়ে হাজির হলো রানশে!'

কিছু বলল না স্টিভ।

'যতক্ষণ জুয়া খেলছিল ড্যান,' ফ্রেডের কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ, 'ততক্ষণ নিশ্চয়ই অস্থিরতায় ভুগছিল ওর ঘোড়াটা। মাটিতে পা ঠুকছিল বার বার। শেষে একসময় মাটির অভিশাপেই হয়তো, চার পায়ের জায়গায় বারো পা গজিয়ে গেল জন্তুটার। তাই এক রাতেই হর্সহেড থেকে স্যান সিদ্রো হয়ে আবার রানশে ফিরতে পারল।'

চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে স্টিভ। মিথ্যা কথাটা কেন বলল সে? নিজেও জানে না। বয়েডের জন্য? কিন্তু ড্যানকে বাঁচাতে মিথ্যা বললে বয়েডের কী লাভ? জেসিকে বাঁচাতে? ওর স্বামী লেকের কাছ দিয়ে বাড়ি ফিরেছে জানলে কী বলবে লোকে? সন্দেহজনক কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই দেখেছে লোকটা কিন্তু চেপে গেছে। কেন?

আর জেসিকেই বা বাঁচাতে চায় কেন স্টিভ? এরকম কোনো কথা তো ছিল না! বাড়ি ফিরল বয়েড, ওর সমস্যা ওরই সামলানোর কথা, কিন্তু স্টিভ কেন জড়িয়ে গেল?

ড্যান যদি লেকের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরেও থাকে তাতেও কিন্তু কিছু প্রমাণিত হয় না। কারণ যে বা যারা ডিনামাইট ফাটিয়েছে তারা হয়তো সন্ধ্যায় শহরে দেখেছে ড্যানকে। হিসেব কষে বুঝেছে কোন্ পথে ফিরতে হবে ওকে, তাই জায়গামতো গিয়ে লুকিয়ে থেকেছে। লেকের কাছ দিয়েই হয়তো গেছে ড্যান, কিন্তু কিছুই টের পায়নি। সে চলে যাওয়ার পরই হয়তো কাজ শুরু করেছে দুর্বৃত্তরা।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কেউ, শব্দ শুনে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে চোখ তুলে তাকাল স্টিভ। বারে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যে-লোকটা, সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে এসেছে সে। ওর দিকে ইঙ্গিত করে বলল স্টিভ, 'চেনো?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ফ্রেড। স্টিভ যার দিকে ইঙ্গিত করেছে সে-লোকটা বেশ মোটাতাজা। একটা টেবিলে বসছে সঙ্গীকে নিয়ে। একটা ব্যাপার খেয়াল করল ফ্রেড—মোটা লোকটা কোমরের অনেক নীচে পরেছে প্যান্ট, দেখলে মনে হয়

এখনই খুলে পড়ে যাবে।

স্টিভের দিকে তাকাল ফ্রেড। 'বন্ধু, না শত্রু?'

'কোনোটাই না। একটু আগে বারে যখন বসে ছিলাম আমার দিকে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টিতে। ...চেনো?'

'না।'

'কিন্তু ব্যাটার তাকানো দেখে আমার মনে হয়েছে আমাকে চেনে সে।'

কথা না-বাড়িয়ে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল ফ্রেড। 'আমাকে উঠতে হবে। ওদেরকে বলে এসেছি সাড়ে ছ'টায় ফিরে গিয়ে আবার বসবো ফারোর টেবিলে। সময় হয়ে গেছে।'

একসঙ্গেই বের হলো দু'জন। একটা টেবিলে বসে গেল ফ্রেড, বিদায় জানাল স্টিভকে। জবাবে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে সেলুন ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল স্টিভ।

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। কর্মচাঞ্চল্য কমে গেছে হর্সহেডে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। আলোকিত হয়ে আছে বেশিরভাগ বাড়ির জানালা। সেলুন দুটোতে বাড়ছে আমোদপ্রিয় লোকদের ভিড়। আকাশে মেঘ, বাতাস ভেজা ভেজা। অলস পায়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল স্টিভ, তারপর কী মনে করে দিক পাল্টে গিয়ে দাঁড়াল একটা বাড়ির অন্ধকার এককোনায়। ছায়ায় গা ঢেকে আরাম করে হেলান দিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের সঙ্গে।

ড্যানের ব্যাপারটা বার বার মনে পড়ছে। নিয়মিত যাতায়াত করে সে হর্সহেডে, জুয়া খেলে। এবং ধরে নেয়া যায় নিয়মিত হারে। কিন্তু চেহারায় চিন্তার কোনো ছাপ নেই। কে টাকা দেয় ওকে? বয়েডের বোন? স্বামীর এই বদাভ্যাসের কথা লুকিয়েছে সে ভাই-এর কাছে? কিন্তু জেসিই বা এত টাকা পাবে কোত্থেকে?

ড্যানের জুয়া খেলা নিয়ে যতবার ভাবল স্টিভ, ততবার ওর মনে হলো, জেসি কিছু জানে না এ-ব্যাপারে। ওর কাছ থেকে টাকা নেয় না ড্যান। টাকা যোগাড় করার অন্য কোনো উৎস আছে লোকটার। আবার চাকরি বা ব্যবসা কোনোটাই করে না সে। মোটা অঙ্কের জমানো-টাকা আছে নাকি ওর?

কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারল না স্টিভ। বিরক্ত হয়ে উঠল সে। এসবের সঙ্গে ডিনামাইটের সম্পর্ক কী? ডেরিকের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাতাল হয়ে গেছে বুড়ো। ওকে খোঁচালে কিছু জানা যাবে? থ্রি স্টার-এর দিকে পা বাড়াল স্টিভ।

যে-সেলুনে ফারো খেলছে ফ্রেড, থ্রি স্টার-এ যেতে হলে সে-সেলুন ছাড়িয়ে যেতে হয়। ব্যাটউইং দরজার কাছে এসেছে স্টিভ, ঠিক তখনই বাইরে বেরিয়ে এল সেই মোটা লোকটা, অনেকটা নাটকীয়ভাবে। থমকে গেল স্টিভ। ওকে দেখে নড করল মোটু। পশ্চিমে এটা একটা রীতি—একই আগন্তুকের সঙ্গে দিনে একাধিকবার দেখা হলে এরকম করে লোকে।

স্টিভও নড করল। ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওর। এই লোকটা কি অনুসরণ করছে ওকে? নইলে বার বার কেন দেখা হচ্ছে এর সঙ্গে? শহরের একমাত্র হোটেলের

দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। হর্সহেডের বাসিন্দা যদি না-হয় সে, তা হলে আজ রাতে ওখানে থাকবে বোধহয়।

একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। সঙ্গে সঙ্গে পা চালিয়ে হোটেলে গিয়ে হাজির হলো সে। রিসেপশন ডেস্কের ওধারে বসে থাকা ক্লার্ককে বলল, 'মিস্টার ডুভালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ডুভাল?' ডেস্কের উপরে রাখা খোলা রেজিস্টারটা একবার দেখল বুড়ো ক্লার্ক। 'কিন্তু সে তো আজ সকালে চলে গেছে।'

'ওকে চেনো?' বুড়োর ভাবভঙ্গি সহজ-সরল বুঝে কথা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল স্টিভ।

'কাউকে একবার দেখলে ভুলি না আমি।'

'আজ সকাল থেকে কি তুমিই দায়িত্বে আছো? ...মানে, লোকটা হয়তো ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে?'

'ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে কি না বলতে পারবো না। কিন্তু আমার সামনে দিয়েই হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে। নিজের চোখে দেখেছি। ...কোনো সমস্যা?'

'না। ধন্যবাদ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে কী করা যায় ভাবতে গিয়ে ডেরিকের কথা আবারও মনে পড়ে গেল স্টিভের। হাই রেঞ্জে আছে বুড়ো; আছে মানে থাকার কথা। ওর হুঁশ আছে কি না... , সেলুনটার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ভাবল স্টিভ।

ভিতরে ঢোকামাত্র কোলাহল আর উচ্চকণ্ঠের হাসির শব্দ কানে বাড়ি মারল যেন। চুরুট আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ম্লান হয়ে গেছে তিনটা বড়সড় লণ্ঠনের আলো, সস্তা তামাকের বিশ্রী গন্ধ বাতাসে। খদ্দেরদের চেহারার দিকে একবার করে তাকালেই বলে দেয়া যায় কে খনি-শ্রমিক, কাউহ্যাণ্ড, ভবঘুরে অথবা পেশীশক্তিবাজ। আরও বোঝা যায় গলা ভেজাতে এসেছে কে, কার তাস বা নারী দরকার। একটা টেবিলও খালি নেই, বেশিরভাগই ধূলিধূসরিত মেক্সিকানদের দখলে; ক্রমবর্ধমান ধোঁয়ার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পেগের-পর-পেগ হুইস্কি গিলতে গিলতে ফারো খেলছে ওরা। একধারে হতশ্রী দুটো পুল-টেবিল ঘিরেও ছোটখাটো জটলা। তবে খেলার উদ্দেশ্যে নয়, সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন দেহপসারিণীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যই ওখানে জড়ো হয়েছে লোকগুলো।

দৃষ্টি ফিরিয়ে বারের দিকে তাকাল স্টিভ। কোনার দিকে খুঁজে পাওয়া গেল ডেরিককে। ঢুলছে বুড়ো—ঘুমে নয়, নেশায়। বারের উপর দুই কনুই ছড়িয়ে দিয়ে চেষ্টা করছে যতখানি সম্ভব জায়গা দখল করার এবং বারটেণ্ডারের সঙ্গে আলাপ জমানোর। যতবার ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বারটেণ্ডার, ততবার ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে সে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বুড়োর ব্যাপারে বিরক্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছে বারটেণ্ডার লোকটা।

ডেরিকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল স্টিভ। একটা টুল টেনে নিয়ে বারের বিশাল

আয়নায় একবার দেখল পিছনটা। তারপর ডেরিকের কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বসে পড়ল।

মুখ তুলে তাকানোমাত্র স্টিভকে চিনতে পারল ডেরিক। সঙ্গে সঙ্গে দুটো হুইস্কির অর্ডার দিল সে বারটেণ্ডারকে। তারপর আবার স্টিভের দিকে তাকিয়ে জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'কী খবর? এত দেরি হলো যে? আমি তো ভেবেছিলাম আরও আগেই দেখা করতে আসবে।'

'হুঁ,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে স্টিভ। লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে ওদেরকে, বলা ভালো ওকে। ডেরিককে অনেক আগে থেকেই চেনে ওরা, জানে একা একাই গলা ভেজাতে ভেজাতে একসময় মাতাল হয়ে যায় বুড়ো; তাই আজ ওর একজন সঙ্গী দেখে কৌতূহল বোধ করছে।

বুড়োকে জিজ্ঞেস করল স্টিভ, 'গলা ভেজানোর সময় তুমি লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করো না, নাকি লোকজন তোমাকে পছন্দ করে না? ধারেকাছে কেউ নেই কেন?'

জবাবে চিৎকার করে গাল দিল ডেরিক, উপস্থিত জনতার ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর কয়েকটা কথা বলল। বারটেণ্ডার তো বটেই, স্টিভের গালও লাল হয়ে গেল। কাঁধে হাত দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল সে ডেরিককে। ধাক্কা দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দিল বুড়ো, বারটেণ্ডারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দুটো হুইস্কি দিতে তোর এত সময় লাগে কেন, শালা?'

'সময় লাগে, কারণ তোমার পকেটে যা ছিল সব খরচ করে ফেলেছ ইতোমধ্যেই,' সতর্ক কণ্ঠে বলল বারটেণ্ডার। 'এই হুইস্কির দাম কে দেবে শুনি?'

'আমি,' বলল স্টিভ।

হুইস্কি আসামাত্র মগের উপর হামলে পড়ল ডেরিক। এখন ওর সঙ্গে কথা বলা বৃথা বুঝে ধীরেসুস্থে চুমুক দিতে লাগল স্টিভ। আয়নার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ভাবছে সে আজ সারাদিনে কী কী ঘটল, কী কী জানা গেল। হুইস্কি শেষ করে মগ নামিয়ে রাখছে, এমন সময় দেখল ব্যাটউইং দরজা খুলে বলতে গেলে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল সেই মোটা লোকটা, আজ এর আগে তিন বার দেখা হয়েছে যার সঙ্গে। ঢুকেই বারের দিকে তাকাল মোটু, খুঁজল কাকে যেন, পিছন দিক থেকে দেখেই চিনতে পারল স্টিভকে এবং আশ্বস্ত হলো, তারপর এককোনায় সরে গিয়ে জায়গা করে নিল একটা ফারো টেবিলের পাশে।

ঢিলেঢালা ভাবটা মুহূর্তেই বিদায় নিল স্টিভের মন থেকে। কোনো সন্দেহ নেই, মোটু যে-ই হোক, অনুসরণ করছে ওকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? কার কাছে হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল স্টিভ?

নেশায় ঝিমুচ্ছে ডেরিক। ওর দিকে ঝুঁকল স্টিভ। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল, চোখের ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'ওই মোটা লোকটাকে চেনো? এই মাত্র এসেছে। দুই কোমরে দুটো পিস্তল, দুটোরই হাতল সিডার কাঠের। মড়ার মতো দৃষ্টি চোখে।'

খুব ধীরে হাতের গ্লাস বারের উপর নামিয়ে রাখল ডেরিক। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতে কষ্ট হলো ওর। মোটা লোকটাকে দেখামাত্র চিনল সে এবং অকারণেই অট্টহাসি হাসল। উঁচু গলায় বলল, 'ওই মোটকুকে আবার চিনবো না! এই এলাকায় ওয়ালেস নামের ধূর্ত একটা নেকড়ে আছে, ওই ভোটকুটা ওর চামচা।'

'আস্তে!' নিচু গলায় ধমক দিল স্টিভ। 'ওরা শুনে ফেললে খবর আছে তোমার!'

'আরে রাখো তোমার খবর!' মুখ ঝামটা মারল ডেরিক। 'ওয়ালেসের কীর্তিকলাপ কিছু জানো? এক নম্বরের রাসলার। এই সেলুনে কাউহ্যান্ড যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো। প্রত্যেকের রানশের কম করে হলেও এক ডজন করে গরু আছে ওয়ালেসের কাছে। আর প্রত্যেকটা গরু চুরির কাজে সাহায্য করেছে ওই মোটকু হারামজাদা।'

পুরো সেলুনে পিনপতন নীরবতা। বারের দিকে তাকিয়ে আছে বাকি সব খদ্দের, স্টিভ আর ডেরিককে দেখছে।

'ওয়ালেস, মানে ওই মোটকুর...'

ডেরিকের কনুই ধরে হ্যাঁচকা টান মারল স্টিভ, ঘটনাটা আচমকা ঘটায় কথা বন্ধ হয়ে গেল বুড়োর।

'চলো,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল স্টিভ, 'থ্রি স্টার-এ চলো। এখানে থাকলে দু'-এক মিনিটের মধ্যেই মরবে তুমি।'

'এই তো,' ডেরিকের ভাব দেখে মনে হলো মদের নেশা নয়, কথা বলার নেশায় ধরেছে ওকে, 'মাস তিনেক আগে 'ট্রিপল ই' রানশ থেকে পঞ্চাশটা গরু খোয়া গেল। বলুক, যাদের সাহস আছে তারা মুখ খুলুক, ওই মোটকু আর ওয়ালেস মিলে...'

সেলুনের যে-কোনায় জুয়ার টেবিলগুলো আছে, সেই কোনা থেকে হঠাৎ চলতে শুরু করল একটা লোক—মোটা লোকটা। ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে বারের দিকে এগিয়ে আসছে সে। বার থেকে দশ ফুট দূরে এসে থামল। দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো নিশপিশ করছে পিস্তলের বাঁটের কয়েক ইঞ্চির কাছাকাছি। 'কী বললে তুমি?' শরীরের মতোই মোটা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডেরিককে, 'ওয়ালেস রাসলার? আমি ওর চামচা?'

প্রশ্নটায় এমন কিছু ছিল যে, খানিকটা হলেও হুঁশ ফিরল ডেরিকের; কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলেছে বুঝে অস্বস্তি ফুটে উঠল চোখেমুখে। 'আমি...' ইতস্তত করতে লাগল সে, 'আমি আসলে...'

গাল দিল মোটা লোকটা, দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'পিস্তল বের করো।'

কিন্তু ডেরিক নয়, পিস্তলে ছোবল দিল স্টিভ। ঘটনাটার জন্য প্রস্তুত ছিল না মোটা লোকটা, তাই থমকে গেল। সুযোগটা কাজে লাগাল স্টিভ। পর পর তিন বার গুলি করল সে। লক্ষ্যভেদ করল তিনটা বুলেটই– নিভে গেল সেলুনের তিনটা লণ্ঠন।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। শেষবার গুলি করার পর পিস্তল হোলস্টারে ভরেই ডেরিকের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল স্টিভ। টুল ছেড়ে উড়ে এসে মেঝেতে দাঁড়িয়ে গেল বুড়ো। ওকে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ দিল না স্টিভ, ব্যাটউইং দরজাটা কোথায় অনুমান করে নিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সে-দিকে। ততক্ষণে বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠেছে মোটা লোকটা, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেছে, ডেরিক যে-টুলে বসে ছিল সে-টুল লক্ষ্য করে অন্ধকারেই আন্দাজে গুলি করছে একের পর এক। নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চেষ্টায় হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে বাকি খদ্দেরদের মধ্যে।

দরজার দিকে এগোতে গিয়ে স্টিভ টের পেল, জটলা বেধে গেছে ওই জায়গায়। চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে কেউ, কেউ আবার গাল দিতে দিতে অস্থির, ঈশ্বরের কাছে প্রাণ বাঁচানোর ফরিয়াদ জানাতে শোনা গেল কাউকে কাউকে। এদিকে ডেরিককে হাজার টানাটানি করেও লাভ হচ্ছে না খুব একটা—নেশায় বেহাল অবস্থা বুড়োর, ভারী হয়ে গেছে পা, ঠিকমতো হাঁটতেও পারছে না। মেঝেতে পড়ে থাকা কীসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেল স্টিভ। হাতড়ে হাতড়ে বুঝল লোকজনের ধাক্কা লেগে উল্টে গেছে একটা টেবিল। ডেরিককে নিয়ে দরজা দিয়ে বের হওয়া যাবে না বুঝতে পেরে ওই টেবিলের আড়ালে বসে পড়ল সে, বুড়োকেও টেনে বসাল পাশে।

সেলুনের আরেকধারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল কয়েকবার– এবার অন্য কেউ গুলি করছে। বারের কাছ থেকে ঝনঝন শব্দ শোনা গেল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে বিশাল আয়নাটা। দরজার কাছের ভিড় পাতলা হয়ে গেল হঠাৎ করেই। সুযোগ বুঝে আর দেরি করল না স্টিভ, একহাতে ডেরিকের কনুই ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে এল বাইরে।

'আমি পারবো না,' বাইরে এসেই মুখ হাঁ করে দম নিতে লাগল ডেরিক, 'আর এক পা-ও চলতে পারবো না আমি। আমাকে এখানেই ফেলে দিয়ে চলে যাও। যা হওয়ার হবে।'

মেঘলা আকাশে চাঁদ নেই, অন্য বাড়িগুলোর আলোয় রাস্তা কিছুটা হলেও আলোকিত হয়ে আছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার সেলুনের বাইরে। ডেরিকের দিকে তাকাল স্টিভ। হাঁটুতে দু'হাত ঠেকিয়ে নুয়ে পড়েছে বেঁটে, হালকা-পাতলা লোকটা। রাস্তার উপরই শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে যেন। পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল স্টিভ, তারপর উবু হয়ে কাঁধে তুলে নিল ডেরিককে। এক মুহূর্ত ভাবল কোথায় যাওয়া যায়। শেরিফের অফিসের কথাই মনে পড়ল ওর। মনে করার চেষ্টা করল অফিসটা কোথায়, তারপর ঢুকে পড়ল সেলুনের পাশের অন্ধকার গলিতে। গুলির আওয়াজ শুনে লোক বাড়তে শুরু করেছে রাস্তায়, ডেরিককে কাঁধে নিয়ে এগোতে দেখলে সন্দেহ করতে পারে কেউ।

গলির শেষমাথায় ব্যাংক। তার উল্টোদিকে শেরিফের অফিস। অন্ধকারে ডুবে আছে পুরো বাড়ি, ডেপুটিও নেই বোধহয়। পা চালিয়ে পিছনের কামরাটার বন্ধ দরজার সামনে হাজির হলো স্টিভ। হাতল ঘুরিয়ে বুঝল ভিতর থেকে তালা

মারা আছে। এক কদম পিছাল সে, জোরে লাথি মারল হাতলের পাশে। আঘাত সইতে পারল না পুরনো দরজাটা, তালা ভেঙে গেল।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল স্টিভ। ডেরিককে নামিয়ে রাখল মেঝের উপর। পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে জ্বালল। এককোনায় বাজে মালপত্রের স্তূপের পাশে জীর্ণ একটা খালি খাট। ডেরিককে আবারও তুলে নিল স্টিভ, এগিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল খাটের উপর। জ্বলন্ত ম্যাচকাঠির আলোয় একবার দেখল ডেরিকের চেহারা। ঘুমিয়ে গেছে, বলা ভালো জ্ঞান হারিয়েছে বুড়ো। শরীরের কোথাও কোনো ক্ষত চোখে পড়ছে না। ফুঁ দিয়ে আগুন নেভাল স্টিভ, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে আটকে দিল দরজাটা।

মোটা লোকটা যে-ই হোক, খুঁজবে ডেরিককে। কিন্তু বুড়ো যে এখানে আছে কল্পনাও করবে না হয়তো। তাই ধরে নেয়া যায় কপাল মন্দ না-হলে আপাতত নিরাপদ ডেরিক। সকালে নিজের আস্তানায় ফিরতে পারবে সে।

লম্বা করে দম নিল স্টিভ। এই তল্লাটে যা ঘটছে সে-ব্যাপারে আগে একেবারেই অন্ধকারে ছিল ওরা, এখন আলোর আভাস কিছুটা হলেও পাওয়া যাচ্ছে। ডেরিকের কথা যদি ভুল না-হয়, মোটা লোকটার নাম জানা না-গেলেও কোথায় কাজ করে, কী কাজ করে জানা গেছে। কোনো সন্দেহ নেই স্টিভকেই অনুসরণ করছে মোটু। ওয়ালেস নামের এক রাসলারের নাম বেরিয়ে এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে যতটুকু বলেছে তার চেয়ে বেশি জানে ডেরিক, কিন্তু সে এখন অন্য জগতে। অদম্য একটা কৌতূহল টের পেল স্টিভ, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শেরিফের অফিসের দিকে। লাভ নেই বুঝতে পেরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

না-দেখেও বুঝতে পারছে সে, হাই রেঞ্জ সেলুনটা এখন জনসমুদ্র। দেয়ালে হেলান দিল সে, ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। সবচেয়ে বড় ও বিপজ্জনক সূত্র, যেটা নিয়ে এখন কাজ করা যেতে পারে, তা হলো ওয়ালেস।

খদ্দেরভর্তি সেলুনে এলোপাতাড়ি গুলি করেছে মোটা লোকটা; সে যে-ই হোক ক্রুদ্ধ জনতার মুখোমুখি হতে চাইবে না। তাই এতক্ষণে সটকে পড়েছে হয়তো। পরে কখনও দেখা হলে একহাত হয়ে যাবে ওর সঙ্গে, ভাবতে ভাবতে আস্তাবলের উদ্দেশে পা বাড়াল স্টিভ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ওর, ঘুরে আবার শেরিফের অফিসে এসে ঢুকল সে। ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে খুঁজে বের করল কাজ চালানো যাবে এমন একটা লণ্ঠন, লেখার উপযোগী একটুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল। লণ্ঠন জ্বালিয়ে লিখল: **'ফ্রেড, তোমার জায়গায় আমি থাকলে আজ রাতেই নিজের কামরা পাল্টে ফেলতাম। হোটেলে অন্য কোনো কামরায় গিয়ে উঠতাম। স্টিভ।'**

লেখা শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে কাগজটার দিকে। ফ্রেডকে এভাবে সতর্ক করার দরকার আছে কি আদৌ? মোটা লোকটা স্টিভকে দেখেছে ফ্রেডের সঙ্গে কথা বলতে। যদি স্টিভের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকে ওর, তা হলে প্রথমে ফ্রেডের দিকে হাত বাড়াতে পারে। খুঁতখুঁত করছে স্টিভের মনের

ভিতরে, তাই কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না সে। অন্তত ফ্রেডের ব্যাপারে নয়। লোকটাকে ভালো লেগে গেছে ওর, অঘোষিত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওর সঙ্গে।

বাইরে এসে ব্যাংকের এককোনায় গিয়ে দাঁড়াল স্টিভ। লোকজনের আনাগোনা আছে এখানে। উল্টোদিকের বাড়ির জানালায় বড়সড় একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তাই আলোও আছে মোটামুটি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, অতি সস্তা পোশাক পরিহিত সাধারণ এক মেক্সিকানকে পাকড়াও করতে পারল সে। একটা ডলার ধরিয়ে দিল লোকটার হাতে, কী করতে হবে বুঝিয়ে বলল। আশ্চর্য হলেও নগদ টাকা পেয়ে কোনো প্রশ্ন করল না লোকটা; ফ্রেডকে যে-সেলুনে পাওয়া যেতে পারে বলেছে স্টিভ, হাঁটা ধরল সে-সেলুনের উদ্দেশে।

ওর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টিভ। তারপর ঘুরে ব্যাংকের পাশের গলি ধরে রওয়ানা হলো শহরের উত্তরপ্রান্তের দিকে, আস্তাবলের উদ্দেশে।

আস্তাবলরক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। আসলে নিজের ভাগ্য যাচাই করতে চাচ্ছে। এমনও হতে পারে ডুভাল বা ওয়ালেসের ব্যাপারে কিছু জানে না লোকটা। আবার জানলেও না-জানার ভান করতে পারে।

শক্তিশালী লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে আস্তাবল। ধীর পায়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল স্টিভ। খড়ের ছড়াছড়ি চারদিকে। এককোনায় ভাঙাচোরা একটা টেবিল এবং তার পিছনে একটা চেয়ার। বুড়ো একটা লোক বসে আছে, টেবিলের উপর খুলে-রাখা খাতায় কী যেন লিখছে। স্টিভের উপস্থিতি টের পেয়ে লেখা থামিয়ে চোখ তুলে তাকাল সে। উজ্জ্বল চোখ, দয়ালু চেহারা– কেমন আপন আপন একটা ভাব।

আর যা-ই করুক কথা গোপন করার অথবা মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে না এই লোক, ভাবল স্টিভ ইতস্তত করার অভিনয় করল সে, 'এখানে না আরেকজন থাকত? সকালে দেখেছি। চলে গেছে নাকি?'

ভ্রূ কুঁচকাল বুড়ো। 'কার কথা বলছ? জিমি? বাড়িতে নাকি কী কাজ আছে ওর, তাই আজ রাতে থাকবে না এখানে। ...তোমার কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলো।'

যেন হতাশ হয়েছে এমন কণ্ঠে বলল স্টিভ, 'না, কিছু লাগবে না। ওকেই আমার দরকার ছিল। আজ রাতে যখন আর আসবে না তখন পরেই দেখা করবো।'

'পরে মানে কি আগামীকাল?' চেয়ারে হেলান দিল বুড়ো। 'কাল জিমি না-ও আসতে পারে। ওর বউ-এর শরীর খারাপ।'

নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ। 'তা হলে তো মুশকিলে পড়লাম দেখছি। আমাকে বলেছিল একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে সে। এই শহরে নতুন এসেছি তো...'

'তা-ই নাকি?' আগ্রহী হয়ে উঠল বুড়ো। ইশারায় দূরের আরেকটা পুরনো চেয়ার দেখাল স্টিভকে। 'ওটা নিয়ে এসে বসো। কিছুক্ষণ গল্প করি তোমার

সঙ্গে।'

মনে মনে খুশি হয়ে উঠল স্টিভ। এরকমই চাইছিল সে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল বুড়োর মুখোমুখি।

'কোথায় তোমাকে কাজ দেবে বলেছে জিমি?' জানতে চাইল বুড়ো। 'এই আস্তাবলে?'

'না। আসলে কোথায় কাজ দেবে বলেনি। কাজ দিতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তাও দেয়নি। শুধু বলেছে একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে। তবে...' আবারও ইতস্তত করার ভান করল স্টিভ, 'একজনের নাম বলেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমির, অনেক বড় একটা স্প্রেড আছে আশপাশেই কোথাও, আমার মতো কাউহ্যাণ্ড নাকি হরহামেশাই দরকার হয় ওর।'

'কে?'

'ওয়ালেস।'

নামটা শোনামাত্র হাসিখুশি ভাব উধাও হলো বুড়োর চোখ থেকে। 'ওয়ালেসের নাম জিমি বলেছে তোমাকে? নাহ্, তুমি মনে হয় অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছ।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল স্টিভ। 'যার সঙ্গে কথা বলেছি তার নাম জিমি কি না তা তো আর আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। লোকটা বেঁটে, গাট্টাগোট্টা, মড়ার মতো দৃষ্টি চোখে, দুই কোমরে দুটো হোলস্টার, পিস্তল দুটোর হাতল সিডার কাঠের।'

হা হা করে হাসল বুড়ো লোকটা। কাঠিন্য বিদায় নিয়েছে ওর চেহারা থেকে, স্টিভের 'অজ্ঞতায়' মজাই পাচ্ছে সে এখন। 'ওই লোকটা জিমি না। জিমি অনেক লম্বা, তোমার চেয়েও। আর হ্যাংলা-পাতলা। ...তুমি যার সঙ্গে কথা বলেছ তাকে আমি চিনি। ওয়ালেসের ওখানে কাজ দেবে বলেছে না তোমাকে? ঠিকই বলেছে। ওর পক্ষেই সম্ভব যে-কাউকে ওয়ালেসের...কী বললে যেন...স্প্রেডে...কাজ দেয়া। ...কিন্তু এখানে ওর দেখা পেলে কীভাবে? ওর তো এখানে আসার কথা না!'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্টিভ। 'সকালে দেখা হয়ে গেল এখানে। ভাবলাম ও-ই বোধহয় মালিক...'

হুঁহ্,' বুড়োর কণ্ঠে নিমের তিতা, 'মালিক! ...স্প্রেড!'

'সমস্যাটা কী?' বুঝতে না-পেরে বিরক্ত হয়ে উঠছে যেন স্টিভ, 'কী বলতে চাইছ? আমাকে ধাপ্পা দিয়েছে মোটু? কিন্তু আমার কাছে তো কোনো টাকাপয়সা চায়নি সে!'

স্টিভের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বুড়ো। তারপর বলল, 'তোমাকে দেখে তো শক্তপাল্লা মনে হয় না।'

'শক্তপাল্লা! কেন?'

'ওয়ালেসের স্প্রেডে যারা কাজ করে তাদেরকে ওরকম হতে হয়। না-হলে চাকরিই জোটে না ওদের।'

'চাকরি জুটবে না কেন বুঝতে পারছি না। চাকরি মানে কাজ। আমি কাজ জানলেই তো হলো, তা-ই না?'

'না, তা-ই না। সাধারণ কাউহ্যাণ্ডদের কাজ আর ওয়ালেসের স্প্রেডের কাউহ্যাণ্ডদের কাজ এক না।'

'একটু বুঝিয়ে বলো দয়া করে। আমি এ-শহরে নতুন, কারও পাল্লায় পড়ে আমার না আবার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়! তোমার কিছু জানা থাকলে লুকিয়ো না আমার কাছে।'

'ওয়ালেসের কাউহ্যাণ্ডদের রাসলিং জানতে হয়। তুমি জানো? পিস্তলে চালু হতে হয় ওদের। তুমিও তো দেখি দু'খানা পিস্তল ঝুলিয়েছ, দরকারের সময় কাজে লাগাতে পারবে? একটা-দুটো খুন না-করলে দলে কোনো দামই থাকে না ওদের। ...চুরি করতে পারবে? ব্যাংক ডাকাতি করতে পারবে? তোমাকে দেখে নেহাৎ ভালোমানুষ মনে হয়, তোমাকে তো উঠতে-বসতে অপমান করবে ওরা। গরু খেদানোর কাজ যত ভালোই পারো না কেন, ওয়ালেসের তথাকথিত স্প্রেড থেকে একটা হালাল পয়সাও কামাই করতে পারবে না বলে দিলাম।'

'তার মানে,' ভোঁতা গলায় বলল স্টিভ, 'ওয়ালেসের ওখানে কাজ নিলে এসব করতে হবে আমাকে?'

'করতে হবেই এমন বলছি না, করতে হতে পারে—যদি চাকরি করতে চাও,' নিষ্পাপ হাসি হাসল বুড়ো।

'ওয়ালেসের স্প্রেডটা কোথায়?'

'কোথায় ঠিক জানি না। তবে শুনেছি এ-তল্লাটের গোলকধাঁধাপূর্ণ যে-উপত্যকাগুলো আছে সেগুলোরই কোনো একটাতে। লোকে বলে খারাপ লোক আর বদ মতলব ছাড়া ওই এলাকায় যাওয়া নাকি কারও পক্ষে সম্ভব না। ঠিকই বলে হয়তো।'

উঠে দাঁড়াল স্টিভ, হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল বুড়োর সঙ্গে। 'অনেক ধন্যবাদ। ঠিকই বলেছ—ওয়ালেসের চাকরি আমার পোষাবে না। অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখি।'

বাইরে এসে আবারও একটা কানাগলিতে ঢুকল স্টিভ। একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল আরেকটা। তা হলে কি এই ওয়ালেস আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা মিলেই ডিনামাইট ফাটিয়েছে? কিন্তু কেন করবে সে কাজটা? সহজ উত্তর—পয়সার লোভে। কে টাকা দিল ওকে? হতে পারে ডুভাল। ডিনামাইট ফাটানো হয়েছে, বুল'স আই ও টাম্বলিং আর দুটোই গেছে, ডুভালের জন্য এক ঢিলে দুই পাখি মরেছে।

আস্তাবলটা যেহেতু শহরের এক প্রান্তে, কোলাহল এখন আর তেমন জোরালোভাবে কানে আসছে না। এদিকটা নির্জন, নীরব। ট্রেনস্টেশনটাও কাছে। থেমে-থাকা ট্রেনের হঠাৎ হুইসেল তাই চমকে দিল চিন্তামগ্ন স্টিভকে। কিছুক্ষণের মধ্যে গন্তব্যের দিকে আবার রওয়ানা হবে ট্রেনটা। ভ্যান ডেভিসের কথা মনে পড়ে গেল স্টিভের, মনে পড়ে গেল আজ সকালে নাকি তাড়াহুড়ো করে শহর

ছেড়ে গেছে ডুভাল, ট্রেনে চড়ে। স্টেশনের উদ্দেশে পা বাড়াল সে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অচেনা একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে ভ্যান ডেভিস। স্টিভকে চিনতে পেরে একগাল হাসল সে, অচেনা লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এল এদিকে। কাছে এসে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে? ...চোখমুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

'কোথাও যাবো না,' ক্লান্ত হাসি হাসল স্টিভ। 'ট্রেনের হুইসেল শুনে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছি।'

'তাড়াতাড়ি বলো। সময় বেশি নেই আমার হাতে।'

'আজ সকালেও কি তোমার ডিউটি ছিল?' কোনো ভূমিকা করল না স্টিভ।

'হ্যাঁ। কেন?'

'ছোটখাটো একটা লোককে দেখেছ? বাদামি চামড়া, কালো রঙের কাপড় পরে ছিল, কাপড়ের ছাঁটকাট পুবের লোকদের মতো। কালো চুল আর কথা বেশি বলে।'

এক মুহূর্ত ভাবল ডেভিস। 'নাহ্, ওরকম কারও কথা তো মনে পড়ছে না!'

'আরেকটু ভাবো। তোমার সঙ্গে হয়তো কথা হয়েছে ওর, কিন্তু খেয়াল করোনি। কথা বলার সময় যার সঙ্গে কথা বলছে তার শার্টের কলার অথবা টাই-এর দিকে বার বার তাকায় লোকটা...

তুড়ি বাজাল ডেভিস। 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! শালা মনে হয় টিকেট ছাড়া উঠেছিল ট্রেনে। কোথায় যে নামল ধরতেই পারলাম না। ওর টিকেটও পাইনি।'

মুখ কালো হয়ে গেল স্টিভের। 'কোথায় নামল জানো না?'

'এখান থেকে পুবে প্রথম যে শহরটা পড়ে, সিডারউড, তার আগে কোথাও। ট্রেন সিডারউডে থামার পর আর দেখতে পাইনি ওকে। কিন্তু সিডারউডে নামতেও দেখিনি হারামিটাকে। ...শোনো, আর দেরি করতে পারছি না, দুঃখিত। পরে কথা হবে।'

এক দৌড়ে গিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়ল ডেভিস। সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার হুইসেল বাজল, চলতে শুরু করল ট্রেনটা। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল স্টিভ, অলিগলি ধরে ছায়ায় ছায়ায় এসে হাজির হলো থ্রি স্টার সেলুনের সামনে, হিচর‍্যাকের পাশে। নিজের ঘোড়ার বাঁধন খুলল।

স্যাডলে উঠেই তুমুল গতিতে ঘোড়া ছোটাল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছাতে চায় টাম্বলিং আর-এ। কে জানে ডুভাল হয়তো ইতোমধ্যেই গিয়ে বসে আছে সেখানে, জেসির সঙ্গে কথা বলতে।

বারো

রানশে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত একটা বেজে গেল। মূল বাড়িটা ডুবে আছে অন্ধকারে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনেক আগেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে জেসি আর ড্যান। শেরিফ কলিন্স এসেছিল কি না ভাবল স্টিভ। এসে থাকলে এবং ডুভালের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে থাকলে ধরে নেয়া যেতে পারে অনেকগুলো ঘোলাটে ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু হর্সহেড থেকে মূল ট্রেইল ধরেই রানশে ফিরেছে স্টিভ, ওই পথে আর কাউকে শহরের দিকে যেতে দেখেনি সে। তার মানে কলিন্সও ফেরেনি। তা হলে কি আজ রাতের জন্য অতিথি হয়ে বয়েডদের বাড়িতেই থেকে গেছে বুড়ো? ডুভাল এসেছিল নাকি আসেনি? কোনো উত্তর পাঁওয়া গেল না মনের প্রশ্নগুলোর। নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠল স্টিভ।

আস্তাবলের দরজা খুলে ক্লান্ত ঘোড়াটাকে ভিতরে নিয়ে গেল সে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করে লণ্ঠনটা জ্বালাল। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খুলে নামিয়ে রাখল মাটিতে। কিছুক্ষণ দলাইমলাই করে দিল জন্তুটাকে। তারপর ওটাকে জায়গামতো বেঁধে রাখতে গিয়ে কলিন্সের ঘোড়াটা নজরে পড়ল ওর। নিজের মনেই মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল সে।

মেঘ জমছে আকাশে। থেকে থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শেষরাতের দিকে বৃষ্টি হতে পারে। ফ্রেডের কথা মনে পড়ল স্টিভের। চিরকুটটা পাওয়ার পর কী করেছে সে? কে জানে!

অন্ধকার বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছোট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ। এত রাতে জেসি বা ড্যানকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা ঠিক হবে না। তার মানে বাকি রাত আস্তাবলেই কাটাতে হবে ওকে। আস্তাবলের বাইরে, একধারে কাঠের রেলিং; ওটার উপর গিয়ে বসল সে। সময় নিয়ে একটা সিগারেট বানাল, তারপর ধীরেসুস্থে শেষ করে আবার এসে ঢুকল আস্তাবলে।

দরজার ভিতর দিক থেকেও হুড়কো আছে, ওটা ঘুরিয়ে আটকে দেয়া যায় দরজাটা। হুড়কোটা ধরে ভারী দরজাটা টানতে গেল স্টিভ, তখনই ঘটল দুর্ঘটনা। বহু পুরনো হুড়কো খুলে চলে এল হাতে, তাড়াহুড়ো করে ধরতে গিয়ে হাত থেকে ছুটে গেল জিনিসটা, ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো মাটিতে পড়ার সময়।

লণ্ঠনটা বলতে গেলে মাথার উপরই। প্রায় লম্বভাবে আলো পড়ছে দরজার কাছে। হুড়কোটা তুলতে গিয়ে বুটের ছাপটা তাই স্টিভের নজর এড়াল না।

যেভাবে উবু হয়েছিল সে, সেভাবেই উবু হয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সরে গেল একদিকে যাতে আলোটা আরও ভালোমতো এসে পড়ে ছাপটার উপর। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। একদৃষ্টিতে এখনও দেখছে ছাপটা।

দরজার কাছে একটুখানি জায়গা যে-কোনো কারণেই হোক ভিজে কাদা কাদা হয়ে আছে। কাদার উপর স্পষ্ট ফুটে আছে ছাপটা। চিনতে ভুল হলো না স্টিভের, এই ছাপই দেখেছে সে লেকের কাছে।

কার বুটের ছাপ এটা? ওর নিজের তো অবশ্যই নয়। জেসির? নাকি বয়েডের? না, জেসি বা বয়েড কেউই ডিনামাইট যে-রাতে ফাটানো হলো সে-রাতে লেকের ওই দিকটাতে যায়নি। শেরিফ কলিন্সের? না, তা-ও হতে পারে না। ড্যানের?

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, বিদ্যুৎ চমকাল স্টিভের মনেও। হ্যাঁ, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, পুবের লোকদের মতো বেশিরভাগ সময় রাইডিং বুট পরে ড্যান; আর এই ছাপটা ওই রাইডিং বুটেরই।

দরজার কাছ থেকে সরে গেল স্টিভ, মাটিতে বসে পড়ে হেলান দিল দেয়ালে। যত অবিশ্বাস্যই হোক, বুটের ছাপই বলে দিচ্ছে ডিনামাইট যে-রাতে ফাটানো হয়েছে সে-রাতে যে-কোনো কারণেই হোক লেকের কাছে গিয়েছিল ড্যান। ডিনামাইট যে ফাটানো হবে সেটাও হয়তো জানত সে। জুয়া খেলতে গিয়ে ওই দিন সন্ধ্যায়ই এক হাজার ডলার খুইয়েছে সে ফ্রেডের কাছে। আর সিগারেটের টুকরোটা...। ঈশ্বর! মনে পড়ি পড়ি করেও মনে পড়ছিল না এতগুলো ঘণ্টা ধরে। পশ্চিমের গুটিকয়েক লোক ব্র্যাণ্ডের সিগারেট কিনে খায়, পুব থেকে এসেছে বলে ওই অভ্যাসটা ড্যানের আছে স্বাভাবিকভাবেই। সে যে-ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খায়, স্টিভ নিশ্চিত, ওর পকেটে যে-টুকরোটা আছে দুটো একই ব্র্যাণ্ডের।

হঠাৎ করেই গা কেঁপে উঠল স্টিভের, কেমন অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে। বয়েড বা জেসি এই কথাগুলো জানলে কী করবে? সুতরাং সব চেপে যাওয়াই কি উচিত? কিন্তু কার স্বার্থে? ড্যানের? কেন? আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যত ভালোমানুষিই দেখাক না কেন কিছু একটা করার মতলবে আছে বা করছে লোকটা; বন্ধু হিসেবে কি স্টিভের উচিত নয় কথাটা জানিয়ে বয়েডকে সতর্ক করা?

ডিনামাইট ফাটিয়ে লেকটা যে উড়িয়ে দেয়া হবে জানত ড্যান। ওয়ালেসের সঙ্গে ওর দেখা করাটাও বিচিত্র নয়। এমনকী, অদ্ভুত এক নিস্পৃহতার মুখোশ পরে থাকা লোকটা হয়তো এ-ও জানে কেন একইসঙ্গে টাম্বলিং আর ও বুল'স আই কিনে নিতে চাইছে ডুভাল। এই যে একের-পর-এক ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হচ্ছে বয়েড, জেসি বা কেলভিনের বিরুদ্ধে, হয়তো এসবের সঙ্গে ড্যানও জড়িত। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল স্টিভ, সন্দেহটা অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে চাইল কয়েকবার, কিন্তু আর কোনো ব্যাখ্যা না-পেয়ে ড্যানের চেহারাটা বার বার ভেসে উঠতে লাগল ওর চোখের সামনে।

কিছু একটা করতে হবে, ভিতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করল সে। জেসিকে বলা যাবে না, সহ্য করতে পারবে না মেয়েটা। বয়েডকে বলা যায়, কিন্তু হাতের কাছে নেই সে। আর কাউকে বলাটা নিরাপদ হবে না, কারণ এই অজানা

অচেনা জায়গায় কার সঙ্গে ড্যানের কতটা খাতির কে জানে! সবচেয়ে ভালো হয় যদি নিশ্ছিদ্র একটা ফাঁদ পাতা যায় ড্যানের জন্য। এমনভাবে আটকে ফেলতে হবে ওকে যাতে মুখ খুলতে বাধ্য হয় লোকটা।

উঠে বাইরে এল সে, রেলিং-এর উপর বসল আবার। বাড়িটার দিকে তাকাল। সকালে কেলভিনের সঙ্গে ওদের যা কথাবার্তা হয়েছে সব ড্যান আর জেসিকে বলে দিয়েছে কলিন্স? ডুভালকে যে খোঁজা হচ্ছে জানিয়েছে? হয়তো সব বলেনি, নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়ে মনে মনে বলল স্টিভ, কার কাছে কোন্ কথা কতটুকু বলতে হবে ভালোমতোই জানে শেরিফ। যদি না-বলে থাকে, তা হলে ড্যানের জানার কথা নয় ডুভালকে সন্দেহ করছে ওরা। তা-ই যদি হয়, তা হলে ডুভালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকলে এবং ডুভাল ইতোমধ্যেই জেসির সঙ্গে দেখা না-করে থাকলে একটা কাজ অবশ্যই করবে ড্যান—যেভাবেই হোক সকালেই বিদায় করার চেষ্টা করবে শেরিফকে। তার মানে ডুভাল বাড়িতে ঢুকলে ওখানে হাজির থাকতে হবে স্টিভকেও, কী কথা হয় ড্যান আর ডুভালের মধ্যে শুনতে হবে এবং তার আগে সতর্ক করতে হবে জেসিকে।

আবার ভিতরে এসে ঢুকল স্টিভ, নিজের ঘোড়াটা বের করে নিয়ে গেল বাইরে। কষে এক চড় মারল জন্তুটার পাছায়। দৌড়ে পালাল জন্তুটা। হারিয়ে যাবে না, জানে স্টিভ, প্রয়োজনের সময় খুঁজে বের করে নেবে সে। আপাতত ড্যানকে বোঝানো দরকার, রাতে ফেরেনি সে।

লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল স্টিভ। হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে চড়ল লফটে, একেবারে ভিতরের দিকে, তারপর শুয়ে পড়ল আরাম করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙামাত্র লাফিয়ে উঠে বসল সে। অনেকখানি আলোকিত হয়ে আছে আস্তাবল, তার মানে সকাল হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেল না তো? তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। বাইরে শেরিফ কলিন্সের বাজখাঁই কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কী নিয়ে যেন রসিকতা করছে বুড়ো, শুনে উচ্চকণ্ঠে হাসছে ড্যান। এদিকেই আসছে দু'জন। লফটের ভিতরের দিকে আবার গিয়ে ঢুকল স্টিভ, গুটিসুটি মেরে বসে থাকল যাতে নীচ থেকে সহজে দেখা না-যায় ওকে। দু'হাত দিয়ে বেশ কিছু খড় সরিয়ে তক্তার একটা ছিদ্র দিয়ে তাকাল নীচে।

ঘোড়ায় স্যাডল পরাচ্ছে ওরা। ড্যানকে বলল কলিন্স, 'তুমি কি প্রতিদিনই সকাল সকাল এরকম ঘুরতে বের হও?'

হাসল ড্যান। 'হ্যাঁ। একেকদিন একেকদিকে চলে যাই। জেসি একটু বেলা করেই ওঠে, কখনও কখনও এরকমও হয় একসঙ্গে নাস্তা করতে পারি না দু'জন।'

'হিংসা হচ্ছে তোমাকে। এই চোর খেদানোর চাকরিটা যদি না-থাকত আমার তা হলে তোমার মতোই উপভোগ করতে পারতাম জীবনটা। মাঝেমধ্যে আমারও ইচ্ছা করে ঘোড়ায় চড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। স্যান সিদ্রোতে যেতে ইচ্ছা করে, ওখানে মানরো পাবেলা নামের এক লোক আছে, ওর সঙ্গে আমার আবার

জমে ভালো।'

'কিন্তু তুমি চোর খেদানোর চাকরি করো বলেই আমাদের মতো মানুষরা একটু ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায়।'

আর কিছু বলল না কলিন্স, নিজের ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল। ওর পিছু পিছু গেল ড্যান।

'হর্সহেডে ফিরবো আমি। তুমি বোধহয়...'

'হ্যাঁ,' আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আছে ড্যানের কণ্ঠ, 'স্যান সিদ্রোতে যাবো আমি। ঘুরে আসি।'

'গুডবাই,' ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কলিন্স।

ধীরেসুস্থে লফট থেকে নামল স্টিভ। স্যান সিদ্রোতে যদি গিয়েও থাকে ড্যান, আর যা-ই হোক ঘুরতে যায়নি। হয়তো আদৌ ওই শহরে যাবে না সে, মাঝপথেই কোথাও দেখা করতে ডুভালের সঙ্গে। দু'জনে মিলে শলাপরামর্শ করবে, তারপর ফিরে এসে বোঝানোর চেষ্টা করবে জেসিকে।

উপুড় করে রাখা একটা খালি বাক্সের উপর বসে পড়ল স্টিভ। সময় নিয়ে একটা সিগারেট বানাল, ধীরেসুস্থে টানতে লাগল। এখনও ওর মনের ভিতরে গতরাতের ওই দ্বিধাটা কাজ করছে, টের পেল সে। টাম্বলিং আর-এর অর্ধেকের মালিক জেসি, সে-হিসেবে রানশটা এক-অর্থে ড্যানের; নিজের রানশের এত বড় ক্ষতি এভাবে করতে পারে কেউ? কী স্বার্থ আছে ওর? কেন করছে সে কাজটা? আসলেই কি সে দোষী?

আরও কিছুক্ষণ ভাবল স্টিভ, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না-পেরে কিছুটা বিরক্তই হয়ে উঠল নিজের উপর। উঠে দাঁড়াল একসময়, ধীর পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের দরজার সামনে। ভিতরে টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে, তার মানে জেসি আছে। লম্বা করে দম নিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল স্টিভ।

টেবিলে বসে আছে জেসি, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে উদাস দৃষ্টিতে। নাস্তা খাচ্ছিল, বলা ভালো কাঁটাচামচ নাড়াচাড়া করছিল; স্টিভকে দেখে মৃদু হাসল সে, বলল, 'হ্যালো। বয়েড কোথায়?'

'শহরে,' মিথ্যা বলল স্টিভ, কেন বলল নিজেও জানে না। 'কী নাকি কাজ আছে ওর। আমি চলে এলাম।'

'কখন এলে? তোমার ঘোড়ার আওয়াজ তো পেলাম না!'

হাসল স্টিভ। 'বনেবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে ইণ্ডিয়ানদের মতো হয়ে গেছি। ঘোড়া দাবড়ে এলেও শব্দ হয় না।'

জেসিও হাসল, কিছু বলল না।

'কিছু খেতে দিতে পারো?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

ওকে আপাদমস্তক দেখল জেসি। কী বুঝল কে জানে, মুখ কালো হয়ে গেল ওর। নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, চুলার সামনে গেল। স্টিভের দিকে পিছন ফিরেই বলল, 'কেক আছে, কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করে দেবো?'

নিজের কাপড়ের দিকে তাকাল স্টিভ। এখানে-সেখানে খড় লেগে আছে। দেখলে বাচ্চা একটা ছেলেও বলে দিতে পারবে কাল রাতে কোথায় ঘুমিয়েছে সে। নিজের অসতর্কতার জন্য নিজেকে গাল দিল সে বিড়বিড় করে, তারপর জেসিকে বলল, 'দাও, কেক দাও। আর কফি থাকলে দিয়ো।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেসি। সেই সুযোগে বাইরে থেকে হাতমুখ ধুয়ে এল স্টিভ। ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করল খড়। হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে হ্যাটটা আবার চাপাল মাথায়। তারপর বসে পড়ল টেবিলে। খাবার আসার আগ পর্যন্ত করার কিছু নেই, জেসিরও বোধহয় কথা বলার ইচ্ছা নেই, তাই দৃষ্টি নামিয়ে টেবিলক্লথটা দেখতে লাগল সে।

'স্টিভ,' জেসির কান্নাজড়িত কণ্ঠের হঠাৎ ডাকে চমকে উঠে মেয়েটার দিকে তাকাল সে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে, বিবর্ণ হয়ে গেছে সুন্দর চেহারাটা, দুশ্চিন্তার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ সেখানে।

কিছু বলল না স্টিভ, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেসির দিকে।

'কী করবো আমরা?' শুনে মনে হলো প্রশ্ন নয় আর্তনাদ করছে মেয়েটা। 'কী হচ্ছে এসব?' ফোঁপাচ্ছে সে, এখনই বোধহয় ভেঙে পড়বে কান্নায়।

'কী হচ্ছে মানে?' জিজ্ঞেস করেই নিজের উপর বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল স্টিভ। কেন সব খুলে বলছে না জেসিকে? কেন কথা আটকে যাচ্ছে ওর?

'তুমিও!' কাঁদতে গিয়েও কাঁদল না জেসি, বরং রেগে উঠল স্টিভের উপর। 'সব জানো, তারপরও ওদের মতো লুকাচ্ছ আমার কাছ থেকে? আমি এই স্প্রেডের অর্ধেকের মালিক না? আমার কি জানার অধিকার নেই? মেয়ে বলে অবহেলা করো আমাকে? দুর্বল মনে করো? ভাবো সহ্য করতে পারবো না? ...কাল রাতে এখানে এল শেরিফ, রাতে থাকলও, ড্যানের সঙ্গে কী সব কথা বলল ফিসফিস করে। আমার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করা ছাড়া একটা কথাও বলল না। যে লোক বয়েডকে হর্সহেডে ঢুকতে দিল না, সে আমাদেরই রানশে রাত কাটিয়ে গেল! আমি জানতে চাই, কেন? কী হয়েছে?'

'কলিন্স কী বলেছে তোমাকে?'

'লেকটা উড়িয়ে দিয়েছে কেউ। সব পানি গিয়ে পড়েছে কেলভিনের মাইনের উপর। ধ্বংস হয়ে গেছে বুল'স আই, ধ্বংস হয়ে গেছি আমরাও। আমি জানতে চাই কে করেছে কাজটা? কেন করেছে? কেলভিন নিজে?'

মাথা নাড়ল স্টিভ। 'এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলে কলিন্সকে?'

'করেছিলাম। উত্তর দিতে পারেনি সে।'

'স্বাভাবিক। জানেই না, বলবে কী?' লম্বা করে দম নিল স্টিভ, চোখ সরিয়ে নিল জেসির চোখ থেকে। 'আমরা কেউই জানি না কে বা কারা কেন করেছে কাজটা। তবে...এটা বলতে পারি কেলভিন করেনি বা করায়নি।'

ঘুরল জেসি, কাজে মন দিল। কিছুক্ষণ পর কেক আর কফি নিয়ে এসে রাখল টেবিলের উপর। বসল স্টিভের মুখোমুখি।

একটা প্লেটে কেক তুলে নিল স্টিভ, বড় একটা কাপে কফি ঢালল নিজের জন্য। খেতে খেতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'একটা কথা বলি তোমাকে। কিছুক্ষণ পর একটা লোক আসবে তোমার কাছে। তুমি যেহেতু এই রানশের অর্ধেকের মালিক, তোমার অংশটুকু কিনতে চাইবে।'

'কী!' আশ্চর্য হয়ে গেল জেসি। 'কে?'

'জানি না,' আবারও মিথ্যা বলল স্টিভ। 'কথাটা শুনলাম একজনের কাছ থেকে, ভাবলাম তোমাকে জানানো দরকার, তাই জানিয়ে রাখলাম। বয়েডও জানে। ও-ই বলেছে তোমাকে জানাতে। আরও বলেছে যত চাপাচাপিই করুক না কেন লোকটা, যত লোভই দেখাক, তুমি যেন কিছুতেই বিক্রি করতে রাজি না হও।'

'আমি বিক্রি করতে রাজি হবো ভাবতে পারল কী করে বয়েড?'

'আমার মনে হয় না ওরকম কিছু ভেবেছে সে। তোমাকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছে, এই আর কী,' চোখ নামিয়ে খাওয়ায় মন দিল স্টিভ।

'মিথ্যুক!' নিচু কণ্ঠে বলল জেসি। 'খারাপ লাগল তোমাকে কথাটা বলতে। কিন্তু...মিথ্যা বলছ তুমি। জেনেশুনে ঠকাচ্ছ আমাকে।'

কালো হয়ে গেল স্টিভের চেহারা। 'না, ঠকাচ্ছি না। আসলে... কিছুক্ষণ ইতস্তত করে থেমে গেল সে।

'বয়েড কোথায়?'

'জানি না। সত্যি বলছি, জানি না।' পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য হাসল স্টিভ। 'জানলেও বলতাম না।'

হাসল জেসিও, তবে হাসিটা দুঃখের। 'তুমি একটা মজার মানুষ, স্টিভ।'

'তা হলে তো আরও একটা কথা বলতে হয় তোমাকে। শুনলে আমাকে আরও মজার মনে হবে তোমার।'

'কী?'

'ওই লোকটা আসার আগেই আমাকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে ফেলো। সে কী বলে তোমাকে শোনা দরকার আমার।'

স্টিভের কণ্ঠে মজার কিছু ছিল না, বরং এমন কিছু ছিল যে, কথাটা শোনামাত্র বুঝল জেসি যা বলছে জেনেবুঝেই বলছে স্টিভ।

'তুমি তোমার রানশ বিক্রি করবে কি করবে না, কার কাছে বিক্রি করবে সে-সব তোমার ব্যাপার,' বলতে বলতে কেন যেন লজ্জা পেয়ে গেল স্টিভ, 'কিন্তু...লোকটা কী বলে সত্যিই শোনা দরকার আমার।'

'কেন, স্টিভ?' নিচু, কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জেসি।

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল স্টিভ। কান পাতল। 'শুনতে পাচ্ছ? ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। কারা যেন আসছে!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে একদৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জেসি। 'ড্যান। ওর সঙ্গে আরেকজন আছে। চিনি না লোকটাকে।'

'কোথায় লুকাবো?' জরুরি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল স্টিভ, উঠে দাঁড়াল। 'আর

শোনো, আমার প্লেট-কাপ সরিয়ে রেখো। ওরা যেন বুঝতে না-পারে এতক্ষণ এখানে ছিলাম আমি।'

'এসো আমার সঙ্গে,' বলে আবার দৌড় দিল জেসি। ওর পিছু নিল স্টিভ।

সামনের ঘরে গিয়ে থামল মেয়েটা। এদিক-ওদিক তাকাল। এককোনায় পুরনো একটা কাঠের আলমারি। টান দিয়ে পাল্লা খুলল জেসি। জিনিসপত্র তেমন নেই, যা আছে একপাশে সরিয়ে রাখল সে, জায়গা করে দিল স্টিভের জন্য। 'যাও,' হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল, 'পা ভিতরের দিকে দিয়ে বসে থাকো। বড় বড় কয়েকটা তোয়ালে আছে, ওগুলো দিয়ে ঢেকে দেবো তোমাকে। পাল্লা ভেজানো থাকবে, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।'

তোয়ালেগুলো কাজে লাগাচ্ছে, এমন সময় বলল স্টিভ, 'এমন কিছু কোরো না বা বোলো না যাতে সন্দেহ হয় ওদের, আমার ব্যাপারে কিছু টের পেয়ে যায়। আর...আপাতত সব কথা তোমাকে খুলে বলতে না-পারলেও বিশ্বাস করো তোমাকে সাহায্য করারই চেষ্টা করছি। আস্থা রাখো আমার উপর।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল জেসি। তখন হঠাৎ করেই খেয়াল হলো স্টিভের, যে লোকটা জেসির সঙ্গে দেখা করতে আসছে তার নাম যে ডুভাল সেটা বলা হয়নি মেয়েটাকে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে অবশ্য—নামটা শোনামাত্র চমকে উঠবে জেসি, ওর চমক দেখে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আছে বলে ভেবে নেবে ড্যান আর ডুভাল। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে সুবিধাজনক জায়গায় রাখল স্টিভ, আরেকটু আরাম করে বসে কান পাতল।

রান্নাঘরের দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। বোধহয় ডুভালের সঙ্গে জেসিকে পরিচয় করিয়ে দিল ড্যান। কিছুক্ষণ পর জেসিকে বলতে শোনা গেল, 'চলো, ভিতরের ঘরে গিয়ে বসি। ফায়ারপ্লেসের পাশে আরাম করে বসে কথা বলা যাবে।'

এই ঘরে এসে ঢুকল ওরা তিন জন। ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ড্যানকে একটা সিগার সাধল ডুভাল, ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করল ড্যান। তোয়ালে সরিয়ে ভেজানো পাল্লা ফাঁক করে ডুভালের চেহারাটা দেখার খুব ইচ্ছা হলো স্টিভের, নিজেকে সংবরণ করল সে।

জেসিকে বলল ড্যান, 'স্যান সিদ্রো যাচ্ছিলাম। পথে দেখা হয়ে গেল মিস্টার ডুভালের সঙ্গে। এখানেই আসছে শুনে ফিরতি পথ ধরতে হলো আমাকে। তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলতে চায় সে, শুনলে এবং ওর কথামতো কাজ করলে লাভ হবে আমাদের।'

'মনে হয় নাম শুনে আমাকে চিনতে পারোনি তুমি,' জেসিকে উদ্দেশ্য করে বলল ডুভাল, মসৃণ কণ্ঠটা শুনে লোকটাকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হলো স্টিভের, 'এই স্প্রেড কেনার প্রস্তাব দিয়ে তোমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমিই।'

মৃদু একটা বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল জেসির মুখ দিয়ে। 'আমি ভেবেছিলাম কেলভিন পাঠাচ্ছে চিঠিগুলো, ডুভাল ছদ্মনামে।'

'কেলভিন!' শুনে মনে হলো আশ্চর্য হয়েছে ডুভাল।

'হুঁ, বুল'স আই মাইনের মালিক,' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল জেসি। কেলভিনের সঙ্গে পানি নিয়ে ওদের সমস্যা ছিল তা-ও বলল। শেষে যোগ করল, 'আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম কাজটা কেলভিনেরই, কারণ কয়েকবার চিঠি পাঠানো ছাড়া আর কোনো যোগাযোগ করেনি লোকটা আমার সঙ্গে, একটাবারের জন্য দেখাও করতে আসেনি।'

হাসল ডুভাল। 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে না-আসার কারণ ছিল আমার। যে রানশিং সিণ্ডিকেটের হয়ে কাজ করি আমি, ওরা নিজেরাই আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না এই স্প্রেড কিনবে কি কিনবে না। এতদিনে মনস্থির করতে পেরেছি আমরা, তাই তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'দুঃখিত, মিস্টার ডুভাল,' বলল জেসি, 'আসলে...কিছু মনে কোরো না...আমার মনে হয় সময় নষ্ট করছ তুমি। প্রথম কথা হচ্ছে এই স্প্রেডের পুরোটার মালিক আমি না, আর দ্বিতীয় কথা আমার নামে যতটুকু আছে তার এক ছটাকও আমি বেচবো না।'

'পুরোটা যে তোমার না তা আমি জানি,' বলল ডুভাল। 'কিন্তু আশ্চর্যের কথা কী জানো? গত রাতে যখন তোমার ভাই-এর সঙ্গে কথা হলো আমার, সে বলল তুমিও নাকি বেচতে চাও। ওর তরফ থেকে আশ্বাস পেয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, নইলে হয়তো আবারও চিঠি পাঠাতে হতো আমাকে।'

'আমিও বেচতে চাই!' কথাটা ধরল জেসি। 'মানে?'

একটা হাতব্যাগ খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল, ভিতর থেকে বের করা হলো কিছু কাগজপত্র। 'শহরের হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আপাতত আছি আমি; গতরাতে ওই ঘরেই কথা হলো তোমার ভাই-এর সঙ্গে। এই দেখো দলিলপত্র, নিজের হাতে স্বাক্ষর করে দিয়েছে সে। শুধু তা-ই না, টাকা গুনে বুঝে নেয়ার সময় বলেছে যেহেতু লেকটা আর নেই সেহেতু এই স্প্রেডেরও দাম নেই আগের মতো, তাই ন্যায্য দাম পেলে তুমিও নাকি বেচে দেবে।'

কল্পনায় দেখল স্টিভ, ডুভালের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে দলিলগুলো নিল জেসি। একটার পর একটা পাতা উল্টাল পাগলের মতো। পাতা উল্টানোর খসখস আওয়াজ বাদ দিলে একেবারে নিঃশব্দে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল মেয়েটা, 'বয়েড স্বাক্ষর করেছে!..এগুলো বয়েড স্বাক্ষর করেছে?'

'কেন!' ডুভালের কণ্ঠে বিস্ময়, স্টিভ নিশ্চিত সেটা নকল, 'তোমার ভাই-এর স্বাক্ষর চেনো না তুমি? আমার সামনে বসেই তো সই করল! নাকি এসবের মধ্যে আবার কোনো ঘাপলা আছে?'

'না, ঘাপলা নেই,' কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল জোর করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে জেসি। 'কিন্তু...কিন্তু আমাকে না বলে...। ওর সঙ্গে কখন দেখা হয়েছে তোমার, মিস্টার ডুভাল?'

'গত রাতে। তাড়াহুড়ো করছিল তোমার ভাই, কারণ বার বার বলছিল

কোথায় যাওয়ার জন্য নাকি ট্রেন ধরতে হবে ওকে।'

'ট্রেন!' হতভম্ব হয়ে গেছে জেসি। 'মানে...শহর ছেড়ে চলে গেছে বয়েড?'

'ওর কথা শুনে তো তা-ই মনে হলো আমার।'

দাঁতে দাঁত পিষল স্টিভ। বয়েডের স্বাক্ষর দেখামাত্র চিনতে পেরেছে জেসি। তার মানে যেভাবেই হোক বয়েডকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে ডুভাল। নাকি পুরো ব্যাপারটাই ঠকবাজি? কী ভাবছে এখন জেসি? *বয়েডের ব্যাপারে কিছু বলতে ইতস্তত করছিল স্টিভ কারণ বয়েড যে শহর ছেড়ে চলে গেছে জানাতে চায়নি? দু'জনে মিলে ঠকিয়েছে জেসিকে? সাহায্য করার ভান করে বিপদের মুখে ওকে একা ফেলে পালিয়েছে?*

বুকের খাঁচায় বাড়ি মারছে স্টিভের হৃৎপিণ্ড, জেসি কী বলে শোনার জন্য আকুল হয়ে আছে সে।

'বুঝলাম না,' শুনে মনে হলো অনেক দূর থেকে আসছে জেসির কণ্ঠ।

'না বোঝার কী আছে?' হাসল ডুভাল। 'সবাই জানে ডিনামাইট ফাটিয়ে লেকটা উড়িয়ে দিয়েছে কে বা কারা যেন। সুতরাং তোমাদের স্প্রেড এখন...সোজা কথায় বললে...বাতিল মাল। আমাদের রানশিং সিণ্ডিকেট যে কিনতে চাচ্ছে সেটা তো তোমাদের ভাগ্য। কাজেই আমাদের তরফ থেকে প্রস্তাব পাওয়ামাত্র তোমার ভাই বুঝতে পেরেছে বাতিল মাল ঘষেমেজে সময় নষ্ট না-করে নগদ টাকায় নতুন কিছু করা উচিত। এবং উচিত কাজটাই করেছে সে।'

'আমাদের স্প্রেড বাতিল মাল?'

'দুঃখিত,' দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই ডুভালের কণ্ঠে, 'ওভাবে বলাটা উচিত হয়নি আমার।'

'বাতিল মালই যদি হবে, তোমাদের সিণ্ডিকেট এই স্প্রেড কেনার জন্য এত উতলা হলো কেন?'

'ঘাসের জন্য,' ভোঁতা গলায় জবাব দিল ডুভাল। 'এই স্প্রেড থেকে ট্রেনস্টেশন কাছে। আমাদের সিণ্ডিকেট পশ্চিমের বিভিন্ন শহর থেকে সস্তায় গরু কেনে, ট্রেনস্টেশনের কাছে বড় স্প্রেড থাকলে সেখানে ওই গরুগুলো রেখে মোটাতাজা করে, তারপর বেশি লাভে বিক্রি করে পুবের শহরগুলোতে। আর যেহেতু তোমাদের স্প্রেড এখন আগের চেয়ে অনেক সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে...'

'কিন্তু পানি লাগবে না? গরু তো শুধু ঘাস খেয়ে থাকতে পারে না।'

সহজ কণ্ঠে হাসল ডুভাল। 'আমাদের সিণ্ডিকেটে যারা আছে, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা আছে তাদের সবারই। যত টাকা লাগে খরচ করে কৃত্রিম একটা লেক বানিয়ে নেয়াটা কি কোনো ব্যাপার আমাদের জন্য?'

কিছু বলল না জেসি।

'ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বলবো না তোমাকে,' বলে চলল ডুভাল। 'কিন্তু কতগুলো কথা তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার। তোমার ভাই-এর অংশের মধ্যে জমি ছাড়াও ছিল এই বাড়ি, বার্ন, কিছু মেশিনপত্র আর কয়েকটা ঘোড়া। প্রথমেই

বাড়িটা ভেঙে ফেলবো আমরা, বড় একটা বাঙ্কহাউস বানাবো যাতে চল্লিশ জন লোক থাকতে পারে। এখন তুমি যদি বিক্রি না-করো, এখানেই যদি থাকো, তা হলে আমাদের দু'জনেরই মুশকিল হবে। বাঙ্কহাউসে যারা থাকবে তারা যে আপাদমস্তক ভদ্রলোক হবে না তা তো বুঝতেই পারছ...' কথা শেষ না-করে ইঙ্গিতে বাকিটা বুঝিয়ে দিল ডুভাল। 'আরও কথা আছে। শুধু পানির ব্যাপারটাই ধরো। নিজেদের খরচে আমরা যদি কৃত্রিম লেক বানাই, শুধু আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্যই করবো, তা-ই না? কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী হয়ে পানির কষ্ট করবে তুমি, পানি না-পেয়ে মরবে তোমার গরুবাছুর আর ঘোড়া, তা তো আর হয় না। তখন আমাদের কাছ থেকেই পানি কিনে ব্যবহার করতে হবে তোমাকে। আমার কথা খারাপভাবে নিয়ো না, আসলে বাস্তব অবস্থাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চাচ্ছি। আরও কথা আছে...'

'চুপ করো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়ল জেসি। 'বয়েড এ-কাজ করতে পারে না! আমাকে না-বলে...'

'সে যদি আমার ভাই হতো তা হলে হয়তো একই কথা আমিও বলতাম,' ডুভালের কণ্ঠে মধু। 'কিন্তু অভাবের তাড়নায় কত লোক কত কী করে! বয়েড বুঝতে পেরেছে যে এই মৃতপ্রায় স্প্রেড পুরোদমে চালু করতে হলে অনেক টাকার দরকার, যা নেই তোমাদের কাছে, লেক যেহেতু নেই সেহেতু কেউ দেবেও না। কাজেই নিজের অংশ বেচে দিয়ে কেটে পড়েছে।'

'ড্যান,' মরিয়া হয়ে ডাকল জেসি, 'তুমি কী বলো?'

'তোমার কাছে খারাপ লাগলেও বলি, আমার মনে হয় মিস্টার ডুভালের কথাই ঠিক। আমাদেরকে ফেলে পালিয়ে গেছে তোমার ভাই, নিজের লাভটাই দেখেছে সে, আমাদের কী হবে না-হবে ভাবেনি। এতগুলো বছর আমরা দু'জনে সামলানোর চেষ্টা করেছি এই স্প্রেড, পারিনি। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে পারবো বলে মনেও হয় না। ...সব বিক্রি করে দিয়ে চলে যাওয়াটাই ভালো হবে।'

স্টিভের মনে হলো আলমারি থেকে এখনই বের হয়ে গিয়ে দু'হাতে চেপে ধরে ড্যান আর ডুভালের গলা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কেউ, পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ঘরময়, জুতার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল মানুষটা জেসি। কিছুক্ষণ পর অনেকটা আত্মসমর্পণের সুরে বলল সে, 'একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি মিস্টার ডুভাল, এই স্প্রেড নিয়ে ঝামেলা আছে। বুল'স আই মাইনের মালিক মিস্টার কেলভিন বরাবর দাবি করে আসছে লেকটা ওর, কাজেই মামলা করতে পারে সে। সে-সব সামাল দিতে হবে তোমাদের।'

হাসল ডুভাল। 'মামলা কীভাবে সামাল দিতে হয় তা আমাদের সিণ্ডিকেট জানে। ...একটা কথা বলো তো, লেকটা আসলে কার? তোমাদের, নাকি কেলভিনের?'

'আমাদের।'

‘দলিল আছে?’

‘আছে।’

‘দেখতে পারি?’

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল জেসি, তারপর রাজি হয়ে গেল। বলল, ‘নিয়ে আসছি।’

স্টিভ বুঝল, দু’পক্ষই আসলে সময় চাচ্ছে। লেকটাই যেহেতু নেই সেহেতু সেটার মালিক কে তা এখন অবান্তর। দলিল চাওয়ার বাহানায় জেসিকে কিছু সময়ের জন্য হলেও সরিয়ে দিল ডুভাল, হয়তো একান্তে কিছু কথা বলবে ড্যানের সঙ্গে। দলিল আনার বাহানায় চলে গেল জেসি কারণ হয়তো নিভৃতে কিছুক্ষণ কাঁদবে সে, নিজের অংশ বেচে দিয়ে চলে গেছে ওর ভাই— খবরটা হজম করার চেষ্টা করবে। আরও একবার দাঁতে দাঁত পিষল স্টিভ, কী চাল চেলেছে ডুভাল ভাবতে লাগল।

উত্তরটা পেয়ে গেল সে ডুভালের নিচু কণ্ঠের কথায়, ‘ফন্দি কাজে লাগবে তো? রাজি হবে তোমার বউ?’

‘হবে,’ নিচু কিন্তু আত্মবিশ্বাসী গলায় জবাব দিল ড্যান। ‘ডেভের স্বাক্ষর দেখে খুব জোরে ধাক্কা খেয়েছে জেসি। ধাক্কাটা সামাল দিতে পারবে না সে, কাজেই রাজি হয়ে যাবে। ওকে চিনি আমি। ...এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ওর সামনে এমন কিছু কোরো না যাতে কিছু সন্দেহ করে বসে আবার। ও এমনিতে হাসিখুশি, সহজ-সরল; কিন্তু বোকা না।’

খিকখিক করে হাসল ডুভাল। ‘মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলছ আমাকে? আমার তো মনে হয় তোমার মাথাটাই বেশি গরম হয়ে আছে। ...আচ্ছা, ভালো কথা, বয়েডের একটা চামচা ছিল না, লালচুলো? ব্যাটা গেছে কোথায়?’

‘যেখানেই যাক, আমাদের থেকে দূরে থাকলেই হলো। ওকে নিয়ে চিন্তা না-করলেও চলবে।’

‘তা হলে কাকে নিয়ে এখন চিন্তা করার দরকার আমাদের? শেরিফ কলিন্স? ভোটকুটার কাছ থেকে কী জানতে পারলে?’

‘ওর পেটটাও ওর শরীরের মতোই মোটা। অনেকভাবে চেষ্টা করলাম গতরাতে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা বললাম বার বার, কিন্তু বিশেষ কিছুই জানা গেল না। দেখতে যতই বোকা মনে হোক, শালা আসলে একটা চালু মাল।’

‘পরে যদি সুযোগ না-পাই তাই একটা কথা বলে রাখি এখনই। তোমার এখান থেকে কিন্তু সোজা শহরে যাবো আমি। হোটেলে উঠবো, বরাবরের মতো মাত্র একদিনের জন্য। যত তাড়াতাড়ি পারি দেখা করবো কেলভিনের সঙ্গে, ওর মাইন বেচবে কি না সে-ব্যাপারে কথা বলবো। তারপর আবার উধাও হয়ে যেতে হবে আমাকে। আমি যে খুব ব্যস্ত একজন এজেন্ট কথাটা বোঝানো দরকার সবাইকে।’

হাসল ড্যান। ‘না-বোঝালেও চলবে। কেউ কিচ্ছু সন্দেহ করছে না, করবেও

না। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

'আপাতত। কিন্তু আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। বস্ একটা কথা প্রায়ই বলে—পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণে থাকে তখনই ঢিলা হয়ে যায় লোকে, ভুল করে ফেলে, পরে খেসারত দিতে হয়। যেমন দিতে হয়েছে বয়েডকে। নিজের উপর এতটাই আত্মবিশ্বাস ছিল ওর যে, কিছু টের পাওয়ার আগেই সোজা গিয়ে ধরা পড়েছে ওয়ালেসের হাতে। ...কাজেই সাবধান!'

'ওর থেকে কাজ হাসিল করে নিতে বোধহয় অনেক কষ্ট করতে হয়েছে ওয়ালেসকে?'

'এরকম একটা কাজ...কষ্ট তো করতেই হবে। আমার হাতে এসব কাগজপত্র দেয়ার সময় অ্যাণ্ডি বলেছে...'

'বস্ কী বলে এখন?' অধৈর্য হয়ে ডুভালকে থামিয়ে দিল ড্যান।

'ওয়ালেসের কাজে খুশি হয়েছে বস্। শেষ দানটা খেলার জন্য এখন নামিয়েছে আমাকে, যেভাবেই হোক রাজি করাতেই হবে জেসিকে।'

'হয়ে যাবে...এই, আসছে...'

জেসির জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল।

কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো ভাবনা খেলে গেল স্টিভের মনে। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ড্যানও জড়িত! আরও বড় কথা হচ্ছে, ওয়ালেসের হাতে ধরা পড়েছে বয়েড। এবং এই দুষ্টচক্রের নেতা অন্য কেউ, যার নাম-পরিচয় এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

কেমন আছে বয়েড? বেঁচে আছে আদৌ? যেভাবেই হোক ওর স্বাক্ষর আদায় করেছে শয়তানের দল, তারপর কী করেছে ওকে? বাঁচিয়ে রাখার কথা নয়—সবকিছুর পিছনে যে-মানুষটা আছে তাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেমন ধূর্ত তেমন নিষ্ঠুর। এতদিন চলছিল ডুভালের খোঁজ, পরে বেরিয়ে এল ওয়ালেসের নাম, আজ জানা গেল কুখ্যাত ওই আউট-ল'ও আসলে আজ্ঞাবহ মাত্র।

এত বড় ক্ষমতা কার?

ডুভালকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলল জেসি. অন্যমনস্ক থাকায় কথাটার প্রথম অংশ শুনতে পেল না স্টিভ, শেষেরটুকু এল ওর কানে, 'এই যে দলিল।'

হাত বাড়িয়ে ওগুলো ডুভালকে নিতে দেখল স্টিভ কল্পনার চোখে। পাতা উল্টানোর শব্দ শুনতে পেল সে। নিয়মিত বিরতিতে পাতা উল্টাচ্ছে ডুভাল, তার মানে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। হয়তো নিজের আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিটা আরও ভালো করে ফুটিয়ে তুলছে জেসির সামনে, প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে মেয়েটাকে।

চোখ বন্ধ করে ফেলল স্টিভ। সব ওলটপালট হয়ে গেছে। যদি আলমারি থেকে বের হয়ে ড্যান আর ডুভালকে আটকেও ফেলে সে তা হলেও কোনো লাভ হবে না। প্রথম কথা, ড্যানকে জেসির কাছে অপরাধী প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই ওর কাছে। দ্বিতীয় কথা, ধরা পড়লেই যে 'নাটের গুরু'র ব্যাপারে সব বলে দেবে ওরা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর যদি বাধা দেয়ার চেষ্টা করে,

যদি পিস্তল বের করে, তা হলে আত্মরক্ষা করার জন্য ড্র করতে হবে স্টিভকেও; ড্যান আর ডুভালের দু'জনকেই মারতে পারলেও লাভ নেই আসলে—বয়েডকেও উদ্ধার করা যাবে না, এই দুষ্টচক্রের নেতারও কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না।

করার মতো একটা কাজই আছে এখন—ড্যান বা ডুভালের মনে সামান্যতম সন্দেহ জাগতে না-দিয়ে আঠার মতো লেগে থাকতে হবে ডুভালের পিছনে। বোঝাই যাচ্ছে 'নেতার' সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয় না ড্যানের, আদৌ হয় কি না তাতেও সন্দেহ; কিন্তু ডুভাল যে দেখা করে, কথাবার্তা বলে সে-ব্যাপারে স্টিভ নিশ্চিত। ওকে অনুসরণ করেই পৌঁছাতে হবে শয়তানের ঘাঁটিতে, বেঁচে থাকলে উদ্ধার করতে হবে বয়েডকে। কাজেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে ডুভালকে, যা করতে চাচ্ছে সে করতে দিতে হবে আপাতত।

'সব ঠিক আছে,' ডুভালের কণ্ঠ শুনে মনে হলো দারুণ খুশি সে, 'পৃথিবীর কোনো আদালতেই এই দলিল ভুয়া প্রমাণ করতে পারবে না কেলভিন, যত টাকাই খরচ করুক না কেন। তুমি যদি বিক্রি করতে রাজি থাকো, কথা দিচ্ছি আমার সিণ্ডিকেটের কাছে তোমাকে বয়েডের চেয়ে দু'হাজার ডলার বেশি দিতে বলবো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেসি, এত জোরে যে, আলমারির ভিতর থেকেও শুনতে পেল স্টিভ। কিছু বলল না মেয়েটা।

বেশ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে, ড্যান আর ডুভাল দু'জনই জেসির তরফ থেকে উত্তর আশা করছে। কিন্তু তারপরও চুপ করে থাকল মেয়েটা।

'কিছু বলবে না?' ডুভালের আত্মবিশ্বাসে কিছুটা হলেও চিড় ধরেছে, 'নাকি সিদ্ধান্ত নিতে সময় দরকার তোমার? সেটাই বরং ভালো। কথা বলো ড্যানের সঙ্গে, পরামর্শ করো, তারপর জানিয়ো আমাকে।'

'তোমাদের...এই প্রস্তাব...মানে...ক'দিন সময় পাচ্ছি আমি?' ভাঙা কণ্ঠে জানতে চাইল জেসি।

'আজ রাত পর্যন্ত। হর্সহেড থেকে ছেড়ে যাবে ট্রেন, আমিও চলে যাবো তখন, যাওয়ার আগে হ্যাঁ বা না কিছু একটা শুনে যেতে চাই। সিণ্ডিকেটকে আবার জানাতে হবে।'

'আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি তোমাকে। আমি বেচবো না।'

'শহরে হোটেলে উঠবো আমি,' ভোঁতা হয়ে গেছে ডুভালের কণ্ঠ, 'সিদ্ধান্ত পাল্টালে তোমার স্বামীকে বোলো, ও গিয়ে জানিয়ে আসবে আমাকে। ...গুডবাই।' চেয়ার ছেড়ে উঠল সে, ধীর গতিতে হেঁটে সদর দরজা দিয়ে চলে গেল বাইরে। যাওয়ার সময় বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে উঠল ড্যান, 'জেসি, এসব কী? এত ভালো একটা প্রস্তাব পায়ে ঠেলছ? কীসের জন্য? তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমার ভাই, তারপরও...'

'এখানে না,' মিনতি করল জেসি। 'চলো রান্নাঘরে গিয়ে কথা বলি।'

'কেন এখানে সমস্যাটা কী?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল ড্যান। 'তোমার-আমার কথা শোনার জন্য কে আছে এখানে?' নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল সে। 'সরাসরি বলো বেচবে কি না। এই জাহান্নামে থাকতে থাকতে গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে আমার। আর না। পুবে ফিরে যাবো, কোনো-না-কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে আমাদের দু'জনের।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেসি, জুতার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ড্যান। একদৌড়ে গিয়ে পাকড়াও করল জেসিকে। ধ্বস্তাধ্বস্তি শোনা গেল, তারপর আবার চেঁচিয়ে উঠল ড্যান, 'পাগলামি বাদ দাও। এত ভালো একটা সুযোগ নষ্ট কোরো না। তোমার ভাই তো...'

'কিছুই করেনি আমার ভাই,' শান্ত গলায় বলল জেসি। 'ওর ব্যাপারে কিছু বোলো না।'

'কিছুই করেনি?' বোঝা গেল নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ড্যানের। 'এতক্ষণ তা হলে কী বলে গেল ডুভাল? ওর কথা কি তোমার কাছে রূপকথার গল্প বলে মনে হয়েছে? নিজের চোখে দেখেও কি তোমার ভাই-এর স্বাক্ষর চিনতে পারোনি?'

'রান্নাঘরে চলো,' আবারও মিনতি করল জেসি।

'এখানে তোমার অসুবিধাটা কী?' রাগে বিস্ফোরিত হলো ড্যান। 'বলো, ডুভালের কথা বিশ্বাস হয়নি তোমার?'

'না, হয়নি,' এত শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলল জেসি যে, স্টিভও আশ্চর্য হয়ে গেল, 'বয়েডকে চিনি আমি। সামান্য ক'টা টাকার জন্য নিজের অংশটুকু বিক্রি করার মতো লোক না সে।'

'আটটা বছর জেলে থেকেছে তোমার ভাই,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ড্যান। 'দাগী আসামীদের সঙ্গে মিশেছে। মন-মানসিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উপর থেকে যত ভালোমানুষিই দেখাক না কেন, আসলে একটা কাপুরুষ সে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই র‍্যানশ আবার দাঁড় করানোর চেয়ে পকেটভর্তি টাকা নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে ফুর্তি করাটাই ওর কাছে আসল। জেলঘুঘুর আবার মানবিকতা!'

চুপ করে থাকল জেসি। বোঝা যাচ্ছে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। স্টিভের আবারও ইচ্ছা হলো আলমারি থেকে বের হয়ে গিয়ে চেপে ধরে ড্যানের গলা। কিন্তু তাতে সব ভেস্তে যাবে বুঝে চুপ করে বসে থাকল সে।

'কথা বলছ না কেন?' এখনও চেঁচাচ্ছে ড্যান। 'সত্যি কথা স্বীকার করতে এত লজ্জা কীসের?'

'বাদ দাও ড্যান,' ক্লান্ত গলায় বলল জেসি। 'র‍্যানশ আমার, বিক্রি করবো কি করবো না সেটা আমার ব্যাপার।'

'তা-ই নাকি?' ড্যানের কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ। 'তোমার ব্যাপার বলেই তো আটটা বছর অপেক্ষা করেছ তোমার খুনি ভাইটার জন্য। আরও আট বছর অপেক্ষা করার

ইচ্ছা আছে বুঝি? সে ফিরলে পরে ওকে জিজ্ঞেস করে তারপর বেচবে?'

কিছু বলল না জেসি।

'বয়েড এখানে আসার আগেই সব বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে পারতাম আমরা। তোমাকে বলেছিলামও অনেকবার। আমার কথা শোনোনি। এখন কাউকে সাধলেও নেবে না এই স্প্রেড, জানা থাকার পরও বেচতে চাচ্ছ না। কেন?'

'কারণ আমার পুরো জীবনটাই কেটেছে এখানে। নিজেকে যতটা ভালোবাসি, এই স্প্রেডটাকেও ততটাই ভালোবাসি। এখান থেকে যেখানেই যাই না কেন, যত ভালোই থাকি না কেন, সুখ পাবো না।'

'মূর্খ! অশিক্ষিত মেয়েমানুষ!' কণ্ঠ শুনে মনে হলো জেসিকে ধরে পেটাতে পারলে রাগ কমবে ড্যানের। 'ঠিক আছে, তুমি যখন বেচবেই না, তখন আমার একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো। এই জাহান্নাম ছেড়ে আমার সঙ্গে পুবে যেতে হবে তোমাকে, নইলে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে তোমার। তোমার জন্য এখানে থেকে নিজের হাড়-মাংস কয়লা করতে পারবো না।'

কিছুই বলল না জেসি, বোধহয় স্তম্ভিত হয়ে গেছে ড্যানের কথাগুলো শুনে।

'কী হলো? কী দেখছ? স্প্রেড বেচবে?'

'না।'

ঠাস্ করে শব্দ হলো একটা। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল জেসি, তারপরই ভেঙে পড়ল কান্নায়। গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল ড্যান। যাওয়ার সময় এত জোরে দরজাটা লাগাল যে, বিস্ফোরণের মতো শোনাল শব্দটা।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকল স্টিভ, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো আলমারি থেকে, উঠে দাঁড়াল। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল জেসির সামনে। কী করবে বুঝতে পারছে না।

চেয়ারে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে জেসি। বেশ কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় অপরাধীর মতো বলল স্টিভ, 'আসলে...তোমাদের কথাবার্তা শোনাটা উচিত হয়নি আমার। দুঃখিত। আমার কোনো উপায়ও ছিল না...'

চেহারা থেকে হাত সরাল জেসি, তাকাল স্টিভের দিকে। যে-গালে মেরেছে ড্যান এখনও লাল হয়ে আছে গালটা। 'ও...ও আমাকে চড় মেরেছে!' কাঁদতে কাঁদতে বলল মেয়েটা। 'এর আগেও...'

রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল স্টিভের চেহারা। নিজেকে সামলাতে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করল সে।

কান্না বন্ধ হয়ে গেল জেসির, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে স্টিভের দিকে। 'কিছু বোলো না ওকে, স্টিভ,' মিনতি ঝরল ওর কণ্ঠে, 'কোনো ক্ষতি কোরো না ওর।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেয়েটার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল স্টিভ। তারপর বলল, 'এসব তোমাদের ব্যাপার, আমার কিছু বলা সাজে না। ...তবে তোমার ভালোর জন্য একটা কথা বলি। এই ঝামেলা মিটে না-যাওয়া পর্যন্ত এখানে থেকো

না। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, তোমাকে শহরে দিয়ে আসি।'

'শহরে! কোথায়? কার কাছে?'

'জানি না। শহরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জানাও যাবে না। তবে...কেলভিন অসুস্থ, নীনা, মানে ওর মেয়েটাকে দেখে এলাম ওর সঙ্গে আছে। ডাক্তার স্যামুয়েলকে বলে হয়তো তোমারও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।'

কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে স্টিভের দিকে তাকাল জেসি। 'ডুভালকে মানা করে দিয়ে কি ঠিক কাজ করেছি, স্টিভ? বয়েড কি সত্যিই...'

'তাড়াতাড়ি করো,' তাগাদা দেয়ার ছলনায় জেসিকে থামিয়ে দিল স্টিভ। 'বয়েডের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে কী হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু ব্যাপার ইতোমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। ...তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমি ঘোড়া বের করি।'

জেসিকে কথা বাড়ানোর সুযোগ না-দিয়ে তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়ে বাইরে বের হলো সে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দৌড় দিল আস্তাবলের উদ্দেশে।

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর মাথায়। সাহায্য করার মতো কে কে আছে শহরে? শেরিফ কলিন্স আর ডেরিক। ওদের হাতে জেসিকে তুলে দিয়ে আগে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে মেয়েটার। তারপর যেভাবেই হোক কিছু একটা করতে হবে ডুভালের। এরপর বের হতে হবে বয়েডের খোঁজে। ডেরিক মনে হয় জানে ওয়ালেসের আস্তানাটা কোথায়, জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে।

স্যাডল পরিয়ে দুই হাতে দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে যখন আস্তাবলের বাইরে এল স্টিভ, তখন সদর দরজা লাগিয়ে পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে জেসি। হাতে ছোট একটা পোঁটলা।

স্টিভকে দেখে ক্লান্ত হাসি হাসল মেয়েটা। জবাবে মুচকি হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল স্টিভ। কিন্তু স্যাডলে ওঠার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, হাসলেই ভালো হতো হয়তো।

তেরো

'তোমার মতলবটা কী ঠিক করে বলো তো?' বয়েডকে প্রশ্নটা এই নিয়ে চার বার করল শেরিফ কলিন্স।

মুচকি হাসল বয়েড, কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফের দিকে। কিছু বলতে গিয়েও মত পাল্টে মাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল কলিন্সের।

অস্পষ্ট কতগুলো ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে—ধ্বংসপ্রাপ্ত লেকের দু'পাশে, পার্বত্য মাটিতে। বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে বেশিরভাগ ট্র্যাক, তবে কিছু কিছু দেখা যায়। অনেক দূরের গোলকধাঁধাপূর্ণ উপত্যকার জটের দিকে এগিয়ে গেছে ওগুলো, সোজা উত্তর দিকে, বয়েড আন্দাজ করল টানা দশ মাইলের মতো।

'আমার মতলবটা হচ্ছে,' এবার মুখ খুলল সে, 'যতক্ষণ ট্র্যাক দেখা যায় এগোতে থাকবো। কোথায় গিয়ে হাজির হই দেখার ইচ্ছা আছে। কাঁদের সাক্ষাৎ পাই জানাটাও জরুরি। কিন্তু কথা হচ্ছে একা যাবো আমি, আর তুমি এখান থেকেই ফিরতি পথ ধরবে।'

'না। তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।'

'তাতে শুধু ঝামেলাই বাড়বে। আমিও জানি তুমিও জানো, সামনে পথ কী রকম। লোকের সংখ্যা যত বাড়বে পথ চলতে তত বেশি সময় লাগবে। ওই জিনিসটার খুব অভাব এখন আমাদের। হাতে সময় একেবারেই নেই কিন্তু করতে হবে অনেক কাজ। সুতরাং যে-জায়গা ভালোমতো চেনা আছে আমার সেখানে একাই যেতে দাও আমাকে। এখান থেকেই ফিরে যাও তুমি। আমাদের রানশ হয়ে যেয়ো, এই দুর্ঘটনার খবর জানিয়ো জেসিকে। ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই রাতে আমাদের ওখানেই থেকো। আর পারলে তোমার একটা পিস্তল আর কিছু বুলেট ধার দাও আমাকে।'

পিস্তল দিয়ে চলে গেল কলিন্স। স্লিকারের সঙ্গে বেঁধে স্যাডলের ক্যান্টলের নীচে অস্ত্রটা রাখল বয়েড। তারপর যাত্রা শুরু করল উপত্যকার জটের দিকে। ট্র্যাক অস্পষ্ট, পথও খারাপ। গতি এমনিতেই কমে গেল ওর।

চলতে চলতে বার বার অমনোযোগী হয়ে পড়ছে সে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফেরার পর যা যা ঘটেছে না-চাইলেও মনে পড়ছে ওর।

বুঝতে পারছে, শেষ হয়ে গেছে সে। নিঃস্ব হয়ে গেছে। পানি নেই, কাজেই কোনো দাম নেই টাম্বলিং আর-এর। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জেসির। আটটা বছর ভাই-এর জন্য অপেক্ষা করে ছিল মেয়েটা, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি। ড্যানের সঙ্গে চলে যেতে পারত পুবে, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এতদিনে হয়তো প্রতিষ্ঠিতও হয়ে যেত ড্যান। বয়েড একদিন ফিরবে, ওর হাতে বুঝিয়ে দেবে সব—ভেবে নিজের সুখ-সমৃদ্ধি বিসর্জন দিয়েছে মেয়েটা। কাউপাঞ্চার হিসেবে যে-কোনো রানশে গতরে খেটে পেট চালিয়ে নিতে পারবে বয়েড আর স্টিভ, কিন্তু এখন ড্যানেরও যেমন কষ্ট হবে ভালো কোনো চাকরি পেতে, জেসিও তেমন কোথাও কোনো কাজ জোটাতে পারবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বয়েড। এবার কী করবে জেসি? সব ছেড়ে চলে যাবে ড্যানের সঙ্গে? কোথায় যাবে? মেক্সিকো? নাকি আলাস্কা বা দক্ষিণ আমেরিকায়? তারপর? আবার দেখা হবে তো ওদের মধ্যে?

একটা ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল ঘোড়াটা, ঝাঁকি লাগল। বাস্তবে ফিরল বয়েড। এঁকেবেঁকে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে ট্রেইলটা, পর্বত অভিমুখে। প্রকৃতি আর পরিবেশ পাল্টাতে শুরু করেছে। জায়গায় জায়গায় চুনাপাথরের ছড়াছড়ি। যত এগোচ্ছে তত ন্যাড়া হচ্ছে মাটি, বোল্ডারের সংখ্যাও বাড়ছে। ঘোড়াটাকে নিজের মর্জিমতো চলতে দিয়ে কী হয়েছে, কী হচ্ছে এবং কী হতে পারে ভাবতে গিয়ে আবার ধ্যানমগ্ন হলো বয়েড।

নিচু, প্রলম্বিত একটা শিস শুনে চমকে উঠল সে হঠাৎ। যে বা যারাই শিস

বাজিয়ে থাক, কাছেই আছে। সহজাত প্রবৃত্তিতে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল বয়েড। পিস্তল বের করার ইচ্ছা ছিল না ওর, তাই তাড়াহুড়োও করেনি; সুযোগটা নিল ওরা। ল্যাসোটা উড়ে এল ওর দিকে, কাঁধ ছাড়িয়ে দুই বাহুতে চেপে বসল ফাঁস, তারপর শক্তিশালী কারও হ্যাঁচকা টানে বাতাসে উড়াল দিল বয়েড। পিঠ মাটিতে দিয়ে পড়ল সে কয়েক মুহূর্ত পর, মুখটা হাঁ হয়ে গেল আপনা থেকেই, বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সব বাতাস। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আলগা হয়ে গেল হোলস্টারের ফিতা, উধাও হয়ে গেল পিস্তল। নিতম্বে ভর দিয়ে উঠে বসল বয়েড কোনোরকমে।

বিশ ফুট দূরের বিশাল বোল্ডারের পাশে ছায়ায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিশালদেহী লোকটা। দড়ি ধরে আরেকবার টান মারল সে। উল্টে পড়ল বয়েড, নিজের অসহায়ত্ব টের পেল এতক্ষণে। মরিয়া হয়ে হোলস্টারে থাবা মারল সে, কিন্তু পিস্তল নেই বুঝতে পেরে কালো হয়ে গেল ওর চেহারা।

দেখে খুব মজা পেল বিশালদেহী, দাঁত বের করে হা হা করে হাসল। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল, 'তোমাকে খুন করার জন্য হাত চুলকাচ্ছে আমাদের, কাজেই কোনো সুযোগ দিয়ো না।'

বাঁদিকে, ত্রিশ ফুট দূরের আরেকটা বোল্ডারের উপর অস্পষ্ট নড়াচড়া। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বয়েড। ওর দিকে রাইফেল তাক করে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই অপেক্ষায় আছে মোক্ষম কোনো সুযোগের!

তৃতীয় লোকটা উদয় হলো এতক্ষণে, মাত্র দশ ফুট দূরের এক ঝোপের ভিতর থেকে। দু'হাতে দুটো পিস্তল ওর, দুটোই বয়েডের দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে। কাছে এসে বয়েডকে উপুড় হয়ে শোওয়ার ইঙ্গিত করল সে। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই বুঝে কাজটা করল বয়েড। তখন পিস্তল দুটো হোলস্টারে ভরে পকেট থেকে এক ফালি দড়ি বের করল লোকটা। দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল বয়েডের দু'হাত। কাজ শেষে কষে এক লাথি মারল ওর কোমরে। এটা দেখেও মজা পেল বিশালদেহী, হা হা করে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর এগিয়ে এল কাছে।

বিশালদেহী আক্ষরিক অর্থেই বিশাল। লম্বায় সাড়ে ছ'ফুটের কম নয়। আনুপাতিক হারে চওড়া। কারণে-অকারণে হাসে, কিন্তু সেই হাসি ওর চোখ স্পর্শ করে না। ভুঁড়িটা বেঢপ, পিপার মতো উরু—বহু ব্যবহারে জীর্ণ প্যান্টের সেলাই কেন ছিঁড়ে যায় না সেটা এক আশ্চর্যের বিষয়।

'জানতাম আসবে তুমি,' আবারও মুখ খুলল বিশালদেহী। 'কারণ তুমি বয়েড—একগুঁয়ে, কোনো কিছুর শেষ না-দেখে ছাড়ো না, নিজের উপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস। আমাদের গন্ধ ডালকুত্তার মতো শুঁকে শুঁকে হাজির হয়ে যাবে এখানে জানতাম। তাই অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্য।' হাসল সে, প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'জেকব ছিল একা। তা ছাড়া ছিল অনেক দূরে। আরও বড় কথা, তখন রাত ছিল। তাই বেঁচে গেছ তুমি। কিন্তু এখন আমরা তিন জন। খোদ ঈশ্বরও যদি

নেমে আসেন তোমাকে বাঁচাতে, পারবেন না। কাজেই যা বলবো চুপ করে শুনবে আর আমাদের কথামতো কাজ করবে, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অন্য কিছু করার চেষ্টা করবে না। ঠিক আছে?'

কিছু বলল না বয়েড। যে লোকটা ওর হাত বেঁধেছে তার দিকে তাকাল। রোদেপোড়া বাদামি চামড়া, হতশ্রী পোশাক পরনে। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চেহারা শিয়ালের মতো, চোখ ইঁদুরের মতো। তামাক চিবুচ্ছে বিরতিহীনভাবে, ঠোঁটের কোণ বেয়ে চিবুক হয়ে গলা পর্যন্ত গড়িয়ে নামছে হলুদাভ-খয়েরি রস। বিশালদেহীর দিকে তাকাল লোকটা। জিজ্ঞেস করল, 'ঝামেলা রেখে লাভ কী? মিটিয়ে ফেলি...'

'চুপ করো, লুই!' জোরে ধমক দিল বিশালদেহী। 'কী করতে হবে আর কী করতে হবে না সে-ব্যাপারে কথা বলার আমরা কে? এবার চলো, এই ক্যাবলাটাকে নিয়ে কেটে পড়ি তাড়াতাড়ি। প্রস্পেক্টরদের আনাগোনা আছে আশপাশে, কেউ দেখে ফেলতে পারে।' দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রাইফেলধারীকে ইঙ্গিতে কী যেন বলল সে, সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

একটানে বয়েডকে দাঁড় করিয়ে দিল বিশালদেহী, পিঠে ধাক্কা দিয়ে হাঁটার হুকুম দিল। চলতে শুরু করল বয়েড। বিশালদেহীর হুকুম অনুযায়ী ট্রেইল ছেড়ে নেমে পড়তে হলো ওকে, বিশাল একটা বোল্ডারের পিছন থেকে এমন এক পায়ে-চলা পথ ধরল যা প্রায় দেখাই যায় না। কিছুদূর যাওয়ার পর তৃতীয় লোকটা উদয় হলো আরেকটা বোল্ডারের আড়াল থেকে। পিঠের উপর আড়াআড়িভাবে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিয়ে চারটা ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছে সে। ওগুলোর মধ্যে একটা ঘোড়া বয়েডের।

আধ মাইল মতো এগোনোর পর থামল ওরা, একটা বোল্ডারের ছায়ায় দাঁড়াল। কোনো কথা বলছে না ওরা বয়েডের সঙ্গে, বয়েডও কিছু জানতে চাইছে না।

দেখে খুব খুশি মনে হচ্ছে লুইকে। ব্যাপারটা খেয়াল করল বিশালদেহী। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল সে, 'কাজ তো মাত্র অর্ধেক হয়েছে, এখনই এত আনন্দ কীসের? এই শয়তানটার একটা চামচা আছে, লালচুলো। ভুলে গেছ? হর্সহেডে যেতে হবে, পাকড়াও করতে হবে ওকেও। দু'জনকেই ধরতে না-পারলে আমাদের চামড়া তুলে নেবে ওয়ালেস। ...মাচেডো!'

রাইফেলধারীর মুখে কথা ফুটল এতক্ষণে, 'বলো।'

'এখান থেকেই আলাদা হবো আমরা। হর্সহেডের দিকে যাবো আমি, তোমরা দু'জন বয়েডকে নিয়ে ফিরবে আস্তানায়। কিছু বলার আছে?'

লুই আর মাচেডো দু'জনই মাথা নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘোড়ায় চড়ল বিশালদেহী, রওয়ানা হয়ে গেল শহরের উদ্দেশে। আবার হাঁটতে শুরু করল বয়েডরা।

ঘোড়ায় না-চড়িয়ে কেন হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা ওকে বুঝতে পারল বয়েড। পিঠে সওয়ারী নিয়ে চলতে গেলে ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ গভীর হয়ে পড়বে মাটিতে,

ফলে ট্রেইলটা সহজেই দেখা যাবে। এখন এই পাথুরে মাটিতে ট্রেইলটা চোখে পড়ে কি পড়ে না, তাই ওয়ালেসের আস্তানা ওর সাঙাতরা ছাড়া আর কেউ চেনেও না হয়তো।

আধ ঘণ্টা একটানা হাঁটার পর মাচেডোকে বলল লুই, 'এবার নেমে পড়তে হবে এই ট্রেইল থেকে। থ্রি পয়েন্ট ট্রেইলটা ব্যবহার করবো। সামনে গিজগিজ করছে প্রস্পেক্টররা, দেখে ফেললে অসুবিধা হবে।'

ওদের একটা ঘোড়ায় চড়ার আদেশ দিল ওরা বয়েডকে। হাত বাঁধা অবস্থায় স্যাডলে উঠতে কসরত করতে হলো ওকে। বসার পর ওর পা দুটোও একটা আরেকটার সঙ্গে বেঁধে দিল ওরা। পালানোর কোনো উপায় নেই দেখে চেহারা কালো হয়ে গেল বয়েডের। ওর ঘোড়ায় উঠতে উঠতে ব্যাপারটা খেয়াল করল লুই, দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'মাথায় বুদ্ধি থাকলে পালানো তো দূরের কথা পালানোর কথা চিন্তাও কোরো না।'

কিছু বলল না বয়েড। ট্রেইল ছেড়ে নেমে পড়ল ওরা। সবার আগে মাচেডো, তারপর বয়েড, পিছনে লুই। পুবদিকে এক মাইলের মতো এগোল ওরা। তারপর অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরল। ওয়ালেসের আস্তানাটা কোথায় হতে পারে ভাবতে গিয়ে কয়েকবার মনে হলো বয়েডের এখনই পশ্চিমে মোড় নেবে ওরা। কিন্তু পুবদিকেই একটানা এগিয়ে চলল ওরা। গড়িয়ে গড়িয়ে একসময় শেষ হলো জ্বলন্ত দুপুর, বিকেলের মড়া রোদে ন্যাড়া একটা উপত্যকায় ঢুকল ওরা।

উপত্যকাটা পার হতে হতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেল। সামনে এখন সরু আর ভীষণ খাড়া একটা গিরিপথ। প্রথম থেকেই ধীর গতিতে এগোচ্ছিল ওরা, এবার আরও কমে গেল ওদের গতি। কোনো এক পাহারাদারের বজ্রকণ্ঠ পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে যখন শুনল ওরা তখন থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

'থামো! আর এক কদম এগোলে খুলি উড়ে যাবে!'

এমনকী লুই আর মাচেডোও থমকে গেল একটা মুহূর্তের জন্য, তারপর মুখ খুলল লুই, 'গাধা! নিজের লোকদেরও চেনো না?'

নীরবে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর পাহারাদার জিজ্ঞেস করল, 'লালচুলো কোথায়?'

'মোটু গেছে ওকে ধরতে,' জবাব দিয়ে সিগারেট ধরাল মাচেডো। 'ট্রিগারের উপর থেকে হাত সরাও। তোমার আঙুলকে বিশ্বাস নেই, অনেক দিন থেকে মানুষ না মারতে মারতে শেষে আমাদেরকেই খুন করে বসবে তুমি।'

অট্টহাসি শোনা গেল পাথরের আড়াল থেকে। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল মাচেডো। আগে বাড়ল ওরা। ওয়ালেসের আস্তানায়, বড় একটা রানশ বিল্ডিং-এর সামনে যখন থামল, ততক্ষণে আঁধার ঘনিয়েছে। এদিক-ওদিক তাকাল বয়েড। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত দু'-একটা জানালা আর কালো আকাশের পটভূমিতে ছোট-বড় কয়েকটা পাহাড় ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না ওর।

এক মুহূর্তও দেরি না-করে ঘোড়া থেকে নামল মাচেডো, গিয়ে দরজা খুলে

ঢুকে গেল ভিতরে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল জ্বলন্ত একটা লণ্ঠন হাতে। সঙ্গে ধূসরচুলো এক কাউপাঞ্চার। লণ্ঠনের আলোয় লোকটাকে একনজর দেখামাত্র চমকে উঠল বয়েড। এই লোকই ট্রেনে স্টাড খেলার জন্য জোরাজুরি করছিল ফ্রেডের সঙ্গে, পরে ওর হাতে গুলি করেছিল বয়েড।

চোখে জিঘাংসার আগুন নিয়ে বয়েডের দিকে এগিয়ে এল লোকটা, মুখে ক্রূর হাসি নিয়ে আপাদমস্তক দেখল ওকে। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে ওয়ালেসের কিছু হিসাব-কিতাব আছে। শেষ হোক, তারপর বদলা নেবো। আমার একটা হাত অকেজো করে দিয়েছ সারাজীবনের জন্য, তোমার পুরো শরীর যদি অকেজো করে না-দিই তো আমার নাম...'

'সবুরে মেওয়া ফলে,' রানশ বিল্ডিং-এর দরজার কাছ থেকে কথা বলে উঠল কেউ, শুনে থেমে যেতে বাধ্য হলো লোকটা। দরজার দিকে তাকাল বয়েড।

দু'হাতের দুই বুড়ো আঙুল প্যান্টের বেল্টে গুঁজে দরজার পাল্লায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, তাতেই পাল্লার সঙ্গে মাথা প্রায় ঠেকে গেছে ওর। চর্বিহীন বিশাল শরীরটা দরজার এতখানি জায়গা দখল করেছে যে, ওকে পাশ কাটিয়ে দশ বছরের একটা বাচ্চার পক্ষেও ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। হ্যাট নেই মাথায়; চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে, চাঁদি দেখা যায়। সুদর্শন চেহারা, পরিপাটি পোশাক, ঠোঁটের কোণে মেয়েদের মতো ভুবনভোলানো অলস হাসি। এই লোকটাকে এরকম একটা জায়গায়, এতগুলো বন্য লোকের মধ্যে দেখে আশ্চর্য না-হয়ে পারল না বয়েড। এ-ই কি ওয়ালেস? ওয়ালেস আর ডুভাল কি একসঙ্গে কাজ করছে?

'সবুরে মেওয়া ফলে, অ্যাণ্ডি,' বয়েডকে অকেজো করে দিতে চেয়েছিল যে লোকটা তাকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল বিশালদেহী। 'নামাও ওকে। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা আছে, সামনের দিক দিয়ে বাঁধো। তারপর নিয়ে এসো ভিতরে। আমাদের হাতে সময় কম।'

বাড়ির ভিতরটা দেখে নাক-মুখ কুঁচকে উঠল বয়েডের। দেয়াল ঘেঁষে বানানো কয়েকটা দোতলা বাঙ্ক, ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা টেবিল আর সাত-আটটা চেয়ার। টেবিলের উপর মদের বোতল, এঁটো প্লেট, গ্লাস আর তাস ছড়ানো-ছিটানো। এককোনায় ভাঙাচোরা একটা দরজা, বোঝা গেল পাশে আরেকটা ঘর আছে। বড় একটা লণ্ঠন ঝুলছে ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে। মাচেডো ওর হাতের লণ্ঠনটা রাখল টেবিলের উপর। আলোর অভাব নেই এখন

একটা চেয়ার টেনে দিল বিশালদেহী। বয়েডকে বলল, 'বসো।'

কপালে কী আছে ভাবতে ভাবতে বসে পড়ল বয়েড।

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমিই ওয়ালেস?' জিজ্ঞেস করল বিশালদেহী। 'আমার নাম শুনেছ আগে?'

কিছু বলল না বয়েড। এসব কথা বলার জন্য ওকে এভাবে ধরে আনেনি ওয়ালেস। অপেক্ষা করতে লাগল সে।

'সিগারেট খাবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালেস।

'খাবো,' এবার জবাব দিল বয়েড।

একটা সিগারেট ধরাল ওয়ালেস, তারপর কিছুটা আগে বেড়ে গুঁজে দিল বয়েডের ঠোঁটে। নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল বয়েড, একদৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল ওয়ালেস। কিছুক্ষণ পর অ্যান্ডিকে বলল সে, 'তৈরি হও। কাগজপত্র নিয়ে ডুভালের কাছে যেতে হবে তোমাকে।'

ডুভালের নাম শুনে ভ্রূ কুঁচকাল বয়েড। এবার আর কোনো সন্দেহ নেই, একসঙ্গে কাজ করছে ওয়ালেস আর ডুভাল। একজনের মস্তিষ্ক, আরেকজনের পেশীশক্তিই তা হলে এই ষড়যন্ত্রের মূলধন!

তৈরি হতে হবে, কাজেই হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে বয়েডকে—চেহারা কালো হয়ে গেল অ্যাণ্ডির। দেখে মুচকি হেসে ওয়ালেস বলল, 'মন খারাপ কোরো না, আমার কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যদি সুবোধ বালকের মতো থাকতে পারো, কথা দিচ্ছি তোমার হাতেই ছেড়ে দেবো বয়েডকে। তখন যা ইচ্ছা কোরো, কেউ বাধা দেবে না।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাণ্ডি।

বয়েডের দিকে তাকাল ওয়ালেস। 'কেন ধরে এনেছি তোমাকে বুঝতে পারছ?'

মাথা নাড়ল বয়েড।

আবারও সামনের দিকে ঝুঁকল ওয়ালেস, সিগারেটের টুকরোটা সরিয়ে নিল বয়েডের ঠোঁট থেকে। বাঁধা হাত দুটো টেবিলে রেখে কনুই-এর উপর ভর দিল বয়েড।

'কিছু কাগজপত্র আছে আমার কাছে,' শার্টের পকেট থেকে একগাদা দলিল বের করল ওয়ালেস। 'এগুলোতে সই করে দিতে হবে তোমাকে। যেহেতু হাজার অনুরোধ করলেও আমার কথা রাখবে না তুমি, তাই জোর খাটাতে হচ্ছে আমাকে।'

কীসের দলিল বুঝতে পেরে শরীর শক্ত হয়ে গেল বয়েডের। ওর এই পরিবর্তন ওয়ালেসের চোখ এড়াল না। দলিলগুলো বয়েডের সামনে, টেবিলের উপর রাখল সে। বলল, 'টাম্বলিং আর-এর অর্ধেকের মালিক তুমি; সেই অর্ধেক আমাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছ স্বেচ্ছায়, ন্যায্য দামে। যতদূর জানি এরকম কথাই লেখা আছে দলিলে।' পকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে ধরাল, একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল বয়েডকে।

'ওই দলিলে কী লেখা আছে জানি না, জানার দরকারও নেই আমার। তবে এটুকু জানি সই আমি করবো না।'

'করবে,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল ওয়ালেস। 'আমি বাধ্য করাবো।' নিজের লোকদের দিকে তাকাল সে। 'যার যার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করো তোমরা, নিরাপদ দূরত্বে রেখে এসো। তারপর ঘিরে ধরো বয়েডকে। ...লুই, বয়েডের বাঁধন খুলে দেবে তুমি।'

'বাঁধন খুলে দিতে অসুবিধা নেই, কিন্তু পিস্তল বের করার দরকার কী?'

'ছাগল! এখন যতই ভালোমানুষি করুক, কখন কার হোলস্টার থেকে থাবা

দিয়ে পিস্তল বের করে নেয় সে ঠিক আছে? তখন সামলাবে কীভাবে?'

ওয়ালেসের কথামতো কাজ করল ওরা। বয়েডের বাঁধন খুলে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল লুই। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য দু'কব্জি পালাক্রমে ডলতে লাগল বয়েড।

'তোমাকে কী করতে হবে বুঝিয়ে বলি,' এমনভাবে বলতে শুরু করল ওয়ালেস, যেন শোনেইনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বয়েড একটু আগে, 'টাম্বলিং আর-এর অর্ধেক ডুভাল নামের একজন লোককে লিখে দেবে তুমি। নামটা আসল, না নকল সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে নাম বদলাতে বাধ্য হয় লোকে অনেক সময়। ওই নাম নিয়ে আমারও সন্দেহ আছে। তবে যা-ই হোক, দলিলে সই করবে তুমি।' বয়েডের চেহারাটা যাচাই করল সে কিছুক্ষণ। 'আমি বল প্রয়োগ করতে চাই না। আমার শুকনো কথাতেই চিঁড়া ভিজে যায় বেশিরভাগ সময়, আশা করি তোমার বেলায়ও তা-ই ঘটবে।'

'ঘটবে না,' শান্ত কণ্ঠে বলল বয়েড।

'খুব খারাপ। তার মানে হচ্ছে আমার কথা বোঝোইনি তুমি। কোনো এক কারণে টাম্বলিং আর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। তোমার অর্ধেক লিখে দেবে তুমি, তারপর দলিল নিয়ে যাওয়া হবে তোমার বোনের কাছে। তোমার স্বাক্ষর দেখে আকাশ থেকে পড়লেও বুঝতে অসুবিধা হবে না জেসির নগদ টাকা হাতে পেয়ে দেরি না-করে বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছ তুমি। আমরা আশা করছি তোমার উপর অভিমান করেই হোক অথবা নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েই হোক, জেসিও বাকি অর্ধেক বেচে দেবে আমাদের কাছে। ওকে মোটামুটি ভালো একটা দাম দেয়ার ইচ্ছা আমাদের, তোমার স্বাক্ষর দেখে যদি রাজি হয় সে।'

কিছু বলল না বয়েড, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওয়ালেসের দিকে।

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরাল ওয়ালেস, জ্বলন্ত অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। 'একটা কথা আছে—যত গর্জে তত বর্ষে না। কথাটা বিশ্বাস করি আমি। এ জন্য গর্জন করি কম, যতটা না-করলেই নয়, বরং যে-কাজ করতে হবে আমাকে সেটা করে ফেলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বোধহয় এ-কারণেই সাধারণ এক আউট-ল' থেকে আজকের এই ওয়ালেসে পরিণত হতে পেরেছি। ....আমার কথা শুনছ?'

এবারও কোনো জবাব দিল না বয়েড।

'এই ঘরে একটা কুড়াল আছে,' বলে চলল ওয়ালেস, 'ধরো সেটা হাতে নিয়ে তোমাকে বললাম সই করে দিতে। তুমি করলে না। তখন বললাম সই না-করলে তোমার একটা আঙুল আলাদা হয়ে যাবে হাত থেকে। তবুও তুমি সই করলে না এবং একটা আঙুল হারালে। তখন তোমার উপর মায়া হলো আমার এবং আবারও অনুরোধ জানালাম। তাতেও রাজি না-হওয়ার কারণে আরও একটা আঙুল হারাতে হলো তোমাকে। এভাবে তোমার দশটা আঙুলই খসে পড়ল হাত থেকে। দৃশ্যটা

কল্পনা করতে পারো?'

বয়েড টের পেল, রক্ত চলাচল দ্রুত হচ্ছে ওর। তবুও চুপ করে থাকল সে।

'দশটা আঙুল নেই অথচ টাম্বলিং আর তোমারই আছে। কোনো লাভ হবে? চালাতে পারবে রানশ? ভেবে দেখো, স্প্রেডটার এখন যা দাম, তার চেয়ে কি তোমার দশ আঙুলের দাম বেশি না?'

'আমি সই করবো না,' প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদাভাবে, সমান জোর দিয়ে উচ্চারণ করল বয়েড।

'লুই, হাতুড়িটা দাও,' কঠোর কণ্ঠে বলল ওয়ালেস।

যেন এ-রকম কোনো আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল—একলাফে একটা বাক্সের কাছে গিয়ে হাজির হলো লুই, কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে বিশাল এক হাতুড়ি বের করে এনে দিল ওয়ালেসের হাতে।

'এবার ধরো ওকে তোমরা, একটুও যেন নড়তে না-পারে।'

ওয়ালেসের কথা শেষ হওয়ার আগেই বয়েডের উপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল চারজন। উঠে দাঁড়ানোরও সুযোগ পেল না বয়েড, ওকে চেয়ারের সঙ্গে ঠেসে ধরল ওরা। প্রাণপণে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে বয়েড, কিন্তু চারজনের বিরুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

'তালু নীচের দিকে দিয়ে ওর বাঁ হাতটা রাখো টেবিলের উপর, একটুও যেন সরাতে না-পারে,' আবারও আদেশ করল ওয়ালেস।

বয়েড ডানহাতি, ওর বাঁ হাতে জোর কম; তারপরও সর্বশক্তিতে চেষ্টা করল যাতে কাজটা করতে না-পারে ওরা। মিনিট তিনেক যুঝতে পারল, তারপর পরাজয় স্বীকার করে নিতে হলো। শরীরের সব শক্তি দিয়ে টেনে-মুচড়ে ওর বাঁ হাতটা টেবিলের উপর ঠেসে ধরল লুই।

দশ পেনি দামের বড় একটা পেরেক খুঁজে নিয়ে এল ওয়ালেস। বয়েডের চোখের সামনে ধরল পেরেকটা। বলল, 'দেখো, ভালোমতো দেখো, বয়েড, আমার কথা আর কাজে মিল পাও কি না দেখো।'

বয়েডের তালুতে, মধ্যমার খানিকটা নীচে বসাল সে পেরেকটা। তারপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকল পাঁচবার। বয়েডের হাতের মাংস ছিদ্র করে নীচের কাঠে গিয়ে আটকে গেল পেরেকটা। ভালোমতো যাতে আটকে থাকে সেজন্য আরও একবার হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল ওয়ালেস। এবার পুরো ঢুকে গেল পেরেক, বয়েডের মধ্যমার নীচটা থেঁতলে গিয়ে কেটে গেল চামড়া।

ওর চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে। প্রচণ্ড একটা চিৎকার উঠে আসতে চাচ্ছে ওর গলা চিড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে ঠেকিয়ে রেখেছে সে। চোখে প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে তাকিয়ে আছে ওয়ালেসের শান্ত চেহারার দিকে। কাজ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ওর বাঁ হাত ছেড়ে দিল লুই, সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। বাকিরাও সরে এসে তাকিয়ে থাকল বয়েডের পেরেকবিদ্ধ হাতটার দিকে। পেরেকের উজ্জ্বল মাথাটা দেখা যাচ্ছে শুধু, বাকি অংশ পুরোপুরি ঢুকে গেছে বয়েডের হাত ছিদ্র করে নীচের কাঠে। রক্তে মাখামাখি হতে শুরু করেছে হাতটা।

'পারো তো ডান হাত দিয়ে টেনে বের করো পেরেকটা,' ওয়ালেসের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'না-পারলে জোরে টান মারো, চামড়া-মাংস যা আছে সব ছিঁড়ে উদ্ধার করো হাতটাকে।'

কিছু বলল না বয়েড, কিছু করলও না, একবার শুধু গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়।

'এবার,' লুই-এর দিকে তাকাল ওয়ালেস, 'কুড়ালটা আনো। হাত যেহেতু সরাতে পারবে না সে, আঙুল কাটতে অসুবিধা হবে না আমার।'

পৈশাচিক একটা আনন্দ দেখা দিল লুই-এর চেহারায়। ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। একটা হাত-কুড়াল নিয়ে ফিরতে পাঁচ সেকেণ্ডও লাগল না ওর। বয়েডের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল, তারপর সোৎসাহে দিল কুড়ালটা ওয়ালেসের হাতে।

বয়েডের বাঁ হাতটা টনটন করতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছে সে ওই হাতে, যে-জায়গা দিয়ে পেরেকটা ঢুকে আছে ঠিক সেখানে। একটুও নড়াতে পারছে না হাতটা, নড়ানোর চেষ্টা করলেই মনে হচ্ছে আগুন লেগে যাচ্ছে ক্ষতস্থানে।

কুড়াল হাতে কাছে এগিয়ে এল ওয়ালেস। 'অনেক কথা বলেছি তোমাকে, আরও কিছু কথা বলি, শুনলে তোমার উপকার হবে হয়তো। একটা একটা করে তোমার সবগুলো আঙুল কেটে ফেলবো আমি। বাঁ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে শুরু করবো, ডান হাতের বুড়ো আঙুলে গিয়ে থামবো।' ওর অচঞ্চল চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি স্থির হলো বয়েডের চেহারায়। 'তোমাকে দেখে বোকা বলে মনে হয় না। কিন্তু তুমি যা করছ, যা ভাবছ সবই বোকার মতো। চাইলে এখনই খুন করতে পারি তোমাকে। এমন জায়গায় তোমার লাশ গুম করতে পারি যে-জায়গা ঈশ্বর আর আমি ছাড়া অন্য কেউ চেনে না। তারপর গিয়ে পাকড়াও করতে পারি তোমার বোন আর বোন-জামাইকে। যেহেতু তুমি স্বাক্ষর করোনি, তাই কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলতে হবে ওদেরকেও। আর জেসি যেহেতু সুন্দরী মেয়েমানুষ, তাই ওকে কষ্ট দেয়ার সময় আমার এই...কী বলবো...ক্ষুধার্ত অনুচররা কী করতে গিয়ে কী করে ফেলে বলা মুশকিল। তুমিও নেই, জেসিও নেই, ড্যানও শেষ। তার মানে কোনো উত্তরাধিকারী নেই টাম্বলিং আর-এর। স্প্রেডটা ব্যাংকের কাছে বন্ধক দেয়া। এখন বলো তো কী করবে ব্যাংক? আমিই বলে দিই—নিলাম ডাকবে। আমরা ছাড়া আর কেউ যাতে নিলামে অংশ নিতে না-পারে সে-ব্যবস্থা করার ক্ষমতা কি আমার নেই? কাজেই নিলামের সময় আমরা যে-দাম বলবো সে-দামেই আমাদের কাছে টাম্বলিং আর বেচে দেবে ব্যাংক।'

হাতের ব্যথা ভুলে গেছে বয়েড। হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে আছে ওয়ালেসের দিকে।

হাসল ওয়ালেস। 'কাজেই কেন গোঁয়ার্তুমি করছ বুঝতে পারছি না। বাধা দাও বা না-দাও, আমি যা বলি তা করো বা না-করো, পরাজয় তোমার নিশ্চিত।'

ওয়ালেসের একটা কথাও ভুল নয়। এই লোক জুয়াড়ি নয়, কিন্তু জুয়া

খেলে—হাতে কী কী তাস আছে ভালোমতো জেনে নিয়ে ছক কষে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। নিজের শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান আছে ওর, প্রতিপক্ষের সব খবরও রাখে। সুতরাং একে হারানো খুব কঠিন। সুদর্শন এবং আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট শান্ত এই লোক আসলে একটা উন্মাদ। তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে খুন করে মজা পায় সে এবং বয়েডকে হাতে পেয়ে সে-কাজই করছে। এরপর একই অবস্থা হবে জেসি আর ড্যানের। যেভাবেই হোক টাম্বলিং আর দখল করবেই করবে ওয়ালেস।

'আর একবার জিজ্ঞেস করবো,' ওয়ালেসের কথায় চিন্তা ছুটে গেল বয়েডের, 'সই করবে, নাকি করবে না?'

পেরেকবিদ্ধ বাঁ হাতের দিকে তাকাল বয়েড। কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর হাত-কুড়ালটা ধরে আছে ওয়ালেস, বিশেষ কায়দায়। ওর প্রশ্নের উত্তরে যদি 'না' বলে বয়েড, তা হলে এক কোপে সত্যিই আলাদা করে ফেলবে সে আঙুলটা। আজ বাদে কাল যদি এই হাত জেসির হাত হয়? ওকে যেভাবে ঠেসে ধরেছিল ওয়ালেসের চামচারা সেভাবে যদি ধরে জেসিকে?

'হ্যাঁ,' দুর্বল কণ্ঠে, ফিসফিস করে, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমনভাবে বলল বয়েড, 'সই করবো আমি। দলিল দাও।'

'খুব ভালো। শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে এতক্ষণে। লুই!'

ঘরের এককোনায়, দেয়াল ঘেঁষে বানানো তাকের উপর থেকে কলম আর কালির দোয়াত নিয়ে এসে বয়েডের সামনে, টেবিলের উপর রাখল লুই। পকেট থেকে দলিল বের করে ওর সামনে বিছিয়ে দিল ওয়ালেস। কলমটা ডান হাতে নিল বয়েড, দোয়াতে ডুবাল, তারপর দলিলে একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে জায়গামতো স্বাক্ষর করে দিল।

দলিলটা দেখে নিয়ে অ্যাণ্ডির হাতে দিল ওয়ালেস। তারপর হাত থেকে কুড়ালটা রেখে দিয়ে হাতুড়িটা নিল আবার। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বয়েডের দিকে। ওর সামনে গিয়ে ঝুঁকল, পেরেকটা কোথায় কতখানি ঢুকেছে দেখল। হাতুড়ি দিয়ে দু'বার জোরে বাড়ি দিল টেবিলের তলায়। খুলে উপরের দিকে উঠে গেল পেরেক। সোজা হলো ওয়ালেস, একটানে পেরেকটা খুলে নিল বয়েডের হাত থেকে।

ধীরে ধীরে হাতটা চোখের সামনে নিল বয়েড, দেখল। কয়েকবার মুঠি পাকাল আর খুলল। আরও কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল ক্ষতস্থান দিয়ে। তারপর খসখসে কণ্ঠে বলল, 'আমাকে মেরে ফেলো, ওয়ালেস, তোমার জন্য ভালো হবে।'

ঘুরে হাঁটা ধরেছিল ওয়ালেস, বয়েডের কথা শুনে থমকে দাঁড়াল, ঘুরল আবার। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল বয়েডের দিকে।

'তুমি একটা ঠাণ্ডা মাথার নেকড়ে, ওয়ালেস,' শান্ত কণ্ঠে বলে চলল বয়েড। 'গর্জন করো কম, কামড়াও বেশি। কখনও যদি সুযোগ আসে আমার, কথাটা মনে রাখবো। এবং সঙ্গে সঙ্গে খুন করবো তোমাকে, কসম খেলাম।'

বয়েডকে আশ্চর্য করে দিয়ে হাসল ওয়ালেস। 'ঠিকই বলেছ—কখনও যদি সুযোগ পাও। ...লুই, হাত থেকে পেরেক বের করে নেয়ায় হাত বোধহয় চুলকাচ্ছে বয়েডের। ওকে বেঁধে ফেলো আবার।'

আগে বাড়তে যাচ্ছিল লুই, ওকে বাধা দিয়ে ওয়ালেসের দিকে তাকাল অ্যাণ্ডি। 'আমাকে সুযোগ দেবে বলেছিলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ালেস। 'যাও, দিলাম। হাতের ঝাল মিটিয়ে নাও।'

হাতের দলিল ওয়ালেসকে দিয়ে চেয়ারে-বসে-থাকা বয়েডের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডি। বয়েড কিছুই করতে পারবে না ধরে নিয়ে ওর নাগালের মধ্যে গিয়ে বাঁ হাতে মুঠো করে ধরল চুল।

একলাফে দাঁড়িয়ে গেল বয়েড। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল অ্যাণ্ডি, আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল ওর মুঠি, ছুটে গেল বয়েডের চুল। এতক্ষণের ক্ষোভ একবারে জমল বয়েডের মনে, ডান হাত মুঠি পাকিয়ে শরীরের সব শক্তি দিয়ে মোক্ষম একটা ঘুসি মারল অ্যাণ্ডির নাকেমুখে। জায়গামতো গিয়ে লাগল ঘুসিটা, তাড়াহুড়ো করে পিছাতে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে গেল অ্যাণ্ডির, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে মেঝের উপর।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ওয়ালেস। বয়েডকে শায়েস্তা করার জন্য এগোতে যাচ্ছিল বাকিরা, হাত তুলে ওদেরকে থামাল সে। 'উচিত শিক্ষাই পেয়েছে অ্যাণ্ডি। এক হাত অকেজো, তারপরও লড়তে চায়...আশা করি এরপর থেকে নিজের অক্ষমতাটুকু মনে থাকবে ওর।'

উঠে বসল অ্যাণ্ডি। ওর নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। হাত ধরে টেনে ওকে দাঁড় করাল ওয়ালেস। বলল, 'তোমার খায়েস মিটেছে? তৈরি হয়ে নাও, দলিল নিয়ে এখনই যেতে হবে তোমাকে ডুভালের কাছে।' লুই-এর দিকে তাকাল সে। 'পিছনের ঘরে নিয়ে যাও বয়েডকে। শিকলের সঙ্গে বেঁধে রাখো পা।...মাচেডো, হাত লাগাও। তাড়াতাড়ি করো।'

পিস্তলের মুখে বয়েডকে ওই ঘর থেকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল লুই আর মাচেডো। এই ঘরটা চালাঘরের মতো, মূল ঘরের সঙ্গে লাগোয়া; ভিতরে ঢোকার পর বয়েডের মনে হলো স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঘরটা, কারণ আজেবাজে মালপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে-সেখানে। পুরনো একটা হাতকড়া পরানো হলো ওকে তারপর জোর করে বসিয়ে দেয়া হলো মেঝের উপর। দেয়ালের সঙ্গে বিশেষ কায়দায় আটকানো একটা শিকলে বাঁধা হলো ওর এক পা। ইচ্ছা করলে শুয়ে থাকতে পারবে বয়েড, কিন্তু হেঁটে-চলে বেড়াতে পারবে না বেশিদূর।

কাজ শেষে যখন বাইরে বের হবে লুই আর মাচেডো, তখন হাতে লণ্ঠন নিয়ে ভিতরে এল ওয়ালেস। লুই আর মাচেডোর কাজ দেখল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বের হয়ে গেল দুই সাঙাতকে নিয়ে। চলে যাওয়ার আগে কাঠের ভাঙাচোরা দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল লুই।

কাঠের ফাঁক দিয়ে লণ্ঠনের আলো আসছে, ওয়ালেস আর ওর চ্যালাদের বুট-

পরা পাগুলো দেখা যাচ্ছে একটু পর পর। চেয়ার টেনে বসল কেউ, তারপর ওয়ালেসকে বলতে শোনা গেল, 'শুকনো কিছু খাবারও নিয়ো সঙ্গে।' গ্লাসে মদ ঢালল সে, তারপর পান করল নিঃশব্দে।

একটু পর অ্যাণ্ডি বলল, 'সব ঠিকঠাক।'

'ঠিক আছে,' বলল ওয়ালেস। 'রওনা হয়ে যাও তা হলে। ডুভালের হাতে দলিল দিয়ে খুঁজে বের করবে মেটুকে। যদি ফিরতে দেরি হয় তোমাদের, নিজে গিয়ে হাজির হবো হর্সহেডে। তখন যদি দেখি মদ খেয়ে মাতলামি করছ, দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে হেঁচড়ে নিয়ে আসবো এখানে।'

কিছু বলল না মাচেডো। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেল বয়েড। নিঃশব্দে কাটল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর ফ্রাইংপ্যানের টুংটাং আওয়াজ শোনা গেল। পোড়া তামাকের গন্ধ আসছে, তার মানে যে ক'জনই থাক বাইরের ঘরে, সিগারেট খাচ্ছে। তাস শাফল করার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে, বোঝা যাচ্ছে অলস সময় কাটাচ্ছে না লোকটা বা লোকগুলো।

বাঁ হাত, বিশেষ করে তালু ব্যথা করছে বয়েডের। স্বাভাবিকভাবে নাড়াতে না-পারায় ধীরে ধীরে শক্ত আর অবশ হয়ে আসছে ওই হাতের আঙুলগুলো। চিত হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল সে, অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল ছাদের দিকে। যা যা জানতে পেরেছে এ-পর্যন্ত খতিয়ে ভাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ডুভালের অধীনে কাজ করছে ওয়ালেস। নামটা আসল হোক বা নকল, বোঝা যাচ্ছে ডুভালই পালের গোদা। টাম্বলিং আর হাতিয়ে নিতে চায় সে। কিন্তু কেন? কী আছে ওখানে? এ-কথা বলে না-দিলেও বোঝা যায় ওয়ালেসই ওর সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে লেকটা; ডুভালের টাকার গরম দেখলে মনে হয় কৃত্রিম একটা লেক বানিয়ে নেয়াটাও তেমন কোনো ব্যাপার নয় ওর জন্য। কিন্তু এত খরচ করে আবার তো সেই রানশিং ব্যবসাতেই নামতে হবে ওদের। ওই টাকায় অনায়াসেই অন্য কোনো জায়গায় বড় একটা রানশ কিনে নিয়ে ভালো লাভ করতে পারত ওরা।

কী আছে তা হলে টাম্বলিং আর-এ?

'মেয়েটাকে কখন নিয়ে আসা হবে এখানে?' লুই-এর প্রশ্নে চমকে উঠে বাস্তবে ফিরল বয়েড।

'কেন? তর সইছে না তোমার?' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হাসল ওয়ালেস।

জবাবে চাপা গলায় কী যেন বলল লুই, ঠিকমতো শুনতে পেল না বয়েড। ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। একটা মেয়েকে নিয়ে আসা হবে এখানে! তার মানে জেসিকে। তারপর?

'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে?' ওয়ালেসের কাছে জানতে চাইল লুই।

'কী?'

'এ-সবের পিছনে কে আছে আসলে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওয়ালেস বলল, 'তোমার জায়গায় আমি থাকলে কখনও জানতে চাইতাম না।'

বোধহয় এরকম উত্তর আশা করেনি লুই, তাই চুপ করে গেল।

ওয়ালেস বলে চলল, 'আমি নিজেও জানি না কে আছে এ-সবের পিছনে। জানতে চাইও না। আমার আর ডুভালের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে, চুক্তি মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছি আমি, আর আমাকে সে-জন্য মোটা টাকা দিচ্ছে লোকটা। আমাদের মতো আউট-ল'দের প্রাণ আজ আছে কাল নেই—যদি বেঁচে থাকি আরও ছ'টা মাস তা হলে নিশ্চয়ই দেখে যেতে পারবো কে বা কারা দখল করে টাম্বলিং আর। তোমার প্রশ্নটার উত্তর জানা যাবে তখন।'

'কিন্তু...' ওয়ালেসের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি লুই, 'কেউ-না-কেউ তো আছে নিশ্চয়ই। লোকটা কে জানতে খুব ইচ্ছা করে। ...আচ্ছা, যে লোকটা ডুভালকে চালাচ্ছে, সে টাম্বলিং আর দখল করার পর ওর থেকে স্প্রেডটা ছিনিয়ে নিলে কেমন হয়? তোমার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবে না সে। আইনের কাছেও যেতে পারবে না, কারণ জানে নিজেই অপরাধী—থলের বেড়াল বেরিয়ে যেতে পারে যে-কোনো সময়।'

নাক টানল ওয়ালেস। 'এত সহজ না। যে লোক নিজে লুকিয়ে থেকে ডুভালের মতো একটা ছারপোকাকে দিয়ে ওয়ালেসকে চালাতে পারে, সে কঠিন লোক। দখল করায় সাহায্য করতে গিয়ে আমি নিজেই দখল করে বসতে পারি কথাটা কি ভাবেনি সে? ভেবেছে, নিশ্চয়ই ভেবেছে। এবং আমি যদি উল্টোপাল্টা কিছু করে বসি তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। ...ওর জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম জানো? টাম্বলিং আর দখল করামাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন আউট-ল' যোগাড় করে আনতাম, পয়সা দিয়ে পালতাম ওদেরকে। যখন বুঝতাম আমাকে বাধা দেয়ার মতো আর কেউ নেই, শুধু তখনই একে একে বিদায় করে দিতাম ওদেরকে। ...যতদিন থেকে কাজ করছি এই লোকের, কেন যেন মনে হচ্ছে এর নাগাল পাওয়াটা আমার পক্ষেও সম্ভব না। গভীর জলের মাছ এই লোক।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউ। গ্লাসের সঙ্গে বোতলের বাড়ি খাওয়ার শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল ওয়ালেস, 'রাখো! নইলে পিটিয়ে তক্তা বানাবো তোমাকে। মদ দেখলে হুঁশ থাকে না? রাতে ডিউটি আছে ভুলে গেছ?'

আবারও চাপা গলায় কী যেন বলল লুই, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর চুপ হয়ে গেল দু'জনই, অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না।

তার মানে, ভাবল বয়েড, নাটের গুরু তা হলে ডুভাল নয়! ওর পিছনে আরও একজন আছে। ওয়ালেসের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে অঢেল টাকা আছে ওই লোকটার, মাথায় কুবুদ্ধিরও অভাব নেই এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজের পরিচয় আড়াল করে রেখেছে এমনকী ওয়ালেসের কাছ থেকেও।

'কান খুলে একটা কথা শুনে রাখো,' লুইকে হুমকি দিচ্ছে ওয়ালেস, 'মেয়েটাকে এখানে আনার পর তোমরা কেউ যদি ওর সামনে ডুভালের নামটা

পর্যন্ত উচ্চারণ করবে, নিজের হাতে আমি খুন করবো ওকে। এখানে থাকবে মেয়েটা যতদিন না কাজ উদ্ধার হয় আমাদের, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যেন টের না-পায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ডুভালের। মনে থাকবে?'

প্রশ্নটার জবাবে কী বলল লুই শুনতে পেল না বয়েড। ডুভালের নাম জেসি জানতে পারলে ওয়ালেসের অসুবিধাটা কোথায় বুঝতে পারছে না সে। জেসি তো অনেক আগে থেকেই জানে নামটা। তা হলে?

চোদ্দ

হাতের গ্লাস বারের উপর নামিয়ে রেখে বারটেণ্ডারের কপালের ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকাল ডেরিক। ওর শরীরটা গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে আবার, কারণ সমানে মদ গিলছে সে।

'কাটল কীভাবে?' জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

ওর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল বারটেণ্ডার। 'এক কথার জবাব কতবার দিতে হয়? কাল রাতে তোমার জন্যই তো ঘটল ঘটনাটা। আরেকবার যদি জিজ্ঞেস করো, ঘুসি মেরে নাক ফাটাবো তোমার। শালা মাতাল কোথাকার!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ডেরিক, বুঝিয়ে দিল বারটেণ্ডারের কথা সত্য। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নিশ্চিত আমার কারণেই ঘটেছে ঘটনাটা?'

নিচু গলায় গাল দিল বারটেণ্ডার, শুনতে পেল না ডেরিক। 'আসলে,' সাফাই গাওয়ার সুরে বলল সে, 'কিছুই মনে করতে পারছি না তো, তাই বার বার জিজ্ঞেস করছি।'

'আমাকে জিজ্ঞেস না-করে তোমার বীরপুরুষ সঙ্গীটাকে জিজ্ঞেস করো না। সব বলে দেবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।'

'হতে পারে,' আবারও মাথা ঝাঁকাল ডেরিক।

'ঈশ্বর!' মৃদু একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল বারটেণ্ডারের গলা দিয়ে, মাথা তুলে দেখল ডেরিক চোখ বড় বড় করে ব্যাটউইং দরজার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। ঘাড় ঘুরাল সে-ও।

স্টিভ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মাত্র ঢুকেছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কাউকে খুঁজছে। ডেরিকের উপর চোখ পড়ামাত্র হাঁটা ধরল। এদিকেই আসছে। কাছে এসে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল, 'আবার!'

যে-কোনো কারণেই হোক, লজ্জা পেল ডেরিক। গ্লাসটা সরিয়ে রাখল কিছুটা দূরে। ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্য জোরে মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। তারপর ম্লান হেসে বলল, 'কী ঘটনা?'

'ঘটনা বোঝার মতো অবস্থায় আছো তুমি?'

'আছি কিছুটা,' হাসল ডেরিক।

'শেরিফ কোথায়? ওকে খুঁজলাম কয়েক জায়গায়, কিন্তু পেলাম না।'

'গিয়ে দেখো হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে বাড়িতে। ...কেন? সমস্যাটা কী?'

'বলছি। আগে বলো ওয়ালেসের আস্তানায় যাওয়া যায় কীভাবে?'

ঠোঁট গোল করে শিস দিল ডেরিক। 'বয়েডদের লেক ছাড়িয়ে উত্তর দিকে বেশ কয়েক মাইল এগোলে কতগুলো উপত্যকার একটা জট পড়ে। এদের মধ্যে একটা উপত্যকা আগ্নেয়, যদিও অনেক আগে মরে গেছে আগ্নেয়গিরিটা। দেখলেই চিনবে—এখনও কালো লাভায় ঢেকে আছে মাটি। ওই জায়গা ছাড়িয়ে আধ মাইলের মতো এগোলে পাইনের বড় একটা জঙ্গল পড়বে। তারপর ন্যাড়া একটা উপত্যকা। যতদূর জানি এই উপত্যকাটাই ওয়ালেসের ঘাঁটি।'

কিছু বলল না স্টিভ, ডেরিকের কথাগুলো ভালোমতো গেঁথে নিচ্ছে মনে।

'ওখানে প্রথমবারের মতো গেছে—এমন কারও চোখে এসব চিহ্ন হয়তো পড়বেই না, তাই তোমাকে আগে থেকেই বলে দিই। ন্যাড়া উপত্যকাটা তো আর একটুখানি জায়গা না যে, বড়জোর এক ঘণ্টা খুঁজলাম আর ওয়ালেসের আস্তানা পেয়ে গেলাম! পাইনের জঙ্গল পার হয়ে পুব দিকে যেতে হবে তোমাকে। দু'শ' গজের মতো এগোনোর পর নিঃসঙ্গ একটা পাইন গাছ দেখতে পাবে, বজ্রপাতে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে কিন্তু রয়ে গেছে এখনও। ওটার ডানে প্রাকৃতিক দেয়াল তুলেছে পাশাপাশি দুটো পাহাড়। দুই দেয়ালের মাঝখানে চলাচলের রাস্তা এত সরু যে, দু'জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি চলতে পারবে কি না সন্দেহ। ওয়ালেসের আস্তানার প্রবেশপথ কিন্তু ওটাই।'

'আচ্ছা?'

'অতদূর যেতে পারবে কি না তাতেও সন্দেহ আছে আমার,' হেসে চোখ টিপল ডেরিক। 'যতদূর জানি নিজের আস্তানা সুরক্ষিত করার জন্য জায়গায় জায়গায় পাহারাদার বসিয়ে রেখেছে ওয়ালেস। ওদের চোখ এড়িয়ে নাকি একটা সাপেরও ক্ষমতা নেই ভিতরে যায়। ...ওই এলাকা দিয়ে নিয়মিত চলাচল করে ওয়ালেস আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা, তা ছাড়া অনেক প্রস্পেক্টরও ঘুরে বেড়ায়—ছোট-বড় স্পষ্ট-অস্পষ্ট অনেক ট্রেইল পাবে তুমি; যেটা ধরেই এগোও আমার বলা চিহ্নগুলো মনে রেখো।'

'ঠিক আছে। আরেকটা কথা। ডুভাল নামের এক লোক এসেছে শহরে। চেনো ওকে?'

মাথা নাড়ল ডেরিক।

'না-চিনলে চিনে নিতে হবে।'

'কীভাবে?'

'ওই যে বললাম শহরেই আছে সে। হোটেলে উঠেছে। পাকা খবর আছে আমার কাছে। তোমার কাজ হচ্ছে, হোটেলে যাবে, যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবে ওকে এবং কোনো-না-কোনো ছুতায় একটা ঝগড়া বাধিয়ে দেবে ওর সঙ্গে। যেমন তেমন ঝগড়া না, মারাত্মক কিছু। যাতে শেরিফ কলিন্স বাধ্য হয় তোমাদের দু'জনকে জেলে আটকে রাখতে।'

কথাগুলো শুনে হাঁ হয়ে গেল ডেরিক।

'আশ্চর্য হলেও করার কিছু নেই। বিশ্বাস করো, তুমি ওই কাজটা ঠিকমতো করতে পারলে কি পারলে না তার উপর কারও বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। ...আরেকটা কথা, ডুভালকে জেলে ঢুকাতে হবে কিন্তু সে যেন ঘুণাক্ষরেও টের না-পায় ডিনামাইট ফাটানোর সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে সন্দেহ করছি আমরা। দরকার হলে বানোয়াট অভিযোগে ওকে আটকে রাখবে কলিন্স এবং ওয়ালেসের আস্তানা থেকে আমি না-ফেরা পর্যন্ত ছাড়বে না।'

আবারও হাসল ডেরিক, কিন্তু এবারের হাসিটা দেখে বোকা বলে মনে হলো ওকে। 'কতদূর কী করতে পারবো জানি না, আদৌ কিছু করতে পারবো কি না তা-ও জানি না; কিন্তু আমার মনে হয় একটা চিঠি লিখে সব কথা কলিন্সকে জানিয়ে দিলেই ভালো করতে। অন্তত যার যার অভিনয় যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে করতে পারতাম আমরা।'

বারটেণ্ডারের কাছ থেকে কয়েক তা কাগজ আর একটা পেন্সিল চেয়ে নিল স্টিভ। তারপর সংক্ষিপ্ত একটা নোট লিখল কলিন্সের জন্য। লেখা শেষ করে একবার পড়ল নোটটা। তারপর ওটা দিল ডেরিকের হাতে। বলল, 'কলিন্স যেরকম খুঁতখুঁতে, পড়েই হয়তো হাজারটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করে দেবে তোমাকে। তখন যেভাবেই হোক, দরকার হলে বুড়োর মাথায় হাত বুলিয়ে বিশ্বাস করাতে হবে ওকে সব কথা। মনে রেখো, তুমি না-পারলে কয়েকজন নিরপরাধ মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।'

'চেষ্টা করবো, কথা দিলাম,' ডেরিকের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'এবার ডুভালের বর্ণনা দাও।'

সংক্ষেপে ডুভালের বর্ণনা দিল স্টিভ। 'হোটেলের ক্লার্ক সহজ-সরল। ওর কাছাকাছি থাকবে, এটা-সেটা নিয়ে কথা বলবে। কৌশলে ডুভালের বর্ণনা দেবে। দেখো, সে-ই চিনিয়ে দেবে ডুভালকে। ...একটা কথা আবারও বলি, আমি না-ফেরা পর্যন্ত যেভাবেই হোক আটকে রাখতে হবে ওকে। মনে থাকে যেন, আমি না-ফেরা পর্যন্ত।' বলে আর অপেক্ষা করল না, রওয়ানা হলো ব্যাটউইং দরজার দিকে। মাঝপথে থামল, ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এল বারে। পেন্সিলটা হাতে নিয়ে এক তা কাগজে লিখল:

ফ্রেড,

বয়েডের বোন জেসি আর বোন-জামাই ড্যান শহরে আছে। চোখ রেখো লোকটার উপর।

স্টিভ

ডেরিকের হাতে নোটটা দিল সে। বলল, 'থ্রি স্টার বা হাই রেঞ্জ—কোনো একটাতে পেয়ে যাবে এই নোটের প্রাপক ফ্রেডকে। লোকটা পেশাদার জুয়াড়ি। আমার আর বয়েডের বন্ধু। ওকে দেবে এটা। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ডেরিক। দরজার উদ্দেশে আবার পা বাড়াতে যাবে স্টিভ, এমন সময় মৃদু কণ্ঠে বলল বুড়ো, 'গুড লাক।'

থমকে দাঁড়াল স্টিভ, একটা মুহূর্তের জন্য তাকাল ডেরিকের দিকে। তারপরই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সেলুন ছেড়ে।

জেসিকে হাই রেঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল স্টিভ। একবার ভাবল মেয়েটা, পিছু ডেকে থামাবে কি না স্টিভকে। ওর মনে হাজারটা প্রশ্ন, উত্তর না-পাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না। কিন্তু স্টিভের চেহারা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না সে। টাম্বলিং আর থেকে যখন রওয়ানা দিয়েছে ওরা দু'জন, তখন থেকেই ভ্রূ কুঁচকিয়ে রেখেছে লোকটা। সারা-রাস্তায় একটা কথাও বলেনি, কী যেন ভেবেছে আপনমনে। আর এখন, জেসিকে নামিয়ে দিয়ে এত তাড়াহুড়ো করছে, দেখে মনে হয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করতে যাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেসি, ডাকল না স্টিভকে।

কী করা যায় ভাবল কিছুক্ষণ জেসি। কী করা উচিত সে-ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলেওনি স্টিভ। এদিক-ওদিক তাকাল, দেখল খোলা আছে স্টোরটা। গিয়ে ঢুকল সেখানে, স্টোরকিপারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল কেলভিনের বাড়িটা কোথায়। তারপর আবার ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলো।

শহরের একপ্রান্তে থাকে কেলভিন। নিরিবিলি, ছিমছাম পরিবেশ। বাড়িটা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না জেসির। সাদা রঙের দোতলা দালান, মোটামুটি বড়ই বলা চলে। সামনে সুন্দর একচিলতে উঠান। কটনউড আর সিডারের ছায়ায় ঢাকা প্রবেশপথ।

কাঠের সদর দরজার সামনে ঘোড়া থেকে নামল জেসি। বেড়ার সঙ্গে বাঁধল ঘোড়াটা। প্রবেশপথ ধরে ধীর পায়ে এগোল বাড়ির দিকে। মনে দ্বিধা—কেলভিন বা ওর মেয়ে লীনা বুঝবে কি না ব্যাপারটা। ভাবতে ভাবতেই দরজায় টোকা দিল সে। ভিতরে নীরবতা, কেউ খুলল না

আবারও টোকা দিল জেসি, কিন্তু এবারও কোনো সাড়া নেই হাতল ধরে মোচড় দিল সে। খুলে গেল দরজাটা। একবার ইতস্তত করে ভিতরে ঢুকে পড়ল মেয়েটা।

সবগুলো জানালার পর্দা সরানো, আলোর অভাব নেই ভিতরে। প্রথমেই একটা টেবিল চোখে পড়ল জেসির—উপুড় হয়ে আছে সেটা, একদিকের পায়ার সঙ্গে সুতা দিয়ে এক তা কাগজ আটকিয়ে দিয়েছে কেউ কায়দা করে। বেখাপ্পা লাগল জেসির কাছে, এগিয়ে গিয়ে কাগজটা খুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, কাউকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে রেখে গেছে কেউ। অমঙ্গল আশঙ্কায় একবার শিউরে উঠল মেয়েটা, ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল:

কেলভিন,

আমাদেরকে ৫০,০০০ ডলার না-দিলে তোমার মেয়েকে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। আমাদের হাতে বন্দী সে। মনে রেখো, ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলে ওর লাশটাই খুঁজে পাবে। ওকে জ্যান্ত পেতে চাইলে আমাদের কথামতো কাজ করতে হবে তোমাকে। রাজি থাকলে পুরো টাকা, সাদা রঙের

বস্তায় ভরে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের কাছে। যে-ই নিয়ে আসুক টাকাটা, ওর কাছে একটা ঘড়ি দিয়ে দেবে। আগামী শুক্রবার যে-ট্রেনটা হর্সহেড থেকে পুবে যাবে, সে-ট্রেনে করে আসতে হবে ওকে। যে-কামরাতেই থাকুক না কেন সে, উত্তর দিকের কোনো সিটে যেন বসে। প্রথম স্টপেজে যখন থামবে ট্রেন, জানালা দিয়ে তাকালে কোথাও-না-কোথাও তোমার মেয়ের ঘোড়াটা দেখতে পাবে সে। তারপর পকেট থেকে ঘড়ি বের করে ঘড়িটার দিকে ঠিক দু'মিনিট তাকিয়ে থাকার পর টাকার বস্তা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে ওকে। ওই সময় কেউ যদি ওই বস্তার পিছনে লাগে অথবা অন্য কোনোভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করে আমাদেরকে, পৃথিবীর আলো-বাতাস আর দেখতে পাবে না তোমার মেয়ে। সবকিছু ঠিক থাকলে শনিবার বা রোববার মেয়েটাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। মনে রেখো, একবার, মাত্র একবার তোমাকে সুযোগ দেবো আমরা।

চিঠির নীচে কারও নাম নেই, কোনো স্বাক্ষর নেই। দু'বার পড়ল জেসি। গলার ভিতরটা আপনা থেকেই শুকিয়ে গেল ওর, অকারণেই নীনার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল সে। স্বাভাবিকভাবেই, কোনো জবাব পেল না। তখন মনে পড়ল ভুল করে ফেলেছে সে আসলে, স্টিভ বলেছিল ডাক্তার স্যামুয়েলের ওখানে আছে কেলভিন। দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হলো সে, ঘোড়ার বাঁধন খুলেই চড়ে বসল জন্তুটার পিঠে। ছুটল হাসপাতালের উদ্দেশে।

দরজা খুলল ডাক্তার স্যামুয়েলের বউ। হড়বড় করে সব বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জেসি। বলল, কেলভিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। লোকটার কাছে ওকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল মহিলা। বিশাল চেহারায় কৌতূহল নিয়ে জেসির দিকে তাকাল কেলভিন।

'আমি জেসি, বয়েডের বোন।'

কিছু বলল না কেলভিন, ভ্রূ কুঁচকাল।

'তুমি যে এখানে আছো মনে ছিল না, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভুল করে চলে গিয়েছিলাম তোমার বাড়িতে। নক করলাম কিন্তু সাড়া দিল না কেউ, তাই ঢুকে পড়লাম ভিতরে।' স্কার্টের পকেট থেকে চিঠিটা বের করে কেলভিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'এই চিঠিটা পেয়েছি লিভিংরুমে। তোমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে।'

'বসো,' ইশারায় বিছানার পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে উঠে বসল কেলভিন। ওর চেহারা থেকে কৌতূহল মুছে গেছে, দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল সে। আগা-গোড়া পড়ার পর লাল হয়ে গেল ওর চেহারা। আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল অতি-বৃদ্ধদের মতো, কাঁপতে লাগল হাতে ধরা চিঠিটাও। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে কিছু বলল সে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে মুচড়ে ফেলল চিঠিটা, মুহূর্তের মধ্যেই দলা পাকিয়ে গেল সেটা। কাগজের দলাটা হাত থেকে ছেড়ে দিল সে, বিছানার উপর চরম অবহেলায় গড়িয়ে পড়ল সেটা। এরপর মুহূর্তেই সব রাগ উধাও হলো ওর চেহারা থেকে, ঘরের এককোনার দেয়ালের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকল সে।

দেখে খুব খারাপ লাগল জেসির কাছে। নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে এখন?'

'কী করার আছে?' শুনে মনে হলো আর্তনাদ করছে কেলভিন। 'ওরা জানত হাসপাতালে আছি আমি। জানত বাধা দিতে পারবো না ওদেরকে। সুযোগটা নিয়েছে। অনুসরণ করেছে নীনাকে, ওকে একা পাওয়ামাত্র তুলে নিয়ে গেছে।' ছলছল চোখে জেসির দিকে তাকাল সে। 'খুঁজে দেখবে কোথায় আছে কলিন্স? ওকে জানিয়ে রাখা দরকার অপহরণ করা হয়েছে নীনাকে। ...ঈশ্বর! আমি টাকাটা যোগাড় করার আগে ওরা যেন আমার মেয়েটাকে মেরে না-ফেলে!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেসি, এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরল কেলভিনের দু'হাত। হয়তো লাভ নেই জেনেও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল অসহায় মানুষটাকে তারপর কেলভিনের হাত ছেড়ে দিয়ে বিছানা থেকে তুলে নিল কাগজের দলাটা, ভাঁজ খুলে সমান করার চেষ্টা করল। বলল, 'এখনই যাচ্ছি আমি শেরিফের কাছে। ওকে দেখাবো এই চিঠিটা। তারপর যা করার করবে সে। ...ঘাবড়িয়ো না। নীনাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে ওরা।' কথা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

কিন্তু হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ার সময় সন্দেহ পেয়ে বসল ওকে। একটু আগে যা বলে এসেছে কেলভিনকে, কেন যেন মনে হচ্ছে ফাঁকা বুলি সব। বাস্তবায়িত হবে না কিছুই—টাকাও যোগাড় করতে পারবে না কেলভিন, নীনাকেও জ্যান্ত খুঁজে পাবে না কেউ কখনও।

শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া থেকে নামার সময় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এল ওর মনে। কোথাও গিয়েছিল কলিন্স, অফিসরুমের তালা খুলে ভিতরে ঢুকছে। জেসির দিকে পিঠ দিয়ে থাকায় দেখতে পেল না মেয়েটাকে। হিচিংর‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে যখন দরজায় পা দিল মেয়েটা, ততক্ষণে নিজের চেয়ারে বসে পড়েছে কলিন্স।

ওর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল জেসি, 'কারা যেন অপহরণ করে নিয়ে গেছে মিস্টার কেলভিনের মেয়ে নীনাকে।' কথার প্রমাণ হিসেবে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল সে কলিন্সের দিকে।

পলকহীন চোখে জেসির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কলিন্স, যেন কী বলছে মেয়েটা বুঝতে পারছে না। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে ধীরেসুস্থে পড়ল। শেষ করেই গলা চড়িয়ে ডাকল ওর ডেপুটিকে। ভিতরের ঘরে কিছু একটা করছিল লোকটা, দরজা খুলে হাজির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কলিন্স, টেবিলের উপর নামিয়ে রাখা হ্যাট তুলে নিয়ে পরেছে। ডেপুটিকে বলল সে, 'পাসির ব্যবস্থা করো। কেলভিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য স্যামুয়েলের বাড়িতে যাচ্ছি আমি। তারপর যাবো কেলভিনের বাড়িতে, কিছু আলামত পাওয়া যায় কি না দেখার জন্য। পাসি নিয়ে ওখানেই হাজির হবে তুমি।'

'কী হয়েছে?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডেপুটি।

বস্তায় ভরে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের কাছে। যে-ই নিয়ে আসুক টাকাটা, ওর কাছে একটা ঘড়ি দিয়ে দেবে। আগামী শুক্রবার যে-ট্রেনটা হর্সহেড থেকে পুবে যাবে, সে-ট্রেনে করে আসতে হবে ওকে। যে-কামরাতেই থাকুক না কেন সে, উত্তর দিকের কোনো সিটে যেন বসে। প্রথম স্টপেজে যখন থামবে ট্রেন, জানালা দিয়ে তাকালে কোথাও-না-কোথাও তোমার মেয়ের ঘোড়াটা দেখতে পাবে সে। তারপর পকেট থেকে ঘড়ি বের করে ঘড়িটার দিকে ঠিক দু'মিনিট তাকিয়ে থাকার পর টাকার বস্তা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে ওকে। ওই সময় কেউ যদি ওই বস্তার পিছনে লাগে অথবা অন্য কোনোভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করে আমাদেরকে, পৃথিবীর আলো-বাতাস আর দেখতে পাবে না তোমার মেয়ে। সবকিছু ঠিক থাকলে শনিবার বা রোববার মেয়েটাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। মনে রেখো, একবার, মাত্র একবার তোমাকে সুযোগ দেবো আমরা।

চিঠির নীচে কারও নাম নেই, কোনো স্বাক্ষর নেই। দু'বার পড়ল জেসি। গলার ভিতরটা আপনা থেকেই শুকিয়ে গেল ওর, অকারণেই নীনার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল সে। স্বাভাবিকভাবেই, কোনো জবাব পেল না। তখন মনে পড়ল ভুল করে ফেলেছে সে আসলে, স্টিভ বলেছিল ডাক্তার স্যামুয়েলের ওখানে আছে কেলভিন। দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হলো সে, ঘোড়ার বাঁধন খুলেই চড়ে বসল জন্তুটার পিঠে। ছুটল হাসপাতালের উদ্দেশে।

দরজা খুলল ডাক্তার স্যামুয়েলের বউ। হড়বড় করে সব বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জেসি। বলল, কেলভিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। লোকটার কাছে ওকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল মহিলা। বিশাল চেহারায় কৌতূহল নিয়ে জেসির দিকে তাকাল কেলভিন।

'আমি জেসি, বয়েডের বোন।'

কিছু বলল না কেলভিন, ভ্রূ কুঁচকাল।

'তুমি যে এখানে আছো, মনে ছিল না, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভুল করে চলে গিয়েছিলাম তোমার বাড়িতে। নক করলাম কিন্তু সাড়া দিল না কেউ, তাই ঢুকে পড়লাম ভিতরে।' স্কার্টের পকেট থেকে চিঠিটা বের করে কেলভিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'এই চিঠিটা পেয়েছি লিভিংরুমে। তোমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে।'

'বসো,' ইশারায় বিছানার পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে উঠে বসল কেলভিন। ওর চেহারা থেকে কৌতূহল মুছে গেছে, দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল সে। আগা-গোড়া পড়ার পর লাল হয়ে গেল ওর চেহারা। আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল অতি-বৃদ্ধদের মতো, কাঁপতে লাগল হাতে ধরা চিঠিটাও। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে কিছু বলল সে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে মুচড়ে ফেলল চিঠিটা, মুহূর্তের মধ্যেই দলা পাকিয়ে গেল সেটা। কাগজের দলাটা হাত থেকে ছেড়ে দিল সে, বিছানার উপর চরম অবহেলায় গড়িয়ে পড়ল সেটা। এরপর মুহূর্তেই সব রাগ উধাও হলো ওর চেহারা থেকে, ঘরের এককোনার দেয়ালের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকল সে।

দেখে খুব খারাপ লাগল জেসির কাছে। নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে এখন?'

'কী করার আছে?' শুনে মনে হলো আর্তনাদ করছে কেলভিন। 'ওরা জানত হাসপাতালে আছি আমি। জানত বাধা দিতে পারবো না ওদেরকে। সুযোগটা নিয়েছে। অনুসরণ করেছে নীনাকে, ওকে একা পাওয়ামাত্র তুলে নিয়ে গেছে।' ছলছল চোখে জেসির দিকে তাকাল সে। 'খুঁজে দেখবে কোথায় আছে কলিন্স? ওকে জানিয়ে রাখা দরকার অপহরণ করা হয়েছে নীনাকে। ...ঈশ্বর! আমি টাকাটা যোগাড় করার আগে ওরা যেন আমার মেয়েটাকে মেরে না-ফেলে!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেসি, এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরল কেলভিনের দু'হাত। হয়তো লাভ নেই জেনেও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল অসহায় মানুষটাকে তারপর কেলভিনের হাত ছেড়ে দিয়ে বিছানা থেকে তুলে নিল কাগজের দলাটা, ভাঁজ খুলে সমান করার চেষ্টা করল। বলল, 'এখনই যাচ্ছি আমি শেরিফের কাছে। ওকে দেখাবো এই চিঠিটা। তারপর যা করার করবে সে। ...ঘাবড়িয়ো না। নীনাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে ওরা।' কথা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

কিন্তু হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ার সময় সন্দেহ পেয়ে বসল ওকে। একটু আগে যা বলে এসেছে কেলভিনকে, কেন যেন মনে হচ্ছে ফাঁকা বুলি সব। বাস্তবায়িত হবে না কিছুই—টাকাও যোগাড় করতে পারবে না কেলভিন, নীনাকেও জ্যান্ত খুঁজে পাবে না কেউ কখনও।

শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া থেকে নামার সময় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এল ওর মনে। কোথাও গিয়েছিল কলিন্স, অফিসরুমের তালা খুলে ভিতরে ঢুকছে। জেসির দিকে পিঠ দিয়ে থাকায় দেখতে পেল না মেয়েটাকে। হিচিংর‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে যখন দরজায় পা দিল মেয়েটা, ততক্ষণে নিজের চেয়ারে বসে পড়েছে কলিন্স।

ওর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল জেসি, 'কারা যেন অপহরণ করে নিয়ে গেছে মিস্টার কেলভিনের মেয়ে নীনাকে।' কথার প্রমাণ হিসেবে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল সে কলিন্সের দিকে।

পলকহীন চোখে জেসির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কলিন্স, যেন কী বলছে মেয়েটা বুঝতে পারছে না। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে ধীরেসুস্থে পড়ল। শেষ করেই গলা চড়িয়ে ডাকল ওর ডেপুটিকে। ভিতরের ঘরে কিছু একটা করছিল লোকটা, দরজা খুলে হাজির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কলিন্স, টেবিলের উপর নামিয়ে রাখা হ্যাট তুলে নিয়ে পরেছে। ডেপুটিকে বলল সে, 'পাসির ব্যবস্থা করো। কেলভিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য স্যামুয়েলের বাড়িতে যাচ্ছি আমি। তারপর যাবো কেলভিনের বাড়িতে, কিছু আলামত পাওয়া যায় কি না দেখার জন্য। পাসি নিয়ে ওখানেই হাজির হবে তুমি।'

'কী হয়েছে?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডেপুটি।

'কেলভিনের মেয়ে নীনাকে অপহরণ করা হয়েছে।'

আর কথা বাড়াল না ডেপুটি, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কলিন্সের দিকে তাকাল জেসি। 'মেয়েটাকে কি সত্যিই খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা? চিঠিতে লিখেছে কেউ যদি...'

'দরকার হলে সরকারের কাছে তার করে একদল সৈন্য নিয়ে আসবো। কিন্তু খুঁজে বের করবোই নীনাকে। আর, ওরকম কথা বলেই অপহরণকারীরা। টাকার জন্যই তুলে নিয়ে গেছে ওরা নীনাকে। কাজেই যতক্ষণ টাকা না-পাবে ততক্ষণ আর যা-ই করুক মেরে ফেলবে না মেয়েটাকে। বরং টাকা পেয়ে গেলেই চিন্তার কথা।' গানর‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

একটা উইনচেস্টার তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছিল কলিন্স, জেসির প্রশ্ন শুনে ওর দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। 'যে বা যারা পিস্তল বা রাইফেল চালাতে পারে না, এই মামলায় কোনো সাহায্য করতে পারবে না তারা। চিঠিটা আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে ইতোমধ্যেই অনেক সাহায্য করে ফেলেছ তুমি।'

আর কিছু না-বলে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কলিন্স। ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে, বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল জেসি। বাইরে থেকে টেনে আটকে দিল দরজাটা। কী করা যায় ভাবছে।

কয়েকটা দিন যাতে থাকতে দেয় সে-জন্য কেলভিনের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিয়েছিল ওকে স্টিভ। কিন্তু এখন এই অবস্থায় ওই কথা বলাও যাবে না কেলভিনকে।

জেসির সঙ্গে টাকাপয়সা বেশি নেই। হোটেলে রুম নিয়ে থাকাটা এখন বিলাসিতা। র‍্যাঞ্চের কোনো খবর নেই, স্টিভ লাপাত্তা। ড্যানের কথা ভুলেও ভাবতে চায় না সে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

কী করবে ভাবতে ভাবতে হিচিংর‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল সে, ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল হোটেলের উদ্দেশে।

পনেরো

স্টিভ চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকল ডেরিক। ওর মাথা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল, মনে পড়ল জরুরি কাজ আছে। মদের দাম চুকিয়ে বাইরে এল সে, ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে হাজির হলো শেরিফের অফিসের সামনে। দেখল, দরজায় তালা দেয়া। তার মানে নেই কলিন্স। বোর্ডওয়াকের উপর বসে পড়ল ডেরিক, কী করা যায় ভাবতে লাগল। ফ্রেড নামের এক জুয়াড়িকে দেয়ার জন্য একটা নোট লিখেছিল স্টিভ, মনে পড়ল ওর। উঠে আবার হাঁটতে লাগল

সে। খুঁজে বের করতে হবে ফ্রেডকে।

থ্রি স্টার-এ পাওয়া গেল ফ্রেডকে। কী চায় অল্প কথায় ওকে বুঝিয়ে বলল ডেরিক, নোটটা হস্তান্তর করল। তারপর সোজা গিয়ে বসে পড়ল বারে, দু'রাউণ্ড হুইস্কি গিলে ঝিম মেরে পড়ে থাকল আধ ঘণ্টার মতো। বারটেণ্ডারের গুঁতো খেয়ে তন্দ্রা ছুটল ওর, শেরিফের অফিসের উদ্দেশে আবার রওয়ানা হলো সে।

এবার খোলা পাওয়া গেল দরজাটা। খোলা মানে তালা নেই, ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। তার মানে কোনো কাজে ফিরে এসেছিল কলিন্স, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে আবার এবং যেহেতু তালা নেই তাই ধরে নেয়া যায় শহরেই আছে সে।

ভিতরে ঢুকল ডেরিক, গিয়ে দাঁড়াল এককোনায়। কী করা যায় বুঝতে পারছে না। ডুভাল নামের লোকটার সঙ্গে গায়ে পড়ে হাতাহাতি করতে বলেছে ওকে স্টিভ, বার বার মনে পড়ছে কথাটা। কাজটা কীভাবে করা যায় ভাবছে ডেরিক, কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারছে না। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। এগিয়ে গিয়ে কলিন্সের চেয়ারে বসে পড়ল সে। ডেস্কের ড্রয়ারগুলো একটা একটা করে খুলে ভিতরের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। যা চাইছিল পেয়ে গেল একেবারে নীচের ড্রয়ারে।

এক গাদা রিওয়ার্ড নোটিস—কোন্ আউট-ল'কে ধরিয়ে দিতে পারলে কত ডলার পুরস্কার পাওয়া যাবে। একটা একটা করে নোটিস দেখতে লাগল ডেরিক। ডুভালের যে-বর্ণনা দিয়েছে স্টিভ, তার সঙ্গে মেলে এরকম ছবি খুঁজছে। পড়ালেখা জানে না সে, ছবির নীচে কী লেখা আছে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ একটা নোটিসে আটকে গেল ওর দৃষ্টি। হ্যাঁ, মেলে, অনেকখানি মেলে ডুভালের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে।

নোটিসটা নিয়ে অফিসের বাইরে এল সে। গিয়ে দাঁড়াল ব্যাংকের এক কোনায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখল মাঝবয়সী এক মহিলা এগিয়ে আসছে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে মহিলাটা, এমন সময় ওকে পিছু ডাকল ডেরিক, 'ম্যা'ম, একটা উপকার করবে?'

ঘুরে ডেরিককে দেখল মহিলা, আপাদমস্তক জরিপ করল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ওর দিকে নোটিসটা বাড়িয়ে ধরল ডেরিক। 'এই লোকের নাম কী, বলতে পারো?'

নোটিসের দিকে নয়, আশ্চর্য হয়ে ডেরিকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মহিলাটা। তারপর ওর দিকে বাড়িয়ে ধরা কাগজটার উপর একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে বলল, 'না, চিনি না লোকটাকে। কখনও দেখিনি।'

'চেনো কি না জিজ্ঞেস করিনি, কখনও দেখেছ কি না তা-ও জানতে চাইনি। ছবিটার নীচে কী লেখা আছে শুধু সেটা বলো আমাকে। আমি পড়তে পারি না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসল মহিলাটা। আবার তাকাল নোটিসের দিকে। বলল, 'লেখা আছে: "এই সেই ব্যক্তি যাঁকে দেখে ভয়ে কাঁপে অপরাধীরা, যিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন অনেক গোয়েন্দাদের—এ.ডি. সিমন্স, কন্টিনেন্টাল ডিটেকটিভ ব্যুরো।" '

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ডেরিক। 'ডিটেকটিভ ব্যুরো? মানে?'

'আমি নিজেও জানি না। তবে মনে হয় গোয়েন্দা হওয়ার শখ জেগেছিল কারও মনে, তখন যোগাড় করেছে বইটা। আর বইটা বোধহয় এ.ডি. সিমন্সই লিখেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল ডেরিক। নিজের কাজে চলে গেল মহিলা। হাতের কাগজটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডেরিক। এতক্ষণে বুঝতে পারছে, এটা আসলে নোটিস নয়, একটা বই-এর মলাট।

'তার মানে,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল সে, 'বইটা আমাদের শেরিফের। গোয়েন্দা হওয়ার শখ তা হলে ওরই হয়েছিল!'

শেরিফের অফিসে ফিরে এল সে, চেয়ারে বসে পড়ে আবার ঘাঁটতে লাগল নোটিসগুলো। ডুভালের চেহারার সঙ্গে মেলে এরকম আরেকটা ছবি খুঁজে পেতে সময় লাগল না ওর। নোটিসটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল সে রাস্তায়। গিয়ে দাঁড়াল আগের জায়গায়।

এবার দেখা হয়ে গেল ব্যাংকার শেভলিনের সঙ্গে। 'হাউডি,' ওকেও থামাল ডেরিক, 'একটাবার পড়ে বলবে কী লেখা আছে এই কাগজে?'

ডেরিকের মতো ভবঘুরে প্রকৃতির লোকদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না শেভলিন। ওর হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডটা পড়ল সে, তারপর বলল, ' "ধরিয়ে দিন। খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে। অ্যালটন বারউইক। জীবিত বা মৃত যেভাবেই হাজির করা হোক, পুরস্কার পাঁচ হাজার ডলার। শেষবার দেখা গেছে...।" আরও পড়তে হবে?'

'না। অনেক ধন্যবাদ।'

ডেরিকের ধন্যবাদের জবাবে একবার মাথা ঝাঁকিয়েই চলে গেল শেভলিন।

কলিন্সের অফিসে আবার ফিরে এল ডেরিক। অ্যালটন বারউইকের প্ল্যাকার্ডটা রাখল টেবিলের উপর, বাকিগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে ঢুকিয়ে রাখল ড্রয়ারের ভিতরে। আরাম করে হেলান দিল চেয়ারে, দু'পা তুলে দিল ডেস্কের উপর। সময় নিয়ে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ভিতরে ঢুকল কলিন্স। ডেরিককে রাজার হালে দেখে চটে উঠে বলল, 'কী চাও? আমার চেয়ারে ওভাবে বসে আছো—বাপ-দাদার সম্পত্তি পেয়েছ নাকি? একের পর এক ঝামেলা সামাল দিতে দিতে আমার অবস্থা এমনিতেই কাহিল, তুমি আবার হাজির হয়েছ কোন্ নরক থেকে?'

'আমার কথা যদি মন দিয়ে না-শোনো,' নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল ডেরিক, 'আরও বড় ঝামেলায় পড়তে হবে তোমাকে। তখন তোমার অবস্থা আরও কাহিল হবে, ডিটেকটিভ কলিন্স!'

প্রথমে কিছুক্ষণ হাঁ করে ডেরিকের দিকে তাকিয়ে থাকল কলিন্স, তারপর লজ্জায় লাল হয়ে গেল ওর চেহারা। 'আমার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছ তুমি?'

'যদি অপরাধ করে থাকি সাজা দাও, আর যদি দোষ করে থাকি মাফ করে

দাও,' হেসে চোখ টিপল ডেরিক।

'কী চাও তাড়াতাড়ি বলো,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কলিন্স। 'শহরের পরিস্থিতি ভালো না।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'জানো না? কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে কেলভিনের মেয়েটাকে, ওদের বাড়ি থেকে। পাসি রওনা করিয়ে দিয়ে এলাম এইমাত্র। নিজেও যেতে পারতাম, শহরের কথা ভেবে রয়ে গেলাম।'

'কোন্দিকে গেছে পাসি?'

'কেলভিনের বার্নের পিছনে ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছি আমরা। দেখে মনে হয় দক্ষিণদিকে গেছে শয়তানগুলো। পাসিও গেছে সে-দিকে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ডেরিক। শার্টের পকেট থেকে স্টিভের নোটটা বের করল, হাত বাড়িয়ে দিল কলিন্সকে। 'স্টিভ নামের কাউকে চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল কলিন্স।

'নোটটা দিতে বলেছে সে তোমাকে। পড়ে দেখো।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল কলিন্স, পড়ল স্টিভের নোটটা। ওর পড়া শেষ হলে মুখ খুলল ডেরিক, ডুভালের ব্যাপারে স্টিভ যা যা বলেছে, সব জানাল কলিন্সকে।

'এতই সহজ!' ডেরিকের কথা শেষ হলে বলল কলিন্স। 'আইন বলে কি কিছু নেই দেশে? আমার ইচ্ছা হলো আর আমি একটা লোককে ধরে এনে সেলে ভরে রাখলাম?'

'কিন্তু কোনো উপায় নেই,' মরিয়া হয়ে বলল ডেরিক। 'কাজটা করতে হবে তোমাকে। তা না হলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'ক্ষতি যে হবে সেটা বিশ্বাস করি কী করে? স্টিভের কথায়? তেমন কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি সে, কী ক্ষতি হবে তা-ও বলেনি। এমনকী ডুভাল কোন্ অপকর্মের সঙ্গে জড়িত সেটাও জানায়নি। আইনের নিয়ম তো জানোই—একজন অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাক, কিন্তু একজন নিরপরাধ যেন সাজা না-পায়।'

লম্বা করে দম নিল ডেরিক। 'স্টিভের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমারও। ওকে দেখে মস্করা করার মতো লোক বলে মনে হয়?' মাথা নাড়ল সে। 'কী ঘটছে এই তল্লাটে বলার মতো সময় আসেনি বা সময় পায়নি সে, তাই বলেনি। কিন্তু কিছু একটা যে ঘটছে এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নইলে শুধু শুধু অপহরণ করা হতো না কেলভিনের মেয়েকে। নিশ্চয়ই সব জানে স্টিভ।'

'কোথায় সে এখন?'

'জানি না। কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি শহরে নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল কলিন্স। তারপর হঠাৎ বলল, 'ডুভালের ব্যাপারে আগেও শুনেছি। আমারও সন্দেহ হয় লোকটাকে। ডিনামাইট ফাটিয়ে বয়েডদের লেক উড়িয়ে দেয়া, নীনাকে তুলে নিয়ে যাওয়া... কাউকে-না-কাউকে এসব কাজের পরিকল্পনা করতে হয়েছে।'

'শোনো,' বোঝানোর চেষ্টা করল ডেরিক। 'স্টিভের কথায় দুটো বিষয় স্পষ্ট—সে চায় ডুভালকে ধরে এনে আটকে রাখো তুমি সে না-ফেরা পর্যন্ত এবং কেন ধরেছ ডুভালকে সেটা যেন জানতে না-পারে শয়তানটা।'

'কিন্তু...' সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কলিন্স।

হাতের প্ল্যাকার্ডটা কলিন্সকে দেখাল ডেরিক। 'এই লোকটা দেখতে অনেকটা ডুভালের মতো, অন্তত স্টিভের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে মিল পাচ্ছি। হোটেলে যাবো আমি, পিস্তল ধরবো লোকটার বুকে। কোনো সুযোগ দেবো না। ওকে নিয়ে আসবো এখানে। প্ল্যাকার্ডটা থাকবে তোমার কাছে, ডুভাল আসার পর ড্রয়ার থেকে বের করে বলবে, হ্যাঁ অ্যালটন বারউইকের মতোই লাগে ওকে। ...ডুভালকে এই হয়রানিটুকু করার কারণ আর কিছু না, কোনো কারণে স্টিভ চায় কিছুটা সময় নষ্ট হোক লোকটার যাতে কিছু একটা করতে না-পারে সে।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমি সেলে ভরতে চাইলেই উকিলের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে ডুভাল। আর উকিল এলেই, যেহেতু শুধু সন্দেহের কারণে আটক, দু'ঘণ্টার মধ্যে জামিন করে দিতে পারবে ওর। জামিন পেলে কোথায় চলে যাবে সে তার কোনো ঠিক আছে?'

'কাজেই আমাদেরকে এমন কোনো ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জামিন না-পায় সে। শহরে উকিল আছে ক'জন?'

'দু'জন।'

'এখনই ওদের কাছে যেতে হবে তোমাকে। গিয়ে যেভাবেই হোক বোঝাতে হবে কী করতে যাচ্ছি আমরা। অনেকগুলো বছর নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছ তুমি হর্সহেডের, ঠিকমতো বলতে পারলে তোমার কথা ফেলবে না ওরা। ওই দু'জনকে শুধু বলবে কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতে যাতে অন্তত দুটো দিনের জন্য ওদের দেখা না-পায় ডুভাল। ...কেমন মনে হচ্ছে?'

জবাব না-দিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল কলিন্স, বিড় বিড় করে বলল, 'বুড়ো মাতাল!'

'যাও, আগে তোমার উকিলদের সামাল দিয়ে এসো। তারপর আমি রওনা হবো ডুভালকে ধরতে।'

উকিলদের বুঝিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল কলিন্সের। তারপর ওর অফিস থেকে বের হলো ডেরিক, রওয়ানা হলো হোটেলের উদ্দেশে।

যেমনটা বলেছিল স্টিভ, একনজর দেখেই বুঝল ডেরিক, ক্লার্ক লোকটা আসলেই সহজ-সরল। ওকে জিজ্ঞেস করল সে, 'ডুভাল নামের এক লোক উঠেছে তোমার এখানে। ওর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার। আছে সে?'

'হ্যাঁ, আছে। দু'ঘণ্টা আগে বাইরে কোথাও গিয়েছিল, ফিরে এসেছে। এখনই দেখা করবে?'

'করতে পারলে খুব উপকার হয়।'

নাম ধরে ডেকে অল্পবয়সী এক ছেলেকে হাজির করাল ক্লার্ক। বলল, 'দোতলায় যাও। বারো নম্বর কামরার মিস্টার ডুভালকে বলো একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে।'

চলে গেল ছেলেটা।

ডেস্কের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল ডেরিক, ক্লার্কের চোখ এড়িয়ে আলগা করল হোলস্টারের ফিতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ছেলেটার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে ডুভাল। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে স্টিভের বর্ণনা। বিরক্ত হয়েছে লোকটা, ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে।

দূর থেকেই বোঝা গেল ডুভালের শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল আছে। আপাদমস্তক কালো পোশাক ওর, এমনকী বুটজোড়াও কালো। লোকটা বেঁটে কিন্তু চটপটে। ক্লার্কের ডেস্কের সামনে এসে যখন কথা বলল, বোঝা গেল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসীও।

'শুনলাম কেউ একজন দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে?'

'এই ভদ্রলোক,' ডেরিকের দিকে ইঙ্গিত করল ক্লার্ক।

এমনভাবে তাকাল ডুভাল, যেন মানুষ নয় কেঁচো দেখছে। শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

পরিহাস-তরল গলায় জবাব দিল ডেরিক, 'তোমাকে।'

ভ্রূ আরও কুঁচকে গেল ডুভালের, চোয়াল শক্ত হলো। কিন্তু কিছু বলল না।

'অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য,' বলে চলল ডেরিক। 'তোমার নামই তা হলে ডুভাল?'

এবার সতর্ক হলো ডুভাল। এদিক-ওদিক তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কী চাও আমার কাছে?'

'লোকে আমাকে ডেরিক নামে চেনে। কেউ বলে পাগলা ডেরিক, কেউ বলে মাতাল ডেরিক। একটা রানশে ফোরম্যান হিসেবে কাজ করি। জানি আমাকে দেখলে মনে হয় না, কিন্তু এককালে ছিলাম বাউণ্টি হাণ্টার। সেই শখটা উবে যায়নি এখনও।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ডুভাল-ফুভাল সব ভুয়া নাম। তুমি আসলে অ্যালটন বারউইক। খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে তোমাকে। জীবিত বা মৃত যেভাবেই ধরিয়ে দেয়া যাক পুরস্কার নগদ পাঁচ হাজার ডলার।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল ডুভাল। 'লোকে তোমাকে শুধু শুধু পাগলা বলে না।'

'ঘণ্টা দু'এক আগে রাস্তায় দেখলাম তোমাকে। তখন থেকেই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন দেখেছি আগে। এবার আমি নিশ্চিত। তুমিই অ্যালটন বারউইক।' থেমে লম্বা করে দম নিল ডেরিক, বাঁকা হাসি হাসল আরেকবার। 'আমার সঙ্গে শেরিফের অফিসে যেতে হবে তোমাকে। কাজটা দু'ভাবে করতে পারো— ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। কীভাবে করবে বলো।'

হাঁ করে এতক্ষণ দু'জনের কথোপকথন শুনছিল ক্লার্ক। ওর দিকে তাকাল ডুভাল। জিজ্ঞেস করল, 'এই পাগলটার সঙ্গে কথা বলানোর জন্য আমাকে ডেকে এনেছ তুমি?'

কী বলবে ভেবে পেল না ক্লার্ক।

ডেরিকের চোখে চোখ রাখল ডুভাল। 'তোমার সঙ্গে শেরিফের অফিসে তো দূরের কথা, স্বর্গেও যাবো না আমি। দেখি কী করতে পারো।' কথা শেষ করে ডান হাতটা এমনভঙ্গিতে পেটের বাঁ দিকে তুলল সে, যেন দেখলে মনে হয় জায়গাটা চুলকাচ্ছে ওর।

সঙ্গে সঙ্গে হোলস্টারে থাবা মারল ডেরিক। ডুভালের তুলনায় যথেষ্ট ক্ষিপ্র সে; তা ছাড়া শোল্ডার হোলস্টার বলে পিস্তল বের করতে দেরি হয়ে গেল ডুভালের।

ওর পাঁজরে পিস্তলের নল দিয়ে জোরে খোঁচা মারল ডেরিক। 'হ্যাঁ, বের করো পিস্তলটা। কিন্তু সোজা আমার হাতে দেবে, কোনো ভেলকিবাজি দেখানোর চেষ্টা করবে না। করলে এই জীবনে আর দম নিতে পারবে না বলে দিলাম। মনে রেখো, তুমি বাঁচো বা মরো, তোমার দাম পাঁচ হাজার ডলার।'

পিস্তল বের করে ডেরিকের বাঁ হাতে দিয়ে দিল ডুভাল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে চলো আমাকে শেরিফের অফিসে। যা বলার ওর সামনে বলবো। ভুল করছ তুমি, টাকার লোভে পাগল হয়ে ভালোমানুষদের বুকে পিস্তল ঠেকাচ্ছ।'

আরেকবার খোঁচা দিল ডেরিক, হোটেল থেকে বের হয়ে কলিন্সের অফিসের দিকে হাঁটা ধরল ডুভাল।

দু'জনে যখন ঢুকল ভিতরে, কলিন্স তখন চেয়ারে বসে বুলেট ভরছিল ওর উইনচেস্টারে। ওদেরকে দেখে অস্ত্রটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

'আসামি হাজির, শেরিফ,' বরাবরের মতোই ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল ডেরিক। 'নাম অ্যালটন বারউইক। জঘন্য খুনী। আজ সকালে হর্সহেডে দেখে তো আমি অবাক। পালিয়ে কোথায় চলে এসেছে ভাবো একবার! তখনই ঠিক করলাম যেভাবেই হোক পাকড়াও করে তোমার কাছে নিয়ে আসবো। নাও, এখন বাকি কাজ তোমার।'

'দেখো শেরিফ,' আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল ডুভাল, 'আমি নিতান্তই একজন ভদ্রলোক, কোনো খুনী না। কাজে এসেছি তোমার শহরে, কাজ শেষ হলে চলে যাবো। হোটেলের ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করে দেখো হর্সহেডে নিয়মিত যাতায়াত আছে আমার। শহরের কেউ বলতে পারবে না, কখনও কোনো খারাপ কাজ করেছি আমি। খারাপ লোকদের সঙ্গে আমাকে মিশতেও দেখেনি কেউ। আজ হঠাৎ করেই এই পাগল লোকটা হোটেলে গিয়ে পিস্তল ঠেকাল আমার বুকে, জোর করে আমাকে নিয়ে এল তোমার কাছে। আমার সঙ্গে নাকি কোথাকার কোন্ বারউইকের মিল আছে। তুমিই মীমাংসা করো এখন।'

কথা না-বলে ডেস্কের সবচেয়ে নীচের ড্রয়ারটা টেনে খুলল কলিন্স। রিওয়ার্ড নোটিসগুলো বের করে রাখল টেবিলের উপর। একটা একটা করে নোটিস দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। প্রতিটা ছবির সঙ্গে সময় নিয়ে মেলাচ্ছে ডুভালের চেহারা। ইচ্ছা করেই কাজটা করছে যাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ডুভালের। এবং হলোও তা-ই। দশ মিনিট যেতে-না-যেতেই চেঁচিয়ে উঠল ডুভাল, 'এত সময় লাগছে

কেন? দেখাই তো যাচ্ছে কোনো ছবির সঙ্গেই মিল নেই আমার।'

যেন কথাটার জবাব দেয়ার জন্যই বারউইকের প্ল্যাকার্ডটা টেনে বের করল কলিন্স। টানা এক মিনিট তাকিয়ে থাকল ছবিটার দিকে। তারপর বলল, 'নামও মেলে, চেহারাও মেলে।' কাগজটা বাড়িয়ে দিল সে ডুভালের দিকে। 'নিজেই দেখো।'

একথাবায় প্ল্যাকার্ডটা কলিন্সের হাত থেকে কেড়ে নিল ডুভাল। কিছুক্ষণ দেখার পর স্বস্তি ফিরে এল ওর মনে। চোখে-মুখে খুশি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মিল যে একেবারেই নেই তা না, কিন্তু...তোমার কথাই ধরো শেরিফ। তোমার চেহারার সঙ্গে কিছু-না-কিছু মিল পাওয়া যায় এরকম অনেক লোক কি নেই?'

হা হা করে হাসল ডেরিক। 'কেউ যদি কখনও কোনো ঘোড়াচোরের সঙ্গে মিল খুঁজে পায় তোমার এবং বলে যে তুমিই চুরি করেছ; আরও বড় কথা, ক্ষমতা যদি ওই লোকের হাতেই থাকে, তা হলে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করা তোমারই দায়িত্ব।'

'দেখো,' ডুভালের হাত থেকে প্ল্যাকার্ডটা নিতে নিতে বলল কলিন্স, 'দু'বছর হলো কোনো পাত্তা নেই এই বারউইকের। দু'বছর লম্বা একটা সময়, একজন মানুষের চেহারা কিছুটা পাল্টাতেই পারে এই সময়ে। তোমারটাও যে পাল্টায়নি অথবা তুমি নিজেই ইচ্ছা করে পাল্টাওনি কীভাবে জানবো? মোদ্দা কথা, নিরীহ একজন গরুব্যবসায়ীকে নিরস্ত্র অবস্থায় খুন করেছে বারউইক, অগাস্ট মাসের সাত তারিখে, দু'বছর আগে। কোথায় ছিলে তুমি তখন?'

'কোথায় ছিলাম কীভাবে বলবো?' ক্ষেপে গেল ডুভাল। 'আমি ডায়েরি লিখি না। কবে কোথায় থাকি মুখস্থ থাকে না আমার। দু'বছর আগে তুমি কোথায় ছিলে বলতে পারবে?'

'পারবে,' কলিন্সের হয়ে উত্তর দিল ডেরিক। 'দু'বছর আগে শহরের কামারের শালীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল লিযা নামের এক বুড়ি। ওই বুড়িকে দেখেই মাথা ঘুরে যায় আমাদের শেরিফের, বুকের ভিতরে মোচড় দেয়। তখন আর দেরি করেনি সে, গির্জা থেকে ফাদারকে ধরে নিয়ে গিয়ে শুভকাজটা সেরে ফেলে। আমি সাক্ষী।'

মুচকি হাসল কলিন্স, রাগে লাল হয়ে গেল ডুভাল।

'শেরিফ,' অভিযোগের সুরে বলল ডেরিক, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ। এই লোক বারউইক না-হলে আমিও ডেরিক না। সেলে আটকাও ওকে, আর আমার পাঁচ হাজার ডলার দাও।'

'দুঃখিত, মিস্টার ডুভাল,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল কলিন্স। 'কাজটা করতে হবে তোমাকে। তবে ভয় পেয়ো না, তোমার প্রতি যাতে অবিচার করা না-হয় সেদিকটা দেখবো আমি।'

'শোনো, থামো,' শেষ চেষ্টা করে দেখল ডুভাল, 'আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলে নাও। এটা আমার অধিকার।'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাল কলিন্স। 'দু'জন উকিল আছে শহরে। কাকে

ডাকবো?'

'যে-কোনো একজনকে। ...না, দু'জনকেই।'

'খরচ বেশি হয়ে যাবে না তোমার?'

'সেটা আমি বুঝবো।'

ডেরিকের দিকে তাকাল কলিন্স। 'যাও, গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো ওদেরকে।'

'আহ্লাদ কত!' কপট রাগ দেখাল ডেরিক। 'আমি ডাকতে যাই আর পাখি উড়াল দিক! দুধ, না ঘাস—কোন্‌টা খাই আমি?'

বিড়বিড় করে কিছু বলল শেরিফ, ঠিক বোঝা গেল না।

'দু'হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে যেভাবে বসে আছি ঠিক সেভাবেই বসে থাকবো। উকিল ডাকার দরকার হলে তুমি যাও। আমার পাঁচ হাজার ডলার আমি ছাড়ছি না।'

ধীরেসুস্থে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল কলিন্স। বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল কাকে যেন। লোকটা কাছে এলে দুই উকিলকে ডেকে আনতে বলল। তারপর আবার এসে ঢুকল অফিসে, বসল নিজের চেয়ারে। ডুভালের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোকটাকে খুন করলে কেন?'

'কোন্ লোকটাকে?'

'গরু-ব্যবসায়ী?'

'সে গরু-ব্যবসায়ী না ছাগল-ব্যবসায়ী আমি জানি না। শুধু জানি, আমি কাউকে খুন করিনি।'

'প্রত্যেক খুনীই ওই কথা বলে,' ফোড়ন কাটল ডেরিক।

দাঁতে দাঁত চাপল ডুভাল। তারপর হঠাৎ করেই বলে বসল, 'মনে পড়েছে! দু'বছর আগে অগাস্ট মাসের সাত তারিখে পাপাডো ওয়েলস-এ ছিলাম আমি।'

'কোথায় সেটা?' জানতে চাইল কলিন্স।

'নর্থ ডাকোটায়।'

'ট্রেন চলে আশপাশ দিয়ে?'

'না,' বলেই বুঝতে পারল ডুভাল ভুল করে ফেলেছে সে। কিছু একটা বলতে গিয়ে সর্বনাশ করেছে নিজের।

'ঠিক আছে, ওখানকার শেরিফ বা মার্শালকে তার করবো আমি। তোমার ব্যাপারে কোনো আপত্তি আছে কি না ওদের জানা যাবে তখন। ওই শহরের কেউ চেনে তোমাকে?'

'স্টোরকিপার,' গলায় জোর নেই ডুভালের।

'ঠিক আছে...' উকিলদের ডাকতে যাকে পাঠানো হয়েছিল, সে-লোকটা অফিসের ভিতরে ঢোকায় কথা শেষ না-করে উৎসুক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল কলিন্স।

মাথা নাড়ল আগন্তুক। 'কেউই নাকি আসতে পারবে না এখন। ভীষণ ব্যস্ত দু'জনই। বলেছে পরে সময় করে আসবে।'

'পরে মানে কখন?' আবারও চেঁচিয়ে উঠল ডুভাল।

'সেটা বলেনি।'

কলিন্সের দিকে তাকাল ডুভাল অসহায়ের মতো। 'তার মানে ন্যায়বিচার পাবো না আমি?'

'অবশ্যই পাবে,' আশ্বস্ত করল কলিন্স। 'তবে শহরের উকিলরা তাদের ব্যস্ত তা থেকে মুক্তি না-পাওয়া পর্যন্ত জেলে থাকতে হবে তোমাকে।'

ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল ডুভাল। 'আদালতে নিয়ে চলো আমাকে। জাজের সামনে গিয়ে সব বলবে, জানি শুনানি হবে না তারপরও একজন আইনের-লোককে জানিয়ে আমার হাতে হাতকড়া পরাবে তুমি।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ার ভান করল কলিন্স। 'কপাল খারাপ তোমার। এক সপ্তাহের জন্য সিডারউড-এ গেছে আমাদের জাজ।'

আর তর্ক করল না ডুভাল, ভয়ঙ্কর সব অভিশাপ দিতে লাগল ডেরিক আর কলিন্সকে।

ড্রয়ার থেকে হাতকড়া বের করে ডুভালকে পরাল কলিন্স। বলল, 'বেশিদূর হাঁটতে হবে না, কোর্টহাউসের সঙ্গেই আমাদের জেলখানা।'

ষোলো

স্টিভের নোটটা যখন দিয়ে গেল ডেরিক, তখন একটা টেবিলে বসে ফারো খেলছিল ফ্রেড। সবার সামনে কাগজের ভাঁজ খুলে পড়ল না সে, পকেটে রেখে দিয়ে খেলতে লাগল আগের মতোই। আরও বিশ-পঁচিশ মিনিট খেলার পর উঠল, বারে গিয়ে বসল, বিয়ারের অর্ডার দিল তখন পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে পড়ল। আজ সকাল থেকেই খেলছে সে, একঘেয়ে লাগছিল, স্টিভ ওকে ড্যানের উপর চোখ রাখতে বলেছে জেনে ভালোই লাগছে এখন।

বিয়ার দিয়ে গেল বারটেণ্ডার ছোট ছোট চুমুকে মগ খালি করতে লাগল ফ্রেড, একইসঙ্গে চিন্তা করতে লাগল কীভাবে কী করা যায়। শেভ করা দরকার, গোসল করতে হবে, তারপর ড্যানকে খুঁজে বের করে আমন্ত্রণ জানাবে আজ সন্ধ্যার জন্য। ইচ্ছে করেই দু'একবার হেরে খেলার নেশা বাড়িয়ে দিতে হবে ড্যানের। ফ্রেড দেখেছে উঠতি জুয়াড়িরা লোভ কিছুতেই সামলাতে পারে না। আর ড্যানের বেলায় কথাটা একশ' ভাগ প্রযোজ্য। স্টাড, ফারো বা পোকার—যে-কোনো একটাতে একবার ওকে মজিয়ে ফেলতে পারলে চোখের সামনেই ঘুরঘুর করতে থাকবে সে, কষ্ট করে আর চোখ রাখতে হবে না ওর উপর।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল সে। টম নামের এক নিগ্রো নাপিত আছে শহরে, শেভ আর গোসল দুটোই সেরে নেয়া যায় ওর ওখানে।

টমের দোকানে ঢুকে হোঁচট খেতে হলো ফ্রেডকে। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! দোকানের একমাত্র চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে ড্যান, সারা মুখে সাবানের ফেনা, ওর দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে টম।

ফ্রেডকে দেখে হাসল ড্যান, অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে হাত তুলল। 'কী ব্যাপার? জুয়াড়ি আজ জুয়ার টেবিল ছেড়ে নাপিতের দোকানে?'

'কী করবো বলো?' নকল হাসি হাসল ফ্রেড। 'জিততে জিততে এমন অবস্থা হয়েছে আমার যে, টাকা রাখার আর জায়গা পাই না। কিন্তু এভাবে তো আর চলবে না, সুযোগ দিতে হবে অন্যদেরকেও। তাই ভাবলাম একটু সাফসুতরো হয়ে আসি।'

আবারও হাসল ড্যান। 'ভেবেছিলাম সন্ধ্যায় বসবো তোমার সঙ্গে। যত টাকা কামাই করেছ আজ সকাল থেকে সব কেড়ে নেয়ার ইচ্ছা আছে আমার।'

'কেড়ে কেন নেবে? অনেক ভালো খেলো তুমি, জিতলে নিজের যোগ্যতাতেই জিতবে।'

খুশিতে গদগদ হয়ে গেল ড্যান। 'তার মানে সন্ধ্যায় পাচ্ছি তোমাকে?'

'তুমি চাইলে আমি অবশ্যই থাকবো।'

'সকাল থেকেই মনটা খুশি আমার, কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে কপালটা আজ ভালো যাবে। আমার ধারণা ঠিক কি না যাচাই করা উচিত না?'

'অবশ্যই উচিত,' ভাঙা একটা টুলের উপর বসে পড়ল ফ্রেড। ড্যানের সঙ্গে আর কোনো কথা হলো না ওর। কিছুক্ষণ টমের কাজ দেখল সে, তারপর হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল। বলল, 'হাতের কাজ শেষ করো তুমি, টম, কিছুক্ষণ পর আসি আমি।'

কিছু না-বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল টম।

ওর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা ধরে অলস পায়ে হাঁটতে লাগল ফ্রেড। হর্সহেডে আসার পর থেকে দেখছে সে, শহরের সেলুনে নিয়মিত জুয়া খেলতে আসে ড্যান। এবং হারে বেশি জেতে কম। তারপরও খেলছে সে কথা হচ্ছে, টাকা পায় কোত্থেকে? টাম্বলিং আর-এর তো যাচ্ছেতাই অবস্থা এখন, নিজেও কিছু করে না, তা হলে? একটু আগে বলল, ফ্রেডের সব টাকা কেড়ে নেবে। যত টাকা কাড়তে চায় ওই পরিমাণ টাকা নিজের পকেট থেকে টেবিলে রেখে বাজি হাঁকতে হবে ওকে। এত তাড়াতাড়ি এত টাকা কীভাবে পেল সে?

হার্ডওয়্যার স্টোরে গিয়ে হাজির হলো ফ্রেড। স্টোরের একপাশে দেয়াল তুলে বানানো হয়েছে পোস্টঅফিস। দোকানটার মালিকই পোস্টম্যান।

'হাউডি,' লোকটাকে সম্ভাষণ জানাল ফ্রেড। 'টাম্বলিং আর-এর জন্য কোনো চিঠি আছে?'

চিঠি রাখার ছোট ছোট ঘরগুলোর দিকে তাকাল পোস্টম্যান। 'ড্যান এসে ওর চিঠিগুলো নিয়ে গেছে। অন্য কারও ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। কেন?'

'আমি ভবঘুরে জুয়াড়ি, বয়েডের সঙ্গে কথা বলে ওর ঠিকানাটাই দিয়েছি আমার পরিচিত লোকদের। তাই টাম্বলিং আর-এর ঠিকানায় কিছু এলে সেটা

আমারও হতে পারে। ...ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

আবার রাস্তায় নেমে ব্যাংকের উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে। ভিতরে ঢুকে দেখা করতে চাইল শেভলিনের সঙ্গে।

'ব্যস্ত, দেখা হবে না এখন,' মুখের উপর বলল ক্লার্ক।

ধাক্কা দিয়ে ক্লার্ককে সরিয়ে দিল ফ্রেড। তারপর শেভলিনের অফিসের দরজা একটানে খুলে ঢুকে গেল ভিতরে।

একগাদা কাগজপত্র নিয়ে নিজের ডেস্কে বসে কাজ করছিল শেভলিন, ফ্রেডকে ওভাবে ঢুকতে দেখে যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে তাকাল ওর দিকে। 'আমি যে ব্যস্ত বলেনি তোমাকে ক্লার্ক?'

'বলেছে। কিন্তু আমি শুনতে পাইনি।'

ফ্রেডের কথা বলার ঢং দেখে হাতের পেন্সিল ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল শেভলিন। 'কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো। জরুরি হিসাব মেলাচ্ছি।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শেভলিনের মুখোমুখি বসে পড়ল ফ্রেড। মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করল, নিতান্ত অবহেলায় কার্ডটা ছুঁড়ে দিল শেভলিনের দিকে। ফ্রেডের ভঙ্গি খেয়াল করল শেভলিন, তারপর সামনে ঝুঁকে তুলে নিল কার্ডটা। সময় নিয়ে পড়ল, চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ফ্রেডের উদ্দেশ্যে।

'ঠিকই আছে,' বলল সে, 'আমার রুমে ওভাবে ঢুকে পড়ার সাহস হতো না অন্য কারও। তা, তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'ড্যান—চেনো লোকটাকে?'

'অবশ্যই। আমি ব্যাংকার, লোক চেনা আমার প্রাথমিক কাজ। আরও বড় কথা, আমার এখানে অ্যাকাউন্ট আছে মিস্টার ড্যানের।'

'খুব ভালো কথা। ওর হিসাবপত্র দেখতে চাই আমি। সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকাল শেভলিন, ডেস্কের উপরে রাখা বেল বাজাল দু'বার। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে হাজির হলো ক্লার্ক। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে একটা কেবিনেট খুলে মোটা একটা খাতা বের করল শেভলিন, নির্দিষ্ট একটা পাতা বের করে দেখল কী যেন। তারপর একটুকরো কাগজে একটা নম্বর লিখে কাগজটা ক্লার্কের হাতে দিয়ে বলল, 'এই অ্যাকাউন্টটা চালু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত লেনদেন হয়েছে তার পুরো হিসাব চাই আমার। লেজার নিয়ে এসো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ক্লার্ক। নিজের চেয়ারে বসে পড়ল শেভলিন। চোখে কৌতূহল নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ফ্রেডের দিকে। একসময় বলল, 'তোমার কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং, তা-ই না?'

জবাব দিল না ফ্রেড। কথোপকথনে ওর আগ্রহ নেই দেখে শেভলিনও আর কিছু বলল না।

মিনিট দশেক পর ফিরে এল ক্লার্ক। হাতে বিশাল এক লেজার। বিশেষ একটা পাতায় বুকমার্ক দেয়া। লেজারটা দিল সে শেভলিনের হাতে, বিশেষ পাতাটায় চোখ বুলিয়ে সেটা আবার ফ্রেডের হাতে দিল শেভলিন।

মনোযোগ দিয়ে ড্যানের হিসাব দেখল ফ্রেড। 'দু'বছর আগে অ্যাকাউন্ট

খুলেছে ড্যান। প্রতি সপ্তাহে দেখা যাচ্ছে গড়ে পঁচিশবার করে লেনদেন করেছে টানা তিন মাস। তারপর থেকে অনিয়মিত হয়ে গেছে ওর লেনদেন।' লেজারটা রেখে দিল সে। 'ওই সময়েই তো বিয়ে করে সে বয়েডের বোন জেসিকে, তা-ই না?'

কিছুক্ষণ ভাবল শেভলিন। 'হবে হয়তো। আমার ঠিক খেয়াল নেই।'

উঠে দাঁড়াল ফ্রেড। 'সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' ডেস্কের উপর থেকে নিজের কার্ডটা নিয়ে মানিব্যাগে ভরল সে। 'আমার আসল পরিচয়টা গোপন রেখো।'

'গোপন থাকবে,' হেসে ওকে আশ্বস্ত করল শেভলিন।

বাইরে বেরিয়ে এসে কোথায় যাবে তা নিয়ে আবার কিছুক্ষণ ইতস্তত করল ফ্রেড। শেষপর্যন্ত থ্রি স্টার-এর দিকেই পা বাড়াল সে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে—জুয়া খেলার টাকা আর যেখান থেকেই যোগাড় করুক ড্যান, ব্যাংক থেকে তোলে না। ওর অ্যাকাউন্ট বলতে গেলে খালি।

দুপুর যত গড়াচ্ছে ভিড় তত বাড়ছে সেলুনে। বার ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলে ড্যান্সহল। ধীর পায়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো ফ্রেড। এখানেও একটা বার আছে, নাচতে নাচতে যারা তৃষ্ণার্ত হয়ে যাবে তাদের পিপাসা মেটানোর জন্য। তবে মূল বারের চেয়ে ছোট এই বারটা। দরজা খুলে এককোনায় গিয়ে বসল ফ্রেড, এমনভাবে যাতে সেলুনে ঢোকার ব্যাটউইং দরজাটা দেখা যায় অনায়াসে। ওই দরজার দিকে চোখ রেখে নিঃসঙ্গ বারটেণ্ডারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল সে। যেখানে বসেছে, সেখান থেকে শুধু ব্যাটউইং দরজাই নয়, জুয়ার কয়েকটা টেবিলও দেখা যাচ্ছে। ওর চোখ এড়িয়ে সেলুনে ঢুকতে পারবে না ড্যান।

হলোও তাই। আধ ঘণ্টা পর ফুলবাবু সেজে ভিতরে ঢুকল ড্যান। এদিক-ওদিক তাকাল কয়েকবার, বোঝাই যায় কাকে খুঁজছে। না-পেয়ে হতাশ হলো কিছুটা কিন্তু দমে গেল না, একটা টেবিলে বসে পড়ে ফারো খেলতে শুরু করে দিল। খেলার ফাঁকে ফাঁকে বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কাউকে খুঁজছে। মুচকি হাসল ফ্রেড। বারটেণ্ডারকে বলল, 'একটা উপকার করতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল লোকটা।

'স্যামকে তো চেনো নিশ্চয়ই? আমারই মতো পেশাদার জুয়াড়ি। ওই যে, জুয়ার টেবিলগুলোর ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ডেকে নিয়ে আসবে ওকে?'

স্যামকে ডেকে নিয়ে এল বারটেণ্ডার।

'আমার হয়ে একটা কাজ করতে হবে, স্যাম।'

'কী কাজ?'

ড্যানকে চিনিয়ে দিল ফ্রেড। 'কী দানে খেলছে লোকটা, মালপানি কেমন আছে ওর কাছে জেনে এসে জানাতে হবে আমাকে।'

হাসল স্যাম। 'এটা কোনো কাজ হলো? ...পাঁচ মিনিট লাগবে।'

পাঁচ মিনিটের আগেই ফিরে এল স্যাম। বলল, 'উঁচু দানে খেলছে তোমার ফুলবাবু ড্যান। আর কপালটাও ভালো ওর আজ, বেশিরভাগ দানই জিতছে। সে

ঢোকার সময়ই খেয়াল করেছি, এখন ভালোমতো দেখলাম, ফুলে ঢোল হয়ে আছে ওর মানিব্যাগ। মোটা টাকা আছে লোকটার সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্যামকে ধন্যবাদ জানাল ফ্রেড। তারপর বারটেণ্ডারকে বিদায় জানিয়ে ড্যান্সহল-সংলগ্ন ছোট দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ব্যাংক ছাড়িয়ে গিয়ে হাজির হলো একটা জুতার দোকানে। বুড়ো এক জার্মান চালায় দোকানটা। ফ্রেডকে দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল লোকটা।

'না, কিছু কিনবো না,' প্রথমেই নিজের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিল ফ্রেড। 'একটা কথা জানতে এসেছি।'

'কী?' দমে গেলেও আগ্রহ হারাল না বুড়ো।

'গত এক ঘণ্টার মধ্যে কেউ কি তোমার কাছ থেকে একজোড়া রাইডিং বুট কিনে নিয়ে গেছে?'

'অনেকে,' খুশি মনে জানাল বুড়ো। 'ভালোই বিক্রি হয়েছে আজ।'

'সবাই কি রাইডিং বুটই কিনেছে?'

ফ্রেডের প্রশ্নটা বুঝতে না-পেরে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল বুড়ো।

'মানে কেউ হয়তো হাফবুট কিনেছে,' বোঝানোর চেষ্টা করল ফ্রেড, 'কেউ কিনেছে কাউবয় বুট। আমি জানতে চাইছি রাইডিং বুটের কথা। অনেকটা আর্মিদের মতো।'

'নাহ্। ওসব জুতা বেশি চলে না, তাই রাখিও কম। কেউ কিনলে মনে থাকত।'

'শহরে আরও কোনো জুতার দোকান আছে?'

'আছে। আমার দোকান থেকে বের হয়ে সোজা উত্তর দিকে যাবে, গুনে গুনে চারটা বাড়ি পার হবে। তারপর পেয়ে যাবে দোকানটা। তবে আমার মতো ভালো জিনিস বিক্রি হয় না ওখানে। বেশিরভাগই পুরনো জুতা বেচে ওই দোকানের মালিক। ভালো জিনিস শুধু আমার কাছেই পাবে...'

বুড়োকে কথা বাড়ানোর সুযোগ না-দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ফ্রেড। গুনে গুনে চারটা বাড়ি পার হয়ে গেল পুরনো জুতার দোকানটাতে। এই দোকানের মালিক একজন মেক্সিকান। ফ্রেডের প্রশ্ন শুনে বলল, 'রাইডিং বুট? তা-ও আবার আর্মিদের মতো? না, বাবা, সেই আঠারো-বিশ বছর বয়সে একবার যুদ্ধে গিয়েছিলাম, তখন পা-এ দিয়েছিলাম একজোড়া, তারপর থেকে ওই জিনিস চোখেও দেখিনি। দেখতে চাইও না।'

দোকান থেকে বাইরে এসে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল ফ্রেড। তারপর হাঁটা ধরল টমের দোকানের উদ্দেশে।

খদ্দেরদের জন্য বানানো চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছিল টম, ফ্রেডের উপস্থিতি টের পেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সন্তুষ্টির হাসি হাসল। একটা তোয়ালে দিয়ে ঝেড়েমুছে দিল চেয়ারটা।

কিন্তু বসার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না ফ্রেডের মধ্যে। আরেকটা সিগারেট বানাল সে সময় নিয়ে, তারপর ধরিয়ে টানতে লাগল আরাম করে। কিছুক্ষণ পর

বলল, 'না, আজ আর দাড়ি কামাবো না, গোসলও করবো না। ...প্রথমবার যখন এলাম তখন যার দাড়ি কামাচ্ছিলে, নাম ড্যান, বলো তো কোথায় থাকে লোকটা?'

ঢোক গিলল টম, ওর কালো চেহারা আরও কালো হয়ে গেল। 'আমি...আমি যতদূর জানি একটা রানশে থাকে, তা-ই না?'

'এখানেই থাকে সে। তোমার এখানেই। শোনো, টম, আমি জোর করতে চাই না। কোন্ ঘরে থাকে সে দেখিয়ে দাও, আমার কাজ সেরে চলে যাই। আমাদের দু'জনেরই সময় বাঁচবে।'

হাঁ হয়ে গেল টম। 'আমার এখানে! না, না, ভুল হচ্ছে তোমার। আমার বাড়ি কি হোটেল নাকি যে, যার যখন খুশি এসে উঠে যাবে? বউ আর ছ'বছর বয়সী আমার ছেলেটাকে নিয়ে আমিই থাকি শুধু।'

'তখন দেখলাম স্লিপার পরে আছে ড্যান। পশ্চিমের লোকরা স্লিপার পরে চলাফেরা করে না, টম।'

'ও, এই কথা? ওগুলো আমার। ওকে পরতে দিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'কারণ ওর বুট ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমাকে বলল কাউকে দিয়ে দোকানে পাঠিয়ে সেলাই করিয়ে আনতে পারবো কি না। বললাম, পারবো। তখন আমার স্লিপার পরতে দিলাম ওকে, আর ওর বুট পাঠিয়ে দিলাম দোকানে।'

'কোন্ দোকানে পাঠিয়েছ?'

'ওই যে এক বুড়ো জার্মান আছে না? ওর ওখানে।'

'আমি গিয়েছিলাম সেখানে। বুড়ো বলল আজ নাকি কোনো রাইডিং বুট বেচেনি সে, ওর কাছে ওরকম কোনো বুট নিয়েও যায়নি কেউ।'

আবারও ঢোক গিলল টম। 'আসলে...আমি নিজে যাইনি তো, আমার ছেলেটাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। বাচ্চা ছেলে, কোন্ দোকানে যেতে কোন্ দোকানে চলে গেছে কে জানে! মনে হয় জার্মানির বদলে মেক্সিকোতে চলে গেছে আমার ছেলেটা!' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সে।

'মেক্সিকোতেও জিজ্ঞেস করেছি আমি,' এমন ভঙ্গিতে হাসল ফ্রেড, দেখে টম বুঝল মিথ্যা বলে ধরা পড়ে গেছে সে, 'মালিক বলল মেক্সিকান আর্মি ছাড়ার পর ওই জিনিস নাকি কোনোদিন চোখেও দেখেনি সে।'

কয়েকবার ঢোক গিলল টম। একেবারে চুপ হয়ে গেছে সে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না আর।

'মিথ্যা বলে আর লাভ নেই, টম।'

'আমি...আমি কিছু জানি না।'

ফ্রেডের কঠোর দৃষ্টি পাল্টে গেল হঠাৎ করেই, স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে উঠল সে। 'টম, তোমার বাড়ি কোথায়?'

'টেক্সাস।'

'ওখানকার আউট-ল'দের দেখেছ কখনও, শহরে কীরকম দাপট নিয়ে চলে?'

'দেখেছি। অনেকবার।'

চোখের পলকে হোলস্টারে ছোবল মারল ফ্রেড। ভেল্কিবাজির মতো ওর হাতে উদয় হলো বিশাল এক কোল্ট। আঁতকে উঠার সময়ও পেল না টম, তার আগেই গুলি করল ফ্রেড। দোকানের একদিকের আয়নায় বিশাল এক ফুটো তৈরি হলো, মাকড়সার জালের মতো অনেকগুলো চিড় ছড়িয়ে পড়ল সেই ফুটো কেন্দ্র করে।

'আবারও ভেবে দেখো, টম, মুখ খুলবে কি না। না-খুললে তোমার দোকানের কী অবস্থা হবে বলা মুশকিল। বাজি ধরে বলতে পারি তোমার এখানেই আছে ড্যান, নিয়মিত থাকে হয়তো। এবং এটাও বাজি ধরে বলতে পারি, এবারের ঘরভাড়া এখন পর্যন্ত দেয়নি সে।' পিস্তল হোলস্টারে রেখে দিয়ে মানিব্যাগ থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করল সে। 'বেছে নাও—নিজের দোকান হারাবে নাকি মুখ খোলার বিনিময়ে ফাও কিছু কামিয়ে নেবে।'

ফ্রেডের হাত থেকে নোটটা নিল টম। 'সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডানে যাবে; দুটো ঘর আছে, পিছনেরটায় থাকে ড্যান। যখনই বাইরে যায় দরজায় তালা দিয়ে যায় এবং ওই তালার একমাত্র চাবিটা ওর কাছেই থাকে সবসময়।'

পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ফ্রেড, কী ভেবে হোলস্টার থেকে আবার বের করল কোল্টটা। চেম্বার খুলে সবগুলো বুলেট বের করে অস্ত্রটা দিল টমের হাতে। 'কৌতূহলী হয়ে কেউ যদি হাজির হয় এখানে, জিজ্ঞেস করে কী হয়েছিল, বলবে পরিষ্কার করতে গিয়ে অসাবধানে বেরিয়ে গেছে বুলেট।'

দোকান থেকে বের হলো সে। সিঁড়ি বাড়ির বাইরের দিকে, একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে সোজা হাজির হলো দোতলায়। ড্যানের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল দরজার কড়ায় নতুন একটা তালা ঝুলছে। কড়ার উপর জোরে লাথি মারল সে। পাল্লা থেকে ছুটে গেল কড়া, হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজা।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ফ্রেড। চোখ বুলাল সারা ঘরে। বাইরে যতই ফিটফাট থাকুক ড্যান, রুচি বলতে কিছু নেই লোকটার। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ঘরের সব জিনিস, গুছিয়ে রাখা তো দূরের কথা গোছানোর প্রয়োজনও বোধ করে না সে। জীর্ণ একটা খাটের উপর গোটলা পাকিয়ে আছে মলিন একটা কম্বল, চাদর পড়ে আছে বিছানা থেকে দশ হাত দূরে মেঝেতে, এককোনায় একটা ড্রেসিং-টেবিল যার আয়নাটা বোধহয় আর দু'দিন পরই ভেঙে পড়বে আপনাআপনি। উইপোকার কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত একটা টেবিলের উপর রাখা আছে একটা ওয়াশ-বেসিন, ছোট একটা কলস আর সাবানের বাক্স। একটাই মাত্র জানালা; কাচ এত ময়লা যে, এই বিকেলবেলাতেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে ঘরের ভিতরে।

এসব মামুলি আসবাবমাত্র, জানে ফ্রেড, ওর কোনো কাজেই লাগবে না। ওর মন বলছে কিছু-না-কিছু আছে এই ঘরে, এমন কোনো সূত্র যা হয়তো ড্যানের ব্যাপারে বড় কোনো সত্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। ড্রেসিং-টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে, পাল্লাটা খুলল সাবধানে। ভিতরে জায়গাও কম, জিনিসও কম—দু'তিনটা শার্ট আর প্যান্ট, একটা তোয়ালে। আর কিছু নেই। কিচ্ছু না।

জায়গা বদল করল সে। জানালার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে আরেকবার

তাকাল পুরো ঘরের দিকে। তখনই চোখে পড়ল জিনিসটা।

একটা জুতার-বাক্স। কিন্তু দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে জুতা নেই বাক্সে, বরং টুকরো কাগজ আর আজেবাজে জিনিসে ভর্তি হয়ে আছে। তার মানে ওয়েস্টপেপার বাস্কেট হিসেবে বাক্সটা ব্যবহার করছে ড্যান।

বাক্সটা জানালার কাছে নিয়ে এল ফ্রেড, উপুড় করে ভিতরে যা যা আছে সব ফেলল মাটিতে। দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকানোর পর ফেলে দেয়া হয়েছে প্রতিটা কাগজের টুকরো, ভাঁজ খুলে একটা একটা করে টুকরো দেখতে লাগল সে।

চিঠিটা পেতে সময় লাগল না। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝল ফ্রেড, এই জিনিসই খুঁজছিল সে। আরও ভালোমতো দেখার জন্য চিঠিটা নিয়ে জানালার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

টুসনের একটা নামকরা মাইনিং কোম্পানি থেকে পাঠানো হয়েছে চিঠিটা, দু'দিন আগে। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত:

পরিশোধন খরচ বাদ দিয়ে বর্তমান বাজারদর হিসেবে ২৭ আউন্স সোনার জন্য ৮৯৩ ডলার পাঠানো হলো। গত দু'বারের চেয়ে এবারের সোনার মান ভালো ছিল।

হাত থেকে চিঠিটা ছেড়ে দিল ফ্রেড, বাতাসে দু'বার গোত্তা খেয়ে মেঝেতে পড়ল জিনিসটা। 'সোনা,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'ড্যানের টাকার উৎস তা হলে সোনা। কিন্তু সোনার উৎস কী?' ভ্রূ কুঁচকাল সে, নীচের ঠোঁট উল্টাল। মেঝে থেকে তুলে নিয়ে আবার পড়ল চিঠিটা।

' "গত দু'বারের চেয়ে এবারের সোনার মান ভালো"...' বিড়বিড় করল সে আবার, 'তার মানে টুসনে আগেও চালান পাঠিয়েছে ড্যান। ভালো একটা জিনিস জানা গেল। স্টিভের কাজে লাগবে।'

চিঠিটা শার্টের পকেটে রেখে দিল ফ্রেড, চারদিকে তাকাল শেষবারের মতো। সিগারেটের অসংখ্য পোড়া-টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মেঝের যেখানে-সেখানে। ড্রেসিংটেবিলের উপরও দেখা যাচ্ছে কিছু। পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করল ফ্রেড, একটা কাঠি জ্বালিয়ে মেঝে থেকে তুলে নিল এক টুকরো কাগজ। সেটাতে আগুন ধরিয়ে ফেলল জুতার বাক্সে। খেয়াল রাখল আগুন যাতে না-ছড়ায়, বাক্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কাগজটা অর্ধেক জ্বালিয়ে নিভে গেল আগুন। আর দেরি করল না ফ্রেড, ঘরের বাইরে এসে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে।

অপেক্ষা করছিল টম। ভয়ে সারা মুখ ঘেমে গেছে ওর। ফ্রেডকে দেখামাত্র বলল, 'মিস্টার ড্যান ফিরে এলে ওকে কী বলবো? যদি জিজ্ঞেস করে ওর ঘরের তালা ভেঙেছে কে...'

ওর হাত থেকে নিজের পিস্তলটা নিল ফ্রেড, বুলেট ভরতে ভরতে বলল, 'এক টুকরো কাগজ জ্বালিয়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলেছি। আপনা থেকেই নিভে গেছে আগুন, কোনো ক্ষতি হয়নি ঘরের। ড্যান কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে তুমিই উপরে গিয়েছ, তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আগুন নিভিয়েছ।

সিগারেট খায় সে, কখন বেখেয়ালে কোন্ সিগারেট না-নিভিয়েই ফেলে দিয়েছিল ময়লার ঝুড়িতে...। আরও কিছু শিখিয়ে দিতে হবে?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল টম। 'আজ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, মিস্টার ড্যানের মতো এত সিগারেট খেতে দেখিনি কাউকে।'

পকেট থেকে আরও বিশটা ডলার বের করে টমের হাতে দিল ফ্রেড। বলল, 'নতুন একটা আয়না কিনে নিয়ো। আর আমি যে এখানে পদধূলি দিয়েছিলাম স্রেফ ভুলে যেয়ো।'

ওকে কিছুটা আশ্চর্য করে দিয়ে হাসল টম। 'এভাবে বিনা পরিশ্রমে নগদ ত্রিশ ডলার হাতে পেলে আমার বাপের নামও ভুলে যেতে রাজি আছি আমি।'

সতেরো

পাঁজরে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে বয়েডকে জাগাল ওরা ঘুম থেকে।

'উঠুন, মহারাজ, উঠুন,' ভেংচি কেটে বলল মাচেডো, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, আর কত ঘুমাবেন? আপনার বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। চলুন আমাদের সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়াল বয়েড। অনেকক্ষণ থেকে না-খেয়ে থাকার কারণে কাহিল লাগছে ওর। আহত হাতটা দপদপ করছে এখনও, আড়ষ্ট হয়ে গেছে অনেকখানি। ঘর থেকে বের করে টেবিলের কাছে নিয়ে গেল ওকে লুই আর মাচেডো।

হাতে দড়ি আর ঠোঁটে সরু হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওয়ালেস। বয়েডকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'ওরা দু'জন তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবে। যাও, সুবোধ বালকের মতো বেড়িয়ে এসো ওদের সঙ্গে।'

কিছু বলল না বয়েড, ক্লান্ত ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সামনে যাতে বাঁধতে পারে ওয়ালেস। দড়ির বাঁধন ওর কব্জিতে চেপে বসামাত্র বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে—একলাফে আগে বাড়ল সে, সর্বশক্তিতে চেপে ধরল ওয়ালেসের কণ্ঠনালী। ঘটনাটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না ওয়ালেস, সরতে গিয়ে চেয়ারের পায়ার সঙ্গে পা আটকে গেল ওর, হোঁচট খেয়ে টেবিলের উপর চিত হয়ে পড়ে গেল সে। ওর উপরে পড়ল বয়েড, ওয়ালেসের গলা টিপে ধরে আছে এখনও। দড়ি ছেড়ে দিল ওয়ালেস, বিশাল ডান হাত মুঠি পাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারল বয়েডের খুলিতে। বয়েডের মনে হলো মস্তিষ্ক নড়ে উঠল ওর, চোখের সামনে হাজারটা তারা জ্বলতে দেখল সে। আপনা থেকেই ঢিলা হয়ে গেল ওর আঙুলগুলো, এক মুহূর্তের জন্য বুক ভরে দম নিতে পারল ওয়ালেস। তারপর আগের চেয়েও জোরে ঘুসি মারল বয়েডের খুলিতে, আগের জায়গাতেই। দু'পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো বয়েড। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওয়ালেস, সর্বশক্তিতে ঘুসি মারল বয়েডের চোয়ালে। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বয়েড।

জ্ঞান ফেরার পর চোখ খোলার চেষ্টা করল সে। বন্ধ করে ফেলতে হলো সঙ্গে সঙ্গে—রোদের তেজ এত বেশি যে, মনে হলো আরেকবার চোখ খুললে অন্ধ হয়ে যেতে হবে চিরদিনের জন্য। টের পেল, দুলকি চালে এগিয়ে চলা একটা ঘোড়ার পিঠের উপর পড়ে আছে সে; মাথা একদিকে, দু'পা আরেকদিকে। ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল রেখে এপাশ-ওপাশ দোল খাচ্ছে ওর মাথা। বুকের নীচে জন্তুটার ঘর্মাক্ত কেশর। নাকের নীচে, ঠোঁটের উপরে আর কোনায় এবং চোয়ালে আঠালো কিছু একটার উপস্থিতি টের পেল সে; একটু পর বুঝল, নিজেরই রক্ত। মাথাটা এত বেশি দপদপ করছে যে, ভয় হচ্ছে কোনো শিরা-উপশিরা না ছিঁড়ে যায়!

নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মুখ তুলতে গেল সে, সামলে নিল সঙ্গে সঙ্গে। টের পেল, ওকে স্যাডলের উপর উপুড় করে ফেলেছে ওরা; ওর ডান হাতের সঙ্গে ডান পা এবং বাঁ হাতের সঙ্গে বাঁ পা বেঁধেছে দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পেটের নীচ দিয়ে। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ওর কাঁধ আর কোমরও আটকে দিয়েছে ঘোড়ার গলার সঙ্গে আরও দু'টুকরো দড়ি দিয়ে।

খুব সাবধানে, সময় নিয়ে দু'চোখ একটুখানি ফাঁক করল বয়েড। সামনে এক ঘোড়সওয়ার, একটা দড়ির সঙ্গে ওর ঘোড়ার লাগাম বেঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পিছন থেকে শোনা যাচ্ছে আরও একটা ঘোড়ার ছন্দময় ক্ষুরের-শব্দ। কাঠামো দেখে বোঝা গেল সামনের লোকটা লুই। কাজেই পিছনের জন মাচেডো।

যে-ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা সেটা খুবই খারাপ—জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ আর ছোট-বড় পাথরে ভরা। প্রকৃতিও ন্যাড়া একেবারে—সিকি মাইল পর পর একটা-দুটো পাইন বা ইয়াকা চোখে পড়ে কি পড়ে না। রোদের তেজে যেন আগুন লেগে গেছে চারদিকে। খুলির যে-জায়গায় ঘুসি মেরেছিল ওয়ালেস সে-জায়গায় কোনো সাড়া নেই। বয়েডের মনে হলো আপনা থেকেই আলগা হয়ে হাড় খুলে গেছে যেন, চামড়ার সঙ্গে কোনোরকমে লেপ্টে আছে।

ওকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে ওরা যেতে হবে সেখানে, করার কিছু নেই কাজেই মড়ার মতো আগের ভঙ্গিতেই পড়ে থাকল বয়েড। এবার ওকে ওর ঘোড়াতেই চড়িয়েছে ওরা, কেন কে জানে। বার বার দড়ি ধরে টানাটানি করছে লুই, গাল দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে বলছে, কিন্তু জন্তুটা বুঝে গেছে দ্রুত চললে কষ্ট হবে ওর মনিবের, তাই ধীর গতিতে এগোচ্ছে। থেকে থেকে পেট আর পিঠের চামড়া কুঁচকাচ্ছে জন্তুটা, কারণ বয়েডকে ধরার পর ওটার জিন খুলেনি কেউ, ঘামের কারণে অস্বস্তি বোধ করছে ঘোড়াটা। বয়েডও টের পাচ্ছে, ঘামে ভিজে নরম হয়ে গেছে স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট। মাথা একটুখানি তুলল সে, কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল কম্বলটার দিকে। হ্যাঁ, ওর স্লিকারটার দেখা যাচ্ছে; শেরিফ কলিন্স ওকে যে-পিস্তলটা দিয়েছিল সেটার বাঁটের কিছুটা অংশও দেখা যাচ্ছে। অস্ত্রটা মওকামতো হাতে পেলে মরার আগে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে লুই বা মাচেডোর যে-কোনো একজনকে।

শিস বাজাচ্ছিল মাচেডো, হঠাৎ করেই থেমে গেল সে। ডাকল লুইকে। লাগাম টেনে নিজের ঘোড়া থামাল লুই। বয়েডের ঘোড়াও থেমে দাঁড়াল।

'পানি না-খেলে তো চলছে না আর,' অভিযোগ করার সুরে বলল মাচেডো।
কিছু না-বলে নীরবে সম্মতি দিল লুই।
চোখ বন্ধ রেখেই টের পেল বয়েড, স্যাডল ছেড়ে নামল মাচেডো। এগিয়ে গেল লুই-এর দিকে। ওর বুটের নীচে পড়ে খচমচ করে উঠল আলগা নুড়িপাথর। লুই-এর ক্যান্টিন থেকে চোঁ চোঁ করে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে বলল, 'জাহান্নামের দরজা মনে হয় খুলে দিয়েছে ফেরেশতারা। তা না হলে এত গরম পড়ল কীভাবে?'
'হারামিটা বেঁচে আছে?' আবহাওয়া নয়, লুই-এর আগ্রহ বয়েডকে নিয়ে।
'জানি না। সেই তখন থেকে দেখছি মড়ার মতো পড়ে আছে। আসলেই মরে গেছে কি না দেখবো?'
'দেখো তো।'
ক্যান্টিনটা জায়গামতো রেখে দিয়ে বয়েডের দিকে এগিয়ে এল মাচেডো। এক হাতে ওর চেহারাটা উঁচু করে ধরে কষে চড় মারল দু'বার। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না বয়েডের তরফ থেকে, প্রাণের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।
এবার বয়েডের এক চোখের পাতা ফাঁক করে দেখল মাচেডো, বুকের বাঁ দিকে হাত রাখল। তারপর থু করে এক দলা থুথু ফেলল মাটিতে। লুইকে ব্যঙ্গ করে বলল, 'মরেনি, বেঁচেই আছে তোমার নাগর।'
বিড়বিড় করে কী যেন বলল লুই, গাল দিল বোধহয়, ঠিকমতো বোঝা গেল না।
মাচেডো বলল, 'আচ্ছা, লুই, এই কাজের কোনো মানে হয়?'
'কোন্ কাজ?'
'এই যে এত কষ্ট করে, এই জাহান্নামের আগুন মাথায় নিয়ে ঘামে ভিজে এই শালাকে এত দূর নিয়ে যাচ্ছি—কোনো মানে হয় এসবের?'
'কেন? ওয়ালেস কী বলে দিয়েছে মনে নেই?'
'আরে রাখো তোমার ওয়ালেস! নিজে তো হুকুম দিয়েই খালাস, কাজ করে দেখুক না কেমন লাগে। কেন, এখানেই যদি বয়েডের কানে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে মেরে ফেলি তা হলে অসুবিধাটা কী? তারপর লাশটা বড় কোনো পাথরের আড়ালে ফেলে দিই? শকুনের পাল একবার দেখতে পেলে ওর কোনো চিহ্ন আর কোনোদিন খুঁজে পাবে কেউ?'
'কিন্তু ওয়ালেস চায় বয়েডের মৃত্যুটা যেন দুর্ঘটনার মতো দেখায়। মনের সাধ মিটিয়ে দু'জনে মিলে পেটাবো ওকে আগে, তারপর পাহাড়ের উপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আলগা পাথরের ধস নামাতে হবে। ...ধরো তোমার কথামতো গুলি করে মেরে ওকে এখানে ফেলে গেলাম। কিন্তু শকুনের পাল দেখার আগে ভবঘুরে কোনো প্রস্পেক্টর যদি দেখে ফেলে ওর লাশটা? গিয়ে খবর দেয় হারামি শেরিফ কলিন্সকে? তখন কী হবে?'
'কিন্তু এই এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ি করতে আসবে কে? আদৌ কি আসে কেউ?'
'প্রস্পেক্টররা তো জানোই পাগলা কিসিমের হয়। কখন কোন্ জায়গায় যাবে

নিজেরাও বলতে পারে না। তা ছাড়া ওই মেয়েটাকে বোধহয় এতক্ষণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওয়ালেসের কেবিনে। কাজেই ধরে নাও শহর থেকে পাসিও বের হয়েছে। ওরা যদি খুঁজতে খুঁজতে বয়েডের লাশটা দেখে ফেলে...। মা বাবা, ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী? ওয়ালেস যা বলেছে ভেবেচিন্তেই বলেছে।'

কিছু বলল না মাচেডো, লুই-এর কথাগুলো ভেবে দেখছে।

'তা ছাড়া,' বলে চলল লুই, 'বয়েডের লাশ এখানে ফেলে ফিরে গেলে সন্দেহ করবে ওয়ালেস। কীভাবে জানো? পাকা হিসেবী সে। যে-জায়গায় লাশ ফেলতে বলেছে সেখানে ফেলে ফিরে যেতে সময় কত লাগতে পারে ভালোমতো জানা আছে ওর। আমাদের যদি তারচেয়ে কম সময় লাগে তা হলে আসল ঘটনা সহজেই অনুমান করতে পারবে সে। তারচেয়ে যে-কাজ দিয়েছে সেটা করি, সময় নষ্ট না-করে আগে বাড়ি।'

আর কিছু বলল না মাচেডো, নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল। আবার রওয়ানা হলো ওরা। চোখ দুটো আবার একটুখানি খুলল বয়েড। দুর্বল লাগছে ওর। নিজের কথা ভেবে, জেসির কথা ভেবে খারাপ লাগছে। এভাবে অসহায় অবস্থায় মরতে হচ্ছে ওকে, দু'জন দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না সে। মরতে হবে ওর বোনকেও, কে জানে মেরে ফেলার আগে হয়তো ওর উপর অকথ্য নির্যাতন চালাবে শয়তানের দল। মরিয়া হয়ে পালানোর কথা ভাবল সে আবার, কিন্তু নিজের অসহায়ত্ব আর দুর্বলতাই টের পেল শুধু। ওরা ধরেই নিয়েছে ওদের হাত ফস্কে পালাতে পারবে না বয়েড, তাই এভাবে বেঁধেছে; কিন্তু বাঁধন খোলার চেষ্টা করলেই দেখে ফেলবে মাচেডো, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। তা ছাড়া মাচেডোর চোখ এড়িয়ে কোনোভাবে বাঁধন খোলা গেলেও লাভ হবে না—দড়ি দিয়ে বয়েডের ঘোড়ার লাগাম বেঁধে নিজে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লুই।

অমসৃণ প্রান্ত বিশিষ্ট বেশ উঁচু একটা টিলা কাছিয়ে আসছে। যে-ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা সেটা এঁকেবেঁকে, কিছুদূর পর পর কয়েকটা বোল্ডার পাশ কাটিয়ে উঠে গেছে টিলা বেয়ে। সবার আগে আছে বলে বার বার লাগাম ধরে টেনে, স্পার দিয়ে গুঁতিয়ে নিজের ঘোড়াকে পথ চিনিয়ে দিচ্ছে লুই। বাকি ঘোড়া দুটো নিজে নিজেই অনুসরণ করছে ওটাকে।

ট্রেইলটা বেশ সরু। বাঁ দিকে আরেকটা টিলা একেবারে গা ঘেঁষে গজিয়ে গেছে হঠাৎ, প্রাকৃতিক একটা খাড়া দেয়াল বানিয়ে দিয়েছে। ডান দিকে সোজা নেমে গেছে তিনশ' ফুট, পরস্পর অসমান আর অনিয়তাকার কতগুলো পাথরের উপর আছড়ে পড়েছে যেন। সংলগ্ন উপত্যকাটা বিস্তৃত আর ন্যাড়া।

খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করার আগে পিছন ফিরে তাকাল লুই, দড়ি ধরে টেনে আরও কাছে নিয়ে এল বয়েডের ঘোড়াটাকে। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল জন্তুটা।

দেখে কেন যেন মজা পেল লুই। মাচেডোকে বলল, 'শালার ঘোড়াটা দেখি শালার মতোই নেতিয়ে পড়েছে। ...পথ খুব সরু আর খাড়া এখানে, নিজের ঘোড়াকে সামাল দিতেই কষ্ট হবে আমার, আরেকজনের মড়া ঘোড়া টানতে

পারবো না। দড়ি ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি পিছন থেকে খোঁচিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না ওটাকে?'

'পারবো,' জবাব দিল মাচেডো।

ঠিক তখনই বুদ্ধিটা খেলে গেল বয়েডের মাথায়। 'আর কোনো উপায় নেই,' মনে মনে বলল সে। 'কানে গুলি খেয়ে কোনো বোল্ডারের আড়ালে মরে পড়ে থাকার চেয়ে পালাতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মরা অনেক ভালো।'

দড়ি ছেড়ে দিয়েছে লুই, ঢাল বেয়ে উঠে গেছে বেশ কিছুটা উপরে। ঢাল বেয়ে উঠতে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল বয়েডের ঘোড়া, তারপর পিছন থেকে মাচেডোর রাইফেলের নলের গুঁতো খেয়ে উঠতে শুরু করল। বার বার পা পিছলে যাচ্ছে জন্তুটার, কারণ পথ নুড়িপাথরে ভরা, ক্ষুরের আঘাতে স্থানচ্যুত হয়ে সরে যাচ্ছে ওগুলো।

ঢাল বেয়ে উঠতে তিন মিনিটেরও বেশি সময় লাগল ওটার। ততক্ষণে উপরে উঠে গিয়ে এদিকে ফিরেই অপেক্ষা করছিল লুই, বয়েডের ঘোড়াটাকে আসতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। মাচেডো তখন মাত্র উঠতে শুরু করেছে ঢাল বেয়ে, ওর ঘোড়ার পা বার বার পিছলে যাচ্ছে বলে জন্তুটার চোদ্দ গুষ্ঠি তুলে গাল দিচ্ছে সমানে।

আধ খোলা চোখ দিয়ে অপ্রস্তুত লুইকে দেখল বয়েড, চটজলদি হিসেব করে নিল এখানে হাজির হতে কত সময় লাগতে পারে মাচেডোর। তারপর, নিজের ঘোড়ার কাছে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে, চোয়ালে যতটুকু শক্তি আছে সবটুকু শক্তি দিয়ে কামড় দিল জন্তুটার পেটে।

ক্লান্ত জন্তুটার প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হলো মানুষ নয়, একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ের কামড় খেয়েছে যেন। তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছাড়ল ওটা, পিছনের দু'পা-এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, দড়ির বাঁধনের কারণে ছিটকে মাটিতে পড়ল না বয়েড। তীব্র ব্যথা সহ্য করতে না-পেরে সামনের দু'পা বাতাসে ছুঁড়ল জন্তুটা, তারপর সামলে নেয়ার চেষ্টা করল বোধহয় নিজের ক্লান্তির কারণেই। তখন আগের চেয়েও জোরে কামড় দিল বয়েড।

এবার ব্যথা আর আতঙ্কে পাগল হয়ে গিয়ে সর্বশক্তিতে সামনের দিকে ছুট লাগাল ঘোড়াটা। ওটাকে প্রথমবার চেঁচিয়ে উঠতে দেখে স্যাডল ছেড়ে নামতে যাচ্ছিল লুই, ইচ্ছা ছিল লাগামের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ধরবে। বয়েডের ঘোড়াকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসতে দেখে মাত্র তিন ফুট চওড়া ট্রেইলে দাঁড়িয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল না লুই-এর ঘোড়া, মনিব কোন্‌দিকে আছে বিচার না-করেই লাফিয়ে সরে গেল। নামা আর হলো না লুই-এর, রেকাবের সঙ্গে বেকায়দা ভঙ্গিতে আটকে গেল ওর একটা পা, ভারসাম্য হারিয়ে অত্যন্ত হাস্যকর ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ল সে ছোট-বড় কতগুলো পাথরের উপর। ওর ফুসফুস থেকে সব বাতাস বের হয়ে গেল, মাথাটা চ্যাপ্টা একটা পাথরের সঙ্গে ঠুকে যাওয়ায় চোখের সামনে কালো একটা পর্দা দেখতে পেল সে, চেঁচিয়ে মাচেডোকে ডাকতে গিয়ে অদ্ভুত এক গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বের হলো না ওর মুখ দিয়ে। মাচেডো

তখনও উঠে আসতে পারেনি, তবে টের পেয়েছে খারাপ কিছু একটা ঘটছে উপরে; কিন্তু ওর ঘোড়াটাও ক্লান্ত এবং আলগা নুড়িপাথরে ভরা ঢাল বেয়ে উঠতে একেবারেই অনিচ্ছুক, তাই জন্তুটার নিরপরাধ বাবা-মা আরও অসম্মানিত হতে লাগল মাচেডোর ভাষায়।

বড়জোর পাঁচ কি ছয় সেকেণ্ড কেটেছে, ধরাশায়ী লুইকে পিছনে ফেলে একদৌড়ে চল্লিশ গজের মতো এগিয়ে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়েছে বয়েডের ঘোড়া। বয়েড জানে এভাবে কামড় দিয়ে দিয়ে জন্তুটাকে নিয়ে পালানো যাবে না দুই শত্রুর কবল থেকে। তাই প্রথমে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের বাঁধন খুলল সে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের। কাঁধ আর কোমরের বাঁধন আলগা করে দিয়ে পিছনের দিকে ছেড়ে দিল শরীরটা, পাথুরে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। ব্যথা পাত্তা না-দিয়ে উঠে বসল হাঁচড়েপাঁচড়ে, পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তারপর এক মুহূর্তও নষ্ট না-করে উঠে বসল স্যাডলে, লাগাম থেকে আলগা করল লম্বা দড়িটা। বুট দিয়ে গুঁতো দিতেই আবার ছুট লাগাল জন্তুটা। ততক্ষণে ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে মাচেডো, কী হয়েছে বুঝতে না-পারলেও বয়েডকে পালাতে দেখে পিস্তল বের করে ফেলেছে হোলস্টার থেকে। গুলি করল সে, কিন্তু অনেক দূরে থাকায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বুলেট। অল্প কিছুদূর এগিয়ে একটা বাঁক নিল ট্রেইল, একদিকে প্রাকৃতিক দেয়ালটা থাকায় মাচেডোর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল বয়েড আর ওর ঘোড়া।

টিলার চূড়ায় গিয়ে হাজির হলো জন্তুটা কিছুক্ষণের মধ্যেই, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ানোর চেষ্টা করছে ওটা, বোঝাই যাচ্ছে আস্তে আস্তে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে, এমনকী বয়েডকেও পিঠে রাখতে চাইছে না আর। নিজের ইচ্ছামতো ছুটছে, গতি একবার বাড়াচ্ছে একবার কমাচ্ছে। চার পা চারদিকে প্রসারিত করে দিয়ে থেমে দাঁড়াচ্ছে কখনও কখনও, মনোভাব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাইছে আরোহীকে।

ঢাল বেয়ে যত নামছে বয়েড, ওর পিছনে ধুলোর একটা মেঘ তত ঘন হতে হতে উঠে যাচ্ছে লুই আর মাচেডো যেদিকে আছে সেদিকে। আলগা নুড়িপাথর সমানে গড়িয়ে নামছে নীচের দিকে। দেখতে না-পেলেও জানে বয়েড, ইতোমধ্যেই হয়তো ধাতস্থ হয়েছে লুই, মাচেডোও প্রস্তুত, বয়েডকে ধরার জন্য ছুটে আসছে দু'জনই।

ঢালের শেষ পঞ্চাশ ফুট বলতে গেলে একেবারে খাড়া। নামতে গিয়ে কয়েকবার থেমে দাঁড়াল বয়েডের ঘোড়া, ঘাড় দুলিয়ে তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছেড়ে প্রতিবাদ জানাল। আরেকবার কামড় বসাতে হলো বয়েডকে, যতক্ষণ না ঢাল বেয়ে নীচের পাথুরে উপত্যকায় হাজির হলো জন্তুটা ততক্ষণ কামড়ে ধরেই থাকল। মায়া হলো জন্তুটার উপর, কিন্তু অন্য কোনো উপায় না-দেখে কাজটা করতে বাধ্য হলো সে। নামার সময় ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল ওর—টের পেল একঅর্থে পড়ে যাচ্ছে ওর ঘোড়া, জন্তুটার পা মাটিতে আছে না শূন্যে দেখতে গিয়ে তলপেটে কয়েকবার তীব্র মোচড় অনুভব করল সে।

পাথুরে উপত্যকায় আছড়ে পড়ল ঘোড়াটা, ভারসাম্য রাখতে পারল না, উল্টে পড়ে গেল। ওটাকে পড়তে দেখে একলাফে স্যাডল ছেড়ে উড়াল দিল বয়েড, কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল নিজেও। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ঘোড়াটা, পাগলের মতো হাঁপাচ্ছে, নাকের ফুটো দুটো ক্রমাগত প্রসারিত আর সঙ্কুচিত হচ্ছে। টলমল করছে জন্তুটা, বয়েডের ভয়ে পালাতে চাচ্ছে কিন্তু দৌড়াতে পারছে না, হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে ক্রমাগত।

উঠে দাঁড়াল বয়েড, চাপা একটা গুড় গুড় আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাকাল উপরের দিকে। ধুলোর আরেকটা মেঘ দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ ফুট উপরে তার মানে এই নয় যে, ওখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে লুই আর মাচেডো। দুটো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ এত গুরুগম্ভীর হতে পারে না। পাথরধস শুরু হয়েছে—অসংখ্য নুড়িপাথর আর আলগা মাটি নেমে আসছে নীচের দিকে, সময়মতো সরতে না-পারলে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে বয়েড আর ওর ঘোড়ার।

বোধহয় বিপদ টের পেয়েই সহজাত প্রবৃত্তির বশে ছুট লাগাল বয়েডের ঘোড়া, তবে ধীর গতিতে, শরীরের শেষ শক্তিটুকু কাজে লাগিয়ে। দৌড় দিল বয়েডও, লাগাম ধরে টেনে থামাল জন্তুটাকে, তারপর লাগাম ধরে টানতে টানতেই নিয়ে গেল বিশাল এক বোল্ডারের আড়ালে। জন্তুটার কপালে, গলায়, ঘাড়ে, কেশরে হাত বুলিয়ে আর ওটার সঙ্গে নরম গলায় কথা বলতে বলতে শান্ত করানোর চেষ্টা করল। কাজ হলো। জন্তুটা বুঝল মনিব যখন বলছে তখন বিপদ হবে না। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপতে লাগল ওটা, মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে এখন।

বয়েড জানে বেশিক্ষণ থাকবে না এই পাথরধস। পাঁচ মিনিট কি বেশি হলে দশ মিনিট পরই বন্ধ হয়ে যাবে। হয়তো টিলার চূড়ায় এখন আটকা পড়ে আছে লুই আর মাচেডো, ধস থেমে গেলেই নামতে শুরু করবে ওরা। নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল বয়েড। কাঁপছে অল্প অল্প, মাটিতে আছড়ে পড়ার সময় বুক-পেট বাঁচানোর জন্য হাতের উপর ভর দিয়ে পড়েছিল বলে চোখা পাথরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে তালু। আঙুলের ডগায় রক্ত।

বিশাল বোল্ডারের আড়ালে একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এখনও কাঁপছে ঘোড়াটা। দু'পা এগিয়ে গিয়ে স্যাডলের নীচে বাঁধা স্লিকার ধরে টানাটানি করতে লাগল বয়েড। কিছুতেই আলগা হচ্ছে না বাঁধন। অল্প সময়েই আঙুলগুলো ব্যথা করতে লাগল বয়েডের, টের পেল সে অসাড় হয়ে আসছে ওগুলো ধীরে ধীরে। তবুও ক্ষান্ত দিল না, চেষ্টা চালিয়ে গেল। হাতে সময় খুব কম এবং এই চরম ক্লান্ত ঘোড়ায় চেপে পালানো যাবে না। পালাতে চায়ও না সে—জেসিকে কব্জা করে ফেলেছে শয়তানগুলো।

একসময় খুলে গেল বাঁধন, আলগা হলো স্লিকার। দ্রুত হাতে ভাঁজ খুলল বয়েড। শেরিফ কলিন্সের দেয়া পিস্তলটা হাতে তুলে নিল। বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিল। আলগা নুড়িপাথর নামছে এখনও, ধূলিঝড়ের কারণে পাহাড়ি ট্রেইলটা অদৃশ্য। পাত্তা নেই লুই বা মাচেডোর।

স্যাডলে চড়ে বসল বয়েড, পিস্তলটা হাতে রেখেই লাগাম ধরল, ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল বুট দিয়ে। হাঁটতে শুরু করল জন্তুটা। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার পিছনের দিকে তাকাল বয়েড। পাতলা হয়ে এসেছে ধুলো, এবার দেখা যাচ্ছে দুই শত্রুকে। মরিয়া হয়ে গেছে ওরা, পাথরধসের তোয়াক্কা না-করেই ঘোড়া দাবড়ে নামছে ট্রেইল বেয়ে। বোধহয় পাথরের সঙ্গে মাথা ঠুকে গিয়ে ভয়ডর সব বিলুপ্ত হয়েছে লুই-এর—শেষ পঞ্চাশ ফুটের মাথায় হাজির হয়ে নামতে ইতস্তত করছে ওর ঘোড়া অথচ স্পার দিয়ে সমানে গুঁতাচ্ছে সে জন্তুটার পেটে। বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে এগোবো কি এগোবো না ভাবছে মাচেডো; ভাবতে ভাবতেই নীচে বয়েডকে দেখতে পেল সে এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা রাইফেলটা বের করতে উদ্যত হলো। ঘোড়ার গায়ে আবার কামড় দিল বয়েড, আতঙ্কিত হয়ে আবার ছুট লাগাল জন্তুটা, এক নিমেষে পার হলো বিশ গজ। আরেকটা বিশাল বোল্ডারের আড়ালে হাজির হওয়ামাত্র সজোরে রাশ টানল বয়েড, হঠাৎ থেমে যাওয়ায় পিছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। রাইফেলের অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল তখন—গুলি করেছে মাচেডো। এক থেকে বিশ পর্যন্ত গুনল বয়েড, গুনতে গুনতেই আলগা একটা পাথর দিয়ে চাপা দিল ঘোড়ার লাগাম, তারপর দৌড়ে বের হলো বোল্ডারের আড়াল থেকে, পাথরধসের সময় যে-বোল্ডারের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল ছুট লাগাল সে-বোল্ডারের উদ্দেশে। হিসাব করেই ঝুঁকিটা নিয়েছে সে, কারণ জানে ওকে দেখতে পায়নি লুই; আর এতক্ষণে শেষ পঞ্চাশ ফুট নামার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে নীচের দিকে তাকানোর অবসর হবে না মাচেডোর। তাকালেও লাভ হবে না খুব একটা—দশ-পনেরো ফুট উঁচু উঁচু বোল্ডারের প্রান্ত ঘেঁষে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা যতটা সহজ উপর থেকে, একজন ছুটন্ত লোককে দেখা ততটা সহজ নয়।

বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'হাতের আঙুলগুলো পালা করে কয়েকবার মুঠি পাকাল আর খুলল বয়েড, জড়তা কাটানোর চেষ্টা করল। আসছে ওরা, ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। কোথায় দেখেছে বয়েডকে, কোন্‌দিকে যেতে হবে সে-সবের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে মাচেডো; শুনতে শুনতে অকথ্য সব গাল দিচ্ছে লুই। আরেকবার ঝুঁকি নিতে হবে, ভাবল বয়েড; আশা করল পিস্তল ব্যবহার না-করে রাইফেল ব্যবহার করবে মাচেডো, ওই অস্ত্রটাতেই হয়তো বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সে। এবং এই স্বাচ্ছন্দ্যই হয়তো কাল হবে ওর জন্য।

ঠিক সময়মতোই বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বের হলো বয়েড। মাচেডো তখন পনেরো হাত দূরে। বয়েডকে দেখে ভীষণ চমকে গেল সে, রাইফেল তুলবে না লাগাম টানবে ভাবতে গিয়েই অতি মূল্যবান একটা মুহূর্ত নষ্ট করে ফেলল। লাগাম ছেড়ে দিয়ে কাঁধে রাইফেল তুলতে গেল সে। ওকে সে-সুযোগ দিল না বয়েড, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল, মাত্র একবার– ফুটো হয়ে গেল মাচেডোর কপাল। নিষ্প্রাণ দেহটা খসে পড়ল ছুটন্ত ঘোড়ার স্যাডল থেকে।

ওর বাঁ দিকে, কিছুটা পিছনে ছিল লুই। বয়েডকে তখনও দেখতে পায়নি সে,

কারণ মাচেডোর ঘোড়াটা আড়াল করে দিয়েছে বয়েডকে। গুলির শব্দ পাওয়ামাত্র হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সে, বয়েড কোথায় দাঁড়িয়ে আছে অনুমান করে নিয়ে টান দিল ট্রিগারে। কিন্তু ভড়কে গেছে সে, যেখানে বয়েডকে দেখেছিল জানিয়েছে মাচেডো সে-জায়গার এত আগে বয়েড হাজির হলো কীভাবে বুঝতে পারছে না এবং ছুটন্ত ঘোড়ার ঝাঁকিতে স্থির থাকল না ওর নিশানা। কাজেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো ওর। আবার কক্ করল সে, ততক্ষণে গতি কমে গেছে মাচেডোর সওয়ারিহীন ঘোড়ার, ওটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে ওর ঘোড়া, এবার আর বয়েডকে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না ওর, বয়েডও ওকে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। নিশানা সামান্য ডান দিকে সরাতে গেল লুই, এক মুহূর্তের অর্ধেকটা নষ্ট হলো তাতে, ওই সময়ের মধ্যেই পর পর দু'বার গর্জে উঠল বয়েডের পিস্তল। প্রথম গুলিটা লাগল বুকে, এত কাছ থেকে এত জোরে সীসার ধাক্কা সহ্য করতে না-পেরে স্টিরাপের উপর একরকম দাঁড়িয়ে গেল লুই। দ্বিতীয় গুলিটা ওর কণ্ঠনালী ভেদ করল, পিছনের দিকে হেলে পড়তে বাধ্য হলো সে। ওর আতঙ্কিত ঘোড়াটা ততক্ষণে বয়েডকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে পাঁচ হাত। স্যাডল থেকে পাথুরে মাটির উপর আছড়ে পড়ল প্রাণহীন লুই।

পিস্তল নামিয়ে নিল বয়েড, বাঁকা হাসি হেসে বিড় বিড় করে বলল, 'দুই।' কাছে গিয়ে দেখল মাচেডো আর লুই-এর লাশ। তারপর হঠাৎ করেই পিস্তলটা অনেক ভারী মনে হলো ওর কাছে. থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো সে, পিস্তলটা আপনা থেকেই খসে পড়ল, ক্ষুধা আর পিপাসায় মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ওর।

হাঁটু গেড়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল বয়েড, সামলে নিল নিজেকে। 'বাঁচতে হবে,' নিজেকে জানাল সে, 'বাঁচাতে হবে জেসিকে পানি খেতে হবে আগে।'

লুই-এর ঘোড়াটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে আছে, বার বার মুখ ঘুরিয়ে দেখছে ধরাশায়ী লুইকে। দ্বিধায় পড়ে গেছে জন্তুটা। হামাগুড়ি দিয়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল বয়েড। কাছে গিয়ে ভাবল গায়ে হাত দিতে গেলেই বোধহয় গোঁয়ার্তুমি শুরু করবে জন্তুটা, কিন্তু প্রথমে স্টিরাপ পরে স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরে যখন উঠে দাঁড়াল সে তখন আগের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করল না ঘোড়াটা। ক্যান্টিনটা খুলে নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে কয়েক ঢোক পানি খেল সে প্রথমে, তারপর পিপাসা না-মেটা পর্যন্ত গিলেই চলল। শরীরে বল পেল কিছুটা, হ্যাট খসে গেছে অনেক আগেই, ডান হাতে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে চাঁদি ভেজাল সে, মুখে-গলায়-ঘাড়ে-বুকে ছিটা দিল। আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে এখন, যদিও দুর্বলতা কাটেনি পুরোপুরি। লুই আর মাচেডোর ঘোড়া দুটো যাতে কোথাও চলে না-যায় সে-জন্য পাথর দিয়ে চাপা দিল লাগাম, তারপর অবসন্ন পায়ে হেঁটে বড় একটা বোল্ডারের ছায়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে।

আধ ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল ওর। ধীরেসুস্থে উঠে বসল সে। খেয়াল করল আরেকটু লম্বা হয়েছে বোল্ডারের ছায়াটা। ক্ষুধাটা আছে, তবে আগের মতো

কাহিল লাগছে না। জেসির কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওয়ালেসের কেবিনে আটকা পড়ে আছে অসহায় মেয়েটা। এতক্ষণে হয়তো অত্যাচারও শুরু করে দিয়েছে ওর উপর...। আর ভাবতে পারল না বয়েড, ভাবতে চাইলও না। করার মতো একটাই কাজ আছে এখন। ফিরে যেতে হবে ওয়ালেসের কেবিনে, যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে জেসিকে। টাম্বলিং আর বা নকল দলিল—কোনোকিছুই এখন জেসির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উঠে দাঁড়াল বয়েড, হাঁটার চেষ্টা করল স্বাভাবিকভাবে। টের পেল, পানি খেয়ে আর ঘুমিয়ে কিছুটা হলেও শক্তি ফিরে পেয়েছে সে। লুই আর মাচেডোর লাশের কাছে গেল আবার, খুলে নিল ওদের গানবেল্ট, একজনেরটা কোমরে পরল, আরেকজনেরটা ডান কাঁধের উপর দিয়ে বাঁ বগলের নীচ থেকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিল যাতে পিস্তলের বাঁট মুখ করে থাকে সামনের দিকে, ডান হাত দিয়ে টেনে বের করা যায়। তারপর কুড়িয়ে নিল ওদের পিস্তল আর রাইফেল। নিজের পিস্তলটাও খুঁজে নিল। একসঙ্গে করল তিনটা ঘোড়াকে। তারপর আবার ফিরে এল লাশ দুটোর কাছে

জীবিত অবস্থায় এরা ওর শত্রু ছিল অবশ্যই, কিন্তু মরার পর আর শত্রুতা করে লাভ কী? লাশ দুটো এভাবে ফেলে গেলে শিয়াল-শকুনের খোরাক হতে সময় লাগবে না। আলগা পাথরের পরিমাণ কম এ-রকম একটা জায়গা নির্বাচন করে লাশ দুটো টেনে নিয়ে গেল বয়েড সেখানে। তারপর চিত করে, পাশাপাশি শুইয়ে রেখে ছোট-বড় পাথরের টুকরো দিয়ে ভালোমতো ঢেকে দিল লাশ দুটো। কাজ শেষে পাথরের কবরটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। ফিরে গেল ঘোড়াগুলোর কাছে। মাচেডোর স্যাডলব্যাগ ঘেঁটে সরু একফালি দড়ি বের করে উঠে বসল লুই-এর পিন্টোর পিঠে। নিজের ঘোড়ার আর পিন্টোর লাগাম ধরল একহাতে, আরেকহাতে দড়িটা নিয়ে চাবুকের মতো করে বাড়ি দিল মাচেডোর ঘোড়ার পাছায়। সামনের পথ চেনে না জন্তুটা, তাই মুখ ঘুরিয়ে নিল; চলতে শুরু করল ফিরতি পথে। ওয়ালেসের কেবিন কোথায় জানে না বয়েড, এই ঘোড়া দুটোই এখন ওর জন্য ভরসা।

টিলা বেয়ে নেমে আসার পর গতি বাড়াল সে। আসলে ঘোড়াগুলোই ছুটতে চাইছে, ফিরে যেতে চাইছে পরিচিত আস্তানায়। চলতে চলতে বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বয়েড, আর অসতর্ক থাকতে চায় না। নিজের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে শুধু পিন্টোর লাগাম ধরে আছে এখন, কারণ ওর ঘোড়াটা নিজে থেকেই অনুসরণ করছে ওকে।

জেসিকে কীভাবে উদ্ধার করবে সে-ব্যাপারে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় বয়েড। কোনো পরিকল্পনা নেই ওর মাথায়। কতজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নিজের কেবিনে আছে ওয়ালেস তা-ও জানে না সে। আন্দাজ করল, ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। কিন্তু পৌঁছানোর পর কী করবে? আগের রাতে যখন ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওখানে তখন বলতে গেলে কিছুই ঠাহর করতে পারেনি সে। আজ সকালে ছিল অচেতন। জায়গাটা কেমন, আড়াল-

আবড়াল আছে কি না, একাধিক লোকের বিরুদ্ধে একা লড়াই করা যাবে কি না আদৌ—কিছুই জানে না সে। অপেক্ষা করতে হবে ওকে, অসতর্ক অবস্থায় পেতে হবে প্রতিপক্ষকে এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে অনেকখানি

টানা দু'ঘণ্টা দৌড়াল মাচেডোর ঘোড়াটা, বাকি দুটো অনুসরণ করল ওকে। কাঠের পুতুলের মতো স্যাডলের উপর বসে থাকল বয়েড পুরো সময়টা। চলতে চলতেই ঘাড় ম্যাসাজ করে নিল, যতটা সম্ভব সহজভাবে বসার চেষ্টা করল বার বার যাতে দীর্ঘ ভ্রমণে ধরে না-যায় কোমর। বাঁ হাতের ক্ষত শুকাতে সময় লাগবে, ডান হাতের আঙুলগুলো বার বার মুঠি পাকাল আর খুলল সে, হাতটা ঝাঁকি দিয়ে কর্মক্ষম রাখার চেষ্টা করল। খেয়াল করল, সময় যত গড়াচ্ছে তত বাড়ছে মাচেডোর ঘোড়ার গতি। তাল মিলিয়ে পিন্টোর গতিও বাড়াল সে, মাচেডোর ঘোড়ার যতটা কাছাকাছি সম্ভব থাকার চেষ্টা করল। একসময় দৌড়াতে দৌড়াতেই মৃদু হ্রেষা ছাড়ল ঘোড়াটা, গতি আরও বাড়িয়ে দিল নিজে থেকেই। পিন্টোর পেটে জোরে গুঁতো দিল বয়েড, মাচেডোর ঘোড়ার পাশাপাশি এসে লাগাম টেনে থামাল দুটো ঘোড়াকেই। ওকে পাশ কাটিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থেমে দাঁড়াল ওর ঘোড়াটা, তারপর ফিরে এল মনিবের কাছে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঝোপ গজিয়ে আছে, আলাদা আলাদা তিনটা ঝোপের সঙ্গে তিনটা ঘোড়ার লাগাম বাঁধল বয়েড। তারপর তাকাল চারদিকে। ভাঙাচোরা পাথুরে ট্রেইলটা একটু একটু করে উঁচু হতে হতে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে, পাহাড়ি একটা ঢালের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

লুই-এর স্যাডলের সঙ্গে ঝোলানো দড়ির কুণ্ডলীটা খুলে কাঁধে লটকে নিল বয়েড। অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করল, বাড়তি কিছু বুলেট নিল সঙ্গে। তারপর ট্রেইল বরাবর হাঁটা ধরল, উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। বজ্রপাতে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা ন্যাড়া গাছ নজরে পড়ল চূড়ায় পা দেয়ামাত্র। গাছটার পাশে বেঁটে একটা বোল্ডার। জানে পাহারাদার আছে, তাই উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল সে, বুকে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে থামল বোল্ডারের আড়ালে। তাকাল নীচের দিকে।

ডান দিকে, বেশি হলে আধ মাইল দক্ষিণে, উপত্যকার একেবারে গভীরে, ওয়ালেসের কেবিনটা। আশপাশে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় টিলা। শেষবিকেলের আলোয় স্পষ্ট বোঝা গেল, কেবিন আর আউটবিল্ডিং সবই কাঠের। টিলাগুলো ছাড়িয়ে আরও পিছনে তাকালে সরু সরু কতগুলো উপত্যকা চোখে পড়ে, দূর থেকে দেখলে পরস্পর সমান্তরাল বলে মনে হয়। দক্ষিণে একটানা সম্ভবত ছ'মাইল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, তারপর বিরাট এক পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঢেকে দিয়েছে ওপাশটা। অজান্তেই মাথা ঝাঁকাল বয়েড, এত নিরাপদ আর গোপন একটা জায়গায় ঘাঁটি গাড়ার জন্য মনে মনে প্রশংসা করল ওয়ালেসের। না-চিনলে, না-জানলে টানা বারো মাস ওই গোলকধাঁধাপূর্ণ উপত্যকাগুলোয় বেকার ঘুরে মরবে যে-কেউ, তবুও ওয়ালেসের কেবিন খুঁজে বের করতে পারবে না। আবার পারতেও পারে— বয়েডের মতো কপাল যদি খারাপ হয় লোকটার।

কেবিনের ঠিক পিছনেই একটা পাহাড়, এখান থেকে সেরকমই মনে হচ্ছে,

আলগা পাথরে ভরা। ওটার সমকোণে বিক্ষিপ্ত কতগুলো বিশাল বোল্ডার, গায়ে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে কত বছর ধরে।

'কাছে যেতে হবে,' বিড় বিড় করে নিজেকে বলল বয়েড, 'আগুন লাগিয়ে দিতে হবে বার্ন-এ। কেবিন থেকে বের করতে হবে সব ক'টা শয়তানকে।'

পশ্চিমাকাশে টুকরো টুকরো লাল মেঘ রেখে বিদায় নিল সূর্য। পাহাড়ি এলাকায় তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামে—সন্ধ্যা না-ঘনাতেই রাত নামল। বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বের হলো বয়েড, এগিয়ে গেল ন্যাড়া গাছটার দিকে। ওয়ালেসের পাহারাদার কোন্দিকে আছে জানে না সে, আপাতত জানার দরকারও নেই—ঝুঁকি নিতেই হবে ওকে। কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল দড়ির কুণ্ডলী, একপ্রান্ত ভালোমতো বাঁধল গাছের গোড়ার সঙ্গে কয়েকবার সর্বশক্তিতে টেনে দেখল বাঁধন খুলে যায় কি না। যায় না দেখে নিশ্চিন্ত হলো কিছুটা। দড়ির অপর প্রান্ত ছেড়ে দিল হাত থেকে, কুণ্ডলী খুলে গিয়ে লম্বা হয়ে ঝুলে গেল দড়িটা, পাহাড়ের পাদদেশের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকল। অস্ত্রগুলো আরেকবার পরীক্ষা করে নিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল বয়েড, নামতে শুরু করল।

দু'শ' ফুটের মতো বাকি আছে, এমন সময় শেষ হয়ে গেল দড়ি। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল বয়েড, ঢাল খুব খাড়া এখানে, তাই সাবধানে একটু একটু করে নামতে লাগল পিছলে পিছলে। ভাগ্য সহায় হলো ওর—পাহাড়ি ঢালের জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ঝোপ গজিয়ে আছে; আড়াল পেল সে, আচমকা পতন ঠেকানোর একটা উপায়ও হয়ে গেল।

পাহাড়টার পাদদেশে নেমেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বয়েড, ক্রল করে এগোতে লাগল কেবিনটার দিকে। আর চল্লিশ গজের মতো বাকি আছে, এমন সময় নিচু একটা ঢালের মাথায় গজানো কিছু লতানো গাছের আড়ালে থামল সে। উঁকি দিতে হলো না, লতার ফাঁক দিয়েই দেখা যাচ্ছে অনায়াসে।

কেবিনের পিছনের দিকটা বয়েডের দিকে মুখ করে আছে এখন। যে-ঘরটাকে স্টোররুম বানানো হয়েছে সেটা বাদ দিলে কেবিনটা কমবেশি আয়তাকার। এদিক দিয়ে জানালা বানানো হয়নি, অথবা বানানো হলেও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্টোররুমটার নিচু ছাদ আর একদিকের দেয়াল যেন আগাছার মতো জড়াজড়ি করে আছে কেবিনটার সঙ্গে।

কেবিন-সংলগ্ন পাহাড়টার ঠিক পাদদেশেই বার্ন। ওটার সঙ্গে আস্তাবল। আস্তাবল মানে ঘোড়াগুলোকে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য বারো ফুট উঁচু খুঁটি দিয়ে দু'দিকে দুটো চালা এবং মাটিতে বাঁশ গেড়ে তার সঙ্গে অনুভূমিকভাবে আটকানো আরও কয়েকটা বাঁশ, যাতে এক সারিতে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা। মোট ছ'টা, গুনল বয়েড। একদিকে উপুড় করে রাখা বাতিল একটা কাঠের ড্রামের উপর অনুজ্জ্বল একটা লণ্ঠন জ্বলছে, সেটার আলোয় ঘোড়াগুলো আবার দেখল বয়েড, ভালোমতো। কিন্তু জেসির ঘোড়াটা নজরে পড়ল না ওর। কেবিনের ভিতরে ঠিক কতজন লোক থাকতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল সে।

'ওয়ালেস যে আছে এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই,' বিড় বিড় করল বয়েড,

'যেহেতু জেসিকে ধরে আনা হয়েছে, ড্যান নিশ্চয়ই কলিন্সের কাছে গিয়ে সব বলেছে। পাসি নিয়ে এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে কলিন্স। সুতরাং কেবিনে আসার সহজতম রাস্তার ধারেকাছে গোপন কোনো জায়গায় কমপক্ষে একজন পাহারাদার আছে। শহর থেকে মোটুও ফিরে এসেছে হয়তো। স্টিভকে ধরে আনতে পেরেছে কি না জানি না, কিন্তু জেসিকে নিয়ে এসে থাকলে আরও দু'জন আছে মনে হয়। তা হলে কেবিনের ভিতরে মোট হলো চার।'

আরও মিনিট দু'-এক দেখল বয়েড কেবিনটা। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। তার মানে ধরে নেয়া যায় সহসা বাইরে আসার সম্ভাবনা নেই কারও। রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে নিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল ঢাল বেয়ে, এগোতে শুরু করল কেবিনের দিকে। কেবিন-সংলগ্ন স্টোররুমটার দিকে তাকাল কয়েকবার। জানে জেসিকে বেঁধে রাখা হয়েছে ভিতরে। পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে কি না ভাবল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওখান দিয়ে ঢুকতে হলে দরজা না-ভেঙে উপায় নেই, আর এই নিশুতি রাতে অত আওয়াজ একজন কালারও কান এড়াবে না। আরও বড় কথা, দরজা ভাঙার মতো যন্ত্রপাতি নেই ওর সঙ্গে। সুতরাং সামনের দরজা দিয়েই ঢুকতে হবে, যাতে প্রস্তুত হওয়ার একটুও সুযোগ না-পায় শত্রুপক্ষ, সামান্যতম প্রতিরোধ গড়তে না-পারে

কিন্তু পিস্তলে হাত যতই চালু হোক, চার জনের বিরুদ্ধে একা লড়তে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তা ছাড়া চার জন কেবিনের ভিতরেই আছে—এরকম কোনো নিশ্চয়তাও নেই। কী করা যায় ভাবল কিছুক্ষণ বয়েড। তারপর দিক পাল্টে এগোতে শুরু করল আস্তাবলের দিকে। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে লণ্ঠনটা, আস্তাবলে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। বয়েডকে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল ঘোড়াগুলো, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ওকে, ওর দিকে খাড়া করে রাখল কান। জন্তুগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে খড়ের একটা স্তূপের আড়ালে বসে পড়ল বয়েড, তাকাল এদিক-ওদিক।

কিছুটা দূরে, খালি কতগুলো বস্তার নীচে চাপা পড়ে আছে একটা ভালুকের-চামড়া। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে, পুরু হয়ে ধুলো জমেছে চামড়াটার উপর। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে যে-খুঁটির সঙ্গে সবগুলো ঘোড়ার লাগাম বাঁধা আছে সে-খুঁটির দিকে এগিয়ে গেল বয়েড। একে একে খুলে দিল সবগুলো ঘোড়ার বাঁধন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল শুধু জন্তুগুলো, কোনোভাবেই প্রতিবাদ করল না, মৃদু হ্রেষা ছাড়ল কোনো কোনোটা যা অস্বাভাবিক নয়।

কাজ শেষে খালি বস্তাগুলোর কাছে হাজির হলো বয়েড। সরাল ওগুলো, বের করল ভালুকের চামড়াটা। ধুলো জমলেও বিশ্রী একটা গন্ধ বের হচ্ছে ওটা থেকে। দু'হাতে চামড়াটা ধরল বয়েড, ছুট লাগাল সঙ্গে সঙ্গে, সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটার নাকেমুখে ছুঁড়ে মারল জিনিসটা।

কী এসেছে বুঝল না জন্তুটা, বোঝার ক্ষমতাও নেই; বিশ্রী গন্ধযুক্ত চামড়াটা নাকেমুখে আটকে গিয়ে ওটার দম বন্ধ করে দেয়ামাত্র আতঙ্কে পাগল হয়ে গেল,

সামনের দু'পা শূন্যে তুলে পাগলের মতো ছুঁড়ল কিছুক্ষণ। বাকি ঘোড়াগুলো বোধহয় ভাবল বিশাল কোনো প্রাণী হামলা করেছে, 'আক্রান্ত' সঙ্গীর দুরবস্থা দেখার আগেই ছুট লাগাল ওরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। একদৌড়ে আস্তাবল থেকে বের হয়ে একটা ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিল বয়েড।

কেবিনের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে তুমুল হুড়োহুড়ি করে সবচেয়ে কাছের উপত্যকাটার দিকে ছুটে পালাচ্ছে ঘোড়াগুলো। ঝোপের আড়াল ছেড়ে বের হলো বয়েড, বুকে হেঁটে এগোতে লাগল আবার, কেবিনের একধারে গিয়ে থামল। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে থাকা একদিকের দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে বসে থাকল মড়ার মতো।

হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে কেবিনের ভিতরেও। চেয়ার ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল কে বা কারা, পরমুহূর্তেই দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ভারী একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'ঘোড়াগুলো! পালাচ্ছে! ওদেরকে ছাড়ল কে?'

কণ্ঠটা চিনতে পারল না বয়েড, কিন্তু কণ্ঠের মালিকের প্রশ্নের জবাব দিল যে তাকে চিনতে বেগ পেতে হলো না ওর।

'ছাগল!' এক হুঙ্কারে কেবিন কাঁপিয়ে দিয়েছে ওয়ালেস। 'রিকো, তুমি ছাড়া আর কার কাজ এটা? মদের নেশায় চুর হয়ে আছো সেই বিকেল থেকে, ঠিকমতো বাঁধতেও পারোনি ঘোড়াগুলোকে।'

'কিন্তু...কিন্তু...'

'চুপ! আর একটাও কথা বলবে না। যাও, ধরে নিয়ে এসো সবগুলোকে। স্মিথ, তুমিও যাও রিকোর সঙ্গে।'

'কিন্তু,' এখনও ইতস্তত করছে রিকো, 'আমাদের কাছে একটা ঘোড়াও নেই। আমরা কি ছুটবো জন্তুগুলোর পিছন পিছন?'

'দরকার হলে তা-ই করবে, হাঁদারাম! কতক্ষণ আর ছুটবে ঘোড়াগুলো? বড়জোর আধমাইল গিয়ে নিজে থেকেই থেমে যাবে। যাও, সময় নষ্ট কোরো না, ফিরিয়ে নিয়ে এসে ভালোমতো বাঁধো ঘোড়াগুলোকে।'

দেয়ালের কোনা ঘেঁষে উঁকি দিল বয়েড। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে রিকো আর স্মিথ। বোঝাই যাচ্ছে চরম বিরক্ত দু'জনই—এই রাতে মদের বোতল ছেড়ে অবাধ্য ঘোড়া শাসন করতে কার ইচ্ছা করে?

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকল বয়েড। একসময় রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল রিকো আর স্মিথ। দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেছে ওয়ালেস অনেক আগেই। দেয়াল ঘেঁষে এগোতে শুরু করল বয়েড। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে সে আর থামছে। ভিড়ানো দরজার কাছে গিয়ে আবার থামল সে, কান পাতল। দু'জন লোক কথা বলছে ভিতরে। একজন ওয়ালেস, আরেকজনের কণ্ঠ চেনে না বয়েড।

'পাসি কোথায় যাচ্ছে, কী করছে না করছে, সব খবর যোগাড় করবে মোটু,' বলল ওয়ালেস। 'তারপর লোক মারফত জানিয়ে দেবে আমাকে। কাজেই এত চিন্তার কিছু নেই। ওরা যদি সামনের দিক দিয়ে আসে, তা হলে তো দেখতেই

পাবো। আর যদি পিছনের দিক আসে, তা হলেও অসুবিধা নেই, খবর পেয়ে যাবো।'

'কীভাবে?'

'বললাম না, মোটু খবর নেবে। নিজের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে সে পাসির মধ্যে, আড়ালে থেকে সব খবর পেয়ে যাচ্ছে নিয়মিত।'

'ওরা যদি আমাদেরকে ঘিরে ফেলে?'

হাসল ওয়ালেস। 'তা হলে মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাবো জঙ্গলের ভিতরে, লাইনক্যাম্পে। আগে থেকে চেনা না-থাকলে কারও বাবারও সাধ্য নেই গিয়ে হাজির হয় ওই জায়গায়। সুতরাং পরিস্থিতি এখনও আমার নিয়ন্ত্রণে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর হঠাৎ করেই অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গিতে হেসে উঠল ওয়ালেসের সঙ্গের লোকটা। বলল, 'মেয়েটা কিন্তু দারুণ! খাসা একটা মাল!'

'তা-ই নাকি?' হাসল ওয়ালেসও। 'কিন্তু...'

আর কিছু শুনল না বয়েড, শুনতে পেল না। এক নিমেষে রক্ত চড়ে গেছে ওর মাথায়। কান ভোঁ ভোঁ করছে ওর, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। প্রচণ্ড রাগে হাত কাঁপছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ আরও হারাল সে। পা তুলে প্রচণ্ড এক লাথি মারল দরজায়। হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা, সেখান দিয়ে ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল বয়েড।

টেবিলের এককোনায় বসে আছে ওয়ালেস আর ওর সঙ্গী। ওদের সামনে খোলা একটা মদের-বোতল, আর দুটো মগ। বয়েডকে এভাবে ঢুকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে তাকাল দু'জনই।

'পিস্তল বের করো, ওয়ালেস,' মৃদু কণ্ঠে বলল বয়েড, কিন্তু ওয়ালেসের চেহারা দেখে বোঝা গেল এত কঠোর হুমকি জীবনেও শোনেনি সে। দেরি করল না, চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতেই ছোবল দিল হোলস্টারে। বসা অবস্থাতেই পিস্তল বের করার চেষ্টা করছে ওর সঙ্গীও।

হোলস্টারে ছোবল দিল বয়েডও। ওর হাতে এত দ্রুত পিস্তল চলে এল যে, দেখে মনে হলো সে থাবা দেয়নি, অস্ত্রটাই নিজে থেকে চলে এসেছে। পর পর দু'বার গুলি করল সে, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল না একবার কি দু'বার।

প্রথম গুলিতে ফুটো হয়ে গেল ওয়ালেসের হৃৎপিণ্ড। ট্রিগার টানতে পারল না সে, তার আগেই লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। দ্বিতীয় গুলিতে বড় একটা গর্ত দেখা দিল ওর সঙ্গীর কপালে, প্রথমে কিছুক্ষণ কালো হয়ে থাকল গর্তটা, তারপর রক্তের ধারা গড়িয়ে নামতে লাগল নীচে, লোকটাও হেলে পড়তে লাগল পিছনের দিকে। আরও দু'বার ট্রিগার টানল বয়েড, মৃত্যু নিশ্চিত করল দুই শত্রুর।

ধোঁয়া কেটে যাচ্ছে, পাক খেয়ে এগোচ্ছে খোলা দরজার দিকে। বাতাসে পোড়া-বারুদের গন্ধ। হঠাৎ করেই ক্লান্ত লাগছে বয়েডের। দু'পা এগিয়ে গিয়ে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। চেয়ারসহ উল্টে পড়েছে ওয়ালেস, নিষ্প্রাণ খোলা চোখে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। ধরাশায়ী হওয়ার আগেই হাত থেকে খসে গেছে পিস্তলটা। ওর বুকের ফুটো দিয়ে বের হওয়া রক্ত শুষে নিয়ে লাল হয়ে

গেছে শার্ট। দ্বিতীয় লোকটা চেয়ার থেকে পড়ে যায়নি, আটকে গেছে কোনোভাবে; কুৎসিত মুখটা হাঁ হয়ে আছে, ভীষণ বিশ্রী লাগছে দেখতে।

হাতে সময় কম, জানে বয়েড। এই নিশুতি রাতে গুলির আওয়াজ পৌঁছে গেছে অনেকদূর, ওয়ালেসের সাঙ্গপাঙ্গরা ছুটে আসছে নিশ্চয়ই। অন্তত রিকো আর স্মিথ যে ফিরে আসবে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মুক্ত করতে হবে জেসিকে, পালানোর সুযোগ করে দিতে হবে; যতক্ষণ না পালাতে পারছে মেয়েটা ততক্ষণ যেভাবেই হোক আটকে রাখতে হবে শত্রুদের।

পিস্তলের খালি চেম্বারে বুলেট ভরতে ভরতে স্টোররুমের দিকে এগিয়ে গেল বয়েড। দরজাটা বাইরে থেকে তালা দেয়া। পিস্তল হোলস্টারে রেখে পাল্লার একপাশে দাঁড়িয়ে উঁচু কণ্ঠে ডাকল সে, 'জেসি?'

জবাবে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল একটা মেয়ে।

কাঁধ থেকে মাচেত্তোর রাইফেলটা খসাল বয়েড। অস্ত্রটার বাঁট দিয়ে জোরে বাড়ি মারল তালায়, পর পর তিন বার। ভেঙে গেল তালাটা। সজোরে লাথি হাঁকাল বয়েড, হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজা।

ভিতরে অন্ধকার। ভালোমতো দেখা যায় না সবকিছু। বয়েডকে যে-শিকলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেই একই শিকলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা মানুষকে। দেখা যাচ্ছে না ওকে, কালো কাঠামোটা চোখে পড়ছে শুধু। তবুও বোঝা যাচ্ছে একটা মেয়ে।

রাইফেলটা আবার কাঁধের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে ঝুলাল বয়েড। একছুটে এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওর দু'কাঁধ। আবেগঘন কণ্ঠে বলল, 'জেসি!'

ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতার মিশ্র আবেগ নিয়ে বলল, 'বয়েড!'

নীনাকে চিনতে পেরে বিমূঢ় হয়ে গেল বয়েড। ওকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল স্থাণুর মতো।

একলাফে উঠে দাঁড়াল নীনা, জড়িয়ে ধরল বয়েডকে। ওর বুকে মাথা রেখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে কেঁদেই ফেলল অঝোরে। এখনও বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছে না বয়েড, জেসির জায়গায় নীনা এল কীভাবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু টের পাচ্ছে মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। জোর করে নীনাকে নিজের বুক থেকে সরাল সে, কান্না থামানোর জন্য মেয়েটার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকি দিল।

'নীনা? জেসি কোথায়?'

'জেসি? তোমার বোন? জানি না তো! ওকেও কি নিয়ে এসেছে এখানে?'

বয়েড বুঝল, নীনার সঙ্গে জেসির ব্যাপারে কথা বাড়ানো বৃথা। জেসির ব্যাপারে কিছুই জানে না সে। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল সে, 'শিকলের চাবি কার কাছে?'

'নাম জানি না। ওদের নেতা হবে বোধহয় লোকটা। সবচেয়ে লম্বা-চওড়া।'

'দাঁড়াও, চাবি নিয়ে আসছি। কেঁদো না।'

একদৌড়ে সামনের ঘরে ফিরে এল বয়েড, গিয়ে দাঁড়াল ওয়ালেসের লাশের সামনে। ওর শার্টের পকেট, প্যান্টের পকেট হাতড়াতে লাগল। হঠাৎ শুনতে পেল, কারা যেন ছুটে আসছে কেবিনের দিকে। আপনা থেকেই থেমে গেল বয়েডের হাত, হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল সে। পরমুহূর্তেই কে বা কারা যেন হুড়মুড় করে উঠে পড়ল কেবিনের বোর্ডওয়াকে এবং একটুও দেরি না-করে ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে।

একটা লোক। ওর হাতে পিস্তল, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পুরো ঘরটা দেখছে সে। ওয়ালেস আর ওর সঙ্গীর লাশটা দেখল সে, দেখল ওয়ালেসের লাশের উপর উবু হয়ে বসে আছে বয়েড। মাত্র একটা মুহূর্ত চোখাচোখি হলো ওদের। তারপরই কোমরের কাছ থেকে গুলি করল লোকটা। বুলেট এসে ঢুকল প্রথমে চেয়ারের পায়ায়, তারপর কাঠ ভেদ করে ছ্যাঁকা দিয়ে গেল বয়েডের বাঁ কাঁধে। গুলি করল বয়েডও, পর পর তিন বার। বুকের বাঁ দিকে তিনটা বুলেটের এত জোরালো ধাক্কা সহ্য করতে পারল না লোকটা, পিছন দিকে টলমল ভঙ্গিতে খোলা দরজা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে গেল সে, পতনের আওয়াজ শোনা গেল পরমুহূর্তেই।

জায়গা পরিবর্তন করল বয়েড, যে-লোকটা চেয়ারে বসে মরেছে তার পিছনে পজিশন নিল। আরও কেউ হাজির হয় কি না দেখতে চাচ্ছে। না, এল না কেউ, কিন্তু একদিকের জানালার কাচ ভেঙে গেল—কেবিন থেকে কমপক্ষে ষাট গজ দূরে কোনো টিলার উপর অবস্থান নিয়েছে কেউ, আন্দাজ করল বয়েড, রাইফেল ব্যবহার করছে। বিচক্ষণ, মনে মনে বলল বয়েড, মুচকি হেসে হামাগুড়ি দিয়ে আবার এগিয়ে গেল ওয়ালেসের লাশের দিকে। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল চাবির গোছা।

দেরি না-করে ফিরে এল সে নীনার কাছে। ভয়ে আরও সাদা হয়ে গেছে মেয়েটা, কাঁপছে রীতিমতো। বাইরে কী হয়েছে একটু আগে সব দেখেছে খোলা দরজা দিয়ে।

কম্পিত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে বয়েডকে, 'তুমি...তুমি...ঠিক আছো?'

'হুঁ,' সময় বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলল বয়েড। শিকলের তালা খুলে ফেলল সে। 'দরজাটা বোধহয় বন্ধ করে যাওয়া উচিত ছিল আমার। খুনখারাবি হয়ে গেল তোমার সামনেই।'

কিছু বলল না নীনা, অসহায়ের মতো মাথা ঝাঁকাল শুধু।

'ওদেরকে না-মারলে ওরা আমাকে মারত,' বলল বয়েড।

'বুঝতে পারছি,' আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে নীনা। 'এদের কবল থেকে পালাতে পারবো আমরা?'

'জানি না,' সত্য কথাই বলল বয়েড। 'তবে চেষ্টা করবো। আমাকে সাহায্য করবে?'

'কীভাবে?'

'যা যা করতে বলবো করতে হবে, প্রশ্ন করা যাবে না। রাজি?'

'রাজি।'

'দাঁড়াও তা হলে, আসছি এখনই।'

আবার সামনের ঘরে ফিরে এল বয়েড। রাইফেলধারী কোথায় থাকতে পারে অনুমান করে নিয়ে সাবধানে এগোল টেবিলের দিকে। বড় লণ্ঠনটা জ্বলছে, ওটা হাতে নিয়ে এক ফুঁ-এ নিভিয়ে দিল। দরজার বাইরে, একটা বরগা থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে আরেকটা জ্বলন্ত লণ্ঠন; হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল বয়েড, সাবধানে নিশানা করল, তারপর গুলি করে উড়িয়ে দিল সলতে, নিভে গেল লণ্ঠন। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো কেবিন।

কাজ শেষে নীনার কাছে ফিরে এল বয়েড। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে মেয়েটার হাত ধরে টানল, বলল, 'চলো।'

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে ওর পিছু নিল নীনা।

স্টোররুম থেকে বের হওয়ার আরেকটা দরজা আছে, এটা দিয়ে ওয়ালেসের কেবিনে না-এসে সরাসরি বাইরে বের হওয়া যায়। ওই দরজার কাছে এসে থামল বয়েড। পকেট থেকে ম্যাচকাঠি বের করে জ্বালল, দেখল এই দরজাতেও তালা দেয়া। ওয়ালেসের পকেট থেকে বের-করা চাবির গোছাটা দিল সে নীনার হাতে, বলল, 'তালাটা খোলো।'

এক মিনিটের চেষ্টায়, একটার পর একটা চাবি ব্যবহার করে তালা খুলে ফেলল নীনা। হাতল ধরে মোচড় দিয়ে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল বয়েড। উঁকি দিয়ে বাইরে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর নীনাকে নিয়ে বের হয়ে এল। মেয়েটার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'মাটিতে নেমে যাও। হামাগুড়ি দিয়ে এগোবে। সবচেয়ে কাছের বোল্ডারের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। আমি আসছি।'

একইরকমভাবে ফিসফিস করে জানতে চাইল নীনা, 'আবার কী করবে?'

'শর্ত ছিল, কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।'

কথা না-বাড়িয়ে রওয়ানা হয়ে গেল নীনা।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর প্রথমে স্টোররুম, তারপর বড় ঘরে ফিরে এল বয়েড। লণ্ঠনটা হাতে নিল; ভিতরের সব কেরোসিন ছিটিয়ে দিল ঘরের মেঝেতে, দেয়ালে, কম্বলে। কাঁধ থেকে খসিয়ে হাতে নিল মাচেডোর রাইফেলটা, পকেট থেকে ম্যাচকাঠি বের করে জ্বালল, একদিকের দেয়ালে ছুঁড়ে দিয়েই দৌড় দিল স্টোররুমের দিকে। রাইফেলের আওয়াজ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে—টিলার উপর বসে থাকা লোকটা অন্ধকার কেবিনে ম্যাচকাঠি জ্বলে উঠতে দেখে গুলি চালাচ্ছে।

এক দৌড়ে নীনার কাছে চলে এল বয়েড। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা, ওর পাশে শুয়ে পড়ল বয়েডও। বলল, 'দূরে, কেবিন থেকে ষাট গজ মতো হবে, টিলার উপর রাইফেল নিয়ে বসে আছে কেউ। আমার কাছেও যে রাইফেল আছে জানে না বোধহয়। আগুন জ্বলতে দেখে কী করে সে দেখা যাক। যদি আড়াল ছেড়ে বের হয় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে শুইয়ে দেবো ওকে। আমি গুলি করতে শুরু করামাত্র হামাগুড়ি দিয়ে এগোবে তুমি, বার্নের ভিতরে গিয়ে ঢুকবে।

সেখানে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।'

কেবিনের আগুন বাড়ছে। চারদিকে এখন অনেক আলো। ষাট গজ দূরের টিলার উপরে যতগুলো পাথর আছে, যতগুলো ঝোপ আছে কোনোটাই আর অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। যে-পাথরের আড়ালে বয়েডরা আছে সেটাও আর অন্ধকারে নেই। কিন্তু ওদের একটা সুবিধা হলো, টিলার উপরে অবস্থান নেয়া লোকটা জানে না ওরা ঠিক কোথায় আছে। ওরা যে একসঙ্গে আছে তা-ও জানে না হয়তো। জানে না এক নাকি একাধিক ব্যক্তি হামলা করেছে কেবিনে, যে বা যারা হামলা করেছে তাদের পরিচয়। যদি বয়েডকে দেখেও ফেলে সে, চিনতেও পারে এবং বয়েডকে মারতে না-পারে বা বয়েডের হাতে মারা না-পড়ে, তা হলে শহরে গিয়ে সব বলে দিলে আদৌ কিছু যায় আসে কি? কার কাছেই বা বলবে সে? মোটু? কী করবে মোটু তখন?

টিলার উপরে থাকা লোকটা বোকামি করে বসল হঠাৎ। রণে ভঙ্গ দিল—এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেও ওয়ালেসের কোনো পাত্তা নেই দেখে সাহস হারিয়ে ফেলেছে বোধহয়। উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর হাতে রাইফেল নেই। বোল্ডারের আড়াল থেকে দেখল বয়েড, অস্ত্র ফেলে পালানোর ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগল ওর কাছে, তারপর সাবধানে নিশানা করে টান দিল সে রাইফেলের ট্রিগারে। যেমনটা অনুমান করেছিল সে, ওর কাছে রাইফেল থাকতে পারে ভাবেইনি ছুটন্ত লোকটা—দৌড়াতে দৌড়াতেই ঝাঁকি খেল সে, দূর থেকে দেখে মনে হলো হোঁচট খেয়েছে, তারপর একবার পিছনদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কী যেন বলে পড়ে গেল মাটিতে। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নীচে পড়তে লাগল সে, অথবা বলা ভালো ওর লাশ।

হামাগুড়ি দিয়ে বার্নের দিকে এগোতে শুরু করল নীনা। মেয়েটাকে অনুসরণ করতে যাবে, এমন সময় আবার গর্জে উঠল রাইফেল। বোল্ডারে প্রতিহত হয়ে অদ্ভুত আওয়াজ তুলল বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল বয়েড, দু'জন ছিল ঢালের উপর, যার কাছে রাইফেল ছিল সে অক্ষতই রয়ে গেছে। এদিকে আড়াল ছেড়ে বের হয়ে গেছে নীনা, যেভাবে ওকে বলে দিয়েছে বয়েড তা-ই করছে মেয়েটা—এগিয়ে চলেছে বার্নের দিকে। টিলার উপরে থাকা রাইফেলধারীর সহজ শিকার এখন সে।

বিড় বিড় করে নিজেকে গাল দিল বয়েড, রাইফেলের বোল্ট টেনে উঁকি দিল বোল্ডারের আড়াল থেকে। পজিশন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রাইফেলধারী, ধীরেসুস্থে নিশানা করছে হামাগুড়ি-দিয়ে-এগিয়ে-চলা নিরস্ত্র নীনার দিকে। এই লোকটা ধরেই নিয়েছে কেবিনের ভিতরে গুলির আওয়াজ, আগুন লাগানো, রাইফেল দিয়ে গুলি করে ওর সঙ্গীকে খুন করা—সব কিছুর জন্য মেয়েটাই দায়ী; ওর সঙ্গে কেউ থাকতে পারে ভাবেইনি।

গুলি করল বয়েড। প্রথম বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, চমকে গেল টিলার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা। আবার গুলি করল বয়েড, এবার লোকটার বাঁ হাঁটুতে গিয়ে বিঁধল বুলেট। চিৎকার করে উঠল সে, কাত হয়ে গেল একদিকে। সে সরে

যাওয়ার আগেই আবার ট্রিগার টানল বয়েড। এবার লোকটার বুকে বিঁধল বুলেট, আর কোনো চিৎকার করল না সে, উল্টে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বয়েড। দেখা যাচ্ছে না নীনাকেও। তার মানে ঠিকমতোই বার্নে গিয়ে ঢুকতে পেরেছে মেয়েটা। মনে মনে ভাগ্যকে হাজারবার ধন্যবাদ দিল বয়েড, আরেকটু হলেই মরেছিল নীনা আজ! হাত থেকে বুলেটশূন্য রাইফেলটা ফেলে দিল সে, দৌড় দিল বার্নের উদ্দেশে।

বার্নের ভিতরে, মেঝেতে বসে ছিল নীনা, হাঁটুতে মাথা রেখে দু'হাতে পা চেপে ধরে ফোঁপাচ্ছিল নিঃশব্দে। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল বয়েড, অনুজ্জ্বল লণ্ঠনের-আলোয় দেখল ওকে, কী বলা যায় ভাবছে।

'চলো, নীনা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল সে, 'হাতে সময় খুব কম আমাদের। তাড়াতাড়ি করতে হবে। ...তোমার সামনে এতগুলো লোককে খুন করতে হলো, তার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আর কোনো উপায়ও ছিল না। ওরা বেঁচে থাকলে আমরা মরতাম।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল নীনা, চোখ মুছল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমাকে বাসায় নিয়ে যাও, প্লিজ।'

'হুঁ। ঘোড়া লাগবে।'

'আছে তোমার? কোথায় রেখেছ?'

'আধ মাইল মতো দূরে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার সহজ কোনো রাস্তা চিনি না। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠতে হবে প্রায় দু'শ' ফুট, তারপর দড়ি বেয়ে আরও কিছুটা। পারবে?'

'পারবো।' বয়েডের কাঁধের ক্ষতটা হঠাৎ দেখে ফেলল নীনা। 'তুমি গুলি খেয়েছ?'

'আরে না,' পাত্তা দিতে চাইল না বয়েড। 'এই একটু ছড়ে গেছে আর কী।'

লণ্ঠনটা নিয়ে এল নীনা, ভালোমতো দেখল ক্ষতটা। গুরুতর কিছু নয় বোঝার পর আশ্বস্ত হলো। নিজের স্কার্টের নীচের দিক থেকে অল্প কিছুটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল দক্ষ হাতে।

কৌতুক বোধ করল বয়েড, একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেয়েটার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে এলে কীভাবে? একটা মেয়েকে ধরে আনা হবে বলছিল ওরা, কিন্তু ওদের কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম আমার বোন জেসিকেই ধরে আনবে বোধহয়।'

'যেতে যেতে বলি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল বয়েড। বার্ন থেকে বের হলো ওরা, যে-ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে বয়েড রওয়ানা হলো সে-ঢালের দিকে।

'সন্ধ্যার কিছু পরে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে যাই আমি,' খুব সাবধানে ঢাল বেয়ে একটু একটু করে উঠছে নীনা আর বলছে। 'খুব কাহিল লাগছিল। কোনোরকমে আস্তাবলে ঢুকাই আমার ঘোড়াটাকে। তারপর নিজে গিয়ে ঢুকি বাড়িতে। পেটে কিছু দানাপানি দেয়া দরকার ভেবে গেলাম রান্নাঘরে। তখনই

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ষণ্ডামার্কা এক লোক। টুঁ শব্দ করতেও মানা করল। শব্দ করা তো দূরের কথা, ওকে দেখে আমার এমনিতেই দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে আমাকে লিভিংরুমে নিয়ে এল সে। তখন কোত্থেকে যেন হাজির হলো আরেকজন। প্রথম লোকটা দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করল নোটটা জায়গামতো রেখেছে কি না। তারপর আমার মুখ বাঁধল ওরা যাতে চিৎকার করতে না-পারি, চোখ বাঁধল যাতে দেখতে না-পারি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর আমার ঘোড়ায় চড়িয়ে সারারাত পথ চলে নিয়ে এল এখানে। তবে একটা কথা, পথে বা এখানে আনার পর আমার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেনি ওরা কেউ। একফাঁকে ওই বিশাল লোকটা এসে আমার চোখ আর মুখের পট্টি খুলে দিয়ে যায়। তখন টুকটাক কিছু কথা হয় ওর সঙ্গে।'

কথা বলতে বলতেই হাজির হয়ে গেল ওরা ঝুলন্ত দড়িটার কাছে। বয়েড বলল, 'ভয় পেয়ো না, শক্ত করে বাঁধা আছে। এটা ধরে উঠে যাও, উপরে পৌঁছে দড়ি ধরে জোরে টান দিয়ো কয়েকবার, তোমার সিগনাল পাওয়ার পর রওনা হবো আমি।'

উঠতে গিয়েও থেমে গেল নীনা। 'এসবের মানে কী বয়েড? কারা লেগেছে আমাদের পিছনে?'

'জানি না,' সত্যি কথাই বলল বয়েড। 'শুধু জানি জোর করে টাম্বলিং আর-এর অর্ধেক, মানে আমার হিস্‌সাটা ডুভাল নামের এক লোকের জন্য লিখিয়ে নিয়েছিল ওয়ালেস, মানে তোমার ওই বিশাল লোক।'

'ডুভাল? মানে বাবা আর তুমি মিলে খুঁজছ যে-লোকটাকে? ডিনামাইট ফাটিয়ে লেক উড়িয়ে দিয়ে তোমাদেরকে আর আমাদেরকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে যে?'

'হুঁ। এতদিন ভাবতাম এই লোকটাই নাটের গুরু। কিন্তু এই ডুভালের পিছনেও কেউ আছে। বুল'স আই ও টাম্বলিং আর কেনার জন্য ডুভালকে টাকা দিয়ে কাজে নামিয়েছে ওই লোকটাই। ওয়ালেস আর ওর লোকদেরও ব্যবহার করেছে সে আমাদের বিরুদ্ধে।'

আর কোনো কথা হলো না। দড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল নীনা। চূড়ায় পৌঁছাতে অনেক সময় লাগল ওর। পৌঁছানোর পর সিগনাল দিল সে, তখন উঠতে শুরু করল বয়েড। উপরে উঠে দড়িটা খুলে ঠিকমতো গুটিয়ে নিল, এগোল ঘোড়া তিনটার দিকে।

এতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাগড়া হয়েছে জন্তুগুলো। নীনাকে পিন্টোর পিঠে চড়িয়ে দিল বয়েড। বুলেটভর্তি একটা পিস্তল দিল ওকে, নিঃশব্দে অস্ত্রটা নিল মেয়েটা, রেখে দিল স্যাডলব্যাগে। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল ওরা পশ্চিমদিকে—হর্সহেড অভিমুখে।

চলতি পথে মুখ খুলল নীনা, 'ফিরে কী করবে, বয়েড?'

'খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো আমাদের আসল শত্রুকে।'

ধীরগতিতে এগোচ্ছে ওরা। আরও ঘন হয়েছে অন্ধকার। তবে মেঘহীন

আকাশের পটভূমিতে পাহাড়, টিলা আর বোল্ডারগুলো ঠাহর করা যাচ্ছে। ট্রেইলটা চোখে পড়ে কি পড়ে না।

বয়েডের দিকে তাকাল নীনা। ইতস্তত করছে, কিছু বলবে বোধহয়। আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল বয়েড, অন্ধকারে ওর হাসি দেখা যাবে না বুঝে বলল, 'ওয়ালেসের এই আস্তানা একটা জেলখানা। মাথায় ঘিলু ছিল ব্যাটার। এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করেছে...'

'তখন বললে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে আসল শত্রুকে। তার মানে আরও খুন-খারাবি করবে তুমি?'

'আমাকে মেরে ফেলার জন্য কেউ যদি গুলি চালায়, আর আমি যদি মরতে না-চাই, তা হলে পাল্টা গুলি না-করে উপায় আছে?'

আরও সিকি মাইলের মতো এগোল ওরা বিনা কথোপকথনে। তারপর হঠাৎ রাশ টেনে ঘোড়া থেকে নামল বয়েড। স্যাডলবুট থেকে বের করল কারবাইন। নীনার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তুমি অপেক্ষা করো এখানে। কিছুটা এগিয়ে চারপাশ দেখে আসি আমি। পাসির কথা বলছিল ওয়ালেস, দলের কাউকে যদি এই ট্রেইলের কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকার আদেশ দিয়ে থাকে, সে তা হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। ...ফিরতে বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।'

কাছে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল নীনা। বয়েড বুঝল একদৃষ্টিতে ওকেই দেখছে মেয়েটা, কিছু একটা খুঁজছে ওর চেহারায়। কিছুক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'রক্তপাত ছাড়া আর কোনো উপায় নেই? একবার ভেবে দেখো, হর্সহেডে ফেরার পর থেকে কতজনকে...'

'কিচ্ছু করার নেই। হয় মরতে হবে না-হয় মারতে হবে। কথা বা আইন দিয়ে এই বিরোধ মীমাংসা করার সময় শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই।'

'তোমার মতো এত নিষ্ঠুর মানুষ আমি আর দেখিনি, বয়েড। আজ আমার সামনে যতজনকে খুন করলে, তোমার জায়গায় আমি থাকলে শহরে না-গিয়ে এই উপত্যকাতেই থাকতাম যতক্ষণ না এই সমস্যা সমাধানের জন্য রক্তপাত ছাড়া অন্য কোনো উপায় আমার মাথায় আসত।'

সরু চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল বয়েড। 'পশ্চিম বড় কঠিন জায়গা, নীনা। এখানে আবেগের এক পয়সা দাম নেই। যে যত বড় বাস্তববাদী, সে তত সফল।'

'বাস্তব মানেই কি পিস্তল, রাইফেল আর রক্ত?'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল বয়েড। 'আমাদের হাতে সময় কম, নীনা। শত্রুর এলাকায় আছি, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাওয়া উচিত। ...খোদাই জানে জেসির কী হাল করেছে ওরা! আর স্টিভকে তো মনে হয় খুন করে কবর দিয়ে ফেলেছে এমন কোনো জায়গায় হাজার খুঁজলেও যে-জায়গা বের করা যাবে না। আমার রানশ শেষ, সব শেষ।' বলতে বলতে দু'চোখ জ্বলে উঠল ওর, নিজেকে শান্ত রাখতে বেগ পেতে হলো ওকে। 'যাদেরকে আমি ভালোবাসি তাদেরকে কেড়ে নেয়া হবে আমার কাছ থেকে, সহায়-সম্বল বলতে যা কিছু ছিল

আমার সব দখল হয়ে যাবে; এরপরও যদি লড়াই না-করি তবে আমি কোন্ জাতের পুরুষ?'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল নীনা, কিছু বলল না।

'আর লড়াইটা কিন্তু আমি শুরু করিনি,' বলে চলল বয়েড। 'জেলখানা থেকে বের হওয়ার পর ঠিক করেছিলাম হাতই দেবো না পিস্তলে। সত্যিই দিতাম না, বাধ্য করা হয়েছে আমাকে। আটটা বছর জেল খেটেছি, আটটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। আর যে-ক'দিন বেঁচে আছি, যদি সুন্দরভাবে, কারও রক্তচক্ষু তোয়াক্কা না-করে বাঁচতে চাই, সেটা কি আমার অপরাধ হবে?'

'যদি সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য বার বার তোমাকে খুন করতে হয় তা হলে কি তা-ই করবে?'

'প্রয়োজন মনে করলে, ন্যায্য মনে করলে অবশ্যই করবো।'

লম্বা করে দম নিল নীনা। 'তা হলে তোমার ব্যাপারে যা শুনেছিলাম ঠিকই শুনেছিলাম। তুমি একটা পাষাণ। দয়া-মায়া বলতে কিছুই নেই তোমার ভিতরে। তুমি একটা খুনি।'

কথাটা শুনে কিছুটা হলেও চমকে উঠল বয়েড। 'নীনা,' অনুনয়ের সুরে বলল সে, 'বোঝার চেষ্টা করো। আমি খুন না-করলে এতক্ষণে খুন হয়ে যেতে তুমি। অথবা হয়তো...'

'চলে যাও,' শীতল কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'এখান থেকেই আলাদা হবো আমরা। সামনে কেউ থাকুক বা না-থাকুক, তোমাকে আর দরকার নেই আমার। ভাগ্যে যা আছে হবে।'

দাঁতে দাঁত পিষল বয়েড, একটা মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নীনার দিকে। তারপর সামলে নিল নিজেকে; এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, আরেক হাতে কারবাইন নিয়ে হাঁটা ধরল। কী ভেবে থেমে দাঁড়াল হঠাৎ, ফিরে এল নীনার কাছে। বলল, 'পিস্তলটা সঙ্গে রেখো। কাজে লাগতে পারে।'

'নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েছি আমি,' হতাশ কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'সঙ্গে পিস্তল থাকা না-থাকা এখন একই কথা আমার জন্য।'

'পশ্চিম সুবিধার জায়গার না, নীনা। এখানে বুদ্ধিমানরা নিজেদেরকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয় না।' বলে আর দেরি করল না বয়েড, হাঁটা ধরল।

ট্রেইলটা ক্রমশ উঁচু হয়েছে; একেবারে সামনের দিকে হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে গিয়ে মিশেছে একটা টিলার সঙ্গে, এই অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে। ধীরগতিতে কিছুটা পথ হাঁটল বয়েড, তারপর থেমে দাঁড়াল একটা বোল্ডারের আড়ালে, এদিক-ওদিক তাকাল। পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে টিলাগুলোকে ছায়ামূর্তি বলে মনে হচ্ছে। পাহাড়গুলো যেন বিশাল একেকটা দুর্গ।

এদিকে কি পাহারা বসাবে ওয়ালেস? কারও আসার সম্ভাবনা আছে এখান দিয়ে? খুব কম। পাহারাদার থাকলেও একজনের বেশি হবে বলে মনে হয় না। কিছুক্ষণ আগের লড়াই-এর শব্দ নিশ্চয়ই কানে গেছে লোকটার; কী করবে সে? আগের জায়গাতেই থাকবে? নাকি ওয়ালেসের পরাজয় দেখে কেটে পড়েছে

ইতোমধ্যেই? এখানে থাকলে বয়েড যখন নামল দড়ি বেয়ে তখন বাধা দিল না কেন?

থেমে দাঁড়াল বয়েড, ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই বুঝে এগোতে শুরু করল আবার। সাবধানে হাঁটছে, আলগা পাথর এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব। অবস্থান পাল্টাচ্ছে বার বার—যে-জায়গায় লোক থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে সে-জায়গা আর ওর মাঝখানে ঘোড়াটা নিয়ে আসছে নিজে সরে গিয়ে।

সামনে, ডানদিকে প্রশস্ত একটা টিলা। চূড়ায় বড় বড় দুটো বোল্ডার। পাহারাদার তো পরের কথা, একটা হাতিকেও যদি দাঁড় করিয়ে রাখা হয় ওগুলোর আড়ালে তা-ও দেখা যাবে কি না সন্দেহ। সতর্ক হলো বয়েড, কারবাইনটা কোমরে ঠেকিয়ে তাক করল বোল্ডারগুলোর দিকে যাতে আকাশের পটভূমিতে কোনো ছায়ামূর্তি দেখা যাওয়ামাত্র ট্রিগার টানতে পারে। আরও ধীর করল চলার গতি।

চারদিক হঠাৎ করেই কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। অনেকদূরে কোথাও গম্ভীর গলায় ডাকছে একটা প্যাঁচা, সেই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একটু পর পর। ওটার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছে বিষণ্ন একটা নাইটজার। পাহাড়ের ঢালে, পাথুরে ন্যাড়া উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিঃসঙ্গ কতগুলো কয়োট; থেকে থেকে ডেকে উঠে নিজেদের উপস্থিতির কথা জানাচ্ছে ওরা একজন আরেকজনকে, শুনে মনে হচ্ছে বিলাপ করছে সদ্য-মৃত কারও জন্য।

থেমে দাঁড়াল বয়েড, খুলে ফেলল বুটজোড়া এই নিস্তব্ধতায় ওগুলোর আওয়াজ শোনাবে কুচকাওয়াজের মতো। বুট দুটো স্যাডলব্যাগে ভরে ফিতে আটকাচ্ছে, হঠাৎ আপনা থেকেই থেমে গেল ওর আঙুল, মাটিতে নামিয়ে রাখা কারবাইনটা তুলে নিল এক ঝটকায়, কান পাতল।

ঢালের নীচে, দু'শ' কি বেশি হলে আড়াইশ' গজ দূরে, আলগা পাথরের সঙ্গে আবার ঘষা খেল কারও বুটের সোল, নুড়ি গড়িয়ে পড়ার অস্পষ্ট আওয়াজটাও শোনা গেল।

'কেউ দেখে ফেলেছে আমাকে,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল বয়েড, 'পিছু নিয়েছে আমার।'

বড় ওই বোল্ডার দুটো পর্যন্ত পৌঁছানোর সময় নেই। থাকলেও লাভ হতো না, আকাশের পটভূমিতে ওকে দেখে ফেলত অনুসরণকারী। ডানে-বাঁয়ে তাকাল বয়েড। বাঁয়ে, ওর ঘোড়ার মাথা সমান উঁচু দুটো পাথর, নিজেদের মাঝখানে চার-পাঁচ ফুট দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ওই প্রাকৃতিক ফাটলের ভিতরে ঢুকে গেল বয়েড, ঘোড়াসহ। এই ফাটলটা কোনো র‍্যাটলস্নেকের বাসাও হতে পারে, রাতের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য অথবা শুধু রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে এখানে আশ্রয় নিতে থাকতে পারে প্রাণীটা; কিন্তু এখন এ-রকম এক অবস্থা হয়েছে বয়েডের যে, পদে পদে ঝুঁকি না-নিয়ে উপায় নেই। কারবাইনটা আগের মতোই কোমরে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে, যদিও অনুসরণকারীর বুটের আওয়াজ আর শোনা

যাচ্ছে না, কিন্তু লোকটা যে আসছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ওর।

কান পাতল সে। হ্যাঁ, পাথুরে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে লোকটা। একটা কথা মনে পড়ল ওর হঠাৎ—এই নিস্তব্ধতায় কারবাইনের আওয়াজ কামান দাগার মতো শোনাবে পাহারাদার বলতে যদি কেউ থেকে থাকে আশপাশে এবং যদি কিছু টের না-পেয়ে থাকে লোকটা এখনও, তা হলে আজন্ম বধির হলেও এবার 'মার্ মার্' করতে করতে ছুটে আসবে।

সুতরাং কারবাইনটা ঢুকিয়ে রাখল সে স্যাডলবুটে, অপেক্ষা করতে লাগল খালিহাতে। ট্রেইল ছেড়ে যদি না-নামে অনুসরণকারী, তা হলে এই জোড়া পাথরের পাশ দিয়েই যেতে হবে ওকে; তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওর উপর। মাঝারি আকারের একটা পাথর তুলে নিল বয়েড মাটি থেকে, হাতাহাতির সময় কাজে লাগতে পারে জিনিসটা।

আরও কাছে চলে এসেছে লোকটা। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প, সেই শব্দও শোনা যাচ্ছে। বয়েডকে আশ্চর্য করে দিয়ে হঠাৎ থামল সে, একটা পাথরের উপর বসে পড়ল শব্দ করে। তারপর আর কোনো আওয়াজ নেই।

অপেক্ষা করতে লাগল বয়েড হাতে ধরা পাথরটা বড় না-হলেও বেশ ভারী, আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে আসছে দু'হাত। শেষে আর সহ্য করতে না-পেরে পাথরটা মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। সোজা হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। না, কোনো আওয়াজ নেই লোকটার। পাথরের উপর বসে পাথর হয়ে গেছে নাকি ব্যাটা?

মাথা তুলে উপরে তাকাল বয়েড। অল্প কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে। স্থির হয়ে আছে রাতের বাতাস। চেঁচামেচি থামিয়ে দিয়েছে নাইটজারটা, কয়োটদের কোলাহলও কমে গেছে। অপ্রশস্ত এই ফাটলের মধ্যে ঠিকমতো নড়াচড়া করতে না-পেরে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে ঘোড়াটা। একটু পরই নাক ঝাড়বে হয়তো, কিংবা আওয়াজ করে নিজের অস্বস্তির কথা জানান দেবে; পনেরো-বিশ হাত দূরে বসে থাকা লোকটা যদি এখনও টের না-পেয়ে থাকে তা হলে তখন বুঝে যাবে সব।

পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে নিঃশব্দে ফাটল থেকে বের হলো বয়েড। ভাবেই এগোল দু'তিন কদম, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল পাথরের কিনারা থেকে। চমকে উঠল।

পনেরো-বিশ হাত নয়, মাত্র সাত-আট হাত দূরে বসে আছে লোকটা। নড়ছে না একটুও, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েনি এটাও বোঝা যাচ্ছে; তার মানে গভীর কোনো ভাবনায় ডুবে আছে সে। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না বয়েড।

আঙুলের উপর ভর দিয়েই লাফ দিল সে, দু'লাফেই পৌঁছে গেল লোকটার কাছে। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। ওর চোয়াল সই করে ঘুসি মারল বয়েড, কিন্তু আলগা পাথরে পা পিছলে গেল ওর, তাই লাগল না ঘুসিটা ঠিকমতো। তাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেল লোকটা, ওর উপরে পড়ল বয়েড। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার গলা টিপে ধরল সে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল

লোকটা, বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল বয়েডের মুখটা নিজের মুখের কাছ থেকে যাতে দু'হাতে জোর না-পায় বয়েড এবং ডান হাত মুঠো করে একের পর এক ঘুসি মারতে লাগল বয়েডের খুলিতে। এবার তারা দেখার জন্য আর আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে হলো না বয়েডকে, প্রতিটা ঘুসির সঙ্গে অনেকগুলো করে তারা জ্বলে উঠতে শুরু করল ওর চোখের সামনে।

হঠাৎ করেই থেমে গেল ঘুসি, এমনকী বয়েডের মুখের উপর থেকে হাতও সরিয়ে নিল লোকটা। ততক্ষণে দুর্বল হয়ে পড়েছে বয়েডও, লোকটার কণ্ঠনালী ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে গেছে সে কিছুটা, মাটিতে বসা অবস্থাতেই কষে একটা লাথি মারল লোকটার পাঁজরে।

ব্যথায় কাতরধ্বনি বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে। চিৎকার করে বলল সে, 'তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে, বয়েড? আমাকে চিনতে পারছ না? খুনের নেশা দেখি পেয়ে বসেছে তোমাকে!'

'স্টিভ!' এতক্ষণে চিনতে পারল বয়েড। 'ঈশ্বর! আমি ভেবেছিলাম...ভেবেছিলাম বোধহয় তোমাকে খুন করে ফেলেছে ওরা।'

'না, ওরা আমাকে খুন করেনি, কিন্তু আরেকটু হলে তুমিই করতে কাজটা,' উঠে বসল স্টিভ, মুখ হাঁ করে দম নিতে লাগল, দু'হাতে চেপে ধরল বুকের বাঁ পাশ যেখানে লাথি মেরেছে বয়েড।

'তুমি এখানে কেন?' জিজ্ঞেস করল বয়েড। 'তোমাকে ধরার জন্য তো শহরে লোক পাঠানো হয়েছিল...'

'কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ আমাকে ধরতে পারেনি ওরা।'

'কী হয়েছিল?'

'পরে বলবো। ...তুমি কী করছ এখানে?'

'তুমি যা করছ,' হাসল বয়েড। 'কোনো পাহারাদার দেখেছ?'

'পাহারাদার? না, দেখিনি। সেই বিকেল থেকে ঘাপটি মেরে ছিলাম আমি এখান থেকে অনেকদূরের উঁচু একটা টিলার উপরে, বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে, কিন্তু কোনো পাহারাদার তো দেখলাম না।'

'আমাকেও দেখোনি?'

'এখান দিয়ে কোথাও গিয়েছিলে নাকি তুমি? যতদূর জানি এই জায়গা ওয়ালেসের আস্তানা, ওর সঙ্গে আবার কবে থেকে অভিসার শুরু হলো তোমার?'

স্টিভের কথা শুনে হাসল বয়েড। 'কেলভিনের মেয়ে নীনা আছে আশপাশে কোথাও। অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল ওকে, বেঁধে রাখা হয়েছিল ওয়ালেসের আস্তানায়।'

'তা-ই নাকি?'

স্টিভকে ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল বয়েড।

'কোথায় এখন মেয়েটা?' বয়েডের কথা শেষ হলে জানতে চাইল স্টিভ।

'জানি না। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের। বলল, আমি নাকি একটা খুনি, ওর ভাগ্যে যা আছে হবে, কাজেই ওকে ওর মতো একা ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে

আসি আমি।'

'হুঁ। চলো, উঠি,' তাগাদা দিল স্টিভ। 'শহরে যেতে হবে, কাজ আছে অনেক।'

আঠারো

শেরিফের অফিস থেকে বের হয়ে আস্তাবলে গিয়ে স্যাডল-পরানো একটা ঘোড়ায় চড়তে পাক্কা তিন মিনিট সময় লাগল ডেরিকের।

শহর ছাড়িয়ে উপত্যকায় হাজির হলো সে, এগোতে লাগল উত্তর দিকে। দৃষ্টিপথ থেকে যখন হারিয়ে গেল শহরটা, তখন ট্রেইল ছেড়ে নেমে পড়ল; দিক পাল্টে পুব অভিমুখী হয়ে চলতে লাগল দূরের পর্বতগুলোর উদ্দেশে। কিছুদূর এগোনোর পর শুরু হলো পাতলা জঙ্গল। আবার দিক পাল্টাল ডেরিক, এবার শহরের সঙ্গে এক সমান্তরালে এগোচ্ছে। মাইল তিনেক এগোনোর পর রেইলরোড-ট্র্যাকের দেখা পাওয়া গেল। তখন তৃতীয়বারের মতো দিক পাল্টাল সে, পুবে এগোতে লাগল আবার।

এলাকাটা পাথুরে, পার্বত্য। ক্রমশ খাড়া হতে হতে উপরের দিকে উঠে গেছে মাটি, বন্ধুর বিশাল ঢাল হয়ে নেমে এসেছে জায়গায় জায়গায়। অনতিদূরে রেইলরোড, সেটার একপ্রান্তে কাঠের একটা পুল। ওটার কাছাকাছি পৌঁছে থামল ডেরিক, নামল ঘোড়া থেকে। কয়েক হাত দূরে উঁচু আর ঘন মেসকিটের ঝোপ, সেখানে লুকাল ঘোড়াটা। তারপর কয়েক কদম সরে এসে কয়েকটা বেঁটে পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। পকেট থেকে কাগজ আর তামাক বের করে একটা সিগারেট বানাতে লাগল অলস ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন আসার শব্দ শুনতে পেল ডেরিক। ঘাড় উঁচু করে তাকাল সে। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে ধীরগতিতে ছুটে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আরেক ঢালের আড়ালে অদৃশ্য হলো যান্ত্রিক সাপটা। প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, এমন সময় শেষেরদিকের একটা বগির দরজা খুলে বাইরে লাফ দিল একটা লোক। মাটিতে পা পড়ার পর নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য দৌড়াল কিছুদূর, তারপর থেমে হাত নেড়ে বিদায় জানাল কাউকে।

পাহাড়ের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে একসময় মিলিয়ে গেল ট্রেনের গুমগুম আওয়াজ। ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আগন্তুক। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। আড়াল ছেড়ে বের হলো ডেরিক, হাত নাড়ল আগন্তুকের উদ্দেশ্যে। ওর দিকে এগিয়ে এল লোকটা। পরনে খাকি শার্ট, জিন্স আর ফিতাওয়ালা বুট। মধ্যবয়স্ক, চেহারাটা প্রকাণ্ড, দৃষ্টি স্থির। অনায়াসভঙ্গিতে একটা পাইপ কামড়ে ধরে আছে, ধোঁয়া ছাড়ছে একটু পর পর।

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে ডেরিকের দিকে তাকাল সে, হাত মেলাল। বলল,

'হ্যালো, কাউবয়!'

'হাউডি, টার্নার,' হাসছে ডেরিক। 'ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে না ভুলে গেছো?'

'দেখা যাক।'

ডেরিকের পিছনে উঠে বসল টার্নার। যে-ট্রেইল ধরে এসেছিল ডেরিক, সে-ট্রেইল ধরে ফিরে চলল দু'জনে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল টার্নার, এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর উসখুস করতে লাগল। শেষে একসময় আর চুপ করে থাকতে না-পেরে বলেই ফেলল, 'ব্যাপার কী? এভাবে আমাকে ডেকে এনেছ কেন? এত গোপনীয়তা কীসের? লুকিয়ে ট্রেনে উঠে অজায়গায় নামার জন্য ব্রেকম্যানকে এক বোতল হুইস্কি ঘুষ দিতে হয়েছে আমাকে। সুতরাং আসল ঘটনাটা বলে ফেলো তাড়াতাড়ি।'

'আসল ঘটনাটা অনেক লম্বা। আমিও ঠিকমতো জানি না সব। আর জানতে হলে আগে মুখ খুলতে হবে তোমাকে...'

'আমাকে মুখ খুলতে হবে! কীসের ব্যাপারে?'

'একটা রানশের ব্যাপারে,' সহজ কণ্ঠে বলল ডেরিক।

ভ্রূ কুঁচকাল টার্নার। 'রানশ? ভুল জায়গায় নিয়ে এসেছ আমাকে। আমার পেশা মাইনিং, রানশিং নয়। ওই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু বলতে পারবো, রানশাররা মাথায় হ্যাট পরে আর ঘোড়ায় চড়ে।'

'বিশেষ একটা রানশের ব্যাপারে আরও কিছু বলতে পারবে হয়তো। আপাতত চলো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়? কতদূর?'

'এই পনেরো মাইল দূরে।'

'আমাকে কিন্তু রাতের ট্রেনেই ফিরতে হবে।'

'স্যান সিদ্রো থেকে ট্রেনে উঠতে পারবে, অসুবিধা হবে না।'

'অতদূর গিয়ে ফিরে আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন...'

'লণ্ঠন আছে আমার সঙ্গে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

এরপর আর কথা হলো না। লেক ছাড়িয়ে টাম্বলিং আর-এর দিকে এগোতে লাগল ওরা। বাঁক নিয়ে রানশটার দিকে সোজা চলে গেছে একটা ট্রেইল, ওটা ছেড়ে নেমে পড়ল ডেরিক, অন্য একটা ট্রেইলে উঠল। একটানা এগোল বেশ কিছুক্ষণ, উত্তরদিকে। সামনে এখন পাহাড়ের সারি।

আরও আধঘণ্টা চলার পর হর্সহেডের সেই কুখ্যাত গোলকধাঁধাপূর্ণ উপত্যকার জটে হাজির হলো ওরা। ন্যাড়া উপত্যকার যতদূর চোখ যায় ছোট-বড় পাথর আর বেঁটে বোল্ডার। দেখে মনে হয় প্রকৃতি যেন স্বেচ্ছায় ভয়ঙ্কর কিছু আড়াল করতে চাইছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনাল, তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এল একসময়। বার বার এদিক-সেদিক তাকিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে বোঝার চেষ্টা করছিল টার্নার এতক্ষণ, অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে সে-চেষ্টা বাদ দিল। ডেরিক

এগোচ্ছে আর থামছে, কিছু খুঁজছে বার বার—কী, তা সে-ই ভালো বলতে পারবে; আলকাতরার মতো কালো এই অন্ধকারে কিছু চোখে পড়লে খোঁচা দিচ্ছে ঘোড়ার পেটে, আর না-পড়লে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে সম্ভবত কোনো গায়েবী আওয়াজ, তারপর এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। সময় যত গড়াচ্ছে নিজের উপর তত বিরক্ত হচ্ছে টার্নার—ডেরিক আধপাগল জেনেও কেন ওর সঙ্গে এতদূর আসতে গেল ভেবে।

মাথার উপর অসীম আকাশ, সেখানে অল্প কয়েকটা অনুজ্জ্বল তারা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভূতের মতো দেখাচ্ছে ওদের দু'জনকে। ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট আওয়াজ পাওয়া যায় শুধু, আর কিছু বলতে গেলে চোখে পড়ে না।

এভাবে ঘণ্টাখানেক এগোনোর পর থামল ডেরিক। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ছেড়ে দিলে পথ চিনে ফিরতে পারবে?'

'আমার তো মনে হয় তুমিও পারবে না কাজটা করতে,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল টার্নার। 'নিজেই পথ হারিয়ে বসে আছ কি না কে জানে!'

হাসল ডেরিক, নামল ঘোড়া থেকে। হেঁটে এগিয়ে গেল কিছুদূর, তারপর ফিরে এল। ধাতব একটা আওয়াজ শুনতে পেল টার্নার।

'লণ্ঠন,' বলল ডেরিক। 'ম্যাচ আছে না তোমার সঙ্গে? জ্বালাও দেখি, আলোর দরকার হবে এখন আমাদের।'

লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে ডেরিকের হাতে দিল টার্নার। দেরি না-করে হাঁটতে শুরু করল ডেরিক। ওর পিছু নিল টার্নার। ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে কেন এগোচ্ছে ওরা বুঝতে পারল এতক্ষণে। পায়ের নীচে উপত্যকার কালো মেঝে, তাতে অসংখ্য আঠালো ব্যাসল্ট-পাথরের ছড়াছড়ি। এখান দিয়ে চলতে গেলে নাল বা ক্ষুরের ফাঁকে আটকে গিয়ে খোঁড়া হতে সময় লাগবে না ঘোড়ার।

যত এগোচ্ছে ওরা, তত সরু হচ্ছে উপত্যকাটা। একসময় দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা পথের মাথায় এসে হাজির হলো দু'জনে। দু'দিকের দেয়াল এতটা চেপে এসেছে যে, দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে স্পর্শ করা যায় ইচ্ছা করলে। বাতাস কেমন ভেজা ভেজা, স্যাতস্যাঁতে একটা গন্ধ চারপাশে।

কিছুদূর এগোনোর পরই হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল পথটা, দু'জনে হাজির হলো পাতলা ঘাসে ছাওয়া সমতল একটা জায়গায়। চারদিকে দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পাহাড়—সারা পৃথিবী থেকে যেন আড়াল করে রেখেছে জায়গাটাকে। ব্যাসল্ট পাথর বলতে গেলে নেই মাটিতে, বরং ভালো করে তাকানোমাত্র আশ্চর্য হতে হলো টার্নারকে—বেশ কিছু বুটের-ছাপ দেখা যাচ্ছে।

'এসে গেছি,' ঘোষণা করল ডেরিক।

'কোথায়?' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে টার্নার। 'এবং আরও বড় কথা হচ্ছে, কেন?'

মাটিতে বসে পড়ল ডেরিক। সময় নিয়ে সিগারেট বানাল একটা। ধরিয়ে টানতে লাগল ধীরেসুস্থে। তারপর টার্নারের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'একমাস ধরে, কয়েকদিন এদিক-ওদিক হতে পারে, নিখুঁতভাবে মনে নেই আমার, এক লোককে

প্রায়ই দেখি এখানে এসে খোঁড়াখুঁড়ি করে। আমি জানতে চাই, কী খোঁজে সে?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল টার্নার, কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিল না ডেরিক। উঠে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিল হাতে, এগিয়ে গেল একদিকের দেয়ালের কাছে। ওকে অনুসরণ করল টার্নার। সামনে নিচু আর খুবই সরু একটা টানেল, ওটার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন নেড়ে ইঙ্গিত করল ডেরিক। ইশারাটা ধরতে পারল টার্নার, হামাগুড়ি দিয়ে টানেলের ভিতরে ঢুকে গেল সে। ওর পিছু পিছু ঢুকল ডেরিক।

ছোট্ট একটা খনিতে হাজির হলো ওরা। পাথরের ছোট ছোট টুকরোর মতো দানাদার সিলিকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যত্রতত্র। মাত্র পাঁচ গজ এগিয়েই প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়েছে খনিমুখ, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে পাল্টে গিয়েছে মাটির প্রকৃতি, একটা গুহার মতো বিস্তৃত হয়েছে প্রায় দশ গজ, তারপর হঠাৎ করেই প্রাকৃতিক এক পাহাড়ি দেয়াল সমাপ্তি টেনে দিয়েছে খনিটার।

বিড় বিড় করে কিছু বলতে বলতে লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখল টার্নার। অল্প কিছুদূরে, মাটিতে পড়ে আছে ছোট হাতলের ভারী একটা কুড়াল। জিনিসটা একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে পুরো গুহায় একবার চক্কর দিল টার্নার, তারপর ফিরে এল ডেরিকের কাছে। ডেরিক ততক্ষণে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস ভঙ্গিতে টানছে।

লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় ওর চাহনি দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো টার্নার। অবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল, 'ঈশ্বর! খনির মাটি আর দেয়ালগুলো দেখেছ?'

কিছু না-বলে মাথা ঝাঁকাল ডেরিক।

হাসল টার্নার। 'ওরকম ভারী কুড়ালের কোনো দরকারই নেই। তাল তাল সোনা ছড়িয়ে আছে এই খনিতে, ইচ্ছে করলে একটা পকেট-নাইফ দিয়ে যত খুশি খুলে নিতে পারে যে-কেউ।'

'তার মানে এগুলো যে সোনা সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই?'

'সন্দেহ? এখনও সন্দেহ!' আবার হাসল টার্নার। 'হিসেব না-করেই বলতে পারি, এই খনির ভিতরে কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনা আছে। পরিমাণে এত বেশি আর খাঁটি যে, মালিক ইচ্ছে করলে তার আস্তাবলের ঘোড়ার নাল লোহা দিয়ে না-বানিয়ে সোনা দিয়ে বানাতে পারবে।' ধূর্ত দৃষ্টিতে ডেরিকের দিকে তাকাল সে। 'এই খনির মালিক কে? তুমি?'

হেসে মাথা নাড়ল ডেরিক। 'আরে না। আমি মালিক হলে আমার খনিতে অন্য কাউকে খোঁড়াখুঁড়ি করতে দিতাম?'

'তার মানে ওই লোকটাই মালিক?'

'না, সে-ও না।'

'তার মানে...' কথা শেষ না-করে চুপ হয়ে গেল টার্নার।

'হ্যাঁ, তার মানে তুমি যা বুঝেছ সেটাই।'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল টার্নার। মুখ থেকে সরিয়ে অকারণেই দেখতে লাগল পাইপটা। 'এখন রাত, আর লণ্ঠনটাও তেমন শক্তিশালী না। দিনের আলোয় যদি আসতে পারতাম এখানে, মাটির গঠন আর সোনার সম্ভাব্য পরিমাণ

ও দাম সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম তোমাকে। ...এই খনির খোঁজ পেলে কীভাবে?'

'ওই গোলকধাঁধাপূর্ণ উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একদিন। আরও পশ্চিমে যাওয়ার নতুন কোনো ট্রেইল পাওয়া যায় কি না খুঁজছিলাম। ওই লোকটাকে দেখতে পাই তখন। খুব সাবধানে পিছু নিয়ে হাজির হই এখানে। ওর হাবভাব দেখেই বুঝতে পারি, খনিটা ওর না; যা সে করছে তা এক অর্থে চুরি ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু কিছু বলিনি ওকে—আসলে বলার মতো কিছু ছিলও না আমার, আর ওর সঙ্গে লড়তে গেলে পারতামও না। তারপর থেকে মাঝেমধ্যে এখানে আসতাম, লুকিয়ে থেকে দেখতাম লোকটাকে, খনির বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতাম ওর খোঁড়াখুঁড়ির আওয়াজ। একদিন সে চলে যাওয়ার পর ঢুকে পড়ি ভিতরে, তখন বুঝতে পারি আসল ঘটনা কী।'

'কিন্তু...এতদিন লুকিয়ে রাখলে কেন? আরও আগে কেন ডাকলে না আমাকে?'

'বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, এটা যে সোনার খনি বুঝতেই পারিনি। ওই লোকটা যদি এখানে খোঁড়াখুঁড়ি না-করত তা হলে এখানে যে একটা খনি আছে সেটাই হয়তো বুঝতে পারতাম না কোনোদিন।'

'এমনকী সন্দেহও জাগেনি তোমার মনে?'

'জেগেছিল। কিন্তু গোবরে যে পদ্মফুল ফুটে আছে ভাবতেও পারিনি। ধরেই নিয়েছিলাম, শুধু মাথা খারাপ হলেই এই বন্ধ্যা উপত্যকায় গাঁটের পয়সা খরচ করে গতর খাটিয়ে সোনা খুঁজতে আসতে পারে কেউ। আজ তোমার মুখ থেকে শুনে নিঃসন্দেহ হলাম।'

'এই খনির মালিকের কাছে গিয়ে যদি শুধু জানাও খবরটা, আমার তো মনে হয় চুমু দিতে দিতে তোমার গালের চামড়া তুলে নেবে ব্যাটা। তুমি চাইলে দু'চার হাজার ডলার বখশিশও দিয়ে দিতে পারে।'

'ব্যাটাছেলের ঠোঁটের নীচে গাল পেতে দেয়া অথবা ফাও টাকা কামানোর অভ্যাস আমার নেই। কোনো একটা র‍্যানশে চাকরি, তেজী একটা ঘোড়া, মাতাল হওয়ার জন্য দু'সপ্তাহ পর পর তিন দিনের জন্য ছুটি আর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকার জন্য যথেষ্ট জায়গা পেলেই আমি খুশি।'

হাসল টার্নার। 'তা, এখন কি তোমার সেই তিন দিনের ছুটি চলছে?'

হাসল ডেরিকও। 'অনেকটা সেরকমই। ...চলো, শহরে ফেরা যাক।'

খনি থেকে বের হয়ে আসার আগে চারদিকে আরেকবার চোখ বুলাল টার্নার। 'খনিটা কার? মানে, কার জায়গার মধ্যে পড়েছে এটা? আসলেই কোনো মালিক আছে, নাকি তোমার ওই রহস্যময় প্রস্পেক্টর নিতান্তই কপালগুণে...'

'না। মালিক আছে জায়গাটার। ...চলো, এখনই রওনা না-দিলে স্যান সিদ্রোতে গিয়ে ট্রেন ধরতে পারবে না।'

টার্নার বুঝল, এই জায়গার মালিক কে তা এখনই বলতে চাইছে না ডেরিক। বন্ধুর এই কথা গোপন করার প্রবণতায় কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও রাগ করল না সে,

জানে সময় হলে নিজে থেকেই বলবে ডেরিক।

উপত্যকার জট ছাড়িয়ে বের হয়ে এল ওরা, স্যান সিদ্রোতে যাওয়ার ট্রেইলে উঠল। ঘোড়ার গতি বাড়াল ডেরিক। ওর মনে চিন্তার ঝড় চলছে, গত কয়েকদিনে হর্সহেডে ঘটে যাওয়া কিছু কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা এখন জানা হয়ে গেছে ওর।

টাম্বলিং আর ছাড়িয়ে এসেছে, এমন সময় টার্নারের ডাকে ধ্যান ভাঙল ওর। 'শোনো, শুনতে পাচ্ছ? গুলির আওয়াজ না?'

'গুলি! কোথায়?'

'ওই দিকে,' ক্রমশ পিছনে পড়ে যাচ্ছে টাম্বলিং আর, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল টার্নার। 'যে-রানশটা ফেলে এলাম কিছুক্ষণ আগে সেখান থেকে এসেছে মনে হয়।'

তার মানে টাম্বলিং আর। ভ্রূ কুঁচকাল ডেরিক। জেসি শহরে, বয়েড বা স্টিভ কেউই নেই। তা হলে গুলি করছে কে এবং কেন?

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ডেরিক। 'এত রাতে গোলাগুলি...ব্যাপারটা কী, দেখা উচিত না আমাদের?'

'অবশ্যই।'

'চলো তা হলে।'

অন্ধকারে ডুবে আছে পুরো টাম্বলিং আর। আস্তাবলের পাশে ঘোড়া থামাল ডেরিক, অপেক্ষা করতে লাগল টার্নারের জন্য।

'ঠিক শুনেছ তো?' এদিক-ওদিক তাকাল ডেরিক। 'এখানেই গোলাগুলি হয়েছে?'

'তা-ই তো মনে হয়,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে টার্নারও। 'এত অন্ধকার কেন? এটা রানশ না কবরস্থান?'

'চলো দেখি কেউ আছে কি না,' প্রস্তাব দিল ডেরিক।

ঘোড়া থেকে নেমে রানশহাউসের দিকে এগিয়ে চলল দু'জনে। বাড়িটা ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে, আবছা একটা কাঠামোর মতো মনে হয়। পিছনের দিকের দরজায় হাজির হলো ডেরিক, কান পাতল। না, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কান খাড়া রেখে পুরো বাড়ির চারপাশে চক্কর দিল সে একবার। কোনো শব্দ নেই।

টার্নারের পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'আমার মনে হয় ভুল শুনেছ তুমি। এখানে গোলাগুলি হয়নি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল টার্নার, এমন সময় মৃদু একটা কাতরধ্বনি শোনা গেল বাড়ির সামনের দিক থেকে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ডেরিক, শব্দের উৎস লক্ষ করে এগোতে লাগল ধীর পায়ে। কাতরানোর আওয়াজটা শোনা গেল আবার। কোত্থেকে আসছে শব্দটা বুঝে ফেলল ডেরিক। সদর-দরজার কয়েক ফুট বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা কটনউড, গাছটার তলায় কালো একটা স্তূপের মতো পড়ে আছে একটা মানুষ। পিস্তল তাক করে লোকটার দিকে এগিয়ে চলল ডেরিক,

ওর পিছন পিছন টার্নার।

লোকটার কাছে গিয়ে কী মনে হলো ডেরিকের—পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল সে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে একটা কাঠি জ্বালল।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা। আশপাশের মাটি রক্তে ভেজা। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে চিত করল ডেরিক। একনজর দেখেই চিনতে পেরে বলল, 'ব্লেক। বয়েডদের রানশের কিছু জায়গার একজন অবৈধ দখলদার।' নিভু নিভু হয়ে এসেছে জ্বলন্ত কাঠিটা, ওটা ফেলে দিয়ে আরেকটা কাঠি ধরাল সে, ভালোমতো দেখল ব্লেককে, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। 'আশা নেই।'

কিন্তু আশা আছে—বোঝানোর জন্যই হয়তো নড়ে উঠল ব্লেক। দুর্বল কণ্ঠে, অনেকটা ফিসফিসানির মতো করে বলল, 'কে?'

নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডেরিক, 'কী হয়েছে?'

'পানি...'

কাছের চালাঘরের দিকে এগিয়ে গেল টার্নার। ঝুঁকে পড়ে ব্লেককে ভালোমতো দেখতে লাগল ডেরিক। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনা কী?'

'ওরা...আগুন লাগানোর চেষ্টা করছিল...'

'ওরা মানে কারা?'

'জানি না। দু'জন...লেকের ব্যাপারে...বয়েডকে বলার জন্য...তখন দেখি কেরোসিন ছিটাচ্ছে...আমার পিস্তল কেড়ে নিল...তোমাদের ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে পালাল...পানি...'

ভাঙাচোরা একটা পাত্রে পানি নিয়ে এল টার্নার, অল্প অল্প করে ঢেলে দিতে লাগল ব্লেকের মুখে। সময় নিয়ে গিলল ব্লেক। পানি খাওয়ানো শেষ হলে ওকে দেখে মনে হলো, শক্তি কিছুটা হলেও ফিরে পেয়েছে বেচারা।

'কোন্‌দিকে গেছে ওরা?' ব্লেককে আবারও প্রশ্ন করল ডেরিক।

'বলতে পারবো না।'

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ডেরিক, 'ঘাবড়িয়ো না, তোমার আঘাত গুরুতর না।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল ব্লেক। ওর আঘাত গুরুতর নয় কি না তা ভালোমতোই জানে সে। বলল, 'আমার সময় হয়ে গেছে। ভাগ্য ভালো, তোমরা এসে পড়েছ—মরার আগে একটু পানি খেয়ে যেতে পারলাম।'

ওর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে রাতের আকাশটা দেখল ডেরিক অকারণেই। তারপর বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল কাকে যেন। কাজের কথায় ফিরে এল, 'কী পিস্তল ছিল তোমার কাছে?'

'স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন, পয়েন্ট থ্রি এইট। হাতলের কিছুটা অংশ ভাঙা।'

'ওদেরকে কি...আসলেই দেখোনি তুমি? অন্তত ওদের কথাবার্তা তো শুনেছ, নাকি?'

'দূর থেকে দেখে মনে করেছিলাম বয়েড। কী করছে দেখার পরও ভুল ভাঙল না আমার, কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে ড্র করল দু'জনই, পেট ফুটো হয়ে গেল আমার। জ্ঞান হারানোর আগে, খেয়াল আছে, একজন এগিয়ে এল আমার দিকে, জোরে লাথি মারল আমার চেহারায়। হাসল, পিস্তল বের করে নিল আমার হোলস্টার থেকে....'

'কিছু বলেনি?'

'জানি না...জুয়া...বাজি...টাকা...' একবার হেঁচকি তুলল ব্লেক। 'আর কী যেন...'

'সঙ্গের লোকটাকে নাম ধরে ডেকেছিল একবারও?'

জবাব পাওয়া গেল না। টার্নারের হাত থেকে পাত্রটা নিল ডেরিক, কিছুটা পানি ঢেলে দিল ব্লেকের মুখে। কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সবটুকু পানি, গিলল না ব্লেক, নড়লও না আর।

উঠে দাঁড়াল ডেরিক, এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। কাছে গিয়ে আরেকটা ম্যাচকাঠি জ্বালল। ঠিকই বলেছিল ব্লেক। একটা জানালা ভাঙা, ওখান দিয়ে কেরোসিনের গন্ধ আসছে। ভিতরে উঁকি দিল ডেরিক। কেরোসিনে-ভেজানো লতাপাতা আর বেশ কিছু ডাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ঘরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেরিক, টার্নারের কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি সঙ্গে না-গেলে স্যান সিদ্রোতে ফিরতে পারবে না পথ চিনে নিয়ে?'

'স্যান সিদ্রোতে যাবো না,' নিচু, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল টার্নার।

'যাবে না! তা হলে কোথায় যাবে?'

'তোমার সঙ্গে। যেখানে যাবে।'

'পাগলামি কোরো না। বউ-বাচ্চা আছে তোমার। আমি এখন যেখানে যাবো, বুঝতেই পারছ মুখের কথায় নয়, গরম সীসা দিয়ে সবকিছুর মীমাংসা হবে সেখানে।'

'ওই মীমাংসাটা আমি দেখতে চাই,' টার্নারের কণ্ঠ আগের মতোই অবিচল।

লম্বা করে দম নিল ডেরিক। 'ব্লেককে গুলি করে ওরা ভেবেছিল মারা গেছে বেচারা। তাই জুয়া, বাজি, টাকা এসব নিয়ে কথা বলেছে। আগুন লাগানোর জন্যই এসেছিল ওরা, লাগাতও হয়তো, কিন্তু আমাদের আওয়াজ পেয়ে কাজ না-সেরেই পালিয়েছে। ভেবেছে বয়েড আর স্টিভ ফিরে আসছে, ওদের সঙ্গে লাগার সাহস পায়নি। জুয়া খেলার জন্য এখান থেকে সবচেয়ে কাছের জায়গা একটাই—হর্সহেড। আমার মনে হয় ওখানে গেলে ওই দুই খুনিকে পাওয়া যাবেই। ...যাবে আমার সঙ্গে?'

উত্তর না-দিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল টার্নার।

উনিশ

তামাক-পোড়া ধোঁয়ায় বলতে গেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফ্রেড। সেলুনের একদিকের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। চারপাশে গিজগিজ করছে লোকজন। অভ্যস্ত হাতে দ্রুতগতিতে কার্ড শাফল করে দিচ্ছে একজন জুয়াড়ি, তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে অনেকে।

থেকে থেকে এদিকে-সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ফ্রেড। কখনও কখনও চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কাছের জুয়ার টেবিলগুলোর উপর। দেখে মনে হচ্ছে উৎসব লেগে গেছে 'থ্রি স্টার'-এ, উৎফুল্ল জনতার মাতামাতি দেখে বিকল্প কিছু ভাবার উপায়ও নেই অবশ্য।

পরনের শার্টের হাতায় হঠাৎ একটা টান অনুভব করল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল, সেলুনেরই এক পরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। ওকে তাকাতে দেখে আলতো করে মাথা ঝাঁকাল লোকটা, তারপর ভাঁজ-করা একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। কাগজটা নিল ফ্রেড, ভাঁজ খুলে পড়ল:

রুমে চলে এসো এখনই।

স্টিভ

বার্তাবাহক চলে যাচ্ছিল, পিছু ডেকে ওকে থামাল ফ্রেড। জিজ্ঞেস করল, 'কে দিয়েছে এটা?'

'জানি না। বারটেণ্ডারের কাছে দিয়ে গেছে কেউ, তোমাকে দেখতে পেয়ে আমাকে দিয়ে পাঠাল সে।'

'মাইক কোথায়?'

থ্রি স্টার-এর মালিকের নাম মাইক।

ফ্রেডের প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে এদিক-ওদিক তাকাল লোকটা। 'এখানেই দেখেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। দরকার?'

কিছু না-বলে মাথা ঝাঁকাল ফ্রেড। ওর চেহারার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল আগন্তুক, তারপর উধাও হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

খেলা থামিয়ে ওদের দু'জনের কথোপকথন শুনছিল সবচেয়ে কাছের টেবিলের জুয়াড়িরা, খেলায় মন দিল ওরা আবার। জমকালো সুট আর চেক টাই পরা মধ্যবয়স্ক, টেকো আর দশাসই এক লোক এগিয়ে এল ফ্রেডের দিকে। মুখ থেকে অলসভঙ্গিতে সিগার নামিয়ে বলল, 'শুনলাম আমাকে নাকি খুঁজছ তুমি?' আশপাশের টেবিলগুলোর দিকে তাকাল একবার। 'কোনো সমস্যা?'

'কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে,' সংক্ষেপে জানাল ফ্রেড।

ওকে নিয়ে এককোনায় সরে এল সেলুনের মালিক মাইক। 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেলো! আমার হাতে একদম সময় নেই। সবে জমতে শুরু করেছে আজকের সন্ধ্যাটা।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল ফ্রেড, সেটা থেকে বের করল একটা কার্ড। মাইকের দিকে বাড়িয়ে ধরল কার্ডটা। হাতে নিয়ে পড়ামাত্র মাইকের ঘন ভ্রূ-জোড়া উপরে উঠে গেল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে, ঠিকমতো বোঝা গেল না। ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলাম। কিন্তু সমস্যাটা কী?'

'আপাতত জানার দরকার নেই তোমার। যেহেতু তোমার এখানে পেশাদার জুয়াড়ির ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিলাম এ-ক'দিন, তাই তোমাকে আভাস দিয়ে রাখাটা দরকার মনে করছি।'

'কোনো সাহায্য লাগলে...'

'লাগবে না। আমি একাই পারবো। ...আগামীকাল হয়তো চলে যাবো আমি। তবে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো।'

ভিড় ঠেলে ড্যান্সহলের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওখানে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাল একবার, তারপর দ্রুতপায়ে হাজির হলো দরজার কাছে। পকেট থেকে নোটটা বের করে মেলে ধরল চোখের সামনে, অনুজ্জ্বল আলোতেই পড়ল আবার। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বলল, 'স্টিভের হাতের লেখা আগে না-পড়লে এই ধোঁকাবাজিটা ধরতে পারতাম না। আর ধোঁকাবাজিটা ধরতে না-পারলে...' কথা শেষ না-করে দরজা খুলে বাইরে বের হলো সে। ধীরেসুস্থে হেঁটে গিয়ে হাজির হলো হোটেলে।

নতুন এক ক্লার্ক বসে আছে রিসেপশন কাউন্টারে। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর পর ফ্রেডকে আপাদমস্তক দেখল সে একবার, তারপর চিনতে পারল। কত নম্বর রুমের চাবি এগিয়ে দেবে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'সতেরো নম্বর না, মিস্টার ফ্রেড?'

মাথা ঝাঁকাল ফ্রেড। চাবিটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'ষোলো নম্বর রুমের চাবিটা কি নিয়ে গেছে কেউ?'

কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ক্লার্ক। রেজিস্টারের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিল, 'না, এখনও খালিই আছে ঘরটা।'

'ওই ঘরটাই আমার দরকার।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলল ক্লার্ক, কিন্তু ফ্রেডের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল, একটা শব্দও উচ্চারণ করল না।

'আর শুধু ওই ঘরটাই নয়, ষোলো আর সতেরো নম্বর ঘরের মাঝখানে যে-দরজাটা আছে, সেটার চাবিও লাগবে।'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'ষোলো নম্বর ঘরটা চাচ্ছেন, দেয়া যাবে। কিন্তু দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটার চাবি নেই, হারিয়ে গেছে।'

কথা না-বাড়িয়ে ষোলো নম্বর রুমের চাবিটা নিল ফ্রেড, তারপর হাঁটা ধরল সিঁড়ির উদ্দেশে। কী হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে বুঝতে না-পেরে মাথা চুলকাতে লাগল

ক্লার্ক।

পা টিপে টিপে দোতলায় হাজির হলো ফ্রেড। হাঁটতে শুরু করার আগে থামল কিছুক্ষণের জন্য, বুট খুলে রাখল একপাশে, হোলস্টারের ফিতে আলগা করল। দ্রুত ড্র করল দু'বার। সন্তুষ্ট হয়ে হল ধরে এগোতে লাগল ধীর পায়ে, বিড়ালের মতো নিঃশব্দে।

হলটা ইংরেজি 'এল' আকৃতির। সতেরো নম্বর কক্ষটা হলের পিছনের দিকে, একপ্রান্তে। যত এগোচ্ছে গতি তত ধীর হচ্ছে ফ্রেডের, বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ষোলো নম্বর রুমের কাছে পৌঁছে থামল কয়েক মুহূর্তের জন্য, দরজায় কান লাগিয়ে শুনে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করল ঘরে কেউ আছে কি নেই। তারপর নিঃশব্দে তালা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। বাতি না-জ্বালিয়ে এগিয়ে গেল দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটার দিকে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল চারপেয়ে জন্তুর মতো, দরজার ওপাশে কেউ আছে কি না জানার জন্য নিচু হয়ে উঁকি দিল। না, কোনো আলো নেই, একেবারে স্থির হয়ে আছে সব, হাঁটাচলা করছে না কেউ, এমনকী কোনো শব্দও নেই। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে উঠে দাঁড়াল ফ্রেড, এগিয়ে গেল জানালার দিকে। একদৃষ্টিতে মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকল বাইরের অন্ধকারের দিকে, তারপর মুচকি হেসে গিয়ে দাঁড়াল ঘরের এককোনায় রাখা ওয়াশস্ট্যাণ্ডের কাছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা তোয়ালে খুঁজে পেল সে। ওয়াশস্ট্যাণ্ডে রাখা পানির কলসিতে ডুবিয়ে ভালোমতো ভেজাল তোয়ালেটাকে। তারপর কলসি আর তোয়ালে নিয়ে হাজির হলো দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটার কাছে। সময় নিয়ে, খুব সাবধানে আর একেবারে নিঃশব্দে পানি ঢালতে লাগল দরজার নীচের কার্পেটে, কলসি থেকে। চোষ কাগজের মতো পানি শুষে নিতে লাগল কার্পেট, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, পানি গিয়ে হাজির হলো পাশের ঘরের কার্পেটেও। কাজ শেষে উঠে দাঁড়াল ফ্রেড, কেরোসিন ল্যাম্পটা নিয়ে এল, সলতে খুলে আগেরবারের মতো কেরোসিন ঢেলে দিতে লাগল কার্পেটের উপর। সাপের মতো এঁকেবেঁকে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলো সবটুকু কেরোসিন। একটা ম্যাচকাঠি জ্বেলে কার্পেটে আগুন ধরিয়ে দিল ফ্রেড, ভেজা তোয়ালেটা রাখল হাতে। এদিকের কার্পেটেও ছড়িয়ে পড়ল আগুন, দ্রুত হাতে নিভিয়ে ফেলল সে। তারপর তোয়ালেটা গুঁজে দিল দরজার নীচে, যাতে আগুন সহজে এ-ঘরে আসতে না-পারে। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে এল হলে।

দু'দরজার মাঝখানে দশ কদমের মতো ব্যবধান, ঝড়ের গতিতে দূরত্বটুকু পার হলো ফ্রেড। দরজায় কান লাগিয়ে শুনল একটা মুহূর্ত। ফিসফিস করে কথা বলছে কারা যেন, ফিসফিসানিতে উত্তেজনার ছাপ। তালায় চাবি ঢুকিয়ে দিল ফ্রেড, হাতলটা মোচড় দিয়েই ঢুকে গেল ঘরে।

কার্পেটের যে-জায়গায় আগুন জ্বলছে, সে-জায়গাটুকু বাদ দিয়ে বললে ঘরটা অন্ধকার। দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটার কাছে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে হাড় জিরজিরে একটা লোক, খালি হাতেই চাপড় মেরে আগুন নেভানোর চেষ্টা

করছে। লোকটা দীর্ঘদেহী, পরনে মলিন পোশাক, মাথায় ধূসর চুল। ওর পিছনে ভেজা একটা তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান। আগুন নেভানোর কাজে এতই ব্যস্ত দু'জনে যে, ফ্রেডের উপস্থিতি টেরই পেল না কেউ।

'তারপর?' ফ্রেডের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'খবর কী তোমাদের? শরীর ভালো?'

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ড্যান। ওর সঙ্গের লোকটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার আগুনের কথা ভুলে গেছে দু'জনই।

'আমাকে নাকি দেখা করতে বলেছ?' আবারও জিজ্ঞেস করল ফ্রেড।

অবস্থাটা বুঝতে আধ মুহূর্ত সময় লাগল হাঁ-করে-দাঁড়িয়ে-থাকা ড্যান আর ওর সঙ্গীর। ড্যানের দিকে চট করে একবার তাকাল লম্বা লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ড্যান। এবং পরমুহূর্তেই হাতের তোয়ালেটা ছুঁড়ে মারল ফ্রেডের নাক-মুখ লক্ষ্য করে।

এরকম কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল ফ্রেড। তোয়ালেটা উড়ে আসছে দেখামাত্র ড্র করল সে। বিড়ালের মতো ক্ষিপ্রগতিতে নড়ে উঠল ওর দু'হাত, একজোড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল ওর কোমরের দু'পাশে। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দিকে ঝাঁকি খেল ড্যানের শরীরটা, অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল সে।

তোয়ালেটা এতক্ষণে গিয়ে পড়ল ফ্রেডের মুখে। হাতে পিস্তল ধরে রেখেই মুখে থাবা দিল সে, সরিয়ে দিতে চাইল তোয়ালেটা। মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট হলো। কমপক্ষে আরেকবার গুলির আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করে থাকল ফ্রেড, ভাবল ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে ওর, পিস্তল বের করে ফেলেছে ড্যানের সঙ্গী। কিন্তু গুলি করল না কেউ। মুখের উপর থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে ফেলল ফ্রেড।

আগুন নিভে গেছে আপনাথেকেই। ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার এখন। উৎকণ্ঠিত হয়ে একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল ফ্রেড। না, কোনো নড়াচড়া নেই, বদ্ধ ঘরে বিস্ফোরণের আওয়াজ নেই, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেই। তোয়ালেটা ঘরের এককোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল ফ্রেড, তারপর একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল। দেখল, পিছাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে দরজার কাছের আগুনের উপর পড়েছে ড্যান, তাতেই নিভে গেছে আগুন। ওর ডান হাতটা কোটের ভিতরে, শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরে আছে। বুকের বাঁ দিকে আর কপালে দুটো ফুটো নিয়ে খোলা চোখে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে ছাদের দিকে, টাটকা রক্তের স্রোত দু'জায়গাতেই।

কিন্তু উধাও হয়ে গেছে লম্বা লোকটা। পিস্তল হাতে নিয়েই দৌড় দিল ফ্রেড, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বাইরের হলে। এদিক-ওদিক তাকানোমাত্র বুঝে গেল কী ঘটেছে।

লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো হল। একেবারে শেষমাথায় ফায়ার এসকেপ—প্রশস্ত একটা দরজা, সেখান দিয়ে প্যাঁচানো সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। খুলে হাঁ হয়ে আছে দরজাটা, করিডরের একপ্রান্তে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে কাঠের ভারী হুড়কো। পিস্তল হাতেই দৌড়ে গিয়ে

দরজাটার কাছে হাজির হলো ফ্রেড।

নীচে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দৌড়ে পালাচ্ছে কেউ, ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল পরিষ্কার। শব্দ লক্ষ করে গুলি করতে গিয়েও করল না ফ্রেড। পিস্তল ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে, বিড়বিড় করে গাল দিল, তারপর নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

বিশ

শহরে ঢোকার মুখে টার্নারকে বলল ডেরিক, 'দেখো, তোমার সঙ্গে এ-সবের কোনো যোগাযোগ নেই। ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়েছো তুমি। তোমার ভালো চাই বলেই বলছি, গোলাগুলি হলে নিজের পিঠ বাঁচিয়ো, বীরত্ব দেখাতে গিয়ে কিছু করে বোসো না। বেঘোরে মারা পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ না।'

হাই রেঞ্জ সেলুনের সামনে থামল ওরা। সেলুনটা যেমন লোকে ভর্তি, সামনের হিচর্যাকটাও তেমনই ঘোড়ায় ঠাসা। ঠেলে, ধাক্কিয়ে, গুঁতো দিয়ে নিজের ঘোড়ার জন্য জায়গা করে নিতে হলো ডেরিককে।

ব্যাটউইং দরজার দিকে এগোতে যাবে, কী মনে হওয়ায় ঘুরে দাঁড়াল সে। আবার ফিরে এল হিচর্যাকের কাছে। নিজের ঘোড়াটা যে-কোনায় বেঁধেছে, গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। নিচু কণ্ঠে আদুরে কথা বলতে বলতে খুব কাছ থেকে দেখতে লাগল প্রতিটা ঘোড়াকে। নীলচে-কালো একটা ঘোড়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে হঠাৎ। এখনও হাঁপাচ্ছে জন্তুটা, ডেরিক কাছে যাওয়ায় ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রেইলের আরও কাছে চলে গেল ডেরিক, ঘোড়াটার নাকে-মুখে হাত বুলিয়ে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল ওটাকে, শান্ত করার চেষ্টা করল। যখন বুঝল ওকে আর ভয় পাচ্ছে না জন্তুটা, তখন বোর্ডওয়াক ছেড়ে নেমে এল নীচে, রেইল টপকে চলে এল ঘোড়াটার আরও কাছে। এবার ঘাড়ে, গলায়, পেটে হাত বুলিয়ে দিল। হ্যাঁ, যা সে ভেবেছিল ঠিক তা-ই– এখনও ঘাম পুরোপুরি শুকায়নি।

স্যাডলের দিকে তাকাল ডেরিক। ক্যান্টলের পিছনে একজোড়া স্লিকার দেখা যাচ্ছে, কায়দা করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ক্যান্টল হাতড়ে দেখল ডেরিক, অন্য কিছু আছে বলে মনে হলো না ওর।

ফিরে যেতে গিয়েও গেল না ডেরিক, ঘোড়াটার কাছে চলে এল আবার। একটা ম্যাচকাঠি জ্বেলে উবু হলো, নীচের মাটি দেখতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। চকচকে কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। মাটি থেকে জিনিসটা তুলে নিল

সে—পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের খালি একটা কার্তুজ।

জিনিসটা দেখে বিড়বিড় করে কী যেন বলল টার্নার, ঠিক বোঝা গেল না।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ডেরিক। ব্যাটউইং দরজাটার দিকে তাকাল একবার। তারপর তাকাল নাক বরাবর সামনের দিকে। সেলুনের দরজার দিকে মুখ দিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে একটা বাকবোর্ড। হিচর‍্যাকের কাছে জায়গা পায়নি বোধহয়, তাই ওই জায়গায় বাকবোর্ডটা দাঁড় করিয়ে রেখেছে মালিক। ঘোড়ার সারি থেকে বের হয়ে ওদিকে এগিয়ে গেল ডেরিক।

বাকবোর্ডটার কাছে এসে ওটাতে চড়ল সে, পিছু হটে গিয়ে দাঁড়াল পিছনের দিকের দরজার একপাশে। সোজা সেলুনের দিকে তাকিয়ে আছে সে, ব্যাটউইং ছাড়িয়ে ভিতরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে সহজেই। দরজাটার উপরে একটা এবং ভিতরে আরও দুটো জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলছে, এক সারিতে।

বোর্ডওয়াকের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে টার্নারও, কৌতূহলী দৃষ্টিতে বন্ধুর কাজ দেখছে।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ডেরিক, লণ্ঠনগুলোর দিকে তাক করল। তারপর, টার্নারকে আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিয়ে রক্ত-হিম-করা কণ্ঠে হুবহু ইণ্ডিয়ানদের অনুকরণে চিৎকার করে উঠল, 'ইয়ে-এ-ওউ-ই-ইইই!'

ভেঙে খানখান হয়ে গেল হাই রেঞ্জের বাইরের নিস্তব্ধতা। ডেরিকের ওই চিৎকারে এমন কিছু একটা ছিল যে, শোনামাত্র পাগল হয়ে গেল সবগুলো ঘোড়া, তীক্ষ্ণ হ্রেষায় মুখরিত হয়ে উঠল চারপাশ। পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কোনো কোনো ঘোড়া, হিচর‍্যাকের সঙ্গে বাঁধা লাগাম ছিঁড়ে পালানোর জন্য পাগল হয়ে গেল। ওদেরকে আরও পাগল বানানোর জন্য সেলুনের দিকে একের পর এক গুলি করতে লাগল ডেরিক। পর পর তিনটা বুলেটের আঘাতে একে একে নিভে গেল সেলুনের একসারির লণ্ঠনগুলো। এমনিতেই হট্টগোল চলছিল ভিতরে, বাতি নিভে যাওয়ায় সেই শোরগোল যেন পরিণত হলো সম্মিলিত আর্তনাদে। দিক পাল্টাল ডেরিক, সেলুনের সামনের দিকে জানালা দুটো লক্ষ্য করে গুলি করল দু'বার। চুরমার হলো কাচ, ব্যাটউইং ঠেলে হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে উল্টে পড়ল কয়েকজন। অস্থির হয়ে উঠল বাকবোর্ডের ঘোড়াগুলো, ছুটে পালাতে চাইল, ব্রেক নামানো থাকায় সুবিধা করতে পারল না, ডেরিকের পায়ের নীচের পাটাতন দুলতে লাগল এপাশে-ওপাশে। লাফিয়ে মাটিতে নামল সে।

ডেরিকের বুলেটের জবাব বুলেট দিয়েই দিতে শুরু করল কেউ, সেলুনের ভিতর থেকে। কিন্তু কাকে গুলি করতে হবে জানে না লোকটা, আরও বড় কথা হামলাকারী কোথায় আছে জানা নেই ওর। তাই বেশিরভাগ বুলেটই হলো ঊর্ধ্বমুখী, নিষ্ফল। বার বার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে ব্যাটউইং, একের পর এক লোক বেরিয়ে আসছে বাইরে, সমবেত হচ্ছে বোর্ডওয়াকের উপর। ভয় কাটিয়ে উঠে আস্তে আস্তে উন্মত্ত হচ্ছে ওরা। চিৎকার, অভিশাপ আর অশ্রাব্য গালিগালাজের কারণে কান পাতা দায়।

জানে আলকাতরার মতো অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তাই ধীরেসুস্থে হেঁটে পিস্তল লোড করতে করতে নীলচে-কালো ঘোড়াটার কাছে ফিরে এল ডেরিক। কী ভেবে বাঁ দিকের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, গুঁজল কোমরের বেল্টে। ডান হোলস্টারের ফিতে বাঁধল আলগা করে। তারপর ঘোড়াটার লাগাম খুলে নিল হিচর‍্যাক থেকে। জন্তুটার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে চড়ে বসল স্যাডলে। সরে গেল না ঘোড়াটা, কোনোরকম গোঁয়ার্তুমিও করল না, কিন্তু আগে বাড়ার কোনো লক্ষণও দেখা গেল না ওটার মধ্যে। ডেরিকও যেতে চায় না কোথাও, তাই চুপ করে বসে থেকে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল জন্তুটার সঙ্গে।

বোর্ডওয়াক থেকে কালো একটা মূর্তি লাফিয়ে নামল মাটিতে, এগিয়ে আসতে লাগল হিচর‍্যাকের দিকে। কাঠের রেলিং টপকাল নিচু হয়ে, দ্রুত চলে এল নীলচে-কালো ঘোড়াটার কাছে। তারপর হঠাৎ করেই টের পেল লাগাম খুলে ফেলা হয়েছে ওর ঘোড়ার, কেউ বসে আছে স্যাডলে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। চুপ করে থাকল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর নিচু কণ্ঠে ধমক দিল, 'কানা নাকি তুমি? নামো আমার ঘোড়া থেকে। এটা আমার!'

'ও তা-ই নাকি?' ডেরিকের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'আসলে আমার এত তাড়া ছিল যে, নিজের ঘোড়াটাও ঠিকমতো খুঁজে বের করতে পারিনি, তোমার ঘোড়ায় চড়ে বসে আছি।' হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে করতে স্যাডল ছেড়ে নামল সে, মাটিতে পা দিয়েই পিস্তলের নল ঠেকাল আগন্তুকের পেটে। 'টুঁ শব্দ করবে অথবা কোনো কেরামতি দেখানোর চেষ্টা করবে, স্রেফ ফুটো হয়ে যাবে তোমার পেট, তারপর হাজার সেলাই করলেও কোনো ফায়দা হবে না।'

কিছু বলতে গেল লোকটা, কিন্তু পেটে পিস্তলের নলের শক্ত খোঁচা খেয়ে চুপ হয়ে গেল।

'মুখে তামাকের গন্ধ,' বলে চলল ডেরিক, 'তার মানে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। অর্থাৎ পকেটে দেয়াশলাই আছে। একটা কাঠি জ্বালাও তো, তোমার চাঁদমুখটা দেখি একটু।'

ধীরেসুস্থে একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল আগন্তুক। আগুনের অস্পষ্ট আলোয় লোকটার চেহারা দেখল ডেরিক।

না, পরিচিত কেউ না। ডেরিকের চেয়ে প্রায় এক হাত লম্বা, গালে দু'সপ্তাহের না-কাটা দাড়ি, বিচ্ছিরি আর নোংরা পোশাক পরনে এবং চোখে-মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ।

'এসবের মানে কী?' জানতে চাইল লোকটা।

ওকে আপাদমস্তক দেখল ডেরিক। হোলস্টারে দু' দুটো পিস্তল, আরও একটা দেখা যাচ্ছে কোমরের বেল্টে। বাঁ হাত দিয়ে টান মেরে পিস্তলটা বের করে নিল ডেরিক। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন, পয়েন্ট থ্রি এইট।

'ক'টা পিস্তল লাগে তোমার?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডেরিক। 'দুটো দিয়ে কাজ হয় না?'

'পোকার খেলে জিতেছি আমি পিস্তলটা,' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিল লোকটা।

সেলুন থেকে যারা বের হয়ে এসেছিল, তারা প্রথমে বাকবোর্ডটার কাছে জড়ো হয়েছিল, আসল নাটক কোথায় হচ্ছে বুঝতে পেরে একজন-দু'জন করে এগিয়ে আসছে ডেরিকদের দিকে; ওদেরকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টার্নারকেও দেখা গেল ওদের মধ্যে।

'আবার বলো,' গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করল ডেরিক। 'সবাইকে শুনিয়ে বলো।'

সমবেত জনতার দিকে একবার তাকাল আগন্তুক। তারপর উঁচু কণ্ঠে বলল, 'পোকার খেলে জিতেছি আমি ওই স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তলটা।'

লোকটার কাছ থেকে এক পা-দু' পা করে পিছিয়ে গেল ডেরিক। এক চুল নড়েনি ওর পিস্তলের নিশানা; লণ্ঠন নিয়ে হাজির হয়েছে দু'একজন, অনুজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে অস্ত্রটা। আগের চেয়েও গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'এবার সত্যি কথাটা জানাও সবাইকে। তা না হলে স্রেফ ঝাঁঝরা করে ফেলবো তোমাকে, গোরখোদকারদের কষ্ট হবে তোমার লাশের টুকরোগুলো ঠিকমতো কবরে নামাতে। বলো, ব্লেককে নিজের হাতে খুন করেছ তুমি, তারপর ওর স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়েছ।'

কিছু বলল না আগন্তুক।

জনতার ভিড় থেকে কথা বলে উঠল কেউ, 'কোন্ ব্লেক? বয়েডদের রানশ টাম্বলিং আর-এ থাকত যে?'

'হ্যাঁ,' কণ্ঠের কাঠিন্য কমেনি ডেরিকের, পিস্তলের নিশানাও সরেনি।

ডেরিক আর আগন্তুকের কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। এখন কী ঘটবে ভালোমতো জানা আছে ওদের।

স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা প্যান্টের পকেটে রেখে দিল ডেরিক, নিজের পিস্তলটা রাখল ডান দিকের হোলস্টারে। তারপর টেনে টেনে বলল, 'কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ, ড্র কর্। খুনি, পিস্তল বের কর্।'

কিন্তু ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আগন্তুক, নড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না লোকটার মধ্যে।

কবরের নীরবতা নেমে এসেছে রাস্তায়। কেউ কোনো কথা বলছে না।

কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল আগন্তুকের, মাথা হেঁট হয়ে গেল, আস্তে করে সরে গেল সে ডেরিকের সামনে থেকে। ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল বোর্ডওয়াকের দিকে, চালচলনে এমন ভঙ্গি যেন তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওকে।

হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তল বের করে ছুঁড়ে মারল ডেরিক, অস্ত্রটা গিয়ে পড়ল আগন্তুকের পায়ের কাছে। 'শয়তান!' চিৎকার করে বলল ডেরিক, 'পিস্তলে তোর কেরামতি কতখানি জানা হয়ে গেছে সবার। আয়, খালিহাতেই তোকে পিটিয়ে লাশ বানাবো আজ।'

শেষ কথাটায় বোধহয় খুশি হলো আগন্তুক, ডেরিকের পিস্তলটাকে পায়ের

কাছে পড়তে দেখে আরও বাড়ল ওর খুঁশি। ধীরেসুস্থে ঘুরল সে, মুচকি হেসে হাত বাড়াতে গেল হোলস্টারের দিকে।

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে জায়গা পরিবর্তন করল ডেরিক। একইসঙ্গে বের করে আনল কোমরে গোঁজা পিস্তলটা। মাটিতে পা পড়ামাত্র গুলি করতে শুরু করল সে। পর পর পাঁচবার নীলচে-কমলা আগুন উগড়ে দিল ওর পিস্তল, পর পর পাঁচবার ঝাঁকি খেয়ে উঠল আগন্তুকের শরীর। মুখের খুশি বিদায় নিল বেচারার, কিছু একটা বলতে চাইল সে কিন্তু বলতে পারল না, দেখে মনে হলো ওর হাঁটু দুটো শরীরের ভার সহ্য করতে না-পেরে বেঁকে গেল আপনা থেকে। তারপর একসময় পুরোপুরি ভাঁজ হয়ে গেল, উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে, নিষ্প্রাণ দেহটা ঠাঁই নিল রাস্তার ধুলোয়।

'কারও কিছু বলার আছে?' নিস্তব্ধ জনতার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ডেরিক।

'জী আছে,' শেরিফ কলিন্সের অসহিষ্ণু ভারী কণ্ঠ শোনা গেল এতক্ষণে, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে সে। 'এসবের মানে কী জানতে চাই আমি।'

ধরাশায়ী আগন্তুকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। লণ্ঠন কেড়ে নিল একজনের হাত থেকে, তারপর ভালোমতো দেখল মৃত লোকটাকে। মুখ তুলে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডেরিকের দিকে। কিছু বলল না ডেরিক, ওর কাছে আর কিছু জানতেও চাইল না কলিন্স। জনতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে, 'এই লোকটাকে চেনো কেউ?'

'নাম জানি,' জবাব দিল একজন। 'অ্যাণ্ডি। কোথায় থাকে, কী করে, জানতে চেয়ো না, বলতে পারবো না।'

'আমি জানি,' দু'কদম আগে বেড়ে এসে শেরিফের মুখোমুখি দাঁড়াল আরেকজন। 'ওয়ালেসের হয়ে কাজ করত এই লোক। থাকত ওর আস্তানাতেই।'

মাথা ঝাঁকাল কলিন্স। 'এবার ওকে গোরখোদকারের আস্তানায় নিয়ে যাও কেউ। বলবে আমি পাঠিয়েছি, ওর সৎকারের কাজ যেন শুরু করে দেয়।'

হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিকই আণ্ডারটেকার। ভিড়ের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল দু'জন, অ্যাণ্ডির লাশটা তুলে নিল, রওয়ানা দিল হার্ডওয়্যার স্টোরের দিকে।

ডেরিকের দিকে তাকাল শেরিফ। 'আমার অফিসে এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'ওই শুয়োরটাকে খুন করার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করবে নাকি?'

'না,' বিরক্ত হয়ে চেহারা বিকৃত করল কলিন্স। 'বললাম না কথা আছে? যদি তারপরও সন্দেহ থাকে তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিতে পারো।'

টার্নার আর আরেকজন লোক রওয়ানা হলো ডেরিকের সঙ্গে। সবাই মিলে হাজির হলো শেরিফের অফিসে। দরজা খুলে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেল কলিন্স, কারণ ল্যাম্প নিভিয়ে গিয়েছিল সে, এখন দেখা যাচ্ছে জ্বলছে সেটা। ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে দু'জন লোক। তার মানে ওরাই জ্বালিয়েছে

ল্যাম্পটা। ওদেরকে দেখামাত্র থমকে গেল কলিন্স—বয়েড আর স্টিভ।

'বাহ্,' কলিন্সের কণ্ঠে খাঁটি ব্যঙ্গ, 'হর্সহেডে দেখি আজ উৎসব শুরু হয়েছে। ঝামেলা পাকানোর আর জায়গা পেলে না তোমরা? সবাই মিলে যুক্তি করে হাজির হয়েছ নাকি শহরে?'

'তোমার বকবকানিটা একটু থামাও, শেরিফ,' স্বভাবসুলভ ধীরস্থির ভঙ্গিতে বলল স্টিভ। 'কাজের কথা বলতে এসেছি আমরা, কথা শেষ হলে চলে যাবো।'

নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল শেরিফ। ডেরিক আর ওর সঙ্গে আসা লোকগুলো সুবিধাজনক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

'এবার যত তাড়াতাড়ি পারো তোমাদের কাজের কথাগুলো শুরু করে দাও,' বলল শেরিফ। 'একেকজনের ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে এমন সব কথা জানো যা আমার চোদ্দগুষ্ঠিও শোনেনি কখনও। আমার অজান্তে কী ঘটছে আমার রাজ্যে জানা দরকার আমার।'

টাম্বলিং আর-এ ড্যানকে কী কী বলেছিল ডুভাল বলল স্টিভ, তবে সংক্ষেপে, গুছিয়ে। চোখে-মুখে বিতৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকল বয়েড। ওয়ালেসের আস্তানা থেকে শহরে আসার পথে স্টিভের কাছ থেকে সবই শুনেছে সে। স্টিভের কথা শেষ হলে বলতে শুরু করল সে—কীভাবে ধরা পড়েছিল ওয়ালেসের সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে এবং নিজের 'ওস্তাদের' ব্যাপারে কী কী বলেছে ওয়ালেস। গোলকধাঁধাপূর্ণ উপত্যকার লড়াই আর নীনাকে বাঁচানোর কথাও বলল সে, জানাল আলাদাভাবে চলে এসেছে নীনা, মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়নি ওর।

সবশেষে মুখ খুলল ডেরিক, অ্যাণ্ডিকে কেন মারতে হলো, কী হয়েছিল বলল। কিন্তু টাম্বলিং আর-এর কাছাকাছি যে ছিল ওরা, সে-কথাটা চেপে গেল। টার্নারের সঙ্গে দেখা হলো কীভাবে তা-ও বলল না।

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' ডেরিকের বক্তব্য শেষ হলে মুখ খুলল স্টিভ, 'এত কিছুর আসল কারণটা কী। ওরা রানশ আর মাইনটা চায়, কিন্তু কেন? এখন কানাকড়িও দাম নেই ও-দুটোর। লেকটা ধ্বংস করে দিয়ে ওরা নিজেরাই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে সব। তারপরও চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে মুঠোর মধ্যে পেয়ে যায় বুল'স আই আর টাম্বলিং আর। কেন?'

'আমি জানি কেন,' বলল ডেরিক। 'অন্তত টাম্বলিং আর কেন চায় ওরা সেটা বলতে পারবো নিশ্চিত করে।'

স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বয়েড। 'কেন?'

টার্নারের দিকে তাকাল ডেরিক। 'তুমিই বলো।'

'সোনা,' এক শব্দে বলল টার্নার।

'সোনা?' বুঝতে পারল না বয়েড। 'কিন্তু আমাদের রানশে সোনা আসবে কোত্থেকে? তুমি কি বুল'স আই-এর কথা বোঝাতে চাচ্ছ?'

'না, টাম্বলিং আর-এর কথাই বলছে টার্নার,' বলে ড্যান যে-জায়গায় কাজ করত সে-জায়গার বর্ণনাসহ টার্নারকে সঙ্গে নিয়ে পুরো এলাকা ঘুরে আসার ঘটনা বিস্তারিত বলল ডেরিক।

'অর্থাৎ,' ডেরিকের কথা শেষ হলে নিচু কণ্ঠে বলল বয়েড, 'জেসি, মানে আমার বোনকে ঠকিয়ে সব একাই মেরে দেয়ার মতলবে ছিল ড্যান?'

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল ডেরিক।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কলিন্সের দিকে তাকাল বয়েড। 'আমি চললাম, শেরিফ। যাওয়ার আগে বলে যাচ্ছি, ওই শকুনটাকে খুন না-করা পর্যন্ত ফিরবো না। যেদিন যেখানেই পাবো...'

'জেসি!' নিচু কণ্ঠে বলল স্টিভ, যেন কিছু মনে করিয়ে দিতে চাইছে বয়েডকে।

ওর দিকে তাকাল বয়েড, কী বোঝাতে চাইছে স্টিভ বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল ক্লান্ত ভঙ্গিতে। দেখে মনে হলো হাল ছেড়ে দিয়েছে সে, বোঝাপড়া করতে চাইছে বিক্ষুব্ধ মনের সঙ্গে। নিজের একমাত্র বোনের স্বামীকে খুন করতে পারবে না সে কিছুতেই। ড্যান যে জেসির গায়ে হাত তুলেছে সে-কথা এখনও বয়েডকে বলেনি স্টিভ, জানে বললে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়ে যাবে বয়েডের, ড্যানকে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে যাবে সে। ড্যান একটা দুর্বৃত্ত, সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর প্রতি জেসির আবেগ এখনও আগের মতোই আছে কি না নিশ্চিত হওয়ার আগে চূড়ান্ত কিছু ঘটুক চায় না স্টিভ। হাজার হোক মেয়েমানুষ, ওদের মতিগতি এক স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ জানে না। দেখা যাবে ড্যানের কিছু হলে হয়তো জেসিই কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে।

বসে পড়ল বয়েড, ওর চোখে-মুখে হতাশা।

'কী করা যায় এখন?' জিজ্ঞেস করল কলিন্স।

'আমাদের হাতে করার মতো একটা কাজই আছে— ডুভালকে ছেড়ে দেয়া।' জবাব দিল স্টিভ।

'ডুভালকে ছেড়ে দেয়া!' দেখে মনে হলো আকাশ থেকে পড়েছে কলিন্স। 'এত আয়োজন করে ধরার পর এখন ছেড়ে দেবো? কেন?'

'ওকে ছেড়ে দিলে নাটের গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করবেই সে কোনো-না-কোনোভাবে। তখন ধরা যাবে শয়তানটাকে।'

'আর যদি যোগাযোগ না-করে? তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ ভয় পায়নি ডুভাল? ছাড়া পাওয়ামাত্র সব বাদ দিয়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি সে? যেহেতু সে ধরা পড়েছে, তাই তথাকথিত নাটের গুরু কিন্তু ধরেই নেবে আমার কাছে কিছু-না-কিছু বলেছে সে। তা হলে যোগাযোগ করেও তো কোনো লাভ হচ্ছে না ওর, তা-ই না?'

'ব্যাপারটা ওর দিক দিয়ে চিন্তা না-করে আমাদের দিক দিয়ে ভেবে দেখো,' এতক্ষণে মুখ খুলল বয়েড।

'ভাবাভাবির কিছু নেই,' একগুঁয়ের মতো বলল কলিন্স। 'তোমরাই বললে ওই লোকটা অপরাধী, তাই ওকে জেলে ঢুকালাম। এখন আবার তোমরাই বলছ ওকে ছেড়ে দিতে। ...কী করতে পারে না-পারে সে-অনুমানের উপর ভিত্তি করে একটা ক্রিমিনালকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। ...খেলা পেয়েছ? একবার বলবে যাকে-

খুশি-তাকে গ্রেপ্তার করতে, আরেকবার বলবে গ্রেপ্তার-করা লোকটাকে ছেড়ে দিতে? কোনো মানে হয় না এসবের।'

'কে বলেছে হয় না?' শুনে বোঝা গেল না ব্যঙ্গ করছে নাকি রাগ করছে ডেরিক। 'এতদিন খেটেছে কারা আসলে? বয়েড, স্টিভ, আমি আর টার্নার ছাড়া আর কারও নাম বলতে পারো? তুমি কী করেছ? তোমার মোটা শরীরটা নিয়ে এই অফিসে আরাম করে বসে ঘুমিয়েছ শুধু। কেলভিনের মেয়েটা উধাও হয়ে যাওয়ার পর পাসির ব্যবস্থা করেছ, সেই পাসিও আবার পঞ্চাশ মাইল গিয়ে ফেরত এসে বলেছে স্রেফ লাপাত্তা হয়ে গেছে মেয়েটা। বয়েডই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে মেয়েটাকে। এখানে তোমার কৃতিত্বটা কোথায়? কোন্ পরিশ্রমটা করলে তুমি? এমন কোন্ কাজটা করলে যার কোনো মানে হয়?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল কলিন্সের চেহারা। 'আমি কীভাবে জানবো ওয়ালেস এসে ধরে নিয়ে গিয়েছে মেয়েটাকে? ওয়ালেসের আস্তানা কোথায় সে-ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছ তুমি স্টিভকে। নীনাকে যে সেখানে পাওয়া যেতে পারে সে-ব্যাপারে আভাসও দিয়েছ সম্ভবত। আমাকে বলেছিলে কিছু?'

'শোনো,' হাত তুলে কলিন্স আর ডেরিকের ঝগড়াটা থামানোর চেষ্টা করল বয়েড। 'নিজেরা নিজেরা কথা কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। ...ডুভালকে আপাতত ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের। কড়া নজর রাখতে হবে লোকটার উপর, সে কোথায় যায় না-যায়, কী করে না-করে দেখতে হবে।'

কী করতে হবে বুঝিয়ে বলল সে সবাইকে। কেলভিনের কাছে যাবে ডেরিক। ওকে বলবে যদি ওর কাছে আবারও যায় ডুভাল, তা হলে বোকার অভিনয় করতে হবে ওকে—কে বা কারা অপহরণ করেছিল নীনাকে সে-ব্যাপারে টুঁ শব্দটাও করা যাবে না। তারপর হোটেলে গিয়ে সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে থাকবে ডেরিক, যাতে ডুভাল সেখানে গেলে ওর উপর সহজেই চোখ রাখতে পারে। টার্নারের এক বন্ধু এসেছে ওর সঙ্গে, নাম শর্ট; ডুভাল জেল থেকে বের হওয়ামাত্র ওকে দেখে ভালোমতো চিনে রাখবে সে, পরে অপেক্ষা করবে স্টেশনে গিয়ে, যাতে রাতের ট্রেনে উঠে কোথাও যদি যায় ডুভাল তা হলে পিছু নিতে পারে ওর। ওকে কিছু টাকা দিয়ে বলল বয়েড, 'যে স্টেশনেই নামুক শয়তানটা, তুমিও নামবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার করে জানাবে আমাদেরকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবো আমরা।' কলিন্সের দিকে তাকাল সে। 'জেল থেকে ডুভালকে বের করে আনবে তুমি। বলবে বিরাট ভুল হয়ে গেছে তোমার, একজনের বদলে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করে ফেলেছ। ক্ষমা চাইবে ওর কাছে। অভিনয়টা নিখুঁত হতে হবে তোমার, তা না হলে শয়তানটা বুঝে ফেলবে সব। ওকে অনুসরণ করবো আমরা, এমনভাবে যে, টেরও পাবে না সে।'

কিছুক্ষণ ভাবল কলিন্স, কিন্তু বিকল্প কোনো উপায় বের করতে পারল না। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি তা হলে ডুভালের কাছে।'

একুশ

হাজত থেকে কোর্টহাউস, সেখান থেকে জেলে চালান করে দেয়া হয়েছিল ডুভালকে।

কাউন্টির কোর্টহাউসটা একেবারে বিচ্ছিরি। অপরাধীদের বিচার করা হবে ভেবেই হয়তো ইট আর কাঠ দিয়ে কোনোরকমে একটা দালান বানানো হয়েছিল অনেক বছর আগে, কালের ছোবল সহ্য করতে না-পেরে সেই ভবন এখন শ্রীহীন। পিছনেই জেলখানা, এটার শ্রী থাকার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। তবে নিরাপত্তার কথাটা যে মাথায় ছিল নির্মাতাদের, উঁচু আর মোটা দেয়াল দেখলে বোঝা যায় ব্যাপারটা।

অনতিদূরে আস্তাবল। ঘোড়া ভিতরে রেখে দেয়ালে অলসভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বয়েড। কাছেই, আধকাটা একটা গুঁড়ির উপর বসে আছে স্টিভ। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত জেলখানার দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনে।

জেলখানার দরজায় শেরিফের বিশাল শরীরটা উদয় হলো একসময়। সঙ্গে ছোটখাটো আরেকজন, কলিন্সের সঙ্গে লোকটাকে দেখতে বেমানান লাগছে দূর থেকে। ওদেরকে দেখামাত্র যার যার জায়গা থেকে সরে অনেকখানি পিছিয়ে গেল বয়েড আর স্টিভ, গা ঢাকা দিল রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে। ওদের সঙ্গে কলিন্স আর ডুভালের দূরত্ব এখন ত্রিশ গজের মতো।

'আরে, এক কথা কতবার বলতে লাগে!' রাতের নিস্তব্ধতায় শেরিফের উঁচু আর ভারী কণ্ঠটা শুনতে অসুবিধা হয় না এতদূর থেকেও, 'অ্যালটন বারউইকের চেহারার সঙ্গে তোমার যদি এত মিল থাকে তা হলে আমি কী করবো? আমার জায়গায় থাকলে তুমি কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে না? ...পাপাডো জুয়েলস-এ তার করলাম, এমন কোনো উত্তর পেলাম না যাতে মুক্তি দেয়া যায় তোমাকে। কাজেই আবার তার করতে হলো আমাকে, এল পাসোতে, যেখানে অ্যালটন বারউইককে শেষবারের মতো দেখা গেছে বলে শুনেছি। এবার জবাব পেলাম—ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে ওই শয়তানটাকে। কাজেই...'

'ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আমাকেও মারতে হবে তোমার,' কঠোর কণ্ঠে বলল ডুভাল। 'ওই বাঁটকুটা, মাতাল ডেরিক না কী যেন নাম, পরেরবার আমার চোখের সামনে পড়ামাত্র সব কাজ বাদ দিয়ে ওর ঘাড়টা মটকাবো, বলে রাখলাম।'

'মাথা গরম কোরো না,' উপদেশ দিল কলিন্স।

জবাবে কী বলল ডুভাল শোনা গেল না।

নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদেরকে অনুসরণ করতে লাগল বয়েড আর স্টিভ। নিজের অফিসের

কাছে এসে থামল কলিন্স, ডুভালকে বলল, 'তোমার সঙ্গে যা ঘটেছে তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে পুরো ব্যাপারটা দুর্ঘটনা বলে মেনে নিলেই ভালো করবে। ...আরেকটা কথা, তোমার জায়গায় আমি থাকলে ভালো কোনো নাপিতের কাছে গিয়ে চুল রঙ করিয়ে নিতাম, যাতে পরে আবারও ধরা পড়তে না-হয়।'

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ডুভাল, ঘুরে রওয়ানা হয়ে গেল হাই রেঞ্জ সেলুনের দিকে। কিছুক্ষণ পর, সেলুনের এক কোনা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। দ্রুত পা চালাল বয়েড আর স্টিভ, নিজেদেরকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে এগিয়ে গেল ডুভাল যেদিকে গেছে সেদিকে। দেখল, ক্লান্ত পায়ে হোটেলে ঢুকছে ডুভাল। সেলুনের যে-পাশটা সবচেয়ে অন্ধকার, সেখানে লুকিয়ে থাকল বয়েড আর স্টিভ।

মিনিট তিনেক পর হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল ডুভাল, এগোল থ্রি স্টার-এর দিকে, পাশাপাশি দু'সারি কতগুলো বাড়ির মাঝখানের এক গলি ধরে। নিঃশব্দে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওকে অনুসরণ করে চলল বয়েড আর স্টিভ।

ঘোলাটে অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে এখন ডুভালকে। শহরের একপ্রান্তে চলে এসেছে সে। ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসার কাছে গিয়ে থামল সে, একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে।

বাইরে, ত্রিশ গজের দূরত্বটা বজায় রেখে একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বয়েড আর স্টিভ। স্টিভ বলল, 'ভিতরে যদি নীনাকে দেখে তা হলে কী অবস্থা হবে ডুভালের? আর কেলভিনকে নিশ্চয়ই জানানো হয়ে গেছে কারা জড়িত ছিল কিডন্যাপিং-এর সঙ্গে; ডুভালকে না আবার হাতের কাছে পেয়ে টুকরো করতে শুরু করে ব্যাটা!'

'আশা করি রাগ সামলে রাখতে পারবে কেলভিন। অন্তত সবার স্বার্থের কথা ভেবে হলেও।'

কেলভিনের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলল না ডুভাল, তাড়াতাড়িই বের হয়ে এল ডাক্তার স্যামুয়েলের বাড়ি থেকে। তারপর ঝড়ের গতিতে হেঁটে গিয়ে পৌঁছাল হোটেলে। আড়াল থেকে সবই দেখল বয়েড আর ডুভাল।

'দেখে তো মনে হচ্ছে ভূত ধরেছে ব্যাটাকে,' মন্তব্য করল স্টিভ। 'কেলভিনের সঙ্গে কথা বলে বোধহয় বুঝে গেছে ওর কোনো পরিকল্পনাই কাজে লাগবে না এখন আর।'

ত্রস্ত পায়ে হোটেলে ঢুকেছিল ডুভাল, ঠিক সেভাবেই বের হয়ে এল। হাতে একটা ছোট সুটকেস।

'ক'টা বাজে?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

'ডুভালের ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে,' ঘুরিয়ে জবাব দিল বয়েড।

কথা শেষ হলো কি হলো না, দূরের স্টেশন থেকে ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দ বহন করে নিয়ে এল রাতের বাতাস। শোনামাত্র হাঁটা বাদ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ডুভাল। ডানে-বাঁয়ে বা পিছনে তাকাচ্ছে না একবারও, ঊর্ধ্বশ্বাসে

ছুটছে শুধু।

ওকে অনুসরণ করে শহরের বাইরে, স্টেশনে এসে হাজির হলো বয়েড আর স্টিভ। ততক্ষণে একটা কামরায় উঠে পড়েছে ডুভাল, ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

'চলো তাড়াতাড়ি,' বয়েডের হাত ধরে টান দিল স্টিভ।

দৌড়াতে দৌড়াতে চলন্ত ট্রেনের পিছনে হাজির হলো ওরা। ছুটতে লাগল নুড়িপাথরে ভরা ট্র্যাকের উপর দিয়ে। স্টিভকে ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল বয়েড, আরেকটু হলেই ধরতে পারত শেষ বগির সিঁড়ি, হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়াল। ওর গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্টিভ। কিছু না-বলে দিক পাল্টাল বয়েড, দৌড়াতে লাগল স্টকপেনের দিকে। হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল স্টিভ, তারপর পিছু নিল বন্ধুর। একশ' ফুটের মতো এগোল ওরা, তারপর গা ঢাকা দিল স্টকপেনের গাঢ় অন্ধকারে।

'কী ব্যাপার?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল স্টিভ। 'ট্রেনে চড়ে না-বসে এখানে কী করছি আমরা?'

'আমার মনে হয়...' কিছুক্ষণ ইতস্তত করল বয়েড, যেন যা বলবে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত নয় পুরোপুরি, 'আমার মনে হয় বেশিদূর যাবে না ডুভাল।'

'বেশিদূর যাবে না মানে?' এখনও বুঝতে পারছে না স্টিভ।

খুলে বলল না বয়েড, চলন্ত ট্রেনের দিকে ইঙ্গিত করল শুধু। সেদিকে তাকাল স্টিভ।

এতদূর থেকেও চেনা যাচ্ছে শর্টকে; একটা কামরায়, জানালার ঠিক পাশে, জ্বলন্ত লণ্ঠনের নীচে নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছে সে। ডুভাল ট্রেনে উঠেছে—ব্যাপারটা শর্ট জানে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ওর ঠিক পাশের কামরার দরজা খুলে গেল হঠাৎ করে, হাতে নিজের চামড়ার স্যুটকেসটা নিয়ে উদয় হলো ডুভাল। মাথা বাইরে বের করে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকল, স্টেশনের পাতলা জটলাটা দেখল কিছুক্ষণ। তীক্ষ্ণ শব্দে আরেকবার হুইসেল দিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল ট্রেনের ইঞ্জিন। আর ঠিক তখনই, কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলা হলো ট্রেন থেকে বাইরে, অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না জিনিসটা কী, তবে বয়েড আর স্টিভ ঠিকই আন্দাজ করতে পারল। কয়েক মুহূর্ত পর, ট্রেনের চাকাগুলো তখন গতি পেতে শুরু করেছে মাত্র, একটা ছায়ামূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল কামরার বাইরে, নুড়িপাথর ছাড়িয়ে ওর দেহটা আছড়ে পড়ল নরম বেলেমাটিতে।

একজন আরেকজনের দিকে তাকাল বয়েড আর স্টিভ। বয়েড বলল, 'স্যান সিদ্রোতে গিয়ে হন্যে হয়ে ডুভালকে খুঁজবে শর্ট, কিন্তু পাবে না।'

নিঃশব্দে, অসাড়ের মতো পড়ে থাকল ওরা দু'জন স্টকপেনের অন্ধকারে। হাতে সুটকেস নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ডুভাল, পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। স্টকপেনের কাছে এসে থামল ডুভাল। কী যেন করছে সে। বয়েড আর স্টিভ যেখানে লুকিয়ে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। কিছুক্ষণ পর আবার চলতে শুরু করল ডুভাল, স্টেশনের দিকে যাচ্ছে এখন। স্টেশন ছাড়াতে

সময় লাগল না ওর, কয়েকটা দালান ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় উঠে গেল। পিছন ফিরে তাকাল না একবারও। স্টকপেন থেকে বের হয়ে এল বয়েড আর স্টিভ, পিছু নিল ডুভালের।

কোনো কোনো বাড়িতে লণ্ঠন জ্বলছে, আলো বলতে সে-টুকুই। নইলে এমনিতে রাস্তা অন্ধকার। তবে ডুভালকে অনুসরণ করতে অসুবিধা হচ্ছে না বয়েড আর স্টিভের। থ্রি স্টার-এর সামনে থামল সে, এতক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ওকে থামতে দেখেই লুকিয়ে পড়েছিল বয়েড আর স্টিভ, তাই পিছনে তাকিয়ে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না ডুভাল। সময় নিল সে, এদিকে-সেদিকে হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ, তারপর যখন টের পেল আসলেই কেউ নেই ওর পিছনে, হার্ডওয়্যার স্টোরটাকে পাশ কাটিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল তাড়াহুড়ো করে।

সময় যাচ্ছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে বয়েড আর স্টিভ। একসময় আড়াল ছেড়ে বের হলো ওরা, নিঃশব্দ পায়ে দৌড়ে হাজির হলো হার্ডওয়্যার স্টোরটার পাশে, দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল প্রায়। উঁকি দিল স্টিভ, যে-গলিতে ঢুকেছে ডুভাল সেদিকে তাকাল। ভূতুড়ে এক ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে লোকটাকে, দ্রুত পায়ে হাঁটছে সে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে মাঝেমধ্যে। বয়েডের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর দু'জনেই ঢুকে পড়ল গলিতে।

গলির শেষপ্রান্তে আস্তাবল, অন্ধকারে ডুবে আছে সেটা। ওখানে পৌঁছে কিছুক্ষণ থামল ডুভাল, দম নিল বোধহয়, পিছন ফিরে তাকাল না একবারও। তারপর চলতে শুরু করল আবার। আস্তাবলের এক কোনা ঘুরলে আরও সরু একটা গলি, ঘোড়া চলাচলের পথ বললেই মানায় বেশি; সেখানে ঢুকে পড়ল সে। যে-কোনো কারণেই হোক বিপদের আশঙ্কা করছে না, তাই আগের মতো তাড়াহুড়োও করছে না, ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে এখন। থামল একবার, কী যেন শোনার চেষ্টা করল, তারপর এগোতে শুরু করল আবার। সামনে কতগুলো গোলাঘর, আঁকাবাঁকা কয়েকটা গলি আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু বসতবাড়ি।

চলতে চলতে হঠাৎ করেই থামল ডুভাল, একটা বাড়ির অনুচ্চ বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াল, তারপর বেড়া টপকে ঢুকে পড়ল ভিতরে। লন ছাড়িয়ে কিছুটা হেঁটে হাজির হলো পোর্চে, বিশেষ কায়দায় টোকা দিল দরজায়। শোনা না-গেলেও বোঝা গেল, ওকে ভিতরে ঢুকতে বলল কেউ। দরজা খুলে নিকষ অন্ধকারে হারিয়ে গেল ডুভাল।

অন্ধকারে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল স্টিভ আর বয়েড। স্টিভ জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িটা কার জানো?'

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল বয়েড, ঠিকমতো শোনা গেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে, তারপর নিচু গলায় বলল, 'শেভলিন!'

উঠে দাঁড়াল ওরা দু'জন, বেড়ায় ছাওয়া লনটা দেখল সময় নিয়ে। শেভলিনের বাড়িটা তেমন একটা বড় নয়, একতলা, প্রায় বর্গাকৃতির, পুরোটাই

কাঠের এবং অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে রঙ-করা।

'চলো,' নিচু গলায় স্টিভকে বলল বয়েড, 'নাটের গুরুর মুখোশ খুলে দেয়ার সময় হয়েছে।'

নিঃশব্দে বেড়া টপকে লনে নামল ওরা, দ্রুত হাজির হলো পোর্চে। খুব সাবধানে দরজার হাতল ঘোরাল বয়েড। খোলাই আছে দরজাটা, ভিতর থেকে আটকে দেয়া হয়নি।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল বয়েড, ওর দেখাদেখি স্টিভ। লম্বা করে দম নিল বয়েড, হাতল ঘুরিয়ে আধ ইঞ্চি খুলল দরজাটা, তারপর স্টিভের দিকে তাকিয়ে ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে।

ছাদটা অস্বাভাবিক রকম নিচু, ভিতরটা আবছা অন্ধকার। আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে, তবে তা যেমন নিরুত্তাপ তেমনই অনুজ্জ্বল। পাশেই, পুরনো কিন্তু সৌখিন এক আরামকেদারায় আয়েশী ভঙ্গিতে বসে আছে ফ্রেড। ওর হাতে দুটো পিস্তল, একটা তাক করা দরজার দিকে, আরেকটা ঘরের অন্য দুই লোক, শেভলিন আর ডুভালের দিকে। মাথার উপরে দু'হাত তুলে একটা ড্যাভনপোর্টে বসে আছে দু'জন, দৃষ্টিতে বিহ্বলতা।

'ফ্রেড!' আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল স্টিভ।

'হাউডি!' হাসল ফ্রেড, পিস্তলের ইঙ্গিতে শেভলিনকে দেখাল। 'আজ রাতে আমার এখানে আসাটা একটুও পছন্দ হয়নি তোমাদের ব্যাংকারের।'

'শোনো!' আগের মতোই তেজী গলায় বলল শেভলিন, 'হাত নামাচ্ছি আমি। আর পারবো না, ব্যথা করছে। এসব কী পাগলামি...'

'তোমাকে হাত তুলতে বলেছিল কে, শুনি? আমাকে দেখে তো তোমরা নিজে থেকেই...' এবার শব্দ করে হাসল ফ্রেড।

ধীরে ধীরে হাত নামাল শেভলিন, এমনভঙ্গিতে রাখল হাঁটুর উপর যেন লজ্জাবতী গাছ স্পর্শ করছে। কিছু বলল না; একবার বয়েড আর স্টিভের দিকে, আরেকবার ফ্রেডের দিকে তাকাল। তারপর ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে।

ঘরটার চারদিকে তাকাল স্টিভ। বাইরে থেকে দেখতে যতটা সাধারণ মনে হয়, ভিতরটা তত সাধারণ নয়, বরং কিছুটা বিলাসবহুলই বলা চলে, অন্তত হর্সহেডের মতো পশ্চিমের কোনো রুক্ষ শহরের তুলনায়। স্বীকার করতেই হবে রুচি আছে শেভলিনের, ব্যাংকার হিসেবে যথেষ্ট পয়সা কামিয়েছে সে-ব্যাপারটাও বোঝা যায়।

স্টিভকে কাছে ডাকল ফ্রেড, পকেট থেকে হাতকড়া বের করে দিল ওর হাতে; শেভলিন আর ডুভালকে পরিয়ে দিতে বলল। ড্যাভনপোর্ট ছেড়ে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল শেভলিন, বলল, 'আমি ওসব পরবো না। এখনও সময় আছে, বাড়াবাড়ি থামাও তোমাদের।'

'এসব করার কোনো অধিকার নেই তোমাদের,' শেভলিনের সঙ্গে সুর মেলাল ডুভাল। 'শেরিফ কলিন্স যদি জানতে পারে...'

নামটা শোনামাত্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ফ্রেড। 'ওই মোটকাটাও বোধহয় তোমাদের ব্যাপারে আইনের ধার ধারে না এখন আর। সুতরাং...' কথা শেষ না-করে পিস্তল কক করল সে।

শেভলিন আর ডুভালের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল স্টিভ। বাধা দিল না ওরা।

'এক কাজ করো, স্টিভ,' এতক্ষণে মুখ খুলল বয়েড। 'আমি আর ফ্রেড মিলে ওদের দু'জনকে ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। তুমি গিয়ে শেরিফকে নিয়ে এসো। আইনসঙ্গতভাবেই ফয়সালা হয়ে যাক পুরো ব্যাপারটার।'

কলিন্সের কাছে যাওয়ার আগে স্টিভের মনে হলো জেসিকেও নিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ মেয়েটার স্বামীও জড়িত আছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে। হোটেলে গিয়ে দেখল উত্তেজিত হয়ে আছে ক্লার্ক, অপরিচিত একটা লোকের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলছে। কাছে দাঁড়িয়ে শুনল স্টিভ। জানতে পারল, ফ্রেডের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে ড্যানকে। ঘটনাটা শেরিফকে জানিয়েছে ক্লার্ক, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেডকে খুঁজতে শুরু করেছে কলিন্স, কিন্তু পায়নি এখনও।

ড্যানের মৃত্যুর খবর হয়তো জেসিও শুনেছে, ভাবল স্টিভ। এই অবস্থায় মেয়েটার সঙ্গে দেখা না-করাটাই ভালো। পারলে ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসায় যাওয়ার অনুরোধ করে একটা নোট লিখল সে জেসিকে, তারপর ক্লার্ককে দিয়ে নোটটা পাঠিয়ে দিল মেয়েটার কাছে। এরপর খুঁজতে বের হলো শেরিফকে। পথে দেখা হয়ে গেল ডেরিক আর টার্নারের সঙ্গে, তিনজনে একসঙ্গে খুঁজে বের করল কলিন্সকে। তারপর সবাই মিলে রওয়ানা হলো ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসার উদ্দেশে।

গিয়ে দেখল আগেই হাজির হয়ে গেছে জেসি। এককোনায় চুপ করে বসে আছে বয়েড, ওর চেহারাটা অস্বাভাবিক রকমের শান্ত, তার মানে ড্যানের মৃত্যুর খবর ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে বোনের কাছ থেকে। একটা খালি বিছানায় পাশাপাশি বসে আছে শেভলিন আর ডুভাল। কেলভিনের খাটের একপ্রান্তে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে নীনা, দেখলে মনে হয় কোনো কারণে প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ভুগছে। মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে বসে আছে কেলভিন, স্পষ্ট নিষ্ঠুরতায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওর চেহারা।

দরজা ঘেঁষে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, একটা চেয়ারে বসে ছিল ফ্রেড। ঘরে ঢুকে ওকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে গেল কলিন্সের, ভিতরে অন্য কোথাও বসতে বলল 'জুয়াড়িকে'। হেসে মাথা ঝাঁকাল ফ্রেড, জানালার কাছে গিয়ে বসল।

সবাই বসার পর স্টিভ খেয়াল করল, একটু পর পর ওর দিকে তাকাচ্ছে জেসি, যেন কিছু বলতে চায়। আবারও সেই অস্বস্তি ফিরে এল স্টিভের মনে, মেয়েটার দিকে তাকানো থেকে বিরত রাখল নিজেকে জোর করে। হর্সহেডে আসার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত রক্তপাত আর নৃশংস কাজ হয়েছে, সব কিছুর জন্য কেন যেন রাগ হলো ওর নিজের ভাগ্যের উপর।

কোনো ভূমিকা করল না কলিন্স, শেভলিনের দিকে তাকিয়ে সরাসরি বলল, 'আসার পথে আমাকে অনেক কথাই বলেছে স্টিভ। কেন এসব করতে গেলে বলো।'

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না শেভলিনের চেহারায়। 'কী করেছি? কী বলছ তোমরা তা-ই তো বুঝতে পারছি না।'

ওর কথা শুনে থমকে গেল সবাই। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ঘরটা, সেই আলোয় ভালোমতো দেখা যাচ্ছে ওকে। সেই আগের মতোই—শান্তশিষ্ট একটা মানুষ, একজন ব্যাংকার, এমনকী এত রাতেও আপাদমস্তক পরিপাটি, যা করছে জেনেবুঝে করছে, একগুঁয়েমির ছাপ স্পষ্ট চেহারায় কিন্তু আচরণে কোনো উগ্রতা নেই এবং সবার চেয়ে আলাদারকম সুন্দর। দেখলে ধোঁকা লাগে, মনে হয় এই লোক খারাপ কিছু করতেই পারে না।

'কী করেছ তুমি সেটা আমাদেরও প্রশ্ন,' বলল বয়েড, পকেট থেকে কাগজ আর তামাক বের করে সময় নিয়ে সিগারেট বানাতে লাগল সে।

'উত্তর যদি জানা না-থাকে,' আগের মতোই শান্ত শেভলিনের কণ্ঠ, 'তা হলে যেতে দাও আমাকে। ঘুমাবো, কাল সকালে অনেক কাজ আছে আমার। তোমাদের মতো ভবঘুরে অকর্মা না আমি। ...কীসের জন্য বেঁধে রেখেছ আমাকে জানি না, তবে এটা জানি যে-কারণেই আমাকে নিয়ে এসে থাকো এখানে, তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই আমার।'

'ডুভালের সঙ্গে তোমার যোগাযোগটা কীসের জানতে পারি?' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল বয়েড।

'ব্যাংকিং ব্যাপার-স্যাপার। আমার ব্যবসার খবর তোমার জেনে লাভ কী?'

'নিশ্চয়ই তোমার ব্যাংকিং ব্যাপার-স্যাপারে কোনো-না-কোনো ভেলকিবাজি আছে,' ফোড়ন কাটল স্টিভ। 'তা না-হলে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে চড়ল কেন ডুভাল? তারপর ট্রেন ছাড়তে-না-ছাড়তেই লাফিয়ে নামল কেন? এবং চোরের মতো দেখা করতে গেল কেন তোমার সঙ্গে, তা-ও আবার যখন তোমার ঘুমের সময় হয়েছিল?'

একটুও বিব্রত হলো না শেভলিন। 'ডুভাল কী করেছে না-করেছে আমি জানি না। আজ রাতে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ওর, দেরি করে হলেও গিয়েছিল সে আমার বাসায়। এতে অপরাধটা কোথায় বুঝতে পারছি না।' গলা কিছুটা চড়ল ওর, 'আমাকে ছেড়ে দাও।'

হাসল স্টিভ। 'কেন? ছাড়া পাওয়ার জন্য এত তাড়া কেন তোমার?'

'কারণ বিনা প্রমাণে কাউকে ধরে এনে বেঁধে রাখতে পারো না তোমরা। রাজ্যের প্রচলিত আইন তা-ই বলে।'

হাসি বন্ধ হয়ে গেল স্টিভের। 'আইন কী বলে না-বলে ভুলে যাও। এখানে কোনো আইন নেই, উকিলও নেই। আইনের লোক আছে একজন, কিন্তু আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি সে তোমার পক্ষে নয়।'

কলিন্সের দিকে তাকাল শেভলিন, কিন্তু শেরিফের চেহারায় কোনো করুণা

দেখতে না-পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'যে-রাতে আমরা হর্সহেডে এলাম,' বলল বয়েড, 'সে-রাত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত খারাপ যা যা ঘটেছে সবকিছুর পেছনে তুমি আছো। আমরা যেমন জানি কথাটা, শেরিফ কলিন্সও জানে। সুতরাং ওর কাছ থেকে কোনো দয়া-মায়া আশা কোরো না। আমাদের সঙ্গে একটাই পার্থক্য ওর—আমরা এখন আইনের পরোয়া করি না, কিন্তু সে করে।'

'আচ্ছা,' বলল স্টিভ, 'তোমার চ্যালা ওয়ালেসের কী হয়েছে?'

কোনো জবাব দিল না শেভলিন।

'আমিই বলে দিই,' বলে চলল স্টিভ, 'মারা গেছে সে। হত্যা করা হয়েছে ওকে। যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু দেখো, খবরটা জানা থাকা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় আমাদের শেরিফ। কারণ কী? কারণ আমাদের মতো সে-ও মনে করে কখনও কখনও বিচারপ্রক্রিয়াটা অনেক লম্বা আর বাজে খরচের একটা ব্যাপার হয়ে যায়। সুতরাং...' কথা শেষ না-করে চুপ করে গেল সে।

কথাটা শুনল কলিন্স, কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না। সিগারেট শেষ করে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বয়েড, সময় নিয়ে দেখল শেভলিন আর ডুভালকে। স্টিভ বলল, 'জেসির অনুপস্থিতিতে যখন তুমি, ডুভাল, কথা বলছিলে ড্যানের সঙ্গে, টাম্বলিং আর-এ, তখন ওই ঘরেই লুকিয়ে ছিলাম আমি। ওয়ালেসের কাছ থেকে বয়েড জেনেছে, নীনাকে অপহরণ করার আদেশ তুমিই দিয়েছিলে। তোমার আদেশেই নকল দলিলে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়ার জন্য বয়েডকে ধরে নিয়ে যায় ওয়ালেসের লোক। ড্যান আর অ্যাণ্ডিকে তুমিই পাঠিয়েছিলে টাম্বলিং আর-এ, রানশটা পুড়িয়ে ছাই করানোর জন্য।'

'প্রমাণ করো,' যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলল ডুভাল।

'আমার কথা কিছুই বুঝতে পারোনি,' বাঁকা হাসি হাসল স্টিভ। 'তোমাদেরকে ধরে আদালতে নিয়ে আসিনি আমরা। এখানে জাজ বা জুরি কেউই নেই যে, তাঁদের সামনে আমাকে আমার অভিযোগগুলো প্রমাণ করতে হবে। তোমাদের অপরাধ আমাদের কাছে প্রমাণিত, কারণ আমরা শুনেছি বা দেখেছি।'

'ঠিক আছে,' উত্তেজিত হয়ে উঠল ডুভাল, 'আবার জেলে দেয়া হোক আমাকে। আদালতে যাওয়ার সুযোগ চাই আমি। বিচার হোক আমার, তারপর যা হওয়ার হবে।'

কলিন্সের দিকে তাকাল স্টিভ। 'শুনলে, শেরিফ? বিচার চায় ডুভাল।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল কলিন্স। 'শুনেছি। ঠিক আছে, বিচার হবে ওর।'

'ঠিক আছে, ডুভালকে নিয়ে যাও তা হলে। শেভলিনের সঙ্গে কথা বলি আমি।'

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে, কলিন্স,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ডেরিক।

'ডুভালকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি একাই যথেষ্ট,' বলল কলিন্স।

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে, ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাতে বাধ্য হলো

ডুভাল। কিন্তু ওকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না-দিয়ে কলিন্স বলল, 'চাবি কার কাছে? হাতকড়া খুলতে হবে।'

শার্টের পকেটে হাত দিয়ে চাবি বের করে আনল ফ্রেড, দিল কলিন্সকে। ডুভালের হাতকড়া খুলে দিল কলিন্স, কড়া দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে এক হাতে শক্ত করে চেপে ধরল ওর এক হাত। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ডুভালের, ওর ঠোঁটজোড়া চেপে বসল পরস্পরের সঙ্গে।

'ভাবতাম তুমি চালাক লোক, ডুভাল,' বলল স্টিভ, 'কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তুমি আসলে বোকা। বিচার কী হয় তোমার একটু পরই দেখবে, কিন্তু তুমি মুখ বন্ধ রাখার কারণে বেঁচে গেল শেভলিন। তোমার জন্য আগেও কোনো ঝুঁকি নেয়নি সে, আজও নিল না। তোমার সঙ্গে যে কোনো সম্পর্ক আছে তা-ই স্বীকার করল না। এককভাবে কোনো দোষ না-করে ফেঁসে গেলে তুমি। যাও, প্রথমে হাজতে তারপর সেখান থেকে জেলে যাও; জামিনও পাবে না, আর...' কথা শেষ না-করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চুপ করে গেল সে, এক হাতে নিজের গলা পেঁচিয়ে ধরে জিভটা অনেকখানি বের করে দেখাল।

'চলো,' ডুভালের হাত ধরে টান দিল কলিন্স।

পার্চমেন্টের মতো সাদা হয়ে গেছে ডুভালের চেহারা, ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। তারপরও উঠে দাঁড়াল, ধীর পায়ে কলিন্সের পিছু পিছু এগিয়ে একসময় বের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

যাওয়ার সময় দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে গেল কলিন্স। শেভলিনের দিকে তাকাল বয়েড। একগুঁয়েমি বিদায় নিয়েছে ব্যাংকারের চেহারা থেকে, এখন আর আগের মতো ঝকঝক করছে না পরিপাটি চেহারাটা, দুশ্চিন্তা ভর করেছে সেখানে, হঠাৎ করেই যেন বয়স বেড়ে গেছে ওর। সবাইকে চমকে দিয়ে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল জেসি, নিঃশব্দে কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় নীরবতা ভাঙল শেভলিন, 'রাজ্যে যদি আইন বলে কিছু থেকে থাকে, আজ যা করলে তোমরা ডুভালের সঙ্গে, একদিন-না-একদিন ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমাদের সবাইকে সেটার জন্য।'

'সেটাই তো কথা,' বলল বয়েড, 'আইন বলে কিছু আর বাকি রাখোনি তুমি আর তোমার চ্যালারা মিলে।'

বাইরে, পর পর দু'বার গর্জে উঠল কারও পিস্তল। শুনেই বোঝা গেল আওয়াজটা দূর থেকে আসেনি। আরও শুকিয়ে গেল শেভলিনের চেহারা, এই প্রথমবারের মতো ঢোক গিলল সে। দু'হাত দিয়ে হাঁটু খামচে ধরেছে, কিন্তু তারপরও অল্প অল্প কাঁপছে আঙুলগুলো।

বাইরের দরজাটা খুলে গেল আবার, ভারী পদশব্দে ঘর কাঁপিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল শেরিফ কলিন্স। আগে যে-চেয়ারে বসে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। কেউ তাকাল না ওর দিকে।

'এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?' জিজ্ঞেস করল ডেরিক।

'হুঁ,' একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল কলিন্স। বয়েডের দিকে তাকিয়ে বলল,

'কিছু বলেছে শেভলিন?'

মাথা নাড়ল বয়েড।

সিগারেটটা শেষ না-করেই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কলিন্স। তারপর উঠল চেয়ার ছেড়ে, গিয়ে দাঁড়াল স্টিভের পাশে। স্টিভ খেয়াল করল, গান পাউডারের তাজা গন্ধ আসছে কলিন্সের শার্ট থেকে।

'চলো, শেভলিন,' গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল সে।

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে,' এবার ডেরিক নয়, উঠে দাঁড়াল স্টিভ।

'না। ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি একাই যথেষ্ট,' আগের বারের মতো করেই বলল কলিন্স।

'কিন্তু...আমার মনে হয় আমারও যাওয়া উচিত,' আবারও বলল স্টিভ।

'না! আমিই শেরিফ, আমার কয়েদিদের জন্য আমি একাই যথেষ্ট!'

'কিন্তু...ডুভালের যা হয়েছে হয়েছে, শেভলিনেরও কি...' শারীরিক দুর্বলতার কারণে হোক অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, প্রশ্নটা শেষ করল না কেলভিন।

'তোমার এত চিন্তার কী আছে? ডুভালের যা হয়েছে তার দায়িত্ব আমি নিলাম। শেভলিনের যা হবে তার দায়িত্বও আমার। আমাদের ব্যাংকারকে ছেড়ে দিলে আবারও কোনো-না-কোনো অপকর্ম করবে সে, আমার তো মনে হয় সব কিছুর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় করাবে আমাকে। সুতরাং...'

'কিন্তু লোকে যখন জানতে চাইবে তখন কী বলবে?'

'ডুভাল শুয়ে আছে শেভলিনের বেডরুমের মেঝেতে, হাতে একটা পিস্তল নিয়ে। ওই একই ঘরে পাওয়া যাবে শেভলিনকে, ওর হাতেও থাকবে একটা পিস্তল। আগামীকাল সকালে ব্যাংকের লোকজন গিয়ে ধরবে আমাকে, বলবে শেভলিনকে পাওয়া যাচ্ছে না, খুঁজে দিতে বলবে। তখন ডেপুটিকে নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হবো ওর বাসায়, মৃত অবস্থায় উদ্ধার করবো ওদের দু'জনকে। আমাকে কিছুই বলতে হবে না, লোকে বুঝে নেবে গোপন কোনো কারণে ডুয়েল লড়েছিল দু'জনে গভীর রাতে এবং একজন আরেকজনের গুলি খেয়ে মরেছে।' কথা শেষ করে শেভলিনের দিকে সরাসরি তাকাল কলিন্স, ওর দিকে এগোল এক কদম।

'কী চাও তোমরা?' গলা ফাটিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শেভলিন, কোটর ছেড়ে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে ওর দু'চোখ, যেন সামনে কলিন্সকে নয়, যমদূতকে দেখছে। 'সব স্বীকার করতে হবে আমাকে? ঠিক আছে, করবো। কিন্তু আগে কলিন্সকে যেতে বলো এখান থেকে। ...সব বলবো আমি।'

কেউ কিছু বলল না। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আর একদৃষ্টিতে শেভলিনের দিকে তাকিয়ে থাকল কলিন্স। তারপর ঘুরল, পায়ের ভারী আওয়াজ তুলে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার আগে আগের মতোই শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা।

মাথাটা ঝুলে পড়ল শেভলিনের। নিচু কণ্ঠে বলল সে, 'কিন্তু আমার লাভ কী?

সব স্বীকার করে নিলে আমার কী হবে? কলিন্সের হাত থেকে নিস্তার নেই আমার।'

'সে যাতে অন্তত খুন করতে না-পারে তোমাকে সে-ব্যবস্থা করবো, আশ্বাস দিলাম,' বলল বয়েড।

কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ শেভলিন, তারপর রাজি হয়ে গেল। 'কোত্থেকে শুরু করতে হবে?'

'ট্রেন ডাকাতির ঘটনা থেকে।'

'ওই ঘটনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে জানলে কীভাবে?'

'ওয়ালেসের আস্তানায় যখন বন্দী ছিলাম, অ্যাণ্ডি নামের একজনের কাছ থেকে শুনেছি,' বলল বয়েড।

ভ্রূ কুঁচকে শেভলিনের দিকে তাকাল ফ্রেড। 'কথা ছিল ব্যাগেজ কারের টাকাটা তোমার ব্যাংকে যাবে, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকাল শেভলিন। 'আমি ছিলাম সবকিছুর আড়ালে। আমার হয়ে কাজ করত ডুভাল। ওয়ালেসকে আদেশ যা দেয়ার সে-ই দিত। ...দু'জনে মিলে ডাকাতির পরিকল্পনা করে। কথা ছিল ওই টাকার একটা ভাগ পাবে ওয়ালেস, বাকিটা চলে আসবে আমার কাছে। বীমা করা ছিল পুরো টাকাটার,' ধূর্ততার ছাপ পড়ল ওর চোখে, 'কাজেই, ডাকাতি হোক, চুরি হোক আর যা খুশি তা-ই হোক, পুরো টাকাটা আবার পেয়ে যেতাম আমি বীমা কোম্পানির কাছ থেকে...'

'কিন্তু তুমি এত বড় বাটপার যে, ওয়ালেসের সঙ্গেও বাটপারি করতে ছাড়োনি,' বলল ফ্রেড। 'যেভাবেই হোক ডুভালকে কাজে লাগিয়ে ওয়ালেসের টাকা থেকে কিছু চুরি করিয়েছ, ঠিক না?' বলল

মাথা ঝাঁকাল শেভলিন।

'এ-কারণেই সন্দেহ ঢুকে গিয়েছিল ওয়ালেসের মনে। বুঝে গিয়েছিল ডুভালের পিছনেও কেউ একজন আছে। একই কারণে কাজে ঢিলেমি দিয়ে দিয়েছিল সে। নইলে ওর মতো আউট-ল'কে এত সহজে কাবু করা যেত না।'

পোর্চের দরজাটা খুলে গেল, দু'হাত মাথার উপরে তুলে, বহাল তবিয়তে হেঁটে ঘরে ঢুকল ডুভাল। ওর ঠিক পিছনেই কলিন্স, ওর পিস্তলটা আঠার মতো আটকে আছে ডুভালের পিঠের সঙ্গে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল শেভলিনের, কত বড় প্রতারণা করা হয়েছে ওর সঙ্গে টের পেল এতক্ষণে। ডুভালের দিকে তাকিয়ে থাকল সে অনেকক্ষণ ধরে, তারপর একে একে তাকাল কলিন্স, স্টিভ আর বয়েডের দিকে।

মুচকি হাসল বয়েড। 'যে-খেলা খেলছিলে, শেভলিন, সে-খেলা খেলার মতো খেলোয়াড় আসলে নও তুমি।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ডুভাল হতভম্বের মতো, তারপর গিয়ে বসে পড়ল আগে যে-চেয়ারে বসে ছিল সেটাতে।

'থামলে কেন?' শেভলিনের কাছে জানতে চাইল বয়েড। 'তোমার কথা

শুনতে ভালোই তো লাগছিল। বাকিটুকু বলো।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল শেভলিন।

'কম বলোনি অবশ্য ইতোমধ্যে। ট্রেন ডাকাতি আর বীমা কোম্পানিকে ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারটা স্বীকার করেছ। বিশ বিশ চল্লিশ বছরের জেল হয়ে যাবে তোমার ওই দুই অপরাধের জন্যই। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, পৃথিবীর আলো-বাতাস আর দেখতে হবে না তোমাকে, জেল থেকে বের হওয়ার আগে বুড়ো হয়ে মারা যাবে তুমি।'

আগের মতোই নিরুত্তর হয়ে থাকল শেভলিন।

আবারও হাসল বয়েড। 'তুমি যে-রকম মহৎ, নিশ্চয়ই চাইবে না তোমার সঙ্গে ডুভালও জেলে যাক? নিশ্চয়ই চাইবে ছাড়া পেয়ে যাক সে, পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখুক প্রাণ ভরে? একদিন যে ছিল তোমার সব অপকর্মের নিত্যসঙ্গী, আজকের পর সে থাকবে মুক্ত আর তুমি পচবে জেলে। অন্তত মুখ বন্ধ রেখে এই একটা ভালো কাজ করবে তুমি, আশা করি?'

চোরা দৃষ্টিতে ডুভালের দিকে তাকাল একবার শেভলিন।

'ওর যে-রকম বুদ্ধি,' বলে চলল বয়েড, 'তাতে ধনী হতে সময় লাগবে না ওর। আর কোন্ কাজ কীভাবে করলে তাড়াতাড়ি পয়সা কামানো যায় তা তুমি ভালোমতোই শিখিয়ে দিয়েছ ওকে, কাজেই ওর কোনো অসুবিধা হবে না। একদিক দিয়ে ভালোই হলো, প্রত্যেক বছর বড়দিনে এক কৌটা দামি তামাক পাঠাতে পারবে সে তোমাকে, জেলে বসে অন্য কয়েদিদের দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানবে তুমি আয়েশ করে।'

'আমি যদি জেলে যাই,' বয়েডের কথা শেষ হওয়ামাত্র গর্জে উঠল শেভলিন, 'তা হলে ওকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

কথাটা শোনামাত্র লাফিয়ে উঠল ডুভাল, ছুটে গেল শেভলিনের দিকে, দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ওর চোয়ালে। পিছন থেকে ডুভালের শার্ট আঁকড়ে ধরে ওকে টেনে সরাল স্টিভ। সমানে গাল আর অভিশাপ দিচ্ছে ডুভাল, চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে হাতের নাগালে পেলে খুনই করে ফেলবে শেভলিনকে। ওকে সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছে স্টিভকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কলিন্স, এগিয়ে গেল স্টিভকে সাহায্য করতে। দু'জনে মিলে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনল ডুভালকে।

যার যার জায়গায় বসে পড়ল সবাই। মেঝের দিকে তাকিয়ে এখনও ফুঁসছে ডুভাল, কিছুক্ষণ পর পর মাথা তুলে খুনে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে শেভলিনের দিকে। একেবারে চুপ করে আছে হর্সহেডের ব্যাংকার, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, কিন্তু দৃষ্টিতে শূন্যতা।

বয়েড বলল, 'শুরু করো এবার। তোমাদের কাহিনী শোনা যাক। কে বলবে?'

শেভলিন আর ডুভালের দু'জনই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ করেই লম্বা করে দম নিল শেভলিন, আগের মতোই শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে

তাকিয়ে থেকে বলতে শুরু করল, 'নামীদামি এক বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এসেছিলাম আমি, লোকটাকে দিয়ে ভালোমতো এবং সবার অগোচরে পরীক্ষা করাই বুল'স আই। আমাকে বলে সে, সোনা আছে সেখানে, কিন্তু মালিক, মানে কেলভিন নাকি আসলে জানেই না কোথায় খুঁড়তে হবে। তখন মাইনটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিই কেলভিনকে। প্রত্যাখ্যান করে সে। তখন যেচে পড়ে ওকে বলি, ব্যাংক থেকে লোন নিতে যাতে মাইনের নিয়ন্ত্রণ কোনো-না-কোনোভাবে আমার হাতে থাকে। সেটাও করল না সে।'

'সোনা! আমার মাইনে?' যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না কেলভিন। 'এখনও আছে?'

ওর দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসল শেভলিন।

কোনো মন্তব্য করল না কেউ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলতে শুরু করল শেভলিন, 'বুল'স আই থেকে সোনা চুরি করত বয়েডের বোন-জামাই ড্যান; একদিন হাতেনাতে ওকে ধরে ফেলি আমি...'

'কবের ঘটনা এটা?' জিজ্ঞেস করে বসল বয়েড। 'জেসির সঙ্গে বিয়ের আগের?'

মাথা ঝাঁকাল শেভলিন।

চোয়াল শক্ত করল বয়েড। জেসি জিজ্ঞেস করল, 'তখন বললে না কেন আমাদেরকে? গোপন করলে কেন আমাদের কাছ থেকে?'

মুচকি হাসল শেভলিন। 'বুদ্ধিমান লোকদের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে তাদেরকে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলার চেয়ে বড় কৃতিত্ব আর কোন্ কাজে আছে? যা-হোক, জুয়া খেলার জন্য টাকার দরকার হতো ড্যানের, আর টাকার জন্যই চুরি করত সে। আমি ওকে টাকা দিলাম। এবং নিয়মিত দিতে থাকলাম যাতে আমার মুঠি থেকে বের হতে না-পারে। ফল হলো অভিনব। জেসির সঙ্গে বিয়ের কিছুদিন পর আমার কাছে এল সে। জানাল, বয়েডদের রানশের কোনো এক জায়গায় বিপুল পরিমাণ সোনার খোঁজ পেয়েছে সে। বলল, ভাই-বোন ব্যাপারটা জেনে যাওয়ার আগেই রানশটা কিনে নিতে। আমি তখন ভেবে দেখলাম, হাতের নাগালে শুধু সোনা আর সোনা; কিন্তু বলতে গেলে কেউই জানে না ব্যাপারটা। কিনে নেয়ার উপায় নেই, তাই ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা আঁটলাম কয়েকদিন ধরে ভেবে।' কিছুটা হলেও ধূর্ততা ফিরে এল ওর চেহারায়। 'নিজেকে আড়ালে রাখতে হবে, কিন্তু কাউকে-না-কাউকে দিয়ে করাতে হবে সব কাজ—তাই খুঁজে বের করলাম ডুভালকে, যার মাথা আছে, সাহস আছে, উদ্যম আছে, কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। সিডারউড-এ পরিচয় হলো ওর সঙ্গে, পনেরো-বিশ মিনিট কথা বলেই বুঝলাম কাজ হবে ওকে দিয়ে, তাই এখানে নিয়ে এসে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে দেরি করলাম না।'

বিড় বিড় করে কিছু বলল ডুভাল, ঠিকমতো শোনা গেল না।

'একটা মাত্র অভাব ছিল ডুভালের—পেশীশক্তি। কাজেই ওয়ালেসকে ভাড়া করতে হলো। পরিকল্পনামতো কাজ শুরু করল ডুভাল। টাম্বলিং আর কেনার

প্রস্তাব নিয়ে গেল জেসির কাছে। বিক্রি করতে রাজি হলো না সে। বুল'স আই-এর জন্য আবার গেল কেলভিনের কাছে, বলতে গেলে তাড়া খেয়ে ফিরে এল। লেক নিয়ে ঝামেলা চলছিল কেলভিন আর বয়েডের মধ্যে, জানা ছিল আমার, তাই ঠিক করলাম উড়িয়ে দেবো সেটা। একইসঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে রানশ আর মাইন, কিন্তু সোনা নষ্ট হবে না। বয়েডকে শায়েস্তা করার জন্য ওয়ালেসকে কাজে লাগালাম, কেলভিনকে আরও কাবু করে ফেলার জন্য অপহরণ করালাম নীনাকে, আর জেসিকে রাজি করাল ড্যান।'

'কিন্তু ড্যানকে যতটা সহজ পাত্র বলে ভেবেছিলে তুমি,' মুখ খুলল ফ্রেড, 'আসলে ততটা সহজ পাত্র ছিল না সে। সোনা চুরির অভ্যাস ছিল ওর, মরার আগ পর্যন্ত ওই অভ্যাস ছাড়তে পারেনি।' নাপিতের দোকান-কাম-হোটেলে কী খুঁজে পেয়েছে জানাল সবাইকে। 'ওই ব্যাপারটাই ফয়সালা করার জন্য এসেছিলাম এখানে, এসে তো...' কথা শেষ না-করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চোখ টিপল শেভলিনের দিকে তাকিয়ে। 'আমার পিছনে ড্যানকে লাগিয়েছিলে তুমিই। বিপদে পড়তে যাচ্ছে টের পেয়ে আর কোনো চিন্তাভাবনা করেনি সে, আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়।' হোটেলে নোট পাওয়া থেকে শুরু করে ড্যানের লাশ পাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটেছে বলল সে। 'ড্যানের সঙ্গে হোটেলরুমে যে-লোকটা ছিল ওকে ধরে ফেলি আমি পরে। ওর কাছ থেকেই শেভলিনের ব্যাপারে ভাসা ভাসা কিছু কথা জানতে পারি। তখন চলে আসি এখানে।'

'আমার কিছু বলার আছে,' শেভলিনের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে বলল ডুভাল। 'বয়েড ফিরে আসছে শুনে মাথা খারাপ হয়ে যায় শেভলিনের। কারণ সে জানত ওর বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারলে শুধু এই বয়েডই পারবে। তাই জেকবকে ঠিক করল সে—অ্যামবুশ করে বয়েডকে মারার জন্য। কিন্তু ঘটনাটা ঘটাল এমনভাবে যাতে সব দোষ গিয়ে পড়ে কেলভিনের উপর। তারপর ওয়ালেস আর ওর চামচাদের দিয়ে উড়িয়ে দিল লেকটা। কেলভিন কিছুতেই বুল'স আই বিক্রি করবে না বুঝতে পেরে কিডন্যাপ করাল নীনাকে, যাতে মুক্তিপণের টাকাটা যোগাড় করার জন্য মাইন বিক্রি করতে হয় কেলভিনকে। মজার ব্যাপার, শেভলিনের কাছে বুল'স আই বিক্রি করে টাকা পাবে কেলভিন, কিন্তু সেই টাকা আবার চলে যাবে শেভলিনের কাছে। টাম্বলিং আর পুড়িয়ে ছাই করারও আদেশ দেয় সে ড্যানকে, যাতে জেসি ভয় পেয়ে যায়, নিজের অর্ধেক বিক্রি করে দিতে রাজি হয়।' কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার শুরু করল, 'ওর ফাঁদে পা দিয়ে আর বের হতে পারিনি আমি, কোনোদিন পারতামও না। আজ বুঝতে পারছি, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ামাত্র কোনো-না-কোনো উপায়ে আমাকেও সরিয়ে দিত সে চিরদিনের জন্য।' কলিন্সের দিকে তাকাল সে, 'শেরিফ, আগে ভাবতাম তুমি লোকটা আসলে সুবিধার না—যারা বড়লোক তাদের হয়ে কাজ করো। আমার সে-ধারণা আজ ভেঙে গেছে। নিয়ে যাও আমাদেরকে, কাঠগড়ায় দাঁড় করাও; আদালত যে-শাস্তি দেবে আমাদের, কোনো প্রতিবাদ না-করে মেনে নেবো।'

উঠে দাঁড়াল ডেরিক, এগিয়ে গেল কলিন্সের কাছে। হোলস্টার থেকে পিস্তল দুটো বের করে বাড়িয়ে ধরল শেরিফের দিকে, বলল, 'নাও, আমার আর এগুলোর দরকার আছে বলে মনে হয় না। এবার যা করার তুমিই করতে পারবে।'

ঠিক তখনই, কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই, চোখের পলকে উঠে দাঁড়াল ডুভাল, এক লাফে এসে দাঁড়াল কলিন্সের সামনে, এবং সাপের ছোবলের মতো দ্রুত থাবা মেরে একটা পিস্তল কেড়ে নিল শেরিফের হাত থেকে। বিশাল শরীরের কারণে আধ পাক ঘুরতেও পারল না শেরিফ, তার আগেই পিস্তলটা উধাও হয়ে গেল ওর হাত থেকে। তাড়াহুড়ো করে সামলাতে গিয়ে আরেকটা ছুটে গিয়ে খসে পড়ল মেঝেতে।

ওর বুকের দিকে পিস্তলটা তাক করে রেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ডুভাল, সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। নিঃশব্দে হাসছে সে, বুনো আর ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টি ওর চোখে। অতর্কিত এ-ঘটনায় হকচকিয়ে গেছে সবাই, এমনকী বয়েড আর স্টিভও, কেউ ভাবতেই পারেনি এরকম কিছু ঘটতে পারে।

ধীরেসুস্থে, নিচু কণ্ঠে বলতে শুরু করল স্টিভ, 'লাভ নেই, ডুভাল, আমাদের সবাইকে খুন করে এই ঘর থেকে বের হতে পারবে না। কতজনকে মারবে তুমি? তোমার পিস্তলের বুলেট শেষ হয়ে যাওয়ার আগে কেউ-না-কেউ বের করবে পিস্তল, শেষ করে দেবে তোমাকে।'

আবারও হাসল ডুভাল, আবারও সেই বুনো দৃষ্টিটা ফুটে উঠল ওর চোখে। কিছু একটা করতে যাচ্ছে সে, বুঝতে পেরে তলপেটের ভিতরে অদ্ভুত একটা আলোড়ন টের পেল স্টিভ। কিন্তু করার কিছু নেই, পিস্তল তাক করে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কারও বিরুদ্ধে ড্র করা যায় না। পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করার আগেই বুক ফুটো করে দেবে ডুভালের সীসা।

'চলো,' শুনে মনে হলো শেভলিন নয়, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডুভালকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে একটা কোলাব্যাঙ, 'পালাই দু'জনে। ভালোই ভেল্কিবাজি দেখিয়েছ। এই গাধাগুলো ভাবতেই পারেনি...'

এতক্ষণে ওর দিকে তাকাল ডুভাল, এবং সে তাকানোমাত্র কথা বন্ধ হয়ে গেল শেভলিনের। বুনো দৃষ্টিটা উধাও হয়ে গেছে ডুভালের চোখ থেকে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে শেভলিনের দিকে—চিনতেই পারছে না যেন। আস্তে আস্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর চেহারা, প্রচণ্ড ঘৃণায় বেঁকে গেল মুখের একপাশ। 'শুয়োর,' চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'আমাকে খুন করে নিজে রাজা হবি এই কাউন্টির?'

অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে শেভলিন, হাস্যকর ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে যেন ডুভালের বুলেট ঠেকাবে তালু দিয়ে।

ঘরের ভিতরে বজ্রপাতের আওয়াজ হলো দু'বার, আগুন উগরে দিল ডুভালের পিস্তল। বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল শেভলিন,

আর্তনাদ করারও সময় পেল না, মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। তাজা রক্তে ভেসে গেল মেঝে।

'এবার,' নীনার দিকে পিস্তল তাক করল ডুভাল, একবার নীনা আরেকবার জেসির দিকে তাকাচ্ছে পালাক্রমে, অতিরিক্ত উত্তেজনায় ভুলেই গেছে বয়েডের কথা, 'দু'জন ভদ্রমহিলা আছে এই ঘরে, কেলভিনের মেয়েটাকে জিম্মি করে নিয়ে যাচ্ছি যাতে পালাতে কোনো অসুবিধা না-হয় আমার। স্রেফ হাওয়া হয়ে যাবো আমি, আমার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাবে না তোমরা। কিন্তু হাওয়া হওয়ার আগ পর্যন্ত মেয়েটা থাকবে আমার সঙ্গে। যদি টের পাই পাসি লাগানো হয়েছে আমার পিছনে, যদি হুলিয়া জারি করা হয় আমার নামে, ধড় থেকে মুণ্ডুটা স্রেফ আলাদা করে ফেলবো এই মেয়েটার...'

আরও দু'বার বজ্রপাতের আওয়াজ হলো, এত দ্রুত যে, বোঝাই গেল না একবার না দু'বার গুলি করা হয়েছে। ডুভালের বুকের বাঁ দিক থেকে চুইয়ে চুইয়ে বের হতে লাগল রক্ত। ব্যথায় নয়, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। সেই হাঁ বন্ধ হওয়ার আগে তৃতীয় বুলেটটা বিশ্রী একটা গর্ত তৈরি করল ওর কপালে, কাটাগাছের মতো আছড়ে পড়ল সে মেঝেতে।

লাশটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল বয়েড। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'নীনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা করার আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল, ডুভাল, আমিই সেই বয়েড, পিস্তলের কারণে আট বছর জেল হয়েছিল যার।'

বাইশ

ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসা থেকে বের হয়ে যার যার গন্তব্যে ফিরছে, হাঁটার গতি কমিয়ে পিছিয়ে পড়ল স্টিভ, জেসির পাশে চলে এল। ওদের সামনে এখন ডেরিক আর ফ্রেড। বাকিরা এখনও রয়ে গেছে স্যামুয়েলের বাসায়, শেরিফের সঙ্গে কথা বলছে।

'যদি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি,' কিছুক্ষণের নীরবতার পর বলল জেসি, 'সত্য উত্তর দেবে?'

কিছু না-বলে মাথা ঝাঁকাল স্টিভ।

'তুমি কি আগে থেকেই জানতে এসবের সঙ্গে জড়িত ছিল ড্যান?'

'জানতাম।'

'কিন্তু কিছুই বলোনি আমাকে। কেন?'

'আসলে...বলতে পারিনি। সে তোমার স্বামী।'

'ছিল,' শুধরে দেয়ার চেষ্টা করল জেসি। 'আজ রাতে যদি শেভলিন আর ডুভালের সঙ্গে যদি ড্যানও থাকত তা হলে কী করতে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল স্টিভ, 'জানি না। আমি...'

'আমার স্বামী বলে ওকে সবসময় কিছুটা হলেও আলাদা করে দেখেছ তুমি অন্যদের থেকে,' জেসির কণ্ঠে ঝাঁঝ, 'দয়া করেছ আসলে। আমি জানতে চাই, কেন?'

থেমে দাঁড়াল স্টিভ, সরাসরি তাকাল জেসির চোখের দিকে। নরম কণ্ঠে বলল, 'এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছ আমাকে?'

'জানি না,' ফোঁপাচ্ছে জেসি। 'জানলেও তোমাকে বললে বুঝবে কি না...'

'অন্তত এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, বোঝার চেষ্টা করবো।'

'আসলে...এ-জীবনে বলতে গেলে তেমন কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার। বয়েড আমার চেয়ে বয়সে বেশি বড় নয়, বলতে গেলে আমাদের যখন একসঙ্গে খেলার কথা তখন জেল হয়ে গেল ওর। বাবাই তখন আমার সবকিছু। কিন্তু বয়েডকে হারিয়ে তিনিও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেল তাঁর, আর বেশিরভাগ সময়ই ভুল সিদ্ধান্ত নিতেন। আমাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন, তারপরও খারাপ ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে। অসহায় বোধ করতাম আমি, একটুখানি ভালো ব্যবহার আর একটুখানি সহানুভূতি পাওয়ার জন্য ছটফট করত মন। তাই প্রথম পরিচয়েই পছন্দ করে ফেলি ড্যানকে। কিন্তু বিয়ের পর কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই নিজের আসল চেহারা দেখিয়ে দেয় সে। বুঝতে পারি, কপালদোষে যাকে বিয়ে করেছি সে শুধু রুক্ষই না, কোনো কোনো সময় নিষ্ঠুরও। বললে হাসবে, রানশের জন্য এত পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে যে, শহরে যাওয়ারও তেমন কোনো সুযোগ পেতাম না; তাই বাবা, ড্যান আর আমাদের দুই কাউহ্যাণ্ড ছাড়া বলতে গেলে আর কোনো পুরুষের দেখাই পেতাম না।' থামল জেসি, স্টিভ কিছু বলবে ভেবে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছু বলল না স্টিভ। তাই আবার বলতে শুরু করল, 'তুমি আর বয়েড যখন ফিরে এলে, তোমাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। একেবারেই অন্যরকম মনে হলো তোমাকে। ...এই যে আমার খারাপ লাগবে ভেবে আমার স্বামীর দোষগুলো পর্যন্ত গোপন করে গেছ আমার কাছ থেকে, জানো, ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি।'

কিছুই বলল না স্টিভ, কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ধীর গতিতে হাঁটতে শুরু করল আবার। ওর পাশাপাশি চলতে লাগল জেসি। একসময় হোটেলে এসে পৌঁছাল ওরা, লবিতে থেমে দাঁড়াল।

স্টিভের দিকে তাকাল জেসি। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে লোকটার—বন্যার পানির মতো কিছু কথা যেন বের হয়ে আসতে চাইছে ওর মুখ দিয়ে, কিন্তু জোর করে চেপে রেখেছে সে। কিন্তু একসময় মুখ খুলতে বাধ্য হলো সে, 'আমাকে বুঝতে ভুল হয়েছে তোমার। ...মানে আমি বলতে চাইছি, আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পারোনি তুমি। তোমাকে...কাউকে দেয়ার মতো কিছুই নেই আমার। এই যে এক জোড়া পিস্তল, হোলস্টার, বাড়তি একপ্রস্থ জামাকাপড় আর একটা ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নেই আমার। এমনকী নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা পর্যন্ত না।

কপালদোষে জেল খাটা আসামি আমি, গরু খেদানো আর পিস্তল চালানো ছাড়া তেমন কিছু জানিও না যে, রাতারাতি ধনী হয়ে যাবো...'

'আমি চাইও না কোনোদিন ধনী হয়ে যাও তুমি...' মেঝের দিকে তাকিয়ে, লজ্জিত আর নিচু কণ্ঠে বলল জেসি।

থতমত খেয়ে গেল স্টিভ। 'মানে?'

'বড়লোক হয়ে গেলেই লোকে অনেক কিছু ভুলে যায়, অনেক সুন্দর সুন্দর সম্পর্ক ভুলে যায়। এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য কি খুব বেশি টাকার দরকার?'

'কিন্তু তারপরও...আসলে...' বলতে গিয়ে সঙ্কোচে লাল হয়ে গেছে স্টিভের গাল। 'নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে। যদি পারি, এবং সেদিন যদি তোমার কাছে এসে কিছু চাই...' জেসির চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো সে, 'আমাকে কি ফিরিয়ে দেবে?'

হাসল জেসি, হাত বাড়িয়ে স্টিভের একটা হাত ধরল। 'না, কথা দিচ্ছি, সেদিন তোমাকে ফিরিয়ে দেবো না। এবং যতদিন আমার কাছে না-আসবে, ততদিন অপেক্ষা করে থাকবো।' আবারও হাসল সে, আলতো করে চাপ দিল স্টিভের হাতে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় ঘুরে তাকাল একবার, দেখল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে স্টিভ, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ওর দিকেই, সে-দৃষ্টিতে শুধুই ভালোবাসা।

ডাক্তার স্যামুয়েলের বাসা থেকে সবার পরে বের হলো বয়েড। দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সে, কলিন্স আর টার্নারকে সুযোগ দিল সামনে এগিয়ে যাওয়ার। কিছুক্ষণ একা থাকতে চায় সে।

যদিও তত ক্লান্ত নয় সে, তারপরও অদ্ভুত এক ক্লান্তি কেন যেন চেপে বসেছে ওর মনের উপর। হর্সহেডে পা দেয়ার পর থেকে শুরু করে আজ রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সব ক'টা যেন একে একে ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ড্যান মারা গেছে, মুখোশ-পরা এক নরপশুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে জেসি। টাম্বলিং আর রানশটা এখন সোনার খনি, রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে ভাই-বোন। এখন পানি নিয়ে ভাবতে হবে না আর, ভাবতে হবে না আলফালফা গাছের চাষ নিয়ে। অবৈধ দখলদাররা বিদায় নিয়েছে, কেউ যদি থেকেও থাকে তা হলে তাকে খনিতে চাকরি দিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যাবে। কেলভিনের সঙ্গেও কোনো সমস্যা নেই আর। ওই বুড়ো কী করবে জানে না বয়েড, অন্তত এই মুহূর্তে জানতেও চায় না, কিন্তু জানে সুস্থ হয়ে ওঠার পর কোনো-না-কোনোভাবে নিজের খনি আবার চালু করবেই লোকটা। দরকার হলে বয়েড সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে সাহায্য করবে ওকে, কারণ নীনা...

'বয়েড!'

চমকে উঠল বয়েড, চিন্তার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এসে তাকাল ডান দিকে। কখন যেন নিঃশব্দ পায়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নীনা, টেরও পায়নি

সে।

'দুঃখিত,' নিচু কণ্ঠে বলল নীনা।

ভ্রূ কুঁচকাল বয়েড। 'কেন?'

'ওয়ালেসের ওখান থেকে ফেরার সময় খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে...'

মাথা নেড়ে মেয়েটাকে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করল বয়েড।

'একটা কথা জানা থাকার পরও এতদিন বুঝিনি আমি, আজ যখন আমাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি করলে ডুভালকে তখন বুঝতে পেরেছি।'

'কী?'

'একটা লোকের যা কিছু আছে, যা সে পছন্দ করে বা ভালোবাসে, সেসব রক্ষা করার জন্য দরকার হলে লড়াই করতে হয় তাকে, তা না হলে অন্য কেউ দখল করে নিতে পারে।'

'যদি বিশ্বাস করো, একটা কথা বলি। জেলে গিয়ে ঠিক এই কথাটাই বুঝতে পারি আমি। লড়তে হলে ন্যায্য কোনো কিছুর লড়াই করা উচিত। কারণে-অকারণে, মাথা গরম করে হাতে পিস্তল নিলে তার ফল ভালো হয় না...'

'আজ যখন গুলি করলে ডুভালকে, সত্যি করে বলো তো, তখন মাথা গরম ছিল না তোমার?'

ইতস্তত করতে লাগল বয়েড, কোনো জবাব দিতে পারল না।

হাসল নীনা। 'এখনও চুপ করে থাকবে? এতকিছুর পরও? ...যদি বলি, যাওয়ার আগে আমাকে সব বলে দিয়ে গেছে তোমার বন্ধু স্টিভ, তা হলেও মুখ খুলবে না তুমি?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বয়েড। 'কী বলেছে তোমাকে স্টিভ?'

'আট বছর একসঙ্গে ছিলে দু'জনে জেলে, আমাকে নিয়ে হাজার হাজার কথা শুনিয়েছ তুমি ওকে; সেসব কথা থেকে সবচেয়ে সুন্দর কথাটাই বলেছে।'

নীনার দিকে তাকিয়েই থাকল বয়েড, কিছুই বলতে পারল না, বোবা হয়ে গেছে যেন সে।

'তুমি যে এত আগে থেকে আমাকে পছন্দ করো, আমি কিন্তু কোনোদিন জানতামও না। কত আজেবাজে ছেলে এসে কত কথা বলেছে আমাকে কতবার, আমি কোনোদিন কানও দিইনি, তুমি কিন্তু কোনোদিন এসে দাঁড়াওনি আমার সামনে, বলোনি যে...'

'আসলে...বলতে পারিনি, সুযোগই পাইনি...হয়তো সাহস হয়নি...'

বয়েডের আরেকটু কাছে ঘেঁষে এল নীনা। 'তুমি চমৎকার একটা মানুষ, বয়েড। সাহসের অভাব কোনোদিনই ছিল না তোমার মধ্যে। আমি জানি, লোকমুখে শুনেছি, ইচ্ছা করলেই অসৎ পথে অনেক কিছু হয়তো করতে পারতে তুমি, কিন্তু করোনি। আর ওই যে বললাম প্রথমে, পছন্দের মানুষদের রক্ষা করার ব্যাপারে তুমি যে কতখানি নির্ভীক আর নিষ্ঠুর, তা তো নিজের চোখে দেখলাম আরও একবার।'

উজ্জ্বল একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল বয়েডের চেহারায়, অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল ওর দু'চোখ। 'আট বছর, জানো, আটটা বছর জেলে থাকার পর কোনোদিন ভাবিইনি এরকম করে কেউ কোনোদিন কিছু বলবে আমাকে। সবকিছু কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'কী রকম?'

'এখন মনে হচ্ছে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবো আবার। জীবিকা, লড়াই, খাওয়া আর ঘুম ছাড়াও যে আরও কিছু আছে একজন মানুষের জীবনে ভাবতে পারবো আবার...'

'কী সেটা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নীনা।

'ভালোবাসা,' হাত বাড়িয়ে মেয়েটার একটা হাত ধরল বয়েড। 'আজ যখন সুযোগ এসেছে তখন বলেই ফেলি। প্রথম দেখায় প্রেমের মতো অভিনব আর কিছু মানুষের জীবনে আছে বলে মনে হয় না আমার। প্রথম যেদিন এলে তুমি হর্সহেডে, তোমার বাবার সঙ্গে, তোমার মনে আছে কি না জানি না, ট্রেন থেকে যখন নামছিলে তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি প্ল্যাটফর্মে; তোমাকে দেখলাম আর সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল আমার। সেই থেকে...সেই প্রথম দেখা...প্রথম প্রেম...' ভাষা হারাল সে, নীনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে।

'এবং, জনাব,' হাসছে নীনা, 'আপনাকেও পছন্দ করতাম আমি প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই, কিন্তু হুটহাট করে যে রেগে যান তাই দূরে থাকতাম সবসময়, না জানি কখন আবার পিস্তল বের করে আমাকেই...' কথা শেষ করতে পারল না সে, হাসতে লাগল। সেই হাসিতে যোগ দিল বয়েডও।

'তাই তো বলি,' হাসি থামলে বলল বয়েড, 'ওয়ালেসের আস্তানায় আমাকে দেখামাত্র পরম আপনজন মনে করে জড়িয়ে ধরলে কেন। ঘটনা কী বুঝেও বুঝিনি তখন, এখন জবাব পেলাম।'

হাত ধরাধরি করে দু'জনে নেমে এল ডাক্তার স্যামুয়েলের বাড়ির পোর্চ থেকে। কাছেই, রাস্তার উপর পড়ে আছে বিশাল এক গুঁড়ি, গিয়ে বসল সেটাতে। তারপর মগ্ন হয়ে গেল গল্পে। কয়েক মুহূর্তেই নিজের সব ক্লান্তি ভুলে গেল বয়েড।

'থ্রি স্টার' সেলুনের এককোনায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডেরিককে বলল ফ্রেড, 'জরুরি একটা তার করতে হবে আমাকে। সম্ভব আজ রাতে?'

'আমি সঙ্গে থাকলে সবই সম্ভব,' জড়ানো গলায় বলল ডেরিক, হাতের বোতল থেকে আরও কিছুটা হুইস্কি ঢালল গলায়, তারপর চোখ টিপল ফ্রেডকে উদ্দেশ্য করে। 'যে ব্যাটা টেলিগ্রাম করে সে শুধু মানা করে দেখুক, এই বোতলটা যদি ওর মাথায় না ভেঙেছি তো আমার নাম...। চলো আমার সঙ্গে।'

নিঃশব্দে, পাশাপাশি হেঁটে স্টেশনে এসে হাজির হলো ওরা দু'জনে। অদ্ভুত এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে, বলতে গেলে তেমন কোনো পরিচয়ই নেই কিন্তু দেখলে মনে হয় দু'জন দু'জনের চিরচেনা।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি,' সময় যত গড়াচ্ছে তত মাতাল হচ্ছে ডেরিক 'কিছু মনে কোরো না। কারণ জিভের উপর এখন আর তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই আমার, একটু পর আরও থাকবে না। ...জুয়া খেলার জন্য কোত্থেকে টাকা পায় ড্যান সে-ব্যাপারে বয়েড আর স্টিভের যতটা না মাথাব্যথা ছিল, তোমার ছিল আরও বেশি। কেন? তুমি কি ওই হারামিটার ভাই?'

হাসল ফ্রেড। 'একটু পরই বুঝতে পারবে। ...এসে গেছি।' গলা চড়াল সে, 'কে আছো? একটা টেলিগ্রাম করবো।'

কাঠ দিয়ে বানানো পুরনো, নড়বড়ে একটা ঘরের জানালা খুলে উঁকি দিল অত্যন্ত বিরক্ত একটা মুখ। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু ডেরিকের উপর চোখ পড়ামাত্র চুপ হয়ে গেল।

'অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলছি,' রীতিমতো টলছে ডেরিক, 'মাত্র একটা টেলিগ্রাম করেই চলে যাবো। যত টাকা লাগবে,' বোতলের মুখটা ফ্রেডের দিকে তাক করল সে। 'এই ভদ্রলোক দেবে। রাজি?'

সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল বিরক্ত মুখটা, ভিতর থেকে বন্ধ দরজাটা খুলে দিয়ে ডাকাল ফ্রেডকে, 'এসো।'

কিন্তু ফ্রেডের আগে ভিতরে ঢুকল ডেরিক।

একটা সাদা ফর্ম টেনে নিয়ে কিছু লিখল ফ্রেড, তারপর ফর্মটা ডেরিকের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নাও, পড়ো। তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল ডেরিক। 'পড়ার মতো অবস্থা এখন নেই আমার, বুঝতে পারছ না? তুমিই পড়ে শোনাও।'

পড়তে শুরু করল ফ্রেড, 'ডি পাসেরেলো, ক্যাটল অ্যাসোসিয়েশন, ফিনিক্স, অ্যারিযোনা, কেস শেষ, অপরাধীরা সবাই মৃত, আমি কাউকে মারিনি, পুরস্কার পাবে বয়েড স্টিভ আর ডেরিক, তিনজনই হর্সহেডের, জুয়াড়ির ছদ্মবেশে ফারো খেলে জেতা ছ'হাজার ডলার কী করবো? ফ্রেড।'

'অপরাধী বলতে কাদেরকে বুঝিয়েছ?' দেখে মনে হচ্ছে ফ্রেডের টেলিগ্রাম শুনে নেশা কেটে গেছে ডেরিকের।

'মূলত ওয়ালেস আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের। দু'বছর ধরে ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমরা, কিন্তু নাগাল পাচ্ছিলাম না।'

'তার মানে তুমি একজন রেঞ্জ ডিটেকটিভ?'

মাথা ঝাঁকাল ফ্রেড।

'কিন্তু এত কিছু থাকতে জুয়াড়ির ছদ্মবেশ নিতে গেলে কেন?'

হাসল ফ্রেড। 'অবৈধ পথে কামানো টাকা অবৈধ পথেই খরচ করে সবাই। ওয়ালেসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এরকম কেউ-না-কেউ আসবেই শহরে, আর শহরে এলে জুয়া খেলবেই, মদ খাবেই। ওই লোকটাকে চিহ্নিত করে পিছু নেয়াটাই ছিল আমার কাজ। ড্যানকে চিনে ফেলেছিলাম আমি, কিন্তু প্রথমে ভাবতেও পারিনি সোনা চুরির টাকা দিয়ে জুয়া খেলে সে, তাই পরে ধোঁকার মধ্যে পড়ে যাই, সে আসলেই ওয়ালেসের লোক কি না তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। যা-ই

হোক, পরের কাহিনি তোমার জানা আছে।'

মাথা ঝাঁকাল ডেরিক। টেলিগ্রামের দাম চুকিয়ে ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ফ্রেড।

হাতের বোতলটা ফ্রেডের দিকে বাড়িয়ে দিল ডেরিক। 'আজ তো তোমার খুশির দিন। খাবে নাকি?'

মাথা নাড়ল ফ্রেড। 'খুশির দিনে যেহেতু কোনো কাজ থাকে না আমার, তাই আরাম করে ঘুমানোর চেষ্টা করি। যাই, হোটেলে ফিরে যাই, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাই, কাল আবার এখানে এসে জেনে যেতে হবে আমার নামে ফিরতি তার এসেছে নাকি। নতুন কোনো কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে তখন।' কথা শেষ করে হাত বাড়িয়ে দিল সে ডেরিকের দিকে।

বাড়ানো হাতটা ধরে কয়েকবার জোরে ঝাঁকুনি দিল ডেরিক।

লম্বা লম্বা পা ফেলে 'থ্রি স্টার'-এর দিকে এগিয়ে গেল ফ্রেড।

আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাতের বোতলটা উঁচু করল ডেরিক। 'ভালো মানুষগুলো, ভালো বন্ধুগুলো কেন সবসময় ছেড়ে চলে যায়?'

ওর সেই প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ।

***